অগ্নিপুরাণ।

ভূমিকা।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত অগ্নিপুরাণ যাবতীয় মনুষ্যগণের বিশেষতঃ হিন্দুসম্প্রদায়ের অতি উপাদেয় সামগ্রী। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, ভূগোল, ছন্দোগ্রন্থ ও অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতির সারগর্ভ বিষয় সকল অতি সুন্দররূপ বর্ণিত আছে। আরও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, গৃহনির্ম্মাণাদি ব্যবস্থা, বিবিধ ব্যাধিবিনাশক মন্ত্রৌষধ, রাজধর্ম্ম, বহুবিধ ব্রতমালা এবং অনেক দেবদেবীর পূজা ও প্রতিষ্ঠাবিধি কথিত হইয়াছে। অনেক দিন হইল, মূল সংস্কৃত অগ্নিপুরাণ এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত হয়। তৎকালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দশ খানি পুস্তক একত্রে মিলাইয়া ঐ মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সমাহিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নয়খানি পুস্তকে অগ্নিপুরাণমাহাত্ম্যসূচক অধ্যায়ের পরেই গ্রন্থসমাপ্তি দৃষ্ট হয়, অপর একখানিতে মাত্র ঐরূপ অধ্যায়ের পরেও অতিরিক্ত ত্রিংশৎ অধ্যায় বর্ণিত ছিল দেখা যায়। উক্ত অধ্যায়গুলি তাদৃশ প্রামাণিক বিবেচিত না হওয়ায় সোসাইটির পুস্তকে পরিশিষ্টভাগে ঐ ত্রিংশৎ অধ্যায়ের মধ্যে ছয় অধ্যায়মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

দয়ার্দ্রচিত্ত মহামুনি দ্বৈপায়ন লোকহিতার্থ অগ্নিপুরাণ মধ্যে যেরূপ বিশেষ বিশেষ উপযোগী বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ ব্যক্তিমাত্রেরই সাদরে বিদিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু সকলে তাদৃশ সংস্কৃতজ্ঞ নহেন বলিয়া অনেকেই ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারেন নাই, এজন্য সহজে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত সোসাইটির মুদ্রিত মূলগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া অগ্নিপুরাণের সরল বঙ্গভাষায় এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রচারিত হইল। ইহাতেও সোসাইটির প্রণালী অনুসারে "পরিশিষ্ট" এই শিরোনাম দিয়া অতিরিক্ত ছয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া যতদূর অল্প মূল্য হইতে পারে, তাহাই করা গেল। এক্ষণে ভরসা করি, সাধারণে সমুচিত আগ্রহপূর্ব্বক এই মহোপকারী গ্রন্থের বিশেষরূপ আলোচনা করিলে শ্রমসার্থক জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণেতি।

শ্যামপুকুর ২ নং অভয়ঘোষের লেন
কলিকাতা।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

অগ্নিপুরাণের সূচিপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

অগ্নিপুরাণের সূচিপত্র।

অগ্নিপুরাণের সূচীপত্র

অগ্নিপুরাণের সূচিপত্র।

অগ্নিপুরাণের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

প্রথম অধ্যায়।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

দেবী সরস্বতী, লক্ষ্মী, গৌরী, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, পিনাকপাণি, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বাসুদেবকে নমস্কার।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে * শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ দীর্ঘসত্রের † অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে পুরাণবিৎ ‡ সূতবংশীয় উগ্রশ্রবা ¶ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তথায় সমাগত হইলে মহর্ষিরা তাঁহার স্বাগত জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! তুমি আমাদিগের সম্মানের পাত্র; যাহা হউক, যাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়, তাদৃশ সারাৎসার পরম পদার্থ কি? এই বিষয় বর্ণন করিয়া আমাদিগের কৌতূহল পরিপূর্ণ কর।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ, সেই ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণুই সারাৎসার পদার্থ। "সেই বিষ্ণু এবং

* বরাহ পুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ দানববংশ ধ্বংস করিয়া গৌরমুখনামা ঋষিকে বলিয়াছিলেন যে, আমি এই স্থানে নিমেষমধ্যে দৈত্যকুল বিনিহত করিলাম, অতএব অদ্যাবধি এই স্থান নৈমিষারণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে।

বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্, দিবাকরের ন্যায় প্রভাশালী মনোহর চক্র সৃজন করিয়া তাহা চালাইয়া দিয়া বলিলেন যে, এই চক্রের নেমি অর্থাৎ প্রান্তভাগ যে স্থানে শীর্ণ হইবে, সেই স্থানই তপশ্চরণের উপযুক্ত। পরে দ্বিজগণ ঐ চক্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন। যে স্থানে চক্র শীর্ণ হইল, তথায় তপস্যা করিতে লাগিলেন, এই জন্যই ঐ স্থান নৈমিষারণ্য নামে বিখ্যাত হইল; কিন্তু এইরূপ অর্থ করিলে নৈমিষারণ্য শব্দে "শ" হইবে।

† যে যজ্ঞে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে দান করা যায়, যে যজ্ঞ নিষ্পাদিত করিতে বহুসংখ্যক ঋষির প্রয়োজন এবং যে যজ্ঞে বহুসংখ্যক প্রাণী তৃপ্তি লাভ করে, তাহারই নাম সত্র।

‡ পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চবিষয় থাকে। এই পাঁচটীই পুরাণের লক্ষণ। সর্গ শব্দে সৃষ্টি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি। প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়। কোন কোন মতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মহদাদি সৃষ্টির নাম সর্গ এবং ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক দেবমনুষ্যাদি সৃষ্টির নাম প্রতিসর্গ। বংশ অর্থাৎ সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ প্রভৃতি। মন্বন্তর অর্থাৎ মনুদিগের অধিকার। বংশানুচরিত অর্থাৎ নানাবংশীয় ব্যক্তিগণের জীবনচরিত।

¶ যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রপত্নীর গর্ভে সূতজাতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, বেণনন্দন পৃথু রাজার যজ্ঞে সুরপতির আহবনীয় ঘৃতের সহিত বৃহস্পতির ঘৃত সংমিশ্রিত হইয়া বর্ণসঙ্কর সূতজাতির উৎপত্তি হয়।

উগ্রশ্রবা—যিনি নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ প্রতিপাদ্য বস্তু শ্রবণ করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি উপনিষদের রহস্যবেত্তা, তাঁহাকেই উগ্রশ্রবা কহে।

আমি উভয়েই ব্রহ্মস্বরূপ” এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। অথর্ব্ববেদে কথিত আছে যে, ব্রহ্ম দুই প্রকার; শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এবং বিদ্যাও দ্বিবিধ; পরা ও অপরা। কোন সময়ে আমি শুক ও অন্যান্য তাপসগণ সমভিব্যাহারে বদরিকাশ্রমে উপনীত হইয়া সর্ব্বজনবন্দনীয় মহামুনি দ্বৈপায়নকে প্রণামপূর্ব্বক সারতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রশ্ন শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! একদা আমি কতিপয় মুনি সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার নিকট যে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, তুমি, শুক ও অন্যান্য সকলে অবহিতচিত্তে আকর্ণন কর।

বশিষ্ঠ কহিয়াছিলেন, হে ব্যাস! দ্বিবিধ ব্রহ্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে আমি মুনিবর্গ ও দেবগণ সমভিব্যাহারে অগ্নিসকাশে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম দুই প্রকার; শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ অক্ষর ও বেদার্থানুগত অগ্নিপুরাণ শব্দব্রহ্ম ও কালাগ্নিরূপী জ্যোতিঃস্বরূপ বিষ্ণুই পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত। এই ব্রহ্মসম্মত অগ্নিপ্রোক্ত দিব্য পুরাণ শ্রবণ করিলে ভুক্তি, মুক্তি ও পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে।*

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে ভগবন্! যাহা সংসাররূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণীস্বরূপ, সেই ব্রহ্মেশ্বর ও যাহা বিদ্যাসার বলিয়া পরিগণিত, যাহা অবগত হইলে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

অগ্নি কহিলেন, হে তপোনিধে! আমি তোমার নিকট বিদ্যাসার-বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপধারী কালাগ্নিরুদ্ররূপী বিষ্ণুই ব্রহ্মেশ্বর এবং পুরাণ বিদ্যাসার বলিয়া কীর্ত্তিত। বিদ্যা দ্বিবিধ; পরা ও অপরা। পুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, অভিধান, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, বৈদ্যশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই বর্ণিত আছে। ইহাকেই অপরাবিদ্যা কহে, আর যাহা দ্বারা অদৃশ্য অগ্রাহ্য ও নিরাকার ব্রহ্মের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই পরাবিদ্যা বলিয়া বর্ণিত। পূর্ব্বকালে এই সমস্ত বিষয় ও ভগবানের মৎস্যাদিরূপ ধারণের কারণ দেবদেব বিষ্ণু আমার নিকট এবং কমলযোনি ব্রহ্মা দেবগণের নিকট যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বর্ণন করিব।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে প্রশ্ন নামক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে অগ্নে! আপনি পূর্ব্বে নারায়ণ-সমীপে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ ভগবানের মৎস্যাদিরূপ ধারণ ও আগ্নেয় পুরাণ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

অগ্নি কহিলেন, হে বশিষ্ঠ! ভগবান্ হরি দুষ্টগণের দমন ও শিষ্টগণের পালনের জন্য যে যে

* কোন কোন মতে অগ্নিপুরাণ পরব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

রূপে মৎস্যাদি অবতার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

অতীত কল্পাবসানে ব্রহ্মার নৈমিত্তিক * লয় হইলে ভূ প্রভৃতি যাবতীয় লোক সাগরজলে সংপ্লাবিত হইয়াছিল। তৎকালে বৈবস্বত মনু ভুক্তি ও মুক্তি লাভের আশায় দুশ্চর তপোনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। একদা তিনি পুণ্যসলিলা কৃতমালায় গমনপূর্ব্বক জলতর্পণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তর্পণবারির সহিত একটি স্বল্পকায় মৎস্য তাঁহার অঞ্জলিমধ্যে সমুৎপতিত হইল। তখন তিনি তাহাকে সলিলগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিবার উপক্রম করিলে মৎস্যটী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে রাজন্! আমাকে নিক্ষেপ করিও না, আমি গ্রাহাদি জলজন্তু হইতে যার পর নাই ভীত হইতেছি। মনু এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটি কলসমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্য তন্মধ্যে সংবর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় কহিল, হে রাজন্! আমাকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত স্থান প্রদান কর। মনু তাহাই করিলেন, কিন্তু মৎস্য তন্মধ্যে আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং মনুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মনো! এ স্বল্প জলাশয়ে অবস্থান করা আমার পক্ষে অতীব অসুখাবহ হইতেছে, অতএব আমাকে এতদপেক্ষা বৃহৎ স্থান প্রদান কর। তখন মনু তাহাকে একটি সরোবরমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন, কিন্তু মৎস্য তন্মধ্যেও এতদূর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, সরোবরমধ্যে তাহার অঙ্গচালনা হয় না। তখন সে মনুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে রাজন্! আমাকে বৃহৎ স্থান প্রদান কর। তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনু তাহাকে জলধিগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিলেন। মৎস্য জলমধ্যে নিপাতিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই লক্ষযোজন-বিস্তীর্ণ দেহ ধারণ করিল। মনু মৎস্যের সেই অত্যদ্ভুত আকৃতি সন্দর্শনপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি কে? আপনি দেবদেব নারায়ণ সন্দেহ নাই; আপনাকে নমস্কার। হে জনার্দ্দন! আমাকে কেন মায়াজালে বিমোহিত করিতেছেন?

মীনরূপী ভগবান্, মনু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "হে রাজন্! আমি দুষ্টগণের দমন ও সাধুজনের সংরক্ষণার্থ মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে এই নিখিল জগৎ সাগরজলে সংপ্লাবিত হইবে, সেই সময়ে একখানি নৌকা তোমার নিকট সমুপস্থিত হইলে তুমি তদুপরি জীবগণের বীজ সমারোপিত করত † সপ্তর্ষিগণপরিবৃত হইয়া এক ব্রাহ্মী নিশা ‡ অতিবাহিত করিবে। তদনন্তর আমি সমুপস্থিত হইব, তখন সেই নৌকাখানিকে নাগপাশদ্বারা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দিও।" ভগবান্ মীনরূপী জনার্দ্দন এই বলিয়াই তিরোহিত হইলেন, মনুও তদীয় আদেশানুসারে সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

অনন্তর যথাসময়ে সমুদ্র সমুদ্বেল হইলে একখানি নৌকা সমুপাগত হইল; মনু তদুপরি সমারূঢ় হইয়া এক ব্রাহ্মী নিশা অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে একশৃঙ্গধারী নিযুতযোজন-বিস্তৃত কাঞ্চনময় একটী মৎস্য সমাগত হইল। মনু

* ব্রহ্মার নিরূপিত এক দিবসান্তে যে প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক লয় কহে।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতি জীবের এক একটী দম্পতী সমারোপিত করিবে।

‡ চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন, এই এক দিনে এক কল্প।

নৌকাখানি তাহার শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া বিবিধরূপে স্তব করিলেন। সেই মৎস্যরূপী জনার্দ্দনই মনু-সমীপে সর্ব্বপাপনাশন মৎস্যপুরাণ কীর্ত্তন করেন। অনন্তর তিনি বেদমার্গোচ্ছেদক হয়গ্রীবনামা দানবকে নিহত করিয়া বেদমন্ত্রাদি সংরক্ষণ করিলেন। সেই দেবদেব হরিই পরিশেষে বারাহকল্পে কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হন।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে মৎস্যাবতারবর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা ভগবানের কূর্ম্মাবতার-বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণ করিলে যাবতীয় পাপরাশি বিদূরিত হইয়া থাকে।

পুরাকালে সুরাসুরসংগ্রামসময়ে দেবগণ দানবদিগের নিকট পরাজিত ও মহামুনি দুর্ব্বাসার অভিশাপে বিগতশ্রী হইয়া ক্ষীরসাগরশায়ী ভগবান্ নারায়ণসকাশে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো! আমরা দানবগণ কর্ত্তৃক যার পর নাই প্রপীড়িত হইয়াছি, আমাদিগকে তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন। তখন হরি ব্রহ্মাদি সুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা অসুরদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর, তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত সমবেত হইয়া অমৃত ও শ্রীলাভার্থ ক্ষীরোদধি মন্থন করিতে পারিবে। এইরূপে অরিকুলের সহিত সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক কার্য্য সুসাধিত হইলে আমি তোমাদিগকে অমৃত ভোজন করাইব, কিন্তু দানবদিগকে প্রদান করিব না। তোমরা অমৃত পানপূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়া অনায়াসে শত্রুগণকে পরাভূত করিতে পারিবে। অতএব তোমরা মন্দরগিরিকে মন্থনদণ্ড ও নাগরাজ বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া অতন্দ্রিতভাবে সাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হও, আমিও তোমাদিগের সহায়তা সম্পাদন করিব।

দেবগণ বিষ্ণুর আদেশ শ্রবণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বাসুকির মুখবিনিঃসৃত বিষানলে অভিসন্তপ্ত হইলে ভগবান্ হরি তাঁহাদিগের শান্তিবিধান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সাগরমন্থন সমারব্ধ হইলে মন্দরগিরি নিরবলম্বন হইয়া সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণপূর্ব্বক পৃষ্ঠোপরি মন্দর ভূধরকে ধারণ করিলেন। অনন্তর মথ্যমান ক্ষীরোদধি হইতে হলাহল বিষরাশি সমুৎপন্ন হইল। তখন দেবদেব শঙ্কর তাহা কণ্ঠে ধারণ করিলেন, এই জন্যই তিনি নীলকণ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তৎপরে বারুণী, পারিজাত তরু, কৌস্তুভমণি ও অপ্সরোগণ সমুত্থিত হইল। অনন্তর দিব্যরূপিণী দেবী লক্ষ্মী সমুত্থিত হইয়া হরির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; দেবতারা তাঁহাকে সন্দর্শন ও তাঁহার স্তব পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর অংশভূত আয়ুর্ব্বেদ-প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু করে লইয়া সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইলেন। অসুরগণ অমনি তাঁহার হস্ত হইতে সেই কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে অর্দ্ধাংশ প্রদান না করিয়াই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বিষ্ণু মনোমোহিনী রমণীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে দানবদিগের চিত্ত বিমোহিত হইয়া গেল। তাহারা রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে বরাননে! তুমি আমাদিগের ভার্য্যা

হইয়া আমাদিগকে এই অমৃত বণ্টন করিয়া দেও। তখন হরি "তথাস্তু" বলিয়া অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে ভোজন করাইলেন, কিন্তু অসুরদিগকে প্রদান করিলেন না। ভোজনসময়ে রাহুনামা অসুর চন্দ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক অমৃত পান করিতেছিল, দিনমণি ও নিশানাথ জানিতে পারিয়া তাহা হরি-সকাশে প্রকাশিত করিলেন। অমনি ভগবান্ বিষ্ণুও চক্রদ্বারা রাহুর মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাহু অমৃত পান করাতে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং ছিন্নশিরা হইয়াও গতাসু হইল না। ছিন্ন মস্তক বরপ্রদ হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ভগবন্! আপনার কৃপাতেই আমি অমর হইলাম, অধুনা ভবৎসকাশে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমি যেন গ্রহমধ্যে পরিগণিত হই এবং আমি মধ্যে মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিব, উহাই গ্রহণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। গ্রহণ-সময়ে যাহা কিছু দান করা হইবে, তাহা যেন অক্ষয় হয়। রাহু এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান্ হরি তথাস্তু বাক্যে বরপ্রদানপূর্ব্বক স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিলেন। যাবতীয় দেবগণও তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান্ পিনাকপাণি, হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিষ্ণো! আমি তোমার মহিলারূপ সন্দর্শনে অভিলাষী হইয়াছি। হরিও তচ্ছ্রবণে অমনি মোহনীয় মোহিনীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। তদীয় অনুপম শ্রী ও রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া শঙ্করের চিত্ত বিমোহিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই কামিনীকে গৌরীবোধে তৎসহবাসে অভিলাষী হইলেন এবং নগ্ন ও উন্মত্ত হইয়া রমণীর কেশপাশ ধারণ করিলেন। তখন রমণী কেশ বিমোচনপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইলে রুদ্রদেবও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন। গমন-সময়ে যে যে স্থানে মহাদেবের বীর্য্য নিপতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই এক একটী কনক-ময় শিবলিঙ্গ সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই সেই স্থানই পরম পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অনন্তর পশুপতি সেই কামিনীকে মায়া জ্ঞান করিয়া স্বাস্থ্যভাব অবলম্বন করিলে হরি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রুদ্র! তুমিই আমার মায়া জয় করিলে, একমাত্র তুমি ব্যতিরেকে জগতীতলে আর কোন পুরুষই মদীয় মায়া জয়ে সমর্থ নহে।

এদিকে দৈত্যগণ অমৃতলাভে বঞ্চিত হইলে দেবতারা তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া পরমসুখে ত্রিদিবধামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি ভক্তিপূতমনে একাগ্রহৃদয়ে এই অধ্যায় অধ্যয়ন করেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখসম্ভোগপূর্ব্বক অন্তিমে সুরধামে প্রস্থিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে কূর্ম্মাবতার নামক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধুনা সর্ব্বপাপ-প্রণাশন বরাহাবতার কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অসুরাধিপতি হিরণ্যাক্ষ দেবগণকে পরাজিত করিয়া সুরপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। তখন দেবগণ সমবেত হইয়া বিষ্ণুসমীপে গমনপূর্ব্বক নানাবিধ স্তব করিয়া পরিত্রাণ লাভার্থ সহায়তা প্রার্থনা করিলে ভগবান্ও যজ্ঞবরাহরূপ

ধারণপূর্ব্বক সেই দুরাত্মা দানবাধীশ্বর ও তদীয় অনুচরবর্গকে নিহত করিয়া দেবগণের রক্ষাবিধান করিলেন, তৎপরেই বরাহমূর্ত্তি তিরোহিত হইল।

অনন্তর হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুও সেইরূপ দেবগণের যজ্ঞভাগ হরণ ও তাঁহাদিগের আধিপত্য গ্রহণপূর্ব্বক একান্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলে সর্ব্বনিয়ন্তা বিষ্ণু নারসিংহ বপু ধারণপূর্ব্বক দেবগণ সহ মিলিত হইয়া তাহাকে নিহত করিলেন। তখন সুরগণও স্ব স্ব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নরসিংহরূপী হরির স্তব করিতে লাগিলেন।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামসময়ে বলি প্রভৃতি অসুরগণ কর্ত্তৃকও দেবতারা পরাভূত ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া হরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে অদিতি ও কশ্যপও বহুবিধরূপে হরির স্তব করেন। তখন ভগবান্ দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া বামনরূপে অদিতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলির যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। তাঁহাকে বেদপাঠ করিতে করিতে রাজদ্বারে সমুপাগত দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাঁহাকে নেত্রগোচর করিয়া বলির অন্তরে কিঞ্চিৎ দান করিবার অভিলাষ হইল। নরপতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বহুবিধরূপে নিষেধ করিলেন, কিন্তু বলি গুরুবাক্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বামনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিপ্র! আপনি যাহা অভিলাষ করেন, প্রার্থনা করুন, আমি আপনাকে তাহাই প্রদান করিব। বলি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বামন কহিলেন, হে রাজন্! আমি ত্রিপাদভূমিমাত্র প্রার্থনা করি, আমার আর কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই। তখন বলি তথাস্তু বলিয়া হস্তে জলগ্রহণ করিবামাত্র বামন অবামনরূপ ধারণ করিয়া একপদে ভূর্লোক, দ্বিতীয় পদে ভুবর্লোক ও তৃতীয় পদ দ্বারা স্বর্লোক আক্রমণ করিলেন। অবশেষে তিনি বলির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে ত্রিভুবনের ইন্দ্রত্বপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

অগ্নি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধুনা পরশুরামের অবতার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন সময়ে ক্ষত্রিয়গণ একান্ত উদ্ধত হইলে দেববিপ্রাদিপ্রতিপালক হরি ভূভার-হরণার্থ জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হন। জমদগ্নিনন্দন সর্ব্বশাস্ত্রে ও নিখিল শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে নরপতি কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়-প্রসাদে সহস্র বাহু লাভ পূর্ব্বক প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া নিখিল বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থ অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে একান্ত শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তখন মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে নিমন্ত্রিত করিয়া স্বীয় আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। তপোনিধি কামধেনুপ্রভাবে যাবতীয় আহারদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মহীপতি ও তদীয় সৈন্যসামন্তদিগকে সমর্পণ করিলেন। কামধেনুর অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে নরপতি মহর্ষির নিকট তাহাকে গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু জমদগ্নি ধেনুপ্রদানে অসম্মত হওয়াতে কার্ত্তবীর্য্য বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন; সুতরাং ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হইল। সেই যুদ্ধে পরশুরাম পরশু দ্বারা নরপতির শিরশ্ছেদ করিয়া কামধেনুকে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যানয়ন করিলেন। অনন্তর জামদগ্ন্য অরণ্যে প্রস্থান করিলে কার্ত্তবীর্য্যনন্দনেরা পূর্ব্ববৈর স্মরণ-

পূর্ব্বক জমদগ্নির প্রাণবিনাশ করেন। অবশেষে পরশুরাম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই ক্রোধে অধীর হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়-শোণিত দ্বারা পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পঞ্চকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পিতৃতর্পণ করেন। অবশেষে কশ্যপকরে বসুন্ধরা সমর্পণপূর্ব্বক মহেন্দ্র-গিরিতে গমন করিয়া তপঃসাধনে নিরত হন।

অগ্নি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি ভক্তি-পূতচিত্তে ভগবানের কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও পরশুরামাবতার শ্রবণ করেন, অন্তিমে তাঁহার স্বর্গগতি লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে বরাহনৃসিংহাদি অবতার-বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির নিকট যে রামায়ণ কীর্ত্তন করেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে।

নারদ কহিয়াছিলেন, বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে বৈবস্বত মনু, মনু হইতে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকু হইতে ককুৎস্থ, ককুৎস্থ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ এবং অজ হইতে দশরথ সমুৎপন্ন হন। অনন্তর ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ হরি রাবণাদি রাক্ষস-দিগের বিনাশার্থ রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নরূপে দশরথগৃহে চারি অংশে অবতীর্ণ হইলেন। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথের পুত্রোৎ-পাদনার্থ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞীয় পায়স ভোজন করিয়াই মহিষীচতুষ্টয় গর্ভবতী হন। আত্মসদৃশ সর্ব্বগুণোপেত পুত্র-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া দশরথের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র দশরথসকাশে সমাগত হইয়া যজ্ঞবিঘ্ন বিনাশার্থ রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা করিলে রাজাও মহর্ষির সহিত পুত্রদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে তপোনিধি, রামচন্দ্রকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম তাড়কানাম্নী ঘোররূপিণী রাক্ষসীকে নিহত করিয়া মারীচের প্রতি মানবাস্ত্র প্রয়োগ করেন; মারীচ সেই শরাঘাতে ব্যথিত ও বিমোহিত হইয়া ঘূর্ণায়-মান হইতে হইতে বহুদূরে সাগরপারে নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবল দাশরথী যজ্ঞহন্তা সুবা-হুকে নিহত করিয়া সিদ্ধাশ্রমনিবাসী তাপসগণের যজ্ঞবিঘ্ন বিদূরিত করিলেন। অবশেষে তিনি ধনু-র্যজ্ঞ সন্দর্শনার্থ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ মিথিলায় উপনীত হইলেন। তথায় দ্বিজবর শতানন্দ রামসকাশে বিশ্বামিত্রের প্রভাব-বিষয় কীর্ত্তন করেন। জনকরাজা সমাগত বিশ্বা-মিত্র ও রামলক্ষ্মণের যথাবিধি অভ্যর্থনা ও অতিথি-সৎকার করিয়াছিলেন। পরিশেষে রাম অবলীলা-ক্রমে সেই হরধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলে জনক যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া অযোনিসম্ভবা বীর্য্যশুল্কা তনয়া সীতাকে তদীয় করে সম্প্রদান করিলেন। বিবাহোৎসবসময়ে দশরথ প্রভৃতি সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া জনক-

পুরে সমাগত হইলেন। রাম জনকনন্দিনী জানকীকে এবং লক্ষ্মণ ঊর্ম্মিলাকে বিবাহ করিলেন। জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুইটি কন্যা ছিল; একের নাম মাণ্ডবী, দ্বিতীয়ের শ্রুতকীর্ত্তি। জনকের অনুজ যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদরের সহিত মাণ্ডবীকে ভরতের করে ও শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্নের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এইরূপে পরিণয়বিধি পরিসমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র মিথিলানাথকর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জমদগ্নিনন্দন মহাবীর্য্য পরশুরাম রোষবশে সমাগত হইলে ঘোরতর বিবাদ সংঘটিত হয়, তাহাতে ভৃগুনন্দন পরাজিত হইয়া প্রস্থিত হইলে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ভরত লক্ষ্মণের সহিত মাতুল যুধাজিতের আলয়ে উপনীত হইলেন।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে রামায়ণে বালকাণ্ডবর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভরত মাতুলালয়ে প্রস্থান করিলে রামচন্দ্র পিতৃশুশ্রূষায় নিরত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদা রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! প্রজাগণ তোমার গুণে বশীভূত হইয়া পূর্ব্বেই তোমাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছে। অধুনা আমারও অভিলাষ যে, প্রভাতে তোমাকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিব; অতএব তুমি সীতাসহ ব্রতনিষ্ঠ ও সংযত হইয়া নিশা অতিবাহিত কর। মহীপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র এই আট জন অমাত্য ও মহামুনি বশিষ্ঠও তাহাতে অনুমোদন করিলেন। রামও পিতার আদেশ শ্রবণপূর্ব্বক "যে আজ্ঞা" বলিয়া জননী কৌশল্যার নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপিত করত দেবপূজায় নিযুক্ত হইলেন। মহীপতি অযোধ্যানাথ রামের রাজ্যাভিষেকার্থ মন্ত্রিগণকে সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহে অনুমতি করিয়া কৈকেয়ীসদনে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কৈকেয়ীর প্রিয়সখী মন্থরা অযোধ্যাপুরী সমলঙ্কৃতা দর্শনে রামাভিষেক জানিতে পারিয়া কৈকেয়ীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিল এবং কহিল "হে কৈকেয়ি! শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, নরপতি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, অতএব কি তুমি, কি আমি, কি ভরত, কাহারও পরিত্রাণ নাই।"

রাজমহিষী দেবী কৈকেয়ী কুব্জার এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দভরে অঙ্গ হইতে হার উন্মোচন করিয়া সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, হে সখি! ভরত আমার যেরূপ পুত্র, রামও তদ্রূপ; বিশেষতঃ রাম জ্যেষ্ঠ, রামই রাজ্যলাভে অধিকারী, রাজ্যলাভে ভরতের কোনরূপেই অধিকার নাই।

মন্থরা কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক রোষভরে হার দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিল, হে মূঢ়ে! তুমি আত্মাকে, ভরতকে এবং আমাকে রাঘবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। রাম রাজা হইলে তাহার অবর্ত্তমানে তদীয় পুত্রই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে; অতএব ভরতের আর রাজ্যলাভের কোন সম্ভাবনাই রহিল না। ভরতকে একেবারেই রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হইল। এক্ষণে ইহার সদুপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে

দেবাসুরসংগ্রামসময়ে সুরগণ শম্বরাসুর কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া নরপতির নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলে তিনি রজনীযোগেই গমনপূর্ব্বক অসুরদিগকে পরাভূত করিয়া দেবগণকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। সেই সংগ্রামে নরনাথ ক্ষতবিক্ষত হইলে তুমি স্বীয় বিদ্যাবলে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে। তখন রাজা তোমাকে বরদ্বয় প্রদানে অঙ্গীকৃত হইলে তুমি বলিয়াছিলে যে, প্রয়োজনমতে সময়ান্তরে গ্রহণ করিব। অতএব ইদানীং তাহার এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা কর। পূর্ব্বে কোন সময়ে কুব্জা অপরাধ করাতে রামচন্দ্র তাহার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই শত্রুতা স্মরণ করিয়াই মন্থরা রামচন্দ্রের বনবাস কামনা করিল।

কৈকেয়ী কুব্জার বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া মনে মনে কার্য্যসাধনোপায় চিন্তা করিয়া ক্রোধাগারে প্রবেশপূর্ব্বক ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ দেববিপ্রাদি অর্চ্চনা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, কৈকেয়ী আলুলায়িতকেশে ভূশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া সকাতরে কহিলেন, হে দেবি! তুমি কি কোনরূপ পীড়ায় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ অথবা ভয়ে তোমার চিত্ত সমুদ্বিগ্ন হইয়াছে? তোমার কি অভিলাষ বল। হে সুন্দরি! আমি যে রাম ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার যাহা অভিলাষ, তাহাই সম্পাদিত করিব। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে।

দশরথ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে কৈকেয়ী কহিলেন, হে নৃপতে! পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামসময়ে আপনি আমাকে দুইটি বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রহিয়াছেন, অধুনা আমি তন্মধ্যে এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও দ্বিতীয়বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করি। হে রাজন্! যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আপনার সমক্ষে বিষ পান করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিব।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তক্ষণ পরেই সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে পাপীয়সি! রাম তোর্ কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, আমিই বা তোর্ কি অপকার করিয়াছি যে, এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্? হায়! তোর্ প্রিয়সাধন করিয়া আমাকে জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। রে দুশ্চরিত্রে! তুই কালরাত্রিরূপিণী হইয়া ভার্য্যারূপে মদীয় গৃহে প্রবেশ করিয়াছিস্, কিন্তু আমার ভরত কদাচ এরূপ প্রার্থনায় সম্মত হইবে না। রে দুষ্টচারিণি! রাম বনবাসী হইলে আমি কোনমতেই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না, সুতরাং তুই বিধবা হইয়া সুখে রাজ্যসুখ উপভোগ কর্। সত্যসন্ধ মহীপতি সত্যপাশে নিবদ্ধ হওয়াতে কৈকেয়ীকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া রামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বৎস! আমি কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া রাজ্য শাসন কর; কৈকেয়ী আমাকে সত্যপাশে নিবদ্ধ করিয়া এক বরে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিতেছে।

দাশরথী রামচন্দ্র পিতার এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে এবং কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া জননী কৌশল্যার মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া বহুবিধরূপে মাতাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত বনোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। গমনসময়ে বিপ্রগণকে ও দীনগণকে বহুবিধ ধন বিতরণপূর্ব্বক রথোপরি আরোহণ করিলেন, সুমন্ত্র রথচালনা করিয়া চলিলেন। পুরবাসী সকলেই শোকার্ত্তহৃদয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে নগরী হইতে নির্গত হইয়া রামের অনুগামী হইলেন। ক্রমে ক্রমে রথ সরিদ্বরা তমসার তীরে উপনীত হইলে সে রজনী তথায় অবস্থিতি করিবারই কল্পনা হইল। অনন্তর নিশাশেষে রামচন্দ্র পৌরগণের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মণ ও সীতাসমভিব্যাহারে রথারোহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভাতে পৌরগণ রামকে নেত্রগোচর না করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিষণ্ণবদনে নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এদিকে রাজা সাশ্রুনয়নে শূন্যহৃদয়ে কৌশল্যার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কি পুরবাসীগণ, কি রাজমহিলারা, সকলেই মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র রথারোহণপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণসহ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় নিষাদপতি গুহ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়া ইঙ্গুদিতরুমূলে সে নিশা অতিবাহিত করিলেন। লক্ষ্মণ ও গুহ উভয়ে রজনীযোগে জাগরিত থাকিয়া রামের রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজনীপ্রভাতে রঘুপতি সুমন্ত্রকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক সীতা ও সৌমিত্রিসহ নৌকারোহণে জাহ্নবী পার হইয়া প্রয়াগধামে উপনীত হইলেন। তথায় ঋষিবর ভরদ্বাজকে অভিবন্দন করিয়া গিরিবর চিত্রকূটে গমনপূর্ব্বক বাস্তুপূজা সাধন করত মন্দাকিনীতটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদা রঘুপতি সীতা সমভিব্যাহারে চিত্রকূটের রমণীয় শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি বায়স সহসা সমুপস্থিত হইয়া নখ দ্বারা সীতার স্তন বিদারণ করিল, তদ্দর্শনে রামচন্দ্র ঐষিকাস্ত্র দ্বারা তাহার চক্ষু সমুৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তখন বায়স ভীত হইয়া রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলে রামচন্দ্র তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন, বায়সও গগনপথে সমুড্ডীন হইয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

এদিকে রামচন্দ্র বনে প্রস্থান করিলে রাজা দশরথ ষষ্ঠ রজনীতে কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবি! যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি বহুদিন পূর্ব্বে সরযূতীরে গমনপূর্ব্বক অজ্ঞানবশতঃ যজ্ঞদত্ত নামক মুনিকুমারকে নিহত করিয়াছিলাম। সেই বিপ্রবটু একটী কুম্ভ লইয়া জলপূর্ণ করিতেছিলেন, আমি দূর হইতে সেই শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক হস্তীবোধে শব্দবেধি বাণ পরিত্যাগ করি, তাহাতেই ঋষিকুমার দেহ বিসর্জ্জন করেন। অবশেষে তাঁহার পিতা ও মাতা অশ্রুপূর্ণলোচনে বিলাপ করিতে করিতে আমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, "হে রাজন্! আমরা পুত্রবিরহে অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করিব সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমাকেও আমাদিগের ন্যায় সুতশোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইবে।" অতএব হে কৌশল্যে! আমাকেও রামশোকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। মহীপতি দশরথ এইমাত্র বলিয়া "হা রাম" এই শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক

দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে নিদ্রিত বিবেচনা করিয়া আপনিও একপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ প্রবোধসূচক স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুতেই মহীপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন দেবী কৌশল্যা পতিকে মৃতজ্ঞানপূর্ব্বক "হা হতাস্মি" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নর নারী সকলেই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বশিষ্ঠ ও রাজমন্ত্রীরা ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করাইলেন। ভরত অযোধ্যায় সমাগত হইয়া নগরী শোকপূর্ণা দর্শনে ব্যথিত হইয়া দুঃখিতচিত্তে জননী কৈকেয়ীকে নিন্দা ও তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি! তুমি এতদিনে শিরোপরি কলঙ্কভার সংন্যস্ত করিলে সন্দেহ নাই। কৈকেয়ীনন্দন মাতাকে এইরূপ ভর্ৎসনা ও কৌশল্যাকে ভূয়সী সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তৈলদ্রোণিস্থিত পিতার মৃতদেহ লইয়া সরযূতটে অগ্নিসংস্কার করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠাদি সকলে তাঁহাকে রাজ্যশাসনে অনুরোধ করিলে তিনি কহিলেন, আমি রামকে আনয়নার্থ তৎসকাশে গমন করিব, মহাবল রঘুনাথই এই সাম্রাজ্য পালন করিবেন।

ভরত এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুর, তদনন্তর প্রয়াগে উপনীত হইয়া ভরদ্বাজাশ্রমে ভোজন করিলেন এবং ঋষিবরকে প্রণাম করিয়া রামলক্ষ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! পিতা আপনার শোকে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সুরধামে প্রস্থান করিয়াছেন, অতএব আপনি অযোধ্যায় উপনীত হইয়া রাজ্যপালন করুন; আমি আপনার আদেশ লইয়া বনবাসে কালাতিপাত করি।

ভরত এই কথা বলিলে রামচন্দ্র পিতৃতর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বৎস! আমি রাজ্যে গমন করিব না, আমি জটাচীর ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ সম্বৎসর বনে বাস করিয়া সত্য প্রতিপালন করিব, তুমি আমার এই পাদুকাদ্বয় লইয়া যাও, ইহাকেই রাজ্যাধিদেবতা জ্ঞান করিয়া প্রজাপালন কর। তখন মহাবল ভরত রামের আদেশে তদীয় পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক তাহা সিংহাসনোপরি সমারোপিত করিলেন এবং স্বয়ং নন্দিগ্রামে অবস্থিতিপূর্ব্বক সাম্রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডবর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ, মাতৃগণ, অত্রি, অনসূয়া, শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক মহর্ষি অগস্ত্যের প্রসাদলব্ধ ধনু ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া সরিদ্বরা গোদাবরীতটে পঞ্চবটীকাননে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক সীতা ও সৌমিত্রিসহ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদা শূর্পনখানাম্নী ঘোররূপিণী রাক্ষসী আহারান্বেষণপূর্ব্বক বনপর্য্যটন করিতে করিতে তথায় সমাগত হইল। সে রামের অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিমোহিতপ্রায় হইয়া কহিল, হে সুরূপিণ্! তুমি কে এবং কি কারণেই বা এই ঘোর বিজন অরণ্যমধ্যে আগমন করিয়াছ? যাহা

হউক্, আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ কর; আমি তোমার সমভিব্যাহারী এই দুই জনকে অবিলম্বে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছি। নিশাচরী এই বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিলে সৌমিত্রি রঘুপতির আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসীর নাসাকর্ণ হইতে অজস্র শোণিতরাশি বিগলিত হইতে লাগিল, সে রোদন করিতে করিতে ভ্রাতা খরের নিকট গমন করিয়া কহিল, হে ভ্রাতঃ! আমি এরূপ নাসাবিহীনা হইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র রাম অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত আসিয়া জনস্থানে অধিবসতি করিতেছে, সেই লক্ষ্মণই আমার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছে। যদি তাহাদিগের তিন জনকে নিহত করিয়া তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত পান করাইতে না পার, তাহা হইলে আমি তোমার সমক্ষে এ দেহ বিসর্জ্জন করিব।

ভগিনীর এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক খর রামবধে প্রতিজ্ঞা করিয়া দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত সমবেত হইয়া সংগ্রামার্থ যাত্রা করিল। ক্রমে রামসকাশে সমুপনীত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হইল; রাম অত্যল্পকাল মধ্যেই বাণদ্বারা খর, দূষণ, ত্রিশিরা এবং যাবতীয় চতুরঙ্গ রাক্ষসসৈন্য বিনিহত করিলেন। তখন শূর্পনখা রোষভরে লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক রাবণের নিকট ভূপতিত হইয়া কহিল, হে ভ্রাতঃ! তুমি রাজা বা রাক্ষসদিগের পরিরক্ষক হইবার যোগ্য নহ; দাশরথী রামচন্দ্র পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতাসহ দণ্ডকারণ্যে অধিবসতি করিতেছে, সেই লক্ষ্মণ আমাকে ঈদৃশ বিরূপিণী করাতে ভ্রাতা খর সৈন্যসামন্তসহ সংগ্রাম করিয়াছিল, কিন্তু দুর্জ্জয় রঘুপতির করে জনস্থাননিবাসী যাবতীয় রাক্ষসই বিনিহত হইয়াছে; অতএব যদি সীতাকে হরণপূর্ব্বক খরাদিহন্তা রাম ও লক্ষ্মণের রুধির পান করাইতে পার, তাহা হইলেই আমি জীবন ধারণ করিব, নতুবা তোমার সমক্ষেই যেরূপে হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।

দশানন, ভগিনীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক একান্ত ব্যথিত হইয়া রামবধে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং মারীচকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মারীচ! তুমি বিচিত্র মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক জনস্থানে গমন করিয়া সীতার পুরোভাগে পরিভ্রমণ কর, তোমার মনোহর কান্তি দর্শনে বিমোহিতা হইয়া জানকী তল্লাভে বাসনা করিলে রামলক্ষ্মণ তোমাকে নিহত করিবার জন্য প্রস্থান করিবে; আমি সেই অবকাশে সীতাকে হরণ করিব। আমার বাক্যে অবহেলা করিলে তোমাকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে জানিও।

মারীচ কহিল, হে রাজন্! রাম সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ, তিনি শরাসন করে রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলে আর কাহারও পরিত্রাণ নাই। যাহা হউক্, আমি আপনার আদেশে অবিলম্বেই গমন করিতেছি।

মারীচ রাবণকে এই বলিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল যে, যদি রাবণের বাক্য লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে দুরাত্মা আমার প্রাণবিনাশ করিবে এবং যদি রামের নিকট যাই, তাহা হইলেও নিস্তার নাই; অতএব দশানন অপেক্ষা রামের হস্তে দেহ বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। মারীচ মনে মনে এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া কনকমৃগরূপ

ধারণপূর্ব্বক সীতার পুরোভাগে নানাভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে জানকী বিমোহিতা হইয়া রামকে কহিলেন, হে আর্য্যপুত্র! ঐ মনোহর স্বর্ণমৃগ বিচরণ করিতেছে, আমি উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে বাসনা করি। সীতার আগ্রহ দর্শনে রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মৃগ ধরিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। মৃগও মায়াবলে তাঁহাকে বহুদূরে লইয়া গেল। তখন রাম নিশিত সায়কপ্রহারে তাহার প্রাণবিনাশ করিলেন। মারীচ মরণসময়ে রামকণ্ঠের অনুরূপ স্বর বিস্তারপূর্ব্বক "হা সীতে! হা বৎস লক্ষ্মণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে সীতা সমুৎকণ্ঠিত হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থ গমনে অনুরোধ করিলে সৌমিত্রি জানকীকে বিবিধরূপে প্রবোধ প্রদান করিয়া কহিলেন, দেবি! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন, ত্রিভুবনতলে এতাদৃশ কেহই নাই যে, রামের জীবন নিধনে সমর্থ হয়। কিন্তু সীতা লক্ষ্মণের বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া বরং তৎপ্রতি অযথোচিত বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন সৌমিত্রি অগত্যা রামোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ শূন্যাশ্রম হইতে সীতাকে হরণ করিয়া চলিল। পথিমধ্যে গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতার উদ্ধারার্থে ঘোরতর সংগ্রাম করে, কিন্তু অবশেষে পরাজিত, ছিন্নপক্ষ ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া লঙ্কাপুরে সমুপাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অশোককাননে রাখিয়া দিল। সে প্রত্যহই বিবিধ প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক সীতাকে পত্নীত্ব স্বীকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। রাক্ষসীরা রাজার আদেশে সযত্নে জানকীর রক্ষাবিধানে নিযুক্ত রহিল।

এদিকে রামচন্দ্র মারীচকে নিহত করিয়া যেমন প্রত্যাগত হইতেছেন, অমনি পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, হে বৎস! যাহাকে কনকমৃগ বোধ করিয়াছিলে, সে বস্তুতঃ মৃগ নহে, দুরাত্মা নিশাচরের মায়ামাত্র। যাহা হউক্, তুমি সীতাকে শূন্যাশ্রমে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছ কেন? হয় ত এতক্ষণে তাঁহাকে নিশাচরে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

রাম এই বলিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে আশ্রমে সমাগত হইলেন, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সকাতরে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হা প্রিয়ে! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? হায়! তোমা ব্যতিরেকে আমি কোনমতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। রঘুপতি এইরূপে শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে সৌমিত্রি তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা জানকীর অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে ভূপতিত মৃতকল্প জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। জটায়ু রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ ও তৎসহ সংগ্রামাদি সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন রামচন্দ্র তাহার যথাবিধি সংস্কার সাধনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে কবন্ধ রামকরে বিনিহত হইয়া শাপ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক রামকে বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য সংস্থাপনে অনুরোধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে রামায়ণে অরণ্যকাণ্ড-
বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অনন্তর রামচন্দ্র পম্পা-সরোবরে গমনপূর্ব্বক শবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অবশেষে হনূমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল, হনূমান্ রামকে সুগ্রীবের নিকট লইয়া গেলে দাশরথী বানরবরের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিলেন। তদনন্তর সুগ্রীব রামের বল পরিজ্ঞাত হইবার অভিপ্রায় করিলে রঘুপতি একটিমাত্র বাণ প্রয়োগ দ্বারা সপ্ততাল ভেদপূর্ব্বক পদাঘাতে দুন্দুভির সুবৃহৎ দেহ দশযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলেন এবং বৈরকারী বালীকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করত রুমা ও তারাকে তদীয় করে সমর্পণ করিলেন। তখন কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব রামকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে রাম! যাহাতে সীতা উদ্ধার হয়, আমি তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন করিব। রামচন্দ্র তচ্ছ্রবণে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক মাল্যবান্ গিরিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ক্রমে চারিমাস অতীত হইল, কিন্তু সুগ্রীব রাজ্যলাভে বিমোহিত হইয়া একবারও রামের নিকট আগমন করিল না। রাম একে সীতা-বিয়োগে অভিসন্তপ্ত, তাহাতে আবার সুগ্রীবের তাদৃশ অসদাচরণ দর্শনে একান্ত বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মণকে বানরাধিপের নিকট প্রেরণ করিলেন। সৌমিত্রিও জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে সুগ্রীবসমীপে সমুপনীত হইয়া কহিলেন, হে সুগ্রীব! মনে করিও না যে, বালী যে পথে পদার্পণ করিয়াছে, সে পথ অবরুদ্ধ রহিয়াছে। এখনও সাবধান হও, যেন বালীর পথের অনুসরণ করিতে না হয়। লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব যার পর নাই লজ্জিত হইয়া কহিল, হে সৌমিত্রে! আমি বিষয়ভোগে উন্মত্ত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিতেছি,যাহা হউক, আমি এই মুহূর্ত্তেই জানকী-নাথের নিকট গমন করিব। বানররাজ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ রামসদনে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিল, হে দাশরথে! বানরেরা সকলেই উপস্থিত হইয়াছে, আপনার আদেশানুসারে ইহাদিগকে সীতান্বেষণার্থ প্রেরণ করিব। ইহারা চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক সীতার অনুসন্ধান করুক, একমাস মধ্যে যাহারা পুনরাগত না হইবে, তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিব, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া বানরদিগকে পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দিকে প্রেরণ করিল, কিন্তু কেহই জানকীর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সকলে প্রত্যাগত হইয়া রাম ও সুগ্রীবের নিকট যথাবৎ নিবেদন করিল। অনন্তর হনুমান্ রামের অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ-পূর্ব্বক কতিপয় বানরদিগের সহিত সমবেত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থিত হইল। তাহারা নানাস্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক জানকীর অনুসন্ধান না পাইয়া একটি সুবৃহৎ গুহাসম্মুখে উপবেশন করিল। তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল যে, মাসাধিক সমতীত হইল, তথাপি জানকীর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলাম না, অতএব সুগ্রীবসমীপেই বা কিরূপে গমন করিব? হায়! আমাদিগকে বৃথা জীবন পরিত্যাগ করিতে হইল! আহা! জটায়ুই ধন্য, সে সীতার উদ্ধারার্থ রাবণের সহিত সংগ্রাম করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

বানরদিগের এইরূপ কথোপকথন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র সেই অরণ্যবাসী সম্পাতিনামা পক্ষী কপিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

হে বানরগণ! বহুদিন পরে তোমাদিগের মুখে জটায়ুর নাম শ্রবণ করিয়া আমার পরম প্রীতিলাভ হইল; জটায়ু আমার ভ্রাতা। আমি গগনপথে সমুড্ডীন হইয়া অর্কমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হওয়াতে সূর্য্যকরে আমার পক্ষ দগ্ধীভূত হইয়া যায়। সম্প্রতি তোমাদিগের মুখে রাম নাম শ্রবণ করিয়া আমার নূতন পক্ষ সঞ্জাত হইতেছে। আমি এই স্থান হইতেই জানকীকে নেত্রগোচর করিতেছি। তিনি শতযোজনবিস্তীর্ণ লবণাম্বুরাশির পরপারে ত্রিকূটগিরির শিখরস্থ রমণীয় লঙ্কাপুরীর মধ্যে অশোককাননে বিষণ্ণবদনে দিনপাত করিতেছেন; অতএব তোমরা সবিশেষ অবগত হইয়া রাম ও সুগ্রীবের নিকট গমনপূর্ব্বক নিবেদন কর।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডবর্ণন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, সম্পাতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ ও অঙ্গদাদি বানরেরা লবণবারিধির দিকে নেত্রপাত করিয়া কহিল, "কে এই সুবিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন করিবে?" তখন মহামতি মারুতি রামকার্য্য সাধনার্থ সেই শতযোজনায়ত সাগর পার হইবার উদ্যোগ করিল; সে একবার সমুদ্রের দিকে নেত্রপাতপূর্ব্বক রামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া লম্ফ প্রদান করিল; পথিমধ্যে মৈনাকগিরি স্পর্শমাত্র ও তৎসহ সখ্য সংস্থাপন এবং সিংহিকা নিধন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইল। কপিবর লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক দশানন, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ ও অন্যান্য রাক্ষসদিগের গৃহ এবং পানভূমি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই অন্বেষণ করিল, কিন্তু কুত্রাপি সীতা দেবীর সাক্ষাৎ হইল না; সুতরাং চিন্তাপরায়ণচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল, জনকনন্দিনী অশোক-বনে শিংশপাতরুমূলে রাক্ষসীগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; পুরোভাগে দুরাত্মা রাবণ বলিতেছে, হে সুন্দরি! আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সুখী হও। রাবণের এইরূপ কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিলেন না। তখন দশানন অগত্যা তথা হইতে প্রস্থান করিল। হনূমান সেই শিংশপাতরুর উপরে লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছিল। রাক্ষসপতি প্রতিগমন করিলে সে জানকীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে দেবি! অযোধ্যা নগরে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা-সহ বনবাসে আগমন করিয়াছিলেন; আপনিই তাঁহার ভার্য্যা। দুরাচার রাবণ বনমধ্য হইতে আপনাকে হরণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছে। রাম-চন্দ্র আপনাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সুগ্রীব-সকাশে সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দেবি! এই অভিজ্ঞানস্বরূপ রামদত্ত অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করুন; হনূমান্ এই বলিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সীতাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিল।

তখন জানকী সেই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া মারুতিকে কহিলেন, হে মারুতে! রাম বিদ্যমান থাকিতে আমি এই দুঃখসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি, তিনি আমার পরিত্রাণার্থ যত্ন করিতেছেন না কেন?

মারুতি কহিল, দেবি! এ যাবৎ রাম আপনার

অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই, আপনার সংবাদ প্রাপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ রাবণকে সবলে ধ্বংস করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিবেন। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। এক্ষণে অনুমতি হইলে রামসদনে প্রস্থান করি, আপনি আমাকে কিছু অভিজ্ঞানচিহ্ন প্রদান করুন।

হনূমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া জনকদুহিতা স্বীয় চূড়ামণি প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! রাম যাহাতে শীঘ্র আমাকে পরিত্রাণ করেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইও এবং আমার অবস্থা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলে, ইহাও আর্য্যপুত্রের নিকট নিবেদন করিবে। হে বৎস! তোমাকে নেত্রগোচর করিয়া অনেকাংশে আমার শোকের লাঘব হইয়াছে।" সীতা এই বলিয়া রামসহ পর্য্যটনকালে একটি বায়স নখাঘাতে তাঁহার স্তন বিদারণ করিলে রাম ঐষিকাস্ত্র দ্বারা কাকের চক্ষু সমুৎপাটন করিয়াছিলেন, সেই বিবরণও প্রত্যভিজ্ঞানস্বরূপ মারুতিসকাশে বর্ণন করিলেন। তখন হনূমান্ চূড়ামণি গ্রহণ ও সেই কথা শ্রবণপূর্ব্বক কহিল, হে কল্যাণি! যদি পতিসকাশে গমন করিবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে আমার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করুন, আমি অদ্যই আপনাকে রামসুগ্রীবের নিকট লইয়া যাইব।" তখন সীতা কহিলেন, বৎস! রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন।

অনন্তর হনূমান্ রাবণকে দর্শন ও তৎসহ কথোপকথনে অভিলাষী হইয়া বনভঙ্গ এবং দন্তনখাঘাতে বনরক্ষকগণ, সপ্ত মন্ত্রীপুত্র ও রাবণনন্দন অক্ষকে নিহত করিয়া ফেলিল। অবশেষে মেঘনাদ তাহাকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাবণসমীপে লইয়া গেলে রাক্ষসরাজ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? হনূমান্ কহিল, আমি রামদূত, তুমি রামকরে সীতাকে সমর্পণ কর; নতুবা সবলে রাঘবকরে নিধনপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। রাবণ হনূমানের এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিল, তখন বিভীষণ তাহাকে নিবারিত করিলেন।

অনন্তর দশানন মারুতির প্রাণবিনাশ অভিলাষে বসনাদি দ্বারা তদীয় লাঙ্গুল সমাবৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল। হনূমানও লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া নিখিল লঙ্কাপুরী ও বহুসংখ্যক রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিয়া ফেলিল এবং পুনরায় সীতাসকাশে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সাগরপারে পুনরাগত হইল। সীতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গদাদি বানরগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা মধুবনে প্রবেশপূর্ব্বক দধিমুখাদিকে পরাজিত করিয়া মধুপান করত সানন্দে রামসন্নিধানে উপনীত হইল। কহিল, হে ভগবন্! সীতাবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছি, মারুতি দেবীকে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে।

তখন রাঘবেন্দ্র হনূমান্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মারুতে! তুমি কিরূপে সীতার নিকট সমুপস্থিত হইলে? দেবীই বা আমাকে কি বলিয়াছেন? সীতাবৃত্তান্ত-রূপ অমৃত সিঞ্চন দ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত কর।

হনূমান্ কহিল, হে প্রভো! আমি শতযোজনায়ত লবণসাগর পার হইয়া লঙ্কাপুরে গমন করিলাম। দেখিলাম, দেবী জানকী অশোককাননে রাক্ষসীগণে পরিবৃতা হইয়া বিষণ্ণবদনে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি তাঁহাকে আপনার অঙ্গুরীয়ক প্রদান ও তাঁহার সহিত কথোপকথনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করিয়া পুনরাগমন

করিয়াছি। দেবী প্রত্যভিজ্ঞানস্বরূপ এই চূড়ামণি প্রদান করিয়াছেন, গ্রহণ করুন। হে রাম! শোক পরিত্যাগ করুন, রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সীতা উদ্ধারে সযত্ন হউন।

হনূমানের নিকট হইতে সীতামণি গ্রহণ করিয়া রামের বিরহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, 'আহা! অদ্য মণি সন্দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, দেবী জানকীকেই প্রত্যক্ষ করিলাম; হা সীতে! হা দেবি! হা প্রাণবল্লভে! তোমা ব্যতিরেকে আমি কোনরূপেই জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না; আমাকে তোমার নিকট লইয়া যাও।' রাম এই প্রকারে বিমোহিতের ন্যায় বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিল। তখন দাশরথী কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্ত হইয়া কপিসৈন্য সমভিব্যাহারে সাগরতীরে উপনীত হইলেন।

ইত্যবসরে বিভীষণ দুরাত্মা ভ্রাতা রাবণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রামের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইল। রামকরে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করাতেই দশানন ভ্রাতাকে দূরীভূত করিয়া দেয়। রাম বিভীষণের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর রঘুপতি সমুদ্রসকাশে লঙ্কাগমনের পথ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সমুদ্র তাঁহার নিকট আগমন না করাতে তিনি রোষান্ধ হইয়া শরাসনে শরসন্ধান করিবামাত্র জলনিধি ভয়ব্যাকুলচিত্তে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে প্রভো! আপনি নল দ্বারা জলোপরি সেতু বন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করুন।

তখন দাশরথীর আদেশানুসারে নল তরুশৈলাদি দ্বারা সাগরোপরি সেতু বন্ধন করিল। রামও সেই সেতুযোগে মহাবল বানরসৈন্যসহ মহোদধির পারে লঙ্কানগরীতে উপনীত হইলেন।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে রামায়ণে সুন্দরাকাণ্ড-বর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অনন্তর অঙ্গদ রামের আজ্ঞানুসারে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, হে রাক্ষসরাজ! যদি আপনার মৃত্যুকামনা না কর, তাহা হইলে অবিলম্বে জানকীকে রামকরে প্রত্যর্পণ করিয়া সুখী হও।

সংগ্রামপ্রিয় পরমোদ্ধত রাক্ষসাধিপতি রাবণ অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক রামকে নিহত করিবার জন্য যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিল। এদিকে দাশরথী রামচন্দ্র সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হনূমান্, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, নল, নীল, তার, অঙ্গদ, ধূম্র, সুষেণ, কেশরী, গয়, পনস, বিনত, রম্ভ, শরভ, ক্রথন, গবাক্ষ, দধিবক্ত্র, গবয়, গন্ধমাদন, সুগ্রীব ও অন্যান্য বহুসংখ্যক বানরগণসমভিব্যাহারে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে রাক্ষসদিগের সহিত কপিসৈন্যের তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল; রাক্ষসেরা শর, শক্তি, গদা প্রভৃতি দ্বারা বানরদিগকে এবং বানরেরা নখ, দন্ত, শিলা প্রভৃতি দ্বারা নিশাচরদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসদিগের বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি বানরকরে নিহত হইল। হনূমান্ গিরিশৃঙ্গপ্রহারে পরমশত্রু ধূম্রাক্ষকে এবং নীল অকম্পন ও প্রহস্ত নামা রাক্ষসদ্বয়কে বিনিহত করিল। ইত্যব-

সরে মেঘনাদ রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করিলে তাঁহারা বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ করিলেন; স্মৃতমাত্র তার্ক্ষ্যও অবিলম্বে সমুপস্থিত হইয়া সেই নাগসমূহকে বিনষ্ট করিল। তখন রামলক্ষ্মণ মহাবল প্রদর্শনপূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্য বিনিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণ রামবাণে জর্জ্জরীভূত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক গৃহে গমন করত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়া সকাতরে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিল। কুম্ভকর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়া সহস্রঘট মদ্য পান ও ভূরিপরিমিত মহিষাদিমাংস ভোজনপূর্ব্বক রাবণকে কহিল, হে রাজন্! তুমি সীতাকে হরণ করিয়া সুমহৎ পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, যাহা হউক, তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পূজনীয়; সুতরাং আমি যুদ্ধার্থ গমন করিতেছি, আমি সংগ্রামে রামকে ও বানরকুল সমস্ত বিনষ্ট করিব। কুম্ভকর্ণ এই বলিয়া রণক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক হরিসৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। সুগ্রীব তাহার নাসাকর্ণ কর্ত্তন করিয়া দিল। তখন নিশাচর নাসাকর্ণবিহীন হইয়া বানরদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র রোষান্ধ হইয়া সায়কপ্রহারে তাহার বাহুযুগল, পাদদ্বয়, অবশেষে শিরশ্ছেদ করিয়া ভূপাতিত করিলেন। এই প্রকারে কুম্ভ, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ, মহোদর, মহাপার্শ্ব, মত্ত, উন্মত্ত, প্রধস, ভাসকর্ণ, বিরূপাক্ষ, দেবান্ত, নরান্ত, ত্রিশিরা, অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসেরা সংগ্রামে রাম লক্ষ্মণ ও বিভীষণের করে নিহত হইয়া ভূশায়ী হইল।

অনন্তর রাবণ ভীমযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শক্তি দ্বারা সৌমিত্রিকে বিচেতন করিলে হনুমান্ গন্ধমাদন গিরি সমুৎপাটনপূর্ব্বক রামসকাশে সমুপনীত করিল। তখন সেই গিরির অভ্যন্তর হইতে ঔষধি গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের চেতনা সম্পাদন করিলে মারুতি পুনরায় গিরিবরকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিল। পরিশেষে মেঘনাদ নিকুম্ভিলাগারে হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে লক্ষ্মণ তথায় গমনপূর্ব্বক তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। তখন দশানন পুত্রশোকে অধীর হইয়া সীতাবধার্থ সমুদ্যত হইল, কিন্তু তৎপত্নী মন্দোদরী স্ত্রীবধে নিষেধ করাতে তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ রামসকাশে যাত্রা করিল। এদিকে দেবরাজ পুরন্দরের আদেশে মাতলি রথ লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলে রাম তদুপরি সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ উত্তরোত্তর প্রবলতর হইয়া উঠিল, রাম-রাবণের যুদ্ধের আর উপমা লক্ষিত হয় না। রাবণ বানরদিগকে এবং হনুমান্ প্রভৃতি বানরেরাও দশাননকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দাশরথী ক্রমে ক্রমে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ দ্বারা রাক্ষসরাজের রথ, ধ্বজা, অশ্ব, সারথি, ধনু ও বাহু ছেদনপূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু রক্ষপতির মস্তক যতবারই ছেদিত হয়, ততবারই পুনঃপুনঃ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে রঘুপতির বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অবশেষে তিনি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তাহার হৃদয় ভেদপূর্ব্বক ধরাশায়ী করিলেন। তখন রাক্ষসমহিলারা রাবণশোকে বিহ্বলা হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; বিভীষণ রামের আদেশানুসারে তাহাদিগকে প্রবোধ প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠের দেহসংস্কার সুসম্পন্ন করিল। অনন্তর রাম সীতাকে আনয়নপূর্ব্বক অগ্নিতে বিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তৎকালে ইন্দ্রাদি যাবতীয় দেবতারাই তথায় সমাগত হইয়া রামের স্তুতিবাদ করিতে

লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, হে প্রভো! তুমি বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় রাক্ষসকুল নিহত করিবার জন্য দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ; তোমাকে নমস্কার।

সুরপতি এইরূপে রঘুবরের স্তব করিয়া অমৃতসিঞ্চন দ্বারা মৃত বানরদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। অনন্তর রাম যথাবিধানে দেবগণের অভ্যর্থনা করিলে তাঁহারাও স্ব স্ব ধামে প্রস্থিত হইলেন।

তদনন্তর দাশরথী, বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সীতাসহ পুষ্পকারোহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। গমনসময়ে প্রফুল্লচিত্তে দেবী জানকীকে বনদুর্গাদি প্রদর্শন করিতে করিতে চলিলেন। ক্রমে ক্রমে ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক নন্দীগ্রামে সমাগত হইলে ভরত বিনয়াবনত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অবশেষে জানকীনাথ অযোধ্যায় উপনীত হইয়া বশিষ্ঠ, কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা প্রভৃতি গুরুজনের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন, দুষ্টের দমন এবং বহুবিধ যজ্ঞাদি সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনসময়ে বসুমতী শস্যপূর্ণা ও প্রজাগণ একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তৎকালে রামরাজ্যে অকালমৃত্যুর নামমাত্রও শ্রুতিগোচর হইত না।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডবর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে একদা অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণ অযোধ্যায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা রামকর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া কহিলেন, হে দাশরথে! তুমি ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া পরম বিজয় লাভ করিয়াছ, তুমিই ধন্য। যদি রাবণাদির উৎপত্তি বিবরণ অবগত হইতে বাসনা হয়, বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা হইতে পুলস্ত্য এবং পুলস্ত্য হইতে বিশ্রবার উৎপত্তি হয়। বিশ্রবার দুই পত্নী; একের নাম পুষ্পোৎকটা, দ্বিতীয়ের নিকষা। পুষ্পোৎকটার গর্ভে ধনেশ্বর কুবের এবং নিকষার গর্ভে বিংশতিবাহু রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পনখার জন্ম হয়। রাবণ ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া দেবগণকে পর্য্যন্ত পরাভূত করে; কুম্ভকর্ণ অধিকাংশ সময়ই নিদ্রায় অতিবাহিত করিত এবং বিভীষণের ধর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। স্বয়ং সুরপতিও যাহার নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন, সেই মেঘনাদ রাবণের পুত্র; মেঘনাদ রাবণ অপেক্ষাও সমধিক বলসম্পন্ন, ইন্দ্রকে পরাজিত করাতেই তাহার নাম ইন্দ্রজিৎ হয়। দেবগণের হিতার্থ মহাত্মা লক্ষ্মণ তাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন।

মহর্ষিরা এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে রামচন্দ্র যথাবিধানে তাঁহাদিগের পূজাবিধান করিলেন। তখন তাঁহারা বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন।

অনন্তর শত্রুঘ্ন রামের আদেশে লবণনামা অসুরকে নিপাতিত করিয়া মথুরানাম্নী নগরী সংস্থাপিত করিলেন। সিন্ধুতীরনিবাসী দুষ্টগন্ধর্ব্ব শৈলূষ ও তিন কোটি শৈলূষপুত্রও ভরতপ্রযুক্ত নিশিত শরাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিল। ভরত তথায় তক্ষশিলা ও পুষ্করা-

বতী নামক নগরীদ্বয় সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র-দ্বয়কে তত্রত্য আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়া শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে পুনরায় রামসকাশে সমাগত হই-লেন। ভরতনন্দন তক্ষ তক্ষশিলা ও পুষ্কর পুষ্করাবতী শাসন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে রঘুপতি রামচন্দ্র দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগি-লেন। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে লোকাপ-বাদভয়ে অগত্যা সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বাল্মী-কির আশ্রমে বনমধ্যে নির্ব্বাসিত করিলেন। তথায় জানকীর গর্ভে কুশ ও লব নামে দুইটী অনু-পম-রূপবান্ কুমার সমুৎপন্ন হইল। কুমারদ্বয় দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইয়া রামচরিত গানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাল্মীকি তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া রামের নিকট আগমনপূর্ব্বক সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন রঘুবর পুত্রদ্বয়কে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ধ্যানবলে মানবদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে প্রস্থিত হইলেন। অনুজগণ ও পৌরবর্গ সকলেই তাঁহার সহিত দেহ বিসর্জ্জন করিয়া ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। সীতানন্দন কুশ ও লব সমৃদ্ধিসম্পন্ন সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে তাপসগণ! এইরূপেই রামচন্দ্র দশসহস্র দশ শত বৎসর সাম্রাজ্য শাসন ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক অবনীতল পরিহার করিয়া স্বধামে প্রস্থান করেন।

অগ্নি কহিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি নারদমুখে শ্রবণ করিয়া যে রামায়ণ প্রণয়ন করেন, উহা সুবিস্তীর্ণ, তাহাতে যাবতীয় বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তিত আছে। রামায়ণকথা শ্রবণ করিলে অখিল পাপ-রাশি বিধ্বংসিত ও অন্তিমে স্বর্গগতি লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে রামায়ণে উত্তরকাণ্ড-বর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে হরিবংশ বর্ণন করি-তেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে সমুৎপন্ন হন; ব্রহ্মা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে সোম, সোম হইতে পুরূরবা, পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ এবং নহুষ হইতে যযাতি জন্মগ্রহণ করেন। যযাতির ঔরসে শুক্রা-চার্য্য-নন্দিনী দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে পুত্রদ্বয় এবং বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিনটী পুত্র উৎপন্ন হয়। যদুর বংশে যাদবগণ জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে দেবদেব নারায়ণ সমুৎপন্ন হন; ধরণীর ভারাপনোদন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। দেবকীর সপ্তম গর্ভে নারায়ণের অংশে বলদেব উৎপন্ন হন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রযুক্তা যোগনিদ্রা তাঁহাকে রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করেন, এই জন্য বলদেব রৌহিণেয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অনন্তর দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নিশীথসময়ে বাসুদেব চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলেন। তদ্দর্শনে দেবকী ও বসুদেব হরির স্তব করাতে তিনি সে মূর্ত্তি তিরোহিত করিয়া দ্বিবাহু রূপ পরিগ্রহ করিলেন। পূর্ব্বে কোন সময়ে কংসের প্রতি এই দৈববাণী হইয়া-ছিল যে, "দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তানের হস্তেই মথুরাপতি নিহত হইবেন।" সেই অশরীরিণী বাণী শ্রবণাবধিই কংসের হৃদয়ে প্রগাঢ় চিন্তার

উদয় হয়; সে দেবকীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হই-লেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে শিলাতলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া বিনষ্ট করিত। বসুদেব সেই ভয়েই সমুদ্বিগ্ন হইয়া কুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে লইয়া নন্দালয়ে প্রস্থান করিলেন। ঐ রজনীতেই আর্য্যা দেবী অম্বিকা যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুদেব স্বীয় কুমারকে যশোদার ক্রোড়ে রাখিয়া সেই কন্যাটী লইয়া নিজমন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হই-লেন। এদিকে সদ্যোজাত শিশুর রোদনধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র নরপতি কংস সস-ম্ভ্রমে দেবকীমন্দিরে সমাগত হইয়া নবজাত কন্যাটী গ্রহণপূর্ব্বক শিলাতলে নিক্ষিপ্ত করিল। দেবকী বহুবিধরূপে বিনয়সহকারে নিষেধ করিলেন, কিন্তু কংস কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। কংস যেমন নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, অমনি বালিকা গগনপথে সমুৎ-পতিত হইয়া কহিল, রে দুরাত্মন্! আমাকে শিলা-পট্টে নিক্ষিপ্ত করিয়া কি করিবি? যিনি তোকে ধ্বংস করিবেন, সেই দেবদেব সর্ব্বভূতেশ্বর ভগ-বান্ বিষ্ণু ভূভারহরণার্থ ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়া গোকুলে পরিবর্দ্ধমান হইতেছেন। বালিকা এই বলিয়াই তিরোহিত হইলেন; তৎকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই ক্ষেমঙ্করীর স্তব করিতে লাগিলেন।

অগ্নি কহিলেন, যিনি বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্র-কালী, ভদ্রা, ক্ষেমঙ্করী ও বহুভুজা নামে প্রসিদ্ধা, যিনি নরপতি কংসকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক গগনপথে তিরো-হিত হইলেন, সেই আর্য্যা দুর্গা দেবীকে নমস্কার।

যিনি একাগ্রহৃদয়ে ভক্তিসহকারে ত্রিসন্ধ্যা এই কৃষ্ণচরিত অধ্যয়ন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার যাবতীয় মনোরথ সুসিদ্ধ হয়। *

এদিকে বসুদেব রাম-কৃষ্ণ কুমারদ্বয়কে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য যশোদাপতি নন্দের করে সম-র্পণ করিলে গোপরাজও বালকযুগলের পরিরক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। রামকৃষ্ণ দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইয়া গোপালগণের সহিত গোরক্ষণ পূর্ব্বক আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আহা! যাঁহারা এই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক, তাঁহারা ধরণীতলে মানবকুলে অবতীর্ণ হইয়া গোপালরূপে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কংস ক্ষেমঙ্করীর মুখে আত্মবিনাশসংবাদ শ্রবণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণবিনাশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সে বাসুদেবের নিধনার্থ পূতনাদিকে গোকুলে প্রেরণ করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পূতনা বিষমিশ্রিত স্তন পান করাইয়া কৃষ্ণকে বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করাতে কৃষ্ণ বাল্যকালেই সেই বলশালিনীকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। একদা যশোদা তাঁহাকে উদূখলে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বদ্ধ হইয়াও অবলীলাক্রমে যমলার্জ্জুন ভগ্ন ও পাদ-ক্ষেপ দ্বারা শকট পরিবৃত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। একদা বাসুদেব বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক যমুনাহ্রদবাসী কালীয়কে দমন করিয়া তাহাকে সমুদ্রগর্ভে নির্ব্বা-সিত করিলেন। তিনি অরিষ্ট, বৃষভ ও হয়রূপী কেশী দানবকে ধ্বংস করিয়া গোকুলে শক্রোৎসব নিবারিত করেন; সেই কারণে দেবরাজ সংক্রুদ্ধ হইয়া মুষলধারে বারিবর্ষণ দ্বারা গোকুল বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে শ্রীকৃষ্ণ এক হস্তে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণপূর্ব্বক গোকুলবাসীদিগের রক্ষাবিধান করেন। তখন মহেন্দ্র সবিনয়ে বাসুদেবের স্তব করিলে ভগ-বান্‌ও প্রসন্ন হইয়া পুনরায় ইন্দ্রোৎসব প্রচারিত করিলেন। সেই মহাবল বাসুদেবের হস্তেই ধেনুক

* কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে এই স্থলে দ্বাদশ অধ্যায় পরিসমাপ্ত দেখা যায়।

ও গর্দ্দভনামা দানবদ্বয় বিনিপাতিত হওয়াতে প্রসিদ্ধ তালবন নিরুপদ্রব হইয়াছিল।

অনন্তর কংস কৃষ্ণকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ করিল। মহামতি কৃষ্ণভক্ত অক্রূর রাজার আদেশ প্রাপ্তমাত্র হরিসকাশে সমুপনীত হইয়া যথাবিধানে স্তুতিবাদ করিলে কৃষ্ণ ও বলদেব তৎসহ রথারোহণপূর্ব্বক মথুরায় যাত্রা করিলেন। এমন সময়ে ক্রীড়মান গোপিকাগণ সতৃষ্ণনয়নে গোপীনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। পথিমধ্যে এক রজক অত্যুত্তম বস্ত্রাদি লইয়া গমন করিতেছিল, কৃষ্ণ তাহার নিকট পরিধানার্থ বসন প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে তৎপ্রদানে অসম্মত হওয়াতে কৃষ্ণ তাহাকে নিপাতিত করিয়া অভিমত পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক উভয় ভ্রাতা পরিধান করিলেন; মালাকারের নিকট মাল্য প্রার্থনা করিবামাত্র সে তাহা প্রদান করিল, বাসুদেবও তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। একটি বৃদ্ধ কুব্জা অনুলেপনাদি লইয়া গমন করিতেছিল, কৃষ্ণ মধুরস্বরে সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট গন্ধাদি প্রার্থনা করিলেন; বৃদ্ধাও হরির রূপলাবণ্য ও শ্রুতিসুখকর সুমধুর সম্বোধন শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া অনুলেপন প্রদান করিল; বাসুদেব তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ঋজুশরীরা ও পরমরূপবতী করিয়া দিলেন।

এই প্রকারে রামকৃষ্ণ দুই জনে নানাবিধ বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া কংসালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তথায় কুবলয়াপীড় নামে মত্ত মাতঙ্গ বিদ্যমান ছিল। কৃষ্ণ তাহাকে নিহত করিয়া বলদেব সমভিব্যাহারে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কংস ও মঞ্চোপরিস্থ সকলে সবিস্ময়ে তাঁহাদিগের প্রতি নেত্রপাত করিয়া রহিল। অনন্তর তথায় তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল; সেই যুদ্ধে মহাবল চাণূর ও মুষ্টিকনামা মল্ল কৃষ্ণ ও বলদেবের করে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। অবশেষে হরি মথুরাপতি কংসকে ধ্বংস করিয়া তৎপিতা উগ্রসেনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে জরাসন্ধ মথুরাপুরী অবরোধ করিলে যাদবগণের সহিত তাহার ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হইল; বহুযুদ্ধের পর জরাসন্ধ কৃষ্ণের করে পরাজিত হইলেন। অবশেষে বাসুদেব গোমন্তক, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি ভ্রমণপূর্ব্বক মনোহারিণী দ্বারকানগরী সংস্থাপনপূর্ব্বক যাদবগণে পরিবৃত হইয়া তথায় অধিবসতি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তিনি নরকাসুরকে বিনিপাতিত করিয়া তৎকর্ত্তৃক আনীত দেব গন্ধর্ব্ব ও যক্ষকন্যাগণকে বিবাহ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহার ষোড়শ সহস্র সামান্যা স্ত্রী ও রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টসংখ্যক প্রধানা মহিষী হইল। নরকারি বাসুদেব সত্যভামা সমভিব্যাহারে গরুড়ারোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পারিজাত আনয়ন করত সত্যভামার গৃহে সংস্থাপিত করেন। তিনি পঞ্চজন দৈত্যকে পরাজিত করত যম কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া সান্দীপনিকে তাঁহার মৃতপুত্র পুনর্জ্জীবিতাবস্থায় প্রদান করিলেন। দুর্দ্দান্ত কালযবন সেই সর্ব্বজন-বন্দনীয় কৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছিল; মুচুকুন্দ বাসুদেবের প্রতি অকপট ভক্তি প্রদর্শন করিত। বাসুদেব পিতা বসুদেব, জননী দেবকী ও বিপ্রগণকে অর্চ্চনা করিতেন।

বলদেবের ঔরসে রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উল্মুক নামক পুত্রদ্বয় এবং কৃষ্ণের ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব, রুক্মিণীর গর্ভে প্রত্যুম্ন ও অন্যান্য

নারীর গর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। প্রদ্যুম্ন যে দিবস ভূমিষ্ঠ হন, তাহার ষষ্ঠ দিবসে শম্বরাসুর বালকটিকে হরণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত করে; অমনি একটি মৎস্য শিশুটিকে গ্রাস করিল।

একদা কোন ধীবর মৎস্য ধরিতে ধরিতে সেই মৎস্যটিকে প্রাপ্ত হইয়া শম্বরকে প্রদান করিলে শম্বরও মায়াবতীকে সমর্পণ করিল। মায়াবতী মৎস্যমধ্যে প্রদ্যুম্নকে প্রাপ্ত হইয়া স্বপতি জ্ঞানে আদরপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে মায়াবতী প্রদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নাথ! তুমি আমার পতি কাম, পূর্ব্বে দেবদেব শশাঙ্ক-শেখরের কোপানলে অনঙ্গ হইয়াছিলে; আমি তোমার পত্নী, এই দুরাত্মা শম্বর আমাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে; অতএব তুমি ইহার বধ সাধন কর।

প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শম্বরকে নিহত করিয়া ভার্য্যাসহ পিতার নিকট সমাগত হইলেন, পুত্রকে সমুপনীত দেখিয়া কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অনন্তর প্রদ্যুম্নের ঔরসে মায়াবতীর গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন। বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণরাজ ঐ অনিরুদ্ধকে নিজ কন্যা উষার শয়নগত শুনিয়া তাঁহাকে বন্ধনশালায় নিক্ষেপ করিয়াছিল। নারদ-প্রমুখাৎ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ যাদবগণ-সমভিব্যাহারে আসিয়া বাণনগরী অবরোধ করি-লেন। অনন্তর পরমশৈব বাণরাজ শিবকে স্মরণ করিবামাত্র শিব, নন্দী, বিনায়ক, স্কন্দ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে ভক্তের মনোরথ সিদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। অনন্তর উভয়দলে ভীষণ-সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর কৃষ্ণ জৃম্ভণাস্ত্র দ্বারা শাঙ্করী সেনা বিমুগ্ধ করিলেন এবং বাসুদেবের নিশিত শর-প্রহারে বাণের সহস্র বাহু ছেদিত হইয়া গেল। তখন বাণ ভীতিবিহ্বল হইয়া কৃষ্ণের শরণাগত হইল, শিবও কৃষ্ণসকাশে ভক্তের জন্য অভয় প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ তৎ-প্রার্থনায় সম্মত হইয়া বাণকে অভয় প্রদান করি-লেন। তদবধিই বাণ দ্বিবাহু ধারণপূর্ব্বক কাল-যাপন করিতে লাগিল। অনন্তর দেবদেব শঙ্কর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাণ আমার পরম ভক্ত, তুমিও উহাকে অভয় প্রদান করিলে। তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, যে ব্যক্তি আমাদিগের উভয়কে বিভিন্ন জ্ঞান করিবে, অন্তিমে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

অনন্তর কৃষ্ণ শিবাদি কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়া অনিরুদ্ধ, উষা ও যাদবগণসমভিব্যাহারে দ্বার-কায় গমনপূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রুক্মিণী প্রভৃতি রমণীগণের সহিত আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত করিতেন। অনিরুদ্ধ বজ্র নামে একটি পুত্র লাভ করেন। বলদেবের করে প্রলম্ব নিহত হইয়া-ছিল। এই যাদববংশে যে কত সন্তান সন্ততি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা সুদুরূহ।

অগ্নি কহিলেন, ভক্তিসহকারে হরিবংশ অধ্য-য়ন করিলে ইহলোকে প্রাপ্তকাম হইয়া অন্তিমে হরিসাযুজ্য লাভ করা যায়।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে হরিবংশবর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যিনি ভূভারহরণার্থ পাণ্ডবগণকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়াছিলেন, যাহাতে সেই কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত আছে, অধুনা সেই মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সর্ব্বজনবন্দনীয় বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হন। ব্রহ্মা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে সোম, সোম হইতে বুধ, বুধ হইতে পুরূরবা, পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি এবং যযাতি হইতে পুরু সমুৎপন্ন হন। পুরুর বংশে ভরত এবং তদনন্তর মহীপতি কুরু জন্ম পরিগ্রহ করেন। কুরুবংশেই নরপতি শান্তনুর জন্ম হয়। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে মহামতি কুরুপ্রবীর ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতিরেকে সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর আরও দুইটি পুত্র জন্মে; তাঁহারা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে অভিহিত। কালক্রমে শান্তনু স্বর্গগমন করিলে ভীষ্ম ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহ করেন নাই এবং রাজ্যভোগেও তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না; কেবলমাত্র অনুজদিগের জন্যই রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালেই জীবন বিসর্জ্জন করেন। বিচিত্রবীর্য্যের দুই ভার্য্যা; একের নাম অম্বিকা, দ্বিতীয়ের অম্বালিকা। তাঁহারা উভয়েই কাশীরাজের নন্দিনী। বীরবর ভীষ্ম সংগ্রামে কাশীপতিকে পরাভূত করিয়া ঐ কন্যাদ্বয়কে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচিত্রবীর্য্য অত্যল্পকাল মধ্যেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর সত্যবতীর অনুমত্যনুসারে মহামতি ব্যাসদেব অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রকে এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুকে সমুৎপন্ন করেন। ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদি এক শত পুত্র সমুৎপন্ন হয়। নরপতি পাণ্ডু ঋষিশাপনিবন্ধন শতশৃঙ্গাশ্রমে ভার্য্যা মাদ্রীর সহিত সহবাস করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করেন। তৎপূর্ব্বে তদীয় ভার্য্যা কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম, ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমার হইতে নকুল ও সহদেব নামক যমজ পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হন। কুন্তী কন্যকাবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে কর্ণকে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণ নিরন্তর দুর্য্যোধনের আশ্রয়েই অবস্থিতি করিতেন।

অনন্তর দৈবযোগে কুরুগণের সহিত পাণ্ডবদিগের সুমহৎ শত্রুতা সঞ্জাত হইল। কুমতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিবার অভিলাষে তাঁহাদিগকে জতুগৃহে প্রবেশিত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করে, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহা জানিতে পারিয়া জননীসমভিব্যাহারে পলায়নপূর্ব্বক একচক্রা নগরীতে গমন করত মুনিবেশে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করেন এবং তথায় বক রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সন্দর্শনার্থ কুতূহলী হইয়া পাঞ্চালনগরে উপনীত হইলেন। তথায় লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদীকে লাভ করেন। অবশেষে তাঁহারা জীবিত আছেন শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন তদীয় ভ্রাতৃগণের পরামর্শানুসারে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাবল পার্থ হুতাশনের নিকট হইতে দিব্য গাণ্ডীব ধনু, অনুত্তম রথ ও অক্ষয় তূণীর এবং দ্রোণসকাশে ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। সৌভাগ্যবশে বাসুদেব তাঁহার সারথিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন একমাত্র কৃষ্ণের সহায়তাবলেই অবিরল শরবর্ষণ দ্বারা ইন্দ্রবৃষ্টি নিবারিত করত খাণ্ডবদাহন-সময়ে অনলদেবের তৃপ্তি-বিধান করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে পাণ্ডবগণ দশদিক্ জয়পূর্ব্বক অর্থ-রাশি সংগৃহীত করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের অন্তরে তাঁহার সে উন্নতি সহ্য হইল না। সে ভ্রাতা দুঃশাসন ও মহাবল কর্ণের পরামর্শ অনুসারে যুধিষ্ঠিরকে শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত করিল। ধর্ম্মশীল জ্যেষ্ঠপাণ্ডব, শকুনির মায়াপ্রভাবে হৃত-রাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অবশেষে প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসরের জন্য ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিলেন। পুরোহিত ধৌম্য ও ভার্য্যা দ্রৌপদীও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন। বনবাসী হইলেও পূর্ব্ববৎ অষ্টাশীতি সহস্র ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের নিকট প্রত্যহ ভোজন প্রাপ্ত হইতেন।

এই প্রকারে নিয়মিত কাল অতিবাহিত হইলে এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য পাণ্ডবেরা ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে বিরাটভবনে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠির কঙ্কনামা দ্বিজ, ভীম সূপ-কার, অর্জ্জুন বৃহন্নলা এবং নকুল ও সহদেব অশ্ব-শালাধ্যক্ষ হইয়া রহিলেন; দ্রৌপদীও সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচিতা হইয়া বিরাটের অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদা দুর্ব্বৃত্ত কীচক দ্রৌপ-দীর সতীত্ববিনাশে সমুদ্যত হইলে ভীমসেন সক-লের অজ্ঞাতসারে নিশীথসময়ে সেই দুরাত্মার প্রাণ বিনাশ করিলেন।

এই প্রকারে কিয়দ্দিন সমতীত হইলে কৌর-বেরা বিরাটের গোগৃহে সমুপস্থিত হইয়া গোধ-নাদি হরণে সমুদ্যত হইলে বৃহন্নলারূপী ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে পরাভূত করেন; তাঁহার যুদ্ধকৌশল সন্দর্শন করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডব বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পরিসমাপ্ত হইলে বিরাট নরপতি পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং প্রীতি সহকারে উত্তরা নাম্নী স্বীয় কন্যাকে অভিমন্যুর করে সমর্পণ করিলেন। অভিমন্যু অর্জ্জুনের ঔরসে কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংগ্রামার্থ সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা ও দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ দূতরূপে দুর্য্যোধনসকাশে সমুপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজ্যের অর্দ্ধাংশ অথবা পাঁচটী গ্রাম প্রার্থনা করি-লেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কহিলেন, "সুতীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র দ্বারা যে ভূমি বিদ্ধ হয়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহাও প্রদান করিব না।" সুযোধনপ্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বাসুদেব বিদুর কর্তৃক সমর্চ্চিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং যুধি-ষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনপূর্ব্বক যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে কহিলেন, সুতরাং ক্রমে ক্রমে ভীষণ সংগ্রামের সজ্জা হইতে লাগিল।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে আদিপর্ব্বাদিবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অনন্তর যৌধিষ্ঠিরী ও দৌর্য্যো-ধনী সেনা কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যূহ সন্নিবেশ করিল। কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনকে সন্দর্শন করিয়া পার্থের অন্তর

হইতে যুদ্ধবাসনা দূরীভূত হইল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, এ যুদ্ধে শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না, বরং অনিষ্টেরই সূচনা নিরীক্ষিত হইতেছে, কারণ যাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সকলেই আত্মীয় ও গুরু; অতএব যুদ্ধে বিরত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এদিকে অর্জ্জুনসারথি বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন, হে সখে! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির জন্য শোক প্রকাশ করা সমুচিত নহে, কারণ শরীরই বিনশ্বর, কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপ, আত্মাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করাই উচিত; তোমার অস্ত্রাঘাতে যাহারা রণশায়ী হইবে, তাহাদিগের শরীর বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু আত্মার কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার সনাতন ধর্ম্ম; অতএব সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। যদি কার্য্যসমূহকে বন্ধনস্বরূপ বিবেচনা কর, তাহা হইলে যোগী হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞানে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

কৃষ্ণ এই প্রকারে প্রবোধ প্রদান করিলে অর্জ্জুন রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; চারিদিকে রণবাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার নিধন-বাসনায় শিখণ্ডীকে আপনাদিগের সেনাপতি করিয়া স্বয়ং পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতি পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগের ও শিখণ্ডীর উপর অস্ত্ররাজি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিখণ্ডী ও পাণ্ডবেরাও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে দেবাসুরসংগ্রামের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল; তদ্দর্শনে অন্তরীক্ষস্থ দেবগণ ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দের প্রীতির পরিসীমা রহিল না।

এইপ্রকারে অমিতবিক্রম ভীষ্ম নয়দিন যুদ্ধ করিয়া বহুসংখ্যক পাণ্ডবসৈন্য বিনিপাতিত করিলেন। অনন্তর দশমদিনে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের প্রতি অবিরল শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। শিখণ্ডী নপুংসক, সুতরাং নপুংসক দর্শন পূর্ব্বক ভীষ্ম যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাতে তদীয় হস্তী, অশ্ব, সেনা প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইল, অবশেষে তিনিও স্বয়ং পরাভূত হইলেন; কিন্তু ইচ্ছামৃত্যু বলিয়া শরবর্ষণে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল না। তিনি বহুদিন যাবৎ শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া দেবদেব বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসুধামে প্রস্থান করিলেন।

বীরবর ভীষ্ম সংগ্রামে পরাভূত ও শরশয্যাশায়ী হইলে দুর্য্যোধন একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্নও পাণ্ডবদিগের সেনাপতি হইলেন। তাঁহার সহিত দ্রোণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল; সেই ভীষণ যুদ্ধে অসংখ্য জীবের প্রাণবিনাশ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, যমরাজ্য অধিকতর সংবর্দ্ধিত হইতেছে। সেই যুদ্ধে দ্রোণের হস্তে বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতি বহুসংখ্যক বীর পরাভূত ও নিপাতিত হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ অত্যদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করাতে দ্বিতীয় কালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের করেও দুর্য্যোধনের বহুসংখ্যক চতুরঙ্গবল বিনিপাতিত হইল। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, কিন্তু আচার্য্য কিছুতেই পরাস্ত না হওয়াতে কৃষ্ণ

মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার মিথ্যা শোক উপস্থিত করিয়া দেন, তাহাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত" এই কথা বলিয়া পরে মৃদুস্বরে "গজ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত শব্দটী আচার্য্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে অধীর হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক চারিদিন ভীষণ সংগ্রামের পর পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্নের করে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়াতে দুর্য্যোধনের শোকের পরিসীমা রহিল না, তাঁহার অন্তর একান্ত সমুদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

অনন্তর কর্ণ দুর্য্যোধনের সেনাপতিপদে অধিরূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণার্জ্জুনসংগ্রামে উভয়পক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় সেই ভীষণ যুদ্ধ দুই দিন প্রবর্ত্তমান ছিল। অবশেষে কর্ণ পার্থের হস্তে ধরাশায়ী হইলেন। তদনন্তর শল্য অর্দ্ধদিনমাত্র যুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের করে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

তৎপরে সুযোধন হতসৈন্য হইয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাবল বৃকোদর গদাঘাতে তাহার ঊরুভঙ্গ করেন এবং তদীয় বহুসংখ্যক অনুজ ও সৈন্যাদিও নিপাতিত করিয়াছিলেন।

এদিকে মহাবল অশ্বত্থামা পিতৃনিধনজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীনন্দনগণের প্রাণসংহার করিলেন। তখন দ্রৌপদী পুত্রবিহীনা হইয়া রোদন করাতে অর্জ্জুন ঐষিকাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক অশ্বত্থামার শিরোমণি গ্রহণ করেন। অশ্বত্থামা অস্ত্রাগ্নিদ্বারা উত্তরার গর্ভ পর্য্যন্ত বিনাশে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা রক্ষা করেন। ঐ গর্ভেই মহীপতি পরীক্ষিতের জন্ম হয়।

এই প্রকারে কুরুপাণ্ডবরণে বহুসংখ্যক জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়। কৌরবপক্ষে কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও অশ্বত্থামা এবং পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণমাত্র জীবিত ছিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীমাদি সহ সমবেত হইয়া শোকাতুরা রমণীগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক রণশায়ী বীরদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসমাহিত করিলেন। তৎকাল পর্য্যন্তও ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান ছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক শান্তিপ্রদ রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ও দানধর্ম্ম প্রভৃতি শ্রবণ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশ্বমেধাদি বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বিপুল দক্ষিণা প্রদান করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে অর্জ্জুনের মুখে যাদবদিগের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজের শোকের পরিসীমা রহিল না, তখন সংসারে তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি অভিমন্যুনন্দন পরীক্ষিৎকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনুজগণসমভিব্যাহারে স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইলেন।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে মহাভারতবর্ণন নামক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যুধিষ্ঠির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী সমভিব্যাহারে বনগমনপূর্ব্বক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে মহামতি বিদুর বনজ অগ্নি দ্বারা তাঁহাদিগের দেহসৎকার করিলে তাঁহারাও ত্রিদিবধামে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রকারে দেবদেব বৈকুণ্ঠনাথ হরি ধর্ম্ম-

সংস্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশার্থ পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত-ভূত করিয়া ধরণীর ভার লাঘব করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বিপ্রশাপচ্ছলে মুষলদ্বারা যাদবকুল নিধন-পূর্ব্বক স্বয়ং দেবাদেশে প্রভাসতীর্থে সমুপনীত হইয়া কলেবর বিসর্জ্জন করত স্বধামে গমন করিলেন। বস্তুতঃ তিনি অবিনাশী এবং ধ্যানিগণের একমাত্র ধ্যেয়। যিনি কি ইন্দ্রলোক, কি ব্রহ্মলোক, সর্ব্বত্রই পূজনীয়, স্বর্গবাসীরা নিরন্তর যাঁহার অর্চ্চনা করেন, সেই অনন্তমূর্ত্তি বলভদ্রও দেহান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রকারে দ্বারকা হরিশূন্য হওয়াতে জলনিধি জলরাশি দ্বারা পুরী সংপ্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় যাদবগণের যথাবিধি সৎকার সাধনপূর্ব্বক উদকাঞ্জলি প্রদান করিলেন এবং গোপালেরা অষ্টাবক্রের শাপে তাঁহাদিগের যে সকল রমণীগণকে হরণ করিয়া লইতেছিল, তাঁহাদিগকে উদ্ধারার্থ যত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্নই বিফল হইল। গোপালেরা লগুড়মাত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিয়া মহিলাগণকে হরণ করিল। তখন অর্জ্জুনের শোকের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণ তিরোহিত হওয়াতে তৎসহ তাঁহার বলও অন্তর্হিত হইয়াছে। অবশেষে তিনি হস্তিনাপুরে সমাগত হইয়া নরপতি যুধিষ্ঠিরের নিকট সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! সেই ধনু, সেই অস্ত্র, সেই রথ, সেই অশ্ব, সকলই বিদ্যমান আছে, কিন্তু অশ্রোত্রিয়কে দান করিলে তাহা যেমন বিফল হয়, তদ্রূপ সমস্তই অসার হইয়া রহিয়াছে।

ঐ সময়ে ভগবান্ ব্যাসদেব সমাগত হইয়া বহুবিধরূপে প্রবোধ প্রদান করিলেন। ধীমান্ ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনপ্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজ্যবাসনা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সংসার অনিত্য বলিয়া বোধ হইল। তখন তিনি পরীক্ষিৎকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব, ভীম, অর্জ্জুন, ইহাঁরা পাঁচ জনেই মহাপথে নিপতিত হইলেন; তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠিরের শোকের পরিসীমা রহিল না। তিনি বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে ইন্দ্রানীত দিব্য রথ সমুপস্থিত হইল; তখন আনন্দিতমনে ভ্রাতৃগণের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইবামাত্র দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেব প্রভৃতি সকলের সহিতই সাক্ষাৎ হইল। তখন ধর্ম্মরাজের পুলকের অবধি রহিল না।

হে তপোধন! এই আমি সংক্ষেপে ভারতাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। ভক্তিপূতচিত্তে ইহা অধ্যয়ন করিলে স্বর্গগতি লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে মহাভারতবর্ণন নামক
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে বুদ্ধাবতার বর্ণন করিতেছি। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে অর্থলাভ হইয়া থাকে।

পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামসময়ে দেবতারা দানবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ঈশ্বরসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং "আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন্" বলিয়া দীনভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন মায়ামোহ-

স্বরূপ ভগবান্ সুরগণের হিতকামী হইয়া শুদ্ধোদন-সুতরূপে অবতীর্ণ হওত বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার মায়াপ্রভাবে দানবেরা বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইল; এই প্রকারেই বেদধর্ম্মবিবর্জ্জিত পাষণ্ডদিগের সৃষ্টি হয়, তাহারা সর্ব্বদাই নরকার্হ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত।

কলিযুগের অবসানে সকল ব্যক্তিই ঐরূপ বেদাচারবিহীন, ধর্ম্মকঞ্চুকধারী, দস্যু ও অধর্ম্মলিপ্সু হইবে। তৎকালে ম্লেচ্ছগণ রাজরূপী হইয়া মনুষ্য ভক্ষণ করিবে; কিন্তু তাহাদিগের দৌরাত্ম্য বহুদিন স্থায়ী হইবে না। ভগবান্ কল্কী বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সমুৎপাদিত করিবেন। তখন পুনরায় বর্ণাশ্রমাচার পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিত হইবে এবং প্রজাগণ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মাচরণে আস্থা প্রদর্শন করিবে। অবশেষে ভগবান্ কল্কীরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিবেন। অনন্তর পুনরায় সত্যযুগের উদয় হইবে; তখন সর্ব্ববিধ বর্ণ, আশ্রম ও ধর্ম্ম স্ব স্ব পদে অবস্থিত থাকিবে।

এইরূপ সকল কল্পে ও সকল মন্বন্তরেই ভগবান্ বিষ্ণু নানাবিধ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; তন্মধ্যে তদীয় দশাবতার ভক্তিপূতচিত্তে অধ্যয়ন করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি উহা পাঠ করেন, তিনি স্বীয় কুল সহিত স্বর্গগতি লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ হরি এই প্রকারেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন। তিনিই সৃষ্টি প্রভৃতির একমাত্র কারণ।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে বুদ্ধকল্ক্যবতারবর্ণন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন। অধুনা ভগবান্ বিষ্ণুর জগৎসৃষ্ট্যাদি লীলার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিষ্ণুই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কর্ত্তা; যদিও তিনি নির্গুণ, তথাপি সৃষ্টিসময়ে সগুণ হইয়া থাকেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র অব্যক্ত ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন, রাত্রি, দিন অথবা আকাশ কিছুই ছিল না। অনন্তর সিসৃক্ষা বশতঃ প্রকৃতি প্রবিষ্ট হইয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুকে ক্ষোভিত করিল। তখন সেই প্রকৃতি * হইতে মহত্তত্ত্ব † ও মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব সমুৎপন্ন হইল। ঐ অহঙ্কার দ্বিবিধ; বৈকারিক ও তামসিক। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র ‡ বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র অগ্নি, অগ্নি হইতে রসতন্মাত্র জল ও জল হইতে গন্ধতন্মাত্র পৃথিবী এবং তামস অহঙ্কার হইতে তৈজস দশ ইন্দ্রিয়, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশ দেবতা ও মন সমুৎপন্ন হয়; মন একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত। ¶

---

* সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সমভাবে অবস্থিতিকেই প্রকৃতি কহে।

† ইহলোকে যাহা মহান্ শব্দে অভিহিত, তাহাকেই মহত্তত্ত্ব বলে।

‡ ইন্দ্রিয়গণের অবয়ব অতি সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের ন্যায় পঞ্চতন্মাত্রও সূক্ষ্ম; উহারা সাক্ষাৎ ভগবানের শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, এই জন্যই উহাদিগকে তন্মাত্র বলা যায়।

¶ মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে যে, প্রকৃতি হইতেই প্রজাসৃজন ও রূপান্তর হইয়া থাকে। প্রকৃতির বিকৃতি হইলে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে ইন্দ্রিয়পঞ্চক জন্মে। ইন্দ্রিয়পঞ্চক দুই প্রকার; বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক ও কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক। যাহারা বুদ্ধির অনুগত,

অনন্তর ভগবান্ বিবিধ প্রজাসৃজনে অভিলাষী হইয়া জল সৃজন পূর্ব্বক তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষিপ্ত করিলেন। জল “নার” শব্দে অভিহিত, ঐ জল নর নামা ভগবান্ বিষ্ণুর পুত্র; “অয়ন” শব্দে স্থান; জল পূর্ব্বে অবস্থানস্থান ছিল বলিয়াই ভগবান্ “নারায়ণ” শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। জলমধ্যে যে বীজ নিহিত হইয়াছিল, তাহা হইতে সুবর্ণ অণ্ড সমুৎপন্ন হইয়া সলিলোপরি ভাসমান হইতে লাগিল। সেই অণ্ডে ব্রহ্মা স্বয়ং সমুৎপন্ন হইলেন, স্বয়ং সম্ভূত বলিয়াই তিনি স্বয়ম্ভূ নামে অভিহিত। হিরণ্যগর্ভ ঐ অণ্ডে সংবৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। উহারই একখণ্ডে স্বর্গ ও দ্বিতীয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ঐ উভয় খণ্ডের মধ্যে যে শূন্য রহিল, ব্রহ্মা তাহাতেই আকাশের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা জলোপরি পৃথিবী স্থাপন পূর্ব্বক তাহার সকল ভাগে দশদিক্ ব্যবস্থাপিত করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মা, কাল, মন, বাক্য, কাম,ক্রোধ, রতি, বিদ্যুৎ,অশনি, মেঘ এবং ইন্দ্রধনু প্রভৃতির সৃজন করিলেন। তৎপরে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য ঋক্, যজু ও সামবেদও সৃষ্ট হইল। প্রসিদ্ধ আছে যে, ঐ বেদ সকল ব্রহ্মার মুখ হইতে সমুৎপন্ন হয়। সাধকগণ ঐ সকল বেদ দ্বারাই দেবতার উদ্দেশে যাগ করিয়া থাকেন। তৎপরে উচ্চাবচ ভূত, সনৎকুমার ও ক্রোধসম্ভূত রুদ্রের সৃষ্টি হইল। পরিশেষে ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্র সমুৎপন্ন হন, তাঁহারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ নামে প্রথিত। অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধভাগে নারীরূপী হইয়া সেই উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিবিধ প্রজা সৃজন করিতে আরম্ভ করিলেন। *

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে জগৎসৃষ্টিবর্ণন নামক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

তাহারা বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক ও যাহারা কর্ম্মের অনুগত, তাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এই পাঁচটিকে বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক এবং পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্য, এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক বলা যায়। শব্দ কর্ণের, স্পর্শ ত্বকের, রূপ চক্ষুর, রস রসনার, গন্ধ নাসিকার, উৎসর্গ পায়ুর, আনন্দ উপস্থের, আদান হস্তের, গতি পদের এবং আলাপ বাক্যের কার্য্য। সৃষ্টি বিকৃত হইয়া আকাশ, অনিল, তেজ, জল ও ভূমির উৎপত্তি হয়। শব্দতন্মাত্র বিকৃত হওয়াতে শব্দগুণাত্মক আকাশ, আকাশ বিকৃত হইয়া শব্দস্পর্শগুণাত্মক অনিল, অনিল বিকৃত হইয়া শব্দস্পর্শরূপাত্মক তেজ এবং তেজ বিকৃত হইয়া শব্দস্পর্শরূপরসাত্মক জল সমুৎপন্ন হয়। ভূমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণাত্মক; উহাতে গন্ধগুণই অধিক; উহা গন্ধতন্মাত্র হইতে সমুৎপন্ন। মনে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েরই গুণ আছে, উহা উভয়াত্মক।

* পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ জলমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিহিত করিলে সহস্র সংবৎসরান্তে তাহা হইতে একটী রজতসংযুক্ত কাঞ্চনময় অণ্ড সমুৎপন্ন হয়। কালসহকারে সেই অণ্ডটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল, তাহারই একখণ্ডমধ্যে দিবাকর ও অপর খণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা সঞ্জাত হন। ব্রহ্মা স্ব ইচ্ছায় ঐ খণ্ডদ্বয় হইতে দেবলোক ও নরলোকের সৃষ্টি করিলেন। ঐ উভয় লোকের মধ্যবর্ত্তী শূন্য স্থানই আকাশ হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে দিক্, মেঘ, তড়িৎ, নদ, নদী, সরোবর, সমুদ্র, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ, উরগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, পিতৃগণ, বসুগণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।

ব্রহ্মা বহুদিন পর্য্যন্ত কঠিন তপস্যাচরণে নিযুক্ত ছিলেন; সেই তপোবীর্য্যপ্রভাবেই তদীয় মুখপঙ্কজ হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ আবির্ভূত হইয়াছিল। ক্রমে অন্যান্য শাস্ত্রাদিও প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মা নিরন্তর বেদানুশীলন ও শাস্ত্রালাপে সময়াতিপাত করিতেন। সহসা তাঁহার মনোমধ্যে সন্তানকামনার উদয় হওয়াতেই দশটী মানস পুত্রের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা মরীচি, অত্রি,অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ নামে অভিহিত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র ও এক কন্যা; পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যাটী কাম্যা নামে অভিহিত; কাম্যা শতরূপা নামেও কথিত হইতেন। উত্তানপাদের দুই পত্নী; একের নাম সুরুচি, দ্বিতীয়ের সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তানপাদের ঔরসে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্ম গ্রহণ করেন। হে তপোধন! ঐ ধ্রুব দিব্য তিন সহস্র সংবৎসর যাবৎ কঠোর তপস্যাচরণ করাতে হরি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সপ্তর্ষিগণের পুরোভাগে স্থান প্রদান্ করেন। ঐ স্থান ধ্রুবলোক নামে প্রসিদ্ধ। ধ্রুবের ঐরূপ উন্নতি সন্দর্শন করিয়া শুক্রাচার্য্য নিরন্তর এই কথা বলিতেন যে, অহো! ধ্রুবের তপোবীর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান কি পরমাদ্ভুত! সপ্তর্ষিগণ ইহাঁকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

ধ্রুবের তিন পুত্র; তাঁহারা যথাক্রমে শিষ্টি, ভব্য ও শম্ভু নামে অভিহিত।* তন্মধ্যে শিষ্টির ঔরসে সুচ্ছায়ার গর্ভে রিপু, রিপুঞ্জয়, রিপ্র,† বৃকল ও বৃকতেজা নামে পাঁচটী পুত্র সমুৎপন্ন হয়। রিপু বৃহতী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে মহাতেজা চাক্ষুষ মনুকে সমুৎপাদন করেন। সেই মনুর দশটী পুত্র; তাঁহারা ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুপ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু নামে অভিহিত। ‡ ইহাঁরা সকলেই লড্বলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ঊরুর ঔরসে তদীয় ভার্য্যা আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে ছয়টী পুত্র সমুৎপন্ন হয়। অঙ্গের পত্নী সুনীথা; সুনীথা বেণ নামে একটী পুত্র প্রসব করেন। মহীপতি বেণ নিরন্তর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, প্রজাপালনে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ প্রদান করিতেন না; তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ কুশাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন।

এই প্রকারে বেণ নিহত হইলে মুনিগণ সন্তানোৎপাদনার্থ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্থন করিতে করিতে উহা হইতে একটী পুত্র সমুৎপন্ন হইল; ঐ পুত্র পৃথু নামে অভিহিত। মহীপতি পৃথুকে নিরীক্ষণ করিয়া মহর্ষিরা কহিলেন, এই পৃথু হইতে প্রজাগণ যার পর নাই আনন্দ লাভ করিবে। এই মহাত্মা মহাতেজার যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক্ সমুদ্ভাসিত করিবে।

পৃথ্বীনাথ পৃথু সহজ কবচ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; তদীয় তেজোরাশি সন্দর্শন করিলে বোধ হইত যেন, নিখিল জগৎ দগ্ধীভূত করিতে সমুদিত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষাচরিত নিয়মে ও ধর্ম্মানুসারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। তিনি যাবতীয় পৃথিবীপতিগণের মধ্যে আদ্য নরপতি বলিয়া পরিগণিত।*

---

* কোন কোন মতে শ্লিষ্টি পাঠ দৃষ্ট হয়।

† কোন কোন পুস্তকে রিপ্র স্থলে পত্র পাঠ দেখা যায়।

‡ পুস্তকান্তরে অগ্নিষ্টুপ স্থলে অগ্নিষ্মান্, সুদ্যুম্ন স্থলে সুষুম্ন ও অভিমন্যু স্থলে অতিমন্যু লিখিত আছে।

* মৎস্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, উত্তানপাদের ঔরসে সুনৃতার (সুনীতির) গর্ভে অপস্মাতি, অপস্যন্ত, কীর্ত্তিমান্ ও ধ্রুব নামে চারিটি পুত্র সমুৎপন্ন হয়। ধ্রুব তিন সহস্র বৎসর যাবৎ সুকঠিন তপোনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্‌কে প্রসন্ন করেন। ভগবান্‌ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে অনন্ত নামক দিব্য স্থান প্রদান করেন। ধ্রুব অবস্থিতি করাতেই ঐ স্থান ধ্রুবলোক নামে প্রথিত হইয়াছে। ধন্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ধ্রুবের একটি পুত্র হয়, তাহার

পৃথুর রাজ্যশাসনসময়ে সূত ও মাগধ নামে দুই প্রকার জাতির উৎপত্তি হয়। তাহারা স্তুতিপাঠে অতীব সুনিপুণ; উহারা প্রত্যহ বিবিধ স্তুতিপাঠ দ্বারা নরপতির মনোরঞ্জন করিত। তদবধিই রাজগণের স্তুতি করাই উহাদিগের জীবিকা হইয়াছে।

নরপতি পৃথু যৎকালে প্রজাবর্গের জীবনার্থ গোরূপধারিণী বসুমতীকে দোহনপূর্ব্বক নানাবিধ রত্ন ও শস্যাদি দোহন করেন, তখন দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, পিতৃগণ, মানবগণ, লতা ও পর্ব্বত প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু দোহন করিয়া লইয়াছিলেন। হে তপোধন! সেই সময়ে যিনি যে পাত্রে যে দ্রব্য দোহন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি।

বেণ দেহ পরিত্যাগ করিলে রাজ্য অরাজক, প্রজাগণ ধর্ম্মবর্জ্জিত ও নির্ধন হইয়া উঠিল; তদ্দর্শনে পৃথুর অন্তরে যার পর নাই ক্রোধের উদয় হইল। তিনি বসুন্ধরা ভস্মীকরণে অভিলাষী হইয়া সরোষে শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। তখন ধরণীর ভয়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি ভীতিবিহ্বলা হইয়া গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন-পরায়ণা হইলে মহীপতি পৃথুও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন; তৎকালে নরপতির হস্তে দিব্য শরাসন হুতাশনের ন্যায় পরম প্রদীপ্ত ও শোভমান হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর অতিবাহিত হইলে বসুমতী যার পর নাই পরিশ্রান্তা হইলেন, দ্রুতগমনে আর তাঁহার সামর্থ্যমাত্রও রহিল না, অগত্যা স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা হইয়া নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহীপতে! আপনার অভিলাষ কি? আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে বলুন।

ধরণী দীনভাবে এই কথা কহিলে পৃথু কহিলেন, হে কল্যাণি! অখিল জগতীতলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যে সকল ভূত আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে যাহা বাসনা করিবে, তোমাকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে।

নাম শিষ্ট (শিষ্টি)। অগ্নিনন্দিনী মূর্চ্ছার সহিত শিষ্টের বিবাহ হয়। মূর্চ্ছা শিষ্ট হইতে চারিটি পুত্র লাভ করেন, তাঁহারা রিপু, রিপুঞ্জয়, বৃকল ও বৃকতেজা নামে অভিহিত। বীরিণী নামে বীরণ প্রজাপতির একটি কন্যা ছিল, রিপুঞ্জয় সেই বীরিণীর গর্ভে চাক্ষুষ মনুকে সমুৎপাদন করেন। চাক্ষুষ মনু বৈরাজনন্দিনী নড়্বলার গর্ভে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুপ্, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, অপরাজিত ও অভিমন্যু নামে দশটি পুত্র উৎপাদন করেন; ঐ দশজনই মহাতেজা, মহাবীর্য্য ও অতীব পুণ্যাত্মা ছিলেন। উরুর ঔরসে অগ্নিনন্দিনীর গর্ভে যে ছয়টি পুত্র জন্মে, তাহারা অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও অনুজ নামে অভিহিত। অঙ্গ সুনীথাকে পত্নীত্বে বরণ করেন, সুনীথা মৃত্যুর দুহিতা; সুনীথার গর্ভে মহীপতি বেণের জন্ম হয়। বেণ নরপতি হইয়া বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে মহর্ষি ও অন্যান্য দ্বিজগণ তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধন করেন, কিন্তু বেণ তাঁহাদের বাক্যে অবহেলা প্রদর্শন করাতে দ্বিজগণ রোষান্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন; সেই শাপেই বেণের মৃত্যু হয়। ক্রমে রাজার অভাবে রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিল; পরহিংসা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি দৌরাত্ম্য সমুপস্থিত হওয়াতে প্রজাগণের সমূহ ক্লেশের উদয় হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা ভয়াকুল হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক বেণের মৃত শরীর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সেই দেহ হইতে ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি হইল; তাহাদিগের বর্ণ অঞ্জন রাশির ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণ। বেণের জননী অতীব অপ্রিয়ভাষিণী ছিলেন, সেই জননীর অংশ হইতেই ম্লেচ্ছগণ জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে ব্রাহ্মণেরা পুনরায় মন্থন করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে বেণের দক্ষিণ হস্ত হইতে একটি ধার্ম্মিক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন; তিনি সহজ রত্নময় কবচ ও শরাসনাদিসহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বেণের শরীরে তাঁহার পিতার যে অংশ ছিল, সেই অংশ হইতেই ঐ পুরুষের উৎপত্তি হয়। সেই পুরুষের শরীর পৃথু হওয়াতেই তিনি পৃথু নামে অভিহিত হইলেন। পৃথু মহাতেজা মহীপতি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ।

হে তপোধন! পৃথুর এইরূপ আদেশ শ্রবণমাত্র বসুন্ধরা যাবতীয় প্রাণিবর্গেরই অভিলষিত বস্তু সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি গোরূপ ধারণ করিয়াই ক্ষীররূপে নিখিল দ্রব্য প্রদান করেন। এইরূপে পৃথু রাজার দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হওয়াতেই বসুমতী পৃথিবী নামে অভিহিতা হইয়াছেন।

সর্ব্বাগ্রে নরপতি পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎসরূপে পরিকল্পিত করিয়া স্বহস্তে অন্নরূপ দুগ্ধ দোহন করেন। তৎপরে মহর্ষিরা বৃহস্পতিকে দোগ্ধা ও সোমদেবকে বৎস করিয়া বেদপাত্রে তপোরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। অনন্তর দেবতারা দোহন করাতে হেমপাত্রে বলরূপ দুগ্ধের উৎপত্তি হয়, তৎকালে মিত্র দোগ্ধা ও ইন্দ্র বৎস হইয়াছিলেন। তৎপরে পিতৃগণ অন্তককে দোগ্ধা ও যমকে বৎস কল্পনা করিয়া রজতপাত্রে দোহন করিলেন; সেই দোহনে স্বধারূপ দুগ্ধ উৎপন্ন হইল। তদনন্তর নাগগণ অলাবুপাত্রে দোহন করেন, সেই দোহনে বিষরূপ দুগ্ধ সমুৎপন্ন হয়; তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা ও তক্ষক বৎসের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর দানবেরা সমবেত হইয়া লৌহপাত্রে পৃথিবী দোহন পূর্ব্বক অরিবিনাশিনী মায়ারূপ দুগ্ধ সমুৎপাদন করিল; তৎকালে প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন বৎস ও দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা হইয়াছিল। তৎপরে যক্ষগণ বৈশ্রবণকে বৎস করিয়া আমপাত্রে বসুন্ধরা দোহন পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধানশক্তি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর প্রেত ও রাক্ষসেরা বসুধা দোহন পূর্ব্বক রুধির উৎপাদন করে, তাহাতে রৌপ্যনাভ দোগ্ধা ও সুমালী বৎসরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিলেন। তৎপরে গন্ধর্ব্বগণ নাট্যবেদ-বিচক্ষণ সুরুচিকে দোগ্ধা ও চিত্ররথকে বৎস করিয়া পদ্মদলে ধরণী দোহন করেন, তাহাতে গন্ধরূপ দুগ্ধের উৎপত্তি হয়। তদন্তে পর্ব্বতগণ একত্রিত হইয়া অবনী দোহন করে, তাহাতে সুমেরু দোগ্ধা ও হিমালয় বৎসের কার্য্য সুসম্পন্ন করে; সেই দোহনে নানাবিধ বিচিত্র রত্ন ও ওষধির সৃষ্টি হয়; শৈলগণ শৈলপাত্রেই ধরণী দোহন করিয়াছিল। তৎপরে বৃক্ষেরা সর্ব্বতরুরাজ বটকে বৎস ও পুষ্পবনাকুল শালকে দোগ্ধা করিয়া পলাশপত্রে ধরণী দোহন করে; সেই দোহনে ছিন্নপ্ররোহণ দুগ্ধের সৃষ্টি হয়। এইপ্রকারে অন্যান্য প্রাণিগণও বসুধা দোহন পূর্ব্বক স্ব স্ব বাঞ্ছিত সামগ্রী লাভ করিয়াছিল; ঐ সকল দ্রব্য দ্বারাই জীবকুল জীবন ধারণ করিতেছে।

পৃথুর রাজ্যশাসনসময়ে অকালমৃত্যু, রোগ বা অধর্ম্মভয় ছিল না, তৎকালে কাহাকেও দারিদ্র্যদুঃখে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় নাই; বস্তুতঃ সকলেই মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি করিয়াও সুরপুরের ন্যায় সুখে কালাতিপাত করিত।

পৃথুর দুই পুত্র; একের নাম অন্তর্ধান, দ্বিতীয়ের পালী। অন্তর্ধান শিখণ্ডিনীকে পত্নীত্বে বরণ করেন; শিখণ্ডিনীর গর্ভে অন্তর্ধানের ঔরসে হবির্ধান নামা পুত্রের উৎপত্তি হয়। হবির্ধান আগ্নেয়ী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ছয়টী পুত্র সমুৎপাদন করেন; তাঁহারা যথাক্রমে প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে অভিহিত। ইহাঁরা সকলেই মহাবুদ্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে ভগবান্ প্রাচীনবর্হি প্রজাপতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সবর্ণা, সবর্ণার গর্ভে যে দশটী পুত্র সমুৎপন্ন হয়, তাঁহারাও প্রচেতা নামে অভিহিত, তাঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সাগরজলে অবগাহন পূর্ব্বক দশসহস্র বৎসর যাবৎ

কঠোর তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রজাপতিত্ব প্রদান করিলে তাঁহারা সলিলগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইলেন। তাঁহারা জলমধ্য হইতে সমুদ্গত হইয়া দেখিলেন, বসুন্ধরা বিবিধ তরুলতায় সমাকীর্ণ হওয়াতে অরণ্যময় হইয়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইল, তখন তাঁহারা মুখ হইতে প্রজ্বলিত হুতাশন বিনিঃসৃত করিয়া পাদপরাজি ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।*

এইপ্রকারে যাবতীয় বৃক্ষ সংক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া সোমদেব প্রচেতাগণের নিকট সমুপনীত হইয়া বিবিধরূপ প্রবোধবচনে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রচেতাগণ! তোমরা ক্রোধ সম্বরণ কর, মারিষা নামে যে পরমসুন্দরী নন্দিনী আছে, পাদপগণ তাঁহাকে তোমাদিগের করে সম্প্রদান করিবে; তোমরা তরুকুল নির্ম্মূল করিও না; তোমাদিগের ভার্য্যা হইবার জন্যই সেই কুলবর্দ্ধিনী মারিষার সৃষ্টি হইয়াছে। তোমাদিগের ঔরসে ঐ কন্যার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি জন্ম পরিগ্রহ করিবেন; সেই দক্ষ হইতে প্রজাগণ সংবর্দ্ধিত হইবে।

প্রচেতাগণ সোমদেবের অনুরোধে ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক সেই কন্যা গ্রহণ করিলেন। সেই মারিষার গর্ভেই দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হয়। দক্ষের অনেকগুলি মানসপুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। দক্ষ হইতেই কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ, যাবতীয় চরাচর জীবকুলই উৎপন্ন হয়।* এতদ্ভিন্ন দক্ষের অনেকগুলি কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমদেবকে সপ্তবিংশতি,† অরিষ্টনেমিকে চারিটী, বাহুপুত্রকে দুইটী এবং অঙ্গিরাকে দুইটী সমর্পণ করেন।‡ ঐ সকল কন্যা হইতে দেবতা নাগ প্রভৃতি সমুৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষের সহবাসে সন্তানোৎপত্তি হইত না, মনঃসংকল্পেই জন্মগ্রহণ করিত।¶

এক্ষণে ধর্ম্মের ভার্য্যাগণের গর্ভে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিশ্বা বিশ্বেদেবগণকে, সাধ্যা সাধ্যগণকে, মরুত্বতী মরুদ্গণকে, বসু বসুদিগকে, ভানু আদিত্যগণকে, মুহূর্ত্তা মুহূর্ত্তজগণকে, যামী নাগবীথিগণকে,§ সম্বা ঘোষগণকে§ এবং সংকল্পা সংকল্পদিগকে

* পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে যে, প্রচেতাদিগের তপস্যাপ্রভাবেই যাবতীয় বৃক্ষ সংরক্ষিত হইতেছে। কোন সময়ে দেবতারা দিবাকরের প্রীতিসাধনার্থ অনলদেবের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলে অগ্নিদেব সমস্ত তরুরাজি দগ্ধীভূত করিয়াছিলেন।

* মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে যে, মারিষা প্রথমতঃ দক্ষকে প্রসব করিয়া পরিশেষে বৃক্ষ সকল, ওষধিসমূহ ও চক্রবতী নাম্নী নদীকে প্রসব করেন। দক্ষের অশীতিকোটি সন্তান; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দ্বিপদ, কেহ কেহ বহুপদ, কেহ কেহ কর্ণীমুখ, কেহ শঙ্কুকর্ণ; কাহারও কাহারও কর্ণ এত বৃহৎ যে তদ্দ্বারা সমস্ত মুখ সমাবৃত হইয়াছে, কেহ কেহ সিংহমুখ, কেহ কেহ উষ্ট্রমুখ এবং অনেকের বক্ষঃস্থলের অর্দ্ধাংশমাত্র আছে।

† সোমদেবের করে যে সপ্তবিংশতিটি কন্যা সমর্পিত হয়, তাহারাই নক্ষত্র নামে অভিহিত।

‡ এস্থলে এই আটান্নটি কন্যার উল্লেখ হইল, কিন্তু পুরাণান্তরে লিখিত আছে যে, বৈরিণীর গর্ভে দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে তিনি দশটি ধর্ম্মকে, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারিটি, ভার্গবকে দুইটি, কৃশাশ্বকে দুইটি ও অঙ্গিরাকে দুইটি প্রদান করেন।

¶ মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শদ্বারা সৃষ্টি হইত; দক্ষের সময় হইতেই সহবাসজনিত সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

৬ নাগবীথী—দেবযানবীথ্যভিমানিনী দেবতা।

§ কোন মতে সম্বাস্থলে লম্বা পাঠ দৃষ্ট হয়।

প্রসব করেন। জগতীতলে যে কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমস্তই অরুন্ধতী হইতে সমুৎপন্ন।

বসুগণ অষ্টসংখ্যক নামে অভিহিত; তাঁহারা আপ, ধ্রুব, অনিল, সোম, ধর, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাব। * তন্মধ্যে আপের চারিটী পুত্র; বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত ও মুনি। † কাল ধ্রুবের এবং বর্চ্চা সোমের পুত্র। মনোহরার গর্ভে ধরের পাঁচটী পুত্র সঞ্জাত হয়; তাঁহারা দ্রবিণ, হব্যবাহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ নামে অভিহিত। ‡ পুরোজব অনিলের এবং অবিজ্ঞাত অনলের পুত্র; এতদ্ভিন্ন যিনি শরস্তম্বে জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেই কুমারও অনলের পুত্র; তৎপরে শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় নামে আরও তিনটী অনলপুত্র সঞ্জাত হয়। ¶ কৃত্তিকাগণ পুত্ররূপে প্রতিপালন করাতেই কুমার কার্ত্তিকেয় নাম ধারণ করিয়াছেন। দেবল প্রত্যূষের এবং বিশ্বকর্ম্মা প্রভাবের পুত্র; § বিশ্বকর্ম্মা গৃহ, কানন, বিভূষণ প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পকর্ম্মে সুনিপুণ; তিনি সুরগণের শিল্পী; তাঁহারই শিল্প অবলম্বন করিয়া মানবগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সুরভি কশ্যপ হইতে রুদ্রগণকে লাভ করেন, তাঁহারা বহুসংখ্যক, তন্মধ্যে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিশ্বরূপ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও কপালী এই একাদশ রুদ্রই প্রধান। সুরভি দুশ্চর তপোনুষ্ঠান দ্বারা দেবদেব মহাদেবের প্রসন্নতা সাধন করিয়াছিলেন। রুদ্রগণ দ্বারাই স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। *

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে জগৎসর্গবর্ণন নামক
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, হে তপোধন! কশ্যপ অদিতি প্রভৃতিতে যে সকল প্রজা সৃজন করেন, অধুনা তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ¶

---

* প্রভাবের অপর নাম প্রভাস।

† মৎস্যপুরাণে আপের চারি পুত্রের নাম শান্ত, বৈতণ্ড, সাম্ব ও মুনিবক্র বলিয়া বর্ণিত আছে।

‡ মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, ধরের দুই ভার্য্যা; একের নামে কল্যাণিনী, দ্বিতীয়ের মনোজবা। কল্যাণিনীর গর্ভে দ্রবিণ ও হব্যবাহ এবং মনোজবার গর্ভে প্রাণ, রমণ ও শিশির জন্ম পরিগ্রহ করেন।

¶ পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে যে, মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি, এই দুইটি অনলের পুত্র; ঐ তনয়দ্বয় শিবার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ও কুমার, এই চারিটিও অগ্নির পুত্র।

§ মৎস্যপুরাণে প্রত্যূষের দুইটি পুত্র লিখিত দেখা যায়; একের নাম দেবল, দ্বিতীয়ের বিভু।

* মৎস্যপুরাণে রুদ্রগণের সংখ্যা একাদশ বলিয়াই লিখিত আছে, তাঁহারা মানসতনয় বলিয়া বর্ণিত; তাঁহারা যথাক্রমে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত নামে প্রসিদ্ধ।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের সহিত তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। ঐ অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহার বদন হইতে কালানল সদৃশ রুদ্রের আবির্ভাব হইল। সেই রুদ্রের করে ত্রিশূল বিরাজমান, তিনি ত্রিনেত্র, অর্দ্ধনারী নরদেহ, এবং ভীষণদর্শন। তাঁহাকে নেত্রগোচর করিবামাত্র ব্রহ্মার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হইল; তিনি "আত্মাকে বিভক্ত কর" এইমাত্র বলিয়াই তিরোহিত হইলেন। তখন রুদ্র ব্রহ্মার আদেশে স্বীয় দেহ বিভক্ত করিয়া নারীত্ব ও পুরুষত্ব পৃথক্ করিলেন। পরে সেই পুরুষভাগকে পুনরায় একাদশ ভাগে বিভক্ত করেন। এই প্রকারেই একাদশ রুদ্রের সৃষ্টি হয়।

¶ কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী; যথা—অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভী, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু, খসা ও মুনি।

যে সকল দেবতা চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারা কশ্যপ হইতে অদিতিতে সমুৎপন্ন হন। উহাঁরাই বৈবস্বত মনুর শাসনসময়ে দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহাঁরা বিষ্ণু, শক্র, ত্বষ্টা, ধাতা, অর্য্যমা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, ভগ ও অংশ নামে অভিহিত।* অরিষ্টনেমির পত্নীরা ষোড়শ সংখ্যক অপত্য এবং বিদ্যুৎ চারিটী বিচক্ষণ তনয় লাভ করেন। এই সকল দেবতা ও বিপ্রগণ সকলেই প্রতি মন্বন্তরে ও প্রতি কল্পে উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হন। কৃশাশ্ব হইতে যাবতীয় দেবাস্ত্রের উৎপত্তি হয়।

কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামা পুত্রদ্বয় এবং সিংহিকা নাম্নী একটী কন্যা সমুৎপন্ন হয়। বিপ্রচিত্তি ঐ কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন; সেই সিংহিকার গর্ভেই রাহু প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; সিংহিকানন্দনেরা সকলেই সৈংহিকেয় নামে প্রথিত।†

হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র; তাঁহাদিগের তেজস্বিতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; তাঁহারা অনুহ্লাদ, হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ নামে অভিহিত।¶ তন্মধ্যে প্রহ্লাদ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। হ্লাদের পুত্র হ্রদ; হ্রদের তিন পুত্র; আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল। বিরোচন প্রহ্লাদের ও বলি বিরোচনের পুত্র।* বলি একশত পুত্র লাভ করেন, তন্মধ্যে বাণই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বাণ তপস্যাদ্বারা পুরাকালে দেবদেব উমাপতিকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বিহার করিবার বর প্রাপ্ত হন।†

হিরণ্যাক্ষের পাঁচটী পুত্র।‡ দনু, শম্বর, শকুনি, দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কু প্রভৃতি এক শত পুত্র লাভ করে।¶ প্রভা স্বর্ভানুর ও শচী পুলোমের কন্যা; § উপাদানবী, হয়শিরা ও শর্ম্মিষ্ঠা

* পুরাণান্তরে ইহাদের নাম এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা—ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা, অংশুমান্ ও বিষ্ণু।

† রাজেন্দ্র, বৎস, শৈল, নল, বাতাপি, ইল্বল, নমুচি, খসৃম, অঞ্জন, নরক, কালনাভ, সরমাণ ও কল্পবীর্য্য, ইহারাই সৈংহিকেয়গণের মধ্যে প্রধান; ইহাদিগের দ্বারাই দানববংশ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে।

¶ অনুহ্রাদ, হ্রাদ, প্রহ্রাদ ও সংহ্রাদ এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

* একখানি বিদেশীয় হস্তলিখিত মূল পুস্তকে লিখিত আছে যে, হ্লাদের পুত্র হ্রদ এবং সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান্, শিবি ও বাস্কল। যথা——

"—— হ্লাদপুত্র হ্রদস্তথা।
সংহ্লাদজাশ্চ আয়ুষ্মান্ শিবির্বাস্কল এবচ।"

কিন্তু মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, আয়ুষ্মান্, শিবি, বাস্কল ও বিরোচন এই চারিটিই প্রহ্লাদের পুত্র।

† প্রসিদ্ধ আছে, বাণ সহস্রবাহু ধারণপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি একাগ্রমনে বহুদিন যাবৎ কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা শঙ্করের আরাধনা করেন। তদীয় তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া শূলপাণি নিরন্তর তাঁহার সমীপবর্ত্তী থাকিতেন। দেবদেব হরের অনুগ্রহে বাণ মহাকাল ও শিখি তুল্য প্রতাপবান্ হইয়াছিলেন।

‡ মৎস্যপুরাণে হিরণ্যাক্ষের চারিটি পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। তাহাদিগের নাম উলূক, শকুনি, ভূতসন্তাপন ও মহানাভ।

¶ কথিত আছে যে, দনুর পুত্রগণের মধ্যে বিপ্রচিত্তি, দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, শঙ্কুশিরোধরু অয়োমুখ, সম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান্, ইরা, গর্ভশিরা, বিদ্রাবণ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শতহ্রদ, ইন্দ্রজিৎ, বজ্রনাভ, একবক্ত্র, মহাবাহু, বজ্রাক্ষ, তারক, অসিলোমা, পুলোম, বিন্দু, বাণ, স্বর্ভানু ও বৃষপর্ব্বা ইহারাই প্রধান; ইহাদিগের মধ্যে বিপ্রচিত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বীর্য্যশালী ও শৌর্য্যসম্পন্ন।

§ পুরাণান্তরে প্রভা স্থলে সুপ্রভা পাঠ দৃষ্ট হয়। পুলোম দানবের কন্যা শচী; দেবরাজ শচীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন।

বৃষপর্ব্বার দুহিতা।* বৈশ্বানরের দুই কন্যা; একের নাম পুলোমা, দ্বিতীয়ের কালকা। মহাবল মারীচ ঐ উভয়কেই পত্নীত্বে গ্রহণ করে, তাহাদিগের গর্ভে কোটি কোটি দানবের জন্ম হয়। চতুর্কোটি সংখ্যক নিবাতকবচ নামক দৈত্যেরা প্রহ্লাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।†

কাকী, শ্যেনী, ভাসী, গৃধ্রিকা, শুচি, সুগ্রীবা এই ছয়টি তাম্রার কন্যা। ইহাদিগের গর্ভে অশ্ব, উষ্ট্র ও কাকাদির উৎপত্তি হয়।‡ অরুণ ও গরুড় উভয়ে বিনতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে।¶ সুরসার গর্ভে সহস্র সর্প ও কদ্রুর গর্ভেও অসংখ্য সর্পের জন্ম হয়; কদ্রুর সন্তানগণ কাদ্রবেয় নামে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি কতকগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।* ক্রোধবশার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ক্রোধবশ নামে অভিহিত; তাহারা দংষ্ট্রায়ুধ; এতভিন্ন স্থলচর ও জলচর মাংসাশী পক্ষীও ক্রোধবশা হইতে সমুৎপন্ন।† সুরভির গর্ভে গোমহিষাদি এবং ইহার গর্ভে তৃণাদির সৃষ্টি হয়। খসা হইতে যক্ষ রক্ষ, মুনি হইতে অপ্সরাগণ এবং অরিষ্ট হইতে গন্ধর্ব্বগণ জন্মগ্রহণ করে। কশ্যপ হইতেই এইরূপে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি হয়।

কোন সময়ে বহুসংখ্যক দানব দেবতাদিগের করে বিনিহত ও পরাভূত হইলে দিতি পুত্রশোকে কাতরা হইয়া পতি কশ্যপের শরণাপন্ন হইলেন এবং বহুবিধরূপে তাঁহার প্রীতি সাধন পূর্ব্বক একটী ইন্দ্রহন্তা পুত্র প্রার্থনা করিলে কশ্যপও প্রসন্নমনে তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। কশ্যপের বরে দিতির গর্ভসঞ্চার হয়। এদিকে দেবরাজ সেই গর্ভ বিনাশার্থ নিরন্তর দিতির ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সহসা একদা দিতি পাদপ্রক্ষালন না করিয়াই শয়ন করিলেন, অমনি ইন্দ্র ছিদ্র পাইয়া তদীয় গর্ভ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন

---

* মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে যে, উপদানবী, মন্দোদরী ও কুহূ, এই তিনটি ময়দানবের কন্যা। বৃষপর্ব্বার দুই কন্যা, একের নাম শর্ম্মিষ্ঠা, দ্বিতীয়ের চন্দ্রা।

† বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, নিবাতকবচগণ সংহ্লাদ হইতে সমুৎপন্ন। উহারা এরূপ দুর্জ্জয় হইয়াছিল যে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ প্রভৃতি কেহই তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই; অবশেষে ধনঞ্জয় তাহাদিগকে নিপাতিত করেন।

‡ মৎস্যপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে তাম্রার ছয়টি কন্যার নাম এইরূপ লিখিত আছে যথা—শুকী, শ্যেনী, ভাসী, গৃধ্রী, সুগ্রীবী ও শুচি। শুকীর গর্ভে শুকপক্ষী ও উলূকগণ, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেনগণ, ভাসীর গর্ভে ভাস ও কুরর পক্ষীগণ, গৃধ্রীর গর্ভে গৃধ্র, কপোত ও পারাবতজাতীয় পক্ষী, সুগ্রীবীর গর্ভে ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র এবং শুচির গর্ভে হংস, সারস, কারণ্ডব ও বানরগণ সমুৎপন্ন হয়।

¶ এতদ্ভিন্ন বিনতার গর্ভে [illegible] কন্যা [illegible] তাহার নাম সৌদামিনী। সৌদামিনী [illegible] বিরাজমানা থাকেন। অরুণের দুই [illegible] একের [illegible] সম্পাতি, দ্বিতীয়ের জটায়ু। সম্পাতির দুই পুত্র [illegible]। জটায়ুর পুত্রপৌত্র অসংখ্য; জটায়ুনন্দনেরা [illegible], শতগামী, সারস ও ভেরুণ্ড প্রভৃতি নামে প্রথিত।

* বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত [illegible] কদ্রুনন্দনগণের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, শ্বেত, [illegible], [illegible], [illegible], এলাপত্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয় এইগুলি [illegible]। কিন্তু মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে শেষ প্রভৃতি [illegible] কদ্রুর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করে; তন্মধ্যে, [illegible], বাসুকি, কর্কোটক, শঙ্খ, ঐরাবত, কম্বল, ধনঞ্জয়, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], এলাপত্র, মহাপদ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], অঞ্জন, বহল, [illegible], [illegible], [illegible], কালিয়, [illegible] এবং শতগুলি এই [illegible]।

† বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, [illegible] পিশাচগণও ক্রোধবশার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্রোধবশগণ ভীমসেনের করে নিহত হয়।

করিলেন, তাহাতেই উনপঞ্চাশৎ বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই সকল দীপ্ততেজা মরুদ্গণই পরিশেষে ইন্দ্রের সহায় হইয়া রহিলেন।*

ব্রহ্মা এই প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া পৃথুকে সাম্রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করত অন্যান্য সকলকে যথাযথ আধিপত্য প্রদান করিলেন। চন্দ্র দ্বিজ ও

* মরুদ্গণের সৃষ্টি বিবরণ অতি পরমাদ্ভুত; সুতরাং তাহার প্রকৃত বিবরণ এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল। যথা——

সুরাসুরসংগ্রামসময়ে ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া দানবদিগকে বিনিহত করেন। তখন দিতি পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া মরধামে সমন্তপঞ্চক নামক পুণ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং পবিত্রতোয়া সরস্বতীর প্রীতিপ্রদ সুদর্শন তটভূমে অবস্থিত হইয়া পতি কশ্যপের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্রতপরায়ণা ও সংযতা হইয়া চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি বহুবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। এইরূপে শত বৎসরেরও অধিক অতিবাহিত হইল, তাঁহার দেহযষ্টি মলিন ও কৃশ হইয়া উঠিল। তথায় বশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য ঋষিগণও প্রায় সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। একদা দিতি তাপসদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপস্বিগণ! কোন্ ব্রতের ফলে পুত্রশোক নিবারিত হয়? কোন্ তপস্যার ফলেই বা উত্তরলোকে সৌভাগ্যভাগী হওয়া যায়?

তাপসগণ কহিলেন, হে ব্রতচারিণি! মদনদ্বাদশী নামক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে অনিবার্য্য পুত্রশোক নিবারিত ও সর্ব্বসৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ তিথিতে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া একটি কুম্ভ সংস্থাপিত করিবে, উহাকে বারুণ কুম্ভ কহে। কুম্ভটি সিততণ্ডুলে পরিপূর্ণ করিয়া উহাতে ইক্ষুদণ্ড ও অন্যান্য ফলমূলাদি প্রদান করিবে। এই প্রকারে কুম্ভ স্থাপিত হইলে শ্বেতচন্দনে উহার গাত্র অনুলিপ্ত করিয়া দুইখানি শ্বেত বসন দ্বারা উহা সমাবৃত করিবে। ঐ কুম্ভের উপর একখানি তাম্রপাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ স্বর্ণ ও নানাবিধ খাদ্য প্রদানপূর্ব্বক তাহার উপরে কদলীপত্র রাখিয়া গুড়পূরিত শর্করাসংযুক্ত রতি ও মদনের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। তৎপরে গন্ধমাল্যাদি সহকারে ঐ প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের পূজা করিবে। মদনের নাম দ্বারা হরিরই পূজা করিতে হয়। যথাক্রমে 'কামায় নমঃ' 'সৌভাগ্যদায় নমঃ' 'স্মরায় নমঃ' 'মন্মথায় নম' 'মদোদ্ভবায় নমঃ' 'অনন্তায় নমঃ' 'পদ্মমুখায় নমঃ' 'পঞ্চশরায় নমঃ' 'সর্ব্বাত্মনে নমঃ' বলিয়া চরণ, জঙ্ঘা, উরু, কটি, উদর, বক্ষঃ, বদন, বাহু ও শিরোদেশের পূজা করিবে। এই প্রকারে পূজা সমাধা করিয়া পরদিন কুম্ভটি ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিতে হয়। অনন্তর ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে। দক্ষিণা দান সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা——

'প্রীয়তামত্র ভগবান্ কামরূপী জনার্দ্দনঃ।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং আনন্দো যো বিধীয়তে॥'

ব্রাহ্মণভোজন পরিসমাপ্ত হইলে স্বয়ং ভোজন করিবে, কিন্তু লবণ ভক্ষণ করিবে না। এইরূপে প্রতিমাসে ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক দ্বাদশ মাস সমতীত হইলে ত্রয়োদশমাসে স্বর্ণদ্বারা কামের প্রতিমূর্ত্তি বিনির্ম্মিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে; ঐ মূর্ত্তির সহিত শয্যা, ধেনু, ঘৃত ও গাভী প্রদান করিতে হয়। অনন্তর একটি দ্বিজদম্পতিকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের অর্চ্চনা পূর্ব্বক সাধ্যমত বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা ও গাভী প্রদান করিবে। অনন্তর "আপনারা প্রীত হউন" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়। পরিশেষে শুক্ল তিল দ্বারা হোমবিধি পরিসমাপ্ত করিয়া মদনের স্তবপাঠ পূর্ব্বক পুনরায় বিপ্রদিগকে ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণগণকে গব্য ঘৃত ও পায়স প্রদান করা একান্ত বিধেয়।

হে দেবি! কামদেবকেই সচ্চিদানন্দ হরিরূপে ধ্যান করিবে, যিনি পুত্রকামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, হরিই মদনরূপে মদীয় জঠরে অবতীর্ণ হইতেছেন। মদনদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে যাবতীয় পাপরাশি বিধ্বংসিত হইয়া যায়। এই ব্রতের প্রভাবে দীর্ঘজীবী পুত্র ও পরম সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

তাপসগণপ্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াই দিতি মদনদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। যথাবিধানে ত্রয়োদশ মাসে ব্রত নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইবামাত্র কশ্যপ দিতিসকাশে প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তোমার তপস্যা ও ব্রতাচরণ সন্দর্শনে আমি যারপরনাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর।

দিতি বলিলেন, হে ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন আমি ইন্দ্রহন্তা অমিততেজা পুত্রলাভ করিতে পারি, মদীয় পুত্র যেন যাবতীয় সুরগণেরই বিজেতা হয়। এতদ্ব্যতিরেকে আমার অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

ওষধিসমূহের, বরুণ জলের, বৈশ্রবণ রাজগণের, বিষ্ণু আদিত্যগণের, পাবক বসুদিগের, বাসব মরুদগণের, দক্ষ প্রজাপতিদিগের, প্রহ্লাদ দানবসমূহের, যম পিতৃবর্গের, দেবদেব শঙ্কর ভূতাদিসমূহের, হিমালয় শৈলগণের, সাগর নদনদীগণের, চিত্ররথ গন্ধর্ব্বদিগের, বাসুকি নাগসমূহের, তক্ষক সর্পদিগের, গরুড় পক্ষিবর্গের, ঐরাবত গজেন্দ্রগণের, বৃষ গোসকলের, শার্দ্দূল মৃগগণের, প্লক্ষ বনস্পতিদিগের এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বসমূহের অধিপতি হইলেন। তদনন্তর সুধর্ম্মা পূর্ব্বদিকের, শঙ্খ-

কশ্যপ কহিলেন, কল্যাণি! তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহাই সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বাগ্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। মহর্ষি আপস্তম্ব তোমার যজ্ঞ সম্পাদিত করিবেন। তৎপরে আমি গর্ভাধান করিলেই তুমি অভীপ্সিত বর লাভে সমর্থ হইবে।

অনন্তর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন হইল। আপস্তম্ব বিধানানুসারে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে দিতি অর্থব্যয়বিষয়ে কিছুমাত্রও কৃপণতা করেন নাই। "ইন্দ্রহন্তা অমিততেজা পুত্র জন্মগ্রহণ করুক্" বলিয়া আপস্তম্ব আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে সুরগণ যারপরনাই ভীত হইলেন, কিন্তু অসুরগণের হর্ষের পরিসীমা রহিল না।

যজ্ঞ সুচারুরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করিয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি গর্ভধারণপূর্ব্বক শত বৎসর যাবৎ এই আশ্রমে অবস্থান কর। সর্ব্বদা গর্ভের রক্ষাবিধান করিবে; যে অবস্থায় গর্ভিণীগণের অবস্থান করা বিধেয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই গর্ভ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বদা বৃক্ষমূলে গমন, বৃক্ষমূলে অধিষ্ঠান, মৃত্তিকার স্তূপ, মুষল ও উদূখলের উপর উপবেশন, বল্মীকের উপর অবস্থিতি, জলাবগাহন, শূন্যগৃহে অবস্থান ও সন্ধ্যাকালে আহার করা অন্তর্ব্বত্নী নারীর বিধেয় নহে। যাহাতে অন্তরে উদ্বেগ ও চিন্তার উদয় না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া গর্ভিণীদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গর্ভিণীরা নখ, অঙ্গার ও ভস্ম দ্বারা মৃত্তিকা বিলিখন করিবে না; নিরন্তর শয়ান থাকা অথবা ব্যায়াম বা অন্যরূপ কায়িক পরিশ্রম করাও গর্ভিণীর সমুচিত নহে। শয়নকালে, বিবস্ত্রা, আর্দ্রপদ, উদ্বিগ্নহৃদয়া এবং উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে না; নিরন্তর পবিত্রভাবে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তুষ, অঙ্গার, অস্থি প্রভৃতির উপর উপবেশন করিবে না; কাহারও সহিত বিবাদ করা বা অমঙ্গলসূচক বাক্য প্রয়োগ একান্ত অকর্ত্তব্য। গর্ভিণীরা নিরন্তর বিবিধ আভরণে সমলঙ্কৃতা হইয়া দেবপূজা ও গুরুশুশ্রূষা করিবে। পরন্তু কেবল গর্ভিণী বলিয়া নহে, রমণীমাত্রেরই এইরূপ নিয়মে দেহপাত করা শ্রেয়স্কর। যে নারী এইরূপ আচরণ করে, সে দীর্ঘজীবি ধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই; অতএব তুমি এই নিয়মে শত বৎসর অতিবাহিত কর।

কশ্যপ এই বলিয়া তিরোহিত হইলে দিতি তদীয় আদেশানুসারে অনুত্তম যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পুরন্দর একান্ত ভীত হইয়া দিতির আশ্রমে অবতীর্ণ হইলেন। দিতির কোনরূপ দোষান্বেষণপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভ নষ্ট করাই দেবরাজের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি এরূপ যত্নে মনোভাব গোপন করিলেন যে, তাঁহার বাহ্যভাব অবলোকন করিয়া কেহই মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না। তিনি স্বয়ং যোগাবলম্বন করিয়া অবস্থিতিপূর্ব্বক অন্যের অলক্ষিতভাবে কার্য্যসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শতবৎসর অতীতপ্রায় হইল; তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে দিতির অন্তরে এরূপ হর্ষাধিক্য সমুদিত হইল যে, তাঁহার মতিভ্রম সমুপস্থিত হইল; দৈবগত্যা ঐ সময়ে দিবাভাগেই নিদ্রা সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এরূপ বিমোহিত করিল যে, তিনি মুক্তকেশী ও পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিলেন; বিশেষতঃ পাদপ্রক্ষালনও করিলেন না। দেবরাজ ছিদ্র প্রাপ্তমাত্র দিতির গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বজ্র দ্বারা গর্ভ সপ্ত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ঐ সপ্ত খণ্ড হইতে সাতটি অপরিমিততেজা পুত্র সঞ্জাত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে পুরন্দর "মা রুদ, মা রুদ" বলিয়া তাহাদিগকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন দেবরাজ পুনর্ব্বার তাহাদিগের প্রত্যেককে সপ্ত সপ্ত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। ঐ প্রত্যেক খণ্ড হইতেই এক একটি কুমার সঞ্জাত হওয়াতে উনপঞ্চাশৎ সংখ্যক হইল। তাহারা সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া দেবরাজের অন্তরে যারপরনাই বিস্ময়সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া ধ্যানযোগে দেখিলেন যে, মদন-

পদ দক্ষিণদিকের, কেতুমান্ পশ্চিমদিকের এবং হিরণ্যরোমা উত্তরদিকের আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন। ইহাকেই প্রতিসর্গ বলা যায়।*

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে প্রতিসর্গবর্ণন নামক
ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশী ব্রতের মাহাত্ম্যেই কুমারদিগের জীবন বিনষ্ট হইতেছে না। দিতি ভক্তিপূতচিত্তে দেবদেব হরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়াই বজ্রও কুমারদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। তখন পুরন্দর কহিলেন যে, অদ্য হইতে এই ঊনপঞ্চাশৎ কুমার সুরগণমধ্যে পরিগণিত হইল, অন্যান্য দেবগণেব ন্যায় ইহারাও যজ্ঞাংশভাগী হইবে।

অনন্তর দেবরাজ দিতির জঠর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া বিবিধরূপ স্তুতিদ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সাধনপূর্ব্বক ঊনপঞ্চাশৎ কুমার সহ ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। গর্ভমধ্যে বজ্রাঘাতে কাতর হইয়া কুমারেরা রোদন করাতে সুরপতি "মা রুদ, মা রুদ" বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহাঁরা মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

* মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে যে, মহীপতি পৃথু কমলযোনি কর্ত্তৃক ধরিত্রীর সাম্রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে চন্দ্র ওষধিসমূহ যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, নক্ষত্র, তারা, দ্বিজ, পাদপ, গুল্ম ও লতাগণের অধিপতি হইলেন। ঐরূপ বরুণ জলের, বৈশ্রবণ রাজগণের, কুবের ধনের, বিষ্ণু আদিত্য ও বসুগণের, অগ্নি লোকসমূহের, দক্ষ প্রজাপতিগণের, ইন্দ্র মরুদ্গণের, প্রহ্লাদ দৈত্যদানবদিগের, যম পিতৃগণের, শূলপাণি ভূত, পিশাচ, রাক্ষস, বেতাল, যক্ষ, পশু প্রভৃতির, হিমাচল অচলসমূহের, সাগর নদনদীর, চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধরের, বাসুকি নাগগণের, তক্ষক সর্পাদিগের, ঐরাবত দিগ্গজসমূহের, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বসমূহের, গরুড় পক্ষিকুলের, সিংহ মৃগগণের, ঋষভ গোসমূহের, প্লক্ষ বনস্পতিবর্গের, সুধর্ম্মা পূর্ব্বদিকের, শঙ্খপদ দক্ষিণদিকের, কেতুমান্ পশ্চিমদিকের এবং হিরণ্যরোমা উত্তরদিকের অধিপতি হন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, সৃষ্টি নয় প্রকার; মহৎসর্গ, ভূতসর্গ, বৈকারিকসর্গ, মুখ্যসর্গ, তির্য্যক্স্রোতঃসর্গ, ঊর্দ্ধস্রোতঃসর্গ, অর্ব্বাক্স্রোতঃসর্গ, অনুগ্রহসর্গ ও কৌমারসর্গ। প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। তৎপরে পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টিকেই ভূতসর্গ কহে। বৈকারিক সর্গেরই অপর নাম ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি। এই সকল প্রাকৃত সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। মুখ্য সৃষ্টিকেই স্থাবরসৃষ্টি কহে। ঊর্দ্ধস্রোতঃসর্গ দেবসর্গ এবং অর্ব্বাক্স্রোতঃসর্গই মানবসৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত। অনুগ্রহসর্গ দুই প্রকার; সাত্ত্বিক ও তামস। এই নববিধ সৃষ্টিই নিখিল বিশ্বের মূলীভূত কারণ।

দক্ষ প্রজাপতির তনয়াগণের মধ্যে খ্যাতি প্রভৃতি যে একাদশটি কন্যা সমুৎপন্ন হয়, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা তাহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন।*

---

* দক্ষের কন্যাগণের মধ্যে খ্যাতি, সতী, সংভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্ততি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা এবং স্বধা এই একাদশটিকে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি ও পিতৃগণ ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন, আর ধর্ম্ম যে ত্রয়োদশটিকে বিবাহ করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, সৃষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি নামে অভিহিত। ইহাঁদিগের মধ্যে শ্রদ্ধা হইতে কাম, লক্ষ্মী হইতে দর্প, ধৃতি হইতে নিয়ম, তুষ্টি হইতে সন্তোষ, পুষ্টি হইতে লাভ, মেধা হইতে শম, ক্রিয়া হইতে দণ্ড ও লয়, বুদ্ধি হইতে বোধ ও অপ্রমাদ, লজ্জা হইতে বিনয়, বপু হইতে ব্যবসায়, শান্তি হইতে ক্ষেম, সিদ্ধি হইতে সিদ্ধি ও কীর্ত্তি হইতে যশের উৎপত্তি হয়।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, হিংসা অধর্ম্মের ভার্য্যা, হিংসা হইতে নিকৃতি ও অনৃত সঞ্জাত হয়। নিকৃতির দুই পুত্র, একের নাম ভয়, দ্বিতীয়ের নরক। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি কন্যা জন্মে, তাহারা মায়া ও বেদনা নামে অভিহিতা।

ভৃগুভার্য্যা খ্যাতি দুইটি পুত্র প্রসব করেন, একের নাম ধাতা, দ্বিতীয়ের বিধাতা। দেব-রাজের স্তবে প্রসন্না হইয়া বিষ্ণুপত্নী শ্রী দুইটি সন্তান সমুৎপাদন করেন। ধাতা ও বিধাতা হই-তেই প্রাণ ও মৃকণ্ডুর উৎপত্তি হয়। মৃকণ্ডু হইতে মার্কণ্ডেয় ও মার্কণ্ডেয় হইতে বেদশিরা জন্ম পরি-গ্রহ করেন।

মরীচির ঔরসে সম্ভূতির গর্ভে পৌর্ণমাস এবং অঙ্গিরার ঔরসে স্মৃতির গর্ভে সিনীবালী, কুহূ ও রাকা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; অনসূয়া অত্রি হইতে তিনটি পুত্র লাভ করেন; তাহারা সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত; দত্তাত্রেয় পরম যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতি দত্তোলিকে প্রসব করেন; পুলহের ঔরসে ক্ষমাতে সহিষ্ণু এবং সন্নতির গর্ভে ক্রতুর ঔরসে মহাতেজা বালিখিল্য ঋষিদিগের উৎপত্তি হয়। এই বালিখিল্যগণের দেহের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব-মাত্র, তাঁহাদিগের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র। বশিষ্ঠের ঔরসে তৎপত্নী উর্জ্জার গর্ভে শুক্র, সুতপাপ্রভৃতি সপ্তর্ষি ও অগ্নির ঔরসে স্বাহার গর্ভে অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। স্বধা পিতৃগণ হইতে দুইটি কন্যা লাভ করেন, একের নাম মেনা দ্বিতীয়ের বৈধারিণী।

অধর্ম্ম হইতে তৎপত্নী হিংসা একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রাপ্ত হয়; পুত্রটি অনৃত ও নন্দিনী নিকৃতি নামে অভিহিত; অনৃত হইতে ভয় এবং নিকৃতি হইতে নরকের উৎপত্তি হয়, মায়া হইতে মৃত্যু ও বেদনা হইতে দুঃখ সমুৎপন্ন হয়; ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ ইহারা মৃত্যু হইতে সঞ্জাত।

অগ্নি কহিলেন, হে তপোধন! ব্রহ্মার শরীর হইতে রোদন করিতে করিতে একটি পুত্র সমুৎ-পন্ন হয়; সেই পুত্রই রুদ্র নামে অভিহিত।*

ঐ দুই কন্যা যথাক্রমে ভয় ও নরককে পতিত্বে বরণ করে। মায়া হইতে মৃত্যু এবং বেদনা হইতে দুঃখ সমুৎপন্ন হয়। ব্যাধি, জরা শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ ইহারা মৃত্যু হইতে উৎপন্ন; ইহারা ঊর্দ্ধরেতা, ইহাদিগের পুত্র কলত্র কিছুই নাই। ইহাকেই তামস সৃষ্টি কহে।

* পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে সনক, সনা-তন, সনন্দ, ক্রতু ও সনৎকুমার এই পাঁচটি মানসপুত্র সৃজন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রজাসৃষ্টির ভারার্পণ করেন, কিন্তু তাঁহারা সে বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা মায়া বশতঃ চিন্তায় বিমুগ্ধ হইলেন। তখন দেব দেব নারায়ণ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ প্রদান করিলে ব্রহ্মা সচেতন হইয়া তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হই-লেন; কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াও কিছুমাত্র উপলব্ধি না হওয়াতে তাঁহার ক্রোধ সঞ্চার হইল। ব্রহ্মার হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইবামাত্র তদীয় নয়নদ্বয় হইতে বারিবিন্দু নিপতিত হইল। যেমন অশ্রুপাত হইয়াছে, অমনি তাঁহার ভ্রূকুটি কুটিল ললাট হইতে মহাদেব (রুদ্র) সমুৎপন্ন হইলেন।

মহেশ্বর যেরূপে ব্রহ্মার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, অতীত কল্পের অবসানে ত্রিজগৎ তমোময় ও একার্ণব হইয়াছিল। তৎকালে কি দেবতা, কি ঋষি, কিছুমাত্রই বিদ্যমান ছিল না; একমাত্র দেবদেব নারায়ণ শেষশয়নে শয়ান হইয়া নিদ্রাভিভূত ছিলেন। যৎকালে তিনি একার্ণবে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন সহস্র ভুজ ও সহস্র চরণ বিদ্যমান ছিল; তাঁহার পরিধান পীতবসন। এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা তাঁহার নাভিস্থল হইতে শতযোজন-বিস্তীর্ণ, দিব্যগন্ধপূর্ণ পুণ্য-প্রদ ও কেশরাদিসমন্বিত একটি পদ্ম সমুৎপন্ন হইল এবং ঐ কমলমধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সঞ্জাত হইয়া হস্ত দ্বারা নারায়ণকে স্পর্শ করিলেন। বিষ্ণুকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় মায়াপ্রভাবে ব্রহ্মা বিমোহিত হইয়া কহিলেন, এই ঘোর তমোময় একার্ণবে তুমি একাকী কে শয়ন করিয়া রহিয়াছ?

বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভয়ে কহিলেন আমি নারায়ণ, আমিই সৃষ্টি ও সংহারের একমাত্র কারণ;

ইনিই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কারণ; ইনিই চতুর্য্যোপাকলাপী হইয়া সকলের বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। ভগবান্ পিতা-

আমার দেহেই সাগর কাননাদিবিরাজিতা সদ্বীপা বসুন্ধরা বিলীন রহিয়াছে এবং আমিই মহাযোগীদিগের একমাত্র ঈশ্বর।

ভগবান্ একার্ণবশায়ী হরি ব্রহ্মার তত্ত্ব সবিশেষ অবগত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

ব্রহ্মা কহিলেন, আমি ধাতা, বিধাতা, স্বয়ম্ভু এবং প্রপিতা-মহ; এই জগৎ আমাতেই অবস্থিত, অভিলাষ হয়, তুমি প্রত্যক্ষ কর।

নারায়ণ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত ও সমনুজ্ঞাত হইয়া তদীয় শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মার উদর মধ্যে দেবদানবাদিসমন্বিত ত্রিভুবন বিরাজিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে নারায়ণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অনন্তর তিনি ব্রহ্মার বদনবিবর দ্বারা বহির্গত হইয়া কহিলেন, তুমিও আমার জঠরমধ্যে প্রবেশ কর, আমারও গর্ভে নানাবিধ বিচিত্র লোক দেখিতে পাইবে।

তখন ব্রহ্মাও দেবদেব বিষ্ণুর উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, আপনার অভ্যন্তরে যে সকল লোক ছিল, তৎ-সমুদায়ই তথায় বিরাজিত হইতেছে। তিনি বহুক্ষণ যাবৎ বিষ্ণু-গর্ভে পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার অন্ত প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে ব্রহ্মা শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র হরি দেহস্থ সকল দ্বারই রুদ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং ব্রহ্মা নির্গমপথ প্রাপ্ত না হইয়া নাভিদ্বারে সমুপনীত হইলেন এবং যোগাবলম্বন পূর্ব্বক সেই নাভিকমল হইতে আপনার রূপকে সমুদ্ভূত করি-লেন। অনন্তর আপনাকেই একমাত্র বিশ্বেশ্বর জ্ঞান করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে পুরুষোত্তম নারায়ণকে কহিলেন, আমাকে পরাজয় করিবার অভিলাষে আপনি এ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? একমাত্র আমিই সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্, মৎসদৃশ বলী জগতে আর দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না।

কমলযোনি এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, নারায়ণ তাঁহাকে প্রবোধবচনে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি ধাতা, বিধাতা ও স্বয়ম্ভু সত্য, কিন্তু মাৎসর্য্যপরতা নিবন্ধন নির্গম দ্বার নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, আপনি আমার সম্মানের পাত্র, আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদানে আমার অভিলাষ নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে আপনি আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন এবং আমার প্রিয় ও সন্তোষসাধনার্থ পদ্মযোনি নামে বিখ্যাত হউন।

তখন ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, আপনি সর্ব্বাত্মা, অনন্ত, সকলের ঈশ্বর এবং পরাৎপর পরব্রহ্ম। আমিও সকলের আত্মা, এই নিখিল বিশ্ব আমার স্বরূপমাত্র। আমাদিগের দুইজন ভিন্ন আর দ্বিতীয় পরমেশ্বর নাই। আমাদিগের একই মূর্ত্তি, দ্বিধা বিভিন্ন হইয়াছে মাত্র।

দেবদেব বিষ্ণু ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আপনার এই বুদ্ধি আত্মবিনাশের কারণ সন্দেহ নাই। যিনি একমাত্র অব্যয় অধিপতি, আপনি কি যোগ দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন না? সেই পুরুষোত্তম সর্ব্বেশ্বর আমার অবিদিত নহেন। যোগীন্দ্রগণ নিরন্তর জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার আদি নাই, অন্তও নাই, তিনিই পরব্রহ্ম। আপনি তাঁহার শরণাপন্ন হউন।

বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে নারায়ণকে কহিলেন, আপনি এ কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আমাদের দুইজন ভিন্ন অন্য পরমেশ্বর আর কে আছে? আমরা উভয়েই সৃষ্টি ও স্থিতির একমাত্র কারণ।

নারায়ণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ রোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, মহাত্মার পরিবাদজনক বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়। আমি সকলই বিদিত আছি, আমি ভ্রমেও কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি না, বোধহয়, পরমেশ্বরের অনন্ত মায়া আপনাকে বিমোহিত করিয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

এদিকে দেবদেব শশাঙ্কশেখর ব্রহ্মার প্রতি অনুগ্রহ প্রদ-র্শনার্থ স্বয়ং তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার ও করে বিশাল ত্রিশূল বিরাজমান। অত্যদ্ভুত দিব্যমাল্য পাদ পর্য্যন্ত লম্বিত হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইতেছে। তদীয় ললাট-নেত্রের অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শকবৃন্দের পক্ষে একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পিতামহ ব্রহ্মা মায়া-বিমোহিত হইয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শূলপাণি ত্রিলোচন পুরুষ কে?

ব্রহ্মা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে নারায়ণ মহেশের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নিমেষমধ্যে তদীয় পরমভাব বিদিত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ইনি দেবদেব মহাদেব, ইনি স্বয়ংজ্যোতিঃ

সহ রুদ্রকে ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, কপালী* ও মহাদেব এই সকল নামে

ও সনাতন। ইহাঁর আদি ও অন্ত নাই, ইনিই যাবতীয় লোকের অধীশ্বর। ইনিই শঙ্কর, শম্ভু, ঈশান, সর্ব্বাত্মা, ভূপতি, যোগী, মহেশ, বিমল এবং শিব নামে অভিহিত। ইনিই ধাতা, বিধাতা ও প্রভু। ইহাঁ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে। ইনিই আপনার সৃষ্টির কারণ, ইহাঁ হইতেই আপনি বেদ সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরই পরমা মূর্ত্তি নিখিল বিশ্বের যোনি। ইহাঁর বাসুদেব নামিকা মূর্ত্তিই আমি। হে ব্রহ্মন্! আপনি কি ইহাঁকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন না? আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, আপনি তদ্দ্বারা ইহাঁর পরম তত্ত্ব অবগত হউন।

অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণ-প্রসাদে দিব্যনেত্র লাভ করিয়া মহেশের পরম তত্ত্ব অবগত হইলেন। তখন তাঁহার যাবতীয় মোহ বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিবিধরূপে ভূতপতি ঈশানের স্তব করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শূলপাণি ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার পরম ভক্ত, আমি তোমাকে মৎসদৃশ বলিয়া বিবেচনা করি। যদিও তুমি সকলের আত্মা ও আদিপুরুষ, তথাচ আমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন। পূর্ব্বে লোকসৃজনার্থই আমি তোমাকে সমুৎপাদিত করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

ব্রহ্মা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া একবার বিষ্ণুর দিকে নেত্রপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শঙ্করকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমার পুত্র হউন, এই বর প্রার্থনা করি; আমার অন্য অভিলাষ নাই। হে দেব! আমি আপনার সূক্ষ্ম মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমি পুনঃ পুনঃ আপনার চরণে প্রণাম করি।

ব্রহ্মার এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক ভগবান্ শশীশেখর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার প্রতি যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমাকে বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হউক। আরও বলিতেছি, তোমার ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞানবিজ্ঞান লাভ হইবে, আমার প্রসাদে তুমি আদি কর্ত্তৃগণের প্রধান হইবে, সন্দেহ নাই। এই নারায়ণ আমা হইতে পৃথক্ নহেন, ইনি আমারই মূর্ত্তি; ইনি নিরন্তর তোমার সহায়তা সম্পাদন করিবেন।

ভগবান্ ত্রিলোচন এই বলিয়া করদ্বারা ব্রহ্মাকে স্পর্শ করত পুনরায় তাঁহাকে ও বিষ্ণুকে কহিলেন, আমি তোমাদিগের উভয়ের প্রতিই পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমরা আমার নিকট পুনরায় বর প্রার্থনা কর।

তখন বিষ্ণু কহিলেন, হে ভগবন্! আপনাকে সন্দর্শন করিয়াই আমি কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি, আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই, এইমাত্র প্রার্থনা করি, যেন নিরন্তর আপনার প্রতি আমার ভক্তি অবিচলিতরূপে বিদ্যমান থাকে।

বিষ্ণুর এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক মহাদেব তথাস্তুবাক্যে বরপ্রদান করিয়া কহিলেন, হে বিষ্ণো! তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এই নিখিল বিশ্ব তন্ময় ও মন্ময় হইবে, তুমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য; তুমি রাত্রি, আমি দিন; তুমি প্রকৃতি, আমি পুরুষ; তুমি জ্ঞান, আমি জ্ঞাতা; তুমি মায়া, আমি ঈশ্বর; তুমি বিদ্যাত্মিকা শক্তি, আমি শক্তিমান্ ঈশ্বর; আমি যে নিষ্কাম দেব, তুমিও সেই দেব; ব্রহ্মবাদী যোগিগণ নিরন্তর জ্ঞানচক্ষে আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তোমাকে আশ্রয় না করিলে কোন যোগীই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি তোমাকে আমা হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিবে, সে কদাপি সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে তুমি এই বিশ্বপালনে যত্নবান্ হও।

মহেশ্বর এইরূপে ব্রহ্মার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ও বিষ্ণুকে বরপ্রদানপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লমনে স্বধামে প্রস্থান করিলেন।

* মহাদেব যে কারণে কপালী শব্দে অভিহিত হন, তাহা পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন সময়ে ব্রহ্মার সহিত মহাদেবের তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে দেবদেব শঙ্কর শূল দ্বারা ব্রহ্মার চক্র বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। চক্র খণ্ডিত হইলে ব্রহ্মার হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রোধান্ধ হওয়াতে তাঁহার ললাট প্রদেশে স্বেদোদ্গম হইল। তখন তিনি করদ্বারা সেই ঘর্ম্ম প্রোঞ্ছনপূর্ব্বক ধরাতলে যেমন বিনিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, অমনি তাহা হইতে একটী পুরুষ সমুৎপন্ন হইল; ঐ পুরুষের করে শরাসন বিরাজমান। সেই পুরুষ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হওত কহিল, হে ভগবন্! অনুমতি করুন, আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

সম্বোধন করেন। সেই রুদ্রের পত্নী সতী তৎ- পিতা দক্ষকর্তৃক [illegible] হইয়া স্বীয় দেহ

পিতামহ সেই পুরুষকে পুরোবর্ত্তী দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন, বৎস! তুমি জয়লাভ কর, আর ঐ নির্ব্বোধ মহেশ্বরের বধ সাধনে যত্নবান্ হও।

ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিবামাত্র সেই স্বেদজ পুরুষ পৃষ্ঠদেশে শরাসন বিলম্বিত করিয়া শঙ্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া মহেশের হৃদয় ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠিল; তিনি বেগে পলায়ন পূর্ব্বক বিষ্ণু-সন্নিধানে গমন করিয়া "পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন" বলিয়া কাম্পতস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, হে পরন্তপ! ঐ স্বেদজ পাপ-পুরুষ, ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আমাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে আগমন করিতেছে। আপনি আমাকে উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন।

শঙ্করের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুর হৃদয়ে করুণাসঞ্চার হইল। তিনি অবিলম্বে হুঙ্কার দ্বারা ঐ পুরুষকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। নারায়ণের প্রভাবে স্বেদজ পুরুষ বিমোহিত ও স্তম্ভিত হইলে বিষ্ণু নানাবিধ প্রবোধবাক্য দ্বারা মহেশ্বরকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

তখন মহেশ্বর পরমপ্রীত হইয়া প্রণাম করিলে বিষ্ণু প্রসন্ন বদনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার অভিলাষ কি? তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব বল?

মহেশ্বর বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ভগবন্! আমার হস্তে এই যে কপাল (ভিক্ষাপাত্র) রহিয়াছে, ইহাতে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রদান করুন।

শঙ্করের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ ও তাঁহার হস্তে ভিক্ষাপাত্র সন্দর্শন করিয়া বিষ্ণুর হৃদয়ে চিন্তার উদয় হইল; তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, মহেশ্বরকে কি প্রদান করি? ইহার উপযুক্ত ভিক্ষাই বা কি? ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক আপনার দক্ষিণ হস্তটি সেই কপালমধ্যে সমর্পণ করিলেন। তখন কপটভিক্ষু মহেশ্বর শূলাগ্র দ্বারা ঐ হস্ত কর্ত্তন করিয়া লইলেন। বিষ্ণুর বাহু ছিন্ন হওয়াতে প্রবলবেগে রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল, ঐ শোণিত হইতে একটী বেগবতী নদী সমুৎপন্ন হইল; সেই নদী পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ।

বিষ্ণু এই প্রকারে মহেশ্বরকে হস্ত সমর্পণ করিয়া কহিলেন, ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়াছে কি?

শশাঙ্কশেখর শঙ্কর বিষ্ণুর এই গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হাঁ, এই কপাল পরিপূর্ণ হইল। তখন বিষ্ণু স্বীয় প্রভাবে ছিন্ন হস্ত হইতে যে রুধিরধারা নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অপনয়ন করিয়া ফেলিলেন। মহেশ্বর তাঁহার সমক্ষেই করনিঃসৃত সেই রুধির পাত্রমধ্যে রাখিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্থন করিতে করিতে ঐ শোণিত হইতে ক্রমে কলল ও বুদ্বুদ্ সমুৎপন্ন হইল; তৎপরে সেই কলল ও বুদ্বুদ্ হইতে একটী পুরুষ সঞ্জাত হইল, তাহার মস্তকে কিরীট ও করে সশর শরাসন বিরাজমান। নারায়ণের কর কর্ত্তন হইলে তাহা হইতে যে শোণিত বিনিঃসৃত হইয়াছিল, ঐ পুরুষের নয়নও সেই শোণিতের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল। তাহার পৃষ্ঠে তূণ, অঙ্গে কবচ এবং অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্রাণ পরিশোভিত।

ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইলে দেবদেব বিষ্ণু শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই কপালমধ্য হইতে কোন্ নর আবির্ভূত হইল?

মহেশ্বর কহিলেন, হে বিষ্ণো! তুমি ইহাকে নর বলিয়া সম্বোধন করিলে, অতএব এ নর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। তুমি ইহার সহিত একত্রিত হইয়া কলিযুগে নরনারায়ণ নামে বিখ্যাত হইবে। এই নর দ্বারা সুরগণের বহুবিধ সুমহৎ কার্য্য সংসাধিত হইবে এবং এই ব্যক্তিই তোমার সখা হইবেন। তোমার ভুজ-শোণিত হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, সুতরাং ইহার তুল্য তেজস্বী পুরুষ আর দ্বিতীয় লক্ষিত হইবে না। এই নর ব্রহ্মার পঞ্চম বদন স্বরূপ হইবে। কি সুরপতি, কি অন্যান্য দেব কেহই ইহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না।

শশাঙ্কশেখর এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে সেই কপালস্থ পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে নারায়ণের স্তব করিয়া মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিল।

সেই পুরুষ কহিল, হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, আপনিই সকলের কারণ, আপনিই পুরুষের ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার। হে মহাদেব! আপনি অনাদি ও অনন্ত, একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনিই পরিত্রাণের একমাত্র কারণ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। এই নিখিল বিশ্ব আপনা হইতেই সমুৎপন্ন, আপনিই ইহার রক্ষা বিধান করিতেছেন এবং পরিণামে আপনি ইহার সংহার সাধন করিবেন; আপনাকে প্রণাম করি হে ত্রিলোচন! আপনি যোগিগণের অধিপতি, আপনি।

বিসর্জ্জনপূর্ব্বক গিরিবর হিমবানের দুহিতারূপে

কাল এবং আপনিই মহাগ্রাস, আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বমূর্ত্তি, আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং আপনিই ধর্ম্মাদি স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি পুরাণ পুরুষ, আপনি নিত্য এবং আপনি জয়স্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনার অগোচর কিছুই নাই, আপনি পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বের যোনি, আপনি দেবগণের হিতকামী, আপনি সকল ভূতের অধীশ্বর, আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপতে! আপনি নির্ব্বিকার, আপনি বেদের রহস্যস্বরূপ, আপনা হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ, আপনি জ্ঞানরূপী, আপনি সচ্চিদানন্দ, আপনাকে নমস্কার। হে দেবদেব! আপনি জগতের সাক্ষী, আপনি পরিণামরহিত, আপনিই কার্য্য ও কারণরূপী, আপনাকে নমস্কার। হে শূলপাণে! আপনি পঞ্চভূত ও পঞ্চভূতের আত্মা, আপনি মূল প্রকৃতি, আপনি মায়াস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি গুণত্রয়ে বিভক্ত হইয়া ত্রিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনার তেজ দিব্য, আপনি সিদ্ধ ও পূজ্য, আপনাকে নমস্কার। হে বিশ্বযোনে! আপনিই মূর্ত্ত এবং আপনিই অমূর্ত্ত, আপনিই শাস্ত, আপনিই ত্রাণকর্ত্তা, আপনি আশ্রিতগণের শরণ্য এবং আপনিই একমাত্র পরম গতি, আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বলোকেশ্বর! আপনি মহাবাহু, বরদ, সর্ব্বতেজঃসম্পন্ন এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাত্মক প্রভু, আপনাকে নমস্কার। আপনি আদিদেব, মহাদেব, বেদবেদাঙ্গপারগ ও সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে জগদীশ! আপনি কখন বিশ্বমূর্ত্তি, কখন মহামূর্ত্তি, কখন দিব্যমূর্ত্তি ও কখন বা ত্রিমূর্ত্তিধারী হইয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। হে ভূতেশ্বর! আপনি সুরগণের কবচস্বরূপ, আপনি নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, আপনি শরণ্য ও শরণস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে সনাতন! আপনি সর্ব্বগত, নিত্য আকাশরূপী, ভাবাভাব হইতে নির্ম্মুক্ত, আপনার হস্তে দিব্য ত্রিশূল বিরাজিত রহিয়াছে, আমি আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। হে পুরুষোত্তম! আপনি তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী, আপনি ব্রাহ্মণদিগের বরেণ্য, দ্বিজগণের ও জগতের হিতকামী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মারূপে বিশ্বের সৃজন, বিষ্ণুরূপে পালন এবং অন্তে রুদ্ররূপী হইয়া সমস্ত সংহার করেন আপনাকে নমস্কার; কি বিদ্যা, কি

অবতীর্ণা হয় এবং পুনরায় দেবদেব শম্ভুকে পতিত্বে বরণ করেন।

অবিদ্যা, কি সত্য, কি অসত্য, কি বিষ, কি অমৃত, কি প্রবৃত্তি, কি নিবৃত্তি, সকলই আপনি; আপনিই কর্ম্মসমূহের ফল এবং আপনিই সেই ফলভোক্তা, আপনাকে নমস্কার। হে ঈশ! যোগিগণ নিরন্তর আপনাকে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যাজ্ঞিকেরা আপনারই উদ্দেশে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আপনিই পিতৃরূপী ও দেবরূপী হইয়া হব্য কব্য ভোজন করেন, আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! আপনার পরমাত্মরূপ অচিন্ত্য, তাহার তুলনা নাই, আমি আপনার সেই রূপকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। হে প্রভো! আপনা ভিন্ন কোন বস্তুই নাই, অথচ আপনি সকল হইতে পৃথক্, আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের অন্তর্যামী, আপনি নামরহিত ও রূপবিহীন, একমাত্র অস্তিত্বেই আপনার উপলব্ধি হইয়া থাকে, আপনাকে নমস্কার। হে জ্ঞানরূপিন্! আপনি স্থূল, সূক্ষ্ম, ক্ষর ও অক্ষর, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনিই ব্যক্ত, আপনিই অব্যক্ত, আপনি নিয়ন্তা, আপনিই নিরঞ্জন, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি নির্গুণ, আপনি মহামূর্ত্তি ও আপনিই সূক্ষ্মমূর্ত্তি, আপনি ভক্তের নিকট প্রকাশিত, কিন্তু অভক্তজনের নিকট অপ্রকাশিত হইয়া থাকেন; আপনা হইতেই কার্য্য ও কারণের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

ভগবান্ ত্রিলোচন মহেশ্বর কপালস্থ পুরুষের স্তবে প্রীত হইয়া কহিলেন, হে পুরুষ! ঐ স্বেদজ পুরুষ ব্রহ্মার তেজে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তুমি উহাকে নিপাতিত কর। শঙ্কর এই বলিয়া নরের হস্তদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হইতে সমুত্তোলিত করিলেন এবং বিষ্ণুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিষ্ণো! আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে পুরুষ ধাবমান হইয়া আগমন করিয়াছিল সে তোমার হুঙ্কার শব্দে বিমোহিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে, উহাকে ওরূপ অবস্থায় রাখা অবিধেয়; অতএব উহাকে প্রবোধিত কর। ত্রিলোচন এই বলিয়াই তিরোধান প্রাপ্ত হইলেন।

শঙ্কর অন্তর্হিত হইলে নারায়ণ সেই স্বেদজ পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পুরুষ! গাত্রোত্থান কর, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর।"

নারায়ণের প্রভাবে স্বেদজ পুরুষ মোহাভিভূত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বাক্য তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না।

(ভগবান্ রুদ্রদেব ব্রহ্মহত্যাপাপে অভিভূত হইয়া বিষ্ণুর উপদেশে নানাবিধ তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক

তখন বিষ্ণু তাহার শরীরে পদাঘাত করিলেন। স্বেদজ পুরুষ পদাহত হইবামাত্রই গাত্রোত্থান করিল।

অনন্তর সেই স্বেদজ ও রক্তজ উভয় পুরুষে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল। তাহারা ঘন ঘন ধনুষ্টঙ্কার ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করাতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত—হওয়াতে পরস্পরের গাত্র হইতেই অবিরল শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে দিব্য দুইশত বৎসর সংগ্রামের পর রক্তজ পুরুষের ভুজ ও স্বেদজ পুরুষের কণ্ঠ ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখন বিষ্ণু, কমলযোনি ব্রহ্মার নিকট সমুপনীত হইয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার সেই স্বেদজ পুরুষ অদ্য সংগ্রামে ধরাশায়ী হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রমুখাৎ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ব্রহ্মার হৃদয়ে অতীব শোকসঞ্চার হইল। তিনি শোকবিহ্বলচিত্তে বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া বিষ্ণুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! ঐ নর পরজন্মে সুরগণের অংশকে পরাভূত করিবে।

অনন্তর ব্রহ্মা ঐ পুরুষের দেহ সৎকারার্থ ইঙ্গিত করিলে বিষ্ণু দিবাকরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভাস্কর! ঐ পুরুষের শরীর পাতালপুরে লইয়া স্থাপন কর, দ্বাপরান্তে ঐ ব্যক্তিকে পুনরায় প্রাদুর্ভূত করিও, তৎকালে উহা দ্বারা দেবগণের সুমহৎ কার্য্য সংসাধিত হইবে। সেই সময়ে যদুবংশে শূর নামে এক মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষ অবতীর্ণ হইবেন, পৃথা নামে তাঁহার একটি পরম রূপবতী কন্যা সমুৎপন্ন হইবেন, সেই কন্যা দ্বারা সুরগণ বহুবিধ কার্য্য সংসাধিত করিবেন। সেই কন্যা মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকট বর ও আকর্ষণমন্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। তিনি সেই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবেন, সেই সেই দেবতার অংশেই তাঁহার গর্ভে এক একটী পুত্র জন্মিবে। হে দিবাকর! ঐ কন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান কালে ঋতুমতী হইয়া তোমার প্রতি সহবাসকামনা করিলে তুমি তাঁহারই গর্ভে এই পুরুষকে সুতরূপে সমুৎপাদন করিবে। সেই জন্মে এই পুরুষ কর্ণ নামে বিখ্যাত হইবে।

দেবদেব নারায়ণ ভাস্করকে এই বলিয়া তিরোহিত হইলে দিবাকরও তদীয় আদেশ প্রতিপালনার্থ প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সুরপতি, বিষ্ণুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার দ্বারা সুরগণের সুমহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইল; আপনার প্রসাদে দ্বাপরাবসানে যে পুরুষ সঞ্জাত হইবে, তদ্দ্বারা দেবগণ বহুবিধ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন! মহীপতি পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক যৎকালে বনবাস আশ্রয় করিবেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী তৎসহ সহবাসে অনভিলাষিণী হইয়া কহিবেন, হে প্রিয়তম! আমি মানব হইতে সন্তানলাভের কামনা করি না, দেবতা হইতে পুত্র লাভের বাসনা করি। পত্নীর এইরূপ প্রার্থনায় পাণ্ডু অনুমতি প্রদান করিলে সেই কুন্তী দুর্ব্বাসার মন্ত্রপ্রভাবে যাঁহাকে আহ্বান করিবেন, তাঁহাকেই তৎসকাশে গমন করিতে হইবে। অতএব যদি ঐ কামিনী দেবাংশেই পুত্র লাভ করেন, তাহা হইলে আপনি এই মন্বন্তরাবসানে যদুকুলে অবতীর্ণ হউন, তাহা হইলেই দুরাত্মা কুরুগণ বিনিহত হইবে এবং আপনার শোণিতজ পুরুষ, যিনি তৎকালে কুন্তীগর্ভে অর্জ্জুন নামে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারও বিস্তর সহায়তা হইবে। হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সূর্য্যপুত্র সুগ্রীবের হিতার্থ মৎকৃত বালিকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই শোক অদ্যাপি আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে; সেই জন্যই প্রার্থনা করিতেছি, আপনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহায় হউন।

সুরপতি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবরাজ! ধরণী দুর্ব্বৃত্ত মানবভারে একান্ত প্রপীড়িতা হইয়াছেন; সুতরাং তদীয় ভারাপনোদন ও কুরুকুলের নিধনার্থ আমি মানবকুলে অবতীর্ণ হইব। বিশেষতঃ তুমি অনুরোধ করিতেছ, অতএব আমি এই মন্বন্তরাবসানে [illegible] পরিগ্রহ করিব, সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুর [illegible] প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ কহিলেন, হে প্রভো! আপনি নিত্য, সত্য ও আনন্দস্বরূপ; আপনার বাক্য সত্য হউক।

অনন্তর বিষ্ণু সুরপতিকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ সৃজন করিয়াছ; আমি এবং মহেশ্বর উভয়েই তোমার সহায়; সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহার উৎসাদন করা নিতান্ত অবিধেয়। তুমি মহাদেবের হিংসা করিয়া অতীব বিগর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ; যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পাপশান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। গার্হপত্য, দাক্ষিণাত্য ও আহবনীয় এই ত্রিবিধ অগ্নিত্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নি-

অবশেষে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী-বেষ্টিতা পুণ্যকরী

হোত্র আরম্ভ কর এবং পুণ্যতীর্থে গমনপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তুমিই জগতের শক্তি, তোমার আদেশ প্রতিপালনে কেহই বিমুখ হইবে না। পূর্ব্বোক্ত অগ্নিত্রয় দ্বারা কুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে আমার ও মহেশ্বরের তর্পণ কর। ঐ অগ্নিত্রয়ে হোমানুষ্ঠান করিলে পরম সিদ্ধি লাভ করিবে এবং অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। হে কমল-যোনে! অগ্নিহোত্র সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র; বিধানানুসারে অগ্নি-হোত্র দ্বারা হোমানুষ্ঠান করিলে পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিত্রয়ের কথা দূরে থাকুক, এক অগ্নি বিধানানুসারে সম্পূজিত হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়।

পূর্ব্বে যে স্বেদজ ও রক্তজ পুরুষের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহাঁরা দুই জনই মহাত্মা ছিলেন। তাঁহাদিগের অসাধ্য বা অজ্ঞেয় কিছুই ছিল না। উহাঁদিগের মধ্যেই এক জন ব্রহ্মার পঞ্চম বদন হন। চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ হওয়াতে রজোগুণে সমাচ্ছন্ন ও বিমোহিত হইয়া উঠিলেন। মোহাভিভূত হওয়াতে তিনি আপনাকেই প্রধান সৃষ্টিপ্রবর্ত্তক বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বদিকের মুখ হইতে ঋগ্বেদ, দ্বিতীয় মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, তৃতীয় মুখ হইতে সামবেদ, চতুর্থ মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ এবং পঞ্চমমুখ হইতে অঙ্গোপাঙ্গ সহিত ইতিহাস ও নানাবিধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তিনি পঞ্চম বদন দ্বারা মধ্যে মধ্যে বেদাধ্যয়নও করিতেন। পঞ্চম মুখের তেজ দর্শক-বৃন্দের পক্ষে একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। ভাস্করতেজ যেরূপ দীপ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সেই বদনের তেজে সুরাসুর সকলেই নিস্তেজস্ক হইয়া উঠিলেন। [illegible] তেজে দেবতারা এরূপ হীনতেজা ও প্রপীড়িত হইলেন যে, তাঁহা-দিগের অবস্থানও সুদুঃসহ হইয়া উঠিল।

অনন্তর সুরগণ, ঋষিবর্গ ও পিতৃগণে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা-পূর্ব্বক মহাদেবের নিকট গমন করিলেন এবং [illegible]বিধরূপে তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! [illegible]নি সকল জীবের ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার। হে দেব [illegible] বিশ্বের যোনি এবং ভূতগণের একমাত্র আশ্রয়; আ[illegible] নমস্কার। হে ভগবন্! আপনিই স্থল, আপনিই জল, [illegible] প্রাণ, আপনিই লক্ষ্মী, আপনিই বাগ্‌দেবী, [illegible] আকাশ, আপনিই কুবের, আপনিই শরীরস্থ ধাতু, আ[illegible] অহঙ্কার, আপনিই ধর্ম্ম, আপনিই দিক্ এবং আপনি[illegible] অপরাজিত।

রজতীয় বারাণসী পুরী সংস্থাপন করিয়া স্বীয়

হে দেব! আপনিই মায়া, আপনিই দুর্গা এবং আপনিই মানব বর্গের স্বরূপমাত্র, আমরা আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

দেবতা প্রভৃতি সকলে এইরূপ স্তব করিলে শশিশেখর অন্তর্হিতভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! তোমা-দিগের কি অভিলাষ বল।

সুরগণ কহিলেন, হে প্রভো! ব্রহ্মার পঞ্চম বদনের তেজে আমাদিগের বীর্য্য, তপস্যা সমস্তই নিস্তেজ ও ম্লান হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমরাও হীনতেজা হইয়া পড়িয়াছি। হে দেব! যাহাতে আমরা পূর্ব্ববৎ তেজ প্রাপ্ত হই, তাহার উপায় বিধান করুন। হে প্রভো! ব্রহ্মার পঞ্চম মুখকে সকলেই নমস্কার করে, যাহাতে ঐ বদন পতিত হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় নিরূপণ করুন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয় বর, আমাদিগের অন্য কোন অভিলাষ নাই।

সুরগণের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মধামে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা সেই সময় রজোগুণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং শঙ্করকে সমাগত দেখিয়াও তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন না; পূর্ব্ববৎ আসনোপরিই সমাসীন রহিলেন।

তখন মহেশ্বর ব্রহ্মার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং কহিতে লাগিলেন, হে দেব! আপনার এই অতিরিক্ত মুখখানির তেজ কি দুর্নিরীক্ষ্য! শঙ্কর এই বলিয়া অট্টহাস্য বিস্তারপূর্ব্বক বামাঙ্গুলির নখাগ্র দ্বারা ঐ পঞ্চম বদন কর্ত্তন করিয়া লইলেন এবং সেই মস্তক হস্তে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, কৈলাসাচল সচল হইয়া উন্নতভাবে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মার পঞ্চম বদন ছিন্ন দেখিয়া সুরগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা বিবিধরূপ স্তোত্রপাঠপূর্ব্বক মহাদেবের স্তব করিয়া পরিশেষে কহিলেন, হে প্রভো! আপনি মহাকাল, ঐশ্বর্য্যবান্, জ্ঞানসম্পন্ন এবং জ্ঞানপ্রদাতা, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি দর্পিত জনের দর্পখর্ব্বকারী ও কালসংহর্ত্তা, ভক্তজনের সুখদাতা, আপনাকে নমস্কার। হে দেবদেব! আপনা হইতে ভক্তজনের আশু কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে, এই জন্যই আপনি শঙ্কর নামে অভিহিত। হে দুঃখহারিন্! আপনি ব্রহ্মার পঞ্চম বদন ছেদনপূর্ব্বক কপাল ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, অতএব আপনি কপালী নামে প্রসিদ্ধি লাভ

অর্দ্ধাঙ্গহারিণী গৌরী দেবীর সহিত তথায় অবস্থিতি করেন।)

করিবেন। হে দেব! এক্ষণে আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

* ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার পঞ্চম বদন ছিন্ন করিয়াছিলেন, সেই পাপে প্রায়শ্চিত্তার্থই নানাবিধ তীর্থপর্য্যটন ও বারাণসীধামে অবস্থিতি করেন। এই বিষয় পদ্মপুরাণে এইরূপ প্রকাশিত আছে যে ব্রহ্মার পঞ্চম বদন ছিন্ন করিয়া শঙ্করের হৃদয়ে আপনা আপনি ব্রহ্মহত্যার পাপ বোধ হইল। তিনি পাপক্ষয় বাসনায় সহস্র সূক্ত, নিরুক্ত এবং ঋক্ যজু ও সাম পাঠ দ্বারা ব্রহ্মার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাদেব কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি অপ্রমেয়াত্মা, আপনিই পরম ব্রহ্ম, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! যে স্থানে যে কিছু অদ্ভুত পদার্থ বিদ্যমান আছে, আপনিই তাহার একমাত্র কারণ আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি ঊর্দ্ধমুখ আপনি অন্তরাত্মা, আপনাকে নমস্কার। হে দেবেশ! আপনি জলজ কমলোদর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, জলই আপনার স্থান, আপনাকে নমস্কার। হে কমললোচন! আপনিই সকলের আদি, এই জন্যই আপনি পিতামহ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই আপনা হইতে সমুৎপন্ন, আপনিই যজ্ঞ এবং আপনিই যজ্ঞেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। হে জগদীশ! আপনিই বেদগর্ভ হিরণ্যগর্ভ ও পদ্মগর্ভ নামে অভিহিত, আমি আপনাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। হে প্রজাপতে! আপনিই স্বধা, আপনিই স্বাহা এবং আপনিই বষট্‌কার, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! সুরগণের বাক্যানুসারে আমি আপনার শিরশ্ছেদন করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপে অভিভূত হইয়াছি, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।

ভগবান্ কমলযোনি মহেশ্বরের এই প্রকার স্তব শ্রবণপূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে শঙ্কর! তোমার হৃদয়ে এইরূপ ভক্তি ও মতি সমুৎপন্ন হওয়াতেই পাপরাশি ধ্বংস হইল; তুমি আমার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক কপাল ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়াছ, এই জন্য তুমি কপালী নামে বিখ্যাত হইবে। অতঃপর তোমা দ্বারা শতকোটি বিপ্র উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। যে সকল পাপাত্মারা পরস্ত্রীকাতর ও ক্রূরহৃদয়, যাহাদিগের পাপক্ষয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, যাহাদিগকে নেত্রগোচর করিলে দিবাকরকে দর্শন করিতে হয় এবং যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্রে

যিনি ভক্তিভাবে রুদ্রদেবের এই সকল বৃত্তান্ত

জলাবগাহন না করিলে শুদ্ধি লাভ হয় না, তাহারাও তোমা হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে। পরন্তু যদিও তোমার ভক্তি সমুৎপন্ন হওয়াতে পাপ ধ্বংস হইল, তথাপি তুমি আত্মশুদ্ধি লাভার্থ পৃথক্ কামনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর। প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে বহু বহু বর লাভ করিতে পারিবে।

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া তিরোহিত হইলে মহেশ্বর স্বস্থানে না গিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই নারায়ণ লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নয়নপথের পথবর্ত্তী হইলেন।

রুদ্রদেব বিষ্ণুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক স্তুতিবাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুই পরাৎপর ব্রহ্ম, তাঁহার বীর্য্যের ইয়ত্তা করা যায় না, তিনি পরম পুরুষ, তিনিই পুরুষগণের প্রধান, তিনি সকলের আদি, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। সেই দেবদেব সকলেরই অধীশ্বর, তিনি শুদ্ধ, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ তাঁহার প্রভাবেই সমুৎপন্ন। আমি পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তব করি। বেদত্রয় দ্বারা যাঁহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, যিনি ত্রিমূর্ত্তি যিনি অগ্নি ও যজ্ঞস্বরূপ, যাঁহার শরীর শুভ্র, কৃষ্ণ ও শোণিতবর্ণ, যিনি ত্রেতাযুগে পীতবর্ণ ও দ্বাপরাবধি কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই দেবদেব নারায়ণকে প্রণাম করি। যাঁহার বদনকমল হইতে ব্রাহ্মণ, হস্ত হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রগণ সঞ্জাত হইয়াছে, আমি সেই বিশ্বমূর্ত্তি পুরাণপুরুষকে নমস্কার করি। যিনি দেবগণের কবচস্বরূপ, যিনি কমললোচন বলিয়া প্রথিত, যিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু এবং যিনি একাকী এই নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সেই ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুকে কোটি কোটি প্রণাম করি। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, সনাতন ও ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত, সেই জগদীশ্বর যজ্ঞেশ্বর হরিকে নমস্কার। হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমি যে দিকে নেত্রপাত করিতেছি, সেই দিকেই আপনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নিরীক্ষিত হইতেছে না। এই নিখিল জগৎ আপনারই স্বরূপ মাত্র।

নারায়ণ মহাদেবের স্তবে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, হে রুদ্র! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

তখন শঙ্কর বিনীতভাবে কহিলেন, হে প্রভো! আমি ব্রহ্মার পঞ্চম বদন ছেদন করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছি,

অধ্যয়ন করেন, তিনি কি ইহ, কি পর, উভয়ত্রই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

অগ্নি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতঃপর তোমার নিকট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পিতৃমাহাত্ম্য ও শ্রাদ্ধবিধান বর্ণন করিব। কি নর, কি নারী, সকলেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিধানানুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে যে ভুক্তি মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে জগৎসর্গবর্ণন নামক বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বর্ণ চতুর্ব্বিধ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ত্রিবিধ; দান, বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ; এতদ্ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের আর চতুর্থ ধর্ম্ম নাই। ইহাঁরা যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি উপায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু পবিত্র ব্যক্তির নিকট ব্যতীত অপরের নিকট কিছু গ্রহণ করিবেন না।

যাহাতে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। আপনা ব্যতিরেকে আর কেহই আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে আমার শরীর একান্ত অপবিত্র হইয়াছে, যাহাতে পবিত্রতা লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় বলুন, ইহাই আমার প্রার্থনীয়।

রুদ্রদেব এইরূপ প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু কহিলেন, হে শঙ্কর! ব্রহ্মহত্যা অতিশয় উগ্র ও কষ্টপ্রদ, এই জন্য মনে মনেও ঐ পাপের চিন্তা করা একান্ত অকর্ত্তব্য। তুমি পাপ হইতে মুক্তি লাভের প্রত্যাশায় আমার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছ, অতএব আমি বলিতেছি, তুমি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই যাবতীয় পাপ বিদূরিত হইবে।

দেবদেব বিষ্ণু এইপ্রকার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলে রুদ্রদেব কামরূপ, প্রভাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক তীর্থে পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। তখন লজ্জা ও দুঃখ সমুদ্ভূত হইয়া তাঁহাকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল; তিনি ক্ষণকাল মৌনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন, তথায় বিবিধ তরুরাজিবিরাজিত কলকণ্ঠবিহঙ্গসমাকুল অরণ্য বিরাজমান আছে। রুদ্রদেব সেই অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ তীর্থে যাবতীয় পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। শঙ্কর তথায় ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ ভগবান্‌কে ধ্যান ও তাঁহার নিকট পাপক্ষয় কামনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তথা হইতে অন্য তীর্থে গমন পূর্ব্বক ব্রতনিষ্ঠ হইয়া সংযতহৃদয়ে তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই প্রকারে কিয়ৎকাল সমতীত হইলে রুদ্রের অকপট ও ঐকান্তিক ভক্তি সন্দর্শনে কমলযোনি যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন এবং তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, হে শঙ্কর! তুমি আমাকে দর্শন করিবার অভিলাষে ভক্তিভাবে উপাসনা করিতেছ, এই কারণেই আমি তোমাকে দর্শন প্রদান করিলাম। কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, যে কেহ সংযত হইয়া বিধানানুসারে ব্রতানুষ্ঠান করিবে, আমি তাহারই প্রত্যক্ষীভূত হইব। তুমি কায়মনোবাক্যে আরাধনা করাতে আমার যার পর নাই সন্তোষ জন্মিয়াছে, অতএব তোমাকে বর প্রদানে বাসনা করি, তোমার কি অভিলাষ প্রার্থনা কর।

শঙ্কর কহিলেন, হে দেব! আপনি জগতের প্রভু, আপনার যে দর্শন লাভ হইল, ইহাই আমার প্রধান বর সন্দেহ নাই। বহুদিন বহুপরিশ্রমে দেহপাত পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিলেও আপনার দর্শনলাভ সুদুর্লভ। যাহা হউক, যদি আমাকে বর প্রদানে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাতে আমি পবিত্র ও দেবশক্তভাগী হইতে পারি, তাহাই করুন, আমার অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহেশ্বর! তুমি যে তীর্থে বসিয়া তপস্যানুষ্ঠান করিতেছ, এই তীর্থে তোমার হস্ত হইতে কপাল নিপতিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্থান কপালমোচন নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং এই ক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিলে দর্শকবৃন্দের পুণ্যসঞ্চয় হইবে সন্দেহ নাই। মহাপাতকী ব্যক্তিও এই স্থানে আসিয়া তোমাকে নেত্রগোচর করিলে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণেরও ধর্ম্ম দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এবং তাঁহারা ধরাশাসন ও অস্ত্রবিদ্যা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন।

দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ বৈশ্যদিগেরও এই তিনটি ধর্ম্ম। বৈশ্যেরা বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন।

দান, যজ্ঞ ও বিপ্রসেবা এই তিনটি শূদ্রদিগের ধর্ম্ম; ক্রয়বিক্রয় ও বিপ্রসেবাই উহাদিগের জীবিকা।

হে ব্রহ্মন্! বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইল; অধুনা আশ্রমধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ কর।

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে অবিচলিতভাবে অবস্থান করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করিলেই নরকগামী হইতে হয়।* বিপ্রগণ যে পর্য্যন্ত উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত না হন, তাবৎ অভিলাষানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান ও অভি-

---

অত্রত্য পঞ্চক্রোশপরিমিত ভূমি অতীব পবিত্র হইবে এবং ইহার মধ্য দিয়া পুণ্যসলিলা গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইবেন। আমি যাবতীয় দেবগণসহ সমবেত হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিব; এই তীর্থ বারাণসী নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি এই পঞ্চক্রোশপরিমিত পুণ্যক্ষেত্রমধ্যে দেহ বিসর্জ্জন করিবে, সে অশেষ পাপে অভিভূত থাকিলেও দেহাবসানে তৎক্ষণাৎ শঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এই তীর্থে পূজা জপ ও হোমানুষ্ঠান করিলে অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থ কি স্বর্গ, কি অপবর্গ, উভয়েরই কারণ; অতএব হে শিব! তুমি কলত্র সহ এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান কর।

মহেশ্বর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি অনুমতি করুন, জগতীতলে যে কোন তীর্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় হইতে এই তীর্থ যেন প্রধান ও পুণ্যজনন হয়; দেবদেব বিষ্ণু যেন নিরন্তর মৎসমভিব্যাহারে এই স্থানে অধিবসতি করেন; কি দেব, কি দানব, সকলেই যেন বর লাভার্থ আমার আরাধনা করে; আমি যেন সকলেরই বরদাতা এবং সকলেরই আরাধ্য ও প্রার্থনীয় হই। এই তীর্থে আমি ভিন্ন আর কেহই যেন বরদ হইতে সক্ষম না হন।

রুদ্রদেব এইরূপ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! তোমার এই সমস্ত প্রার্থনাই ফলবতী হইবে, ভগবান্ বিষ্ণু বশানুগত হইয়া নিরন্তর বারাণসীধামে অধিবসতি করিবেন।

পিতামহ ব্রহ্মা এই বলিয়া নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক তিরোহিত হইলে ত্রিশূলী শঙ্কর বারাণসী পুরী স্থাপন করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। এই বারাণসী পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ বলিয়া অভিহিত, নারায়ণও যাঁহাকে পূজ্য ও মান্য বিবেচনায় স্তব করিয়া থাকেন, সেই দেবদেব শশাঙ্কশেখরও ব্রহ্মহত্যাপাপে জড়ীভূত হওয়াতে এইরূপে বহুপরিশ্রমে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

* ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, সপ্তপাতালের পর সলিলের অধোভাগে যে স্থান, তাহাকেই নরক কহে। পাপাত্মারা ঐ নরকে নিপতিত হইয়া স্ব স্ব কৃত পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, মহালোহ, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, বেধক, পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কৃমিশুক্র, তমঃ, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ নরক বিদ্যমান। ঐ সকল স্থান কৃতান্তের অধিকারভুক্ত; পাপিগণ ঐ সকল নরকমধ্যে নিরন্তর দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

যে ব্যক্তি কূট ও মিথ্যাসাক্ষ্য অথবা পক্ষপাত করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহাকে রৌরব নামক নরকে নিপতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ সম্ভোগ করিতে হয়। যাহারা সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, সুবর্ণহারী, গুরুপত্নীগামী এবং যাহারা এই সকল ব্যক্তির সহিত একত্র বাস করে, তাহাদিগের শূকর নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে নিহত করে, যাহারা গুরুদারাগমনে নিরত ও যাহারা রাজসেনা বধ করে, তাহারা তপ্তকুম্ভ নামক ঘৃণিত নরকে নিপতিত হয়। যাহারা পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীকে বিক্রয় করে, যাহারা বধ্যজনের রক্ষাকারী ও ভক্তজনকে পরিত্যাগ করে, তাহারা মহালোহনরকে নিপতিত হইয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। কন্যা ও পুত্রবধূগামী, গুরুর অপমানকারী ও পরাপবাদী নরাধমদিগের

লাযানুসারে দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু উপনয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করাই তাঁহাদিগের নিয়মিত ধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানকালে বেদানুশীলন, অগ্নিসেবা, স্নান, ভিক্ষার্থ পরিভ্রমণ, গুরুকে নিবেদন করিয়া তদন্তে ভিক্ষান্ন ভোজন, গুরুর কার্য্যসাধনে নিরন্তর সতর্ক থাকা, গুরুর সন্তোষসাধন ও গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক একান্তমনে শাস্ত্রাধ্যযন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুর নিকট এক বা ততোধিক বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রমে বানপ্রস্থাশ্রমে অথবা চতুর্থাশ্রমেও প্রবেশ করা যাইতে পারে। যদি কোন আশ্রমেই প্রবিষ্ট হইতে বাসনা না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যাবজ্জীবন গুরুগৃহেই অবস্থিতি করিবেন। গুরুর অবর্ত্তমানে গুরুপুত্র অথবা গুরুপত্নীর প্রতিই গুরুবৎ ব্যবহার দ্বারা দিনপাত করা বিধেয়।

মহাজ্বাল নামক ঘোর নিরয়ে পতন হয়। যাহারা বেদবিক্রয়ী, বেদনিন্দক ও যাহারা অগম্যা কামিনী গমন করে, তাহারা অসিপত্রবন নামক ঘোর নরকে নিপতিত হইয়া দারুণ ক্লেশ ভোগ করে। তস্কর ও মর্য্যাদাদূষক ব্যক্তি দিগের বিমোহ নামক নরক লাভ হয়। যে সকল ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোকের হিংসাচরণ করে, তাহারা কৃমিভক্ষ নামক নরকে নিপতিত হইয়া থাকে এবং যাহারা দেবতা, পিতৃ ও অতিথিদিগকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, অন্তিমে তাহাদিগকে লালাভক্ষ নরকে নিপতিত হইতে হয়। যাহারা বিনাদোষে শরদ্বারা জীবগণকে বিদ্ধ করে, তাহারা বেধক নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। অসৎপ্রতিগ্রাহী ব্যক্তি অধোমুখ নরকে নিপতিত হয়। যাহারা অযাজ্যযাজক ও যাহারা অপরকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, দেহাবসানে তাহাদিগকে পূয়বহ নরকে প্রয়াণ করিতে হয়।

যে সকল ব্রাহ্মণ লাক্ষা, মাংস, তিল ও লবণ বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারাও পূয়বহনরকে প্রস্থান করে। যাহারা মার্জ্জার, কুক্কুট, শূকর এবং পক্ষি পোষণ করে, তাহাদিগকেও উল্লিখিত নিরয়ে নিমগ্ন হইতে হয়।

যে সকল ব্রাহ্মণ সোমবিক্রয়ী শকুনব্যবসায়ী, গ্রামযাজক ও মিত্রহত্যাকারী এবং যে সকল বিপ্র গৃহে অগ্নি প্রদান করে, তাহাদিগকে রুধিরান্ধ নামক নিরয়ে নিমগ্ন হইতে হয়।

যে সকল ব্যক্তি স্বীয় গ্রামের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদিগকে বৈতরণী নামক নরকে নিপতিত হইয়া দারুণ ক্লেশরাশি উপভোগ করিতে হয়। রেতঃপানাদিকারী, মর্য্যাদাভেদক ও কুশিল্পজীবী মানবগণ কৃষ্ণনামক নরকে গমন করে।

যাহারা মেষমাংস বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে ও যাহারা মৃগঘাতী, বহ্নিজ্বালা নামক নরকই তাহাদিগের বাসস্থান। যাহারা ব্রতবিঘ্নকারী ও যাহারা আশ্রমপরিভ্রষ্ট, তাহাদিগকে সন্দংশ নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। যে সকল ব্রহ্মচারী দিবাভাগে নিদ্রাভিভূত হয় এবং যে সকল ব্যক্তি পুত্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহারা শ্বভোজন নামক নরকে নিপতিত হইয়া থাকে।

যে সকল ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে অধঃশিরা নামক নরকে নিপতিত হইয়া অধঃশিরাভাবে অবস্থিতি করিতে হয়।

এই সকল ব্যতিরেকে আরও সহস্র সহস্র ভীষণ নরক বিদ্যমান আছে। পাপাত্মারা সেই সকল নিরয়ে নিপতিত হইয়া ঘোর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, ভূমির এবং অন্ধকারময় গর্ভস্থ জলের অধোভাগে নরক বিদ্যমান, পাপীরা তাহাতে নিপতিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে। তথায় রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, তপ্তলৌহ, লবণ, বিলোহিত, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, পূয়বহ, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তমস, অবীচি, শ্বভোজন প্রভৃতি বহুবিধ ঘোর নরক বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সমস্ত নরক যমরাজের অধিকৃত।

যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান অথবা সাক্ষ্যপ্রদানকালে পক্ষপাতিতা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে রৌরব নরকে নিপতিত হইতে হয়। ভ্রূণহত্যাকারী পরদ্রব্যলুণ্ঠক ও গোঘাতীরা রোধ নামক নিরয়ে গমন করিয়া থাকে। মদ্যপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণহারী এবং যে সকল ব্যক্তি উহাদিগের সংসর্গ করে, তাহা

ব্রহ্মচর্য্যাবসানে অভিলাষানুসারে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলে অসমানগোত্রা বালার পাণিগ্রহণ করিতে হয়। যে নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবে, তাহাকে অরোগিণী দেখিয়া গ্রহণ করা উচিত। গার্হস্থ্যাশ্রমীরা অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পিতৃদেবতা, অতিথি ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষা এবং ভরণ-পোষণ করিবে। ভৃত্য, পুত্র, দাস, অন্ধ ও পতিত ব্যক্তিগণকে শক্ত্যনুসারে অন্নাদি দান করা কর্ত্তব্য। পশুপক্ষীদিগকেও ভক্ষ্য প্রদান করা গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম। ঋতুকালে যথাসময়ে দারা-গমনও তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরি-গণিত। গৃহস্থগণ স্বীয় সাধ্য অনুসারে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহারা প্রথমতঃ পিতৃ, দেবতা ও অতিথিসৎকার করিয়া জ্ঞাতিগণকে আহার প্রদানপূর্ব্বক পরিশেষে স্বয়ং ভৃত্যবর্গের সহিত ভোজন করিবেন। নিরন্তর সদাচারপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করাই গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য।* গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া পুত্রাদি সঞ্জাত হইলে যখন দেহ পরিণত হইবে, তখন বানপ্রস্থাব-লম্বন করাই বিধেয়।

দিগেরও শূকর নরক প্রাপ্তি হয়। যাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যঘাতী, গুরুপত্নীগামী, ভগিনীগামী এবং যাহারা রাজাঙ্গনাগমন করে, তাহাদিগকে তপ্তকুম্ভ নামক নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয় করে, অশ্ববিক্রয় দ্বারা যাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় এবং যাহারা অনুগত জনকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে তপ্তলৌহ নরকে নিপতিত হইতে হইয়া থাকে, পুত্রবধূ অথবা পুত্রীগমনকারী পাপাত্মারা মহাজ্বাল নরকে নিপতিত হয়। গুরুনিন্দক ও বেদবিক্রয়কারীরা লবণ নরকে গমন করে, যাহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতার প্রতি হিংসাচরণ করে, তাহাদিগের কৃমিভক্ষ নরকে গতি হয়। অভিচারকারী ব্যক্তি কৃমীশ নরকে গমন করে।

যে সকল পাপাত্মারা দেবতা, পিতৃ ও অতিথিদিগকে প্রদান না করিয়া অগ্রে স্বয়ং ভোজন করে, তাহাদিগকে লালাভক্ষ নরকে নিমগ্ন হইয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়, অসৎ-জীবী, অযাজ্যযাজক এবং নক্ষত্রগণক ব্যক্তিরা অধোমুখ নরকে, লাক্ষা- মাংস রস ও লবণ বিক্রয়কারী এবং মার্জ্জার, কুক্কুর ও ছাগাদি পোষণকারীরা পূয়বহ নরকে গমন করে।

এই প্রকার সহস্র সহস্র দারুণ নরক বিদ্যমান আছে; দুষ্কৃতকারীরা উহাতে নিপতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ সম্ভোগ করিয়া থাকে। ০

* সদাচারপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করাই মানবগণের একান্ত বিধেয়, সদাচারবিহীনের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। সদাচারের স্বরূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা—

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সাধনে যত্নশীল হওয়াই গৃহমেধিগণের কর্ত্তব্য। অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক তাহা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যয় করিবে, এক ভাগ পরি-বারবর্গের ভাবী কার্য্যাদির জন্য সঞ্চিত রাখিবে এবং অবশিষ্ট দুই ভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ ও নিত্য ক্রিয়াদি সমাধা করিবে। যে ভাগ সঞ্চিত থাকিবে, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করাই বিধেয়, উহাই সম্পত্তির মূলস্বরূপ। অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক এইরূপ আচরণ করিলেই তাহা সফল হইয়া থাকে।

পাপ বিদূরণের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। গৃহস্থ-গণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে। নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে সমাসীন হইয়া প্রথমা সন্ধ্যার উপাসনা করিবে, সায়াহ্নে পশ্চিম সন্ধ্যা বন্দনার সময় সূর্য্যদেব দৃষ্টিপথের অতীত হইতে না হইতে উপাসনা আরম্ভ করা উচিত। যৎকালে সূর্য্যদেব সমুদিত হন ও যখন অস্তাচলে গমন করেন, সেই সময় তাঁহাকে নেত্রগোচর করা সমুচিত নহে। কেশ সংস্কার, আদর্শতলে মুখাদি নিরীক্ষণ, দন্তধাবন এবং দেবতর্পণ, এই সকল কার্য্য দিবাভাগের পূর্ব্বাহ্নে সমাধা করা উচিত। গৃহমেধিগণ অসৎপ্রলাপ, মিথ্যা ও পরুষ বাক্য প্রয়োগ, বৃথা কলহ, অসৎ শাস্ত্রালাপ, সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

যে পথে গ্রাম, বাসগৃহ, তীর্থ অথবা ক্ষেত্রে গমন করিতে হয়, তথায় মলমূত্র ত্যাগ করা অবিধেয়। অপরের কথা দূরে থাকুক, স্বীয় পুরীষ দর্শন করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। রজস্বলা নারীর সহিত সম্ভাষণ, তাহাকে স্পর্শ করা, অধিক কি, তাহাকে

॰বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেই চিত্তশুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাবলম্বন করিতে হইলে অরণ্যবাসী হইয়া ফলমূলাদি ভক্ষণ ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা দেহ শুষ্ক করাই কর্ত্তব্য। তদবস্থায় প্রত্যহ ভূতলে শয়ন করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও পিতৃদেবতা এবং অতিথিসৎকারে নিরত হইয়া কালযাপন করা বিধেয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, যথাসময়ে হোম ও জটাবল্কল ধারণ

দর্শন করাও অনুচিত। সলিলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ ও মৈথুনক্রিয়া করিবে না। কি বিষ্ঠা, কি মূত্র, কি কেশ, কি অঙ্গার, কি অস্থি, কি রজ্জু, এই সকল দ্রব্যের উপর দণ্ডায়মান বা উপবেশন করা সমুচিত নহে। বিপ্র, অগ্নি, গো ও সূর্য্য ইহাঁদিগের সম্মুখে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। দিবাভাগে উত্তরমুখ ও নিশাযোগে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু কোনরূপ পীড়া অথবা কোনরূপ ব্যাঘাত সঞ্জাত হইলে অভিলাষানুরূপে যে স্থানে ও যে দিকে উপবিষ্ট হইয়াই হউক্ না কেন, মলমূত্র পরিত্যাগ করা দোষাবহ নহে। বিনা কারণে পুনঃপুনঃ স্নান করিবে না, স্নানান্তে গাত্রে তৈল লেপন করাও অকর্ত্তব্য। প্রত্যহ পিতৃ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণকে আহার করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবে। ভোজনসময়ে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আচমন করিতে হয়, যাবৎ ভোজন পরিসমাপ্ত না হয়, তাবৎ মৌনাবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই উচিত। অত্যুষ্ণ অন্ন আহার করিবে না। গমন করিতে করিতে বা শয়ন করিয়া আহার করাও উচিত নহে। উচ্ছিষ্টমুখে বেদপাঠ বা কাহার সহিত কথোপকথন করা একান্ত অকর্ত্তব্য। ভোজনান্তে হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও স্বীয় মস্তকে কর প্রদান করিবে না। একবস্ত্র হইয়া ভোজন বা দেবপূজা করা সমুচিত নহে; নগ্ন হইয়া স্নান ও নগ্ন হইয়া শয়ন করাও অনুচিত। দুই হস্ত দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ; ভগ্ন আসন, ভগ্ন শয্যা ও ভগ্ন পাত্র ব্যবহার করা অবিধেয়। গুরুজন সমীপে সমাগত হইলে প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও সম্মাননা করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিতে হয়। তাঁহাদিগের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করা এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদন করা শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ; তাঁহাদিগকে কটু বাক্যে দগ্ধীভূত করিলে পদে পদে বিপদে নিপতিত হইতে হয়। তাঁহারা কোনরূপ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা অপরের নিকট কীর্ত্তন ও কেহ তাঁহাদিগের নিন্দা করিলে তাহা শ্রবণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে বিনীতভাবে স্তুতিবাক্য দ্বারা প্রসন্ন করাইতে হয়। ব্রাহ্মণ, রাজা, আতুর, বিদ্যাবৃদ্ধ, গর্ভিণী, ভারবাহক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্মত্ত প্রভৃতিকে গমনসময়ে অগ্রে পথ প্রদান করিবে। দেবালয়, চতুষ্পথ, বিদ্যাবৃদ্ধ, গুরু ও দেবতা সন্দর্শনমাত্র প্রদক্ষিণ করা উচিত। অন্য ব্যক্তির ব্যবহৃত পাদুকা, বসন, অলঙ্কার, উপবীত, মাল্য প্রভৃতি ধারণ করিবে না। চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী ও অন্যান্য পর্ব্বদিবসে গাত্রে তৈল মর্দ্দন করা ও স্ত্রীসহবাস সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বিনা কারণে ক্ষিপ্তপদ ও ক্ষিপ্তজঙ্ঘ হইয়া অবস্থান করিবে না। পরুষ বচন প্রয়োগ ও পৈশুন্য পরিত্যাগ করা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তির নিতান্ত শ্রেয়স্কর। মূর্খ, ব্যসনী, বিকলাঙ্গ ও কুব্জ প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া উপহাস করা সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থের উচিত নহে, দম্ভ ও অভিমান পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত সমুচিত। কাহাকেও দণ্ড প্রদানে সমুদ্যত হওয়া সমুচিত নহে, কিন্তু পুত্র ও শিষ্যদিগকে শিক্ষাদানার্থ দণ্ড প্রদান করিতে পারে। সংযাব ও কৃষর (১) আহরণপূর্ব্বক একাকী আহার করিবে না। কি প্রাতঃকাল, কি সায়াহ্ণ, উভয় সময়েই অতিথি সেবা করা গৃহস্থের সমুচিত। প্রত্যহ পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া দন্তধাবন করিবে। শাস্ত্রে যে সকল কাষ্ঠ নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিত, তদ্দ্বারা দন্তধাবন করিবে না।

উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করা উচিত নহে, দক্ষিণ অথবা পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করাই বিহিত। যে জলাশয়ের জল দুর্গন্ধে পরিপূরিত, তাহাতে স্নান করা সমুচিত নহে। স্নানান্তে বসন অথবা হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না এবং আর্দ্রকেশ বা আর্দ্র বস্ত্র কম্পিত করাও অনুচিত। কেবল গ্রহণ ব্যতিরেকে রজনীযোগে স্নান করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। স্নান করিবার অগ্রে গাত্রে অনুলেপন প্রদান করা বিজ্ঞজনের অনুমোদিত নহে। রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চিত্রিত বসন পরিধান করিবে না। ছিন্ন ও দশাশূন্য বস্ত্রও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। চিরোষিত ও পর্য্যুষিত অন্ন, পিষ্টশাক, ইক্ষু দুগ্ধ প্রভৃতির বিকার এবং মাংসবিকার পরিত্যাগ করিবে; পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস, ক্ষতদূষিত মাংস, কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট ও অবলেহিত

(১) সংযাব—মিষ্টান্নবিশেষ। কৃষর—তিলমিশ্রিত অন্নবিশেষ।

করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়। স্বীয় পাপরাশি বিদূরিত করিবার জন্য নিয়ত যোগাভ্যাস করা বানপ্রস্থাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভিক্ষুকাশ্রমকেই চতুর্থাশ্রম কহে; ইহার অপর নাম যত্যাশ্রম। বানপ্রস্থাশ্রমের পরেই এই আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। আশ্রমচতুষ্টয়-সেবার্থীগণেরই এই আশ্রম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। এই আশ্রমাবলম্বীগণ ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক দ্বেষ

মাংস এবং যে সকল মাংস শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা ভ্রমেও ভক্ষণ করা সমুচিত নহে।

যৎকালে দিনমণি সমুদিত ও অস্তগত হন, তৎকালে শয়ান থাকা অমঙ্গলের কারণ। স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ শয়ন করা সমুচিত নহে এবং সমাসীন হইয়াও নিদ্রাভিভূত হইবে না। শয়নকালে অন্যমনা হওয়া অকর্ত্তব্য; শয়ন করিয়া অথবা কথা কহিতে কহিতে ভোজন করাও বিধেয় নহে। ভোজন-কালে অপর কেহ সমীপস্থ থাকিলে তাহাকে আহার প্রদান না করিয়া স্বয়ং কদাচ ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রতিদিন স্নানান্তে ভোজন করাই কর্ত্তব্য।

পরদারাগমন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পুরুষগণের অনুমোদিত ও অভিপ্রেত নহে; কারণ পরস্ত্রীগমন করিলে ইষ্টাপূর্ত্ত, কীর্ত্তি ও আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে; বস্তুতঃ পরস্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে যে পরিমাণে পরমায়ুর হ্রাস হয়, ইহলোকে মানবগণের পক্ষে তৎসদৃশ আয়ুক্ষয়কর কার্য্য আর দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না।

অন্ন ভোজনের অগ্রে যেরূপ আচমন করা বিহিত আছে, তদ্রূপ কি দেবপূজা, কি অগ্নিকার্য্য, কি গুরুপ্রণাম, এ সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বেও আচমন করিবে। পূর্ব্ব অথবা উত্তরমুখ হইয়া আচমন করিতে হয়। নির্ম্মল জল দ্বারাই আচমন করা কর্ত্তব্য; যে জল দুর্গন্ধে পূরিত অথবা যে জলাশয়ের জলগর্ভ হইতে শব্দ সমুত্থিত হয়, তদ্দ্বারা আচমন করা সমুচিত নহে। করচরণ ধৌত করিয়া বারি প্রোক্ষণ পূর্ব্বক আচমন করাই কর্ত্তব্য; আচমনার্থ তিন বা চারি বার জলপান করিবে; সর্ব্ব-প্রথমে বারম্বর মুখমার্জ্জন করিয়া ইন্দ্রিয়ছিদ্র ও মস্তক স্পর্শ করিবে, তদনন্তর বারি দ্বারা সম্যক্‌রূপে আচমন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। নিষ্ঠীবনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবস্ত্র হইয়া আচমন করাই বিহিত। আচমন করিলে যেরূপ দেহ শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, সূর্য্য দর্শন এবং দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেও শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যে সময়ে যেরূপ সম্ভবে, সে সময় সেইরূপ করাই উচিত, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর পর অনুষ্ঠান করাই উচিত।

সলিলমধ্যস্থ মৃত্তিকা, ফালকৃষ্ট মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, মূষিকবিদারিত মৃত্তিকা ও শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, এই সমস্ত মৃত্তিকা অপবিত্র বলিয়াই উদাহৃত হইয়া থাকে।

সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তি বিনা কারণে দন্তঘর্ষণ ও স্বীয় শরীর তাড়ন করিবে না। সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন, ভোজন, শয়ন ও স্থানান্তরে গমন করা সমুচিত নহে। মৈথুনকার্য্যও সন্ধ্যা-সময়ে নিষিদ্ধ। দিবাভাগের পূর্ব্বাহ্নে দেবার্চ্চনা, মধ্যাহ্নে অতিথিসেবা এবং অপরাহ্নে পিতৃপূজা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করিবে।

যে ব্যক্তি আপনার কল্যাণ কামনা করেন, তিনি রোগা-ন্বিতা ও বিকলাঙ্গী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন না। বিকলাঙ্গী ও রোগিণী কন্যা সৎকুলজাতা হইলেও সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। যে কন্যা বিকৃতরূপিণী, যাহার বর্ণ পিঙ্গল, যাহার বাক্য অতীব কর্কশ, তাহাকে পরিত্যাগ করাই যুক্তিসম্মত। যে কন্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল নহে, যাহার নাম সুমধুর ও সৌম্য, যে সর্ব্ব-সুলক্ষণসমন্বিতা, তাদৃশী কন্যাই পরিণয়ের যোগ্যপাত্রী।

গৃহমেধিগণ, দিবানিদ্রা ও দিবামৈথুন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে জীবগণ পীড়াপ্রাপ্ত হয় এবং যদ্দ্বারা অপরের হৃদয় সন্তাপিত হয়, তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত অবি-ধেয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, সাধু, তপস্বী, গুরু, যাজ্ঞিক ও পতিব্রতা নারী, পরিহাসচ্ছলেও এই সমস্ত ব্যক্তির নিন্দা করিবে না যে স্থানে ঐ সমস্ত মহাত্মার নিন্দাবাদ হয়, তথায় অবস্থান করাও সমুচিত নহে। কদাচ অমঙ্গল সূচক পরিচ্ছদ ধারণ ও অমঙ্গল সূচক বাক্য প্রয়োগ করিবে না। নিরন্তর শ্বেত বসন ও শ্বেত কুসুমে বিভূষিত হইয়া অবস্থান করা বিধেয়। অত্যুত্তম শয্যা ও অত্যুত্তম আসন বিদ্যমানে অপকৃষ্ট শয্যাসনা-দিতে সমারূঢ় হইবে না।

রমণীগণ ঋতুমতী হইলে চারি দিন তাহাদিগের সহিত সহ-বাস করিবে না। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, চতুর্ব্বর্ণের প্রতিই এই নিয়ম বিহিত আছে। কন্যাজনন নিবা-রণে অভিলাষ হইলে রজস্বলা নারীকে পঞ্চরাত্রি পর্য্যন্ত পরি-ত্যাগ করিবে; সুতরাং ঋতু হইবার পর ষষ্ঠ রাত্রিতে স্ত্রীগমন

হিংসা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করাই ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এক গৃহে বহুদিন অবস্থিতি করা যত্যাশ্রমীদিগের সমুচিত নহে। একবারমাত্র ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, তাহা ভক্ষণ করিয়াই উহাঁরা জীবন ধারণ করিবেন। ক্রিয়ানুষ্ঠান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর আত্মদর্শন ও আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হওয়াই ভিক্ষুকাশ্রমী-দিগের সনাতন ধর্ম্ম।

করাই যুক্তিযুক্ত। এতদ্ব্যতিরেকে যুগ্ম রজনীতে স্ত্রীগমনও শ্রেয়স্কর; যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম-রাত্রিতে গমন করিলে কন্যা সমুৎপন্ন হয়। এই কারণে পুত্রার্থী মানবেরা ঋতুকালীন যুগ্ম রজনীতেই স্ত্রীসহবাস করিয়া থাকে। দিবাভাগে স্ত্রীগমন করিলে অধার্ম্মিক সন্তানের উৎপত্তি হয় এবং পর্ব্বে অথবা সন্ধ্যাকালে গমন করিলে নপুংসক সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ক্ষৌরকর্ম্ম, বমন ও স্ত্রীসম্ভোগের পর সবস্ত্রে স্নান করা কর্ত্তব্য। মানবগণ ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণে নিরন্তর যত্নবান্ হইবে।

যে সকল ব্যক্তি মূর্খ, দুর্ব্বৃত্ত, উন্মত্ত, অবিনীত, দুঃশীল, চৌর্য্যপরায়ণ, বহুব্যয়ী, লোভী ও উগ্রস্বভাব তাহাদিগের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করা সমুচিত নহে। বেশ্যা ও বেশ্যাপতির সহিতও মিত্রতা করিবে না। যাহারা নিত্যভীত, যাহারা অর্থহীন এবং যাহারা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, আত্মোন্নতির কিছুমাত্র চেষ্টা করে না, তাহারাও বন্ধুর যোগ্যপাত্র নহে। যাহারা সাধুশীল, সদাচারনিষ্ঠ, বিজ্ঞ, পিশুন-শূন্য, নিয়ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর, তাহাদিগের সহিতই মিত্রতা করা যুক্তিসম্মত। সেই সকল ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দই কল্যাণকর হইয়া থাকে।

আপনা হইতে উচ্চবর্ণ, ঋত্বিক্ ও আচার্য্য গৃহাগত হইলে সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে এবং তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন, সাধ্যানুসারে তাহা প্রতিপালনে যত্নবান্ হইবে। যদি কোন কারণে ঐ সকল ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করা উচিত নহে।

গৃহমেধিগণ গৃহসংস্কার করিয়া যথাস্থানে অগ্নি সংস্থাপন-পূর্ব্বক নিত্যপূজা এবং হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। সদাচারপরায়ণ ব্যক্তি প্রতিদিন সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে, তদনন্তর প্রজাপতিকে এবং তদনন্তর গুহ্যকগণকে আহুতি প্রদান করিবে। পরিশেষে গৃহবলি প্রদানপূর্ব্বক বিশ্বদেবগণকে বিধানানুসারে বলি প্রদান করিতে হয়। স্থানবিভাগানুসারে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার উদ্দেশ করিয়া পর্জ্জন্য, আপ, ধরিত্রী প্রভৃতির বলি দিবে। প্রত্যেক দিকে প্রাচ্যাদি দিক্ সকলের বলি দিয়া উত্তরদিকে ব্রহ্মা, গগনমার্গে নবগ্রহ, বিশ্বভূত, উষ ও ভূতপতিদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর "স্বধা নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণ-দিকে পিতৃগণের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে। তৎ-পরে অন্নাবশেষ প্রদান করিয়া বিধানানুসারে সলিল দান করিতে হয়। তদনন্তর অগ্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া যথাবিধি বিপ্রকে প্রদান করিবে। দৈবতীর্থে দৈবকর্ম্ম এবং পিতৃতীর্থে পিতৃকর্ম্ম আরম্ভ করাই প্রশস্ত; কিন্তু আচমনক্রিয়া ব্রাহ্ম-তীর্থেই করিতে হয়। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উত্তর হইতে যে রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাই ব্রাহ্মতীর্থ বলিয়া উদাহৃত, উহাই আচমনার্থ প্রশস্ত। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিতৃতীর্থ, ঐ তীর্থ দ্বারা পিতৃগণকে জল প্রদান করিবে; কেবল নান্দী-মুখ শ্রাদ্ধে পিতৃতীর্থে তর্পণ করিবে না। অঙ্গুলি সমূহের অগ্রে দৈবতীর্থ, উহা দ্বারা দৈবক্রিয়া নিষ্পাদিত করিবে। কনিষ্ঠা-ঙ্গুলির মূলে কায়তীর্থ, উহার অপর নাম প্রাজাপত্য তীর্থ। এই সকল তীর্থ দ্বারা দৈব ও পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিবে, অন্য তীর্থে উক্ত কার্য্য বিহিত নহে। ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিতে হয়। পিতৃতীর্থে পিতৃকার্য্য এবং দেবতীর্থে দৈব-কার্য্য করাই বিহিত। বিজ্ঞজনেরা প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণের কার্য্য সমাধা করিবে। প্রজাপতি সম্বন্ধে যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে, তাহাও ঐ প্রাজাপত্য তীর্থে সম্পন্ন করা সমুচিত।

সদাচারপরায়ণ বিজ্ঞ পুরুষ একেবারে জল ও অগ্নি ধারণ করিবেন না। গুরুজন ও দেবতাদিগের প্রতি পাদপ্রসারণ করা উচিত নহে; গোবৎস যৎকালে গাভীর দুগ্ধ পান করে, তখন তাহাকে দুগ্ধপান করিতে না দেওয়া অতীব গর্হিত। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করা এবং মুখবায়ু দ্বারা অগ্নি প্রজ্বা-লন শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অল্পই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, শৌচকাল সমুপস্থিত হইলে বিলম্ব করা বিধেয় নহে। যে দেশে ঋণদাতা, বৈদ্য, শ্রোত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও পূর্ণ-

সত্য, শৌচ, অহিংসা অনসূয়া, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অকার্পণ্য, সন্তোষ, এই অষ্টবিধ ধর্ম্ম সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের সাধারণ। এই সকল ধর্ম্মে অবিচলিতভাবে অবস্থান করাই সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যাহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরধর্ম্মে নিরত হয়, নরপতি তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন; কারণ মানবগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করিলে নরপতি যদি তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্ম ও ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব যত্নসহকারে সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখাই তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন নামক একবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতঃপর পিতৃগণের বিবরণ, তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য ও শ্রাদ্ধবিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সলিলা স্রোতস্বতী বিদ্যমান না আছে, তথায় বাস করা অমঙ্গলের কারণ। যে দেশের মহীপতি অরিনাশে ক্ষমবান্, মহাবলপরাক্রান্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই দেশেই অধিবসতি করিবেন। কুরাজার রাজ্যে বাস করা সমুচিত নহে। যে দেশের নরপতি প্রগল্ভ নহে, যে দেশের ভূমি বহুশস্যপূর্ণা, যে দেশে ঔষধের অভাব নাই, তথায় অবস্থান করাই বিজ্ঞগণের যুক্তিযুক্ত। যে দেশের মহীপতি জিগীষাপরায়ণ, ধর্ম্মাত্মা, নিত্যযাজ্ঞিক এবং যে দেশ নিরন্তর উৎসবে সমাকুল, তথায় বাস করাই সমুচিত। যে স্থানের প্রতিবাসীগণ সাধুশীল, তথায় অবস্থানও পরম শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই।

এইরূপ আচরণকেই সদাচার বলে এবং ইহাই সদাচারের স্বরূপ। এইরূপ আচরণে গৃহমেধিগণ কালযাপন করিলে তাহাকে কদাপি ক্লেশের ভাগী হইতে হয় না।

হে তপোধন! মরীচিপ্রভৃতি সপ্তসংখ্যক ব্রহ্মপুত্রেরাই সুরধামে পিতৃগণ বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে চারিজন মূর্ত্তিমান্; অবশিষ্ট তিন জন মূর্ত্তিবিহীন।

ঐ সকল পিতৃগণের মধ্যে চারিজন ধর্ম্মমূর্ত্তিধারী এবং তিন জন পরমাণুস্বরূপ। স্বর্গে সন্তানক নামে পরমদীপ্তিসম্পন্ন লোক বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত লোকই দেবতাদিগের পিতৃস্থান। সুরবর্গ সেই সকল পিতৃগণের যজ্ঞ করিয়া থাকেন। ঐ সকল পিতৃগণ শ্রাদ্ধে যোগীগণের যোগবর্দ্ধন করিয়া দেন।

যে সকল পিতৃগণ সোমপ নামে অভিহিত, ধরাতলবাসীরা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

সনকাদি পিতৃগণ অধিরাজ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন; তাঁহারা নিরন্তর তপস্যাচরণে অভিনিবিষ্ট রহিয়াছেন।

অগ্নিষ্বাত্তা, মারীচ, বৈরাজ, বর্হিষদ, সুকালেয় প্রভৃতি পিতৃগণ বিশেষ বিশেষ বর্ণের অর্চ্চনীয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনুমতি প্রদান করিলে শূদ্রেরাও ঐ সকল পিতৃগণের উদ্দেশে যজ্ঞসাধন করিতে পারে; বস্তুতঃ শূদ্রজাতির পৃথক্ পিতৃলোক নাই।

হে ব্রহ্মন্! পিতৃস্বর্গ অতি বিস্তীর্ণ; কোটি বর্ষেও ইহার অন্ত নিরূপিত হয় না।

শ্রাদ্ধোপযুক্ত দ্রব্য ও উপযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতিরেকে ব্যতীপাত, অয়ন ও বিষুব সংক্রমে এবং গ্রহণসময়েও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যৎকালে নক্ষত্র-গ্রহাদির পীড়া ও দুঃস্বপ্ন দর্শন হয়, তৎকালে এবং নবশস্যাগমের সময়েও শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। যে সময়ে অমাবস্যা তিথিতে আর্দ্রা, বিশাখা অথবা স্বাতী নক্ষত্রের যোগ হয়,

তৎকালে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে অষ্টবর্ষ যাবৎ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন এবং অমাবস্যা তিথিতে পুষ্যা, আর্দ্রা অথবা পুনর্ব্বসুর যোগ হইলে যদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে পিতৃগণ দ্বাদশবার্ষিকী পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ অথবা শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে অনন্তফলভাগী হওয়া যায়, কিন্তু ঐ কাল সুরগণেরও সুদুর্লভ।

পিতৃগণ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া, কার্ত্তিকের শুক্লানবমী, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, মাঘী পূর্ণিমা, গ্রহণ, অষ্টকাচতুষ্টয় ও অয়নদ্বয়, এই সমস্ত সময়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে সহস্র সম্বৎসরকৃত শ্রাদ্ধের ফল লাভ হইয়া থাকে।

পিতৃগণ কহিয়াছেন যে, বহুপুণ্যে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চদশীতে শতভিষার যোগ হইয়া থাকে। তৎকালে এবং ঐ সময়ে ধনিষ্ঠা যোগ হইলে যদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে পিতৃগণ সহস্র যুগ যাবৎ সুখে নিদ্রিত থাকেন।

গঙ্গা, গোমতী, সরস্বতী, বিপাশা ও শতদ্রু নদীতে স্নানপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি প্রদান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে পিতৃলোকের পরমা প্রীতি সমুৎপাদিত হয়। "পুত্রগণ কবে তীর্থে গমন করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিবে" তাঁহারা নিরন্তর এই কামনা করিয়া থাকেন।

বেদাধ্যায়ী, ষড়ঙ্গবিৎ, ঋত্বিক্, ভাগিনেয়, জামাতা, দৌহিত্র, মাতুল, তপস্বী, পঞ্চাগ্নি ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও মাতৃপিতৃপরায়ণ ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে হয়। যে সকল বিপ্র মিত্রদ্রোহী, কুনখী, শ্যাবদন্ত, কন্যাদূষক, অগ্নি ও বেদবর্জ্জিত, অপবাদগ্রস্ত, তস্কর, পিশুন, গ্রামযাজক, যাঁহারা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা মাতৃপিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং যাঁহারা দেবল, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন প্রদান করা সমুচিত নহে।

যে দিবস শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিবসে শ্রাদ্ধোপযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। তাঁহারা শ্রাদ্ধদিনে সমাগত হইলে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হয়। সেই সকল ব্যক্তি গৃহাগত হইলে প্রথমতঃ তাঁহাদিগের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিবে; তদনন্তর আপনি কুশহস্ত হইয়া আচমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আসনোপরি উপবেশন করাইবে। দৈবপক্ষে দুই এবং পিতৃপক্ষে তিন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করাই বিহিত। অসমর্থ হইলে উভয়স্থলে এক একটি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেই হয়। দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বমুখ ও পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরমুখ করাইয়া ভোজন করাইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পিত্রাদির শ্রাদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ করাই সমুচিত। কেহ কেহ বলেন গন্ধাদি দান একত্রেই হইতে পারে। বিষ্টরার্থ কুশাসন দান করিয়া বিধানানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্ঘ্যদান করিতে হয়। পরন্তু অর্ঘ্যপাত্রের অগ্রে দৈবাদিক্রমে আবাহন করিবে। দেবপক্ষে অর্ঘ্যদানসময়ে অর্ঘ্যপাত্রে যবোদক ও সুরভি চন্দনকুসুমাদি দ্বারা পরিশোভিত করিতে হয়। অনন্তর পিতৃপক্ষের বিপ্রদিগের আবাহন করিয়া তিলজলসহ পৃথক্ পৃথক্ অর্ঘ্যদান করিবে।

হে ব্রহ্মন্! শ্রাদ্ধকালে কোন পথিক ব্রাহ্মণ অভ্যাগত হইলে বিধানানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। কারণ যোগিগণ মানবদিগের

হিতকামী হইয়া নানারূপে ধরাতলে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; আগন্তুক পথিক তদ্রূপ যোগী হইলেও হইতে পারেন। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধসময়ে অভ্যাগত অতিথির অর্চ্চনা না করিলে শ্রাদ্ধক্রিয়ার ফল ধ্বংস হইয়া যায়।

অর্ঘ্য ও গন্ধাদি দান করিয়া পরিশেষে বিধানানুসারে অগ্নিতে হোমানুষ্ঠান করিবে। প্রথমতঃ অগ্নির, পরে সোমের, তৎপরে বৈবস্বতের হোম করিয়া হুতাবশিষ্ট দ্রব্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাত্রসমূহে সংস্থাপিত করিবে, তদনন্তর মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে অন্নাদি পরিবেশন করিয়া উৎসর্গ করিবে। যাবৎ অন্ন উষ্ণ থাকিবে এবং যাবৎ বিপ্রগণ বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবেন, তাবৎ পিতৃলোকদিগের ভোজন হয়, সুতরাং অন্নাদিদানসময়ে তাহার গুণ বর্ণন করা সমুচিত নহে।

অনন্তর দৈবাদি পক্ষের বিপ্রদিগের তৃপ্তি প্রশ্ন করিয়া সকল ব্রাহ্মণকে ইতিহাস শ্রবণ করাইতে হয়। পরে অন্নার্থ অন্নাগ্রভাগ গ্রহণপূর্ব্বক অপিণ্ড ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া আচমনার্থ ব্রাহ্মণসমূহের হস্তে সলিল প্রদান করিবে। তদনন্তর দ্বিজগণ পরিতুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে কুশোপরি সতিল পিণ্ড প্রদান করিবে। এইপ্রকারে মাতামহাদিত্রয়কেও পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। তৎপরে লেপভোজী পিতৃগণের উদ্দেশে বিধানানুসারে অন্ন প্রদান করিবে। অনন্তর গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া স্বস্ত্যাদিবাচন ও শক্ত্যনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। তৎপরে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণদিগের প্রীতি প্রার্থনাপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগকে বিসর্জ্জন করিতে হয়। এইপ্রকারে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপিত হইলে বৈশ্বদেবকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।

ধব বিদ্যমানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিতে কদাচ অর্থকার্পণ্য প্রদর্শন করিবে না। পিতৃগণের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাদিগের উদ্দেশে পবিত্র পিতৃতীর্থসমূহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান * এবং

* পিতৃতীর্থের বিষয় পুরাণান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা;——

শুভদায়িনী পুণ্যবর্দ্ধিনী গয়াই পিতৃগণের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বলিয়া প্রথিত; দেবদেব ভগবান্ গদাধর তথায় বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে পিতৃগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। "একজনও গয়াধামে গমন করিয়া পিণ্ড প্রদান করিবে" এই অভিলাষেই মানবগণ বহুপুত্র কামনা করে। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীও পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ তীর্থ; মানবগণ এই স্থানে দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শত শত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করে। পিতৃগণের প্রীতিকর তীর্থ প্রয়াগেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে যাবতীয় মনোরথ সুসিদ্ধ হয়; এই স্থানে বটেশ্বর ও যোগনিদ্রাভিভূত কেশব বিরাজমান রহিয়াছেন। গঙ্গাদ্বার, নন্দা, ললিতা, মায়াপুরী, মিত্রপ ও কেদার এই সকল স্থানও পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত; গঙ্গাদ্বারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে দশাশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গঙ্গাসাগর মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া অভিহিত হয়; উহা এবং ব্রহ্মসর নামক ক্ষেত্রও পিতৃতীর্থ বলিয়া বর্ণিত। ব্রহ্মসর শতদ্রু হ্রদের মধ্যে অবস্থিত। যে স্থানে পুণ্যসলিলা তরঙ্গিণী গোমতী প্রবাহিত হইতেছেন, যে স্থানে সনাতন গঙ্গোদ্ভেদ নিরীক্ষিত হয়, যে স্থানে কাঞ্চনময়দ্বারবিরাজিত সুরম্য মন্দিরমধ্যে অষ্টাদশভুজ ভগবান্ শঙ্করের রমণীয় মূর্ত্তি বিরাজমান, যে স্থানে পিনাকপাণি শূল হস্তে করিয়া যজ্ঞবরাহের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র নৈমিষারণ্যও পিতৃগণের পরম প্রীতিজনক তীর্থ, ঐ তীর্থে সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ করা যায়; হরিচক্রের নেমি শীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই ঐ স্থান নৈমিষারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক শিবের ও যজ্ঞবরাহের প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে অখিল পাতকরাশি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে স্থানে নরসিংহরূপী হরির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই কৃতশৌচ নামক স্থান এবং ইক্ষুমতীও পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ তীর্থ; (পিতৃগণ ইক্ষুমতীর

ব্রাহ্মণদিগকে ধন, বসন, ভূষণ ও বিবিধ ভোজন প্রদান করা বিধেয়। যদি পুত্র অর্থহীন হয়, তাহা হইলে বনজাত শাকাদি দ্বারাও পিতৃগণের সন্তোষ বিধান করিবে। যে ব্যক্তি শাকাদি সংগ্রহেও অসমর্থ, ভক্তিনম্রভাবে পিতৃগণের উদ্দেশে জলমাত্র প্রদান করাও তাহার কর্ত্তব্য। যদি জলও প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে বনে গমন করিয়া সূর্য্যাদি লোকপালদিগকে নমস্কার-পূর্ব্বক এই বাক্য উচ্চারণ করিবে যে, "আমি অর্থহীন, শ্রাদ্ধোপযুক্ত কোন দ্রব্য আহরণেও আমার সামর্থ্য নাই, আমি ভক্তিভাবে পিতৃগণকে প্রণাম করি, তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন।"

সন্নিহিত গঙ্গাসঙ্গমে নিরন্তর অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র, পুণ্যতোয়া সরযূ, ইরাবতী, যমুনা, দেবিকা, কালী, চন্দ্রভাগা, দৃষদ্বতী, বেণুমতী, পারা ও বেত্রবতী এই সকল স্থানও পিতৃগণের পরম তীর্থ; এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে কোটি-গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। জম্বুমার্গ নামক পিতৃতীর্থে সর্ব্ব-কামনা পরিপূর্ণ হয়। যে সকল স্থানের নাম স্মরণেও পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়, সেই নীলকুণ্ড, মন্দাকিনী, মানসসরোবর, রুদ্রসর, সরস্বতী, অচ্ছোদা, বিপাশা, ক্ষিপ্রা, বৈদ্যনাথ, বংশোদ্ভেদ, হরোদ্ভেদ, গঙ্গোদ্ভেদ, কালঞ্জর, মহাকাল, বিষ্ণুপদ, ভদ্রেশ্বর ও নর্ম্মদাদ্বার পিতৃগণের পরম তীর্থ; এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে গয়াধামে পিণ্ডপ্রদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। ওঙ্কার, কাবেরী, কপিলোদক, চন্দ্রবেগাসম্ভেদ ও অমরকণ্টক পরম পিতৃতীর্থ। দ্রোণী, বাটনদী, ক্ষীরনদী, ধারাসরিৎ, গজকর্ণ, পুরুষোত্তম, গোকর্ণ, তপতী, মূলতাপী, পয়োষ্ণী, কায়াবরোহণ, গোমতী, বরুণা, দ্বারক, অর্দ্ধসরস্বতী, মণিমতী, গিরিকর্ণিকা, ভৈরব, ভৃগুতুঙ্গ, পাপহর পাপহর, মহাবোধি, পাটলা, নাগতীর্থ, অবন্তিকা, বেণানদী, মহাশাল, মহারুদ্র, মহালিঙ্গ, দশার্ণা, শতরুদ্রা, শতাহ্বা, কালিকা, বিতস্তা, ধূতপাপ, বিশ্বপদ, শোণ, ঘর্ঘর ও দক্ষিণসাগর এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে অনন্ত ফলভাগী হওয়া যায়; ঐ সকল পুণ্যক্ষেত্র পরম পিতৃতীর্থ বলিয়া অভিহিত। মেধকর নামক পিতৃতীর্থে শার্ঙ্গধর বিষ্ণু নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন মন্দোদরী, চম্পানদী, মহাশাল, সিদ্ধেশ্বর, শাঙ্কর, চক্রবাক, জন্মেশ্বর, ত্রিপুর, চম্যকোট, শ্রীশৈল, পুণ্যতোয়া তুঙ্গভদ্রা ভীমরথী নদী, শ্রীরঙ্গ, মহেন্দ্র, কৃষ্ণবেণা, কুণ্ডলা, গোদাবরী, ত্রিসন্ধ্যা, নারসিংহ, ত্রৈয়ম্বক, এই সকল স্থানও পরম পিতৃতীর্থ; এই সকল স্থানে ভক্তিসহকারে অবগাহনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে কোটি কোটি ফল লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ শশিশেখর নিরন্তর উল্লিখিত ত্রৈয়ম্বক তীর্থে বিরাজ করিতেছেন। পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী বাহুদা, শুভপ্রদ সিদ্ধিবন, পাশুপত এবং পার্ব্বতিকা নদীতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলেও শতকোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জামদগ্ন্য তীর্থও পিতৃগণের পরম প্রিয়তম; ঐ স্থানে গোদাবরী নদী প্রতীকের ভয়ে প্রভিন্ন হইয়াছেন। তাম্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, জয়াতীর্থ, মৎস্যনদী, শিবধার, ভদ্রতীর্থ, পম্পাতীর্থ, রামেশ্বর, অশ্বভূত, এলাপুর, আনন্দকমল, আম্রাতকেশ্বর, একাম্রক, গোবর্দ্ধন, হরিশ্চন্দ্র, কৃপুচন্দ্র, সহস্রাক্ষ, পৃথূদক, কদলীনদী, রামাধিবাস, ইন্দ্রকীল, মহানাদ, সৌমিত্রিসঙ্গম এই সকল স্থানও পরম পিতৃতীর্থ; ঐ সকল তীর্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিলে অনন্তফলভাগী হওয়া যায়। যে স্থানে সুরপতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নিপতিত হন এবং নমুচিকে বিনিপাতিত করিয়া তপঃপ্রভাবে যে স্থান হইতে পুনর্ব্বায় অমরাবতীতে প্রস্থান করেন, সেই পুণ্যবতী সেন্দ্রফেণাও পিতৃগণের প্রিয়তম তীর্থ; অপ্সরোযুগ, সহস্রলিঙ্গ, রাঘবেশ্বর, পুষ্কর, শালগ্রাম, সোমপান, সারস্বত তীর্থ, স্বামিতীর্থ, মলন্দরা নদী, কৌশিকী, চন্দ্রিকা, বৈদর্ভী, বৈরা, উত্তরকাবেরী ও জালন্ধর পর্ব্বত, এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, অগ্নিকার্য্য ও দান করিলে পিতৃগণ পরম প্রীত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি লোহদণ্ড, বিন্ধ্যযোগ, চিত্রকূটগিরি, গঙ্গাযোগ, কুব্জাগ্র, সংসারমোচন, ঋণমোচন, অট্টহাস, গৌতমেশ্বর, বশিষ্ঠতীর্থ, হারিত, কুশাবর্ত্ত, হরতীর্থ, পিণ্ডারক, শঙ্খোদ্ধার, ঘণ্টেশ্বর, বিল্বক, নীলগিরি, ধরণীতীর্থ, রামতীর্থ ও অশ্বতীর্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপূর্ব্বক পিণ্ড প্রদান করেন, অন্তিমে তাঁহার পরম গতি লাভ হয়। পুণ্ডরীক, কর্দ্দমাল, নকুলেশ, গৌরীশিখর, কুশেশ্বর, করবীরপুরী, মাতৃগৃহ, ভদ্রকালেশ্বর, বৈকুণ্ঠতীর্থ, ভীমেশ্বর, ছাগলণ্ড,গণ তীর্থ, শ্রীপতি তীর্থ, জয়ন্ত, বিজয়, ওঘবতী নদী, বেদশির, বসুপ্রদ ও বদরী-তীর্থ, এ সকল স্থানেও পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃগণ পরম প্রীতি লাভ করেন; বস্তুতঃ এই সকল স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

০যে ব্যক্তি নিত্য শ্রাদ্ধদান দ্বারা পিতৃগণের প্রীতিবিধান করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যাবতীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেন।* দৌহিত্র, তিল এবং অপরাহ্নকাল এই তিনটি শ্রাদ্ধে অতীব পবিত্র ও প্রশস্ত। রজতও প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত, সুতরাং শ্রাদ্ধকালে এই সমস্ত সযত্নে সংগ্রহ করিবে। শ্রাদ্ধদিবসে একক্রোশের অধিক দূর গমন, দ্বিভোজন ও দারাসহবাস পরিত্যাগ করাই শ্রাদ্ধকারীর সমুচিত। শ্রাদ্ধে যাবতীয় দ্রব্যাপেক্ষা যোগী বিপ্রই শ্রেষ্ঠ, কারণ তদ্দ্বারা পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে।

অগ্নি কহিলেন, হে তপোধন! পৈতৃকীক্রিয়ার

---

* পিতৃগণ প্রীত হইলে যে সর্ব্বকামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ক একটী অত্যদ্ভুত বিবরণ পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে, সংক্ষেপে উহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।—

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় কুরুক্ষেত্র নামে একটী পরম তীর্থ বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে তথায় কৌশিক নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ পরমতেজঃসম্পন্ন মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার সাতটী পুত্র; ঋষিকুমারেরা স্বসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগ্দুষ্ট ও পিতৃবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ। উহাঁরা সকলেই মহামুনি গর্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালসহকারে কৌশিক দেহান্তে সুরধামে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর অত্যল্প কালের মধ্যেই মহীতলে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ সঞ্জাত হইল; অসংখ্য জীবগণ কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল।

ঐ সময়ে একদা কৌশিককুমারেরা বনমধ্যে পরিভ্রমণপূর্ব্বক গুরুর একটী পয়স্বিনী গাভীর পালক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গাভী বৎস সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছিল। বিপ্রবটুগণ একে তপনতাপে সন্তপ্ত, তাহাতে দুঃসহ ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়া উঠিলেন, বনমধ্যে তাদৃশ কিছুই লক্ষিত হয় না, যদ্দ্বারা ক্ষুধা শান্তি করিতে পারেন। অবশেষে অগত্যা সেই গাভী ভক্ষণে কৃতসংকল্প হইলেন। সকলেই একমত হইলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ পিতৃবর্ত্তী ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'যদি এই পয়স্বিনীকে নিহত করাই স্থিরীকৃত হইল, তাহা হইলে শ্রাদ্ধের আয়োজন করুন, এই গাভীকে শ্রাদ্ধে প্রদানপূর্ব্বক পরিশেষে আমরা ভক্ষণ করিব, তাহা হইলে আমাদিগের এই গাভীবধ জনিত পাপ বিদূরিত হইবে সন্দেহ নাই।' কনিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তদ্বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইল, সেই গাভীকে শ্রাদ্ধান্নরূপে নিয়োজিত করিলেন। বিধানানুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সুসমাহিত হইল। বৈদিক বলবত্তা হেতু তাদৃশ গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেও ঋষিকুমারগণের অন্তরে ভয়সঞ্চার হয় নাই, তাঁহারা অনায়াসে গাভীমাংস ভক্ষণ করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত,- দিনমণি অস্তগতপ্রায় দেখিয়া ঋষিনন্দনেরা গোবৎসটিমাত্র লইয়া গুরুসমীপে সমাগত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! সহসা বনমধ্য হইতে একটি ভীষণকায় ব্যাঘ্র সমাগত হইয়া আপনার পয়স্বিনী গাভীকে নিহত করিয়াছে, অগত্যা বৎসটি লইয়া প্রত্যাগত হইয়াছি।

কালসহকারে কৌশিককুমারেরা দেহ বিসর্জ্জন করিলেন; গোবধজনিত পাপের ফলে তাঁহাদিগকে দশার্ণদেশে ব্যাধের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল, কিন্তু তাঁহাদিগের জাতিস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। পিতৃভক্তিপরায়ণ হইয়া শ্রাদ্ধে গাভী নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়াই পূর্ব্ববৎ তাঁহাদিগের জাতিস্মরত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা ব্যাধগৃহে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বনবাসী হইলেন এবং অনাহারে শরীরপাতপূর্ব্বক কালঞ্জর গিরিতে সপ্ত মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন; পিতৃগণের অনুগ্রহে সে অবস্থায়ও তাঁহাদিগের জাতিস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক অখিল তীর্থ দর্শন করিয়া অবশেষে অনাহারে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তদনন্তর তাহাদিগকে সপ্ত চক্রবাকরূপে সরদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইল। চক্রবাকাবস্থায়ও তাহারা পূর্ব্ববৎ বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করিয়া মানস সরোবরে সপ্ত হংসরূপে দেহ ধারণ করিলেন। হংসাবস্থায় তাঁহারা যথাক্রমে সুমনা, কুমুদ, শুদ্ধ, চিত্রদর্শী, নবেন্দ্রক, সুনেত্র ও অংশুমান্ নামে আভহূত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে তিন জনকে স্বল্পচেতনা হেতু যোগভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল।

বিষয় সকল পুরাণেই বর্ণিত আছে। এই ক্রিয়া সম্যক্ অবগত হইলে সংসারবন্ধন বিদূরিত হইয়া যায়। ব্রতনিষ্ঠ মহর্ষিরা এই ক্রিয়ার প্রসাদে স্ব স্ব অভীপ্সিত সিদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পিতৃ-

একদা পাঞ্চালরাজ ধীমান্ মহীপতি বিভ্রাজ ক্রীড়াকৌতুকামোদ উপভোগ করিবার জন্য রমণীগণ সমভিব্যাহারে ঐ মানস সরোবরে গমন করিলেন, চতুরঙ্গবল সহকারে মন্ত্রীদ্বয়ও তাঁহার অনুগামী হইলেন। নরপতি সরোবরে সমাগত হইয়া তত্রত্য পরম রমণীয় উপবনমধ্যে কিয়ৎক্ষণ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক রাজাঙ্গনাগণ সহ বিবিধ কৌতুক করিতে লাগিলেন; রমণীরা নানাবিধ বিলাসভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক মহীপালের মনহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতির তাদৃশী সুখসম্পত্তি ও মন্ত্রিদ্বয়ের রাজতুল্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই সেই সপ্তচক্রবাকের নেত্রগোচর হইল, তন্মধ্যে যিনি প্রথমজন্মে কুরুক্ষেত্রে পিতৃবর্ত্তী নামে ঋষিকুমার রূপে জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার পরামর্শে গোনিধনসময়ে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাঁহার অন্তরে রাজ্য ভোগের বাসনা জন্মিল এবং অপর দুইটি চক্রবাক মন্ত্রিদ্বয়ের পদ কামনা করিলেন। অন্তরে ঐশ্বর্য্য ভোগের কামনা সঞ্চার হওয়াতে ঐ চক্রবাকত্রয়ের যোগ ভ্রংশ হইল, সুতরাং তাঁহারা অবিলম্বেই চক্রবাকদেহ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তন্মধ্যে পিতৃবর্ত্তী মহীপতি বিভ্রাজের পুত্র ব্রহ্মদত্ত নামে এবং অপর চক্রবাকদ্বয় অমাত্যপুত্র পুণ্ডরীক ও সুবালক নামে প্রথিত হইয়া অবতীর্ণ হইলেন, তদবস্থায় আর তাঁহাদিগের পূর্ব্ববৎ জাতিস্মরত্ব বিদ্যমান রহিল না। অবশিষ্ট যে হংসচতুষ্টয়ের অন্তরে বিন্দুমাত্রও ভোগবাসনা হয় নাই, তাঁহারা দেহান্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগের জাতিস্মৃতি পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিল। পূর্ব্বে মহর্ষি গর্গের যে পয়স্বিনী গাভীকে শ্রাদ্ধান্নরূপে পরিকল্পিত করা হইয়াছিল, তিনি পরমসুন্দরী হইয়া সন্নতি নাম ধারণ পূর্ব্বক দেবলের নন্দিনীরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

রাজকুমার ব্রহ্মদত্ত দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবত্তা, ধনুর্ব্বিদ্যা, বীর্য্যশালিতা সকল গুণই তাঁহার অধিকৃত হইল। তিনি জীবমাত্রেরই কথোপকথন বুঝিতে পারিতেন। পূর্ব্বলিখিত দেবলকুমারীসন্নতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কালসহকারে বিভ্রাজ দেহপরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মদত্তই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য শাসন ও সন্নতির সহিত পরম সুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। যে চক্রবাকদ্বয় মন্ত্রিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী হইয়া রাজতুল্য সুখভোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা ব্রহ্মদত্ত সহধর্ম্মিণী সন্নতির সহিত রাজপ্রাসাদ সন্নিহিত উপবনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটী পিপীলিকামিথুন তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তাহারা উভয়ে প্রণয়কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পিপীলিক কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া পিপীলিকাকে বিনয়গর্ভবচনে বলিতেছে, হে জীবিতেশ্বরি! তোমার ন্যায় মনোহারিণী রমণী মহীতলে দ্বিতীয় নেত্রগোচর হয় না; সিংহকটিবৎ ত্বদীয় ক্ষীণ কটি, গুরুতর জঘন, বিস্তৃত বক্ষ, বিশুদ্ধ কাঞ্চনবৎ বর্ণ, সুগঠিত শ্রোণিদেশ এবং সুমধুর মৃদু হাস্য সন্দর্শন করিয়া কাহার নয়ন ও মন বিমোহিত না হয়? তোমার সরোজবদন হইতে যে সকল বচনসুধা বিনির্গত হয়, তাহা শ্রবণযুগলকে অভূত আনন্দরসে সিঞ্চিত করে; আহা! তোমার রসনার গঠন অতীব মনোহর! গুড় ও শর্করা দ্বারা তোমার প্রীতি সমুৎপাদন করা যায়। তুমি পতিপ্রাণা, তোমার ন্যায় পতিবাৎসল্য অন্য কোন নারীতে সম্ভবে না; আমি স্নান ও ভোজন না করিলে তুমি কদাচ স্নানাহার কর না; আমি ক্রুদ্ধ হইলে তুমি যার পর নাই ভীতা এবং আমি স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তুমি একান্ত দুঃখিতা ও চিন্তিতা হও; কিন্তু হে সুন্দরি! অদ্য তোমার মুখকমলে রোষচিহ্ন সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, ইহার প্রকৃত কারণ কি বল।

পতির এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া পিপীলিকা ক্রোধভরে কহিল, হে শঠ! তুমি আর বৃথা প্রণয় প্রদর্শন করিও না; তুমি অদ্য সমস্ত দিনের মধ্যে একবার আমার নিকট আইস নাই, অপর পিপীলিকার মুখে মোদকচূর্ণ সমর্পণ করিয়াছ; আমি আর তোমার চাটুবাক্যে প্রতারিত হইব না, তোমার হৃদয়ভাব বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি।

পিপীলিকা কহিল, সুলোচনে! আমি অন্য পিপীলিকাকে মোদকচূর্ণ প্রদান করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি তোমাকে মনে করিয়া ভ্রমে সে কার্য্য করিয়াছি, কামবশে বা প্রণয়পরতন্ত্র হইয়া তৎপ্রতি আসক্ত হই নাই। যাহা হউক, আমি তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আর কদাপি এরূপ কার্য্যে

যজ্ঞ এবং হরিস্মরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্ম আর

প্রবৃত্ত হইব না; যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ ভ্রমে পতিত না হই, তদ্বিষয়ে সমধিক যত্নবান্ থাকিব।

পিপীলিকের এইরূপ বিনয়বচন শ্রবণ ও তদীয় অকপট প্রণয় দর্শনে পিপীলিকার ক্রোধের উপশম হইল; সে প্রীতি-সহকারে পতির সহিত আমোদে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নরপতি ব্রহ্মদত্ত জীবমাত্রেরই কথোপকথন বুঝিতে পারিতেন। পূর্ব্বে তৎপিতা পাঞ্চালরাজ বিভ্রাজ পুত্রকামনায় দেবদেব নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। বহুকাল কঠোর তপশ্চরণের পর ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে রাজন্! তোমার তপস্যাচরণ নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তুমি অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।

মহীপতি হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি আমাকে বরপ্রদানে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন, আমি একটি অনুত্তম পুত্র প্রাপ্ত হই; সেই পুত্র বিদ্যাবত্তা, যোগশীলতা ও বীর্য্যশালীতায় পারদর্শী হইবে; একমাত্রই ধর্ম্মই যেন তাহার অঙ্গভূষণ হয় এবং সেই পুত্র যেন যাবতীয় জীবেরই কথোপকথন বুঝিতে পারে।

নরপতি বিভ্রাজ এইরূপ প্রার্থনা করিলে দেবদেব নারায়ণ "তথাস্তু" বলিয়া বরপ্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। সেই কারণেই রাজনন্দন ব্রহ্মদত্ত সকল জীবের স্বর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি উদ্যানমধ্যে পিপীলিকা-মিথুনের প্রণয়কলহ শ্রবণ করিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎকালে তিনি কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে সহসা হাস্য করিতে দেখিয়া মহিষী সন্নতি মনে মনে অন্যবিধ আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! সহসা এরূপ হাস্য করিবার কারণ কি? আপনার হাস্যের কোন কারণই অনুভূত হইতেছে না।

তখন ব্রহ্মদত্ত মহিষীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে পিপীলিকা-মিথুনের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, হে দেবি! এই জন্যই আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই, নতুবা আমার হাস্যের অন্য কোন কারণ নাই।

মহিষী নরপতির এই সকল বাক্যে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, রাজন্! আপনার সমস্তই অলীক।

লক্ষিত হয় না; সুতরাং এই ক্রিয়া বিধানানুসারে সম্পাদিত করা মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে পিতৃমাহাত্ম্যাদিকথন নামক দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

কারণ দেবতা ব্যতিরেকে পিপীলিকার স্বর আর কে বুঝিতে পারে? আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আপনি আমাকেই উপহাস করিতেছেন; অতএব আমার দেহ বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়স্কর, আপনার উপহাসভজন হইয়া জীবন ধারণে কোন ফল লক্ষিত হইতেছে না।

মহিষীর এইরূপ দারুণ বচন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মদত্তের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। মহিষীকে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া দেবদেব নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিরূপে তিনি জীবগণের রুতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার কারণ পরিজ্ঞাত হইবার মানসে সংযত হইয়া নিরশনে অবস্থানপূর্ব্বক ক্ষীরসাগরশায়ী হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সাত দিন সমতীত হইল। তখন হরি নিদ্রাযোগে নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অদ্য যামিনী প্রভাতে একটি গলিতবয়স্ক বিপ্র আমার পুরীমধ্যে সমাগত হইবেন, তদীয় মুখে ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবে। ভগবান্ এই বলিয়াই তিরোহিত হইলেন।

এদিকে যে চারিটি হংসের যোগভ্রংশ হয় নাই, তাঁহারা ঐ নগরেই পূর্ব্ববৎ জাতিস্মর হইয়া এক বৃদ্ধ বিপ্রের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা ধৃতিমান্, তত্ত্বদর্শী, বিদ্যাবন্ত ও তপোৎসুক নামে অভিহিত হইলেন, দেহ ধারণের পর কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলেই তপস্যাচরণে তাঁহাদিগের অভিলাষ হইল। তাঁহারা বনবাসী হইয়া সিদ্ধিলাভার্থ পরামর্শ করিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রদিগের সেই মন্ত্রণা অবগত হইয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ! বৃদ্ধ, বিশেষতঃ অর্থহীন পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, তোমরা আমাকে দুঃখে নিপাতিত করিয়া বনগমনপূর্ব্বক কি পুণ্য সঞ্চয় করিবে? তাহা হইলে তোমরা কি সঙ্গতি লাভ করিতে পারিবে?

পিতার এইরূপ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া পুত্রচতুষ্টয় কহিলেন, হে পিতঃ! যাহাতে আজীবন সুখস্বচ্ছন্দে আপনার

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিয়াছিলেন, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা-গণের সামান্য পূজা ও মন্ত্র বলিতেছি। "সমস্ত-পরিবারায় অচ্যুতায় নমঃ" অর্থাৎ "সমস্ত পরিবার-সমন্বিত অচ্যুতকে নমস্কার" এই মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে। পরে ধাতা, বিধাতা, গঙ্গা, যমুনা, নিধি, দ্বারশ্রী, বাস্তুদেবতা, শক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত,

---

জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, আমরা তাহার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। আমরা আপনার নিকট একটী ইতিবৃত্তমূলক শ্লোক বলিতেছি, যামিনীপ্রভাতে রাজসমীপে গমন করিয়া সেইটী পাঠ করিলেই বিপুল ধনরাশি প্রাপ্ত হইবেন। তাহা শ্রবণ করিলেই মহীপতি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে সহস্র গ্রাম ও বহুধন সমর্পণ করিবেন সন্দেহ নাই। হে পিতঃ! সে সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে কুরুজাঙ্গলে অবস্থিতি করিত, যাহারা দশার্ণদেশে ব্যাধ-গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, এবং তৎপরে কালঞ্জর গিরিতে মৃগ, সরদ্বীপে চক্রবাক ও পরিশেষে মানস সরোবরে হংসরূপে দেহ ধারণ করে, আমরাই সেই বিপ্র, এক্ষণে আমরা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছি।

পুত্রচতুষ্টয় পিতার নিকট এই ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়া অবিলম্বেই বনে গমন করিলেন; বৃদ্ধও প্রভাতে মনোরথ সাধনোদ্দেশে রাজপুরীতে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে নরপতি ব্রহ্মদত্ত হরির আদেশানুসারে প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহিষী ও মন্ত্রিদ্বয়ের সহিত রাজোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; সহসা দেখিলেন, একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, এবং বলিতেছেন,

"সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু
মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে
হংসাঃ সরসি মানসে।
তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে
ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং
যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥"

অর্থাৎ কুরুজাঙ্গলবাসী যে ব্রাহ্মণকুমারেরা প্রথমে দশার্ণদেশে ব্যাধ, তৎপরে কালঞ্জর গিরিতে মৃগ, তদনন্তর সরদ্বীপে চক্রবাক, অবশেষে মানস সরোবরে হংসরূপে জন্মধারণ করিয়াছিল, আমরাই সেই ব্রাহ্মণ, আমরা পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, কিন্তু তোমরা তিন জন যোগভ্রংশ নিবন্ধন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখাৎ এই ইতিবৃত্ত শ্রবণমাত্র ব্রহ্মদত্তের জাতিস্মৃতি লাভ হইল, তখন দুঃসহ শোক সমুত্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। তিনি অমনি মোহাভিভূত হইয়া ধরণী-পৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। যে দুই হংস সুবালক ও পুণ্ডরীক নামে পরিচিত হইয়া ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও জাতিস্মরত্ব সমুদিত হইল, সুতরাং তাঁহারাও উভয়ে সেই বিপ্রসম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তিন জনে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! কামনাপরতন্ত্র হওয়াতেই আমাদিগের যোগভ্রংশ হইয়াছে, আমরা কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়াছি, কতদিনে যে মুক্তি-পথের পথিক হইব বলিতে পারি না। তাঁহারা বহুক্ষণ এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনঃপুনঃ শ্রাদ্ধের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কারণ পিতৃগণের প্রসাদেই তাঁহাদিগের জাতিস্মৃতি ও যোগ-শীলতাদি জন্মিয়াছিল।

অনন্তর ব্রহ্মদত্ত সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সহস্র গ্রাম ও বহুধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিয়া স্বীয় পুত্র বিষ্বসেনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন অপর যোগী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সাহত মিলিত হইতে তাঁহার বাসনা হইল। তিনি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রিদ্বয় সহ গমনে সমুদ্যত হইলে রাজমহিষী সন্নতি কহিলেন, হে রাজন্! আমা হইতেই আপনাকে বনবাসী হইতে হইল, আমিই আপনার এই দুঃখের আদিকারণ সন্দেহ নাই।

তখন ব্রহ্মদত্ত মহিষীকে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি! তোমার বাক্য মিথ্যা নহে, তোমার অনুগ্রহেই আমি অত্যুত্তম ফল প্রাপ্ত হইলাম।

অনন্তর তাঁহারা তিন জনে বনগমনপূর্ব্বক যোগবলম্বন করিলেন, অনতিবিলম্বেই নাসারন্ধ্র দিয়া তাঁহাদিগের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, তাঁহারা পরমপদ লাভ করিলেন।

পিতৃগণ প্রীত হইলে কি ধন, কি আয়ু, কি রাজ্য, কি মোক্ষ, সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিতৃগণ সকল মনোরথই পূরণ করিতে পারেন। একান্তচিত্তে ভক্তিসহকারে ব্রহ্মদত্ত সম্বন্ধীয় এই পিতৃমাহাত্ম্য অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মধাম লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

পৃথিবী, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া পদ্ম, কেশর, কর্ণিকা প্রভৃতির পূজা করিবে। তৎপরে ঋক্ প্রভৃতি বেদ, সত্ত্বাদি অর্কমণ্ডল, জ্ঞান, ক্রিয়া, যোগী, প্রখী, সত্যা, ঈশান, দুর্গা, গিরি, গণ, ক্ষেপ্র ও বাসুদেবাদির পূজা করিতে হয়। অনন্তর, শির, শূল, বর্ম্ম, নেত্র, অস্ত্র, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, শ্রী, পুষ্টি, গরুড়, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, জল, বায়ু, কুবের, ঈশ, অনন্ত, বাহন প্রভৃতির পূজা করিবে। তৎপরে মণ্ডলাদিতে বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতির অর্চ্চনা করিতে হয়; এইরূপে যথাবিধানে পূজানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর সামান্য শিবপূজার অনুষ্ঠান করিবে। প্রথমতঃ নন্দীর অর্চ্চনা করিয়া মহাকাল, গঙ্গা, যমুনা, গণাদি, শ্রী, সরস্বতী, গুরু, বাস্তুদেব, শক্ত্যাদি ও ধর্ম্মাদির পূজা করিতে হয়। তৎপরে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, বলাধিকারিণী, বলধিকরিণী, বলপ্রমথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, মদনোন্মাদিনী, ও শিবা প্রভৃতির পূজা করিবে।* "ওঁ হাং হুং হাং শিবমূর্ত্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে শিবপূজা "হ্রীং গৌর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে গৌরীপূজা এবং "গং গণপতয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে গণপতির পূজা করিতে হয়।

অনন্তর সূর্য্যপূজার বিষয় বর্ণন করিতেছি।†

---

* গরুড়পুরাণে শিবপূজার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, স্বাহান্ত মন্ত্রত্রয়ে আচমন করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় স্পর্শ করিবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস ও প্রাণায়ামাদি করিয়া সূর্য্যোপস্থান করত সূর্য্যমন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ভদ্রাচার, বিভূতি প্রভৃতির পূজা করিয়া সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিবে। তদনন্তর আদিত্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুর অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় ন্যাস করিতে হয়। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক সেই জল দ্বারা পূজোপকরণাদি প্রোক্ষণ করিবে। পরিশেষে দ্বারদেশে নন্দী, মহাকাল, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শ্রী, ব্রহ্মা ও গণপতির অর্চ্চনা করিয়া মধ্যস্থলে পূর্ব্বাদিক্রমে ধর্ম্মাদির পূজা করত শিবসম্মুখে গণেশের পূজা করিবে। অনন্তর আবাহন, স্থাপন, সন্নিধাপন, বিবোধন, সকলীকরণ, প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্থাপন ও নিমন্ত্রণ করিয়া বসন ভূষণ নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার দ্বারা বিধানানুসারে শিবের পূজা করিতে হয়। পূজাবসানে শক্ত্যানুসারে জপ করিয়া স্তবপাঠ ও প্রণামপূর্ব্বক জপ সমাপন করিবে।

অনন্তর শিবসম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে, হে ভগবন্! কি সুকৃত, কি দুষ্কৃত, আমি যে কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি তৎসমস্ত বিনাশ করুন; আমি যেন শিবস্বরূপ হইতে পারি। শিবই দাতা, শিবই ভোক্তা এবং এই নিখিল বিশ্বই শিবস্বরূপ; আমি শিব হইতে ভিন্ন নহি। হে দেব! আমি যে কোন কর্ম্ম করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও যাহা করিব, তৎসমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিলাম। হে শিব! কি পৃথিবী, কি জল, কি অনিল, কি আকাশ, কি অনল, কি শব্দ, কি স্পর্শ, কি রূপ, কি রস, কি গন্ধ, কি বাক্, কি পাণি, কি পাদ, কি পায়ু, কি উপস্থ, কি শ্রোত্র, কি ত্বক্, কি নেত্র, কি রসনা, কি নাসিকা, কি শ্রবণ, কি মন, কি বুদ্ধি, কি অহঙ্কার সকলই আপনি। এই সমস্ত আপনার স্বরূপ জানিয়াই জ্ঞানিগণ আপনার সারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন।

† গরুড়পুরাণে সূর্য্যপূজার বিধান এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পবিত্রস্থানে কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে আবাহনী মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক আবাহন করিবে। মধ্যস্থলে মন্ত্রমূর্ত্তি দেবতার স্থান কল্পনা, দক্ষিণদিকে হৃদয়, ঈশানদিকে মস্তক এবং নৈঋতদিকে শিখা বিন্যাস করিবে। অনন্তর ভক্তিসহকারে একান্তচিত্তে পূর্ব্বদিকে ধর্ম্ম, বায়ুকোণে নেত্রদ্বয় এবং পশ্চিমদিকে মন্ত্রন্যাস করিয়া ঈশানদিকে সোম, তাহার পূর্ব্বদিকে লোহিত, দক্ষিণদিকে বুধ, তৎপার্শ্বে বৃহস্পতি, নৈঋতে শুক্র, পশ্চিমে শনি, বায়ুকোণে কেতু এবং উত্তরদিকে রাহুর আহ্বান করিবে।

অনন্তর দ্বিতীয় কক্ষায় ভগ, সূর্য্য, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্যের পূজা করিতে হয়।

তৎপরে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের অর্চ্চনা করিয়া শক্ত্যনুসারে গন্ধপুষ্প ও অন্যান্য

প্রথমতঃ পূষা, পিঙ্গল, উচ্চৈঃশ্রবা, বিমল, অরুণ, প্রভৃতির পূজা করিয়া মধ্যস্থলে স্কন্দাদি ও দীপ্তি, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর অর্কাসনের পূজাপূর্ব্বক যথাবিধি অঙ্গন্যাস সমাপন করিয়া "হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিতে হয়। তৎপরে অগ্নি, বায়ু, সোম, অঙ্গার, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, তেজ, চণ্ড প্রভৃতির পূজা করিবে। অনন্তর যথাবিধি অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া বিষ্ণ্বাসন, বিষ্ণু-মূর্ত্তি ও শঙ্খ, চক্র, গদা, মুষল, খড়্গ, শার্ঙ্গ, পাশ, অঙ্কুশ, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, শ্রী, মহালক্ষ্মী, গরুড়, গুরু, ইন্দ্রাদিদেবগণ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মেধা, কলা, তুষ্টি, পুষ্টি, গৌরী, প্রভামতী, দুর্গা, ক্ষেত্র-পাল, গণপতি, গৌরী, ত্বরিতা, ত্রিপুরা প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। যাবতীয় দেবতার পূজাতেই অগ্রে প্রণব ও বীজ এবং শেষে নমঃ উচ্চারণ করিতে হইবে।

এইপ্রকারে পূজা সমাপন করিয়া তিলঘৃতাদি দ্বারা হোমানুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ বিধানানু-সারে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সূর্য্যপূজা,সূর্য্যার্ঘ্যদান ও হোম করিলে ইহলোকে পরম সুখসম্ভোগপূর্ব্বক অন্তিমে স্বর্গলাভ করা যায়।* সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি-মাত্রেরই পূজা ও হোমাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ;

উপচার দ্বারা জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা এবং শেষ, বাসুকি প্রভৃতি নাগগণের পূজা করিবে।

* সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যার্ঘ্যদানে যে অতুল ফল লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মপুরাণে স্পষ্টই পরিব্যক্ত আছে, যথা ;——

ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভাস্কর-দেব কোন্ স্থানে অবস্থিতি করেন এবং সূর্য্যপূজাদিরই বা কি ফল, শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ব্রহ্মা মুনিগণের প্রার্থনা শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, লবণসাগরের পবিত্রতীরে একটি পরম রমণীয় দেশ আছে ; উহার সর্ব্বত্র বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ। তথায় চম্পক, বকুল, অশোক, পুন্নাগ, করবীর, নাগকেশর, কর্ণিকার, জবা, তগর, বাণ, অতি-মুক্ত, কুব্জক, মালতী, কুন্দ, মল্লিকা প্রভৃতি ষড়্ঋতুজাত কুসুম-সমূহ নিরন্তর বিকসিত হওয়াতে পরম শোভা সম্পাদিত হই-তেছে। তথায় কদম্ব, লকুচ, শাল, তাল, তমাল, পনস, দেব-দারু, সরল, মুচুকুন্দ, চন্দন, কপিত্থ, অশ্বত্থ, সপ্তপর্ণ, আম্র, আম্রাতক, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি তরুরাজি শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত থাকাতে দর্শকবৃন্দের নয়নমন হরণ করিতেছে। সেই স্থানেই ভুবনবিখ্যাত সূর্য্যক্ষেত্র বিরাজমান। ঐ ক্ষেত্র চারিদিকে এক যোজন বিস্তীর্ণ, ঐ স্থান সন্দর্শন করিলে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ভাস্করদেব স্বয়ং নিরন্তর তথায় অধিষ্ঠিত আছেন। সূর্য্যদেব তথায় কোণাদিত্য নামে বিখ্যাত। মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া উপবাসপূর্ব্বক তথায় গিয়া স্নান করিলে বহু পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

হে বিপ্রগণ! কৃতশৌচ ও বিশুদ্ধ হইয়া ভাস্করদেবকে স্মরণ করত বিধানানুসারে স্নান করিয়া নিয়তচিত্তে দেবতা ও পিতৃ-গণের তর্পণ করা বিধেয়। তৎপরে তীর্থে সমুত্তীর্ণ হইয়া বিমল শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবে এবং তৎকালে সমুদ্রতীরে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক চন্দনবারি দ্বারা সূর্য্যদেবের পথে পদ্ম চিত্রিত করিবে। সেই পদ্ম অষ্টদল কেশর দ্বারা সমলঙ্কৃত ও বর্ত্তুলাকৃতি হওয়াই উচিত। অনন্তর তাম্রপাত্রে তিল, তণ্ডুল, জল, রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও কুশ প্রক্ষিপ্ত করিবে। তাম্রপাত্রের অভাবে আকন্দপত্রের সম্পুটক করিয়া তাহাতে তিলাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্যপাত্র দ্বারা উহা সমাবৃত করিবে। তৎপরে অঙ্গন্যাস, করন্যাস সমাধা করিয়া ভক্তিসহকারে আপ-নাকে সূর্য্যরূপী বলিয়া ভাবনা করিবে। তদনন্তর উক্ত অষ্টদল পদ্মের মধ্যস্থলে অগ্নি, নিঋতি, বায়ু প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া দিবাকরের ধ্যানপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। তৎপরে মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পাত্র গ্রহণ করিয়া ভূতলে জানুদ্বয় পাতিত করত মন্ত্র উচ্চারণসহকারে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। হে দ্বিজগণ! যাঁহাদিগের দীক্ষা-সংস্কার হয় নাই, তাঁহারা কেবল সূর্য্যনাম দ্বারাই অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। এই প্রকারে অর্ঘ্যদান পরিসমাপ্ত হইলে অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে এবং পূর্ব্বাদি চারিদিকে বরুণ,

বিধিবিহিত পূজাহোমাদির প্রভাবে ভারতবর্ষবাসী-গণের যাবতীয় মনোরথই সিদ্ধ হইতে পারে। †

শির, শিখা, বর্ম্ম, নেত্র এবং অস্ত্রের পূজা করিবে। অবশেষে অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য নিবেদনপূর্ব্বক জপ স্তব নমস্কার ও মুদ্রা প্রদর্শন করত বিসর্জ্জন করিতে হয়।

হে মুনিগণ! যাঁহারা এইরূপে ভক্তি সহকারে বিনীতভাবে ও অকপটহৃদয়ে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ ও দেহান্তে পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ দিবাকর ত্রিভুবনের প্রকাশক ও পরম দেবতা। ভক্তিভাবে সূর্য্যদেবকে ধ্যান করিলে পরম সুখভাগী হওয়া যায়। হে দ্বিজগণ! সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান না করিলে কি বিষ্ণু, কি শিব, কি ব্রহ্মা, কাহারও পূজায় অধিকারী হওয়া যায় না; সুতরাং প্রত্যহ যত্ন সহকারে দিনমণির অর্ঘ্যদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষতঃ সপ্তমী তিথিতে পবিত্র হইয়া মনোহর সুগন্ধি কুসুম ও চন্দনাদি দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে মনোবাঞ্ছা ফলবতী হইয়া থাকে। সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান দ্বারা ধনার্থীর ধন, বিদ্যার্থীর বিদ্যা এবং পুত্রার্থীর পুত্র লাভ হয়। একাগ্রচিত্তে যথাবিধি সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে রোগী রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; বস্তুতঃ যে যে কামনা করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে, তাহার সেই কামনাই সুসিদ্ধ হইবে।

হে দ্বিজগণ! কি নর, কি নারী যে কেহ সাগরজলে অবগাহন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান ও সূর্য্যকে প্রণাম করে, তাহার দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। জাহ্নবীসলিলে স্নান করিয়া অথবা কুশদ্বারা মস্তকে অভিষেক করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে যাবতীয় পাপরাশি বিধ্বংসিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই নিয়মে সূর্য্যার্ঘ্য দান করেন, তিনি দেহাবসানে প্রথমতঃ স্বর্গে গমন পূর্ব্বক অবশেষে সূর্য্যলোকে প্রস্থান করেন। অতএব ভক্তিনত হইয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা জাহ্নবীসলিলে সূর্য্যপূজা করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অর্ঘ্যদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি দিবাকরের তিথিতে অকপটহৃদয়ে ভক্তিসহকারে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সূর্য্যপূজা, সূর্য্যপ্রদক্ষিণ, সূর্য্যপ্রণাম ও সূর্য্যার্ঘ্যদান করে, তাহার যাবতীয় পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায় এবং সে ব্যক্তি দেহান্তে দিব্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক অর্কবর্ণ বিমানারোহণ করিয়া ভাস্করলোকে প্রস্থান করে, তাহা দ্বারা তদীয় সপ্ত পূর্ব্বপুরুষ ও সপ্ত পর পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তি প্রলয় পর্য্যন্ত সূর্য্য-লোকে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিবিধ দিব্য সুখ সম্ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে শ্রেষ্ঠকুলে দেহ ধারণ করিয়া থাকে।

হে দ্বিজগণ! যে সকল ব্রাহ্মণ নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে আদিত্যদেবের উপাসনা করেন, তাঁহারা চতুর্ব্বেদী হন এবং বৃহস্পতির যোগ প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রভাবে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে বিপ্রগণ! যৎকালে দিবাকর সমুদিত হন এবং যৎকালে অস্তাচলে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে, সংক্রান্তিতে, রবিবাসরে, রবিতিথিতে এবং অন্যান্য পর্ব্বদিবসে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মদনভঞ্জিকা যাত্রা করিলেও সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি উক্ত পুণ্যদিবসসমূহে মদনভঞ্জিকা যাত্রা করেন, তিনি দেহাবসানে অর্কবর্ণ বিমানে আরূঢ় হইয়া যথাস্থানে গমন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মুনিগণ! ঐ সাগরতীরে সূর্য্যক্ষেত্র সন্নিধানে কামেশ্বর নামে এক শিব বিদ্যমান আছেন। যে সকল ব্যক্তি সমুদ্রসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ঐ শিবলিঙ্গ সন্দর্শন ও শক্তিমত উপচার দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করেন, তাহাদিগের রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। তাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া দেহাবসানে কিঙ্কিণীজাল জড়িত রমণীয় বিমানযোগে শিবলোকে গমন করেন, সেই সময় গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া থাকেন। ঐ সকল সিদ্ধ মহাত্মারা প্রলয় পর্য্যন্ত শিবধামে অবস্থিতি করিয়া দিব্য আনন্দ উপভোগ পূর্ব্বক পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় ইহলোকে অবতীর্ণ হন এবং চতুর্ব্বেদী ও পরিশেষে শিবযোগ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

হে বিপ্রগণ। যে ব্যক্তি উল্লিখিত সূর্য্যক্ষেত্রে স্বীয় সঞ্চিত ধনরাশি বিসর্জ্জন করেন, তিনি সূর্য্যলোকে গমন পূর্ব্বক বহুকাল তথায় আমোদভোগ করিয়া পরিশেষে পুনরায় মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হন এবং ধরণীতলে ধার্ম্মিক নরপতি হইয়া অশেষ সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক দেহাবসানে দিবাকর যোগ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

† ব্রহ্মপুরাণে ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য ও বিবরণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল যথা—

"জগতীতলে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি বলিয়া অভিহিত। ইহা পুণ্যক্ষেত্র ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বলিয়া বেদে বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষবাসিগণ শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শুভ ফল এবং অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেই সংযত হইয়া

বস্তুতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে আগমন

সম্যক্‌রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক শুভ ফল প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। এই বর্ষে সুসংযত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি সুরগণও এই ভারতবর্ষে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শত শত শান্ত, শত শত দান্ত ও শত শত রাগ-দ্বেষাদিবিহীন মহাত্মারা এই বর্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা নিরন্তর সুরধামে অধিবসতি করেন ও যাঁহারা বিগতজ্বর হইয়া সদানন্দে নিয়ত বিমানে অবস্থিতি করিতেছেন, এই ভারতবর্ষে কল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহাদিগের তত্তৎ দিব্য স্থান প্রাপ্তির মূলীভূত কারণ। এই জন্যই সুরগণ সর্ব্বদা ভারতবর্ষে বাস করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের মুখে নিরন্তর এই বাক্যও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে যে 'যে স্থানে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে, আমরা কতদিনে সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে অধিবসতি করিব ?'

ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে অন্য কুত্রাপি কোন কর্ম্ম পুণ্যদ ও পাপপ্রদ হয় না, অন্য কোন ভূমিতেই মানবদিগের কর্ম্মকাণ্ড বিহিত হয় নাই।

এই ভারতবর্ষ নয়ভাগে বিভক্ত, সমুদ্র দ্বারা ঐ সকল অংশ পৃথক্‌কৃত হইয়াছে। ঐ নয় অংশ ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমৎ, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমৎ, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ ও ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা পশ্চিম ও উত্তরে সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণের বাসভূমি, পশ্চিমে যবনগণ এবং অবশিষ্টভাগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ অবস্থিতি করে। এই চারি জাতি যথাক্রমে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভারতবর্ষে সাতটি পর্ব্বত কুলাচল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র নামে অভিহিত। ঐ সকল পর্ব্বতের সমীপে আরও বহুসংখ্যক শৈল বিদ্যমান আছে। সেই সকল গিরিও উন্নত ও বহুবিস্তৃত, তাহাদিগের শৃঙ্গ সমূহ নানাবিধ বর্ণে সুরঞ্জিত। ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ্দুর, বাতন্ধম, রৈবত, মৈনাক, সুরস, স্ত্রীপর্ব্বত ও চকোর এই কয়েকটি প্রধান, এই কুলাচল ভূধর দ্বারাই জনপদ সমূহ বিভিন্ন হইয়াছে।

উপরিলিখিত পর্ব্বত সমূহ দ্বারা যে সকল দেশ বিভিন্ন হইয়াছে, তত্রত্য অধিবাসীগণ যে সকল নদীর জল পান করে, সেই সমস্ত নদী বিন্ধ্য মলয় প্রভৃতি পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন। ভাগীরথী গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিপাশা, বিতস্তা, ঐরাবতী, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃশদ্বতী, দেবিকা, বংক্ষু, নিশ্চীরা, গণ্ডকী এই সকল নদী হিমালয় হইতে সমুৎপন্ন। কৌশিকী, দেবস্মৃতি দেববতী, বার্ত্রঘ্নী, বেত্রা, চন্দনা, সদানীরা, মহী, চর্ম্মন্বতী, বিদিশা, ধেনুমতী, শিপ্রা, অবন্তী, শোণ, মহানদী, নর্ম্মদা, সুরসা, ক্রিয়া মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রোৎপলা, মন্দাকিনী, চিত্রকূটা, বেত্রবতী, করমোদা, পিশাচিকা, নসজ্জলা, নিপাবনী, রৈবলা, সুবেণজা, শুক্তিমতী, মঞ্জিনী, ত্রিদিবা, ক্রমু, ধন্যাদা, সুতা, বেগবাহিনী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, তাপী, বৈতরণী, শিনিবালী, কুমুদ্বতী, শেষা, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশীলা এই কয়েকটি বিন্ধ্যপাদ হইতে বহির্গত হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে। এই সকল তরঙ্গিণী বিমলতোয়া ও পুণ্যকরী। আর গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, ইহারা মহাপর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন, ইহাদিগের সলিলে অবগাহন ও জল স্পর্শ করিলে পাপরাশি ধ্বংস হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পবতী, উৎপলাবতী, মলয়গিরি হইতে এবং পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুবাত্রি, দিবানলা ও লাঙ্গলিনী মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন। এই সমস্ত নদী প্রবাহিতা হইয়া সাগরে নিপতিতা হইতেছে, এতদ্ব্যতিরেকে আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদনদী আছে, তৎসমস্ত প্রাবৃট্‌কালে বহুজলে পরিপূর্ণা ও বেগবতী হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মৎস্য, কাশিক, কুণ্ডল, সুকুটকুল্য, উৎপল, অন্ত্রক, কলিঙ্গ, মানব, বৃক এই সকল জনপদ মধ্যদেশ বলিয়া বর্ণিত। যেস্থানে গোদাবরী নদী প্রবাহিতা হইতেছে, যে দেশ সহ্যগিরির উত্তরে সংস্থিত, উহা অতীব রমণীয়। মহাত্মা ভার্গবের মনোরম গোবর্দ্ধনপুর, বাল্মীক, বাটধান, আভীর, অপরান্ত, মদ্র কেরক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শতদ্রু, কলিঙ্গ, পারদ, হার্য্য, মূষিক, মাঠর, কনক, কৈকেয়, দণ্ডপালিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ, বৈশ্যকুল, শূদ্রকুল, কাম্বোজ, বর্ব্বর, চীন, তুষার, ঊর্ণ, দাঘ এই সকল দেশ উদীচ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচ্যভাগে বন্ধক, মণ্ডর, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, অঙ্গ, বঙ্গ, মালদ, মালবর্ত্তিক, ব্রহ্মতুঙ্গ, প্রবিজয়া, ভার্গবাঙ্ক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মগধ, ও কামন্দ প্রভৃতি জনপদ বিদ্যমান আছে। দাক্ষিণাত্য পূর্ণ, কেরল, গোলাঙ্গুল, ইষিক,

করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে স্বর্গগতি লাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, সুরগণও কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে বাসুদেবাদিপূজাকথন নামক ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

কুষিক, মহারাষ্ট্র, মহিষক, কলিঙ্গ, অভীর, আটব, শাবন, বুবিন্দ, মৌলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পণিক, মৌক্তিক, আশ্মক, ভোজবদ্ধক, কৌলিক, কুণ্ডলেয়, গুন্ত, কালনীক প্রভৃতি দেশে সমাকীর্ণ। সূর্য্যাবক, কালিবন, উষ্ণ, তালকট, প্রভৃতি দেশ অপরান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ; মনক, কর্ব্বশ, মেনক, উৎকল, উত্তমর্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্যা, ঔপল, কোষল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুথাব, তুম্বুব, অভয়, তুণ্ডি, কের, বীতিহোত্র, ও অক্ষবর্ত্তি প্রভৃতি জনপদ বিন্ধ্যগিরিতে সংস্থিত।

নীহাব, তুষমার্গ, কুরুব, তুঙ্গল, খস, কুঞ্জপ্রসাবণ, উর্ণাটবা, কুন্ধক, চিত্রমার্গ, মালব, কিবাত ও তোমব এই সকল জনপদ পর্ব্বতাশ্রিত।

যাহার অগ্রে, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে মহাসাগব এবং উত্তবে গিরিবর হিমালয়, এই সেই ভারতবর্ষ সকল ধর্ম্মেব বীজস্বরূপ। জীবগণ স্ব স্ব কৃত সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মেব ফলে এই ভাবতবর্ষেই ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, তির্য্যক্‌যোনিত্ব ও স্থাবরযোনিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল কর্ম্ম সুরাসুরগণ সম্পাদন করিতে অক্ষম, ভাবতবর্ষবাসিগণ তাহাও অনায়াসে সাধন করিতে পারে, এই জন্য দেবগণও নিবন্তর এইরূপ কামনা করেন যে, "আমরা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যরূপে ভারতবর্ষে গমন কবিলে পরম সুখী হইতে পাবি।" অতএব বিবেচনা করিতে গেলে ধবাতলে ভাবতবর্ষেব তুল্য বর্ষ আব দ্বিতীয় নাই। ভাবতবর্ষে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেই কর্ম্মানুষ্ঠান কবিয়া স্ব স্ব অভীপ্সিত সিদ্ধ কবিয়া থাকে, বস্তুতঃ কি ব্রহ্মচর্য্যেব ফল, কি গার্হস্থ্যাশ্রমেব ফল, কি অন্যান্য সৎকর্ম্মেব ফল, সমস্তই ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য কুত্রাপি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

যে স্থানে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে সুরগণও অভিলাষ কবেন, সেই ভাবতবর্ষেব গুণ বর্ণনা কবা কাহাবও সাধ্য নহে।

এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের বিবরণ অধ্যয়ন, ও শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ ধ্বংস, ধনলাভ, যশোলাভ ও বুদ্ধিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংযতে ন্দ্রিয় হইয়া প্রত্যহ এই উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার যাবতীয় পাপরাশি বিধ্বংসিত হয়, সে দেহাবসানে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করে।

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, সাগবের উত্তরে ও হিমালয়েব দক্ষিণে যে স্থান, তাহাবই নাম ভারতবর্ষ; ইহাব বিস্তার নবসহস্র যোজন। ভরতবংশীয় মহাত্মারা ঐ স্থানে অধিবসতি কবেন। ঐ বর্ষ স্বর্গ ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের কর্ম্মভূমি। ভাবতবর্ষ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি মানবগণের স্বর্গমোক্ষাদি লাভেব সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই উহা কর্ম্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাবতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, (শক্তিমান্) ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পাবিপাত্র নামে সাতটী কুলাচল আছে। এই ভারতবর্ষেই পুরুষগণের তির্য্যক্ত্ব ও নবত্বাদি জন্মিয়া থাকে।

ভবতবর্ষ নয় অংশে বিভক্ত, ঐ নয় ভাগ ইন্দ্রদ্বীপ, কেশববান, (কসেরুমৎ) তাম্রবান্, (তাম্রবর্ণ) গভস্তিমৎ, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ ও ভাবতবর্ষ নামে অভিহিত। ভাবতবর্ষেব পূর্ব্বে কিবাতদেশ, পশ্চিমে যবনদেশ। এই দ্বীপের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মানব অধিবসতি কবে। যথাক্রমে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও দাস্যবৃত্তিদ্বাবা উহাদিগেব জীবিকানির্ব্বাহ হয়। ভারতবর্ষে যে কয়েকটী কুলপর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে নর্ম্মদা, সুরসা, তাপী, পয়স্বতী, নির্ব্বিন্ধ্যা, গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, বেণা, ত্রিযামা, ঋষিকুল্যা, কুমারা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, প্রভৃতি নদী বহির্গত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন উহাদিগের শাখাপ্রশাখা বিনির্গত হইয়া নানাদিকে গমন করিয়াছে। কুরু, পাঞ্চাল, প্রভৃতি দেশেব লোকেরা ঐ সকল নদনদীর জল পান করে।

ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ, অন্য কোন বর্ষে যুগভেদ নাই। তপস্বীগণ নিরন্তর ভারতবর্ষে তপঃসাধন করিতেছেন। যাঁহারা কর্ম্মাসক্ত, তাঁহারাও কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আবদ্ধ হইতেছেন। জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র সকলেই বিষ্ণুর আরাধনা করেন। যদিও জম্বুদ্বীপের সকল অংশই পুণ্যভূমি, তথাপি তন্মধ্যে ভাবতবর্ষ অতিশয় পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ। একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অন্য বর্ষ সকল ভোগভূমিমাত্র। জীবগণ সহস্র সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়া অর্জ্জিত পুণ্যবশতঃ কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জন্য সুরগণও ভারতবর্ষের গুণগান করিয়া থাকেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।*

নারদ কহিলেন, ক্রিয়াদি সাধনের জন্য অগ্রে স্নান করা কর্ত্তব্য; অতএব সেই স্নানের বিধি বর্ণন করিতেছি।

প্রথমতঃ নৃসিংহ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া উহা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; উহারই একাংশ দ্বারা মানসিক স্নান করিবে। অনন্তর জলমধ্যে অবগাহন করিয়া আচমনপূর্ব্বক সিংহমন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সেই মৃত্তিকা সংস্থাপন করত আত্মরক্ষা করিতে হয়। তৎপরে বিধিস্নান করিবে।† তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া‡ হরিকে হৃদয়ে ধ্যানপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা গ্রহণ করত অষ্টাক্ষর মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা উহা ত্রিভাগে বিভক্ত করিতে হয়।* তৎপরে সিংহ-মন্ত্র জপপূর্ব্বক দিগ্‌বন্ধন † এবং বাসুদেবমন্ত্র জপ-পূর্ব্বক বিধানানুসারে তীর্থ আবাহন করিয়া বেদাদি মন্ত্রদ্বারা গাত্রে পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে।‡ অনন্তর আরাধ্য দেবতার বীজমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অঘমর্ষণ করিয়া বস্ত্র পরিধান করত করতলে কিঞ্চিৎ জলগ্রহণ করিবে; ঐ জল দ্বারা বারদ্বয় মুখমার্জ্জন করিয়া নারায়ণ মন্ত্র দ্বারা চিত্তসংযম পূর্ব্বক ¶ সেই জল আঘ্রাণ করত নিক্ষেপ করিবে। ঐ জলকে হরিবৎ জ্ঞান করাই সমুচিত। তৎপরে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা§ অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক শত বার আরাধ্য মন্ত্র জপ করিয়া যথানিয়মে মন্ত্র, দিক্‌পাল, ঋষি, পিতৃগণ প্রভৃতির ন্যাস করিবে।‖

* এই অধ্যায়টী এবং একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায় অনেকগুলি হস্তলিখিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া সুকঠিন বিবেচনায় আমরা সমস্ত গুলিরই অনুবাদ প্রকাশিত করিলাম।

† বিধিস্নান অর্থাৎ জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া জলোপরি মণ্ডলাদি অঙ্কিত করত শাস্ত্রানুসারে স্নান করিবার যে নিয়ম আছে, উহাকেই বিধিস্নান কহে। স্নান করিবার সময় নাভিজল পর্য্যন্ত অবগাহন করিতে হয়, তাহার প্রমাণ যথা——

"নাভেরূর্দ্ধং হরেদায়ুঃ নাভেরধ স্তপক্ষয়ঃ।
নাভেঃ সমং জলং স্থিত্বা স্নানং তর্পণমাচরেৎ।"

অর্থাৎ নাভির উর্দ্ধজলে নিমগ্ন হইয়া বিধানানুসারে স্নান করিলে আয়ুক্ষয় এবং নাভির অধস্থ জলে নিমগ্ন হইয়া স্নান করিলে তপঃক্ষয় হইয়া থাকে; অতএব নাভিসম জলে অবস্থিতিপূর্ব্বক স্নানতর্পণাদি করিবে।

‡ প্রাণায়াম—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণপূর্ব্বক নিশ্বাস রোধ করিয়া বামহস্তে ষোড়শবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, পরে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা এবং দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসা ধারণপূর্ব্বক চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া বামনাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে এবং পুনরায় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণপূর্ব্বক বামহস্তে দ্বাত্রিংশৎবার মূলমন্ত্র জপ করিতে হয়। তিনবার এইরূপ জপ করাকেই প্রাণায়াম কহে।

* অষ্টাক্ষর মন্ত্র—"ওঁ নমো বাসুদেবায়।"

† দিগ্‌বন্ধন—ভূতলে বারত্রয় বামপার্ষ্ণির আঘাত করিয়া ছোটিকা দ্বারা মস্তক বেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বাম করতলে তিনবার আঘাত করিবে, ইহাকেই দিগ্‌বন্ধন কহে; দিগ্‌বন্ধন দ্বারা ভৌম ও অন্তরীক্ষস্থ বিঘ্ন সকল বিদূরিত হয়।

‡ তীর্থ আবাহনের মন্ত্র যথা——

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

বেদাদি মন্ত্র—"ওঁ"

¶ নারায়ণ মন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়।

§ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

‖ ন্যাস বহুবিধ; তন্মধ্যে সর্ব্বদা প্রচলিত কয়েকটি এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল; ইহার মধ্যেও অনেক স্থলে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়, ফলতঃ আমরা দুই তিন খানি গ্রন্থ ঐক্য করিয়া লিখিলাম যথা——

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীমৎ-বাসুদেব-মন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো দেবতা পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

অবশেষে অঙ্গন্যাসাদি সমাপন করিয়া সংহারমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক যাগগৃহে গমন করিতে হয়।

শিরসি ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীমৎবাসুদেবায় নমঃ। (বৈষ্ণব স্নানের বিধি বলিয়া আমরা বাসুদেবের নামোল্লেখ করিলাম, কিন্তু অন্যান্য দেবতার পূজার সময় সেই সেই দেবতার নামাদি উল্লেখ করিতে হইবে।)

বীজন্যাস—হ্রীং নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে হ্রীং নমো ভ্রূমধ্যে, হ্রীং নমো নাভৌ, হ্রীং নমো গুহ্যে, হ্রীং নমো বক্ত্রে, হ্রীং নমো সর্ব্বাঙ্গে।

মাতৃকান্যাস—প্রথমতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যথা——

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষিঃ গায়ত্রীছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং কীলকং মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর শিরঃ প্রভৃতি স্থানে পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা স্পর্শ করিবে।

শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্য শক্তিভ্যো নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ অব্যক্তকীলকায় নমঃ। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং, অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কণ্ঠে, কং খং গং ঘং ঙং হৃদি, চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নভৌ, ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং লিঙ্গমূলে, বং ভং মং যং রং লং মূলাধারে, বং শং ষং সং হং ক্ষং ভ্রূমধ্যে।

অনন্তর মাতৃকার ধ্যান করিবে যথা——

"ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভি বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীং।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পুনরায় নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা যথাযথ স্থান স্পর্শ করিবে যথা——

অং নমো ললাটে, আং নমো মুখবৃত্তে, ইং ঈং নমঃ চক্ষুষোঃ, উং ঊং নমঃ কর্ণয়োঃ, ঋং ৠং নমঃ নাসিকয়োঃ, ঌং ৡং নমঃ গণ্ডয়োঃ এং নমঃ ওষ্ঠে, ঐং নমঃ অধরে, ওঁ নমঃ ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ, ঔং নমঃ অধোদন্তপংক্তৌ, অং নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ নমো মুখে, কং নমঃ দক্ষবাহুমূলে, খং নমঃ কর্পূরে, গং নমঃ মণিবন্ধে, ঘং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ঙং নমঃ অঙ্গুল্যগ্রে, চং ছং জং ঝং ঞং নমঃ বামবাহুমূলসন্ধ্যগ্রেষু, টং ঠং ডং ঢং ণং নমঃ দক্ষিণপাদমূলসন্ধ্যগ্রেষু, তং থং দং ধং নং নমঃ বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রেষু, পং নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে, ফং নমঃ বামপার্শ্বে, বং নমঃ পৃষ্ঠে, ভং নমঃ নাভৌ, মং নমঃ উদরে, যং নমঃ, হৃদি, রং নমঃ দক্ষিণবাহুমূলে, লং নমঃ ককুদি, বং নমঃ বামবাহুমূলে, শং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণকরে, ষং নমঃ হৃদয়াদি বামকরে, সং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে, হং নমঃ হৃদয়াদি বামপদে, লং নমঃ উদরে, ক্ষং নমঃ হৃদয়াদি মুখে।

পীঠন্যাস যথা— স্বহৃদয়ে, ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ রত্নদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ পারিজাতায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকয়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ; দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বামোরৌ—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণোরৌ—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভৌ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, পুনঃ স্বহৃদি—ওঁ অনন্তায় নমঃ. ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। হৃৎপদ্মস্য পূর্ব্বাদিপত্রাগ্রেষু—ওঁ হ্রীং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ওঁ হ্রীং ধৃত্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ; ওঁ হ্রীং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং শ্রুত্যৈ নমঃ। কেশরেষু—ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং

এই প্রকার অন্যান্য দেবতার পূজার পূর্ব্বেও তত্তৎ দেবতার বীজমন্ত্র দ্বারা স্নান করা বিধেয়।

ইত্যাদিমহাপুরাণে আগ্নেয়ে বৈষ্ণবস্নানবিধিকথন নামক চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, এক্ষণে পূজাবিধি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। এই পূজার ফলে যাবতীয় মনোরথই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ পাদপ্রক্ষালন, তদনন্তর আচমনপূর্ব্বক বাগ্যত হইয়া বিধানানুসারে আত্মরক্ষা করিবে। তৎপরে স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন, অথবা অন্যবিধ আসন বন্ধনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া* নাভিমধ্যে "যং" এই বীজ ধ্যান করিবে; ঐ বীজকে প্রচণ্ড অনিলাত্মক ও ধূম্রবর্ণ স্বরূপ ভাবনা করা উচিত; ঐ বীজ ধ্যান দ্বারা শরীর হইতে যাবতীয় পাপরাশি বিদূরিত করিবে। অনন্তর হৃৎপদ্মমধ্যে "ক্ষৌং" এই বীজ ধ্যান করিতে হয়; উহা তেজোরাশির নিধিস্বরূপ; উহাকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করত এইরূপ ভাবনা করিবে যে, উহার সমন্তাৎপ্রসৃত শিখাসমূহ দ্বারা দেহস্থ কল্মষরাজি দগ্ধীভূত হইল। পরিশেষে কণ্ঠদেশে শশাঙ্কাকৃতিবৎ বীজ ধ্যান করিবে এবং উহার সর্ব্বনাড়ীব্যাপী সুধাময় কিরণপটল দ্বারা স্বীয় সমস্ত দেহ আপ্লাবিত করিবে।

এইরূপে দেহশোধন করিয়া তত্ত্বন্যাস, করশুদ্ধি, ব্যাপকন্যাস, করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি সমাধাপূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা দেহে এবং অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র, করতল, উদর, পৃষ্ঠ, বাহু, উরু, জানু ও চরণে ন্যাস করিতে হয়।‡ অনন্তর যথাবিধি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশতবার বিষ্ণুনাম জপ করিয়া পূজা

সুধায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।

করন্যাস ও অঙ্গন্যাস যথা—স্ব স্ব অভীষ্ট ও আরাধ্য দেবতার বীজ মন্ত্র দ্বারাই করাঙ্গন্যাস করিতে হয়, পরন্তু মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা সকল দেবতার উদ্দেশেই করাঙ্গন্যাস বিহিত আছে।

করন্যাস—ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওং হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাস——ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসি স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

* কম্বল, রক্তকম্বল, কৃষ্ণাজিন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও কুশাসন, এই পঞ্চবিধ আসনোপরি সমাসীন হইয়া পূজাদির অনুষ্ঠান করাই বিধেয় যথা।—

"কাম্যার্থং কম্বলঞ্চৈব শ্রেষ্ঠঞ্চ রক্তকম্বলং।
কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধিঃ শ্রীমোক্ষৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥
কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধি র্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতি র্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
বংশাসনে দারিদ্র্যং স্যাৎ পাষাণে ব্যাধিপীড়নং।
তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ।
জপধ্যানতপোহানি র্বস্ত্রাসনং করোতি হি॥"

অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানকালে কম্বল অথবা রক্তকম্বলাসনই প্রশস্ত, কৃষ্ণাজিনাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ক্রিয়াসাধন করিলে জ্ঞানসিদ্ধি, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে শ্রী ও মোক্ষ এবং কুশাসনে সমাসীন হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পূজাদিকালে মৃত্তিকায় উপবেশন করিলে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলে দৌর্ভাগ্য, বংশাসনে উপবিষ্ট হইলে দারিদ্র্য, পাষাণে উপবেশন করিলে ব্যাধি, তৃণাসনে উপবেশন করিলে যশোহানি, পল্লবোপরি উপবেশন করিলে চিত্তবিভ্রম এবং বস্ত্রাসনে সমাসীন হইলে জপ ধ্যান ও তপঃক্ষয় হইয়া থাকে।

‡ তত্ত্বন্যাস—মূলমন্ত্র ত্রিখণ্ড করিয়া আদ্যখণ্ডে "ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" এই বলিয়া পাদাদি নাভি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে, ঐরূপ

করিবে। নৈবেদ্যাদি বামদিকে এবং পুষ্পাদি দক্ষিণদিকে সংস্থাপন করাই বিধেয়। তদনন্তর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া § তাহার কিঞ্চিৎ জল দ্বারা নৈবেদ্যাদি অভিষেক করিবে; নৈবেদ্যাদিতে এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করা উচিত। তৎপরে হস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া ইষ্টমন্ত্র জপপূর্ব্বক ঐ জলকে হরিস্বরূপ জ্ঞান করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদিতে প্রক্ষেপ করিবে।

অনন্তর পীঠপূজা করিতে হয়; অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বাদি দিগ্‌ভাগে অধর্ম্মাদির, পীঠে কূর্ম্ম, অনন্ত, যম ও সূর্য্যমণ্ডলের এবং কেশরে বিমলাদির পূজা করিবে।¶

॥ তদনন্তর স্বহৃদয়ে ধ্যানপূর্ব্বক মানসোপচারে পূজা করিয়া আবাহনপূর্ব্বক বাসুদেবের পূজা করিতে হয়। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানার্থ জল, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে।॥ তৎ-

দ্বিতীয় খণ্ডে "ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে "ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা হৃদয়াদি শিব পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হয়।

ব্যাপক ন্যাস—মূলমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উভয় হস্ত দ্বারা স্বশরীরে সাতবার ন্যাস করিতে হয়।

§ সামান্য অর্ঘ্য স্থাপনের নিয়ম যথা—স্বীয় বামভাগে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সেই মণ্ডল পূজা করিবে; তৎপরে "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য পাত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক উহা পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলোপরি রাখিয়া গন্ধপুষ্প দূর্ব্বা ও অক্ষত দ্বারা উহা পূজা করিতে হয়। তদনন্তর 'ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধার এবং "ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" ও "ওঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা জলের পূজা করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" এই মন্ত্র দ্বারা তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে। অনন্তর মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অষ্টবার প্রণব জপ করিতে হয়।

¶ পীঠপূজার নিয়ম অনেক স্থলে এইরূপ প্রচলিত দেখা যায় যথা—

প্রথমতঃ পীঠোপরি "ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ সমুদ্রায় নমঃ" এইরূপ পূজা করিয়া অগ্ন্যাদি কোণে "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ" এইরূপ পূর্ব্বাদিদিক্‌সকলে "ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ" মধ্যে ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, আং প্রভায়ৈ নমঃ, ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, উং জয়ায়ৈ নমঃ, এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ, ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ" এইরূপ পূজা করিতে হয়।

॥ অন্যান্যমতে পীঠপূজার পূর্ব্বেই মানসপূজা প্রচলিত দেখা যায় এবং পাদ্যাদি দ্বারা পূজাকালীন যে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়, উহা মানসপূজার পূর্ব্বেই সংস্থাপন করা বিধেয়। ঐ সময়ে দুইটি অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। একটি পূজাকালীন এবং দ্বিতীয়টি পূজাসমাপ্তির পর প্রদান করিতে হয়। ঐ অর্ঘ্যদ্বয় সংস্থাপনের নিয়ম যথা—

স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, "ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা উহা পূজা করিবে; তদনন্তর "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা বারত্রয় শঙ্খ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই মণ্ডলোপরি স্থাপন করত "নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা শঙ্খোপরি গন্ধ পুষ্প দূর্ব্বা ও অক্ষত প্রদান করিতে হয়। তৎপরে ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং স্বাহা" এই মন্ত্র এবং মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল দ্বারা শঙ্খ পূরিত করিয়া "মং দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধারের, অং দ্বাদশকলাব্যাপ্ত সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা শঙ্খের এবং "উং ষোড়শকলা-

পরে পরম ভক্তিসহকারে, আমিই ব্রহ্মস্বরূপ হরি, এইপ্রকার ভাবনা করিয়া, হৃদয়ে বিন্যাস করিবে। এইপ্রকার ভাবনাবশে মন যতক্ষণ স্থির থাকে, তাবৎ তাঁহারে আত্মময়রূপে চিন্তা করিয়া, একে একে শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু, পদ্ম, কুণ্ডল, শ্রীবৎস, পীতবসন, গরুড়, সনকাদি পারিষদ্বর্গ ইত্যাদিও যথাবিধানে ভাবনা করিবে এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধারূপ নির্ম্মল উপহার প্রদান পুরঃসর আত্মাকে অর্পণ করিয়া, ক্ষমা কর, বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

তৎকালে ইহাও বলিয়া আত্মসমর্পণ করিবে, "হে বিভো! হে অনন্ত! হে ভূমানন্দ মহাপুরুষ! আমি রোগে শোকে পরিপূর্ণ, পাপে তাপে অবসন্ন, লোভে ক্ষোভে জীর্ণ শীর্ণ এবং ক্রোধমোহে নিরতিশয় ক্ষীণভাবাপন্ন সংসাররূপ গভীর গর্ত্তে ঘোর অন্ধকারমধ্যে পতিত হইয়া যারপর নাই প্রাণান্তিক ও মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেছি; ইহার উপর আবার ক্ষুধার তাড়না, কামের তর্জ্জনা, তৃষ্ণার প্রতারণা, আশার ছলনা, বাসনার বিড়ম্বনা ইত্যাদি দারুণ বিপাক পদে পদে সংঘটিত হইয়া, আমার যার পর নাই ভয়াবহ শোচনীয় দশার আবির্ভাব করিয়াছে। এই সকল কারণে সংসারবাস, অতি কঠোর কারাবাসের ন্যায়, আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। হে নাথ! আমাকে সত্বর উদ্ধার কর। ঐ দেখ, সর্ব্বনাশিনী জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে তর্জ্জন করিতেছে; ঐ দেখ, রোগ সকল দস্যুর ন্যায় শরীরে প্রহার করিতেছে; ঐ দেখ, মৃত্যু ঘোর নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় নয়নপথ রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে; ঐ দেখ, বিষয়রূপ বিষম বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, আমার আত্মা পদে পদেই ঘূর্ণায়মান ও অবসন্ন হইতেছে। নাথ! এই সকল সঙ্কটে তুমি ভিন্ন আর উদ্ধারের উপায় নাই। অতএব আমি তোমারই পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিলাম।"

অনন্তর এই বলিয়া আত্মমুক্তি প্রার্থনা করিবে, "হে অনন্ত! হে অক্ষয়! হে মহানের মহান্! হে পদ্মনাভ! হে দেব! তুমি কালেরও কাল, মহাকাল। হে দেব! তুমি যে সত্যবলে ত্রিবিক্রমরূপে সপ্তসূর্য্যসদৃশ বিপুল দেহে আকাশপাতাল ব্যাপ্ত করিয়াছিলে, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। যখন আকাশ হইতে চন্দ্রসূর্য্য এককালেই তিরোহিত হয়েন এবং যজ্ঞ ও তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের প্রসঙ্গমাত্র থাকে না, যখন ঘোর নিবিড় গাঢ় তিমিরে সমস্ত সংসার আচ্ছন্ন হয় এবং একমাত্র অপার জলরাশি প্রাদুর্ভূত হইয়া, সমস্ত প্লাবিত করে, তখন তুমি যে সত্যনিবন্ধন লোকসৃষ্টির চেষ্টা করিয়া থাক, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। পূর্ব্বে প্রলয়সময়ে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যে সত্যবলে তোমার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তথায় একত্র সমবেত দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। তুমি যে সত্যবলে সমস্ত ভুবন সৃষ্টি করিয়া পালন ও পুনরায় তাহার সংহার করিয়া থাক এবং যে সত্যবলে বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক অপারসলিলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়া, দেবগণের ভয় নিরাকরণ করিয়াছ, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। হে বিভো! হে ভূমাপুরুষ! যোগিগণ যে সত্যবলে তোমাকে

ব্যাপ্ত সোমমণ্ডলায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা জলের পূজা করত "গঙ্গেচ যমুনেচৈব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ও অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা তীর্থ আবাহন, ধেনু মুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ এবং মৎস্য মুদ্রাদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিবে।

দর্শন করিয়া অমৃত ও অভয়লাভ করেন, তপস্বিগণ যে সত্যবলে অনবরত বিমলআনন্দ অনুভব করিয়া অপার আনন্দনিধি তোমাকে প্রাপ্ত হয়েন এবং দেবগণ যে সত্যবলে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। তুমি যে সত্যবলে চন্দ্র ও সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া, যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সমস্ত ভুবন প্রকাশ করিতেছ, যে সত্যবলে অগ্নিকে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত করিয়া, সংসার-স্থিতির উপায়বিধান করিয়াছ, যে সত্যবলে বায়ুর সৃষ্টি করিয়া লোকের প্রাণরক্ষা করিতেছ এবং যে সত্যবলে মেঘসকল রচনা করিয়া যথাকালে সলিলপাত দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবন-স্থিতি বিধান করিয়াছ, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। হে সচ্চিদানন্দ আদিপুরুষ পরমেশ্বর! যে সত্যবলে পিতামাতার সৃষ্টি করিয়া, লোক-পরম্পরা বিস্তৃত করিতেছ, যে সত্যবলে জননীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া জীবের ভবিষ্য জীবন সমুন্নত করিবার উপায় বিধান করিয়াছ এবং যে সত্যবলে স্নেহ ও মমতা রচনা করিয়া সংসারে অপূর্ব্ব পালনপথ আবিষ্কারপূর্ব্বক লোকদিগকে হর্ষিত করিতেছ, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। যে সত্যবলে মস্তক, অস্থি ও মস্তিষ্ক এক-কালেই অবলীলাক্রমে চূর্ণ করিয়া এক হুঙ্কারেই হিরণ্যকশিপুর প্রাণবায়ু হরণ করিয়াছিলে, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। হে ভূমন্! যে সত্যবলে দেব দানব গন্ধর্ব্ব মহোরগ ও যক্ষসমবেত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোনকালেই তোমার অন্ত করিতে সমর্থ হয় না; যে সত্যবলে তুমি স্থূল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং মহান্ অপেক্ষাও মহান্ হইয়া নিকটে, দূরে, হৃদয়ে ও আত্মায় সর্ব্বত্র অব-স্থিতি করিতেছ, যে সত্যবলে এই অনন্ত অপার অসীম আকাশ বিনা অবলম্বনে ঊর্দ্ধে স্থাপন করি-য়াছ, যে সত্যবলে অতি ক্ষুদ্র বীজগর্ভে অতি বৃহৎ বা অতি মহান্ প্রাণিদেহ নিহিত রাখিয়াছ এবং যে সত্যবলে সলিলমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বিচিত্র ঐন্দ্রজালিক লীলা বিস্তার করিতেছ, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। হে দেবাদিদেব পরমদেব! হে সত্যপুরুষ সনাতন ব্রহ্ম! যে সত্যবলে বেদার্থসমুদায় প্রকটনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলে, যে সত্যবলে বাক্যের সৃষ্টি করিয়া জীবের জ্ঞানমার্গ বিস্তৃত করিয়াছ এবং যে সত্যবলে সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সকলের অদৃশ্য রহিয়াছ, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। তোমার যে সত্যবলে মহর্ষি দীর্ঘতমা গুরুশাপে জন্মান্ধ হইয়াও পুনরায় বিমল দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়েন, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। হে সচ্চিদানন্দ! হে নিত্যসত্য পরমপুরুষ! তোমার যে সত্যবলে গভীর গর্ভমধ্যে গাঢ় অন্ধ-কার গহ্বরে মূত্রশ্লেষ্মাদিসাগরে অনায়াসেই সন্তান অবস্থিতি করে সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। হে অনাদিনিধন-আদি-মধ্য-মহাভূত! হে অপার অনন্ত পূর্ণানন্দ পরম গুরু! যে সত্যবলে তুমি সমস্ত সংসার যথানিয়মে পালন করিতেছ কোনকালে কোনরূপে কোন অংশে বিশৃঙ্খলা বা অনবস্থা ঘটিয়া তাহার ব্যতিক্রমঘটনার সম্ভাবনা নাই, সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর। হে জ্ঞান-ময় ধর্ম্মময় মহাপুরুষ! তোমার যে সত্যবলে আকাশের ঐ চন্দ্র, ঐ সূর্য্য বা ঐ নক্ষত্রমালা কেহ কাহাকেলঙ্ঘন করিয়া ছন্দাংশেও সৃষ্টির প্রতি-কূলে ধাবমান হয় না এবং যে সত্যবলে নদীসকল নিত্যপ্রবাহিত, বায়ু নিত্য সঞ্চরিত, শ্বাস প্রশ্বাস নিত্য সমুদ্ভূত, মেঘ নিত্য বর্ষিত ও বৃষ্টি নিত্য

পতিত হইয়া, যথাবিধানে ও যথাক্রমে সৃষ্টি রক্ষা করিতেছ সেই সত্যবলে আমাকে উদ্ধার কর।

হে ভক্তবৎসল! আমি সংসাররূপ গভীর অন্ধকূপে পতিত হইয়া অন্ধ ও অসহায় মণ্ডূকের ন্যায় অনবরত ঘূর্ণায়মান্ হইতেছি, ঐ দেখ, ভয়ঙ্কর কালসর্প মোহজিহ্বা বহির্গত করিয়া, ক্রোধভরে আমার সম্মুখীন হইতেছে; আমি একান্ত নিরুপায় ও অসহায়, আমাকে উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। জন্মিলেই মরিতে হয়, এ নিয়মের কোনরূপ ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং তজ্জন্য আমার কোনরূপ পরিতাপ বা পরিবেদনা নাই। কিন্তু নাথ! আমি এই পাপতাপপরিপূর্ণ দুঃখসহস্রে জীর্ণ শীর্ণ ও শোকসহস্রে সমাকীর্ণ অসার সংসারে যে অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছি, আজিও তাহার কিছুই উন্নতি করিতে পারি নাই। অনবরত বিষয়চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া, অনর্থক বিবাদ বিসংবাদে কালযাপন করিয়াছি; কখন বা মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া, বিষয়লোভে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি; আমার জন্য কত সতী বিধবা, কত জননী পুত্রহীন, কত পরিবার উদ্বাস্তু ও কত সংসার একবারেই বিনষ্ট হইয়াছে, বলিবার নহে! নাথ! যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই অপ্রসন্ন হয়েন, স্বর্গ ও অপবর্গ উভয়ই ভ্রষ্ট হইয়া থাকে এবং অর্থ ও পরমার্থ উভয়ই অবসন্ন হয়, আমি পদে পদে সেই সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়া, জীবন কলুষিত, মরণ ঘোরায়িত ও পরিণাম দূষিত করিয়াছি। অতএব নিজগুণে ক্ষমা করিয়া, অনাথ অধম অসহায় ভাবিয়া, আমাকে উদ্ধার ও নিজমার্গ প্রদর্শন কর।"

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণের গুহ্য নাম সমস্ত কীর্ত্তনপূর্ব্বক এই বলিয়া স্তব করিবে—

"হে অনন্ত! নর হইতে সলিলের জন্ম হইয়াছে, এইজন্য উহার নাম নার। ঐ নার অর্থাৎ সলিল পূর্ব্বে তোমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় ছিল, এইজন্য তোমার নাম নারায়ণ। আমি সেই নারায়ণের শরণাপন্ন হই। 'বাসু' শব্দে নিবাস ও দেব শব্দে প্রকাশক; তুমি প্রভাকররূপে করনিকর বিকিরণ করিয়া, সমুদায় ভুবন প্রকাশ কর এবং সমুদায় ভুবন তোমাতেই বাস অর্থাৎ অধিষ্ঠান করিতেছে, এইজন্য তোমার নাম বাসুদেব। আমি সেই বাসুদেবের শরণাপন্ন হই। বিষ্ণু শব্দে গতি, উৎপাদনকর্ত্তা, দীপ্তিমান্, ব্যাপ্তিশীল এবং প্রবেশ ও নির্গমের স্থান, ইত্যাদি অর্থ বুঝাইয়া থাকে। তুমি জীবগণের একমাত্র গতি ও উৎপাদক, সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছ ও সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট এবং তোমা হইতে সমস্ত জীব উদ্ভূত হইয়া তোমাতেই লীন হইতেছে, এইজন্য তোমার নাম বিষ্ণু; আমি সেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হই। লোকে দমগুণসহায়ে সিদ্ধি লাভ করিবার আশয়ে ত্রিলোকরূপী তোমারে কামনা করে; এই কারণে তোমার নাম দামোদর। আমি সেই দামোদরের শরণাপন্ন হই। পৃশ্নি শব্দে বেদ, জল, অমৃত ও অন্ন ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে। ঐ সকল পদার্থ তোমার গর্ভমধ্যে নিহিত আছে, এই জন্য তোমার নাম পৃশ্নিগর্ভ। মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে একত দ্বিত উভয়ে সমবেত হইয়া ত্রিতকে কূপমধ্যে নিপাতিত করিলে, ত্রিত, হে পৃশ্নিগর্ভ! আমারে উদ্ধার কর, ইত্যাদি বাক্যে তোমার নামোচ্চারণ করত কূপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। আমি সেই পৃশ্নিগর্ভের শরণাপন্ন হই। সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে সমস্ত কিরণমালা ভুবনবিবরে প্রতিফলিত

হইয়া, সমস্ত প্রকাশিত করে, তৎসমস্ত তোমার কেশ। এইজন্য ব্রাহ্মণগণ তোমাকে কেশব নামে অভিহিত করেন। উতথ্যের পুত্র বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হওয়াতে, দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয়েন। কিন্তু তিনি সাঙ্গবেদাধ্যয়নসমাপনান্তে বারংবার তোমার কেশব নাম স্মরণ করিয়া, দিব্য দৃষ্টিলাভ করেন। তদবধি তাঁহার নাম গৌতম হইয়াছে। আমি সেই কেশবের শরণাপন্ন হই। একস্থানসমুৎপন্ন অনল ও চন্দ্র উভয়ে তাপপ্রদান ও পদার্থপ্রকটন দ্বারা সমস্ত সংসার হর্ষিত করিয়া থাকেন; এইজন্য তাঁহাদের নাম হৃষী। ঐ অনল ও চন্দ্র উভয়ে তোমার কেশ, এইজন্য তোমার নাম হৃষীকেশ হইয়াছে, আমি সেই হৃষীকেশের শরণাপন্ন হই। অথবা, অনলরূপী সূর্য্য ও চন্দ্র সর্ব্বদা সংসারের আনন্দ সংসাধন করেন। তাঁহারা তোমার চক্ষু ও তাঁহাদের করনিকর তোমার কেশ; এইজন্য তোমাকে হৃষীকেশ বলিয়া থাকে। আমি সেই হৃষীকেশের শরণাপন্ন হই। তোমার বর্ণ হরিন্মণির ন্যায় এবং তুমি মন্ত্র দ্বারা আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাক; এই জন্য তোমার নাম হরি। অথবা তুমি স্মরণমাত্রেই ভক্তগণের সমস্ত শোকতাপ হরণ কর, এইজন্য তোমাকে হরি বলিয়া অভিহিত করে। অথবা, তুমি প্রলয়কালে সর্ব্বসংহর রুদ্ররূপে আত্মাতে সমস্ত বিশ্ব হরণপূর্ব্বক সন্নিহিত কর; এইজন্য তোমার নাম হরি। অথবা, তুমি পাপরাশি হরণপূর্ব্বক শান্তিস্থাপন করিয়া থাক; এইজন্য তোমার নাম হরি হইয়াছে। আমি সেই হরির শরণগ্রহণ করি। তুমি সকল লোকের ধামস্বরূপ এবং ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার করিয়া থাক, তজ্জন্য বেদে তোমার নাম ঋতধামা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি সেই ঋতধামার শরণগ্রহণ করি। পূর্ব্বে পৃথিবী গোরূপ ধারণপূর্ব্বক রসাতলগামিনী হইলে, তুমি তাহার উদ্ধার করিয়াছিলে, তদবধি তোমার নাম গোবিন্দ হইয়াছে। আমি সেই গোবিন্দের শরণাগত হই। তুমি শিপি অর্থাৎ তেজঃপ্রকাশপুরঃসর সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছ, এইজন্য তোমার নাম শিপিবিষ্ট। মহর্ষি জাস্ক সমুদায় যজ্ঞেই তোমার গূঢ় নাম উদ্দেশ করত স্তব করিয়া, ত্বদীয় প্রসাদে রসাতল হইতে নিরুক্তশাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। আমি সেই শিপিবিষ্টের শরণ গ্রহণ করি। তুমি সর্ব্বদা সকল শরীরে আত্মারূপে অধিষ্ঠান করিতেছ। কোনকালে তোমার জন্ম নাই; এইজন্য তোমার নাম অজ বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরম পূজিত হইয়া থাকে। আমি সেই অজের শরণগ্রহণ করি। তোমার বাক্য কখন স্খলিত বা অন্যরূপে প্রতিপন্ন হয় না এবং সৎ অসৎ সকল পদার্থই তোমার অনুপ্রবেশে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। এইজন্য তোমার নাম সত্য। আমি সেই সত্যের শরণ গ্রহণ করি। তুমি একমাত্র সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া বিরাজমান হইতেছ এবং সত্ত্বগুণ একমাত্র তোমা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। জ্ঞানবান্ পুরুষগণ সত্ত্বগুণময় জ্ঞানযোগ সহায়েই তোমার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়েন এবং তুমি সর্ব্বদা পাপসম্পর্কপরিশূন্য হইয়া, সত্ত্বগুণসহকারে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; এইজন্য তোমার নাম সাত্ত্বত হইয়াছে। সেই সাত্ত্বত আমারে রক্ষা করুন। তুমি লাঙ্গলফলকরূপে পৃথিবী কর্ষণ কর এবং তোমার বর্ণ কৃষ্ণ, এইজন্য তোমার নাম কৃষ্ণ হইয়াছে। সেই কৃষ্ণ আমারে রক্ষা করুন। তুমি অকুণ্ঠিতচিত্তে জলের সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর

সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুকে মিশ্রিত করিয়া, সংসার প্রতিপালন করিতেছ; এইজন্য তোমার নাম বৈকুণ্ঠ হইয়াছে। অথবা, যাহা কখন কুণ্ঠিত হয় না, তাহাকে বিকুণ্ঠ বলে। সত্ত্বগুণ কোনকালেই কুণ্ঠিত হয় না; এই কারণে তাহার নাম বিকুণ্ঠ। তুমি সর্ব্বদা এই বিকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাক, এইজন্য তোমাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া, পণ্ডিতগণ পরম ভক্তিসহকারে পূজা করেন। সেই বৈকুণ্ঠ আমার সহায় হউন। তোমার স্তব করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চিত ও অজ্ঞান-রূপ তমোরাশি তিরোহিত হয়,এই কারণে তোমার নাম পুণ্যশ্লোক ও উত্তমশ্লোক বলিয়া প্রথিত হই-য়াছে।সেই পুণ্যশ্লোক ও উত্তমশ্লোক আমার সহায় হউন। পুরুষ শব্দে আত্মা, তুমি সেই আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মা; এইজন্য তোমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকে; সেই পুরুষোত্তম আমার সহায় হউন। মধু শব্দে পরমপ্রমাথী ইন্দ্রিয়বর্গ। তুমি সেই ইন্দ্রিয়গ্রাম সূদন অর্থাৎ নিপীড়িত করিয়া, সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছ; এইজন্য তোমার নাম মধুসূদন। সেই মধুসূদন আমার সহায় হউন। তুমি আনন্দস্বরূপে সমস্ত সংসার আনন্দিত কর, এইজন্য তোমার নাম নন্দ, গো অর্থাৎ বিশ্ব পালন কর, এইজন্য তোমার নাম গোপ এবং কু অর্থাৎ অমঙ্গল বিনাশ কর, এইজন্য তোমার নাম কুমার; এইরূপে তোমার নন্দ-গোপ-কুমার নাম সংসারে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই নন্দগোপকুমার আমার সহায় হউন। বসু শব্দে দিব্য তেজ এবং দেব শব্দে লীলাপরায়ণ, তুমি দিব্য তেজঃসহায়ে লীলা কর, এইজন্য তোমার নাম বাসুদেব। সেই বাসুদেব আমার সহায় হউন। হে ভক্তবৎসল! ক শব্দে ব্রহ্মা এবং ঈশ শব্দে মহাদেব,এইজন্য ইহাঁদের উভয়কে কেশ বলে। সেই কেশ (অর্থাৎ ব্রহ্মা ও মহাদেব) তোমার অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, এইজন্য তোমার নাম কেশব। সেই কেশব আমার সহায় হউন। তুমি বৃহৎ অর্থাৎ অতীব মহান্ এবং বৃংহণ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছ। সেই ব্রহ্ম আমার সহায় হউন। তুমি নিরবচ্ছিন্ন লোকের কল্যাণ সমুদ্ভাবন কর, এই-জন্য তোমার নাম শঙ্কর; সেই শঙ্কর আমার সহায় হউন। হে পৃশ্নিগর্ভ! মা শব্দে বিদ্যা বা লক্ষ্মী এবং ধব শব্দে স্বামী বা নায়ক। তুমি বিদ্যার স্বামী। এইজন্য মাধব নামে বিখ্যাত। সেই মাধব আমার সহায় হউন। তুমি গো অর্থাৎ বাণী বিন্দ অর্থাৎ অবগত আছ, এইজন্য গোবিন্দ, ত্রি অর্থাৎ বেদত্রয় বিশেষরূপে আক্রমণ অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া আছ, এইজন্য ত্রিবিক্রম এবং অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম বলিয়া বামন নামে বিখ্যাত হইয়াছ। ভগবান্ গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম ও বামনদেব আমার সহায় হউন। হে বিভো! তুমি কখনও আপনার নির্ব্বাণময় ব্রহ্মস্বরূপ হইতে চ্যুত হও না; এই-জন্য তোমার নাম অচ্যুত। ভগবান্ অচ্যুত আমার সহায় হউন। অধঃ অর্থাৎ পৃথিবী, অক্ষ অর্থাৎ আকাশ ও জ অর্থাৎ ধারণকর্ত্তা। তুমি পৃথিবী ও আকাশ ধারণ করিয়া আছ, এইজন্য তোমার নাম অধোক্ষজ। ভগবান্ অধোক্ষজ আমার সহায় হউন। প্রাণিগণ যদ্দ্বারা প্রাণধারণ করে, সেই ঘৃত তোমার তেজ, এইজন্য তোমাকে বেদে ঘৃতার্চি বলিয়া স্তব করিয়াছে। ভগবান্ ঘৃতার্চি আমার সহায় হউন। জননামক অসুর লোকের ভোজনবেলায় উপস্থিত হইয়া, অত্যাচার করিত। তুমি তাহাকে হত্যা করিয়া, তাহাদের কণ্টক

শূন্য করিয়াছ, এইজন্য তোমার নাম জনার্দ্দন হইয়াছে অথবা জন শব্দে জন্ম এবং অর্দ্দন শব্দে বিনাশ। যাহা তোমার স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন ও উপাসনা করে, তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দারুণ সংসারকারায় বদ্ধ হইয়া, অপার যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না, এইজন্য তোমার নাম জনার্দ্দন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ জনার্দ্দন আমার সহায় হউন। হে অনন্ত! তুমি গো অর্থাৎ পৃথিবীর পালন কর, এইজন্য তোমার নাম গোপাল। অথবা গো শব্দে অসামান্য বিভূতি, তুমি তদ্দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পালন করিয়া থাক, এইজন্য তোমার নাম গোপাল। ভগবান্ গোপাল আমার সহায় হউন। মুচ ধাতুর অর্থ মুক্তি এবং দ শব্দে দাতা। তুমি মুক্তিদান কর বলিয়া,তোমার নাম মুকুন্দ হইয়াছে। ভগবান্ মুকুন্দ আমার সহায় হউন। হে গুরো! হে সচ্চিদানন্দ! বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ কর্ম্মজ ধাতু দ্বারাই প্রাণিগণের প্রাণধারণ হইয়া থাকে। এই ধাতুত্রয়ের অভাব হইলেই, শরীরে ক্ষয়দশার আবির্ভাব হয়। তুমি ঐ ধাতুত্রয়রূপে সকল শরীরেই অবস্থিতি করিতেছ, এইজন্য আয়ুর্ব্বেদে তোমাকে ত্রিধাতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। ভগবান্ ত্রিধাতু আমারে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। সকল লোকের আধার ও আশ্রয় ভগবান্ ধর্ম্ম বৃষনামে বিখ্যাত, তুমি সেই ধর্ম্মস্বরূপ, এইজন্য তোমার নাম বৃষ। আর কপি শব্দে মহাবরাহ, তুমি মহাবরাহরূপে আবির্ভূত হইয়া,পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছ,এইজন্য তোমার নাম বৃষাকপি হইয়াছে। ভগবান্ বৃষাকপি আমারে রক্ষা করুন। হে আদি! হে অনাদি! হে ঈশ! হে অনীশ! তোমার একবারমাত্র নিমেষেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া, ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্ব নিঃশেষিত করে। এইজন্য তুমি চক্ষুর নিমেষ না ফেলিয়া, সর্ব্বদা জাগরূক নয়নে চরাচর বিশ্ব অবলোকন করিতেছ। তন্নিবন্ধন তোমার নাম অনিমিষ হইয়াছে। ভগবান্ অনিমিষ আমায় রক্ষা করুন। হে ভূমন্! যোগিগণ তোমাতে রমণ অর্থাৎ তোমার পরমপূর্ণানন্দময় বিচিত্রস্বরূপ অনুভব করিয়া, সর্ব্বদা বিচিত্র আনন্দ সম্ভোগ করেন, এইজন্য তোমার নাম রাম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। অথবা, রমা শব্দে লক্ষ্মী। তুমি সেই লক্ষ্মীরও রমণস্থান, এইজন্য রাম নামে পরিগণিত হইয়াছ। অথবা, তুমি আপনার অভিরাম গুণগ্রাম দ্বারা সংসারধাম আনন্দের আরাম করিয়া থাক, এইজন্য তোমার নাম রাম। ভগবান্ রাম আমায় রক্ষা করুন। হে মুকুন্দ! তুমি সর্ব্বদা লক্ষ্মীসম্পন্ন, এইজন্য লক্ষ্মণ, সর্ব্বদা সকলের ভরণ কর, এইজন্য ভরত এবং সর্ব্বদা সকলের শত্রু সংহার কর, এইজন্য শত্রুঘ্ন; এইরূপে তুমি রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন এই চতুর্ব্যূহে অবচ্ছিন্ন হইয়া সংসার পালন করিতেছ। তোমার ঐ চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তি আমার সহায় হউন। হে অজ! দশরথ শব্দে আত্মা। তুমি সেই আত্মায় বিহার কর, এইজন্য দাশরথি নামে বিখ্যাত হইয়াছ। তোমার ঐ দাশরথিস্বরূপ আমার সহায় হউন। সংসারে কেহই তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত অবগত নহে। এইজন্য তোমার নাম অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত হইয়াছে। তোমার এই অনন্তস্বরূপ আমার সহায় হউন। সকলে তোমায় চিন্তা করে, এইজন্য তোমার নাম চিন্তাময়; সকলে তোমার উদ্দেশে তপস্যা করে, এইজন্য তপোময়; সকলের মন অর্থাৎ বুদ্ধি তোমা হইতে প্রণোদিত

হইয়াছে, এইজন্য মনোময় এবং তুমি সংসারস্থিতি-বিধান জন্য ধর্ম্ম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, এইজন্য তোমার নাম ধর্ম্মময়। এইরূপ, তুমি সকলের দুঃখের শান্তি করিয়া রক্ষা জন্য পৃথিবীতে নিজধাম গোলোক হইতে দয়া প্রেরণ করিয়াছ, এইজন্য তোমার নাম দয়াময় হইয়াছে। তোমার ইচ্ছাতেই সমস্ত বিধান সম্পন্ন হইতেছে, এই কারণে তোমার নাম ইচ্ছাময়। তুমি লীলাবশে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজমান হইতেছ, তন্নিবন্ধন তোমাকে লোকে লীলাময় বলিয়া পূজা করে। তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাক, এই কারণে সকলের আদি এবং সৃষ্টির পরেও বর্ত্তমান থাক, এই কারণে অন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছ। লোকে তোমার উদ্দেশে যজ্ঞপরম্পরা বিস্তৃত করে এবং বিবিধ ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে তোমার নাম যজ্ঞময় ও ক্রিয়াময় হইয়াছে। তুমি সমস্ত লোকে এবং সমস্ত লোক তোমাতে অধিষ্ঠিত, এই কারণে তোমার নাম লোকময়। বেদশব্দে পরমবিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান তোমা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন তোমার নাম বেদময়। জ্ঞান, ব্রহ্ম ও সত্য তোমার স্বরূপ, এইজন্য তুমি জ্ঞানময়, ব্রহ্মময় ও সত্যময় নামে বিখ্যাত। সমস্ত দেবতা তোমাতে অধিষ্ঠান করেন, তন্নিবন্ধন তোমার নাম দেবময় হইয়াছে।”

ইত্যাগ্নেয়মহাপুরাণে আদিমূর্ত্তিপূজাদিবিধিকথননামক

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেব স্বয়ং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বাসুদেবের স্তব ও উপাসনা করিয়াছিলেন ;—

হে আদিদেব! তুমি সূর্য্য ও চন্দ্ররূপ বিশাল লোচন বিস্তার করিয়া, চরাচর বিশ্বের তদাদি-তদন্ত সর্ব্বদা দর্শন করিতেছ। সুতরাং কেহ গোপনে পাপ করিতে পারে না। আবার, তুমি অন্তরে অন্তরাত্মারূপে দিবারাত্র বিহার করিতেছ ; সুতরাং মনে মনেও পাপ করা কাহারো সাধ্য নহে। আমি তোমায় নমস্কার করি। হে অনন্ত! উপরে ঐ অনন্ত বিস্তৃত অসীম আকাশ এবং নিম্নে এই অপার বিশাল অসীম জলধি দর্শন করিয়া যাহারা তোমার অনন্ত-স্বরূপের কিছুমাত্রও অনুধাবন করিতে সমর্থ, আমি তাহাদিগকেও নমস্কার করি। ঐ পর্ব্বত-প্রমাণ প্রকাণ্ড হস্তী, অথবা এই অণুপ্রমাণ সামান্য কীট, এই উভয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তোমার অসীম দৃষ্টিকৌশল যাহাদের হৃদয়কে তোমার পথে আনয়ন করিতে না পারে, তাহারা কি মূঢ়, বিভো! প্রাণ ও চেতনা তোমা হইতে আসিয়াছে। এই জগৎপ্রাণ সমীরণ সেই প্রাণ বহন করিয়া, লোকের শরীরে শরীরে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছ। এ কথা যাহারা ভাবিতে না পারে, তাহারাও কি জ্ঞান-শূন্য! তাহাদের জীবন কি বিড়ম্বনাময়! হে মহা-রুদ্র! প্রেম তোমার মনোহর বিচিত্র ভাব। স্বর্গের উপরে উহার অধিষ্ঠান। এই প্রেম ধরাতলে অবতরণপূর্ব্বক পিতার হৃদয়ে মমতা, জননীর হৃদয়ে স্নেহ, বন্ধুর হৃদয়ে সদ্ভাব, দম্পতির হৃদয়ে প্রণয়, ভ্রাতা ও ভগিনীর হৃদয়ে প্রীতি এবং পুত্রের হৃদয়ে

ভক্তি ও শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিবিধ রূপে তোমার আজ্ঞায় বিভক্ত ও সন্নিহিত হইয়া, তোমার এই অনন্ত রাজ্য প্রতিপালন করিতেছে। আমি তোমায় নমস্কার করি। হে অনাদে! আমি যখন দেখিতে পাই, পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীরা নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হইলেও, কখন সন্তানস্নেহ বিস্মৃত বা দাম্পত্য-বন্ধন-লিপ্সাপরিবর্জ্জিত হয় না, তখনই তোমার দুরন্ত মায়া বুঝিতে পারিয়া আমি অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকি। ঐ মায়াই এই সংসার-রূপে বিস্তৃত হইয়া আছে। ঐ মায়াবলেই বিমোহিত ও হতজ্ঞান হইয়া, লোকে কেহ আপনাকে প্রভু, কেহ শাস্তা, কেহ রাজা ও কেহ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া মনে করে। কিন্তু তোমার প্রেমের রাজ্যে ও শান্তির অধিকারে এরূপ বিধান নাই। তুমি সকলকে সমান ভাবিয়া, আপনার শান্তির ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া থাক। এইজন্য তোমার নাম মায়াতীত মহেশ্বর হইয়াছে। তুমি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ও আমাদের সকলের ঈশ্বর। সংসারে এমন কে আছে যে, ভূমি, অন্ন ও প্রাণ তিনই দান করিতে পারেন? কিন্তু তুমি নিজের প্রাণে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া, সর্ব্বদা ভূমি ও অন্ন দান করিয়া, আমাদের রক্ষা করিতেছ। অথবা তুমিই ভূমি, তুমিই অন্ন এবং তুমিই প্রাণ। তোমা ভিন্ন এই তিন কিছুই নহে, অথবা কিছু হইলেও তোমা ভিন্ন থাকিতে পারে না। তোমার কি অপার অসীম ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দেখ, তুমি অগ্রে ভূমি, পরে অন্ন ও তদনন্তর প্রাণ বিধান করিয়া, আমাদের সকলের সৃষ্টি করিয়া থাক। সন্তান কবে ভূমিষ্ঠ হইবে, কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বেই জননীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহারা এই সকল বুঝিতে না পারে অথবা বুঝিবার চেষ্টা না করে, তাহারা কি মনুষ্য-পদের বাচ্য? অথবা তাহারা দেবতা হইলেও, কি দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য? কখনই নহে।

হে আত্মানন্দ সর্ব্বতোভদ্র মহাপুরুষ! যে অশরীরী মহান্ ভূত ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সকল কাল ব্যাপিয়া, আকাশ পাতাল স্বর্গ সকল স্থান ব্যাপিয়া এবং দেবতা মনুষ্য তির্য্যক্ সকল পাত্র ব্যাপিয়া, অবস্থান করিতেছেন; তুমিই সেই পরম অদ্ভুত মহাভূত। আবার, যে অশরীরী মহাভূত স্বীয় অননুভাব্য স্বরূপে অনায়াসেই ঐ অনন্ত বিস্তৃত অপার আকাশের প্রত্যেক স্থল ব্যাপিয়া, এই অকূল অসীম জলনিধির প্রত্যেক অংশ ব্যাপিয়া, ঐ অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের তদাদি-তদন্ত সমস্ত ব্যাপিয়া এবং তুমি, আমি, ঐ, এই, ইহা, যে, সে, ইত্যাদি সকলেরই অন্তর্বাহ্য সমস্ত অংশ ওতপ্রোত ব্যাপিয়া, সৃষ্টির আদি ও অবসান সকল অবস্থায় বিরাজমান হয়েন; তুমিই সেই অশরীরী মহাভূত। হে মহাভূত! তোমার আকার নাই; কিন্তু অপরিভাব্য দুরবগাহ আকাশ তোমার আকার। তোমার রূপ নাই; কিন্তু এই অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ তোমার রূপ। তোমার বর্ণ নাই; কিন্তু প্রজ্বলিত বহ্নি তোমার বর্ণ। যাহারা এই রহস্য অবগত আছে, তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানযোগী মহাপুরুষ। আমি সেই সকল মহাপুরুষকে নমস্কার করি।

হে বিভো! তোমার শান্তির রাজ্য হইতে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ঐ যে বায়ুরূপে নিশ্বাস আসিয়া জীবের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, উহা কি শীতল, সুখসেব্য ও স্বাস্থ্যময়! হে অমৃত! ঐ যে উদীয়মান ভাস্কর হইতে মৃদু মৃদু কিরণবিন্দু

বিনিঃসৃত হইতেছে, ও সকল সাক্ষাৎ তোমার করুণাবিন্দু। উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। রজনীর সমাগমে সংসারের যে অবসাদ ও জাড্য উপস্থিত হয়, ঐ কিরণবিন্দুর সংস্পর্শে তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। আহা! প্রভাতকালীন সমীরণ কি অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত পদার্থ! উহাতে তুমি সাক্ষাৎ অমৃতরাশি নিহিত রাখিয়াছ। সেইজন্য উহার স্পর্শমাত্রেও লোকের অবসাদজাড্য নিরাকৃত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা তোমার করুণার অপারতা কি আছে? আমি তোমায় বার বার নমস্কার করি। হে অনন্ত! তুমি নিজেই বীজ আধান করিয়া, নিজেই প্রসব কর, এইজন্য তুমিই পিতা ও তুমিই মাতা। আবার, তোমা অপেক্ষা প্রাণের বন্ধুও কেহ নাই। কেন না, তুমি বিপদ সম্পদ সকল অবস্থাতেই আমাদের সহায় হইয়া, যথাবিধানে তত্ত্বাবধারণ কর। সংসারের বন্ধুমাত্রেই প্রায় সম্পদের, বিপদের নহে। কিন্তু তুমি বিপদের পরমবন্ধু বলিয়া বিখ্যাত। যাহার কেহ নাই, তুমি তাহার সর্ব্বস্ব। আমি তোমায় নমস্কার করি।

হে ঈড্য! তুমি অনল কি অনিল, সুধা কি বিষ, হর্ষ কি বিষাদ, গুণ কি অগুণ, বস্তু কি অবস্তু, আলোক কি অন্ধকার, প্রাণ কি মৃত্যু, সম্পদ্ কি বিপদ্, তেজ কি মৃদুতা, ইহা কেহ জানে না বা বলিতে পারে না। অথবা, তুমি আছ কি নাই, শূন্য কি পূর্ণ, সদ্ভাব কি অভাব, স্বভাব কি বিকার, ইহাও কেহ জানে না বা বলিতে পারে না। তথাপি, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ভোগী, কি রোগী, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি কামী, কি নিষ্কামী, কি প্রভু, কি ভৃত্য, কি নীচ, কি উচ্চ, কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, কি রাজা, কি প্রজা, ফলতঃ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল সমস্ত সংসার তোমাকে পাইবার জন্য ঐকান্তিক উৎসুকতা ও নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে; তজ্জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও পরিহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহা অপেক্ষা তোমার অপার মহিমা কি আছে? কেহ বলে, সংসারে পুত্র অপেক্ষা পরম সুখ আর নাই; কেহ বলে সম্পদ অপেক্ষা প্রার্থনীয় আর নাই; কেহ বলে প্রভুতা অপেক্ষা প্রীতির বিষয় আর নাই। কিন্তু আমি বলি, তোমা অপেক্ষা পরম সুখ, পরম বাঞ্ছিত ও পরম প্রীতির বিষয় কেহই নহে। কেন না, পুত্র যদি পরম সুখ হইত, তাহা হইলে যাহার পুত্র হইয়াছে, সে ব্যক্তিও কি হেতু তোমাকে পাইবার জন্য উৎসুক হইবে? ঐ দেখ, লোকে পিতাপুত্রে একত্র হইয়া তোমার উপাসনা করিতেছে। এই রূপে, যে ব্যক্তি অতুল সম্পদের অধিকারী ও অসীম বিষয়ের প্রভু, সেও আপনার পরম অভীষ্ট সম্পদ্ ও পরম অভীষ্ট বিষয় ত্যাগ করিয়া, তোমার উপাসনা করিয়া থাকে। হে আনন্দ! হে অভয়! পতি অপেক্ষা পত্নীর প্রিয়তম এবং পত্নী অপেক্ষা পতির প্রিয়তমা কে আছে? কিন্তু তাহারা উভয়ে একত্র হইয়া পরম প্রিয়তম বোধে এক মনে তোমাকে পাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে। অথবা, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয়। সেইজন্য, পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, জ্ঞাতিবান্ধব, সকল আত্মীয়ে একত্র সমবেত হইয়া, সমভাবে তোমার প্রাপ্তিকামনায় পরমপ্রয়াসবান্ হয়। আবার, সংসারে সকলে সকলের আত্মীয় হইতে পারে না; বিশেষতঃ আমি যাহারে আত্মীয় বোধ করি, আমার বিপক্ষ হয় ত তাহারে সেই কারণে অগ্রাহ্য করিয়া

থাকে। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সকলের সমভাব ও সমান পক্ষপাত। কেন না, তুমি সকলেরই আত্মীয়, এবিষয়ে শত্রু মিত্র প্রভেদ নাই। শত্রু-মিত্র সকলেই তোমাকে পাইবার জন্য সমান যত্ন ও সমান আয়াস অবলম্বন করিয়া থাকে। আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি।

হে নিত্যজীব-নিত্যজ্ঞানপূর্ণ-পরমপিত! লোকে তোমারে জানিবার জন্য যতই যত্নশীল হয়, ততই তাহার জ্ঞানের পর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পর বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া,উন্নতির পর উন্নতি বিধান করে। সংসারে এবিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রতি-দিন প্রতিক্ষণে সহস্র সহস্র নিদর্শন জাজ্বল্যমান রূপে দর্শনগোচর হইয়া থাকে। পৃথিবীর পর স্বর্গ, স্বর্গের বৈকুণ্ঠ, আবার পৃথিবীতে মৃত্যু, স্বর্গে অমৃত ও বৈকুণ্ঠে অভয় আছে; এ সকল কাহার সৃষ্টি, কাহার আবিষ্কার ও কাহার বা গবেষণার ফল? লোকে তোমারে পাইবার জন্য পরম আগ্রহে চেষ্টা করিয়া, ক্রমে ক্রমে জ্ঞানবিজ্ঞানের সমুদয়ে ঐ সকল উত্তরোত্তর উন্নতি অধিকার করে। তুমিই তাহাদের পুরস্কার জন্য ঐ সকলের যথা-ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছ। অতএব তোমাকে বারংবার নমস্কার করি।

হে পূর্ণাতিপূর্ণ পরম মহান্! লোকে বলে, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ এবং জল, আকাশ ও ভূমি প্রভৃতি যেমন, ইহারাও তেমনি এক একটি বস্তু। কিন্তু একথা কখনই সত্য ও সঙ্গত নহে। কেন না, ইহারা সামান্য স্বতন্ত্র পদার্থ হইলে, প্রতিদিন কিরণমালা ও তেজঃপুঞ্জ বিকিরণ করিয়া, এতদিনে অন্যান্য সামান্য পদার্থের ন্যায় ইহাদের ক্ষয় হইয়া যাইত। কিন্তু যুগের পর যুগ অতীত হইয়া যাইতেছে এবং অব্দের পর অব্দ আসিতেছে; তথাপি ইহাদের ক্ষয় নাই। যাহারা পিতাপুত্রে শত বৎসর এই চন্দ্র ও এই সূর্য্য দেখিয়া এবং এই অগ্নি জ্বালিয়া, কোন্ কালে বা কোন্ যুগে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র, অধিক কি, সেই অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রেরও বংশাবলী আবার ঐরূপে একই চন্দ্র সূর্য্যের দর্শন ও একই অগ্নির সেবা করিতেছে, করিয়াছে ও করিবে, তথাপি ইহাদের ক্ষয় নাই; ইহার কারণ কি? (উত্তর), জ্যোতির জ্যোতি পরম জ্যোতি তোমার কলেবর হইতে যে বিমল বিচিত্র অদ্ভুত জ্যোতি নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্গত ও সমুদ্ভূত হইতেছে, তাহারই কিয়দংশ ঘনীভূত বা রাশীকৃত হইয়া, এই চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এইজন্য ইহাদের নির্ব্বাণ নাই। শুনিয়াছি, যখন প্রলয় উপস্থিত হইবে, তখন ইহারা সকল পদার্থের নির্ব্বাণ করিয়া, তোমার শরীরে আশ্রয় লইবে। আবার প্রলয়ের অবসানে তোমার ইচ্ছা ও আজ্ঞার সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া, এইরূপে সৃষ্টি রক্ষা করিবে। হে পরমপূর্ণ! এইরূপে তোমার জ্যোতিতে একাধারে সন্তাপন, দহন ও আপ্যায়ন পরস্পর-বিরুদ্ধ এই তিন ভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান ইহা অপেক্ষা তোমার মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য কি আছে? অতএব আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। তুমি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে ঐ জ্যোতিঃ প্রদর্শন কর।

হে সত্যপুরুষ! তুমি গহনে, গহ্বরে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে, রণে, বনে, জলে, অনলে, কুটীরে, প্রাসাদে, ভবনে, হৃদয়ে, আত্মায়, ফলতঃ সমস্ত বস্তুসমেত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ; একক্ষণও বিরহিত নহ।

এইরূপে, তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছ, বলিয়াই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে। যেমাত্র তোমার অধিষ্ঠানবিরহিত হইবে, সেইমাত্রই সমস্ত ঘূর্ণায়মান হইয়া, কোথায় লয় পাইবে, কে বলিতে পারে? তোমার ঐরূপ অধিষ্ঠানবিরহই প্রলয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দারুণ প্রলয় সময়ে তোমার এই কেলিগৃহ ব্রহ্মাণ্ডের রত্নপ্রদীপ স্বরূপ সূর্য্য,চন্দ্র ও অগ্নি যখন সহসা নির্ব্বাণ হইয়া, তোমাতে অন্তর্হিত হয়, তখন যে ঘোরতর গাঢ় নিবিড় অন্ধকার কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া সমস্ত আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য করে, তাহা কে বলিতে পারে? হে বিভো! তোমার স্বচ্ছ সুন্দর বিশ্ববিসারী নিত্য উচ্ছ্বসিত অনন্ত জ্যোতি ব্যতিরেকে ঐ অন্ধকার নিরাকরণের উপায়ান্তর নাই। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন এবং আচার্য্যেরাও শিষ্যকে উপদেশ করেন যে, রোগ, শোক, পরিতাপ, বধ, বন্ধন, বিসাদ, বিপন্নতা, অবসাদ, প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞান, ক্রোধ, মদ, অন্ধতা, আধি, আত্মগ্লানি, উন্মাদ, প্রলাপ, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য, অসূয়া, ঈর্ষ্যা দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, উৎসেক, অভিমান, ক্রোধ, অমর্ষ, মিথ্যা, নরক, লোভ, কাম, তৃষ্ণা, বিষয়,দুষ্টগ্রহ, দুর্দৈব, দুরদৃষ্ট ও মৃত্যু ইত্যাদি মৃত্যুগণ নামক উপদ্রব সমস্ত উল্লিখিত প্রলয় অন্ধকারের সাক্ষাৎ অংশ। সুতরাং তোমার প্রাণময় ও আত্মময় দিব্য জ্যোতির সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে ঐ সকল উপদ্রব বিনাশের কোনই সম্ভাবনা নাই। এইজন্য যোগিগণ সমস্তই ত্যাগ ও বৈরাগ্যযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সুদুষ্পার তমঃপারে গমন করিয়া, উল্লিখিত জ্যোতিঃসাধন ও শোকমোহাদির হস্ত অতিক্রম করেন।

হে ভক্তানন্দ! তোমায় স্মরণ করিলে, হৃদয় পবিত্র হয়; তোমায় মনে করিলে, আত্মা শীতল হয়; তোমায় কীর্ত্তন করিলে, শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং তোমার পরিচর্য্যা করিলে, চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধ হয়। আমি তোমায় নমস্কার করি। হে সর্ব্বলোকনমস্কৃত সনাতন ব্রহ্ম! তুমি আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বিপদের বিপদ, ভয়ের ভয় ও মৃত্যুর মৃত্যু। দেবগণ অমৃতের জন্য ও ঋষিগণ অভয়ের জন্য তোমার উপাসনা করেন। তুমি পরম আরাধ্য, পরম আশ্রয়, পরম গতি, পরম কারণ, পরম কর্ত্তা, পরম কার্য্য ও পরম পুরুষ। তোমাকে নমস্কার করি। হে আদ্য! এই সংসার তোমাকর্ত্তৃক তোমাকে আশ্রয় করিয়া তোমা দ্বারা তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া তোমাতেই অধিষ্ঠান করিতেছে এবং একমাত্র তোমারই আশ্রিত হইয়া জ্ঞানযোগের আবির্ভাবে সমস্তই তোমাকে প্রদান করে। অতএব তুমিই কর্ত্তা, তুমিই কর্ম্ম, তুমিই করণ, তুমিই অপাদান, তুমিই সম্প্রদান এবং তুমিই সম্বন্ধ ও তুমিই অধিকরণ। আবার, আমি তুমি সে ঐ ইহা এই যে সে ইত্যাদি সমস্তই তুমি। অতএব তুমিই সর্ব্বনাম। তোমা ভিন্ন সংসারে নামরূপ কিছুই নাই। অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হই।

হে পরমসত্য! মন যখন তোমার উপাসনায় গাঢ় সন্নিবিষ্ট হয় তখন প্রাণের ভিতর, হৃদয়ের ভিতর ও আত্মার ভিতর অজ্ঞাতসারে অমৃতের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই অমৃত দেবগণেরও দুর্লভ। যে ব্যক্তি একবারমাত্র এই অমৃতের আস্বাদ অনুভব করে, তাহার নিকট সংসারের আধিপত্য এমন কি ইন্দ্রত্বও অতি তুচ্ছ ও অতীব হেয় হইয়া থাকে। আবার স্বর্গের কথা কি, অপবর্গও তাহার সামান্য জ্ঞান

হয়। শত শত ব্যক্তি এই অমৃতের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া, জলে, অনলে,গহনে,কাননে, পর্ব্বতে,প্রান্তরে, একাকী বাস করিতেছে। সংসারের কোন সুখ, কোন প্রীতি, কোন আমোদ ও কোন আহ্লাদই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না এবং স্বর্গের অমৃতও তাহাদিগকে প্রলোভিত করিতে সমর্থ হয় না। পাপে তাপে জীর্ণ শীর্ণ ও নিতান্ত সন্তাপসম্পন্ন হত আত্মার শান্তি ও পুষ্টি বিধান পূর্ব্বক তাহাকে তোমার আশ্রয়চ্ছায়ায় উপস্থিত করিয়া, যাবৎ-কাল নির্ব্বাণসুখ প্রদান করিবার জন্য ঐ অমৃতের সৃষ্টি হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ অমৃতের অধিকারী, দেবগণও তাহার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকেন। তাহার স্থান নিত্য আনন্দে, নিত্য সম্পদে ও নিত্য পূর্ণ বিরামে। তাহারই নাম প্রকৃত আত্মারাম। হে আত্মন্! সে ব্যক্তি আত্মার বিমল দর্পণে তোমার সর্ব্বভুবনলোভন, সর্ব্বকালসুখসাধন ও সর্ব্বলোকবিমোহন, পরম রমণীয়, পরমানন্দময় ও পরম পবিত্র বিচিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পদে পদেই যে সুখ, যে শান্তি ও যে তৃপ্তি অনুভব করে, সেই সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি আপনিই আপনার তুলনা; সামান্য সংসারের সামান্য সুখাদি কিরূপে তাহাদের তুলনা হইবে? নাথ! তোমারে নমস্কার।

হে পূজ্যাতিপূজ্য! শুনিয়াছি,তুমি স্বীয় বিরাট মস্তকে ঐ অনন্ত বিস্তৃত বিপুল আকাশ ধারণ করিতেছ। সেইজন্য উহার পতন নাই; সেই জন্য উহা নিরবলম্ব শূন্যে শূন্যেই অবস্থিতি করিতেছে। যুগের পর যুগ, প্রলয়ের পর প্রলয়, কল্পের পর কল্প অতিবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তথাপি উহার পতন হয় নাই, হইতেছে না ও হইবেও না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টির স্থিতিসাধন পদার্থ সকলের অনায়াসে সুখসচ্ছন্দে ও পরস্পরের অবিরোধে গতিবিধি হইবে, এই আশয়েই তুমি ঐ আকাশের রচনা করিয়াছ। উহা তোমার বিরাট রূপের ঐকদেশিক আভাস মাত্র। এই জন্য তোমাকে মহাকাশ শব্দে নির্দ্দেশ করে। হে মহাকাশ! ঐ আকাশ কি বিস্তৃত! অপার সমুদ্র সহিত অসীম পৃথিবীও স্বয়ং উহার পরিচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বভুবনপ্রকাশক চন্দ্র ও সূর্য্যও অণুবৎ উহার একদেশে অবস্থিতি করিতেছে, যেন বহ্বায়ত প্রাসাদের এক কোণে নির্ব্বাণোন্মুখ একটী ক্ষুদ্র দীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। যাহারা এই আকাশ পরিদর্শন করিয়াও, তোমার মহাকাশস্বরূপের পরিচয় করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদের জীবন কি বিড়ম্বিত! আমি যেন ঐ সকল জীবাধমকে চিরকালই ঘৃণা করিতে শিখি। তোমায় নমস্কার।

হে বিরাট! চন্দ্র তোমার সুস্নিগ্ধ মুখজ্যোতিঃ, সূর্য্য তোমার দৃষ্টি, অগ্নি তোমার তেজ ও বায়ু তোমার নিশ্বাসের সূক্ষ্মাংশ এবং পুষ্প সকলের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য তোমার প্রসন্নতার আংশিক অবতার। চন্দ্র ও সূর্য্যের রশ্মিতে রস সঞ্চার করিয়া, তুমি প্রতিদিনের অন্ন সংস্থান করিয়া রাখিয়াছ; তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার চিরকালই পূর্ণ; যুগের পর যুগ অতীত হইতেছে এবং তৎসহকারে কোটি কোটির পর কোটি কোটি অন্নাহারী জন্মিতেছে, তথাপি ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। সমস্ত সংসার একত্র হইয়া শত হস্তেও ব্যয় করিলে ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার তোমার শরণাপন্ন হই।

ইত্যাগ্নেয়মহাপুরাণেপুরুষোত্তমবিধিনাম ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা আপনার ও অন্যের মার্জ্জননাম্নী রক্ষাবিধি বর্ণন করিব। ঐরূপ রক্ষা-বলে মনুষ্যের সকল দুঃখ দূর ও সুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

'ওঁ পরমার্থ পুরুষকে নমস্কার। তিনি মহাত্মা, পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী, অরূপ ও বহুরূপ। সেই নিষ্কাম ও শুদ্ধস্বরূপ ধ্যানযোগরত পুরুষকে নমস্কার করিয়া, যাহা বলিব, তাহা সিদ্ধ হউক।'

'তিনি বরাহ, তিনি নৃসিংহ, তিনি বামন, তিনি মহামুনি,তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যাহা বলিব,তাহা সিদ্ধ হউক।'

'তিনি ত্রিবিক্রম, তিনি রাম, তিনি বৈকুণ্ঠ, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, যাহা বলিব, তাহা সিদ্ধ হউক।'

'হে বরাহ! হে নরসিংহেশ! হে বামনেশ! হে ত্রিবিক্রম! হে হয়গ্রীবেশ! হে সর্ব্বেশ! হে হৃষীকেশ! অশুভ বিনাশ কর এবং চক্রাদি অখণ্ডিত-প্রভাব-সম্পন্ন অপরাজিত আয়ুধচতুষ্টয় দ্বারা সমুদায় দুষ্ট হরণ কর। হে মহাবিষ্ণো! অমুকের ও আমার সমস্ত দুরিত বিনাশ ও সর্ব্ব-প্রকার কল্যাণ বিধান কর এবং পাপ করিলে মৃত্যু, বন্ধন, আর্ত্তি ও ভয় ইত্যাদি রূপ যে বিষম ফল ভোগ করিতে হয়, তাহাও বিনাশ কর। পরের অনিষ্ট করিবার আশয়ে যে অভিচার প্রয়োজিত হয় এবং সংক্রামক-ব্যাধি-গ্রস্ত পুরুষের সহবাসনিবন্ধন যে মহারোগ প্রাদুর্ভূত হয়, জরা-প্রভাবে তৎসমস্ত জর্জ্জরিত কর।

'ওঁ বাসুদেবকে নমস্কার। কৃষ্ণ ও খড়্গীকে নমস্কার, পদ্মপলাশলোচন ও কেশবকে নমস্কার এবং আদিচক্রী ও আদিমহাত্মাকে নমস্কার। যিনি পদ্মপরাগপ্রতিম পীতবর্ণ নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করেন, যিনি দুর্নিবার সুদর্শন চক্র ধারণ করেন এবং যিনি হৃদয়স্থিত মহার্ঘ মণির সমুজ্জ্বল প্রতিভায় সমস্ত অন্ধকার হরেন, তাঁহাকে নমস্কার। যাঁহার প্রসাদে অমৃত ও ক্রোধে মৃত্যু, যাঁহার হাস্যে অভয় ও ভ্রূকুটিতে মহাভয়, যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, মেঘ বর্ষিতেছে, সূর্য্য চলিতেছে, চন্দ্র উদিতেছে এবং নদ নদী প্রবাহিত ও পর্ব্বতাদি অবিচলিত রহিয়াছে; তাঁহাকে নমস্কার। তিনি বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সুবিশাল দশনাগ্রে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং অদ্যাপি তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছেন। তাহাতেই পৃথিবী রসাতলগামিনী হইতেছেন না এবং তাহাতেই পৃথিবী সর্ব্বংসহ হইয়া, বিবিধ জীবের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন। তিনি বেদময়, আত্মময় ও মনোময়; তাঁহাকে নমস্কার। তিনি মহাযজ্ঞবরাহ ও শেষনাগপর্য্যঙ্কে কারণসলিলে শয়ন করিয়া, যোগনিদ্রা অনুভব করেন। তাঁহার ক্ষয় নাই, জরা নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই। তিনি নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত ও নিত্য সত্য মহাপুরুষ। তাঁহাকে নমস্কার।

ওঁ কারণশরীরীকে নমস্কার। তিনি আমাদের সকলের বিধাতা ও পরম পিতামাতা। তিনি ভূর্ভুবঃ সমস্ত প্রসব করিয়াছেন। তাঁহার তেজঃ পরম বরণীয়। তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন এবং মনের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিধান করিয়া, আমাদিগকে সংসারের উপযোগী করিয়াছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ তাঁহারই বিহিত ও প্রয়োজিত।

স্বর্গ তাঁহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দেবগণ সেই ভূমাপুরুষের প্রসাদবলে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া,উল্লিখিত দিব্য প্রাসাদে বাস করিতেছেন। নন্দনকানন, কামধেনু, অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত ও লক্ষ্মী এ সকল তাঁহার সাক্ষাৎ প্রসাদস্বরূপ দেবগণের চিরভোগ্য হইয়াছে; তাঁহাকে নমস্কার।

হে দিব্যসিংহ! তোমার কেশাগ্র তপ্তকাঞ্চনদ্যুতিবিশিষ্ট, লোচনযুগল প্রজ্বলিত পাবকপ্রতিম, নখরসমুদায় বজ্রাধিকখরস্পর্শ, গর্জ্জন প্রলয়কালীন শত-সংবর্ত্তক জলদধ্বনি সদৃশ এবং তোমার বিক্রমের পার নাই, পরাক্রমের সীমা নাই, তেজের উপমা নাই ও বলের ইয়ত্তা নাই। তোমার দংষ্ট্রা সকল কৃতান্তের হেতি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ এবং জিহ্বা সাক্ষাৎ মৃত্যুর জিহ্বা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ও প্রলয়কালীন সর্ব্বসংহর পাবকশিখা অপেক্ষাও ভীষণ; তোমাকে বারংবার নমস্কার করি।

হে কশ্যপহৃদয়ানন্দ বামনদেব! তুমি অতীব ক্ষুদ্রদেহে বলিযজ্ঞে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়াছিলে। আহা, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল একত্র হইয়াও তোমার সেই ক্ষুদ্রদেহের পর্য্যাপ্ত হয় নাই! তুমি অনায়াসেই নদ, হ্রদ, সাগর, পর্ব্বত, দ্বীপ, কানন, গ্রাম, নগর, রাজ্য ও জনপদ সমস্ত আচ্ছন্ন ও ব্যাপ্ত করিয়া ঐ ক্ষুদ্রদেহের মহান্ মহিমা প্রদর্শন করিয়াছিলে। তাহাতে কি দেব, কি দানব, কি ঋষি, কি মহর্ষি, কি পিশাচ, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগ,কি যক্ষ, কি উরগ, কি পতগ, কি কিন্নর, কি অপ্সর সকলেই মোহিত হইয়াছিল। হে অতিহ্রস্ব! ঋক্ যজু ও সাম এই বেদত্রয় তোমার ভূষণ, তোমাকে নমস্কার।

তুমি স্বয়ংই স্বর্গের পর স্বর্গ বৈকুণ্ঠের পর বৈকুণ্ঠ এবং গোলোকের পর গোলোক। তোমা ভিন্ন অন্য স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বা স্বতন্ত্র গোলোক নাই। যাঁহারা তোমার সত্ত্বময় সিংহাসনের সান্নিধ্যে বিচরণ করেন, তাঁহারাই দেবতা। তদ্ভিন্ন আর কেহই দেবপদের বাচ্য হইতে পারে না; যিনি ঐরূপ দেবগণের প্রভু, তাঁহাকেই ইন্দ্র কহে। সুতরাং চণ্ডালও তোমার সান্নিধ্যরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে দেবশব্দে বাচ্য হয়; তাহাতে আর সন্দেহ কি? তোমাকে নমস্কার।

হে বরাহ! তোমার দংষ্ট্রা অতি বিশাল তীক্ষ্ণ ভয়াবহ ও শান্তিময়। তুমি তদ্দ্বারা আমার অশেষ কলুষ নাশ, সমস্ত দোষ বিনাশ ও সমুদায় পাপফল মর্দ্দন কর—মর্দ্দন কর—মর্দ্দন কর—মর্দ্দন কর।

হে নরসিংহ! তোমার বদন অতি ভয়াবহ; দশনপ্রান্ত প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম; কেশরচ্ছটা বিদ্যুদ্ঘটার ন্যায় ঘোরায়িত এবং তোমার চীৎকার রোদোরন্ধ্র বিদারণ করিতে সমর্থ। তুমি সেই ঘোর গভীর চীৎকারধ্বনি দ্বারা আমার ও ইহার দুষ্ট সকল ভগ্ন কর, ভগ্ন কর।

হে বামনরূপধারী জনার্দ্দন! ঋক্ যজু ও সামগর্ভ বাক্যপরম্পরা দ্বারা সমস্ত দুঃখ শান্তি কর। হে গোবিন্দ! ঐহিক জ্বর, দ্ব্যহিক জ্বর, ত্রিদিবসজ্বর, চাতুর্থক জ্বর, সতত জ্বর, দোষজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, আগন্তুক জ্বর এবং অন্যান্য জ্বর আশু শান্তি কর এবং সমস্ত বেদনা ছেদন কর ছেদন কর। হে চক্রধর! হে পুরুষোত্তম! হে গদাধর! হে বিষ্ণো! নেত্রদুঃখ, শিরোদুঃখ, উদরজনিত দুঃখ, অন্তঃশ্বাস, অতিশ্বাস, পরিতাপ, বেপথু, গুহ্যরোগ, ঘ্রাণরোগ, অঙ্ঘ্রিরোগ, কুষ্ঠরোগ, ক্ষয়রোগ, কামলাদি রোগ, অতি দারুণ প্রমেহরোগ, ভগন্দর, অতিসার, মুখরোগ, অশ্মরী মূত্র-

কৃচ্ছ্র এবং অন্যান্য দারুণ রোগ সকল বিনাশ কর বিনাশ কর। বায়ু হইতে পিত্ত হইতে, কফ হইতে এবং সন্নিপাত অর্থাৎ এই তিনের পরস্পর মিলন হইতে যে সমস্ত রোগ সমুদ্ভূত হয়, সেই সকল রোগ, আগন্তুক রোগ ও বিস্ফোট প্রভৃতি রোগ সমুদায় বাসুদেব কর্তৃক অপমার্জ্জিত হইয়া একবারেই দূরীভূত এবং বিষ্ণুর নামোচ্চারণমাত্রে ও তদীয় চক্রের আঘাতে নিঃশেষে ক্ষয় ও লয় প্রাপ্ত হউক। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, অচ্যুত, অনন্ত ও গোবিন্দের নামোচ্চারণমাত্রে ভীত হইয়া, ঐ সকল রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমি জনার্দ্দনের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। তিনি স্থাবর বিষ, জঙ্গম বিষ, কৃত্রিম বিষ, দন্তোদ্ভব বিষ, নখোদ্ভববিষ, আকাশপ্রভব বিষ, লূতাদিসমুদ্ভূত বিষ ও অন্যান্য ক্লেশজনক বিষ সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করুন। দেবগণ তাঁহার প্রসাদে অমৃত ভোগ করেন। আমার ও আমার প্রতিবেশী মাত্রের সেই অমৃত ভোগ হউক এবং সকল ভয়, সকল রোগ, সকল তাপ ও সকল দুঃখ নিঃশেষে দূর হউক। কেন না, আমি বারংবার তাঁহার নামোচ্চারণ করিতেছি। সেই বালক বিষ্ণুর চরিত কথা গ্রহ, প্রেতগ্রহ, ডাকিনীগ্রহ, বেতাল, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, শকুনী ও পূতনাদিগ্রহ, বৈনায়কগ্রহ, মুখমণ্ডী, ক্রূর রেবতী, বৃদ্ধা রেবতী, বৃদ্ধকনামক গ্রহ ও অত্যুগ্র মাতৃগ্রহ সমুদায় বিনাশ করুক। নৃসিংহের দৃষ্টিমাত্রেই বৃদ্ধ বালক ও যুবা গ্রহমাত্রেই দগ্ধ হউক। জগতের কল্যাণকর মহাবল করালাস্য ভগবান্ নরসিংহ সর্ব্বদাই গ্রহ সকল নিঃশেষিত করুন। হে মহাসিংহ হে নরসিংহ! তোমার মুখমণ্ডল অগ্নিশিখারাশির ন্যায় উজ্জ্বল। এবং তুমি সকলের ঈশ্বর। গ্রহ সকল ভক্ষণ কর, ভক্ষণ কর। হে অগ্নিলোচন, তোমার নাম কীর্ত্তনমাত্রেই আমাদের সকলের গ্রহ সকল নিঃশেষিত হউক। তুমি যে রূপে নখর প্রহার পুরঃসর অসুরবরের হৃদয়কন্দর বিদারিত করিয়াছিলে, সেইরূপে সমস্ত গ্রহ বিনাশ কর বিনাশ কর।

পরমাত্মা বিশ্বাত্মা জনার্দ্দন রোগ সকল, মহোৎপাৎ সকল, মহাগ্রহ সকল, ক্রূর ভূত সকল, দারুণ গ্রহপীড়া সকল ও শস্ত্রক্ষত দোষ সকল সমূলে উন্মূলিত করুন। তিনি অমৃতের আকার, অভয়ের আধার, পরম কল্যাণের হেতু, আত্মপ্রসাদের নিধান ও সমুদায় সুখের বিধাতা। তাহা হইতে সকল-ভুবন-প্রকাশক জ্যোতি আসিয়াছে, সকল-দুঃখ-বিনাশক দয়া আসিয়াছে, সকল-ভয়-নিরাসক বৈরাগ্য আসিয়াছে এবং সকল বিরামবিধায়ক শান্তি আসিয়াছে। এই সকল আছে বলিয়াই সংসার আজিও রহিয়াছে। যদি তিনি প্রাণরূপে, আনন্দরূপে, চেতনারূপে, জ্ঞানরূপে, ধর্ম্ম ও সত্যরূপে এবং শান্তি ও ন্যায়রূপে বিশ্বজগতে না থাকিতেন, তাহা হইলে, কেই বা বাঁচিত, কেই বা থাকিত, কেই বা আনন্দ বোধ করিত এবং কেই বা সুখের বার্ত্তা অবগত হইত। তাঁহার আজ্ঞায় স্বর্গে যেমন অমৃত গৃহে গৃহে বিচরণ করে, ইহলোকে মৃত্যু তেমনি তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। তিনি আমাদের সকলের সেই মৃত্যু নাশ করিয়া অমৃতবিধান করুন।

হে দেববর! হে অচ্যুত! হে বাসুদেব! তুমি জ্বালামালাতিভীষণ সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিয়া, সকল দুষ্ট শান্তি কর। হে সুদর্শন! তোমার শিখা অতি বিশাল, রব অতি প্রচণ্ড এবং

তোমাকে দেখিলে নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হয়। তুমি তমোগুণের অবতার হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির-স্বরূপ দৈত্য ও দানবমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইয়া, তাহাদের সমূল ধ্বংস করিয়াছিলে। তুমি বাসুদেবের সাক্ষাৎ শান্তিময় ক্রোধ। এই ক্রোধে যুগপৎ মৃত্যু ও জীবন বাস করিতেছে। তুমি ঐ মৃত্যু রূপে সমস্ত দুষ্টবিনাশ কর, বিনাশ কর। তোমার প্রভাবে রাক্ষস সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হউক।

বিশ্বাত্মা নৃসিংহ গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিকেই রক্ষা করুন। তাঁহার ঐ ঘোর গর্জ্জনে সকল দিক্ পূর্ণ হইয়া থাকে এবং ভূত, বেতাল, পিশাচ, ডাকিনী ও শঙ্খিনী প্রভৃতি সেই গর্জ্জন শ্রবণে দূরে পলায়ন করে। শুনিয়াছি নৃসিংহের চীৎকারশব্দে অণ্ডকটাহ বিদীর্ণপ্রায় হইয়াছিল; ইন্দ্রাদি দেবগণের হৃদয়কম্প উপস্থিত হইয়াছিল; সুগভীর পাতালরন্ধ্র প্রপূরিত হওয়াতে সমস্ত নাগলোক বহুবার বিচলিত হইয়াছিল; স্বয়ং শেষনাগ অনন্তের মস্তক ঘূর্ণায়মান হইয়া, পৃথিবী স্খলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; সাগর সকল উচ্ছ্বলিত ও উদ্বেল হইয়াছিল; পর্ব্বত সকল কম্পিত হইয়াছিল; সমীরণ প্রলয়কালীনবৎ মহাবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং আরও কত কি রোমহর্ষণ তুমুল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল; সেই নৃসিংহ আমাদের সকলের রক্ষা করুন।

ভগবান্ বহুরূপী জনার্দ্দন স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অন্তরীক্ষে, পার্শ্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে, সকলদিকে রক্ষা করুন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বনাম, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বস্ব, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বপ্রকাশ, সর্ব্বশ্রবা ও সর্ব্বসম্পদের হেতু। তাঁহার নাম নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বনাম; তাঁহার রূপ নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বরূপ; তাঁহার গতি নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বগতি। তিনি দেবাসুর সকলের রক্ষা করেন। তাঁহার স্মরণমাত্রে সকল পাতক দূর ও সকল সুখ সমুৎপন্ন হয়, সকল সম্পদ ও সকল ঐশ্বর্য্য সমাগত হয় এবং সকল বিঘ্ন ও সকল বিপদ দূর হয়। তিনি আমাদের সকলের সকল দুষ্ট নাশ করুন, নাশ করুন। বেদান্তে তাঁহাকে পরমাত্মা, পরমজ্যোতি, পরম সত্য, পরমকারণ, পরমপুরুষ, পরম জ্ঞান ও পরমপূর্ণ বলিয়া থাকে। তিনি সকল দুষ্ট বিদূরিত করুন। তিনি দেবলোকেও যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু বলিয়া পরিপূজিত হয়েন। তিনিই যজ্ঞ, তিনিই যজ্ঞেশ, তিনিই যাজক, আবার তিনিই যাজ্য। আমি যাহা যাহা বলিলাম, বলিতেছি ও বলিব, তৎসমস্তই তাঁহার প্রসাদে ও অনুগ্রহে সুসিদ্ধ হউক, অর্থাৎ অমুকের কল্যাণ হউক, আমারও মঙ্গল হউক এবং অমুকের শান্তি হউক, আমারও পরম স্বস্তি সম্পন্ন হউক।

সেই বাসুদেবের শরীর হইতে কুশ সমুত্থিত হইয়াছে। আমি তদ্দ্বারা নির্ম্মন্থন করিলাম। অতএব আমাদের সকলেরই শান্তি ও পরম মঙ্গললাভ এবং সমুদায় দুষ্ট প্রশমিত হউক। স্বয়ং সর্ব্বসংহর কাল ও স্বয়ং ভয়ও তাঁহাকে ভয় করে এবং তাঁহার ভ্রূভঙ্গিতে মহাপ্রলয় বাস করিয়া থাকে। তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া দিবাকর তাপ দিতেছেন, এবং অগ্নি প্রজ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি কৃতান্তের কৃতান্ত ও কালের কাল। সংসারে জানিবার, শুনিবার, বলিবার, ভাবিবার ও চিন্তিবার যাহা কিছু আছে, তিনিই তৎসমুদায়। তিনিই অধ্যাত্ম, তিনিই অধিভূত এবং তিনিই অধিদেব। তিনিই কর্ত্তা,

তিনিই কার্য্য ও তিনিই কারণ। তাঁহা ভিন্ন কিছুই নাই; কিন্তু তিনি সকল হইতেই ভিন্ন। তিনিই সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার তিনিই সংহার করিয়া থাকেন। সংসারের যাহা কিছু তিনিই তৎসমুদায়;. কিন্তু তৎসমুদায় কখন তিনি নহে। তিনি চক্ষু দিয়াছেন, দেখিবার পদার্থ দিয়াছেন, আবার যাহাতে দেখা যায়, সেই আলোক দিয়াছেন এবং আলোকের অক্ষয় ও অনন্ত ভাণ্ডার সূর্য্যকে দিয়াছেন। এইরূপে তিনি কোনবিষয়ে কোন অংশেই আমাদের কোনরূপ অভাব রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহার নিকট আমাদের কোনরূপ প্রার্থনা করিবার আবশ্যক নাই। আমরা নিজের দোষেই কেবল অভাব ও ক্লেশ অনুভব করি। আমাদের ক্ষুধা হইবে বলিয়া নানাপ্রকার অপূর্ব্ব ও উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের সৃষ্টি করিয়া, তিনি আপনার অপার করুণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ, আমাদের তৃষ্ণা হইবে বলিয়া, তিনি সুরস পানীয় প্রচুররূপে সর্ব্বত্র সন্নিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধির দোষে ও কর্ম্মের বিপাকে আমরা রোগে পড়িব বলিয়া, তিনি নানাজাতীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল চিন্তা করিলে, মন আপনা হইতেই কৃতজ্ঞ ও উৎসুক হইয়া, তাঁহার অনুগত হইতে ধাবমান হয়। তিনি আমাদের সকল বিঘ্ন ও সকল বিপদ অপবাহিত করুন।

তিনি যখন যজ্ঞবরাহরূপে অবতীর্ণ হন, তখন চারি বেদ তাঁহার চারি দন্ত হইয়াছিল, সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার দুই নয়ন হইয়াছিল; গভীর ঝঞ্ঝানিল তাঁহার নিশ্বাস হইয়াছিল; বজ্রের ভীষণধ্বনি তাঁহার সর্ব্বলোকভয়াবহ ফুৎকার হইয়াছিল; প্রলয়কালীন হুতাশনের শিখা সকল তাঁহার জটা হইয়াছিল; পৃথিবী তাঁহার পদযুগলের প্রবার্য্যতা হইয়াছিল; সুবিশাল রোদোরন্ধ্র তাঁহার নাসিকার রন্ধ্র হইয়াছিল; স্বয়ং আকাশ তাঁহার কর্ণ হইয়াছিল; সলিল তাঁহার শ্রমবারি হইয়াছিল; ধর্ম্ম ও সত্য তাঁহার দুই গণ্ড হইয়াছিল এবং শান্তি ও ক্ষমা তাঁহার সুবিমল দৃষ্টি হইয়াছিল। ঋষিগণ ও দেবগণ বেদবাক্যে স্তব করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। সেই আদিবরাহ আমাদের রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। তাঁহার শরীরস্থ পরমপবিত্র রোম সকল কুশরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এইজন্য কুশের নাম পবিত্র।

ভগবান্ গোবিন্দ অপমার্জ্জন করুন। তিনি নর, তিনি নারায়ণ, তিনি ধাতা, তিনি বিধাতা এবং তিনি সকলের পরম পিতা ও পরম পাতা। আমরা তাঁহার জপ করি ও ধ্যান করি। তৎপ্রভাবে আমাদের সকল দুঃখের একবারেই শান্তি হউক। তিনি শান্তিস্বরূপ পরব্রহ্ম। তিনি সকলকে সর্ব্বদা সুখ বিতরণ করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে অনবরত অমৃতক্ষরণ হইতেছে; ভক্তগণ সেই অমৃতপানানন্দে সর্ব্বদাই মোহিত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এইজন্য সুখদুঃখ, লাভালাভ, ইষ্টানিষ্ট, ভাবাভাব সমস্তই তাঁহাদের সমান জ্ঞান হয়। এইজন্য শত্রুমিত্র, আত্মীয় অনাত্মীয় ও নিজপর কিছুতেই তাঁহাদের প্রভেদ বা অসমজ্ঞান নাই। এইজন্য তাঁহারা বিষ অমৃত ও ভয় অভয় সমান বোধে তুচ্ছ করিয়া থাকেন। এইজন্য স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য কিছুই তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। সেই ভক্তগণ আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। ভক্তবৃন্দ সহায় হইলে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু, ভক্ত তাঁহার প্রাণ। সেই প্রাণে আমাদের প্রাণ অনু-

প্রাণিত হউক। তাহা হইলেই, আমাদের সকল দুঃখ দূর ও সকল শান্তি লাভ হইবে।

এই অপমার্জ্জনরূপ শস্ত্র, সকল রোগাদি নিবারণ করে। আমিই হরি এবং কুশই বিষ্ণু। আমি এই কুশদ্বারা তোমার রোগ সকল বিনষ্ট করিলাম।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে কুশাপমার্জ্জননামক সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, বাসুদেবাদি দেবগণের আলয় নির্ম্মাণ করিলে, যে ফলাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, অধুনা তাহা কীর্ত্তন করিব। যে ব্যক্তি দেবালয়াদি নির্ম্মাণের অভিলাষ করে, তাহারও সহস্রজন্মের পাপক্ষালন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ একমাত্র সত্ত্বগুণময় ভগবান্ বাসুদেব হইতেই সকল কল্যাণ সমুদ্ভূত হয়। সূর্য্য যেমন তেজস্বীর প্রধান,পুত্র যেমন স্পর্শবান্ পদার্থ সকলের প্রধান, বিনয় যেমন সদ্‌গুণের প্রধান ও ভগবানের আরাধনা যেমন সকল অনুষ্ঠানের প্রধান, পরমাত্মা বাসুদেব তেমনি সকলের প্রধান। তিনিই সকলের আত্মা, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও হৃদয়স্বরূপ। এই দেহ জড়পিণ্ডমাত্র। আত্মারূপী হরির আবির্ভাব না হইলে, অন্য কোন উপায়ে ইহার চেষ্টাদি সম্পন্ন হয় না। প্রদীপ যেমন প্রজ্বলিত হইবামাত্র গৃহের যাবতীয় অন্ধকার দূর হয় এবং তন্মধ্যস্থিত পদার্থ সকল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বাসুদেব স্বয়ং আত্মারূপে এই জড়দেহে অনুপ্রবেশ করিলে, ইন্দ্রিয়াদি সকল চেতনাবিশিষ্ট হইয়া, স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান হয়। অধিক কি, তিনি স্বকীয় অসামান্য ও অননুভাব্য প্রভাববলে শরীরের প্রত্যেক অণুতে চেতনারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এইজন্য পদের নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্রপর্য্যন্ত এমন কোন স্থান নাই, যাহাতে অনুভবসমেত স্পন্দন শক্তি নাই। ফলতঃ ব্রহ্মা তাঁহার আজ্ঞায় কেবল জড়পিণ্ডরূপে সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। বাসুদেব আত্মারূপে তাহাতে প্রাণ ও চেতনার সঞ্চার করিয়া, সকলের পালন করিতেছেন। যেমাত্র তাঁহার এই পালনীশক্তির বিরহযোগ সংঘটিত হয়, সেইমাত্রই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব দেবাদিদেব পরমদেবতা জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ভক্তিযোগসহকারে বাসুদেবের আলয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া নিত্য পূজা করিবে।

মনে মনেও বাসুদেবের গৃহনির্ম্মাণে সংকল্প করিলে, শতজন্মের পাপ দূর হয়। যাহারা কৃষ্ণের মন্দিরনির্ম্মাণে অনুমোদন করে, তাহারাও সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ও অচ্যুতলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হরির মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলে, অতীত ও ভবিষ্য অযুত কুল বিষ্ণুলোকে গমন করে। যাহারা কৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণ করে, তাহাদের পিতৃলোক নরকদুঃখ পরিহারপূর্ব্বক অলঙ্কৃত ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বিষ্ণুলোকে বাস করেন। দেবালয় প্রস্তুত করিয়া দিলে, ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাতক সমুদায় লয়প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, দেবালয় দ্বারা তাহা লাভ হইয়া থাকে। দেবালয় করিয়া দিলে, সমস্ত তীর্থস্নানের ফলপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি একমাত্র আয়তন নির্ম্মাণ করে, সে স্বর্গে গমন করে। এইরূপ, দুইটি দেবগৃহ নির্ম্মাণ করিলে, ব্রহ্মলোক, পাঁচটি করিলে শিবলোক, আটটি

করিলে বিষ্ণুলোক এবং ষোলটি করিলে ভুক্তি-মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার হরিগৃহ নির্ম্মাণ করিলে, যথাক্রমে মোক্ষ, বৈষ্ণবলোক ও স্বর্গপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। ধনবান্ উত্তম মন্দিরপ্রতিষ্ঠা দ্বারা যে ফল লাভ করে, অধম ব্যক্তি কনিষ্ঠ গৃহ দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হয়। কষ্টেসৃষ্টে স্বল্পমাত্র অর্থ উপার্জ্জন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা হরির গৃহ করিয়া দিলেই অধিক বর লাভ হইয়া থাকে। লক্ষ, সহস্র বা শতার্দ্ধ অর্থ ব্যয় করিয়া, হরিমন্দির রচনা করিলে,, গরুড় ধ্বজ ভগবানের সান্নিধ্যলাভ হয়। যাহারা বাল্য-কালে ক্রীড়াচ্ছলে পাংশু দ্বারা হরিমন্দির প্রস্তুত করে,তাহারাও তদীয় লোকে সমাগত হইয়া থাকে। তীর্থে, আয়তনে, সিদ্ধক্ষেত্রে ও আশ্রমে হরিগৃহ-প্রতিষ্ঠা করিলে, অগণ্য ও অসংখ্য ফল লাভ হয়।

যে ব্যক্তি বন্ধূক পুষ্প বিন্যাসপূর্ব্বক সুধা-পঙ্ক দ্বারা বিষ্ণুগৃহ লেপন করে, সে ইন্দ্রাদি দেব-তারও পূজনীয় হইয়া থাকে এবং সে পতিত, পতমান ও অর্দ্ধপতিত স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়া ভগবৎপুর সন্দর্শন করে। পতিত বিষ্ণুমন্দিরের পুনরুদ্ধার করিলেও ভগবৎপুর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হরির মন্দিরে যাবৎ ইষ্টক সকল থাকে, তাবৎ সেই মন্দিরকর্ত্তা স্বীয় বংশের সহিত বিষ্ণুলোকে মহিত হয়। যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের আয়তন প্রস্তুত করিয়া দেয়, সেই ব্যক্তিই পুণ্যবান্, পূজ্য ও পরম ভাগ-ধেয়সম্পন্ন। সে ব্যক্তি জাতমাত্র আপনার কুল পবিত্র করে এবং পরমকীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। রুদ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের নিল-য়াদি প্রতিষ্ঠা করিলেও তত্তৎ লোক লাভ হয়, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ধন কখনও চিরস্থায়ী নহে। পায়ের ধূলার ন্যায়, তাহার কোনরূপ গৌরব বা স্থিরতা নাই। অতিকষ্টে ও বহুল আয়াসে ধন উপা-র্জ্জিত হইয়া থাকে। তাহার রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে। ধনের শত্রু পদেপদেই। পুত্র হইতেও ধনবানের ভয় হইয়া থাকে। যাহার ধন আছে, রাত্রিতে তাহার উত্তমরূপ নিদ্রা হয় না; এই জন্য অর্থকে সাক্ষাৎ অনর্থ ও বিপদের হেতু বলিয়া থাকে। নানাপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানকল্পে ব্যয় করিলেই উল্লিখিত ক্লেশময় অর্থের সার্থক্য হইয়া থাকে; বিষ দ্বারা যদি রোগ নিবারণ হয়, তাহাকেই অমৃত বলে। সেই-রূপ ধন দ্বারা যখন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তখন তাহাকে প্রকৃত অর্থ বা পরমার্থ বলিতে পারা যায়। বেদে, বেদাঙ্গে, ইতিহাসে, পুরাণে, লোকাচারে সর্ব্বত্রই বিষ্ণুসাধনকে সকল সৎ অনুষ্ঠানের সার ও প্রধান বলিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি ঈদৃশ অসার অর্থ প্রয়োগপূর্ব্বক বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠা না করে, তাহা অপেক্ষা মূঢ় ও অজ্ঞান আর কে আছে? তাহার ধনরাশিও পাংশুরাশির ন্যায় একান্ত বিফল হইয়া থাকে। সেই ধন দ্বারা যদি শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ কখনও তাহাতে প্রীত ও পরিতৃপ্ত হয়েন না। সেই ধন দ্বারা যদি কোন যজ্ঞ করে, তাহাতে দেবগণ কোন মতেই ভাগ গ্রহণে উৎ-সুক হয়েন না এবং সেই ধন দ্বারা যদি অন্য কোন দেবতার পূজা করে, তাহাতে সেই দেবতাও সন্তুষ্ট না হইয়া, বরং বিরক্তই হইয়া থাকেন। এইরূপে সাংসারিক কোন বিষয়েই তাদৃশ অসার অর্থ প্রয়োগ দ্বারা কোনরূপ ইষ্টাপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

যিনি আত্মার চরম শান্তি বিধান করেন, পুনঃ পুনঃ জন্মযন্ত্রণা নিবারণ করেন, প্রতিদিন নিয়মিত আহারাদি প্রদান দ্বারা যথাবিধানে পালন করেন এবং যিনি বিপদে সম্পদে পরম বন্ধু, সেই দেবাদিদেব বাসুদেবের বিষয়ে যাহার প্রীতি নাই, শ্রদ্ধা নাই এবং অনুরাগ নাই, যে প্রীতি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগে নির্ব্বাণ মুক্তি স্বয়ং বিরাজমান, সে ব্যক্তি জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইতর পশুর সহিতও তাহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব যদি ধনের সার্থকতা করিতে অভিলাষ থাকে, স্বর্গদ্বারের কপাট পাটন করিতে ইচ্ছা থাকে, ইহলোকের ক্লেশময় ও বিষময় বিষম সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, পরলোকের পরম প্রসন্ন মুখ দর্শনপূর্ব্বক আশ্বস্ত হইতে অভিলাষ থাকে এবং যদি উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিয়া, নিরন্তর অমৃতযোগ ভোগ করিতে কামনা থাকে, তাহা হইলে চরাচরগুরু পরমদেব বাসুদেবের আয়তনাদি বিধান কর; তাহাতেই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সংসারে আসিয়া কোন্ ব্যক্তি গৃহে বাস না করে এবং কোন্ ব্যক্তি নিজ উদর পূর্ণ না করে? কতজন লোকে গৃহ অভাবে বা অন্নাভাবে উপবাসী থাকে? যে ব্যক্তি দেবালয়াদি নির্ম্মাণ ও গৃহহীনের গৃহ বিধান করে এবং দেবোদ্দেশে অন্নাদি দান করে ও দরিদ্রদিগকেও বিতরণ করিয়া থাকে; তাহারই গৃহবাস প্রকৃত গৃহবাস এবং তাহারই উদরপূর্ত্তি প্রকৃত উদরপূর্ত্তি। পশুগণও ভক্ষণ করে এবং পক্ষিগণও কুলায় বন্ধনপূর্ব্বক বাস করে। এইরূপে সৃষ্টিতে কোন জীবই গৃহশূন্য ও অন্নশূন্য নহে। আবার সঘৃত পলান্ন বা উৎকৃষ্ট শালিতণ্ডুল ভক্ষণ না করিলেই যে, ভক্ষণ হইল না, এমন নহে এবং উৎকৃষ্ট প্রাসাদোপরি সুকোমল পুষ্পশয্যায় শয়ন না করিলেই যে, শয়ন হয় না, তাহাও নহে। সংসারে একমাত্র মন লইয়াই কথা। মন সন্তুষ্ট থাকিলে ধনবান্ ও দরিদ্রে কোন বিশেষ নাই। এই সকল চিন্তা করিয়া, বুদ্ধিমান্ পুরুষ উল্লিখিত সদনুষ্ঠানকল্পে ধন নিয়োজিত করিবেন। ধন কখন সম্পুট বা মঞ্জূষা প্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে চিরকালই ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন; কদাচ মনুষ্যের দৃষ্টিপথে উপস্থিত করিতেন না।

পুনশ্চ যাহার ধন পিতৃগণ, দেবগণ, দ্বিজাতিগণ, ও বন্ধুগণ, কাহারই উপভোগ্য না হয়, তাহার ধনাগম সর্ব্বথা বিফল। সামান্য বনজ শাকেও এই পাপ উদর পূর্ত্তি হইয়া থাকে। অতএব ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক বহুল আয়াস স্বীকার করিয়া ঐরূপ অর্থ সঞ্চয়ে প্রয়োজন কি? মানুষের মৃত্যু যেমন নিশ্চয়, ধনবিনাশও সেইরূপ নিশ্চয় ও অবশ্যম্ভাবী। যে ব্যক্তি অস্থায়ী জীবন ও অস্থায়ী অর্থ, এই উভয়ে গাঢ় আগ্রহ প্রদর্শন করে, তাহা অপেক্ষা মূর্খ আর কে আছে? ঐযে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ অনবরত অত্যুচ্চ আকাশ পথে বিচরণ করিতেছে, কালবশে উহাদেরও অবশ্য পতন হইবে। ঐ যে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত অচলভাবে অবস্থানপূর্ব্বক বজ্রের শত আঘাতও সহ্য করিয়াছে, উহাকেও অবশ্য পতিত হইতে হইবে। এইরূপে এই সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে। অর্থ কিরূপে স্থায়ী হইবে, আশা করা যাইতে পারে? যখন ইন্দ্রাদি দেবতারও স্থিরত্ব নাই, তখন সামান্য ধূলিমুষ্টিস্বরূপ অর্থের কখনও স্থায়িত্ব হইতে পারে? তবে কেন দুরাচার মনুষ্য ধন সঞ্চয়ে অভিলাষী হইয়া, তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া থাকে? যাহার

জন্য পিতা পুত্রেও বিবাদ হয়, আত্মীয় ও বন্ধু বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা-প্রকার অনর্থ আপতিত হইয়া থাকে। হতভাগ্য মানুষ সেই অনর্থের জন্য কি রূপে আগ্রহ করে।

ফলতঃ যাহার ধন দানের জন্য, ভোগের জন্য, কীর্ত্তির জন্য ও ধর্ম্মের জন্য নহে; তাহার সেই ধন থাকা না থাকায় বিশেষ কি? অতএব দৈব-যোগে কিংবা স্বীয় পুরুষকার প্রভাবে ধন প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ দেবোদ্দেশে তাহার ব্যয় করা কর্ত্তব্য। জীবিত অবস্থায় মনুষ্য নিজহস্তে যে দান করে, তাহাই তাহার প্রকৃত দান। ছাগীর গলদেশে যে স্তন হয়, তাহা যেমন কোন কার্য্য-কারক নহে, সেইরূপ মৃত ব্যক্তিরে দানও বিফল হইয়া থাকে। আবার যাহা দান করিবে, আপন ইচ্ছায় ও সরল চিত্তে করিবে। সরল চিত্তের দান ভিন্ন অন্য দানে পুণ্য নাই। অনেকে যশোলিপ্সু ও নামলিপ্সু হইয়া দান করে, তাহার নাম তামসিক দান। তামসিক দান নরকের হেতু ও অধর্ম্মের সেতু। দেবোদ্দেশে ঐরূপ তামসিক দান করিতে নাই; ভগবান্ বাসুদেব সকলের অন্তর্যামী। যে, যে মনে দান করে, তিনি তাহার তাহা জানিতে পারেন। অতএব শাঠ্য ও কাপট্য ত্যাগ করিয়া দেবোদ্দেশে দান করিবে; লোক দেখাইবার বাসনায় কখনো দান করিও না। অর্থ যখন কোন মতেই স্থায়ী নহে এবং মরিলেও সঙ্গে যাইবে না, তখন শঠতা করিয়া দান করিবার প্রয়োজন কি? যাহা দিবে, তাহার শতগুণ পাইবে, এই সিদ্ধ বাক্য মনে করিয়া দান করিবে। যে ব্যক্তি দেবাদির উদ্দেশে দানাদি করিয়া অর্থের সদ্ব্যয় করে, তাহার স্থান অক্ষয় বিষ্ণুলোকে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান, স্থূল, সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র, উচ্চ, নীচ ও মহৎ এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব একমাত্র বিষ্ণু হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তা। তাঁহাকে জানিলে সমস্ত জানা হয়, তাঁহাকে চিন্তা করিলে সমস্ত চিন্তা করা হয়, তাঁহার উদ্দেশে কার্য্য করিলে সমস্ত কর্ত্তব্য সাধন করা হয়, তাঁহার বিষয়ে কথা বলিলে সমস্ত বক্তব্য শেষ করা হয় এবং তাহাকে ধ্যান করিলে সমস্ত ধ্যান করা হয়। এইরূপে যাহা বলিতে, করিতে, শুনিতে ও স্মরণ করিতে হয়, সমস্তই তিনি। তিনিই দান, ধর্ম্ম ও সমস্ত ক্রিয়াযোগ। যেমন নদীসকল, নদসকল, হ্রদসকল ও হ্রদিণীসকল মহাসাগরে লীন হয়, সংসারের সমু-দায় নাম ও রূপ তেমনি একমাত্র সেই মহানের মহান্ পরম মহানে লয় পাইয়া থাকে। আবার যেমন কোন মহাজলাশয় হইতে ক্ষুদ্র জলাশয় সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহা হইতে সমস্ত সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি অচক্ষুর চক্ষু, অহস্তের হস্ত, অপদের পদ ও অসাধনের সাধন। মানুষের ধন, পুত্র, লক্ষ্মী, বিলাস, বিভব, যান, বাহন, সমস্তই তাঁহার প্রসাদে লব্ধ ও ভোগ হইয়া থাকে। তিনি স্বল্পমাত্র প্রসন্ন হইলে, অতিমাত্র বর বা অভীষ্ট লাভ হয়; আবার অণুমাত্র রুষ্ট হইলেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

আকাশের ঐ গভীর বজ্র অপেক্ষাও তাঁহার শব্দ গভীর ও ঘোরায়িত। কিন্তু পুণ্যাত্মার নিকট তাহা সুমধুর বংশীনাদ অপেক্ষাও সুমধুর হইয়া থাকে। পাপাত্মা প্রতিপদেই ঐ শব্দে ঘোর মৃত্যুর আশঙ্কা করে। ঐ যে বিদ্যুৎ খরতর প্রভায় ত্রিভুবন চালিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, বোধ হয়, যেন সমস্ত আকাশময় ব্যাপ্ত

হইয়া পড়িয়াছে; ঐ বিদ্যুৎ তাঁহার ক্রোধ-কষায়িত দৃষ্টির কিয়দংশমাত্র। পুণ্যাত্মা উহার অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে অমৃত ও অভয় লক্ষ্য করিয়া থাকে; কিন্তু পাপাত্মা উহাকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের করালজিহ্বা ভাবিয়া, ভয়ে বিহ্বল ও অবসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সঙ্কুচিত ও চক্ষু নিমীলিত করে। সেই সর্ব্বদা মহাত্মা দেবাদিদেব বাসুদেবের গৃহ নিবেশিত করিলে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

প্রতিমাকরণ অপেক্ষা দেবালয়করণের অধিক ফল! প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা ও যাগ উভয়ত্রেই অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। মৃণ্ময় মন্দির অপেক্ষা দারুময়, দারুময় অপেক্ষা পাষাণময় ও পাষাণময় অপেক্ষা হেমাদি ধাতুময় মন্দির নির্ম্মাণে অধিক ফল প্রাপ্তি হয়। দেবালয়প্রতিষ্ঠার উপক্রমেই সপ্তজন্মের পাপ দূর হয়, স্বর্গলাভ ও নরক পরাহত এবং শতকুল সমুদ্ধৃত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

যম স্বীয় দূতদিগকে কহিয়াছিলেন,হে দূতগণ! যাহারা দেবালয় ও প্রতিমাপূজাদি করে, তাহাদিগকে কদাচ যমপুরে আনয়ন করিও না; যাহারা ঐ সকল না করে, তাহাদিগকেই আমার গোচরে আনয়ন করিবে; কদাচ কোনরূপে অন্যায় মার্গে প্রবৃত্ত হইও না; যথাবিধানে আমার আজ্ঞা পালন করিবে,কোনমতেই তাহা লঙ্ঘন করিও না। দেবাদিদেব বাসুদেব সমস্ত জগতের পিতা, মাতা ও বিধাতা। এবং দেবগণেরও দেবতা। তাঁহার আরাধনা করিলে, সমস্ত দেবতার আরাধনা করা হয়। সমস্ত সুখ, সন্তোষ, সম্পদ, সমৃদ্ধি তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। যে সকল ব্যক্তি সেই ভূতভাবন ভগবান্ হরির একান্ত আশ্রিত, তোমরা সর্ব্বদা সাবধান হইয়া, তাহাদিগকে পরিহার করিবে। সুখে যেমন পাপীর অধিকার নাই, স্বর্গে যেমন অসুকৃতির সমাগম নাই এবং অবিনয়ে যেমন যশের সম্পর্ক নাই, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত পুরুষগণের এই পুরে আগমন বা কোন সম্পর্ক নাই। অতএব তোমরা প্রজ্বলিত বহ্নিবৎ তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেই দগ্ধ হইবে। তাহারা ভগবানের তেজে অনুপ্রবিষ্ট ও অনুপ্রাণিত হইয়া, সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত হইতেছে। প্রলয়-সময়-প্রাদুর্ভূত সংবর্ত্তক বহ্নিও তাহাদের তেজে তিরস্কৃত হইয়া থাকে। অতএব কোনমতেই তাহাদের ত্রিসীমায় যাইও না। ফলতঃ যাহারা তচ্চিত্ত ও তৎপরায়ণ হইয়া, ভগবান্ বাসুদেবের সর্ব্বদা পূজা করে, অতি দূর হইতেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। যাহারা শয়ন, অশন, পান, গমন, অবস্থান ও স্খলন, সকল সময়েই ভগবান্ গোবিন্দের স্মরণ ও কীর্ত্তন করে, তাহাদিগকেও তোমরা সুদূরে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা নিত্যনৈমিত্তিক বিধানে জনার্দ্দনের উপাসনা করে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। যাহারা অতিবল্লভ পুষ্প, ধূপ, বস্ত্র ও ভূষণপরম্পরা দ্বারা বাসুদেবের অর্চ্চনা করে, তাহাদিগকে কখন গ্রহণ করিও না। যাহারা কৃষ্ণমন্দির লেপন ও সম্মার্জ্জন করে, তাহাদিগকে এবং তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদিকে ও বংশপরম্পরাকে সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। যাহারা কৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণ করে, তাহাদের কুলসম্ভূত শত পুরুষকেও দুষ্টবুদ্ধিতে দর্শন করিও না। যে ব্যক্তি বাসুদেবের দারুময়, মৃণ্ময় বা প্রস্তরময় আলয় নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। অহরহঃ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিলে, যে মহাফল লাভ হয়, বাসুদেবের আলয় করিয়া দিলে, সেই ফল প্রাপ্তি

হইয়া থাকে এবং অতীত ও আগামী শতকুল বিষ্ণুলোকে সমাগত হয়। বিষ্ণু সাক্ষাৎ সপ্তলোকময়। তাঁহার গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলে, অক্ষয় লোকের উদ্ধার ও অক্ষয়লোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, সে চরমে ভগবানে লীন হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করে; সে নারায়ণের গোচরে বাস করে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে দেবালয়াদিনির্ম্মাণমাহাত্ম্য-বর্ণননামক অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর ওঁকার-রূপ কেশবকে নমস্কার; শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর বিশ্বাত্মা নারায়ণকে নমস্কার; শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর মাধবকে নমস্কার; শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর শুদ্ধসত্ত্বরূপী গোবিন্দকে নমস্কার; শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর বিষ্ণু আমায় রক্ষা করুন; শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর মধুসূদন আমায় উদ্ধার করুন;—ঐ—ঐ—ত্রিবিক্রমকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করি; ঐ—ঐ—বামনদেব সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন; ঐ—ঐ—শ্রীধর আমার সদ্গতি বিধান করুন; ঐ—ঐ—হৃষীকেশ আমায় রক্ষা করুন; ঐ—ঐ—পদ্মনাভ আমায় অভীষ্ট বর প্রদান করুন; ঐ—ঐ—ভগবান্ বাসুদেব আমার কল্যাণ বিধান করুন; ঐ—ঐ—দামোদর সমস্ত সংসার রচনা করিয়াছেন, তাঁহারে বারংবার প্রণাম করি; ঐ—ঐ—সঙ্কর্ষণ প্রলয়সময়ে সমস্ত সংসার সংহার করিয়া থাকেন, তিনি আমার সহায় হউন; ঐ—ঐ—প্রদ্যুম্ন সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা, তিনি আমার সহায় হউন; ঐ—ঐ—অনিরুদ্ধ সকলের মন, প্রাণ ও [illegible] করেন, তিনি সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন; ঐ—ঐ—সুরেশ্বর, পুরুষোত্তম মঙ্গলবিধান করুন; ঐ—ঐ—অধোক্ষজ আমার সহায় হউন; ঐ—ঐ—দেব নৃসিংহকে প্রণাম করি; ঐ—ঐ—অচ্যুত রক্ষা করুন; ঐ—ঐ—বালকরূপী উপেন্দ্র রক্ষা করুন; ঐ—ঐ—জনার্দ্দনকে নমস্কার; ঐ—ঐ—হরিকে নমস্কার; ঐ—ঐ—কৃষ্ণ ভুক্তিমুক্তি প্রদান করুন; ভগবান্ বাসুদেব আদি মূর্ত্তি; তাঁহা হইতে সঙ্কর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন ও প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন।

এইরূপে ভগবান্ মহাবিষ্ণু বাসুদেবাদি মূর্ত্তি পরম্পরায় আবির্ভূত হইয়া, সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া আছেন এবং মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া সকলের পালন করিতেছেন। তাঁহা হইতে আলোক আসিয়াছে, উত্তাপ আসিয়াছে, জ্যোতি আসিয়াছে, তেজ আসিয়াছে, দৃশ্য আসিয়াছে, আবার দ্রষ্টা আসিয়াছে। ফলতঃ সংসার-স্থিতি বিধানার্থ যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই তাঁহা হইতে আসিয়াছে। এইজন্য তিনি সর্ব্বময় ও বিশ্বময় বলিয়া বিখ্যাত। এইজন্য তাঁহাকে বিধাতারও বিধাতা ও কর্ত্তারও কর্ত্তা বলিয়া বেদে বেদাঙ্গে তন্ত্রে, ইতিহাসে সর্ব্বত্র গান ও স্তব করিয়াছে। এইজন্য সমস্ত বিশ্ব তাঁহাকে পাইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহারই উদ্দেশে বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে। তাঁহার দুরন্ত মায়ার অনির্বার্য্য শাসনবলে যে সকল পাপাত্মা ও হতভাগ্যের বুদ্ধি বিকৃত ও তজ্জন্য উন্মাদবিশেষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহারাই নাস্তিক-মার্গের অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান

রূপে। আমি যেন তাঁহার প্রসাদে ও অনুগ্রহে ঐ সকল দুরাচারের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বথা সুখী হইতে পারি।

উপরে ভগবান্ নারায়ণের যে চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির নাম করা হইল, কেশবাদি ভেদে এক এক মূর্ত্তির যথাক্রমে তিনবার করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে, পরমশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিক কি, যে স্থানে স্তব পাঠ বা শ্রবণ হয়, সে স্থানও তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কেননা ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং তীর্থেরও তীর্থ স্বরূপ; পরম তীর্থ ভাগীরথী তাঁহার চরণারবিন্দের অমৃতময় মকরন্দরূপে বিনিস্যন্দিত হইয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম তীর্থপাদ।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তি স্তোত্রনামক উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, অধুনা মৎস্যাদি দশাবতার-লক্ষণ কার্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগবান্ নারায়ণ যে মৎস্যাবতারলীলাপ্রকটন পূর্ব্বক সৃষ্টি স্থিতি বিধান করেন, সেই মৎস্যের আকার প্রাকৃত মৎস্যের ন্যায়।

এইরূপ, কূর্ম্মের আকার কূর্ম্মের ন্যায়।

বরাহের আকার মনুষ্যের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট। হস্তে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ইত্যাদি। দক্ষিণে ও বামে শঙ্খ, লক্ষ্মী বা পদ্ম। বাম কূর্পরে শ্রী, চরণ যুগলে পৃথিবী ও অনন্ত। এইরূপ বিধানে বরাহমূর্ত্তি স্থাপন করিলে, রাজ্যলাভ ও সংসারসাগরের পারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

নরসিংহের বদন ব্যাদিত, বাম ঊরুতে ক্ষত-দানব, গলদেশে মাল্য, হস্তে চক্র ও গদা; এই অবস্থায় তিনি দৈত্যপতির বক্ষ বিদারণ করিতেছেন।

বামনের আকৃতি হ্রস্ব, মস্তকে ছত্র, হস্তে দণ্ড এবং বাহু চারিটি।

পরশুরামাবতারের হস্তে সশর শরাসন, খড়্গ ও পরশু।

রামাবতারের দুই ভুজ, ঐ দুই ভুজে ধনু, শর, খড়্গ ও শঙ্খ শোভা পাইতেছে।

বলরামের চারি বাহু, গদা ও লাঙ্গলে অলঙ্কৃত। তন্মধ্যে বাম হস্তের ঊর্দ্ধে লাঙ্গল ও অধোদেশে সুশোভন শঙ্খ এবং দক্ষিণ হস্তের ঊর্দ্ধে মুষল ও অধোদিকে চক্র।

ভগবান্ বুদ্ধের মূর্ত্তি অতি শান্ত; তাঁহার কর্ণ লম্বিত, অঙ্গ গৌরবর্ণ, পরিধান সুন্দর বস্ত্র, আসন ঊর্দ্ধপদ্ম; তিনি বর ও অভয় প্রদান করেন।

ম্লেচ্ছগণের উৎসাদক ভগবান্ কল্কী ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি। তাঁহার আসন অশ্ব, হস্তে ধনু, তূণ, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও শর।

দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র, দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, এইরূপ বিধানে বাসুদেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

দুই বা চারি বাহু; তাহাতে লাঙ্গল, মুষল, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ বিরাজমান ইহাই বলরামের মূর্ত্তি।

দক্ষিণে চক্র, বামে শঙ্খ ধনু শর বা গদা ইত্যাদি প্রদ্যুম্নমূর্ত্তির লক্ষণ।

অনিরুদ্ধের চারি বাহু; তাহাতে বর, অভয়, অমৃত ও ক্ষেম বিরাজমান।

নারায়ণের চারি বাহু, চারি মুখ বৃহৎ জঠর,

লম্ব কূর্চ্চ, মস্তকে জটাজূট, দক্ষিণে অক্ষসূত্র, বামে স্রুব, কুণ্ডিকা ও আজ্যস্থালী; বামদক্ষিণে সাবিত্রী ও সরস্বতী।

অষ্টভুজ, গরুড়, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ গদা ও শর, বাম হস্তে খেটক ও কার্ম্মুক, ইত্যাদি বিষ্ণু-মূর্ত্তির লক্ষণ।

বরাহের চারি বাহু, পাণিতলে শেষ নাগ, বাম বাহুতে পৃথিবী ও কমলা।

হয়গ্রীব মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে শূল ঋষ্টি, বামহস্তে গদাচক্র, পার্শ্বে গৌরী ও লক্ষ্মী, হস্তে বেদ; শেষ-নাগের মস্তকে বামপাদ এবং কূর্ম্মের পৃষ্ঠে দক্ষিণ চরণ।

ভগবান্ দত্তাত্রেয় দ্বিবাহু এবং তাঁহার বাম অঙ্কে লক্ষ্মী।

ইত্যাগ্নেয়ে মৎস্যাদি প্রতিমালক্ষণ নামক
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, চতুঃষষ্টি যোগিনীর নামাদি বর্ণন করিব, শ্রবণ কর। ইহাদের নাম ক্রমান্বয়ে যথা—অক্ষোভ্যা,রুক্ষকর্ণী, রাক্ষসী, কৃপণা,অক্ষয়া, পিঙ্গাক্ষী, ক্ষয়া, ক্ষেমা, ইলা, লীলালয়া, লোলা, লক্তা, বলাকেশী, লালসা, বিমলা, হুতাশা, বিশালাক্ষী, হুঙ্কারা, বড়বামুখী, মহাক্রূরা, ক্রোধনা, ভয়ঙ্করী, মহাননা, সর্ব্বজ্ঞা, তরলা, তারা,ঋক্‌বেদা, হয়াননা, সারা, লম্বা, তালজঙ্ঘী, রক্তাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, করঙ্কিনী, মেঘনাদা, প্রচণ্ডা, উগ্রা, কালকর্ণী, চন্দ্রা, চন্দ্রাবলী, প্রপঞ্চা, প্রলয়ান্তিকা,শিশুবক্ত্রা, পিশাচী, পিশিতাশা, লোলুপা, ধমনী, তাপনী, রাগিণী, বিকৃতাননা, বায়ুবেগা, বৃহৎকুক্ষী, বিকৃতা, বিশ্বরূপিকা, যমজিহ্বা, জয়ন্তী, দুর্জয়া, জয়ন্তিকা, বিড়ালী, রেবতী,পূতনা, বিজয়া, অন্তিকা, বরদা ও প্রণয়া। ইহাদের মধ্যে কেহ অষ্টহস্তা, কেহ চতুর্হস্তা এবং সকলেই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। অতএব সর্ব্বতোভাবে ইহাঁদের পূজা করিবেন। ইহাঁদের মধ্যে ভগবতী ভৈরবী সর্ব্ব-প্রধানা এবং ভগবান্ ভৈরবেরও পূজা করিতে হইবে। এই ভৈরবের হস্তে সূর্য্য, মস্তকে জটা, ভালে চন্দ্র এবং হস্তে খড়্গ, অঙ্কুশ, কুঠার, ইষু, চাপ, ত্রিশূল, খট্টাঙ্গ ও পাশ। পরিধান নাগ-চর্ম্ম, ভূষণ সর্প, এবং অশন প্রেত। এই সঙ্গে বীরভদ্রেরও পূজা করিতে হইবে। বীরভদ্রের চারিমুখ ও বৃষ বাহন। দেবী গৌরীর দুইভুজ, তিন চক্ষু এবং হস্তে দর্পণ ও শূল। চণ্ডীর দশ হাত তাহাতে খড়্গ, শূল, শক্তি ও শঙ্খ; নাগ-পাশ, চর্ম্ম, অঙ্কুশ, কুঠার ও ধনু এবং বাহন সিংহ।

ইত্যাগ্নেয়ে যোগিন্যাদিলক্ষণকথন নামক
একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা পৃথিবী ও দ্বীপাদির লক্ষণ সমেত ভুবন কোষ বর্ণন করিব। রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের দশপুত্র, যথা, অগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র ও সত্যনামা জ্যোতিষ্মান্। পিতা, প্রিয়ব্রত ইহাদের সাতজনকে সাতদ্বীপের আধিপত্যে নিয়োজিত করেন। তদনুসারে অগ্নিধ্র জম্বূদ্বীপ, মেধাতিথি প্লক্ষদ্বীপ, বপুষ্মান্ শাল্মলদ্বীপ,

জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপ, দ্যুতিমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ভব্য শাকদ্বীপ ও সবন পুষ্করদ্বীপ অধিকার করেন। আর হরিবর্ষ নৈষধ, ইলাবৃত মেরুমধ্য, হিরণ্বান্ শ্বেতবর্ষ। কুরু কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ব ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল কেতুমাল বর্ষের রাজা হয়েন।

মহাভাগ প্রিয়ব্রত পুত্রদিগকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অরণ্যে প্রস্থান এবং শালগ্রামে তপস্যা করিয়া, বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েন। হে সত্তম! কিম্পুরুষ প্রভৃতি সমুদায় বর্ষেই আপনা হইতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তজ্জন্য যত্ন করিতে হয় না; তথায় জরা নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, উত্তম মধ্যম অধম ভেদ নাই। সুখ আপনা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভের জন্ম হয়। ঋষভের পুত্র ভরত। তিনি ভরতকে রাজশ্রী প্রদান করিয়া, শালগ্রামে তপশ্চরণান্তে ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয়েন। ভরত হইতে ভারতবর্ষ ও সুমতির জন্ম হয়। ভরতও পুত্রকে রাজলক্ষ্মী ন্যস্ত করিয়া, পিতার অনুরূপ গতি লাভ করেন। যোগপ্রস্তাবে এই যোগী ভরতের চরিত পুনরায় বর্ণন করিব। সুমতির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর পুত্র প্রতীহার, প্রতীহারের পুত্র প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহর্ত্তার পুত্র ভুব, ভুবের পুত্র প্রস্তার, প্রস্তারের পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র গয়, গয়ের তনয় নর, নরের তনয় বিরাট, বিরাটের পুত্র মহাবীর্য্য ধীমান্, ধীমানের আত্মজ মহান্ত, মহান্তের তনয় মনস্য, মনস্যের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার আত্মজ বিরজা, বিরজার পুত্র রজ, রজের পুত্র সত্যজিৎ এবং সত্যজিতের শত পুত্র সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বিশ্বজ্যোতিঃ প্রধান এবং তাহাদের হইতেই ভরতবংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ইত্যাগ্নেয়ে স্বায়ম্ভুবসর্গনামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সাতদ্বীপ। এই সপ্তদ্বীপ সপ্তসাগরে বেষ্টিত। ঐ সকল সাগরের নাম যথাক্রমে লবণসাগর, ইক্ষুসাগর, সুরাসাগর, সর্পিসাগর, দধিসাগর, দুগ্ধসাগর ও জলসাগর। মেরুপর্ব্বত জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত। ইহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী নামক বর্ষ পর্ব্বত সকল পরস্পর সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করত আকাশ অবলোকন করিতেছে।

ভারত প্রথমবর্ষ, তাহার পর কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ মেরুর দক্ষিণে বিরাজমান। হে মহাভাগ! মেরুর পূর্ব্বে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল ও উত্তরে সুপার্শ্ব। জঠর ও দেবকূট এই দুইটি সীমা পর্ব্বত। এই সীমা শৈলের বাহিরে ভারত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব ও কুরুবর্ষ—লোক পথের পথস্বরূপ বিরাজমান হইতেছে। মেরুর পশ্চিম দিগ্‌ভাগে আর দুইটি মর্য্যাদা পর্ব্বত আছে। তাহাদের নাম নিষধ ও পারিপাত্র। ত্রিশৃঙ্গ ও রুধির ইহারা উত্তর বর্ষ পর্ব্বত। কৈলাস ও গন্ধমাদন ইহারা দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত এবং নীল ও নিষধ পর্য্যন্ত আয়ত। ইহাদের আয়াম পরিমাণ অশীতি যোজন।

পরম পবিত্র ভাগীরথী স্বীয় সর্ব্বলোকপাবন

সলিলপ্রবাহে ভারতবর্ষ পবিত্রিত করিয়া, সাগরে মিলিত হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুর চরণারবিন্দ ইঁহার উদ্ভবক্ষেত্র। এতদ্ভিন্ন ভারতভূমি কর্ম্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত। দেবগণও এইজন্য ইহাতে জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন। ইহাতে বেদবিহিত বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; যাহার প্রভাবে অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হয়। এইজন্য ভারতবর্ষ অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা প্রধান।

ভগবান্ হরি ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়গ্রীবরূপে, কেতুমালে বরাহরূপে, ভারতে কূর্ম্মরূপে, কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে এবং সর্ব্বত্র বিশ্বরূপে বিরাজমান ও পরিপূজিত হয়েন। তাঁহার একমূর্ত্তিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এক অগ্নি যেমন কাষ্ঠমাত্রেই নিহিত আছেন, ভগবান্ হরিও তেমনি একাকী বহুরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে একই ভাবিয়া থাকেন।

কিম্পুরুষ প্রভৃতি অষ্টবর্ষে ক্ষুদ্ভয় ও শোকাদির ভয় নাই। তথায় চতুর্ব্বিংশতিসহস্র প্রজা অনাময় জীবন সম্ভোগ করে। ঐ সকল বর্ষে কৃতাদি কল্পনা নাই। জনপদ সকল নদীমাতৃক, দেবমাতৃক নহে। প্রজালোকের গৃহে প্রায়ই অন্নের ও লক্ষ্মীর অভাব নাই। যে সকল পাপ করিলে, অবশ্য পতিত হইতে হয়, সে সকল পাতকেরও তথায় প্রাবল্য নাই। সত্য ও ধর্ম্মই তত্রত্য লোকের একমাত্র অবলম্বন। এইজন্য লোকের গৃহে হাহাকার নাই। সকল বর্ষেই শত শত কুলাচল আছে। সেই সেই পর্ব্বত হইতে শত শত নদী তীর্থরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল নদীর জল পান করিলে, শরীর শীতল, সুস্থ, সুস্নিগ্ধ ও শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হয। এই জন্য প্রধান প্রধান নদীর তীর সকল ঋষিগণের পবিত্র আশ্রম সমুদায়ে ও আশ্রমতুল্য জনপদসমূহে সুশোভিত ও অলঙ্কৃত। এইজন্য পুণ্যাত্মা পুরুষ সকল তথায় বাস করেন।

হে মুনে! ভারতবর্ষে যে যে তীর্থ আছে, সে সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষ নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, হে মুনিসত্তম! সমুদায় তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব, যাহা দ্বারা ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

যাহার পদযুগল সৎপথে ধাবমান, হস্তদ্বয় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর ও মন সর্ব্বতোভাবে সংযত এবং যে ব্যক্তি বিদ্বান্, তপস্বী ও কীর্ত্তিমান্ তাহারই তীর্থফল লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ, লঘ্বাহারী, জিতেন্দ্রিয় ও নিষ্পাপ হইয়া তীর্থযাত্রা করে, তাহার সমুদায় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। লোকে ত্রিরাত্রি উপবাস,তীর্থগমন এবং সুবর্ণ ও গোদান না করিয়াই দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম কহিয়াছেন, হস্তপদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি তীর্থযাত্রা ও অন্যান্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, সে ব্যক্তি আমার পুরী দূষিত করিয়া থাকে। এইজন্য আমি দূতগণ দ্বারা তাহাদিগকে পুরীর বাহিরে চিরকাল বিষ্ঠাকুণ্ডে নিহিত করিয়া রাখি। তথায় তাহারা কৃমি হইয়া, ক্ষুধার সময়ে অন্য দ্রব্য না পাইয়া, আপনাআপনি ভক্ষণ করিয়া থাকে।

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেও, যে ফল না হয়, তীর্থগমন দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুষ্কর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তীর্থ। তথায় দশ কোটিসহস্র তীর্থ ত্রিসন্ধ্যা সন্নিহিত আছে। দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ও স্বর্গাভিলাষী ঋষিগণ তথায় বাস করেন। দেবগণ তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তথায় স্নান করিয়া, পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিলে, সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভান্তে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় তথায় অন্নদান করিলে, সর্ব্বপাপ মোচন, নিরতিশয় শুদ্ধিসংঘটন ও ব্রহ্মসদন প্রাপ্তি হয়।

পুষ্করে গমন করা দুষ্কর, পুষ্করে তপস্যা করা দুষ্কর, পুষ্করে দান করা দুষ্কর এবং পুষ্করে বাস করাও অতীব দুষ্কর। তথায় বাস করিলে, জপ করিলে, শ্রাদ্ধ করিলে ও দেবতাগণের আরাধনা করিলে, শতকুলের উদ্ধার হয়। ঐ পুষ্করেই জম্বুমার্গ ও তণ্ডুলিকাশ্রম তীর্থ বিদ্যমান আছে।

অনন্তর কর্ণাশ্রম, কোটিতীর্থ, নর্ম্মদা, অর্ব্বুদ, চর্ম্মণ্বতী, সিন্ধু, সোমনাথ, প্রভাস, সরস্বতীসাগরসঙ্গম, সাগরতীর্থ, পিণ্ডারক, দ্বারকা, সর্ব্বসিদ্ধিদা গোমতী, ভূমিতীর্থ, ব্রহ্মতুঙ্গ, পঞ্চনদ, ভীমতীর্থ, গিরীন্দ্র, পাপনাশিনী দেবিকা, পাপনাশক নগোদ্ভেদ, পরমপবিত্র বিনশন ও কুমারকোটি এই সকল উৎকৃষ্ট তীর্থ পর্য্যটন করিবে।

কুরুক্ষেত্রে গমন করিব ও কুরুক্ষেত্রে বাস করিব, সর্ব্বদা এই প্রকার বলিলেও, পাপ মুক্ত, শুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। এই কুরুক্ষেত্রে বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণ নিত্য সন্নিহিত আছেন। সুতরাং এই স্থানে বাস করিলে, চরমে ভগবান্ নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রেয়ঃকাম পুরুষ সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া, তথায় বাস করিবেন। সরিদ্বরা সরস্বতী তথায় সন্নিহিত আছেন। ঐ নদীতে স্নান করিলে, ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রের পাংশু সকলও পরম গতি সম্পাদন করে।

অনন্তর ধর্ম্মতীর্থ, সুবর্ণতীর্থ, গঙ্গাদ্বারতীর্থ ও পরমপবিত্র কণখলতীর্থে গমন করিয়া, তথা হইতে ভদ্রকর্ণ হ্রদ নামক উৎকৃষ্ট তীর্থে সমাগত হইবে। অনন্তর গঙ্গা, সরস্বতীসঙ্গম, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ভৃগুতুঙ্গ, কুব্জাম্র, গঙ্গোদ্ভেদ, বারাণসী, অবিমুক্ত, কপালমোচন, তীর্থরাজ প্রয়াগ, গোমতী, গঙ্গাসঙ্গম, এই সকল তীর্থে যথাবিধানে স্নানাদি করিলে, পিতৃলোকের উদ্ধার ও আত্মার সদ্গতি হইয়া থাকে; তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরমপূজ্য জননী ভাগীরথী সর্ব্বত্রই স্বর্গ সাধন করেন। যেহেতু, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের পরম পবিত্র চরণ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না।

অনন্তর পরম পবিত্র রাজগৃহ, শালগ্রাম, বটেশ, বামন, কালিকাসঙ্গম, লৌহিত্য, করতোয়া, শোণ, শ্রীপর্ব্বত, কোম্বগিরি, সহ্য, মলয়, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা, কাবেরী, তাপী, পয়োষ্ণী, রেবা, দণ্ডকারণ্য, কালঞ্জর, মুঞ্জবট, সুর্পারক, মন্দাকিনী, চিত্রকূট, শৃঙ্গবের পুর, পরম তীর্থ অবন্তী, পাপনাশিনী অযোধ্যা ও নৈমিষ ইত্যাদি তীর্থ সকল গমন করিলে, পরম সদ্গতি সমাহিত হয়। নৈমিষ অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ। তথায় গমন করিলে, ভুক্তি ও মুক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঋষিগণ তথায় সমাগত হইয়া, ভগবান্ বাসুদেবের প্রসাদ লাভ কামনায় বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, হে নারদ! অধুনা দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব ও পূজাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সাধকপুরুষ প্রযত হইয়া, যথাবিধি উপাচারে সমস্ত আহরণ পূর্ব্বক স্বাহান্ত মন্ত্রত্রিতয় উচ্চারণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া, একমনে মহাদেবের পূজা করিবে। পূজা সময়ে চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ভূত প্রেতাদির অর্চ্চনা করিতে হইবে। অনন্তর পূজা সমাধা হইলে, এই বলিয়া স্তব করিবে, হে রুদ্র! তুমি সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, সকলের পালন করিতেছ, এবং সকলের অন্তরে আত্মা রূপে বিরাজ করিতেছ। তোমাকে নমস্কার। লোকে যে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুক, তোমার অর্চ্চনাই তৎসমস্তের উদ্দেশ্য। তুমি সকলের কর্ত্তা; তোমার দুরবগাহ মায়ায় সমস্ত সংসার মোহিত হইয়া আছে। তোমার এই মায়ার নাম ভগবতী। দেবী ভগবতীর অর্চ্চনা করিলেই, সমস্ত দেব দেবীর পূজা করা হয়। আমি তোমায় নমস্কার করি।

হে ভর্গ! হে বরেণ্য! আমি হৃদয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা সমস্তই তোমাতে অর্পণ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে পরমজ্যোতিঃ! তুমি নারায়ণ, তুমি কিছুতেই লিপ্ত নহ; অথচ সকল পদার্থেই বিরাজমান। তোমার অন্ত নাই, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমার স্বরূপ; এই জন্য তোমার নাম বিরাট। তুমি আপনিই আপনার প্রকাশক; এইজন্য তোমার নাম স্বরাট। তোমার প্রভাবে ধর্ম্ম নিরাকৃত হয়। যাবতীয় ভূত তোমার আশ্রিত ও আজ্ঞাবহ। তোমার মূর্ত্তি অতি প্রচণ্ড, তুমি ত্রিলোকের রক্ষা কর্ত্তা এবং তোমা হইতেই ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিচালিত হইয়া থাকে। আমি সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া এই যে কার্য্য করিতেছি, ইহা তোমারই অনুগ্রহ ও প্রভাব। তুমি প্রাণ ও চৈতন্য রূপে আমার শরীরে বিচরণ করিতেছ, এই জন্য আমি বাঁচিয়া আছি এবং ইচ্ছামত গমনাগমন পূর্ব্বক সকল কার্য্য করিতেছি, অতএব তোমাকে বারংবার নমস্কার করি।

হে নিত্য! চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে জানিতে গিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই জন্য তোমার নাম অতীন্দ্রিয়। হে অতীন্দ্রিয়! তুমি ইন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য বিষয় সকল সৃষ্টি করাতেই সংসার বাস এরূপ সুখের হইয়াছে। তুমি যদি চক্ষুমাত্র সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হইতে, দেখিবার পদার্থ সকল দৃষ্টি না করিতে এবং যদি সূর্য্য চন্দ্রাদির রচনা করিয়া আলোক প্রদান না করিতে, তাহা হইলে কি বিড়ম্বনা হইত! লোকে যে পুত্র প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া, সুশীতল সলিল সেবন করিয়া, অথবা প্রাতঃকালীন সুখময় সমীরণে অবগাহন করিয়া, প্রাণ মন দেহ আপ্যায়িত করে, ইহা তোমারই করুণা। তুমি স্পর্শেন্দ্রিয় প্রদান করিয়া, ঐ সকল সুখের পথ সমুদ্ভাবিত করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি।

হে সত্যস্বরূপ পূর্ণানন্দ পরম বিভো! তুমি সকলের প্রধান ও উৎকৃষ্ট এবং অক্ষয় ও অবিচলিত স্তম্ভরূপে সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া আছ, এই জন্য সহসা প্রলয় উপস্থিত হয় না। আহা, তোমার বিশ্বরাজ্যের কি শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা! সূর্য্য ও চন্দ্র প্রতিদিন যথাসময়েই উদিত ও অস্তমিত হইয়া, যথাবিধানে ও যথাযথরূপে লোকযাত্রা সম্পাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; একদিন একক্ষণের

জন্যও স্বীয় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। ইহা দেখিয়াও যাহারা তোমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়, তাহারা জীবিত জড়, কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমায় বারংবার নমস্কার করি।

হে অচল! তুমি দুর্নিবার, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুর্দ্ধর্ষ, দুষ্প্রকম্প ও দুরবগাহ। তোমাকে আয়ত্ত করা কাহারো সাধ্য নহে। তুমি জয়, বিজয় ও ও দুর্জ্জয়। তুমি তেজ ও তেজস্বী, তুমি প্রভাব ও প্রভু। তুমি চন্দ্র, যম, ক্ষুধা, শীত, উষ্ণ ও জরারূপী। তোমাকে স্মরণ করিলে, মনোব্যথা দূর হয়। তুমি রোগ ও ঔষধ স্বরূপ এবং তুমিই বিষ ও অমৃত, ভয় ও অভয় স্বরূপ। সাক্ষাৎ অপবর্গ তোমার দক্ষিণা মূর্ত্তি। তোমার প্রাসাদ প্রাপ্ত পুরুষগণ কদাচ স্বর্গভোগের অভিলাষী হয়েন না। তোমা হইতে ব্যাধি ও আধি সকল সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে। তুমি শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরীক বনবাসী, দণ্ডধারী, পরম দেবতা, পশুপতি, জগৎপতি ও মরুৎপতি। প্রলয় একমাত্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তুমি মৃত্যু হইতে রক্ষা ও পরমানন্দ বিধান কর। তুমি সতেজ, না অন্ধকার, না স্ত্রী, না পুরুষ, না নপুংসক; অথচ তুমিই তৎসমুদায়। এইরূপে তোমার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমিই জল অর্থাৎ বল এবং তুমিই তেজ অর্থাৎ অগ্নিরূপে শরীরমধ্যে সঞ্চরণপূর্ব্বক শোণিত রাশি সমুদ্ভাবন করিয়া, অপূর্ব্বকৌশলে প্রাণ রক্ষা করিতেছ। জলে ও অনলে একত্র অবস্থিতি তোমা ভিন্ন আর কাহারও বিধান কোন মতেই সম্ভব হয় না; আমি তোমায় নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও।

হে নিত্যানন্দ! তুমি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বরূপ, বিশ্বমুখ ও বিশ্ববাহু। এই বিশ্ব কিরূপে তোমা হইতে উদ্ভূত হইল, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি জন্মিয়াছি, কেবল এইমাত্র জানি। আমার পিতা ও মাতাও আমার ন্যায় জন্মিয়াছেন, জানি। তদ্ভিন্ন আর কিছুই জানি না ও বলিতে পারি না। কিন্তু তুমি সকলই জান ও বলিতে পার। তোমার অবিদিত ও অনির্ব্বাচ্য কিছুই নাই; যাহা তোমার অবিদিত ও অনির্ব্বাচ্য,তাহা কিছুই নহে, আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক ও শব্দমাত্র। অতএব আমি যেন সর্ব্বদা তোমার বিদিত থাকি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; হে শান্তস্বরূপ! যাহারা তোমাকে জানিয়াছে এবং তুমি যাহাকে জান, তাহারা কি ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ! লোকে কতিপয় ব্যক্তিমাত্রের বিদিত হইলে, কতই অহঙ্কার করে, কিন্তু তাহারা জানে না যে মনুষ্য ঈশ্বর নহে। অতএব তাহার জানা, না জানা একই কথা। বিশেষতঃ ক্ষয়শীল সংসারে কোন বস্তুই স্থায়ী নহে; অতএব তুমি যাহাদিগকে জান,তাহারাই প্রকৃত বিদিত পুরুষ; আমি তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে নমস্কার করি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

হে পরমপুরুষ! পিতা ও মাতা একমাত্র পুত্রেরও প্রার্থনা পূরণ করত সকল সময়ে সমর্থ হয়েন না। কিন্তু তুমি আবহমান কাল এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রার্থনা পূরণ করিয়া আসিতেছ। একদিন এক ক্ষণের জন্যও তাহাতে কখনও বিফল হও না। এইজন্য তোমাকে পরম পিতা ও পরম মাতা বলিয়া থাকে। আমি সেই পরম পিতা ও মাতা তোমার শরণাপন্ন হই। ওঁ পশুপতি পূর্ব্বদিকে আমায় রক্ষা করুন। ভূতনাথ পশ্চিমদিকে আমায় রক্ষা করুন। বিশ্বাত্মা দক্ষিণদিকে আমায়

রক্ষা করুন। প্রাণপতি উত্তরদিকে আমায় রক্ষা করুন। মহাকাল ঊর্দ্ধদিকে আমায় রক্ষা করুন। ভবদেব অধোভাগে আমায় রক্ষা করুন। ওঁ স্বাহা, ওঁ ভু ভুর্ব স্বঃ, ঈশান আমায় ঈশানে, নৈঋতপতি আমায় নৈঋতে, অগ্নিরূপী আমায় অগ্নিকোণে এবং বায়ুরূপী আমায় বায়ুকোণে রক্ষা করুন। হে বেদ্য! আমি যেন তোমার অনুগ্রহে সকলকালে সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতে সুরক্ষিত হই। তুমি আমার ও আমার প্রতিবেশীর দুষ্ট দমন কর, দমন কর। ওঁ আং হ্রীং হ্রুং স্বাহা ওঁ স্বস্তি স্বস্তি ওঁ।

হে সেব্য! হে অনাদে! ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, সরস্বতী তোমার বাক্য, অনল ও অনিল তোমার বল এবং দিবা ও রাত্রি তোমার চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ। এইরূপে তুমি বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া আছ। কিন্তু কেহই তোমায় দেখিতে পায় না, তুমি সকলকেই দেখিতেছ। তোমার কথা কেহ শুনিতে পায় না, কিন্তু তুমি সকল শুনিতেছ। সেইজন্য তোমাকে বিশ্বচক্ষু বিশ্বশ্রবা বলিয়া থাকে। পিতা যেমন ঔরসপুত্রকে পালন করেন, তুমি তেমনি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন আমাদের রক্ষার উপায় নাই। তুমি স্বয়ং রক্ষাস্বরূপ। ওঁ স্বাহা সর্ব্বব্যাপী মহাদেব তোমায় নমস্কার, নমস্কার।

হে ঈশান! আমি যখন সমুদ্রের উপকূলে দণ্ডায়মান হই, তখন তোমার জলময়ী মহামূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, আমাকে পদে পদেই বিহ্বল করিয়া থাকে। উপরে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন তোমার মহাকাশমূর্ত্তি আমার উৎসুক ও তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে পদগ্রহণ করিয়া, আমাকে একবারেই জ্ঞানশূন্য ও স্পন্দনশূন্য করে। আবার, যখন অনবরত অনাহত বেগে ধাবমান শীতল সমীরণ সেবন করি, তখন তোমার আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, সমস্ত ভুবনব্যাপী বায়ুমূর্ত্তি সহসা চিন্তাপথে সমুদিত হইয়া, আমার মনপ্রাণ সমুদায়ই অধিকার করিয়া ফেলে। ফলতঃ, এইরূপে প্রতিপদেই তোমার বিরাটরূপের মহিমা আমার জ্ঞানপথ আচ্ছন্ন ও হৃদয় বিহ্বল করিয়া থাকে। আমি তখন কি বলিয়া, তোমার স্তব করিব, ভাবিয়া পাই না। তোমাকে নমস্কার।

হে মহেশ্বর! ভক্ত তোমার প্রাণ। তুমি দুর্লক্ষ্যস্বরূপে সকলকে আবরণ করিয়া, কোথায় বাস করিতেছ, কেহই তাহা জানে না। এইজন্য তাহারা দুর্গম কৈলাসে ও সুদুষ্পার সাগরপারে তোমার স্থান নির্দ্দেশ করে। কিন্তু আমি জানি তুমি আমার হৃদয়ে, মনে, প্রাণে ও আত্মার অভ্যন্তরে চেতনারূপে, জ্ঞানরূপে, চেষ্টারূপে, চিন্তারূপে, ফলতঃ সমস্ত প্রবৃত্তিরূপে বাস করিতেছ। অতএব তোমাকে নমস্কার। নাথ! তোমার করুণা কি অসীম! তুমি ক্ষুধা দিয়াছ, ক্ষুধার উপযুক্ত প্রচুর আহার দিয়াছ, আবার, আহার সাধনের উপযুক্ত পরিপাকশক্তি দিয়াছ। এইরূপে তুমি আমাদের সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছ। আমি তোমার অনন্তশক্তির শরণাপন্ন হই, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

হে স্বর্লোকপাল! যেখানে শোক নাই, মৃত্যু নাই, রোগ নাই, জরা নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, যেখানে নিত্য আনন্দ, নিত্য সুখ, নিত্য সন্তোষ, নিত্য প্রীতি ও নিত্য আমোদ বিরাজমান, যেখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ঈর্ষ্যা নাই, অসূয়া নাই, পরদ্রোহ ও পরগ্লানি নাই, যেস্থান

সর্ব্বকালসুখাবহ, সর্ব্বলোকরমণীয় ও সর্ব্ব সন্তোষের আধার, যেস্থানে নিত্য শান্তি, ক্ষমা, দয়া, সততা, ধৃতি, লক্ষ্মী, সমৃদ্ধি, সম্পদ ইত্যাদি পূর্ণভাবে বিরাজ করিয়া থাকে, তাদৃশ সুখাবহ, সুন্দর ও সুসম্পন্ন সর্ব্বথা স্থানই তোমার ভক্তগণের বাস। পাপাত্মারা উহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তথায় পূর্ণচন্দ্র নিত্য উদীয়মান ও মলয়ানিল নিত্য প্রবহমান এবং সমুদায় ঋতু নিত্য একত্রে বিরাজমান হইয়া থাকে। হে বিভু! আমি যেন তোমার প্রসাদে সর্ব্বদা উল্লিখিত স্থানে বাস করি এবং আমার প্রতিবেশীবর্গও যেন তথায় চিরকাল স্থান প্রাপ্ত হয়। আমি যাহাদের সহিত একত্র ক্রীড়া করিয়াছি, কৌতুক করিয়াছি, শয়ন করিয়াছি, ভোজন করিয়াছি, আমোদ করিয়াছি, অথবা এই সকল না করিয়াছি, অথবা যাহারা আমার ও আমার পক্ষীয়গণের বিপক্ষ বা বিপক্ষের অনুগত, তাহারাও সকলে যেন ঐ স্থানে বাস করে। অথবা, আমি যাহাদের সহিত এক পৃথিবীতে বাস করিতেছি, সজাতি হউক, বিজাতি হউক, সকলেরই ঐ স্থান লাভ হউক।

হে সত্য! ইহসংসারে মানবগণের সহস্র সহস্র পিতা মাতা ও শত শত স্ত্রীপুত্র জন্ম গ্রহণ করিতেছে, করিয়াছে ও করিবে। কিন্তু সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয়, কাহারও সহিত কাহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি কাহারই নহি এবং কেহই আমার নহে। কিন্তু তুমি সকলের এবং সকলেই তোমারি। তোমার সহিত আমাদের চিরকালই সম্পর্ক, কোনমতেই তাহার লয় হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি ইহলোকে, তুমি পরলোকে, তুমি ইহকালে, তুমি পরকালে, এইরূপে সর্ব্বত্রই তুমি। তুমি ভিন্ন কিছুই নাই, ছিল না এবং থাকিবেও না। এই স্নেহময় পিতা, এই স্নেহময়ী জননী এই মুহূর্ত্তেই সমুদায় স্নেহ মমতা সঙ্গে লইয়া কালের কবলে লয় পাইতে পারেন। এদিকে আবার চাহিয়া দেখি, ঐ প্রীতির পুত্তলিস্বরূপ পরম প্রণয়ময়-প্রণয়ময়ী পুত্রকন্যা দারুণরোগে জীর্ণ হইয়া, রজনীর সমাগমে সুকোমল সুকুমার পদ্মের ন্যায়, নয়নযুগল মুকুলিত করিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। আর তাহাদিগকে জানিতে হইবে না; আমার বলিয়া সংসারে তাহাদের সহিত যে সম্পর্ক ছিল, এইখানেই তাহার লয় ও নির্ব্বাণ হইল। আর তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা বলিয়া কোন কালেই ডাকিবার ও আদর করিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই অলীক, অসার, অসম্বন্ধ, ক্ষণভঙ্গুর ও নামমাত্রে মধুর। কিন্তু তুমি চিরকালই আহত ছিলে ও থাকিবে। কোন কালেই তোমার ক্ষয় নাই, লয় নাই। তুমি পরম সত্যস্বরূপ। অতএব আমরা তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব? তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

হে আদ্য! সুর ও অসুরগণ সর্ব্বদাই তোমার অর্চ্চনা করে। তুমি সহস্রলোচন ও সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর। তোমার হস্ত, পদ, মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে; বিশ্বের এমন স্থান নাই, যেখানে ঐ সকল নাই। সুতরাং সংসারে যখন যাহা ঘটে, তুমি তাহা দেখিতে পাও ও শুনিতে পাও। লোকে তোমাকে গোপন করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারে না। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুম্ভকর্ণ, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ। তুমি শতোদর, লতাবর্ত্ত, শতজিহ্ব ও শতহস্ত। পণ্ডিতগণ তোমাকেই ব্রহ্মা,

ইন্দ্র ও আকাশের ন্যায়, নির্লিপ্ত বলিয়া থাকেন এবং তুমিই জল, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, করকা ও বাষ্পস্বরূপ। সাগর ও আকাশের ন্যায়, তোমার মহীয়সী মূর্ত্তির ধারণা ও ইয়ত্তা করা দুষ্কর। কেহ কখন তাহা পারে নাই ও পারিবেও না। গোসমূহ যেমন গোষ্ঠে বাস করে, সেইরূপ তোমার মহামূর্ত্তি সমস্ত দেবতার আলয়। তুমি কার্য্য, কারণ, ক্রিয়া ও করণ। স্থূল, সূক্ষ্ম যাহা কিছু, সমস্তই তোমাতে উৎপন্ন ও লয় পাইয়া থাকে। ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, দেবদেব, মহাদেব, ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলী, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিপুরঘ্ন, চণ্ড, কুণ্ড, অণ্ড, অণ্ডধর, দণ্ডী, সমকর্ণ, দণ্ডিমুণ্ড, ঊর্দ্ধদংষ্ট্র, ঊর্দ্ধকেশ, বিশুদ্ধ, বিশ্বময়, বিলোহিত, ধূম্র, নীলগ্রীব, বিরূপাক্ষ ও দণ্ড ইত্যাদি বিবিধ নামে তুমি সংসারে বিখ্যাত। তোমার সদৃশ বা তোমা অপেক্ষা অধিক বা উৎকৃষ্ট আর কেহই নাই। আমি তোমাকে নমস্কার করি—নমস্কার করি। তুমি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

হে শান্ত! তোমার রূপ নানারূপ ও অব্যক্ত। তুমি আমার নিকটে, দূরে, পার্শ্বে, সম্মুখে, ঊর্দ্ধে পশ্চাতে, হৃদয়ে, অন্তরে, প্রাণের অভ্যন্তরে ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেছ। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি না। ঘোর অন্ধকারে যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছি। তোমারই জ্যোতি হইতে আমার চক্ষুতে দৃষ্টি আসিয়াছে, মনে বোধ আসিয়াছে, দেহে কান্তি আসিয়াছে এবং প্রাণে চেষ্টা আসিয়াছে। তুমি শিব, শান্ত ও পরম শান্ত। তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যচূড় ও হিরণ্যপতি তোমাকে নমস্কার।

তোমার করুণকটাক্ষের লেশমাত্র প্রাপ্ত হইলেও, সমস্ত সংসারের আধিপত্য লাভ হইয়া থাকে। মনীষিগণ তোমাকে স্তুত্য স্তুয়মান এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বভক্ষ, আকাশস্বরূপ, সকলের নাভিস্বরূপ ও কিলকিলাস্বরূপ ইত্যাদি সার্থক নামে অভিহিত করেন। তুমি আবরকদিগের আবরণ কর। তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, কালনাথ, কল্প, প্রলয় ও লয়স্বরূপ। তুমি কৃশাঙ্গ, কৃশ ও সংহৃষ্ট। তোমার হাস্য দুন্দুভিস্বনবৎ ভীষণ ও গভীর। তুমি ভীষণ, ভীষ্ম, উগ্র ও অত্যুগ্র, উত্থিত ও অবস্থিত, ধাবমান ও স্থির, শয়ান ও জাগরূক। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের হিতকারী ও ধর্ম্মস্বরূপ। তুমি বর ও বরদ, বিপদ্ ও সম্পদস্বরূপ, বায়ুর ন্যায় বেগশীল, সাক্ষাৎ দয়া ও হিংসাস্বরূপ এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আধার। তুমি রাগী ও বিরাগী, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, মিলিত ও পৃথক্, ছায়া ও আতপ, গ্রীষ্ম ও শৈত্যস্বরূপ, অঘোর ও ঘোররূপ এবং তুমি অপাদ ও বহুপাদ, অহস্ত ও বহুহস্ত, অচক্ষু ও বহুচক্ষু, ক্ষুদ্র ও মহান্, তট, নদী ও সাগরস্বরূপ। তুমি কাল ও মহাকাল। তোমার উদরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বাস করে। তোমাকে বারংবার প্রণাম করি, পূজা করি ও স্তব করি।

হে অতিঘোর! তুমি অন্ন ও অন্নদাতা। তুমি বালক, যুবা ও বৃদ্ধ। তুমি প্রভুরও প্রভু, গুরুরও গুরু এবং মহানের মহান্ পরমমহান্। তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয় স্বরূপ। তুমি কাম, কামদ ও কামঘ্ন। তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য অধম বর্ণস্বরূপ। মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, সমুদায়ই তুমি। তুমি বর্ণহীন, উত্তমবর্ণ

ও বর্ণকর্তা। তুমি কাল, অকাল, অতিকাল ও দুষ্কাল। তুমি নন্দিমুখ, ভীমমুখ, সুমুখ, দুর্মুখ, চতুর্মুখ বহুমুখ, অগ্নিমুখ, নির্মুখ, বেদমুখ ও বিশ্বমুখ। তুমি দ্বেষ, বিদ্বেষ, রাগ, বিরাগ, রোগ, মোহ, ইচ্ছা, ক্ষমা, অমর্ষ, চেষ্টা, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, জয় ও পরাজয়স্বরূপ। তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কার ও নমস্কারস্বরূপ। তুমি নদীমধ্যে গঙ্গা, বর্ণমধ্যে ব্রাহ্মণ, মৃগমধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষিমধ্যে গরুড়, সর্পমধ্যে বাসুকি, সমুদ্রমধ্যে ক্ষীরোদ, যন্ত্রমধ্যে ধনু, অস্ত্রমধ্যে বজ্র, ব্রতমধ্যে সত্য ও ইন্দ্রিয়মধ্যে মনস্বরূপ। আমি তোমার শরণাপন্ন হই। আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর।

হে পিতামহ! তুমি পিতার পিতা পরম পিতা, মাতার মাতা পরম মাতা এবং তুমি গুরুর গুরু পরমগুরু ও দেবতার দেবতা পরমদেবতা। যে ব্যক্তি যেরূপ প্রবৃত্তির লোক, তুমি তাহাকে তদ্রূপ ফল প্রদান করিয়া থাক। স্বর্গ ও নরক; সুখ ও দুঃখ; সম্পদ ও বিপদ; লাভ ও অলাভ; ভাব ও অভাব; জয় ও অজয়; ভয় ও অভয়; মৃত্যু ও অমৃত; বন্ধন ও মুক্তি; হর্ষ ও বিপদ; শোক ও অশোক; আশা ও নৈরাশ্য ইত্যাদি সমস্তই তোমার অধীন। যখন যাহা মনে কর, তখনই তাহা করিতে তোমার ক্ষমতা আছে। ঐ ক্ষমতার কোনকালে কোনরূপ ব্যভিচার নাই। এই অভ্রভেদী উত্তুঙ্গগিরিরাজও একদিন বিচলিত হইতে পারে; ঐ অপার অসীম জলনিধিও একদিন শুষ্ক হইতে পারে; সৃষ্টির আদি হইতে নিরবলম্বে অধিষ্ঠিত ঐ সুবিশাল আকাশও একদিন সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে; অথবা দিবারাত্রি অনাহতবেগে ধাবমান এই বায়ুপ্রবাহও একদিন রুদ্ধ বা ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে তেজরূপে ব্যবস্থিত এই অগ্নি একদিন হয় ত একবারেই নির্ব্বাণ হইতে পারে; কিন্তু তোমার ঐ ক্ষমতার কোনকালেই কোনরূপে লয় নাই। ইহাই তোমার ঈশ্বরত্ব; অথবা ঐ ক্ষমতাই সাক্ষাৎ তুমি। তুমি ভিন্ন এরূপ ক্ষমতা আর কাহাতে আছে, ছিল বা থাকিবে অথবা থাকিতে পারে? লোকে এইমাত্র যে ইচ্ছা করে, পর ক্ষণেই তাহা বিফল বা বিপরীতরূপে পরিণত হয়। কোনরূপেই ইহা নিবারণ করিতে তাহার ক্ষমতা হয় না। কোন্ ব্যক্তি আপনার ও পুত্রাদির দীর্ঘজীবন ইচ্ছা না করে? কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে? মৃত্যু অগ্র পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ সকলকে আপনার কবলসাৎ করে; লোকের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ইহার কোনরূপ অন্যথাদির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত, অনেক স্থলে দেখা যায়, পিতামাতা কায়মনে পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছেন, কিন্তু মৃত্যু অতি অল্পবয়সেই তাহাকে আসিয়া গ্রাস করে;—পিতামাতার সমুদায় আশা ভরসা ও ইচ্ছাদি একবারেই সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। কোনমতেই এবিষয়ের নিরাকরণ করা সাধ্য হইয়া উঠে না। সকল বিষয়েই এইরূপ ধনবল, বুদ্ধিবল, বিদ্যাবল, জ্ঞানবল, মনুষ্যের। যাহারা ইহা দেখিয়াও সংসারের মায়া ছাড়িয়া দিয়া তোমার অনুগত না হয় এবং সর্ব্বপ্রভু ও সর্ব্বনিয়ন্তা ভাবিয়া তোমার ইচ্ছার উভর নির্ভর করিতে না শিখে, তাহারা কি হতভাগ্য! আমি যেন সেই সকল হতভাগ্যের নামগন্ধেও না থাকি, প্রসন্ন হইয়া, আমারে এইরূপ বর প্রদান কর। তোমারে নমস্কার, নমস্কার। ওঁ শান্তি স্বস্তি ওঁ।

হে পরম ঈশ্বর! আমি ক্ষণমাত্র তোমা ছাড়া নহি। তুমিও ক্ষণমাত্র আমাকে ছাড়িও না।

সমস্ত সংসারও ক্ষণমাত্র তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তুমি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে সত্তারূপে অধিষ্ঠান করিতেছ। যদি না করিতে, তাহা হইলে এই সূর্য্য চন্দ্র সাগর পর্ব্বত ও নগরাদি সমেত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড এখনই ঘূর্ণায়মান ও অধঃপতিত হইত, ইহা কি আর বলিতে হয়। ঐ যে গ্রহনক্ষত্র সকল স্ব স্ব কক্ষায় পরিবর্ত্তন করিতেছে, ইহারাও এই মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া পড়িয়া যাইত ; তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে ? বলিতে কি, তুমি আমাদিগকে নিমেষমাত্রও ছাড়িয়া রহিলে, আমরা যে যেখানে, সে সেইখানেই কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ স্থির নিশ্চল ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িতাম, সমস্ত সংসার তৎক্ষণে শূন্য ও অবসন্ন হইয়া যাইত অথবা একবারেই অদৃশ্য ও নামমাত্রে পরিণত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? মানুষ এই ইতস্ততঃ চেষ্টাচরিত করিয়া, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহার রাজার সংসারে লক্ষ্মী, সাগরস্রোতের ন্যায়, উথলিয়া উঠিয়াছিলেন ; কত শত ব্যক্তি তাহার দ্বারস্থ, তাহার সংখ্যা নাই ; কত শত লোক তাহার অন্নে প্রতিপালিত, তাহারও সংখ্যা নাই ; তাহার নাম, তাহার কীর্ত্তি ও তাহার যশ, পৌর্ণমাসী-শশি কিরণের ন্যায়, দিগ্‌দিগন্ত লঙ্ঘন করিয়া, সংসারপারে ধাবমান ; এইরূপে কোনদিকে কোন অংশে তাহার পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির অণুমাত্র অভাব নাই ; দৈবাৎ অভাব হইলে, তাহা হয় ত আপনিই পূর্ণ হইয়া উঠে। ইত্যাদি বিধানে তাহার লৌকিক সৌভাগ্যের যখন পর্ব্বকালীন সাগরপ্রবাহের ন্যায়, পরম পূর্ণ অবস্থা এবং যখন সে স্বয়ং ও তাহার প্রতিবেশী ও অনুচরবর্গ সকলেই চিন্তা করে, যে, এইরূপ দিন চির কালই থাকিবে। হে পরম সত্য আদিদেব ! ঐরূপ সময়ে মৃত্যু কোথা হইতে সহসা উপস্থিত হইয়া, দুর্নিবার জল প্লাবনের ন্যায়, তাহাকে কোথায় আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না এবং নিবারণ করিতেও সমর্থ হয় না। আর, তাহার সে সৌভাগ্য নাই, সেই বিষয়, বিভব বা সে সমৃদ্ধি নাই। সমুদায়ই যেন ছায়ার ন্যায়, দেখিতে দেখিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কত নগর, কত রাজ্য, কত গ্রাম, কত জনপদ, কত পরিবার, কত গৃহ উচ্ছিন্ন, অনাথ ও নিরাশ্রয় হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে, তাহা বলিবার নহে। অথবা, একদিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঐরূপে মহাপ্রলয়ের গর্ভসাৎ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল ঘটনার কারণ কি না তুমি ছাড়িয়া যাও। তাহাতেই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। তুমি যাহাকে না ছাড়, সেই অমর ও অক্ষয় পদে অধিরূঢ় হয়। ঐ মানুষ বীরদর্পে বেড়াইতেছে ; ঐ শিশু, পদ্মফুলতুল্য, জননীর ক্রোড় আলোকিত করিতেছে ; ঐ সতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, স্বামীর পার্শ্বে শোভা বিস্তার করিয়াছে ; ঐ বালক, ঐ বালিকা, স্নেহের পুত্তলিকার ন্যায়, গৃহমধ্যে ক্রীড়া করিতেছে ; কে বলিবে, ইহারা এই মুহূর্ত্তে মরিবে, এই আশয়ে তাঁহাদের পিতা মাতা ও স্বামী প্রভৃতিরা কত কি যত্নে ও উৎসাহে তাঁহাদের জন্য প্রাণ দিয়াও কত কি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে ; কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহাদের নাড়ী ক্ষীণ, দৃষ্টি ক্ষীণ, জ্ঞানশক্তি লীন ও আয়ু একবারেই বিহীন হইয়া গেল। ইহার কারণ কি, না, তুমি ছাড়িয়া দিলে ; তোমার প্রেরিত মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। হে নাথ ! আমি যেন কখনও তোমা ছাড়া না হই। আমার আত্মীয় ও সজাত প্রাণিমাত্রেও

যেন তোমা ছাড়া না হয়। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। ১

হে পরম। তুমি আপনিই আপনার উপমা; আপনিই আপনার সমান বা সমকক্ষ এবং আপনিই আপনার অবধি। তুমি সাকার, নিরাকার, অরূপ, সরূপ; সগুণ, নিগু'ণ এবং ক্রিয়াহীন ও ক্রিয়াময়। যাহারা তোমায় সাকার ও সরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহারা বলিয়া থাকে, ভুবনে তোমার রূপের তুলনা নাই। সংসারের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য, অথবা মনোহারিতা সমস্তই তোমার রূপের অংশাংশ। শান্তি, গাম্ভীর্য্য, প্রসন্নতা, ভয়, বিস্ময়, সংভ্রম, শ্রদ্ধা, প্রীতি ও অনুরাগ ইত্যাদি তোমার মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা বিরাজমান। এই জন্য তোমাকে সদাশিব বলিয়া উল্লেখ করে। শ্মশানের ভূতপ্রেতাদিও তোমার গুণে মোহিত। ইহা অপেক্ষা তোমার মাহাত্ম্য কি আছে! কিছুতেই তোমার বিকার নাই এবং সর্ব্বত্রই তোমার সমদৃষ্টি এই জন্য তোমার মহিমা সংসারে সমধিক প্রখ্যাপিত হইয়াছে; তোমাকে নমস্কার করি।

হে বিভো! তোমার সাকাররূপের লোহিতলোচন, বিশাল আস্য, সুবিপুল উদর, ঊর্দ্ধপ্রভ কেশকলাপ, হরিৎবর্ণ শ্মশ্রু ও সূচিসম লোমরাজি দর্শন করিলে,ভক্তের প্রাণে ও হৃদয়ে যেরূপ আনন্দ সঞ্চার হয়, অভক্তের ততোধিক ভয় ও মোহ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। শুনিয়াছি, তোমার প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারাই ভূতপ্রেতাদির ভয়ে আক্রান্ত হইয়া থাকে। তুমি আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমার কেশপাশে জলধর, অঙ্গমধ্যে নদীসমুদায় এবং জঠরোপরি সমুদ্র বিরাজমান; এইজন্য তোমাকে সলিলাত্মা বলে। সংসারের কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই। অতীব গভীর গর্ত্তের অভ্যন্তরে, অতলস্পর্শ জলনিধির দুর্ব্বিগাহ গর্ভমধ্যে, অথবা, বহুদূরবিস্তৃত ভূধরের অন্তর্ভাগে, ফলতঃ অগম্য ও অবিসহ্য প্রদেশমাত্রে তোমার জ্ঞান ও দৃষ্টি সমভাবে হস্তামলকবৎ চলিয়া থাকে। অধিক কি আলোক ও অন্ধকার উভয়ত্রই তোমার সমান দৃষ্টি, অর্থাৎ আলোকে যেমন,অন্ধকারেও তেমনি তুমি দেখিতে পাও। অথবা, তোমা হইতে সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমায় রক্ষা কর, আমি তোমার শরণাপন্ন।

হে সদানন্দ মহাপুরুষ! তুমি সর্ব্বদা আত্মাতে যে নির্ম্মল আনন্দ অনুভব কর, আমাকে অন্ততঃ তাহার অণুমাত্র প্রদান কর। আমি সংসারের অনন্ত যাতনায় অভিভূত হইয়াছি। মানুষ যাহাকে সুখ বলে, তাহা দুঃখের প্রকারভেদমাত্র। পৃথিবীর আমোদেও বাস্তবিক আমোদ নাই। বিষয় বিভবাদিতে বস্তুতঃ সুখ নাই। ধনের পর ধন, ঐশ্বর্য্যের পর ঐশ্বর্য্য হস্তগত হইতেছে, তথাপি লোকের আশা নিবৃত্তি ও তৃষ্ণানিবৃত্তি নাই। দুর্নিবার প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, সুখের জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু সুখ সংসার হইতে তিরোহিত হইয়াছে। ইহা কেহই বুঝে না। বুঝিলেও মোহবশে পুনরায় মত্তের ন্যায়, ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, পদে পদেই বঞ্চিত হইতেছে,তাহারই জন্য আবার প্রাণ দিয়া শরীর সঁপিবার চেষ্টা করিতেছে। দিবারাত্র বিশ্রাম নাই, তথাপি, সুখের নামমাত্র ও লেশমাত্র নাই। লোকে অমৃতবোধে বাস্তবিক বিষসঞ্চয়েই ব্যস্ত ও ব্যাপৃত। সকলেই আত্মার উন্নতি কামনা করে। কিন্তু

কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইতে পাবে, সে বিষয়ে কাহারই জ্ঞান নাই। প্রত্যুত, যে পথে গমন করিলে, স্বর্গের সোপান লক্ষিত ও আত্মোন্নতি সাক্ষাৎকৃত হয়, সে পথ ত্যাগ করিয়া, নরকের অভিমুখে বিপথেই ধাবমান হইয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কেহ কখন কোনরূপে কিছুমাত্র সুখের বার্তা অবগত হইতে সমর্থ হয়, বাস্তবিক তাহা সুখ কি দুঃখ তাহার স্থিরতা না থাকিলেও, ঈর্ষ্যা ও অসূয়াদিবশতঃ একে অন্যকে তাহা বলিতে অভিলাষী হয় না। সকলেরই ইচ্ছা, পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্য যেন সে একাকী সম্ভোগ করে এবং সকলেরই এইরূপ জ্ঞান, যেন তাহারই একাকী ভোগের জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে এই সংসারে যেমন সুখ নাই, তেমনি নানাপ্রকার দুঃখের দ্বার আবিস্কৃত হইয়া, দিন দিন ইহার দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইতেছে। হে বিভো! আমি ঈদৃশ অসার সংসারে কিছুমাত্র অনুরক্ত এবং ইহার সুখসচ্ছন্দেও কিছুমাত্র অভিলাষী নহি। পিতামাতা, পুত্র-স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব সকলই আমাকে ত্যাগ করুক, আমি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত ও অনুতপ্ত নহি। আমি জানি, পৃথিবীর কাহারই দ্বারা কাহারও কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। তুমিই একমাত্র অভীষ্ট, তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আমি যেন একমাত্র তোমাকেই লাভ করি। যদি তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমায় সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি নিমেষের জন্য পরাঙ্মুখ নহি। আমার ইহা দৃঢ় প্রতীতি আছে, তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, দুঃখের মধ্যেও সুখ এবং বিপদেও সম্পদ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিষে অমৃত ও বিপদে সম্পদ প্রদর্শন করাই তোমার মাহাত্ম্য। এইজন্য ভক্তগণ তোমাকে ছাড়িতে চাহে না। তোমায় নমস্কার করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

হে রুদ্র! ঐ মৃত্যু ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া আমার অগ্রে গৃহে গৃহে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায়, মহাবেগে ও মহারোষে বিচরণ করিতেছে, নানাপ্রকার রোগ, শোক, বধ, বন্ধন, ভয়, পরিতাপ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইতেছে। যেন সমস্ত সংসার গ্রাস করিবে, এইরূপ সংকল্প করিয়াছে! হে অনাদে! যাহারা তোমার প্রতি প্রীতিমান্, তাহাদিগকে এই মৃত্যু ও উপদ্রব সকল কখনই আক্রমণ করে না। যাহারা তাদৃশী প্রীতির ও ভক্তির অধীন নহে, তাহারা পদে পদেই মৃত্যুর বশীভূত ও উপদ্রবে অভিভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ভক্তের পালন ও অভক্তের অপালন জন্যই উল্লিখিত অনুচরবর্গের সহিত মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা, শুদ্ধ মৃত্যু নহে, ঐ সকল পাপাত্মার জন্য অশেষ যাতনাসহিত জন্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ যে সকল জীবাধম মোহরূপ দারুণ অন্ধকারপ্রভাবে হৃতদৃষ্টি ও হতজ্ঞান হইয়া, তোমার প্রতি বিমমতা বা বিরাগ প্রদর্শন করে, সেই সকল হতভাগ্যকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া, সংসাররূপ দারুণপথে অতি ক্লেশে গমনাগমনপূর্ব্বক অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। এইরূপে সংসারে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই অনন্ত যন্ত্রণার হেতু। বরং মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সমধিক ক্লেশের কারণ ও আধার। কেন না জীব যেমাত্র জন্মগ্রহণ করে, সেইমাত্র কাল, কর্ম্ম, দৈব ও অদৃষ্ট তাহার প্রভু ও নিয়ন্তা হইয়া থাকে এবং

তাহার সমুদায় স্বাধীনতা একবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। যাহার স্বাধীনতা নাই, তাহার যে কিছুমাত্র সুখ নাই, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। এইরূপে, কিয়দ্দিনের জন্য সংসারে আগমনপূর্ব্বক পরের বিষম দাসত্বে জীবন যাপন করা, বিড়ম্বনা ও নরকভোগমাত্র, তাহাতেও সন্দেহ নাই। হে বিভো! আমি তোমার শরণাপন্ন। আমার জন্ম মৃত্যু উভয়ই নিরাকৃত কর।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে মহাদেব স্তোত্রবিধি নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মপূজা বিধি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর।

ভগবান্ কমলযোনি সকলের পিতার পিতা, এইজন্য তাঁহাকে পিতামহ বলে। সবিশেষ ভক্তি-সহকারে তাঁহার পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পরম দেবতা ব্রহ্মার পূজা করিলে, ধন, পুত্র, সুখ, আয়ু ও লক্ষ্মী লাভ হয়। পুষ্করে এই ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; নারদ! কার্ত্তিকী শুক্ল-পৌর্ণমাসীতে, সংক্রান্তি সময়ে অথবা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে যে ব্যক্তি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে আহ্বান করে, তাহার সমস্ত পাতক দূর হইয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহার প্রতি তৎক্ষণাৎ প্রীতিমান্ হয়েন।

দেবগণ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে পুষ্করসমাগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বৈশ্যগণের ভক্তি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাহারা পৌর্ণমাসী তিথির সমাগমে যথাবিধানে দেবাদিদেব ভগবান্ ব্রহ্মার ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকৃত পূজা করে, তাহারাই পরম ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। *ব্রহ্মপূজাসময়ে সমস্ত বিষয়ই গুরুপর করিবে। যে ব্যক্তি আত্মাতে গুরু ও পরমেশ্বর উভয়ের উপলব্ধি করে, তাহারই ভক্তিলাভ হয়। গুরুকে পূজার পূর্ব্বে এই বলিয়া প্রসন্ন করিবে, হে দেব! আপনার প্রসাদে আমি যেন সংসাররূপ সাগরসঙ্কটে সমুত্তীর্ণ হই। আমার যেন সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। আপনি প্রসন্ন হইয়া, আমারে পরব্রহ্ম উপদেশ এবং বিরিঞ্চির আরাধন, সহস্রশীর্ষ জপ ও ধ্যানধারণাদি সকল বিষয় বিশিষ্ট রূপ শিক্ষাপ্রদান কর। আমি পিতামহের পূজা করিয়া, ঐহিক লক্ষ্মীলাভে সমুৎসুক হইয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এ বিষয়ে কৃতার্থ করুন।

মেধাবী শিষ্য গুরুদেবকে এই প্রকারে প্রসন্ন করিয়া, অর্চ্চনানন্তর দীক্ষার্থ তাঁহাকে আশ্রয় করিবে। অনন্তর কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশী তিথিতে ভগবান্ ভাস্কর,দেবাদিদেব বাসুদেব ও পরমদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া, যথাবিধানে গুরুর পূজা ও প্রণাম করিবে। তৎকালে দন্তধাবননির্ম্মিত ক্ষীরিকা বৃক্ষের একটি কাষ্ঠিকা সম্প্রদান করিবে। এইরূপে পূজাবিধি সমাধা হইলে, নদী, ও সাগর হ্রদ, পুষ্করিণী, কিংবা গৃহমধ্যে বিধি অনুসারে জল পান করিবে। এই জল পানের যে প্রকার বিধান ব্যবস্থিত আছে, তাহাও শ্রবণ কর। আপোহিষ্ঠ, এই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রণ করিয়া পরে, দেবসত্বে, এই মন্ত্রে জপ সমাধানান্তে হস্তে সলিল গ্রহণ করিবে এবং ইরাবতী ধেনুমত্যৈ ব্রহ্মোদম স্বাহা, এই প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া, অবশিষ্ট সলিল দূরে প্রক্ষেপ করিবে। তৎকালে, যে জল হস্ত হইতে পতিত হইয়াছে, সেই পতিত সলিলের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতে হইবে। অনন্তর সম্মুখে কিংবা

পরাঙ্মুখে, অথবা বামে কিংবা দক্ষিণে দণ্ডায়মান হইয়া, পূজাভূমি বিবিধ লক্ষণে অলঙ্কৃত করিয়া, ষোড়শার নয়টি পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ষোড়শদল পদ্ম নির্ম্মাণ না করিয়া, অষ্টদশ করিলেও, কোন রূপ অনিষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই।

নারদ! তত্তৎ পূজামণ্ডলে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিবে। লোকপালগণের পূজা সময়ে বৈশ্বানর অনলের যথাবিধি অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। লোকপাল পূজার দক্ষিণদিকে ধর্ম্ম-রাজের, নৈঋতে নিঋতিদেবের, পশ্চিমে সলিল-রাজ বরুণের এবং বায়ুকোণে সদাগতি বায়ুদেব-তার অর্চ্চনা করিতে হইবে। পূর্ব্বদিকে কমণ্ডলু, দক্ষিণে দণ্ড, পশ্চিমে হংস, উত্তরে শ্রুব, আগ্নেয়ে বৃষী, নৈঋতে পাদুকা, বায়ুকোণে যোগপট্ট এবং ঈশানে গণিকা স্থাপন করিবে। পূজা মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ভগবান্ বিষ্ণু, দক্ষিণে মহাদেব, পশ্চিমে আদিত্য ও উত্তরে ঋষিগণের পূজা করিবে। মণ্ড-লের মধ্যে স্বয়ং পদ্মজন্মা ব্রহ্মার পূজা করিতে হইবে। পিতামহ কমলযোনির দক্ষিণদিকে দেবী গায়ত্রী ও উত্তরে পদ্মপলাশলোচনা সাবিত্রীর অর্চ্চনা করিবে। মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ঋগ্‌বেদ, দক্ষিণে যজুর্ব্বেদ, পশ্চিমে সামবেদ ও উত্তরে অথর্ব্ববেদ বিন্যস্ত করিবে এবং এই প্রকার ক্রম অনুসারে সমস্ত ইতিহাস, পুরাণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় যথাযথ স্থাপন করিবে।

অনন্তর পদ্মের পূর্ব্বদলের দক্ষিণদলে প্রদ্যুম্নের, পশ্চিমদলে অনিরুদ্ধের ও উত্তরদলে বাসুদেবের যথাবিধি পূজাবিধি সম্পাদন করিবে। দেবাদিদেব বাসুদেব সকল পাপের বিনাশকর্ত্তা, সকল সুখের বিধাতা, সকল মঙ্গলের দাতা, সকল দুঃখের হন্তা, সকল কলুষের শাস্তা এবং সকল স্বস্তির মূল। অতএব বিহিত বিধানে তাঁহার পূজা করিয়া, যথা-বিধি স্তব করিবে।

বাসুদেবের অর্চ্চনা হইলে, পূর্ব্বদিকে ঈশান-দেব, পশ্চিমে বামদেব, দক্ষিণে সদ্যোজাত দেব, উত্তরে পুরুষদেবের পূজা করিবে। নারদ এই প্রকার পূজা করিয়া মণ্ডলের সকলদিকেই অঘোর দেবের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর পূর্ব্বদিকে ভাস্কর, দক্ষিণদিকে দিবাকর, পশ্চিমদিকে প্রভা-কর ও উত্তর দিকে গ্রহরাজের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সকল দেবতার যথাযথ পূজা করিয়া পরে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পূজা করিবে। তাঁহার পূজা বিধি এইরূপ, যথা——

পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে যথাবিধি অষ্টকল্প বিন্যাস পূর্ব্বক ব্রহ্মপূজার জন্য ব্রহ্মা ও নবসংখ্যক ব্রহ্ম-কলস কল্পনা করিবে। মুক্তিলাভের অভিলাষী পুরুষ ব্রহ্মঘটস্থিত জল দ্বারা, স্ত্রীলাভের অভিলাষী পুরুষ বরুণদিকস্থিত কলসের সলিল দ্বারা ব্রহ্মারে স্নান করাইবে। এইরূপ সুখলাভের অভিলাষী দক্ষিণদিকস্থিত ঘটের সলিল দ্বারা, দ্রব্যলাভের অভিলাষী ব্যক্তি আগ্নেয় ঘটবারি দ্বারা, সমৃদ্ধি-লাভের অভিলাষী পুরুষ যাম্যকলসসলিল দ্বারা, দুষ্টধ্বংসের অভিলাষী নৈঋতদিকস্থ কলস দ্বারা এবং জ্ঞানলাভের অভিলাষী পুরুষ রুদ্রদিকস্থ ঘট-বারি ও সমুদায় কলসসলিল দ্বারা পিতামহ ব্রহ্মার স্নানবিধি সমাধা করিবে। নারদ! এইরূপে অষ্টকলসস্থ সলিল দ্বারা পিতামহের স্নানবিধি সমাধা করিলে, সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও ব্রহ্মসাদৃশ্য লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর প্রশান্তবুদ্ধি গুরুদেব উল্লিখিত বিধি অনুসারে লোকপালগণ ও দেবগণের পূজা করিয়া, পরীক্ষিত শিষ্যকে যথাবিধি ধারণায় প্রবর্ত্তিত

করিবেন। আগ্নেয়ী ধারণা দ্বারা দেহ দগ্ধ ও বায়ু ধারণা দ্বারা তম বিনাশ এবং সোম ধারণা দ্বারা আপ্যায়ন সম্পাদন করিবেন। ব্রহ্ম-সন্নিধানে এইরূপ ধারণা করা বিধি। অনন্তর দীক্ষিত শিষ্যকে দেবতা, বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ, ইন্দ্র, আদিত্য, অগ্নি, লোকপাল, গ্রহ, গুরু ও মুনীন্দ্রগণ এবং আপনার সর্ব্বপ্রকার দীক্ষার নিন্দা করিতে নিষেধ করিবে পরে প্রজ্বলিত অনলে, "ওঁ নমঃ ব্রহ্মণে ভগবতে সর্ব্বরূপিণে স্বাহা।" এইপ্রকার ষোড়শাক্ষর মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। দীক্ষিত শিষ্যের গর্ভাধানাদি যাবতীয় সংস্কার আহুতিযোগেই বিহিত হইয়া থাকে। নারদ! এইরূপে পিতামহ ব্রহ্মার সান্নিধ্যে তিন বার আহুতি প্রদান করিয়া হোম সমাপনপূর্ব্বক শিষ্যকে দীক্ষিত করিবে। পরে গুরু দক্ষিণাগ্রহণ করিবে। শিষ্য হস্তী, অশ্ব, যান, শকট ও স্বর্ণ-খচিত প্রস্তর গুরুকে দক্ষিণা দিবে। অথবা, সাধ্যানুসারে এই সকলের এক একটি দান করিবে। গুরুকে যাহাই দিবে, তাহা স্বর্ণের সহিত প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর এই বলিয়া, ভগবান্ পিতামহের স্তব করিবে। হে দেব! এই বিশ্বসলিল যখন প্রলয়সলিলে আচ্ছন্ন ছিল, না তেজ, না অন্ধকার, না আলোক, না জ্যোতি কিছুই ছিল না; তখন তুমি প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে স্বয়ং দেবদেব মহা-বিষ্ণুর নাভিকমলে সমুৎপন্ন হইয়াছ। তোমারে নমস্কার করি। তোমা হইতে চন্দ্র সূর্য্য সমুন্নত প্রকাণ্ডবিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে,তোমারই করুণায় অবস্থিতি করিতেছে এবং তোমারই মহিমায় যথা-যথ প্রতিপালিত হইতেছে। তোমার মহিমার পার নাই, প্রভাবের সীমা নাই, গুণের অন্ত নাই এবং স্বরূপের কোনপ্রকার অবধারণ নাই। তুমি সকলের অন্তরে অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিতেছ; এইজন্য তোমাকে অন্তর্যামী মহাপুরুষ বলিয়া থাকে। তুমি এই আকাশে, এই পৃথিবীতে, এই স্বর্গে এবং সকলের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। আমি পাপতাপ শান্তির নিমিত্ত; রোগ, শোক, পরিহার নিমিত্ত; বিষাদ, অবসাদ, দূর করিবার নিমিত্ত এবং পুনঃ পুনঃ জন্মযন্ত্রণা নিবারণ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য কায়মনে তোমার পূজা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। হে দেব! তুমি সমস্ত সংসারের জনক ও জননীস্বরূপ। তোমার প্রভাবে সমস্ত দুরিত বিদূরিত হয়; তোমারে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। হে তাত! তুমি সমুদায় দেব-তার অগ্রগণ্য। সমুদায় সুখের বিধাতা ও সমুদায় কল্যাণের আকর ও সমুদায় গুণের আধার। দেবগণ সর্ব্বদা তোমার পূজা ও স্তব করেন; তোমার চরণকমল সংসাররূপ ভীষণ মহাসাগর পারের নৌকাস্বরূপ। আমি বারং-বার উহার বন্দনা করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বরদ! এ সংসারের সমস্ত পাতক নিবারণ কর। আমি যেন তোমারই নাম করিতে করিতে এই অসার দেহভার পরিহার করিতে পারি। তুমি ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার নামমাত্র স্মরণ করিলে, অতিমাত্র পাপাত্মারও দেবদুর্লভ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং তপ, জপ, দান বা অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠানে প্রয়োজন কি?

নারদ! যাহারা তোমার পূজাবিমুখ, মুক্তি ও ভুক্তি তাহাদিগকে বিমুখ হইয়া থাকে। কি সম্পদ, কি বিপদ, সকল অবস্থাতেই আমি যেন

তোমার পূজা করি। তোমার পূজা করিলে, যে সুখ, স্বর্গেও সে সুখ লাভের সম্ভাবনা। ঐ যে সুদূরবিসারী অনন্ত আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রকুল দৃষ্টিপথের আনন্দ সঞ্চার করিয়া বিরাজমান হইতেছে, শুনিয়াছি, যে সকল মহাভাগ মহাপুরুষ তোমার ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকৃত পূজা সমাধানান্তে কলেবর পরিহার করিয়াছেন, ঐ এক একটী নক্ষত্র তাঁহাদেরই অতি নির্ম্মলবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপ। শুনিয়াছি, ঐ সকলের সহসা বা সহজে পতন হয় না। এমন কি, ইন্দ্রাদি লোকপাল সহিত স্বর্গাদি যাবদীয় ভুবন, স্খলিত ও চালিত হইলেও ঐ সকলের স্খলন বা চলন হয় না। ইহা অপেক্ষা ত্বদীয় পূজার মাহাত্ম্য আর কি হইতে পারে?

হে দেবদেব! তোমা ব্যতিরেকে কোন পদার্থেরই আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু, তৎসমস্তই তোমার অধীন, আশ্রিত, অনুপ্রবিষ্ট ও অনুপ্রাণিত। এই জন্য সকলদেবতার অগ্রেই তোমার পূজা করিতে হয়; আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে বারবার তোমার পূজা করি। তুমি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। শুনিয়াছি, সৃষ্টির যাহা কিছু সুখৈশ্বর্য্য, সমস্তই একমাত্র তোমার প্রসাদ ও অনুগ্রহসাপেক্ষ। ইন্দ্রাদি লোকপাল সহিত অমরবর্গ যখন কোন বিপদে পড়েন, তখনই তোমার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। এই জন্য আমি বিহিত বিধানে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। তুমি আমার সকল বিপদ ও বিঘ্ন বিদূরিত কর।

নাথ! সকলের আদিকারণ ও আদিকর্ত্তা পরম পুরুষের সত্ত্ব, রজ ও তমোভেদে যে আদি মূর্ত্তিত্রয় কল্পিত হইয়া থাকে, তুমি তাহার অন্যতর। সুতরাং তোমার পূজা করিলে, হরি ও হর এই উভয় দেবতারও পূজা হইয়া থাকে এবং তোমার প্রসাদ লাভ হইলে, তাহাদেরও প্রসাদ লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। হে দেব! শুনিয়াছি, দ্বিতীয় মূর্ত্তি তোমাতেই ঐ দুই মূর্ত্তির নিত্য অন্তর্ভাব বা প্রতিষ্ঠা আছে। এই জন্য তোমার শেষ নামেই তাঁহাদের সাধন হইয়া থাকে! আমি বারবার তোমায় নমস্কার করি।

হে ঈড্য! হে আদ্য! আমি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় ত্যাগ করিয়া, একমাত্র তোমাকেই পাইবার জন্য তোমার আরাধনা করিতেছি, তোমাকে পাইলেই আমার সকল কামনা পুর্ণ হইবে।

ওঁ পিতামহ আমার মস্তক রক্ষা করুন। বেদগর্ভ আমার বাক্য রক্ষা করুন; হিরণ্যগর্ভ আমার মন রক্ষা করুন। পদ্মযোনি আমার আত্মা রক্ষা করুন। দেবদেব আমার সকল দিক্ রক্ষা করুন। সর্ব্বব্যাপী আমার সকল লোক রক্ষা করুন। আজ আমার সংসারে অনাবৃত্তি রক্ষা করুন। সৃষ্টিকর্ত্তা আমার সৃষ্টি স্থিতি রক্ষা করুন।

নারদ! ব্রহ্মপূজা সময়ে সাবিত্রীদেবীরও পূজা ও যথাবিধি স্তব করিবে। কেননা, যেখানে ব্রহ্মা, সেই খানেই সাবিত্রী, স্বয়ং ভগবান্ এই রূপে সাবিত্রীর স্তব করিয়াছেন। অয়ি পতিব্রতে! তুমি সকলের ঈশ্বরী; তুমি সর্ব্বত্রই গমনাগমন ও সর্ব্বভূতেই দর্শন দান করিয়া থাক। তুমি সমস্ত সংসার সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া, সকলের নিয়ন্ত্রী ও বিধাত্রীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছ। এই সপ্তভুবনের যে কিছু বস্তু, সমুদায়ই তুমি। তোমাভিন্ন এই সংসার কিছুই নহে। তুমিই ইহার সত্তা, তুমিই ইহার অধিষ্ঠাত্রী এবং তুমিই ইহার স্বরূপ।

হে ভুবনেশ্বরি! তুমি এইরূপে সর্ব্বভুবনব্যাপিনী ও সর্ব্বত্র বিরাজমানা হইলেও, সিদ্ধিকাম ও ভূমিকাম ব্যক্তিগণ তোমারে যে যে স্থানে অবলোকন ও যে যে রূপে স্মরণ করিয়া থাকে, তাহা আমার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি তৎসমস্ত যথাযথ বর্ণন করিব। হে শুভে! তুমি তীর্থগণাগ্রগণ্য পুষ্করে সাবিত্রী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী, নৈমিষে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতাদেবী, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অম্বরে বিশ্বকায়া, গোমতে গোমতী, মন্দার তীর্থে কামচারিণী, চৈত্ররথে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্যকুব্জে গৌরী, মলয় পর্ব্বতে রম্ভা, একাম্রকে কীর্ত্তিমতী, বিশ্বেশ্বরে বিশ্বা, কর্ণিকে পুরহূতী, কেদারে মার্গদায়িনী, হিমালয় পৃষ্ঠে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, স্থানেশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবীদেবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, বরাহশৈলে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটিতে রুদ্রাণী, কালঞ্জর পর্ব্বতে কালা, মহালিঙ্গে কপিলা, কর্কোট তীর্থে মুকুটেশ্বরী, শালগ্রামে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জনপ্রিয়া, মায়াপুরীতে নীলোৎপলা, ললিত তীর্থে লসন্তী, সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, মহোৎপলে হিরণ্যাক্ষী, গঙ্গাতে মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, বিশালাক্ষেত্রে অমোঘাক্ষী, পাণ্ডুপর্ব্বতে পাণ্ডুলা, সুপার্শ্বে নারায়ণী, ত্রিকুটে রুদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলা, মলয়াচলে কল্যাণী, কোটরীতীর্থে কোটরী, গন্ধমাদনে সগন্ধা, কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে হরিপ্রিয়া, শিবচণ্ডে শুভাচণ্ডা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবনে রাধা, মথুরায় দেবকী, পাতাল তীর্থে পরমেশ্বরী, বিন্ধ্যপর্ব্বতে সীতা, কালিন্দী তীর্থে রৌদ্রী, হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, বাম তীর্থে বিমলা, যমুনায় মৃগাবতী, করবীরে মহালক্ষ্মী, বিনায়কে উমাদেবী, অরোগ তীর্থে রোগহন্ত্রী, মহাকালে মহেশ্বরী, উষ্ণ তীর্থে অভয়া, বিন্ধ্য কন্দরে অমৃতা, মাণ্ডব্য তীর্থে মাণ্ড্রবী, মহেশ্বরে মহাগৌরী, গণেশা তীর্থে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চণ্ডিকা, বরাহ তীর্থে সোমেশ্বরী, প্রভাসে পুষ্করাবতী, সরস্বতী তীর্থে মাতাদেবী, পারতটে পারা, মহালয়ে মহাপদ্মা, পয়োষ্ণী তীর্থে পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতসৌরে সিংহিকা, কার্ত্তিকেয় তীর্থে শঙ্করী, উৎপলাবর্ত্তকে কালাদেবী, সিন্ধুসঙ্গমে সুভদ্রা, সিন্ধুবনে লক্ষ্মীমাতা, ভরতাশ্রমে তরঙ্গা, জালন্ধরে বিশ্বমুখী, বিন্ধশৈলে তারকা, দেবদারুবনে পুষ্টি, কাশ্মীর মণ্ডলে মেধা, হিমালয়ে ভীমাদেবী, সেতুবন্ধে ঈশ্বরী, কপালমোচন তীর্থে শুদ্ধা, কায়াবরোহণে মাতাদেবী, শঙ্খোদ্ধার তীর্থে ধ্বনি, পিণ্ডারকবনে ধৃতি, চন্দ্রভাগা তীর্থে কালী, অচ্ছোদক্ষেত্রে সিদ্ধিদায়িনী, নরনারায়ণ তীর্থে দেবী, বদরিকাশ্রমে উর্ব্বশী, উত্তরকুলে ওষধীশা, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকুটে মন্মথা, কুমুদ তীর্থে সত্যবাদিনী, শ্রমণালয়ে অশ্বত্থবন্ধনী, বেদশালায় গায়ত্রী এবং ব্রহ্মসান্নিধ্যে সাবিত্রী। অধিক কি, তুমি সূর্য্যবিম্বে প্রভা, মাতৃগণের মধ্যে বৈষ্ণবী, সতীগণের মধ্যে অরুন্ধতী, রামাগণ মধ্যে তিলোত্তমা, ব্রজমধ্যে ব্রহ্মকলা এবং শরীরিদিগের শক্তিস্বরূপা। হে দেবি! তোমার এই অষ্টোত্তরশত নাম উদ্দেশতঃ উল্লিখিত হইল। এই অষ্টোত্তরশত নামে অষ্টাধিক শত তীর্থ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই অষ্টোত্তরশত নাম জপ বা শ্রবণ করে এবং যে ব্যক্তি এই অষ্টাধিক শত তীর্থে স্নান করিয়া, সেই সেই রূপে তোমারে দর্শন করে, তাহার সমুদায় পাপ বিগলিত হইয়া যায় এবং সে ব্যক্তি কল্পকাল ব্রহ্মলোকে অধিষ্ঠান

করে। হে শুভে! যে ব্যক্তি ভক্তিযোগ পবিত্রিত শ্রদ্ধাসহকারে ব্রহ্মার সন্নিধানে পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যাতে, এই অষ্টশতক শ্রবণ করায়, তাহার বহুপুত্র লাভ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গোদানে, শ্রাদ্ধদানে ও দেবগণের আরাধনা সময়ে অথবা প্রতিদিন ইহা শ্রবণ করিলে, বিদ্বান্ ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়েন।

নারদ! তৎকালে বেদমাতা গায়ত্রীরও যথোক্তবিধানে পূজা করিয়া, যথাযথ স্তব করিবে। পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বক্ষ্যমাণ বাক্যে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন; হে দেবি! তোমা হইতেই সমুদায় বেদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এই জন্য তুমি বেদমাতা বলিয়া বিখ্যাত। হে অষ্টাক্ষর বিনোদিতে! তুমি গায়ত্রী, তুমি দুর্গতারিণী, তুমি সপ্তবিধ বাণী, তুমি সমুদায় অক্ষর, তুমি সমুদায় লক্ষণ, তুমি সমুদায় ভাষ্য, সমুদায় শাস্ত্র, তোমারে নমস্কার করি। হে দেবি! তুমি সুনির্ম্মল শশধরের ন্যায় সাতিশয় শুভ্রকান্তি। তোমার ঊরুযুগল নিরতিশয় বিশাল ও কদলীগর্ভের ন্যায় নিতান্ত কোমল। তোমার হস্তে এণশৃঙ্গ ও বিকসিত দিব্য কমল শোভা পাইতেছে। পীতবর্ণ বিচিত্রদর্শন ক্ষৌম বসনে তোমার অঙ্গলতার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। তোমার হৃদয়দেশ সুচিক্কণ হারগুচ্ছে অলঙ্কৃত; সুনির্ম্মল শশিরশ্মির ন্যায় উহার প্রভা কি মনোহারিণি! হে শুভে! তুমি দিব্যকুণ্ডলসম্পন্ন শ্রবণযুগলে সুশোভিতা হইয়া, চন্দ্রমচিত্রিত মনোজ্ঞ মুকুটে এবং গ্রন্থিত্রয় বেষ্টিত বিচিত্র কেশবন্ধনে ত্রিভুবনের লোচনানন্দ সম্পাদন করিয়া, সতত বিরাজমান হইতেছ। তোমার ভুজগাভোগ সদৃশ ভুজযুগলের অসীম বিভায় সমুদায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইতেছে। হে দেবি! তোমার পয়োধর যুগল পীন, কঠিন, নিরতিশয় বর্ত্তুল ও সমচুচক। তোমার জঘন অতিশয় বিস্তৃত ও নিতান্ত স্পষ্ট। তোমার চরণ, আনন, নিতম্ব ও ত্রিবলি সমুদায় অঙ্গই সুন্দর, সুকুমার ও সুদৃশ্য। সুচারু ঊরু ও সুঘটিত পদ্মভূষণে তোমার শোভাবিভবের একশেষ হইয়াছে; তুমি এই ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র গতিবিধি ও সমুদায় জগৎ পবিত্র করিয়া থাক। হে মহাভাগে! তুমি সকলের বরদা ও সকলের অভয়দায়িনী হইবে। পুষ্করতীর্থে তোমার যাত্রা নিশ্চয়ই সম্পাদিত হইবে। হে দেবি! তুমি জ্যৈষ্ঠমাসী পৌর্ণমাসীতে সকলের নিকট ব্রতপূজা লাভ করিবে। যে সকল মানব তোমার প্রভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, ত্বদীয় পূজায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের ধন বা পুত্র কিছুই দুর্লভ হইবে না। হে কল্যাণি! যাহারা কান্তারে নিপতিত, যাহারা মহার্ণবে নিমগ্ন অথবা যাহারা দস্যুকর্তৃক রুদ্ধ ও হৃতসর্ব্বস্ব, তুমি তাহাদের পরম গতি। হে মঙ্গলরূপিণি! তুমি সিদ্ধি, তুমি শ্রী, তুমি ধৃতি, তুমি পুষ্টি, তুমি ক্রিয়া, তুমি বৃত্তি, তুমি ক্ষমা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রাত্রি, তুমি প্রভা, তুমি নিদ্রা, তুমি কালরাত্রি, তুমি অম্বা, তুমি কমলা, তুমি ব্রহ্মাণী, তুমি ব্রহ্মপাবনী, তুমি সকল দেবের জননী, তুমি পরম গতি। তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি পুষ্টি। হে বরবর্ণিনি! তুমি সকলের বরদাত্রি, তুমি পিতামহের চেষ্টারূপিণী, তুমি বহুরূপা, বিশ্বরূপা, সুনেত্রা ও পদ্মধারিণী। তুমি বিশালাক্ষী, তুমি সুরূপা, তুমি ভক্তগণের রক্ষাকারিণী। হে বরাননে! তুমি প্রধানতম নগরে, আশ্রমে, আয়তনে, কাননে ও উপবনে সর্ব্বদা অবস্থান কর এবং সমুদায় ব্রহ্মস্থানে ও

ব্রাহ্মণগণে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছ। হে দেবি! তুমি ব্রহ্মচারীর দীক্ষা, শোভাবানের শোভা, জ্যোতিষ্কগণের প্রভা, নারায়ণের লক্ষ্মী ও মুনিগণের ক্ষমা। তুমি নক্ষত্র সমূহের মধ্যে রোহিণী ও নারীগণের মধ্যে উমা। তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্র নয়নসদৃশী সুচারু দৃষ্টিশালিনী। হে ভগবতি! তুমি ঋষিগণের ধর্ম্মপত্নী, দেবগণের পরায়ণী, সমুদায় ভূতগণের ধনধান্যদা এবং স্ত্রীগণের বৈধব্য বিদূরিত করিয়া থাক। তোমার পূজা করিলে, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় সমুদায় তিরোহিত হইবে। হে বরপ্রদে! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে সম্যক্‌রূপে তোমার পূজা করিবে, তোমার প্রসাদে তাহার সমুদায় কামনা সুসিদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ভক্তিসমন্বিত হইয়া, এই স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার অর্থসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি ভক্তিসমন্বিত হইয়া, শ্রদ্ধাসহকারে পিতামহ ব্রহ্মার পূজা করিবে, তাহাদের ধন, ধান্য, পুত্র কলত্র, গৃহ, বিত্ত, সুখ ও সৌভাগ্য লাভ হইবে। তাহাদের আলয় অবিচ্ছিন্ন সুখ ও পুত্রপৌত্রে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিবে। উপযুক্ত অন্নবস্ত্রের জন্য তাহাদের কখন লালায়িত হইতে হইবে না। তাহারা সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত বিষয় সম্ভোগ করিয়া, চরমে মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রহ্মগৃহ বিনির্ম্মাণ ও তাহাতে ব্রহ্ম প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, যথাবিধানে তাহার পূজা করিবে, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্বপ্রকার দান ও সর্ব্বপ্রকার তীর্থে স্নান করিলে, যে ফল প্রাপ্তি হয়, উল্লিখিত ব্যক্তি সেই প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহার কোটিগুণিত লাভ করিবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় উপবাস করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপদ তিথিতে বিহিত বিধানে তাঁহার পূজা করিবে, তাহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। কার্ত্তিকমাসে দেবদেব ব্রহ্মার রথযাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে। ভক্তিসমন্বিত হইয়া, এই রথযাত্রা বিধান করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; অগ্রে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, পরে ইহাঁর পূজা করিবে। পূজা সমাহিত হইলে, গীত ও বাদ্যধ্বনি সহকারে রথে আরোহণ করাইবে। রথাগ্রে এই দেবদেবের বিহিতবিধানে পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও পরিপূর্ণাগ্রমণ্ডল সম্পাদনপূর্ব্বক ইহাঁরে রথে অধিরূঢ় করিবে এবং প্রজাগর দ্বারা রজনী অতিবাহন করিবে। নানাপ্রকার প্রেক্ষণ ও মনোহর বেদধ্বনি দ্বারা এইরূপে প্রজাগর করিয়া, প্রভাত হইলে, ভক্তিসহকারে বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণ এবং জল ও পায়স সহকৃত আজ্য প্রদানানন্তর ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যাদি বাচন সম্পাদন করিবে। অনন্তর পুণ্যাহশব্দ সমাধান করিয়া, ব্রহ্মার রথ প্রচালিত এবং চতুর্ব্বেদপারগ দ্বিজাতিগণ দ্বারা তাহা পরিভ্রামিত করিবে। তৎকালে ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্বে গায়ত্রী ও সম্মুখভাগে পদ্ম স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপে সুমধুর শঙ্খ ও সুন্দর বাদিত্রধ্বনি পুরঃসর ব্রহ্মরথ পরিভ্রমণ ও সমুদায় পুর প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি নীরাজনপূর্ব্বক পরে স্বস্থানে স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে রথযাত্রা সম্পাদন, যে ব্যক্তি ভক্তিভরে তাহা সন্দর্শন এবং যে ব্যক্তি সেই রথ আকর্ষণ করে, তাহাদের ব্রহ্মপদলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ

নাই। কার্ত্তিকমাসী অমাবস্যায় পঞ্চোপচার প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মগৃহে ব্রহ্মার পূজা করিলে, পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি উল্লিখিত অমাবস্যায় মাল্য, গন্ধ, অন্ন ও পুষ্পাদি উপহার প্রদান করিয়া, তাঁহার পূজা করে, সে স্বর্গের উপরি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। এই অমাবস্যা তিথি যার পর নাই পুণ্যশালিনী ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবর্দ্ধিনী। এই তিথিতে ব্রাহ্মণদিগকে যথোপচারে ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ আত্মাকে ভোজন করায়, সে অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুর পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের প্রতিপদ তিথিও নিরতিশয় পুণ্যশালিনী। যে নরোত্তম এই পবিত্র তিথিতে যথাবিধি স্নান করিয়া, পিতামহের পূজা করে, তাহার সমুদায় দুরিত বিদূরিত, সমুদায় ব্যাধি বিগলিত ও সমুদায় আধি তিরোহিত হইয়া যায়। এই তিথিতে দান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। গো বা মহিষ অথবা অন্য যে কোন পদার্থ দান কর, সমুদায়ই সমৃদ্ধিবৃদ্ধির কারণ রূপে পরিণত হয়। অতএব সকলেই বস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজ্যভোজ্য প্রদান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ব্রহ্মপূজাবিধি নামক
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, নারদ! মানুষ অতি স্বল্পবুদ্ধি ও স্বল্পায়ু; তাহার উপর আবার বিবিধ রোগ শোক প্রভৃতি উপদ্রবসমূহে সর্ব্বদাই অভিভূত। এরূপ অবস্থায় সৌভাগ্য লাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। অতএব যাহাতে অনায়াসে বা অতি সহজে তাহার অসীম সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে, তাহার সুসাধ্য বা সুগম উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে সমুদায় দেবতা সমবেত হইয়া, মানুষের সৌভাগ্যসুখের জন্য সবিনয়ে ও সবিশেষ আগ্রহসহকারে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলে, তিনি বক্ষ্যমাণ বাক্যে তাঁহাদিগকে উপদেশ করেন, দেবগণ! দেবাদিদেব বাসুদেব ব্যতিরেকে মানুষের সৌভাগ্যসাধন দ্বিতীয় নাই। আমি সৃষ্টি করি, মহাদেব সংহার করেন এবং বাসুদেব নিজ গুণে ও নিজ মহিমায় পালন করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার অনুগ্রহযোগ সংঘটিত হইলেই, অপরিসীম সৌভাগ্যযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বয়ং লক্ষ্মী, শ্রী, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, হ্রী, বুদ্ধি, ধৃতি, কীর্ত্তি, শান্তি, কান্তি, দ্যুতি, ভুক্তি, মুক্তি, ঋদ্ধি, গতি, স্থিতি, স্বস্তি, সংবিৎ, বিদ্যা, শোভা, প্রতিভা, প্রতিপত্তি, খ্যাতি ও আদৃতি, ইত্যাদি সেই দেবদেব মহাদেব বাসুদেবের একান্ত অনুগত পরিবার বা পরিকর মধ্যে পরিগণিত। তাঁহার প্রসাদে তাঁহার পরিবারগণেরও নিরতিশয় প্রসাদ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। অধুনা যে উপায়ে তাঁহার প্রসাদ লাভ হয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মাঘমাসের শুক্লাদশমী সমাগত হইলে, সেই দিবস ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন করিয়া তিলস্নান করিবে। অনন্তর নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠানানন্তর 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনা করিবে। যথাবিধি উপচারে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পাদাদি সমুদায় অঙ্গেরও অর্চনা করিতে হইবে। এই অঙ্গার্চনা করিবার সময়ে 'কৃষ্ণায়' বলিয়া চরণকমলে ও 'সর্ব্বাত্মনে' বলিয়া মস্তকে পূজা

করিবে। অনন্তর, উরুদেশে বিশ্বকে; কণ্ঠে বৈকুণ্ঠকে; গদাধারিকে শঙ্খিনে ও গদিনে; জানুতে সত্যকে ও লৌভাগ্যনাথায়; এবং পাদদেশে নীলায় বিশ্বসৃজে বলিয়া পূজা করিবে। এই সমস্ত দেবতার নামোল্লেখ করিয়া নমঃশব্দের সহিত পূজা করিবে। পরে শান্তি, লক্ষ্মী, তুষ্টি, পুষ্টি, ব্যুষ্টি, শ্রী এই কয়েকটি দেবীরে যথাসাধ্য পূজা করিয়া বিষ্ণুবাহন বিঘ্নবিনাশী বায়ুবেগগামী বিহঙ্গরাজ গরুড়ের অর্চনা করিতে হইবে। এইরূপে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মাল্য ও উপচারসামগ্রী দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের পূজা সমাধা করিয়া উমাপতি শঙ্করের ও গজাননের পূজা করিবে। পরে গব্য পায়স ঘৃতসংযুক্ত করিয়া, ভগবান্‌কে নিবেদনপূর্ব্বক, স্বয়ং সেই প্রসাদ ভোজন করিবে। ভোজনাবসানে শতপদমাত্র গমন করিয়া, সৎকথালাপনে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিবে। তদনন্তর সায়ংকাল সমাগত হইলে, সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া যথাবিধি সমাপন করিয়া, আমি ভগবান্ নারায়ণে আত্মসমর্পণ করিলাম, এই বলিয়া তাঁহার স্মরণ পূর্ব্বক কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া, তদুপরি শয়ান হইয়া সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিবে।

এই প্রকারে রজনী যাপন করিয়া, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবে। পরে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমুদায় যথানিয়মে সমাপ্ত করিবে। ঐ দিবস একাদশী, কদাচ ভোজন করিবে না, নিরাহার থাকিয়া ভগবান্ কেশবের অর্চনা করত, এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে, হে বাসুদেব! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! অদ্য একাদশী, অতএব আমি এই তিথিতে নিরাহার থাকিয়া, পরদিবস দ্বাদশীতে দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠগণের সহিত ক্ষীর ভোজন করিব এবং দীর্ঘায়ুকামনায় ভোজনকালে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিব, কদাপি ইহার অন্যথাচরণ করিব না। অনন্তর ভগবদ্ভক্তগণের সহিত ভগবান্ নারায়ণের চরিত্রকথা কীর্ত্তন ও স্তুতিবাদাদি শ্রবণ করিয়া, যথাসুখে রজনী অতিবাহিত করিবে।

এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইলে, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, স্নানার্থে নদীতীরে গমন করিবে। তথায় বিধিবৎ স্নান, সন্ধ্যাবন্দন ও তর্পণাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবে। তৎকালে পাষণ্ডসংসর্গ বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহাহউক, পরে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী ভগবান্ হৃষীকেশকে প্রণাম করিয়া গৃহের সম্মুখে একটী মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ডপ দশহস্তপরিমিত হইবে এবং ইহা তোরণাদি দ্বারা সুসজ্জিত থাকিবে। ঐ মণ্ডপে ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুণ্যমাস সকলের আরাধনা করিবে। মণ্ডপের ঊর্দ্ধে জলপূর্ণ সচ্ছিদ্র এক কলস রাখিয়া স্বয়ং কৃষ্ণাজিনের উপরে তাহার নিম্নে বসিয়া স্বীয় মস্তকে জলধারা ধারণ করিবে। সমুদায় দিবস এইরূপ জলধারাধারণে অতিবাহিত করিতে পারিলে ভগবান্ নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যখন মস্তকে জলধারা ধারণ করিবে, তখন বিষ্ণুর মস্তকে ঐরূপ দুগ্ধধারা দিবে। এবং বেদির চারিদিকে চারিকুণ্ড প্রস্তুত করিবে, তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে চতুরস্র কুণ্ড, দক্ষিণে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, পশ্চিমে বর্ত্তুলাকৃতি এবং উত্তরে অশ্বত্থপত্রাকৃতি কুণ্ড স্থাপন করিয়া, বেদিমধ্যে হস্তপরিমিত কুণ্ড প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর বিষ্ণুমন্ত্রে তিল ও ঘৃত দ্বারা বৈষ্ণব যাগ করাইবে। যাগসমাধা হইলে, মস্তকে বারিধারা এবং বিষ্ণুমস্তকে ঘৃতধারা প্রদান করিবে। যে বিধানে ঐ ধারা প্রয়োগ করিতে হয়, আমি পূর্ব্বেই বলি-

য়াছি। মনুষ্য কোনপ্রকারে উহা বিস্মৃত হইবে না, সাবধানে ধারাধারণ করিবে।

এই বেদির নিকট নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, শুক্ল বস্ত্র, উড়ুম্বরপত্র এবং পঞ্চরত্নসমন্বিত জলপূর্ণ ত্রয়োদশ কুম্ভ স্থাপন করিবে। হোমের সময়ে রুদ্রদেবেরও হোম করিতে হয়। যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু ও শিব ইহাঁরা একই দেবতা, কেবল লোকরক্ষার্থ দ্বিবিধ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। হোতা উত্তরমুখস্থিত হইয়া, চারিটি ঋকের দ্বারা বিষ্ণুর হোম ও চারিটি ঋকের দ্বারা রুদ্রের হোম করিবে। যজুর্ব্বেদপারগ দ্বিজাতিগণের দ্বারা রুদ্রজপ ও সামবেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বিষ্ণুগুণ কীর্ত্তন করিতে হইবে। এইরূপে বিষ্ণু পূজা সমাধা করিয়া, বার জন ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন, অঙ্গুরীয়ক, কটক ও হেমসূত্র নির্ম্মিত বসন দ্বারা পূজা করিবে। যদি প্রভুত বিত্তশালী এই পূজা করে, তবে তিনি স্বীয় শক্তি অনুসারে এই সমুদায় উপকরণসামগ্রী দ্বারা অসংখ্য ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। অনন্তর তাঁহা দিগকে উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজন করাইয়া, প্রত্যেককে রমণীয় শয্যা দান করিবে। কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না। বিত্তশাঠ্য করিলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। হে দেবগণ! দ্বাদশী দিবসে এইরূপ কার্য্য সমাধা করিয়া, গীত, মঙ্গলধ্বনি ও ইতিহাসাদি দ্বারা সমস্ত নিশা জাগরণ করিবে। যিনি এই পূজাবিধির উপদেশ প্রদান করেন, সেই উপদেষ্টা গুরুকে ইহার দ্বিগুণতর দ্রব্যাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে দশমী হইতে দ্বাদশী পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্রতানুষ্ঠানকার্য্যেই অতিবাহিত করিবে।

পরদিবস ত্রয়োদশী তিথিতে সমস্ত অলঙ্কার-সামগ্রীসমন্বিত পয়স্বিনী গাভী দান করিবে। ঐ গাভীর ক্রোড়দেশ কাংস্যে, খুর রৌপ্যে, পৃষ্ঠ তাম্রে এবং শৃঙ্গ সুবর্ণে ভূষিত করিবে। গাভীর সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ও বস্ত্র যুক্ত করিয়া, ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, অক্ষার, অলবণ ও অনামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। পরে পুত্র ও আচার্য্যসমন্বিত হইয়া, অষ্টপদ গমনপূর্ব্বক এই প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে, আমার এই ব্রতাচরণে ক্লেশবিনাশক দেবদেবেশ কেশব আমারে প্রসন্ন হউন। ভগবান্ বিষ্ণুই সাক্ষাৎ শিবরূপী ও শিবও সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, কদাচ আমি এই উভয় দেবে প্রভেদ দর্শন করি না। অতএব তাঁহারা উভয়েই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এইপ্রকার প্রার্থনা করিয়া, সেই সমুদায় কুম্ভ ও গাভী এবং বস্ত্র ও শয্যাদি দ্রব্য সকল ব্রাহ্মণগণের গৃহে প্রেরণ করিবে। যদি এইরূপ শয্যা দান করিতে অশক্ত হয়, তবে সমস্ত উপকরণ দ্রব্যের সহিত একটিমাত্র শয্যাদান করিবে। ব্রতসমাপ্তিদিবসে ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি শ্রবণ ও ভগবৎকথালাপন দ্বারা অতিবাহিত করিবে। হে দেবগণ! যদি বিপুল শ্রীলাভ কামনা থাকে, তবে এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিও। ইহার অনুষ্ঠান করিলে কোনরূপ তাপে তাপিত হইতে হয় না, শোক, রোগ ও পরিতাপ প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অতি গুহ্য, আমি তোমা দিগের উপর সর্ব্বদাই প্রসন্ন। এই নিমিত্ত এই অতি গুহ্য মহৎ অনুষ্ঠান উপদেশ করিলাম।

নারদ! স্বর্গে যে সমুদায় বেশ্যা ইন্দ্রের সভায় নৃত্যাদি করে, তাহার মধ্যে উর্ব্বশী সদৃশী সর্ব্বসুলক্ষণা আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ উর্ব্বশী আভীরকন্যা ছিল। এইপ্রকার

অনুষ্ঠানপ্রভাবেই উহার এতাদৃশ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। অধুনা সে কিরূপ সৌভাগ্যবতী হইয়া, দেবরাজপুরে বসতি করিতেছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অধিক কি, দেবরাজপত্নী শচী যেরূপ সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন, উহা স্বর্গলোকবাসী দেবতাদিগেরও দুর্লভ। দিতিনন্দন দানবগণ ঐ ভোগাভিলাষে কতপ্রকার উপদ্রব করে এবং পরমতপস্বী মুনিগণ বহুকষ্টে ঐ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিশেষরূপে রাজসূয়াদি দুরূহ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারাই কথঞ্চিৎ ইন্দ্রপুরে গমন করেন, কিন্তু বৈশ্যকুলোদ্ভবা শচী এই অনুষ্ঠানপ্রভাবেই অনায়াসে ইন্দ্রের ভার্য্যা হইয়াছেন। নারদ! তুমি ভগবানের ভার্য্যা সত্যভামার সৌভাগ্যগর্ব্ব স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তিনি সর্ব্বদা উহাঁর আজ্ঞাকারী এবং অন্যান্য মহিষীগণের বাসনাপূরণে যত ব্যস্ত না হন, ইহাঁর বাসনা অতি দুঃসাধ্য হইলেও, শ্রুতমাত্র তাহা সম্পাদন করেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। এই সত্যভামা ইন্দ্রভার্য্যা শচীর পরিচারিকা দাসী ছিল, কিন্তু এই অনুষ্ঠানপ্রভাবে ভগবানের প্রণয়িনী হইয়াছে।

এই তিথিতে ভগবান্ বিষ্ণুরে দুগ্ধধারায় অভিষেক করিলে, সুধাসিক্ত শরীর যেরূপ পুষ্টতাপ্রাপ্ত হয়, অভিষেচনকারী সেইরূপ উত্তম দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহেন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত বিবুধগণ ও সমুদায় দেবারি দৈত্যগণ শতকোটি জিহ্বা ধারণ করিয়া যদি ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করে। তথাপি ইহার ফলাধিক্য বর্ণনা করিতে সক্ষম হয় না। যাহা হউক কলিকলুষবিদারিণী কল্যাণিনী দ্বাদশী স্বীয় প্রভাবে নরকস্থ প্রাণিপুঞ্জকেও উদ্ধার করিতে পারে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইহার সবিশেষ বিধি শ্রবণ করে, সে কি পর্য্যন্ত পুণ্যপ্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতে পারি না।

অনন্তর পূজাবসানে এই বলিয়া বিষ্ণুর বিসর্জ্জন করিবে। হে দেবদেব! তুমি সর্ব্বব্যাপী সুতরাং তুমি সর্ব্বদাই আমার অন্তর বাহির সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছ। তোমাকে নমস্কার করি। হে লক্ষ্মীপতে! তোমার প্রসাদে ও অনুগ্রহে আমার ও আমার সজাত যাবতীয় লোকের লক্ষ্মীলাভ ও বৃদ্ধি হউক। হে জগৎপতে! এই চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার লোচন। তুমি তদ্দ্বারা চরাচর সংসার সর্ব্বত্রই নিরীক্ষণ করিতেছ। কিন্তু যাহারা পাপপথে বিচরণ করে, তাহারা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত। এইজন্য তাহারা নরকে পতিত হইয়া থাকে। আমি যেন কখন পাপপথে পদার্পণপূর্ব্বক দুর্নিবার নরকদুঃখে পতিত না হই। তুমি আমার তত্ত্বৎদুঃখ বিনাশ কর, বিনাশ কর! হে আদ্য! যে সকল ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহের পাত্র ও যোগ্য, আমি যেন তাহাদের সকলের আদিতে অধিষ্ঠান করি। কেননা আমার পাপ যেমন অসীম ও অপরাধ যেমন অপার, তোমার দয়াও তেমনি অসীম ও ক্ষমার তেমনি পার নাই। অতএব সংসারে আমা অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি তোমার দয়ার ও ক্ষমার পাত্র বা যোগ্য আছে?

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে বিষ্ণুপ্রসাদনবিধি নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। ভগবতী ভাগীরথী ভুক্তি মুক্তি প্রদান করেন। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য। জহ্নুনন্দিনী যে সকল দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়েন, তৎসমস্ত অন্যান্য জনপদ অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে বরিষ্ঠ ও পবিত্রতাজনক। যাহারা সর্ব্বদা মুক্তিলাভের উপায় বা পরিণামে সদ্গতি কামনা বা অন্বেষণ করে, এই ভাগীরথীই তাহাদের তাহা সম্পাদন করেন। ভাগীরথীর সেবা করিলে, উভয় বংশেরই উদ্ধার হয়। সহস্র চান্দ্রায়ণব্রত অপেক্ষা গঙ্গাসলিলভক্ষণ উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন। একমাস ভাগীরথীর দর্শনাদি করিলে, সর্ব্ব যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যিনি সকলের আদি, সকল কারণের কারণ ও সকল কামনা সফল করেন, সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বস্বরূপ বাসুদেবের পাদপদ্ম হইতে ভাগীরথীর উদ্ভব হইয়াছে। এই জন্য ইহাঁর সলিল পান ও উহাতে অবগাহন এবং উহার দর্শন ও কীর্ত্তনাদি করিলে, সকলপাপশান্তি ও সকলধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে। এই জন্য দেবী ভাগীরথী সকলকলুষনির্হরণপূর্ব্বক চরমে স্বর্গভোগ বিধান করেন। গঙ্গায় যাবৎ অস্থি থাকে, তাবৎ লোকের স্বর্গভোগ হয়। পতিত ব্যক্তিরাও গঙ্গার সেবা করিলে, দেবগণের সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গঙ্গামৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করে, সে সূর্য্যের ন্যায়, পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকে। গঙ্গার দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন ও স্মরণমাত্রে শত-কোটি জন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি প্রক্ষালিত ও প্রচুর পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহারা ভাগীরথীর নিন্দা করে, তাহাদের স্বর্গদ্বারে কবাট পতিত ও নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে গঙ্গামাহাত্ম্য নামক
অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা প্রয়াগমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলে, ভুক্তিমুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

প্রয়াগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, প্রধান প্রধান মুনিগণ, সরিৎ ও সরোবরসকল এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও কিন্নরবর্গ অবস্থিতি করেন। তথায় যে তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে, তন্মধ্যে জাহ্নবী বিরাজমান হইতেছেন। এই জাহ্নবী সকল তীর্থের অগ্রগণ্যা। ত্রিভুবনে যাঁহার নাম ও মহিমাদি বিখ্যাত, সেই তপনদুহিতাও প্রয়াগে বিরাজ করিতেছেন। গঙ্গা ও যমুনা এই উভয়ের মধ্য স্থলকে পৃথিবীর জঘন বলিয়া থাকে। ঋষিগণ অবগত আছেন, প্রয়াগ সেই জঘনদেশের অন্তরুপস্থ। অধিকন্তু, প্রতিষ্ঠান সহিত প্রয়াগ, কম্বল ও অশ্বতর এবং ভোগবতী তীর্থ,ইহারা প্রজাপতির বেদী বলিয়া পরিগণিত। সমস্ত বেদ ও সমস্ত যজ্ঞ মূর্ত্তিমান্ হইয়া, প্রয়াগে বিরাজ করে। প্রয়াগের স্তব করিলে, নাম সংকীর্ত্তন করিলে, এমন কি, মৃত্তিকা আলম্ভন করিলেও,সকল পাপ মোচন ও সকল পুণ্যের সঞ্চয় হইয়া থাকে। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে দান, শ্রাদ্ধ ও জপাদি যাহা কিছু বিধান করা যায়, তাহাই অক্ষয় ফল প্রদান করে। হে বিপ্র! কি বেদবচন, কি লোকবাক্য, কিছুতেই প্রয়াগমরণসংকল্প ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

ষষ্টিকোটি দশ সহস্র তীর্থ প্রয়াগে নিত্য সন্নিহিত আছে। এইজন্য প্রয়াগ পরমতীর্থ। এবং এই কারণে বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রয়াগমৃত্যু কামনা করেন। যে ব্যক্তি প্রয়াগে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার আত্মা কখনও পতিত বা স্খলিত হয় না। বাসুকিতীর্থ ভোগবতী ও হংসপ্রপতন ইত্যাদি তীর্থ সকল প্রয়াগে সর্ব্বদা সন্নিহিত আছে। মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন, মাঘমাসে প্রয়াগে তিন দিন স্নান করিলে, যে ফল লাভ হয়, কোটি কোটি গো প্রদান করিলেও, সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

হে বিপ্র! গঙ্গা, আর সর্ব্বত্রই সুলভ, কেবল গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম, এই তিন স্থানে দুর্লভ। প্রয়াগে দান করিলে, স্বর্গলাভ ও পরজন্মে রাজেন্দ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারা যায়। অত্রত্য বটমূলে ও সঙ্গমাদি পবিত্র ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে, বিষ্ণুপুরী লাভ হইয়া থাকে। রমণীয় উর্ব্বশীপুলিন, সন্ধ্যাবট, কোটিতীর্থ, অশ্বমেধতীর্থ গঙ্গাযমুন, মানস তীর্থ ও অত্যুৎকৃষ্ট বাসরক তীর্থ ইত্যাদি তীর্থ সকল পরম পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ইত্যাগ্নেয়ে প্রয়াগমাহাত্ম্যনামক
উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, স্বয়ং মহাদেব মহাদেবী গৌরীকে বলিয়াছেন, যে, বারাণসী অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ ও পরম পবিত্র এবং এখানে বাস করিয়া, দেবাদিদেব বাসুদেবের নামাদি কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে, ভুক্তিমুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

রুদ্র কহিলেন, দেবি! আমি কখনও এই পবিত্র ক্ষেত্র মুক্ত অর্থাৎ পরিত্যাগ করি না, এই জন্য ইহার নাম অবিমুক্ত হইয়াছে। এই অবিমুক্তে তপ, জপ, হোম ও দান করিলে,তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। এখানে আমার নিত্য অধিষ্ঠান বশতঃ সকল দেবতারই সান্নিধ্যযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব পাদদ্বয় পাষাণে আহত বা ক্ষতবিক্ষত করিয়াও, সর্ব্বান্তঃকরণে কাশীতে বাস করিবে, শত কষ্ট হইলেও, কোন মতেই ত্যাগ করিবে না। পরমগুহ্য হরিশ্চন্দ্র, পরমগুহ্য আম্রাতকেশ্বর, পরমগুহ্য জপ্যেশ্বর, পরমগুহ্য শ্রীপর্ব্বত, পরমগুহ্য মহালয়, পরমগুহ্য চণ্ডেশ্বর ও ভৃগু এবং পরমগুহ্য কেদার, এই আটটি উৎকৃষ্ট তীর্থ কাশীতে নিত্য অধিষ্ঠিত। এই জন্য কাশীর মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও পরিগণিত। ফলতঃ কাশী গুহ্য সকলের মধ্যে পরমগুহ্য। এখানে স্নান, দান, আহুতিবিধান, দেবার্চ্চনা, জপ ও প্রাণত্যাগ, শ্রাদ্ধ, বাস ও অন্যান্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বরণা নদীর মধ্যে বলিয়া ইহার নাম বারাণসী হইয়াছে। তিথিবিশেষে পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র তীর্থ ও ক্ষেত্র সমুদায় এই বারাণসীক্ষেত্রে সমবেত হইয়া থাকে। তখন দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, কিন্নরগণ ও পরমর্ষিগণ সকলে মিলিত হইয়া,এই স্থানে সমাগত হয়েন। ইত্যাদি বিবিধ কারণে কাশী অতি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ এই জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে কাশীমৃত্যু কামনা করেন ও করিবেন। কাশীতে মৃত্যু হইলে, আমার সাযুজ্য লাভ হয়। আর তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। দেবি! আমার সহিত

তোমার সর্ব্বকালিক সান্নিধ্যযোগে এখানে অধিষ্ঠান বলিয়া, কাশীর অপর নাম গৌরীক্ষেত্র।

ইত্যাগ্নেয়ে কাশীমাহাত্ম্যনামক
চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, বিপ্র! অধুনা আমি নর্ম্মদাদিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। গঙ্গা ও নর্ম্মদাসলিল দর্শনমাত্র সদ্যঃ পবিত্রতা বিধান করে। এই নর্ম্মদা যোজনশত বিস্তৃত ও যোজনদ্বয়আয়ত। অমরকণ্টকে পর্ব্বতের সমন্তাৎ ষষ্টিসহস্র কোটি তীর্থ বিরাজমান। তৎসমস্ত অতি পবিত্র ও পুণ্যজনক। তাহাদের সেবা করিলে, স্বর্গ, অপবর্গ ও পরম অভীষ্ট ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কাবেরীসঙ্গমও নিতান্ত পবিত্র ও পুণ্যজনক বলিয়া বিখ্যাত। তথায় স্নান, দান, জপ, তপ, হোম ও অন্যান্য সদনুষ্ঠান করিলে, সমস্তই অক্ষয় ও অমোঘ হইয়া থাকে।

অতঃপর, শ্রীপর্ব্বতের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। ভগবতী গৌরী শ্রীর রূপ ধারণ করিয়া, এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ হরি তদীয় তপস্যায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, সাক্ষাৎকারে অবতরণপূর্ব্বক কহিলেন, সুভগে! তুমি অধ্যাত্ম লাভ করিবে। আর, এই পর্ব্বত তোমার নামে বিখ্যাত ও ইহার চতুর্দ্দিকে শতযোজন প্রদেশ পরম পবিত্র হইবে। এখানে দান, ধ্যান, জপ, তপ, হোম ও শ্রাদ্ধ করিলে, অক্ষয় ফল প্রসব করিবে এবং এখানে মৃত্যু হইলে শিবলোক লাভ হইবে। ভগবান্ ভব দেবী ভবানীর সহিত এই স্থানে বিহার করেন। হিরণ্যকশিপু এই শ্রীপর্ব্বতেই তপস্যা করিয়া, অভিলষিত বলসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মুনিগণও এখানে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অতএব আত্মার হিতকামী পুরুষ প্রযত হইয়া, তথায় বাস করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে নর্ম্মদাদিমাহাত্ম্য নামক
একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, তীর্থের মধ্যে যে সকল তীর্থ উৎকৃষ্ট, গয়া তাহাদেরও মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গয়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। গয়াসুর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় তপঃপ্রভাবে সুরগণও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন! তদবস্থায় তাঁহারা সকলে ক্ষীরসাগরতীরে সমাগত হইয়া, সমুচিত স্তব ও প্রণতিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ ক্ষীরসাগরশায়ী নারায়ণকে কহিলেন, দেব! আমাদিগের সকলকে গয়াসুর হইতে রক্ষা করুন। আমরা তদীয় তপস্যায় সাতিশয় ভীত ও বিব্রত হইয়া উঠিয়াছি।

ভগবান্ নারায়ন দেবগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, দৈত্যের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর। দৈত্য কহিল, আমি সকল তীর্থ অপেক্ষা পবিত্র হইতে বাসনা করি। ভগবান্ বাসুদেব তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, গয়াসুরও অন্তর্হিত হইল। তখন পিতামহপ্রমুখ দেবগণ দৈত্য বা জনার্দ্দন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলেন; পৃথিবী শূন্য অবস্থায় রহিলেন।

অনন্তর দেবতারা নারায়ণসান্নিধ্যে সমাগত

হইয়া, করপুটে কহিলেন, ভগবন্! পৃথিবী ও স্বর্গ দৈত্যের দর্শনাবধি শূন্যভাবাপন্ন হইয়াছে। তখন নারায়ণ ব্রহ্মাকে কহিলেন, আপনি যজ্ঞের জন্য দেবগণ সহিত সম্মিলিত হইয়া, দৈত্যের দেহ প্রার্থনা করুন। পিতামহ এই কথা আকর্ণন করিয়া, দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, গয়াসুরকে কহিলেন, আমি অতিথি, যজ্ঞ করিব। সেইজন্য ত্বদীয় পবিত্র দেহ প্রার্থনা করিতেছি। গয়াসুর এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, তাহাই হইবে বলিয়া, যেমাত্র স্বীকার করিল, সেইমাত্র তাহার শির পতিত হইল। অনন্তর পিতামহ তাহার দেহে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, পূর্ণাহুতি প্রদানে সমুদ্যত হইলে, ঐ দেহ বিচলিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় বিষ্ণুকে কহিলেন, যজ্ঞ পূর্ণ হইবার সময়েই অসুরদেহ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু পিতামহের কথায় ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া, ইহার উপরে দেবময়ী শিলা ধারণ ও সেই শিলায় অবস্থান করুন। আমিও গদাধর মূর্ত্তিতে দেবগণের সহিত ইহাতে অবস্থিতি করিব। ধর্ম্ম ভগবানের আদেশবশংবদ হইয়া তৎক্ষণাৎ দেবময়ী শিলা ধারণ করিলেন।

ধর্ম্মবৃতার গর্ভে ধর্ম্মের ধর্ম্মব্রতা নামে বিশ্ববিখ্যাতা দুহিতার জন্ম হয়। ঐ দুহিতার বিবাহযোগ্য সময়ে সমাগত হইলে, পিতা ধর্ম্ম উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, পিতামহের পরমগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসিদ্ধ তপোধর্ম্মপরায়ণ মরীচিকে পত্নীস্বরূপ কন্যাসম্প্রদান করিলেন। মরীচি যেমন অলৌকিক গুণগ্রামে ভূষিত, ধর্ম্মব্রতাও সেইরূপ অসামান্য গুণরাশির আধার। সুতরাং, এই পরিণয় সর্ব্বাংশেই সুসঙ্গত ও সুখময় হইল। হরি যেমন লক্ষ্মীতে, মহাদেব যেমন গৌরীতে ও ইন্দ্র যেমন শচীতে, মরীচি তেমন ধর্ম্মবতীতে পরম প্রীতিযোগ অনুভব করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মব্রতা যেমন নিয়ত সুসংযতা ও দৃঢ়ব্রতা হইয়া, অভিলাষানুরূপ পরিচর্য্যাসহকারে স্বামির সন্তোষসাধনে কায়মনে প্রবৃত্ত, পরমগুণবান্ মরীচিও তেমনি মিষ্টবাক্য ও কামনাপূরণ ইত্যাদি উপায়ে পত্নীর পরিতোষ সাধনে নিযুক্ত হইলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা মহাতপা মরীচি অরণ্য হইতে কুশ, সমিধ, কাষ্ঠ ও পুষ্পাদি আহরণজন্য নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, ভোজনাবসানে প্রিয়তমা পত্নীকে প্রীত বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অদ্য আমি অতিমাত্র পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তুমি আমার পদ সংবাহন কর। পতিব্রতা ধর্ম্মব্রতা স্বামিবাক্যের অনুব্রতা হইয়া, ধীরে ধীরে ত্বদীয় পাদসংবাহনে প্রবৃত্তা হইলেন।

এই রূপে তিনি ঐকান্তিক হৃদয়ে স্বামির শুশ্রূষা করিতেছেন এবং ভগবান্ মরীচি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা সহসা তথায় সমাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ধর্ম্মব্রতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এখন পিতামহ ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিব, কি, স্বামার পদসংবাহন করিব? ব্রহ্মা আমার গুরুর গুরু; অতএব সর্ব্বতোভাবে ইঁহার পূজা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি অর্হণাদি আহরণ করিয়া, পিতামহের যথাবিধি পূজাবিধি সমাধা করিলেন। মরীচ আপনার আজ্ঞাভঙ্গনিবন্ধন কুপিত হইয়া, পতিব্রতা ধর্ম্মব্রতাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, তোমাকে আমার

আদেশলঙ্ঘনজন্য শিলা হইতে হইবে। ধর্ম্মব্রতা কহিলেন, আমি আপনার পাদসংবাহন পরিত্যাগ করিয়া, আপনার গুরু ব্রহ্মার পূজা করিয়াছি। এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? যাহা হউক, আপনি অকৃতাপরাধে আমারে অভিশপ্ত করিলেন। এই কারণে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি আপনাকেও শাপ দিবেন।

ধর্ম্মব্রতা স্বামীকে শাপ দিয়া, অযুত সহস্র বৎসর যথাবিধানে তপস্যা করিলেন। পতিব্রতার দুশ্চর তপস্যায় চরাচর জগৎ সন্তপ্ত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তখন বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ সাক্ষাৎকারে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, মৃদুবাক্যে কহিলেন, অয়ি সুভগে! আমরা তোমার গুরুভক্তি, তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠাগুণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, অভিমত বর গ্রহণ কর। লোকে যেজন্য তপস্যা করে, তোমার তাহা সফল হইয়াছে।

ধর্ম্মব্রতা কহিলেন, দেবগণ! আপনারা চরাচর জগতের প্রভু ও নিয়ন্তা। যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিন, স্বামী অকারণ কুপিত হইয়া আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহার যেন নিরাকরণ হয়। ইহা ভিন্ন আমার অন্য অভিলষিত বা অভিপ্রেত নাই।

দেবগণ কহিলেন, তোমার স্বামী মরীচি পিতামহের অংশ ও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম এবং শরীরিণী তপস্যা। অতএব তিনি যে শাপ দিয়াছেন, তাহা কখন ব্যর্থ হইবার নহে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীকে এ কথা বলা বাহুল্য যে, সংসারে কেহ কাহারও শাস্তা বা শাপদাতা নাই। লোকে স্ব স্ব অদৃষ্টের ফল ভোগ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে গুণাগুণ বা অপরাধ অনপরাধ কারণ নহে। অতএব অদৃষ্টবশে বা দৈবপ্রভাবে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অবিচারিত চিত্তে ভোগ কর। যাহার প্রতিকার বা পরিহার নাই, তাদৃশ বিষয়ে যতই শোক ও দুঃখ করা যায়, ততই মনঃকষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তোমার ন্যায়, পতিব্রতা রমণীকে অধিক বলা বাহুল্য।

ধর্ম্মব্রতা কহিলেন, দেবগণ! যদিও অদৃষ্ট ভিন্ন উপায় বা পথ নাই; কিন্তু আপনারা অদৃষ্টের ও দৈবের নিয়ন্তা। অতএব যদি একান্তই আমাকে শাপ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে, আমি যাহাতে সামান্য শিলারূপে পরিণত না হই, তাহার উপায় বিধান করিয়া দিন। দেবগণ পতিব্রতার এই বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, সুভগে! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে; তুমি দেবগণের পরমার্চ্চিত পরম পবিত্র শিলা হইবে। বর্ত্তমানে তোমার নাম ধর্ম্মব্রতা বলিয়া বিখ্যাত। দেবশিলা অবস্থায় দেবব্রতা নামে তোমার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্ব্বভুবনব্যাপিনী হইবে। তুমি গয়াসুরের গতিরোধজন্য পরমপবিত্র সর্ব্বদেবময়ী সর্ব্বদেবাদিরূপিণী দেবশিলামূর্ত্তি ধারণ করিবে।

দেবগণের এই কথায় ধর্ম্মব্রতা তৎক্ষণাৎ দেবব্রতারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, দেবগণ! আপনারা যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাতে অধিষ্ঠান করিতে হইবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী ইত্যাদি সমস্ত দেব দেবীই আমার উপর অবস্থিতি করিবেন; কৃপা করিয়া আমাকে এই বর দান করুন। বলিতে কি, আপনাদের সান্নিধ্যযোগ ভোগ করিতে পাইলে,

আমি শিলা অপেক্ষাও অন্যতর নিকৃষ্ট যোনি পরমসৌভাগ্য জ্ঞান করি।

অগ্নি কহিলেন, বিপ্র! দেবব্রতার কথা শুনিয়া, দেবগণ পরম প্রীত হইলেন এবং সাদর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মব্রতা, সত্যপরায়ণা ললনা অতি দুর্লভ। তুমি আপনার অলোকসামান্য পাতিব্রত্য-গুণে বিধাতার নারীসৃষ্টি অলঙ্কৃত করিয়াছ। যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। পিতামহ ও বাসুদেব প্রভৃতি সমুদায় দেববর্গ সর্ব্বদা তোমাতে অবস্থিতি করিবেন। আজি হইতে তুমি পবিত্র হইতেও পবিত্র হইলে। তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। এই বলিয়া, দেবগণ সকলে স্বর্গমণ্ডলে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে, সেই দেবময়ী শিলা সাক্ষাৎ ধর্ম্মকর্তৃক ধৃত হইলেও, গয়াসুর তৎসমভিব্যাহারেই পূর্ব্ববৎ চলিতে আরম্ভ করিল। তখন রুদ্রাদি দেবগণ আপনাদের প্রতিশ্রুতপরিপালনজন্য শিলার উপর যথাবিধানে অধিষ্ঠান করিলেন; কিন্তু গয়াসুর তাঁহাদিগকেও লইয়া, চলিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে দেবগণ ক্ষীরোদগর্ভে সমাগত হইয়া, তথায় বিরাজমান ভগবান্ বাসুদেবকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, দেব! আপনি সকল বিপদে সকলের রক্ষাকর্ত্তা। এইজন্য আমরা সকলে আপনার শরণাপন্ন। যাহা করিলে, ভাল হয়, আপনার তাহা অবিদিত নাই। অতএব সত্বর সমুচিত বিধান করিয়া, উপস্থিত বিপদ নিরাকরণ ও সংসার রক্ষা করুন। আমরা বার্ত্তাহর বা সংবাদদাতামাত্র। বার্ত্তাহরণ ভিন্ন আমাদের অন্য কোন ক্ষমতা নাই। বলিতে কি, আপনার সৃষ্টি আপনিই রক্ষা করুন।

ভগবান্ মধুসূদন দেবগণের এই প্রার্থনায় পরম প্রসন্ন হইয়া, আপনার শ্রীগদাধরমূর্ত্তিপ্রদানপূর্ব্বক প্রশান্ত গম্ভীর মধুরোদার রমণীয় বাক্যে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা সুখে প্রস্থান ও নিরুদ্বেগে অবস্থান কর, তোমাদের কোন ভয় বা আশঙ্কা নাই। আমি স্বয়ং দৈবৈকগম্য মূর্ত্তিতে গমন করিব।

এই বলিয়া, ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ দ্বিবিধস্বরূপধারী ভগবান্ আদিগদাধর গয়াসুরের গতিরোধ জন্য গদাধরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেবশিলায় অধিষ্ঠান করিলেন। পূর্ব্বে গদ নামে অসুর ছিল। ঐ অসুর মূর্ত্তিমান্ গদের ন্যায়, লোকের উৎপীড়ন করিত। দেবগণ ও ঋষিগণ তাহার অত্যাচারে নিতান্ত বিব্রত ও লোকরক্ষায় একান্ত উৎসুক হইয়া, দেবদেব বাসুদেবের শরণগ্রহণপূর্ব্বক, উপস্থিত বিপদ্বার্ত্তা বিনিবেদিত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ অসুরের প্রাণ সংহার করিলেন। গদাসুর নিহত হইলে, লোকসকল নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হইল। দেবগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। বিশ্বকর্ম্মা তাহার অস্থিসকল সঙ্কলন করিয়া, তদ্দ্বারা আদ্যগদা নির্ম্মাণ করিলেন। গদাধর ঐ আদ্যগদার সহায়তায় হেতিপ্রমুখ মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া, তদবধি আদিগদাধর নামে বিখ্যাত হইলেন।

সে যাহাহউক, আদিগদাধর ভগবান্ বিষ্ণু ঐ রূপে দেবময়ী শিলাতে অধিষ্ঠান করিলে, গয়াসুরের চলৎশক্তি রহিত হইল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা পরম প্রীত ও নিরুদ্বেগ হইয়া, পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। আহুতিদান সমাহিত হইলে, গয়াসুর দেবগণকে কহিল, আপনারা আমাকে কি জন্য বঞ্চনা করিলেন? ভগবান্ বিষ্ণু আজ্ঞা করিলে, আমি কি তৎক্ষণাৎ নিশ্চল হইতাম না?

যাহাহউক, দেবগণ! আপনারা যখন আমাকে আক্রমণ করিয়াছেন,তখন বর দান করিতে হইবে। দেবগণ কহিলেন, আমরা তীর্থকরণজন্য তোমাকে নিশ্চল করিলাম। অতএব তোমার অধিষ্ঠানক্ষেত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পবিত্র আয়তন ও সর্ব্ব-তীর্থ অপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ হইবে এবং পিত্রাদি লোকগণের ব্রহ্মলোকগতি বিধান করিবে। এই বলিয়া, দেবগণ ও দেবীগণ যথোক্ত বিধানে তথায় অধিষ্ঠান এবং তীর্থপ্রভৃতি ও সন্নিধান করিল।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞান্তে ঋত্বিকদিগকে পঞ্চক্রোশ গয়াক্ষেত্র দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চপঞ্চাশৎ গ্রাম, স্বর্ণের পর্ব্বত, দুগ্ধ ও মধুর নদী, দধি ও ঘৃতের সরোবর, অন্নাদির পর্ব্বত এবং আর তাঁহারা ক্ষুদ্রজনের নিকট যাচ্ঞা না করেন, এই কারণে তাঁহা-দিগকে কামধেনু, কল্পতরু ও স্বর্ণরূপ্য গৃহ সকল প্রদান করিলেন।

এই রূপে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মযাগে প্রলোভবশতঃ ধনাদিগ্রহণ করিয়াও, যখন গয়াক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন,তখন পিতামহ তাঁহাদিগকে শাপ দিলেন, তোমরা বিদ্যাবিবর্জ্জিত ও তৃষ্ণাযুক্ত হইবে এবং পাষাণরূপ শৈলমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

ব্রাহ্মণেরা শাপগ্রস্ত হইয়া, সবিনয়ে পিতা-মহকে কহিলেন, ভগবন্! শাপ দিয়া, সকল নষ্ট করিলেন। এক্ষণে জীবনের জন্য আমাদিগের প্রতি প্রসাদ ও অনুগ্রহ বিতরণ করুন। পিতা-মহ তাঁহাদিগকে কহিলেন, যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য, তাবৎ তোমরা তীর্থোপজীবী হইবে। যে সকল ব্যক্তি গয়ায় আগমন করিয়া, হব্য, কব্য, ধন ও শ্রাদ্ধ দ্বারা তোমাদিগের পূজা করিবে, তাহাদের শতকুল নরক হইতে স্বর্গে এবং স্বর্গ হইতে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অনন্তর গয়াসুরও বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণা দান-সহকারে যজ্ঞ করিল। ঐ অসুরের নামেই গয়া-পুরী বিখ্যাত হইয়াছে। পাণ্ডবগণ এই স্থানে ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছিলেন।

ইত্যাগ্নেয়ে গয়ামাহাত্ম্যনামক দ্বি-
চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, গয়াগমনে প্রবৃত্তি হইলে, যথাবিধানে শ্রাদ্ধ, কার্পটিবেশে গ্রাম প্রদক্ষিণ, সংযম ও অপ্রতিগ্রহবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, গমন করিবে। গয়াগমনসংকল্প করিয়া, গৃহ হইতে চলিতমাত্র লোকের পিতৃপুরুষের স্বর্গা-রোহণসোপান পদে পদেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পুত্র যদি গয়ায় যায়, তাহা হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানে প্রয়োজন কি? গোগৃহরণে আবশ্যকতা কি? এবং কুরুক্ষেত্রেবাসেই বা ফল কি? পুত্র গয়ায় গমন করিয়াছে দেখিলে, ইহাই ভাবিয়া পিতৃগণের আমোদ হয়, যে, পুত্র পদদ্বয়েও জল-স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে কি না প্রদান্ করিবে?

ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ ও কুরু-ক্ষেত্রে বাস, পুরুষের এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি। পিতৃ-গণ নরকভয়ে ভীত হইয়া, এই মানসে পুত্রকামনা করেন, পুত্র যদি গয়ায় যায়, আমাদের পরিত্রাণ করিবে। সকল তীর্থেই মস্তক মুণ্ডন ও উপবাস এইমাত্র বিধি, কিন্তু গয়াতীর্থে কালাদি নিয়ম নাই; নিত্যই পিণ্ডদান করিবে। পক্ষত্রয় গয়ায় বাস করিলে,সপ্তকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া থাকে।

গয়াক্ষেত্রে অষ্টকা, বৃদ্ধি ও মৃতবাসর এই সকলে কেবল পৃথক্‌রূপে মাতার শ্রাদ্ধ করিবে; অন্যত্র পিতার সহিত মাতার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। প্রথম দিন উত্তরমানসে স্নান করিবে। এই উত্তরমানস পরমপবিত্র। আয়ু ও আরোগ্যবৃদ্ধি, সর্ব্বপাপ-বিনাশ ও মুক্তির জন্য তথায় স্নান করিবে। পরে, আমি দিব্য আন্তরীক্ষ ও ভৌমস্থ দেবগণের তর্পণ করিতেছি, বলিয়া, দেবতা ও পিত্রাদির সন্তৃপ্তি সমাধানপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া, পিণ্ডদান করিবে। অনন্তর দিব্য,আন্তরীক্ষ ও ভৌমাদি পিতৃমাত্রাদির তর্পণ করিয়া, পিতা,পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহী, ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ ইহাঁদিগকে ও অন্যান্যদিগকে উদ্ধারার্থ এই পিণ্ডদান করিতেছি। ওঁ সোম ভৌম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতুরূপী সূর্য্যকে নমস্কার, এই বলিয়া, পিণ্ডদান করিবে। উত্তরমানসে স্নান করিলে, সকল কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বিধানে সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া, মৌনী হইয়া, দক্ষিণ মানসে সমাগত হইবে এবং আমি পিতৃগণের তৃপ্তিবিধানজন্য গয়ায় আসিয়াছি ও দক্ষিণমানসে স্নান করিতেছি। আমার পিতৃগণ সকলেই স্বর্গে গমন করুন, এই বলিয়া তথায় স্নান, শ্রাদ্ধবিধান ও পিণ্ডদান করিয়া, সূর্য্যকে প্রণাম পুরঃসর এই প্রকার কহিবে, ওঁ, সকলের ভর্ত্তা ভানুকে নমস্কার। হে বিভো! আমার কল্যাণবিধান কর এবং মদীয় পিতৃলোকের ভুক্তি ও মুক্তি সাধন কর। কব্যবালানল, সোম, যম, অর্য্যমা এবং অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ ও আজ্যপ এই সকল পিতৃদেবতা; আপনাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, মাতৃমাতামহাদি মদীয় মহাভাগ পিতৃগণ সকলে আগমন করুন, আমি তাঁহাদের পিণ্ডদান করিব বলিয়া গয়ায় আসিয়াছি।

মুণ্ডপৃষ্ঠের উত্তরদিকে কনখল নামে যে ত্রিভুবনবিখ্যাত দেবর্ষিগণপূজিত তীর্থ আছে, সিদ্ধগণের প্রীতিজনক ও পাপাত্মাগণের ভয়ঙ্কর লেলিহান মহানাগগণ সর্ব্বদা ঐ তীর্থ রক্ষা করিতেছে। তথায় স্নান করিলে, স্বর্গলাভ ও ঐহিক সুখসমৃদ্ধি ভোগ হইয়া থাকে।

তথা হইতে মহানদীতে অবস্থিত ফল্গু তীর্থে গমন করিবে। এই ফল্গুতীর্থ গয়াশির নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই তীর্থ মুণ্ডপৃষ্ঠ নাগাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উহাতে স্নান করিয়া, গদাধরকে দর্শন করিলে, সুকৃতকারী মানুষের কি না পর্য্যাপ্ত হয়? পৃথিবীতে সমুদ্রপর্য্যন্ত যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমস্ত দিনের মধ্যে একবার এই তীর্থে সমাগত হইয়া থাকে। তীর্থশ্রেষ্ঠ এই তীর্থে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে স্নান করিলে, পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও আত্মার ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধ হয়। তথায় স্নান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান সমাধান করিয়া, এই বলিয়া, দেব পিতামহকে প্রণাম করিবে, কলিতে লোক সকল মাহেশ্বর হইবে, এই কারণে ভগবান্ গদাধর ও পিতামহ লিঙ্গরূপী হইয়া, এখানে বিরাজ করিতেছেন। সেই মহেশ্বরকে নমস্কার। গদাধর, বলরাম, কাম, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু,নৃসিংহ, ও বরাহাদিকে নমস্কার। অনন্তর গদাধরকে দর্শন করিয়া কুলশত উদ্ধার করিবে।

দ্বিতীয় দিবস ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। তথায় মহাতপা মতঙ্গের উৎকৃষ্ট আশ্রমে যে মতঙ্গবাপী প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাতে বিধিমতে স্নান করিয়া, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান করিবে এবং সুসিদ্ধগণের

প্রধান মতঙ্গেশকে প্রণাম করিয়া, এইপ্রকার কহিবে, দেবগণ সকলে প্রমাণ ও লোকপালবর্গ সকলে সাক্ষী হউন,আমি এই মতঙ্গাশ্রমে আসিয়া পিতৃগণের নিষ্কৃতি করিলাম।

অনন্তর ব্রহ্মতীর্থ নামক কূপে যথাবিধানে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। সেই কূপস্থ যূপের মধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে, কুলশত সমুদ্ধৃত হইয়া থাকে। তত্রত্য মহাবোধ তরুকে প্রণাম করিলে, ধর্ম্মবান্ ও স্বর্লোকভাক্ হইতে পারা যায়।

তৃতীয় দিবস যতব্রত হইয়া, ব্রহ্মসরে স্নান করিবে। তৎকালে এইপ্রকার কহিতে হইবে যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিকামনায় এই ব্রহ্মসর তীর্থে স্নান করিতেছি। পিতৃগণের ব্রহ্মলোক-বিধানজন্য এই ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত পবিত্র ব্রহ্মসরে তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান এবং বাজপেয়ার্থী হইয়া ব্রহ্মযূপ প্রদক্ষিণ করিবে। যে ব্যক্তি একাকী মৌনী হইয়া, কুম্ভ ও কুশাগ্র হস্তে তত্রত্য আম্র-মূলে সলিল দান করে, আম্রমূলও সিক্ত ও তাহার পিতৃগও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে একমাত্র ক্রিয়ায় দ্বিবিধ ফল লাভ প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মাকে তথায় নমস্কার করিলে,শতকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ দিবসে ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া, দেবাদি-তর্পণ সমাধানান্তে গয়াশিরে সপিণ্ড শ্রাদ্ধ করিবে। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ এবং গয়াশির একক্রোশ। তথায় পিণ্ডদান করিলে কুলশত উদ্ধার পায়।

ধীমান্ মহাদেব মুণ্ডপৃষ্ঠে পদ ন্যস্ত করিয়া ছিলেন। মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ শির সাক্ষাৎ গয়াশির বলিয়া অভিহিত হয়। তথায় অমৃত প্রবাহিত হই-তেছে। পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

দশাশ্বমেধে স্নান, দেবদেব পিতামহের দর্শন ও রুদ্রপাদস্পর্শ করিলে,পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। গয়াশিরে শমীপত্রপ্রমাণে পিণ্ড দান করিলে নরকস্থ পিতৃপুরুষেরা স্বর্গগমন ও স্বর্গস্থেরা মোক্ষ লাভ করেন।

রুদ্রপদে পায়স, পিষ্টক, শক্তু, চরু, তণ্ডুল, বা তিলমিশ্রিত গোধূম দ্বারা পিণ্ডদান করিবে। ঐরূপে পিণ্ড দিলে, শত পুরুষের উদ্ধার হয়। বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলে, পিত্রাদির ঋণ মুক্ত, শতকুল সমুদ্ধৃত ও আত্মার মোচন হয়। ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপ দক্ষিণাগ্নিপদে ও আহবাগ্নিপদে এবং গার্হপত্যাদি পদে শ্রাদ্ধ করিলে, যজ্ঞফললাভ হয়। আবসথ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গণ, অগস্ত্য ও কার্ত্তিকেয় ইহাঁদের পদে শ্রাদ্ধ করিলে বংশের উদ্ধার হইয়া থাকে। আদিত্য-রথকে প্রণাম করিয়া পরে কর্ণাদিত্যকে নমস্কার করিবে। অনন্তর কনকেশ্বরপদে প্রণাম করিয়া, গয়াকেদারকে নমস্কার করিলে সকল পাপ বিনষ্ট ও পিতৃগণের ব্রহ্মলোকলাভ হয়।

রাজপুত্র বিশালের পুত্র হয় নাই। তিনিও গয়াশিরে পিণ্ড দিয়া পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বে বিশালানগরে প্রবলপরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র বিশাল। তিনি অনেক তপস্যা, দান, ধ্যান ও অনেক ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন। তথাপি তাঁহার পুত্র হইল না। পুত্রমুখদর্শনসুখে বঞ্চিত হওয়াতে, সংসারের কোন সুখই তাঁহাকে সুখদানে সমর্থ হইল না। তজ্জন্য সমস্ত রাজ্য-সম্পদ বিষম বিপদ্বৎ তাঁহার প্রতীতি হইতে লাগিল এবং সমস্ত সংসার জীর্ণ অরণ্যবৎ বোধ করিয়া, তিনি দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতে

লাগিলেন। আমোদে আমোদ নাই, সুখে সুখ নাই এবং সন্তোষেও আর সন্তোষ নাই,এই প্রকার অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, তিনি একদা নিতান্ত অসহমান হইয়া, সভাস্থ দ্বিজাতিবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কিরূপ উপায়ে আমার পুত্রাদি লাভ হইতে পারে বলুন।

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন,রাজকুমার! আপনি পরমপবিত্র গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া, যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদান করিলে,আপনার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তখন রাজকুমার বিশাল গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া, যথাবিধি পিণ্ডদান করিলেন। পিণ্ডপ্রদান সমাপ্ত হইলে, আকাশে সিত ও রক্তবর্ণ পুরুষগণ তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে নিপতিত হইল। তিনি আকাশবিহারী তাদৃশ পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে? তখন সেই সকল পুরুষের মধ্যে সিতবর্ণ একজন কহিলেন, বিশাল। আমি তোমার জনক। পুণ্যবলে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছি। আর এই রক্তবর্ণ পুরুষ আমার পিতা এবং কৃষ্ণবর্ণ পিতামহ। আমরা সকলেই নরকে পতিত ছিলাম। তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিলে। এক্ষণে আমরা পিণ্ডলাভবলে ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছি। তুমি সুখে থাক ও চিরজীবী হও এবং এইরূপে পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান কর। লোকে যেন তোমার ন্যায় সৎপুত্রের পিতা হয়। এই বলিয়া, তাহারা সকলে ব্রহ্মলোকে গমন করিল। এদিকে বিশালাধিপ বিশালও পিণ্ডদানপ্রভাবে অভিমত পুত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া, যথাবিধানে রাজ্য করিয়া, চরমে ভগবান্ নারায়ণে লীন হইলেন। ফলতঃ, যে কোন ব্যক্তি আন্তরিকশ্রদ্ধাসহকারে গয়ায় গমন ও পিণ্ডদান করে, তাহারই পিতৃলোকের উদ্ধার হয়।

পূর্ব্বে কোন প্রেতরাজ প্রেতগণের সহিত নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া,আপনার মুক্তির জন্য কোন বণিককে কহিয়াছিল,তুমি আমার ধন গ্রহণ করিয়া, গয়ায় গমন ও পিণ্ড প্রদান কর। এই বলিয়া, সে বণিককে আপনার সঞ্চিত ধনকুম্ভ প্রদান করিল। বণিক্ সেই ধন গ্রহণপূর্ব্বক গয়ায় গিয়া, তাহার উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিল। পিণ্ডদানমাত্র প্রেতরাজ তৎক্ষণাৎ প্রেতগণের সহিত মুক্ত ও বৈকুণ্ঠপুরে নীত হইল।

গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলে, আপনার ও স্বকীয় পিতৃগণের উদ্ধার হইয়া থাকে। তথায় এই বলিয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে যে, আমার পিতৃবংশে, অথবা মাতৃবংশে কিংবা গুরু শ্বশুর ও বন্ধুবংশে যাঁহারা মরিয়াছেন, অথবা আমার বংশে যাঁহাদের পিণ্ডলোপ হইয়াছে, যাঁহারা স্ত্রীপুত্রবিবর্জ্জিত হইয়াছেন, অথবা যাঁহাদের ক্রিয়ালোপ হইয়াছে, অথবা আমার বংশে যাঁহারা জন্মাবধি অন্ধ, পঙ্গু,বিরূপ,আমগর্ভ কিংবা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, আমি তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলাম; উহা অক্ষয় হইয়া তাঁহাদের অধিগত হউক। আমার পিতৃগণের মধ্যে যে কেহ প্রেত হইয়া আছেন, আমার এই পিণ্ডদান দ্বারা তাঁহারা সকলেই নিরন্তর তৃপ্তি অনুভব করুন। ফলতঃ, কুলতারকগণ সকলেরই উদ্দেশে যথাবিধি পিণ্ডপ্রদান করিবে। অধিক কি, অক্ষয় লোকলাভের ইচ্ছা থাকিলে, আপনার উদ্দেশেও পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পঞ্চম দিবসে পরমপাবন গয়াপ্রক্ষালন তীর্থে স্নান করিবে। তৎকালে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক এই কথা বলিতে হইবে, হে জনার্দ্দন! আমি সংসাররোগশান্তির জন্য এই স্থানে

স্নান করিতেছি। তোমার প্রসাদে আমার যেন সকল রোগ ও সকল শোক শান্তি হয়; সকল তাপ ও সকল সন্তাপ বিনষ্ট হয়; সকল বিষাদ ও সকল অবসাদ নিরাকৃত হয়; সকল আধি ও সকল ব্যাধি দূর হয় এবং সকল সুখ ও সকল সন্তোষ প্রাপ্তি হয়। এই পাপতাপপরিপূর্ণ রোগে শোকে অবসন্ন, সুবিষম সঙ্কটাপন্ন, অসার সংসারে বারংবার গতায়াত করিয়া, আমি একান্ত শ্রান্ত ও নিতান্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্য তোমাকে স্মরণ করিয়া, তোমারই পরিপালিত এই তীর্থে স্নান করিতেছি,আমাকে উদ্ধার ও নিজ পরিজন বলিয়া গ্রহণ কর। আমি আর পাপসংসারে আসিতে কোন মতেই সম্মত নহি।

অনন্তর অক্ষয়বটকে নমস্কার করিবে। এই অক্ষয়বট অক্ষয়স্বর্গ প্রদান করে। ইহার তলদেশ অশেষক্লেশবিনাশন। উহাতে শ্রাদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। তাহাতে, পিতৃগণের অক্ষয় স্বর্গভোগ ও সকলপাপবিমোচন হইবে, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অক্ষয়বট সাক্ষাৎ স্বর্গের সোপান। ইহার তলদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণভোজন করাইলেও,কোটি ব্রাহ্মণভোজন করান হয়, বহু ব্রাহ্মণভোজনের কথা আর কি বলিব? এই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা প্রদান করা যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি গয়ায় অন্নদান করে, পিতৃগণ তাহা দ্বারা প্রকৃত পুত্রবান্ হইয়া থাকেন। অক্ষয়বট ও বটেশ্বর, উভয়কে প্রণাম করিয়া, পরে প্রপিতামহের পূজা করিবে। অক্ষয়বটের অর্চ্চনা করিলে,অক্ষয় লোকলাভ ও শতকুলসমুদ্ধার হয়। ক্রম বা অক্রম, যে কোন রূপে হউক, গয়াযাত্রা মহাফল প্রসব করে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, প্রাতঃকালে গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক মহানদীতে স্নান করিয়া, সন্ধ্যাবন্দনা করিবে। তৎকালে গায়ত্রীদেবীর সম্মুখে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। অনন্তর দেবী সাবিত্রীর সম্মুখে সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া, তদীয় পদে পিণ্ডদান করিবে। পরে অগস্ত্যপদে পিণ্ডপ্রদান করিলে, যোনিদ্বারে প্রবেশপূর্ব্বক নির্গত হইয়া, পুনরায় তাহাতে প্রবেশ করিতে হয় না; অনায়াসেই সংসারসাগর পার হইয়া থাকে। অনন্তর কাকশিলায় বলিপ্রদানপুরঃসর কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিবে। পরে স্বর্গদ্বার, সোমকুণ্ড, বায়ুতীর্থ, আকাশগঙ্গা ও কপিলা, এই সকল তীর্থে পিণ্ড দান করিবে। অনন্তর কপিলেশ্বর শিবকে প্রণাম করিয়া, রুক্মিকুণ্ডে পিণ্ড দিবে। কোটিতীর্থে কোটীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, অমোঘপদ, গদালোল, বানরস ও গোপ্রচার এই সকল তীর্থে পিণ্ডদানানন্তর, বৈতরণীতে গোপ্রণাম করিলে, একবিংশ কুল সমুদ্ধৃত হইয়া থাকে। অনন্তর ক্রৌঞ্চপাদে শ্রাদ্ধ করিয়া, পিণ্ডদান করিবে। পরে তৃতীয় বিশালা, নিশ্চিরা, ঋণমোক্ষ ও পাপমোক্ষতীর্থে পিণ্ডপ্রদানপুরঃসর ভর্ম্মকুণ্ডে ভস্ম দ্বারা স্নান করিলে, সকল পাপের নিষ্কৃতি হইয়া থাকে।

তথায় ভগবান্ জনার্দ্দনকে এই বলিয়া প্রণাম ও পূজা করিবে, হে সর্ব্বশক্তিমন্! তোমার প্রসাদে দুর্লভ লাভ সংঘটিত, পাপতাপ পরিহৃত, রোগশোক বিদূরিত, সুখসম্পদ সমাগত, ভুক্তিমুক্তি সুবিহিত এবং স্বর্গ ও অপবর্গ সংসাধিত হইয়া থাকে। তুমি সংসারের আদি, এইজন্য আদিদেব

নামে বিখ্যাত। তুমি অপার করুণাসাগর; এইজন্য মনুষ্যের উদ্ধারজন্য নিজ অংশ প্রদান কর। তাহাতে রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি বিবিধ অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়া, দারুণ সঙ্কটসময়ে সংসারের মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। তোমার মহিমা দেবগণের অবিদিত; ক্ষুদ্র আমি কিরূপে বিদিত হইব। এই তেজোময় সূর্য্য, শুনিয়াছি, তোমারই অপার তেজঃপুঞ্জের অণুমাত্র। এই চন্দ্র, শুনিয়াছি, তোমার পাদজ্যোতির একমাত্র রশ্মি। আহা! উহা কি শীতল ও সুখস্পর্শ! উহার উদয়ে ব্রহ্মাণ্ডের যেন নবজীবন সঞ্চরিত হইয়া থাকে। নাথ! আমি বহু যত্নে এই পুণ্য ক্ষেত্র গয়ায় আসিয়া, তোমার হস্তে এই পিণ্ড প্রদান করিলাম। আমি যখন পরলোকে গমন করিব, তখন ইহা যেন তোমার প্রসাদে অক্ষয় হইয়া, আমার সকাশে উপস্থিত হয়। ফলতঃ, গয়াক্ষেত্রে ভগবান্ জনার্দ্দন সাক্ষাৎ পিতৃরূপে বিরাজমান। তাঁহারই পবিত্র সান্নিধ্যযোগে গয়ার মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও সর্ব্বলোক পরিগৃহীত হইয়াছে। তাঁহাকে দর্শন করিলেই ঋণত্রয় মোচন হইয়া থাকে।

অনন্তর মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও গৃধ্রেশ্বর ইহাঁদের উভয়কে যথাক্রমে প্রণাম করিয়া,মূলক্ষেত্র মহেশধারায় পিণ্ডপ্রদান করিবে। পরে গৃধ্রকূট, গৃধ্রবট, ধৌতপাদ,পুষ্করিণী,কর্দ্দমাল ও রামতীর্থে পিণ্ডদান করিয়া, প্রভাসেশ্বরকে নমস্কার করিবে। অনন্তর প্রেতশিলায় এই বলিয়া পিণ্ড দান করিবে,আমার যে দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভূমিস্থিত পিতৃগণ ও বান্ধবাদি প্রেতাদিরূপ হইয়া আছেন, আমার প্রদত্ত পিণ্ড দ্বারা তাঁহারা সকলেই মুক্ত হউন। গয়াশির, প্রভাস ও প্রেতকুণ্ড এই তিন স্থানে প্রেতশিলা অতিশয় পবিত্রতা বিধান করে। তথায় পিণ্ডদান করিলে, বংশের উদ্ধার হয়।

অনন্তর বশিষ্ঠেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার অগ্রে পিণ্ড দিবে। পরে গয়ানাভি, সুষুম্না, মহাকোপী, গদাধরাগ্র, মুণ্ডপৃষ্ঠ ও দেবীসন্নিধি এই সকল স্থানে পিণ্ড দান করিবে। প্রথমে ক্ষেত্রপালাদি সংযুক্ত মুণ্ডপৃষ্ঠে প্রণাম করিবে। মুণ্ডপৃষ্ঠের পূজা করিলে, ভয় দূর ও বিষরোগাদি বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলে, বংশের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুভদ্রা, বলভদ্র ও পুরুষোত্তমকে পূজা করিলে, সর্ব্বকামনা সিদ্ধি, বংশের উদ্ধার ও স্বর্গলাভ হয়। হৃষীকেশকে নমস্কার করিয়া, তদর্থে পিণ্ডদান করিবে। মাধবকে পূজা করিলে, বৈমানিক পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। মহালক্ষ্মী, গৌরী, মঙ্গলা ও সরস্বতী ইহাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিলে, পিতৃগণের উদ্ধার ও ঐহিক সমস্ত সুখ ভোগ করিয়া পরিণামে স্বর্গলোকে গমন করা যায়। দ্বাদশ আদিত্য, অগ্নি, রেবন্ত, ইন্দ্র,ইহাঁদের সবিশেষ পূজা করিলে রোগাদি মুক্ত ও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। কপর্দ্দী, বিনায়ক ও কার্ত্তিকেয়ের যথাবিধি পূজা করিলে, নির্ব্বিঘ্ন ও সিদ্ধিসম্পন্ন হওয়া যায়। সোমনাথ, কালেশ্বর, কেদার, প্রপিতামহ, সিদ্ধেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, রামেশ্বর ও ব্রহ্মকেশ্বর এই পরমগুহ্য অষ্টলিঙ্গের পূজা করিলে, সর্ব্বকামনা সিদ্ধি ও সকল ভোগসম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীকামী ব্যক্তি নারায়ণ, নারসিংহ, বরাহ এবং অশেষ অভীষ্টপ্রদ ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশ্বরাভিধ ত্রিপুরঘ্ন, সীতা, গরুড় ও বামন এই সকলের বিহিত বিধানে পূজা করিলে, সর্ব্বকামনা সিদ্ধি পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

দেবগণ সহিত আদি গদাধরের সবিশেষ শ্রদ্ধাদি-সহকারে পূজা করিলে, ঋণত্রয় মুক্তি ও সকল বংশের উদ্ধার হইয়া থাকে। ফলতঃ, গয়ায় এমন স্থান নাই, যাহাতে তীর্থ নাই, এমন তীর্থ নাই, যাহাতে শ্রাদ্ধাদি করিলে, তাহার অক্ষয় ফল লাভ হয় না। আবার, এমন ব্যক্তি নাই, যাহার নামে পিণ্ড দিলে, তাহার শাশ্বত ব্রাহ্ম প্রাপ্তি সংঘটিত না হয়।

ফল্গ্বীশ্বর, ফল্গুচণ্ডী ও অঙ্গারকেশ্বর, ইহা-দিগকে প্রণাম করিয়া, মতঙ্গপদে ও ভরতাশ্রমে শ্রাদ্ধ করিবে। হংসতীর্থ, কোটিতীর্থ, অগ্নিধারা ও মধুস্রবঃ এই সকল স্থানে পিণ্ডদানানন্তর, রুদ্রে-শ্বর, কিলকিলেশ্বর ও বৃদ্ধিবিনায়কের পূজা করিবে। অনন্তর ধেনুকারণ্যে পিণ্ড দিয়া, ধেনুর পদে প্রণাম করিবে। সরস্বতীতে পিণ্ড দান করিলে, সমস্ত পিতৃলোকের উদ্ধার হয়। সায়াহ্নে সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া, দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিবে। বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা করি-বেন। গদা প্রদক্ষিণ করিয়া, গয়াবিপ্রদিগকে যথা-বিধি পূজা করত, অন্নদানাদির অনুষ্ঠান করিলে, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।

তথায় আদিদেব গদাধরকে স্তব করিয়া, এই প্রকার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের জন্য গদাধরকে প্রণাম করি। তিনি নিত্য গয়ায় অধিষ্ঠান, পিতৃগণের গতিবিধান ও যোগসিদ্ধি সম্প্রদান করেন। তাঁহার দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, বুদ্ধি নাই, প্রাণ নাই ও অহঙ্কার নাই। তিনি নিত্যশুদ্ধ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম; তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, অদ্বয় ও পরমদেব। দেব ও দানবগণ তাঁহার বন্দনা করেন এবং দেব ও দেবীগণ নিত্য তাঁহার সমভিব্যাহারে বিরাজ করেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি। তিনি কলিকল্মষ বিনাশ করেন, কালভয় নিবারণ করেন, বনমালা পরিধান করেন, সকল লোক শাসন করেন, সকল দোষ প্রশমন করেন, কালেরও কাল সম্পাদন করেন, ভয়েরও ভয় বিধান করেন, মৃত্যুরও মৃত্যু প্রেরণ করেন, যোগক্ষেম সম্প্রদান করেন, অভয় ও অমৃত প্রণয়ণ করেন এবং পাপ তাপ নিবারণ করেন। তাঁহাকে নিত্য প্রণাম করি। তিনি সর্ব্বদা আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। তিনি আলোক ও পুলকস্বরূপ। তাঁহার হ্রাস নাই, ক্ষয় নাই। তাঁহাকে প্রণাম করি। তিনি আমার অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, দূরে নিকটে বিদ্যমান এবং সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে ও উপরে বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বনাম, সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বকৃত। তাঁহাকে প্রণাম করি। তিনি ব্যক্ত, অব্যক্ত, বিভক্ত, অবিভক্ত ইত্যাদি সর্ব্বস্বরূপ। তিনি আপনি আপনাতে অধিষ্ঠিত, এবং সকলের সার ও স্থির-তর। তাঁহার নামমাত্রে ভয়ঙ্কর পাতকসকলও দূরে পলায়ন করে। তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি। তিনি কার্য্য, কারণ ও করণ ত্রিবিধস্বরূপে বিশ্বসংসারের প্রত্যেক অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের স্থিতিবিধান ও প্রাণসংবিধান করিতে-ছেন। তিনি পুণ্যস্বরূপ, পরমপাবন পরমাত্মা। এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অধিষ্ঠান সত্তায় প্রকাশমান ও চেষ্টাশীল। তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে প্রণাম করি। তিনি ভিন্ন প্রাণের আর প্রিয়তর নাই; মনের আর প্রীতিকর নাই ও আত্মার আর অভীষ্টতর নাই। তিনি সাক্ষাৎ অমৃত অভয়স্বরূপ; তাঁহাকে নমস্কার করি। হে দেব গদাধর! আমি পিতৃকার্য্যের জন্য ত্বদীয়

পবিত্র ক্ষেত্র গয়ায় আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সাক্ষী হও, আমি পিতৃঋণ শোধ করিয়া, তোমার প্রসাদে অঋণী হইলাম। হে দেব! এই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমারে প্রণাম করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া, আমারে পিতৃগণের সহিত সদ্গতি প্রদান কর। আর যেন আমার বংশাবলীতে কাহাকেও পুনঃপুনঃ যাতায়াতকষ্ট ভোগ করিতে না হয়। ব্রহ্মা ও ঈশান প্রভৃতি সমুদায় দেবগণও সাক্ষী হউন, আমি গয়ায় আসিয়া, পিতৃগণের নিষ্কৃতি বিধান করিলাম। লক্ষ্মী ও মাহেশ্বরীপ্রমুখ দেবীগণও সকলে সাক্ষী হউন, আমি যথাবিধি পিণ্ডবিধি সমাধা করিয়া, পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ করিলাম। আদিত্য ও নক্ষত্র প্রভৃতিও সকলে সাক্ষী থাকুন, আমি গয়ায় আসিয়া, পিতৃগণের উদ্ধার করিলাম।

ভগবন্ দেবদেব জনার্দ্দন! তোমার প্রসাদে আমার বংশাবলীতে কেহ যেন কোন কালে পতিত না থাকে। সকলেরই যেন উদ্ধার ও সদ্গতি লাভ হয়। যাহারা আমার প্রতিবেশী, যাহারা আমার মিত্রপক্ষ, অথবা যাহারা আমার বিপক্ষ, হে পতিতপাবনপরমপুরুষ গদাধর! তাঁহাদেরও যেন উদ্ধার হয়। ফলতঃ, তোমার প্রসাদে আমার প্রদত্ত এই পিণ্ড যেন অক্ষয় হয়, পিতৃগণ যেন সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকেন।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যনামক
চতুঃশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, পূর্ব্বে ঈশ্বর কার্ত্তিকেয়কে কহিয়াছিলেন, ষন্মুখ! সংস্কার দীক্ষা বিধি কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। বহ্নিস্থ মহেশ্বরের মস্তক হৃদয়ে আবাহন করিবে। অনন্তর পরস্পর সংশ্লিষ্ট অগ্নি মহেশ্বরকে বিহিতবিধানে পূজা ও হৃদয়াত্মযোগে সন্তৃপ্ত করিয়া, তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভের জন্য পুনরায় ঐ হৃদয়াত্মযোগেই আহুতিপঞ্চক প্রদান করিবে, পরে অস্ত্রলিপ্ত কুসুমসহায়ে হৃদয়ে সেই শিশুর তাড়না করিবে এবং তথায় বিশিষ্টরূপ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তারকের ন্যায় আকারসম্পন্ন চৈতন্য ভাবনা করিবে। অনন্তর তথায় রেচকযোগে উক্ত হুঙ্কার প্রবেশিত করিয়া, সংহারিণী দ্বারা তাহা আকর্ষণপূর্ব্বক, পূরক দ্বারা হৃদয়ে ন্যস্ত করিবে। পরে হৃৎসংপুটিত মন্ত্রসহকৃত রেচক দ্বারা উদ্ভবসংজ্ঞিত মুদ্রাযোগে বাগীশ্বরযোনিতে উহা বিনিক্ষিপ্ত করিবে।

"ওঁ হাং হাং হাং আত্মনে নমঃ।"

এই বলিয়া, জাজ্বল্যমান নির্ধূম বহ্নিতে ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত হোম করিবে। অপ্রবৃদ্ধ সধূম অগ্নিতে হোম করিলে, সিদ্ধ হয় না। হোম সময়ে স্নিগ্ধ,প্রদক্ষিণাবর্ত্ত ও সুগন্ধ অনলই প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন, বিপরীত স্ফুলিঙ্গসম্পন্ন ভূমিস্পর্শী বহ্নিও প্রশস্ত হইয়া থাকে।

ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা পাপভক্ষণ হোমসহায়ে আহুতি দানপুরঃসর শিষ্যের কল্মষরাশি দগ্ধ করিবে, যথোক্তবিধানে হোমসমাহিত হইলে, গুরু, শিব ও অগ্নির সমুচিত পূজা সমাধা করিয়া, শিষ্যকে এই বলিয়া, আত্মপ্রণতি ও নিয়ম সকল শ্রবণ করাইবেন।

কখন দেবনিন্দা বা শাস্ত্র নিন্দা করিবে না। নির্ম্মাল্যাদি বা পূজ্য ব্যক্তির ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। যাবজ্জীবন শিব, অগ্নি ও গুরুদেবের পূজা করিবে, দেবতাজ্ঞানে পিতামাতার সেবা করিবে,

আত্মার অর্দ্ধস্থানে স্ত্রীর ভরণপোষণ ন্যায়মত বিধান করিবে, নিজস্বরূপ বোধে পুত্রের যথাবিধি লালনপালন করিবে। বালক, মূর্খ, বৃদ্ধা স্ত্রী,ভোগ-ভুক্ ও পীড়িতদিগকে যথাশক্তি অর্থ দান করিবে, কাহারও বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইবে না, রাগ রোষ সর্ব্বদা গোপন করিবে; লোভ মোহ ত্যাগ করিয়া, সৎপথে পদচালনা করিবে, যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয়, এরূপ বিষয়ে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না, আত্মার অব্যাঘাতে পরের উপকার করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে সংস্কারদীক্ষাকথন নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, গুরু ঐশানীদিকে কুণ্ড সমুৎপাদন,বিষ্ণুর উদ্দেশে অগ্নি সমুদ্ভাবন ও গায়ত্রী জপসহকারে অষ্টশত হোম সমাধানান্তে সম্পাত-বিধি অনুসারে ঘটসকল প্রোক্ষণ এবং মূর্ত্তিপাল শিল্পি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে কারুশালায় গমন করিবেন। তথায় তূর্য্যধ্বনিপুরঃসর বিষ্ণুরে, শিপি-বিষ্ট ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে সর্ষপ সহিত ঊর্ণাসূত্রে দক্ষিণ হস্তে কৌতুক বন্ধন করিবেন। দেশিকেরও হস্তে পট্টবস্ত্রের কৌতুক বান্ধিয়া দিবেন। পরে মণ্ডপমধ্যে বস্ত্রমণ্ডিত প্রতিমাস্থাপনানন্তর তাহার পূজা ও স্তব করিয়া, তাঁহাকে এইপ্রকার নিবেদন করিতে হইবে, হে সুরেশানি! স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমাকে নমস্কার। তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়া, ধারণ করিযাছ এবং সর্ব্বদা পালন করিতেছ, তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। হে ঈশ্বরি! আমি তোমাতে দেবদেব জগদ্‌গুরু অনাময় নারায়ণের পূজা করিতেছি; তুমি শিল্পিদোষবিবর্জ্জিত ও সর্ব্বদা ঋদ্ধিযুক্ত হও।

ইত্যাদি বিজ্ঞাপনানন্তর প্রতিমাকে স্নানমণ্ডপে লইয়া যাইবে। তৎকালে শিল্পিকে দ্রব্য দান দ্বারা সন্তুষ্ট ও গুরুকে গোপ্রদান করাইবে। অনন্তর চিত্রংদেবেতি মন্ত্র দ্বারা প্রতিমার নয়ন উন্মীলিত ও অগ্নির্জ্যোতিতি মন্ত্র দ্বারা, দৃষ্টিদান করিবে। পরে শ্বেতপুষ্প, ঘৃত, সিদ্ধার্থ, দূর্ব্বা ও কুশাগ্র এই সকল প্রতিমার মস্তকে প্রদান করিবে। তৎপরে গুরু, মধুবাতেতি মন্ত্রে প্রতি-মার নেত্র অভ্যঞ্জন ও হিরণ্যগর্ভ মন্ত্রে ইমংমেক্তি কীর্ত্তন করিবেন। তদনন্তর ঘৃতবতী পাঠ করিয়া পশ্চাৎ ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন ও অতোদেবেতি মন্ত্রে মধুর পিষ্ট দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিয়া, তেগে্ভি মন্ত্র পাঠসহকারে উষ্ণ সলিলে প্রতিমা ক্ষালন করিবে। পরে দ্রুপদাদিবেতি মন্ত্রে অনুলিপ্ত ও আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রে অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর হিরণ্যেতি বলিয়া পঞ্চমৃত্তিকাদ্বারা ইমংমেতি বলিয়া, সিকতাসলিল দ্বারা তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি বলিয়া বল্মীকোদক কলস দ্বারা, ওষধিতি বলিয়া ওষধিসলিল দ্বারা এবং যজ্ঞাযজ্ঞেতি বলিয়া পঞ্চ-গব্য দ্বারা পরমেশ্বরকে স্নান করাইবে।

অনন্তর এই বলিয়া,দেবেশের আহ্বান করিবে, হে লোকানুগ্রহকারক ভগবান্ বিষ্ণু! এই স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া, এই যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর। হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। এই প্রকার আহ্বানান্তে কৌতুক মোচন করিয়া, মুঞ্চামি ত্বেতি সূক্তিপাঠপূর্ব্বক শিষ্যেরও কৌতুক মোচন করিবে। পরে হিরণ্ময় মন্ত্রে পাদ্য, অতোদেবেতি মন্ত্রে অর্ঘ্য, মধুবাতা মন্ত্রে মধুপর্ক, ময়িগৃহ্লামি

মন্ত্রে আচমন, অক্ষন্নুমীমদন্তেতি মন্ত্রে দুর্ব্বাক্ষত, গন্ধবতীতি মন্ত্রে গন্ধ, উন্নয়ামীতি মন্ত্রে মাল্য, ইদং বিষ্ণুঃ মন্ত্রে পবিত্র, বৃহস্পতে মন্ত্রে বস্ত্রযুগ্ম, বেদাহমিতি মন্ত্রে উত্তরীয়, ধূরসীতি মন্ত্রে ধূপ, বিভ্রাট্ সূক্তি মন্ত্রে অঞ্জন, মুঞ্জতীতি মন্ত্রে তিলক দীর্ঘায়ুষ্টেতি মন্ত্রে মাল্য, ইন্দ্রচ্ছত্রেতি মন্ত্রে ছত্র, বিরাজতঃ মন্ত্রে আদর্শ, রথন্তরসূক্তে ভূষা, বিকর্ণ সূক্তে চামর, বায়ুদৈবত্য সূক্তে ব্যজন এবং মুঞ্চামি ত্বেতী সূক্তে পুষ্প প্রদান করিয়া, পুরুষসূক্ত অনুসারে ভগবানের স্তব করিবে।

অনন্তর দেবের উত্থানসময়ে সৌপর্ণসূক্ত উচ্চারণ করিবে এবং শাকুলসূক্তে তাঁহাকে সমুত্থাপিত করিয়া, শয্যামণ্ডপে লইয়া যাইবে। তথায় লইয়া যাইয়া,মৃগরাজ,বৃষ, নাগ, ব্যজন, কলস, বৈজয়ন্তী, ভেড়া ও দীপ এই অষ্টমঙ্গল অশ্বসূক্ত পাঠ পুরঃসর প্রদর্শন করিবে। অনন্তর ত্রিপাৎ ইত্যাদি মন্ত্রে উথা, পিধান, পাত্র, অম্বিকা, দর্ব্বী, মুষল, উলূখল, শিলা, সম্মার্জ্জনী, ভোজন ভাণ্ড সমূহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত প্রদান করিয়া, শিরোদেশে নিদ্রাথ্য ঘট,বস্ত্র,রত্ন ও খণ্ডখাদ্যে পূর্ণকরত স্থাপন করিবে। ইত্যাদি অনুষ্ঠানকেই স্থাপন বিধি বলে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে স্থাপনবিধিনামক ষট্-
চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, নারায়ণের সান্নিধ্যকরণকে অধিবাসন কহে। ওঁঙ্কার সহযোগে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ ও আত্মস্বরূপ পুরুষোত্তমকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তদভিমানিনী চিৎশক্তিকে নিঃসারিত করিয়া, স্ব স্ব রূপ, সর্ব্বগত, বিভবশক্তি সমন্বিত, সেই নারায়ণ আত্মৈকতা বিধানানন্তর পৃথিবীকে বায়ুদ্বারা সংযোজিত ও বহ্নিবীজে প্রদীপিত করিবে। পরে বায়ু সহায়ে অগ্নি সংহরণ পূর্ব্বক ঐ বায়ুকে আকাশে, আকাশকে মনে,মনকে অহঙ্কারে,অহঙ্কারকে মহানে, মহান্‌কে অব্যাকৃতে ও অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিকে জ্ঞানরূপে জয় করিবে। এই জ্ঞানরূপই বাসুদেব শব্দে অভিহিত হয়েন। ভগবান্ বাসুদেব সৃষ্টি কামনায় উল্লিখিত অব্যাকৃতি মায়া অবষ্টব্ধ করিয়া, স্পর্শরূপী সঙ্কর্ষণের সৃষ্টি করেন। পরে উল্লিখিত মায়ায় ক্ষুব্ধ করিয়া, তেজোরূপ প্রদ্যুম্নের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত বিধানে রসরূপী অনিরুদ্ধ ও গন্ধরূপী ব্রহ্মার সৃষ্টি হইয়াছে। অনিরুদ্ধ ও ব্রহ্মে বিশেষ নাই। এই ব্রহ্মা আদিতে জলের সৃষ্টি করেন। পরে সেই জলে পঞ্চভূতবৎ হিরণ্ময় অণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ অণ্ডে প্রথমে জীব সংক্রমিত হয়েন। প্রাণ এই জীবে সংযুক্ত হইলে, বৃত্তিমান্ বলিয়া, কথিত হয়। অনন্তর প্রাণের যোগে অষ্টবৃত্তি সম্পন্ন বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইলে, পরে অহঙ্কারের জন্ম হয়। অহঙ্কার হইতে মনও সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তদনন্তর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় প্রাদুর্ভূত হয়। বিষয় হইতে জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। তন্মধ্যে ত্বক্, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, চক্ষু ও জিহ্বা এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং পাদ,পায়ু, পাণি, বাক্য, উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

অতঃপর পঞ্চ ভূতের বিষয় শ্রবণ কর। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি স্থূল ভূত। ইহাদের যোগে সর্ব্বাধার দেহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ন্যায়ের জন্য ইহাদের উৎকৃষ্ট বাচকমন্ত্র কীর্ত্তিত হইতেছে। যথা, মকার জীব-

স্বরূপ। উহা ভগবানের ব্যাপক রূপে ন্যাস করিবে। ভকার প্রাণস্বরূপ এই জীবোপাধিতে ন্যাস করিবে। এইরূপ বুদ্ধিতত্ত্ব বকার, অহঙ্কার-তত্ত্ব ককার, উভয়কে হৃদয়ে, মনস্তত্ত্ব পকারকে সঙ্কল্পে, শব্দতন্মাত্রতত্ব নকারকে মস্তকে, স্পর্শাত্মক ধকারকে বক্ষে, রূপতত্ব দকারকে হৃদ্দেশে, রসতন্মাত্রতত্ব থকারকে বস্তিতে ও গন্ধতন্মাত্র-রূপী তকারকে জঙ্ঘাদ্বয়ে এবং ণকারকে উভয় কর্ণে, ঢকারকে ত্বকে, ডকারকে নেত্রদ্বয়ে, ঠকারকে জিহ্বায়, টকারকে নাসিকায়, ঞকারকে বাক্যে, ঝকারকে করযুগ্মে, জকারকে পদদ্বয়ে, ছকারকে পায়ুতে, চকারকে উপস্থে, পৃথিবী-তত্ত্ব ঙকারকে পাদযুগ্মে, ঘকারকে বস্তিতে, তৈজসতত্ত্ব গকে হৃদয়ে, বায়ুতত্ত্ব খকারকে নাসিকায়, আকাশতত্ত্ব ককারকে নিত্য মস্তকে এবং সূর্য্যদৈবত যকারকে হৃৎপুণ্ডরীকে ন্যস্ত করিবে।

ওঁ আং পরমেষ্ঠ্যাত্মনে, আং নমঃ পুরুষাত্মনে, ওঁ বাং মনোনিবৃত্ত্যাত্মনে, নাঞ্চবিশ্বাত্মনে নমঃ, ওঁ বং নমঃ সর্ব্বাত্মনে, এই পাঁচটি শক্তি কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম শক্তি, স্থানে যোগ করিবে; দ্বিতীয় শক্তি আসনে, তৃতীয় শক্তি শয়নে, চতুর্থ শক্তি পানে এবং পঞ্চম শক্তি প্রত্যর্চ্যায় সংযোজিত করিবে; ইহাকেই পঞ্চ উপনিষদ্ বলে।

অনন্তর মন্ত্রময় হরিকে ধ্যান করিয়া, মধ্যদেশে হুঙ্কার বিন্যাস করিবে এবং যে মূর্ত্তি স্থাপন করিবে, তাহাতেই মূলমন্ত্র ন্যাস করিবে। ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, এইটি মূলমন্ত্র। শির, ঘ্রাণ, ললাট, মুখ, কণ্ঠ, হৃদয়, ভুজদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, পদদ্বয়, এই সকল স্থানে যথাক্রমে কেশবকে ন্যাস করিবে। পরে নারায়ণকে বক্ষে, মাধবকে গ্রীবায় এবং গোবিন্দকে ভুজদ্বয়ে ন্যস্ত করিয়া, হৃদয়ে বিষ্ণুর ন্যাস করিবে। অনন্তর পৃষ্ঠে মধুসূদন, জঠরে বামন, কণ্ঠে ত্রিবিক্রম, জঙ্ঘায় শ্রীধর, দক্ষিণাঙ্গে হৃষীকেশ, গুল্‌ফে পদ্মনাভ এবং পাদ-দ্বয়ে দামোদরকে ন্যস্ত করিবে। হে সত্তম! আদি মূর্ত্তির এই সাধারণ অধিবাসবিধি কীর্ত্তন করিলাম।

অথবা, প্রারম্ভে যে দেবতা স্থাপন করিবে, তাঁহারই মূলমন্ত্রে সজীবকরণ করিবে। যে মূর্ত্তির যে নাম, তাহার আদ্য অক্ষর দ্বাদশ স্বরে ভেদ করিয়া, অঙ্গ সকল পরিকল্পনা করিবে। দেবে যেমন দেহেও তেমনি তত্ত্বসকল বিনিযোজিত করিবে। তথাহি, চক্রাব্জমণ্ডলে গন্ধাদি দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া, পূর্ব্ববৎ শাস্ত্র ও সপরিচ্ছদ আসন ধ্যান এবং পরমপবিত্রচক্রও উপরিষ্টাৎ চিন্তা করিবে। অনন্তর প্রাজ্ঞপুরুষ পৃষ্ঠদেশে প্রকৃতি প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়া, দ্বাদশাগ্রে দ্বাদশাত্মা সূর্য্যের পুনরায় পূজা করিবে। তৎকালে ষোড়শ-কলাসংযুক্ত যন্ত্রেরও ধ্যান করিবে। অনন্তর পদ্ম-মধ্যে দ্বাদশদল পদ্ম চিন্তা করিয়া, তন্মধ্যে পৌরুষী শক্তির ধ্যান ও অর্চ্চনা করত, প্রতিমাতে হরির ন্যাস ও দেবগণের সহিত তাঁহার পূজা করিবে। তৎকালে দ্বাদশাক্ষর বীজযোগে, গন্ধপুষ্পাদি সহায়ে সম্যগ্‌বিধানে যথাক্রমে অঙ্গ ও আবরণ সহিত কেশবাদির অভ্যর্চ্চনা করিবে। হে দ্বিজ! দ্বাদশারমণ্ডলে যথাক্রমে লোকপালাদির পূজা করিয়া, পুনরায় গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা প্রতিমার অর্চ্চনা করিবে। পৌরুষসূক্ত ও শ্রীসূক্ত দ্বারা পিণ্ডিকার পূজা করিয়া, পরে জননাদি ক্রমবিধানে বৈষ্টবাগ্নি সমুদ্ভাবিত ও বৈষ্ণবমন্ত্রে ঐ অগ্নিতে হোম সমাহিত করিয়া, শান্তিজল বিধান করিবে।

অনন্তর ঐ জল প্রতিমার মস্তকে সেচন করিয়া, বহ্নিপ্রনয়ণসমাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। যথা, অগ্নিং হুতমিতি বলিয়া,দক্ষিণকুণ্ডে অগ্নি প্রণয়ণ করিবে। অগ্নিমগ্নীতি বলিয়া, পূর্ব্বকুণ্ডে অগ্নি সমাধান করিবে এবং অগ্নিমগ্নীভ হবামহে, বলিয়া, উত্তর কুণ্ডে অগ্নি প্রণয়ন করিবে। তৎকালে প্রতিকুণ্ডে পলাশসমিধের অষ্টোত্তর সহস্র হোম এবং ব্রীহি, সাজ্য, তিল ও ঘৃত আহুতি দান করিয়া, শান্তি-হোম করিবে এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পাদ, নাভি, হৃদয় ও মস্তকস্পর্শ করিয়া, ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ আহুতি দিয়া, মস্তক স্পর্শ করিবে। পরে শির, নাভি ও পাদস্পর্শপুরঃসর যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও সরস্বতী এই নদীচতুষ্টয় নামোচ্চারণ সহকারে স্থাপন করিবে। এই সকল সমাহিত হইলে ব্রাহ্মণভোজনান্তে সামাধিপতিগণের তুষ্টির জন্য গুরুকে গোদান ও দিক্‌পতিদিগকে বলি প্রদান পূর্ব্বক রাত্রি জাগরণ করিবে। বেদগানাদিপুরঃসর উল্লিখিত বিধানে অধিবাস করিলে, সর্ব্বভাগী হওয়া যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে অধিবাসন নামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, প্রতিষ্ঠাপঞ্চক কীর্ত্তন করিব। প্রতিমা পুরুষের আত্মা এবং পিণ্ডিকা প্রকৃতির স্বরূপ। পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুয়ের যোগকে প্রতিষ্ঠা বলে। এইজন্য ইচ্ছাফলার্থী পুরুষগণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। গুরু গর্ভসূত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রাসাদের অগ্রে অধমাদি ক্রমে অষ্ট, ষোড়শ বা বিংশতি মণ্ডপ এবং স্নানার্থ, কলশার্থ ও যাগদ্রব্যার্থ তাহার অর্দ্ধাংশে ত্রিভাগ বা অর্দ্ধভাগ দ্বারা সুন্দর বেদিনির্ম্মাণপূর্ব্বক কলশ, ঘটিকা ও বিতানাদি দ্বারা তাহা ভূষিত করিবেন। অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা সকল দ্রব্য সম্যকরূপে প্রোক্ষণপূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিয়া, অলঙ্কৃত হইয়া আত্মরূপী বিষ্ণুর ধ্যানপুরঃসর পূজা করিবেন। পরে দিকে দিকে যথাবিধি তোরণ স্থাপন করিয়া, তোরণস্তম্ভের মূলদেশে পবিত্র অঙ্কুর ও কলশ সকল এবং উপরিভাগে সুদর্শনচক্র বিধান করিবেন। তোরণের বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি দিকে হিরণ্য ও উদক সহিত বস্ত্রকণ্ঠ ঘট সকল স্থাপন এবং বেদির কোণে আজিঘ্রেতি মন্ত্রে কুম্ভচতুষ্টয় বিনিবিষ্ট করিবে। কুম্ভ সকলে পূর্ব্বাদিক্রমে যথাক্রমে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিবে। যথা—

হে দেবরাজ ইন্দ্র! তুমি বজ্রহস্তে গজারোহণে দেবগণের সহিত আগমন করিয়া, আমার পূর্ব্বদ্বার রক্ষা কর। তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া, ত্রাতারমিন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া যাগ করিবে। পরে হে অগ্নি! তুমি শক্তিসম্পন্ন, ছাগবাহন ও বলশালী। দেবগণের সহিত আগমনপূর্ব্বক আমার পূজাগ্রহণ ও আগ্নেয়ী দিক রক্ষা কর। তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া অগ্নিমূর্দ্ধেতি মন্ত্রে অগ্নির যাগ করিবে। পরে হে যম! তুমি মহিষবাহনে আগমন করিয়া, আমার দক্ষিণদ্বার রক্ষা কর। হে বৈবস্বত! তুমি অতিমাত্র বলশালী, তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া বৈবস্বতসঙ্গমনম্ ইত্যাদি মন্ত্রে যমের পূজা করিয়া, হে নৈর্ঋত! তুমি খড়্গহস্ত ও বলবাহনসংযুক্ত। আগমন করিয়া, এই অর্ঘ্য ও এই পাদ্য গ্রহণ এবং নৈর্ঋত দিক্ রক্ষা কর। এই বলিয়া, এষ তে নৈর্ঋতে

ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, হে মকরারূঢ় মহাবল পাশহস্ত বরুণ! আগমন করিয়া পশ্চিম দ্বার রক্ষা কর। রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া, উরুংহি রাজা. বরুণং ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি দ্বারা গুরু তাঁহার পূজা করিবেন। অনন্তর, হে ধ্বজহস্ত বায়ু! সবলবাহনে আগমন করিয়া, দেবগণ ও মরুদ্‌গণ সহিত আমার বায়ব্য দ্বার রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া, বাত ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর হে সোম! তুমি সবলবাহনে গদাহস্তে আগমন করিয়া কুবেরের সহিত উত্তর দ্বার রক্ষা কর। তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া, সোমং রাজানং অথবা সোমায় বৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সোমদেবের পূজা করিয়া, পরে হে শূলহস্ত বৃষস্থিত সবল ঈশান! আগমন করিয়া, যজ্ঞমণ্ডপের ঈশান দিক রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া ঈশানমস্যেতি অথবা ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশানদেবের পূজা সমাধানান্তে, হে স্রুকস্রুঞ্ধ্রুব-ব্যগ্রহস্ত-হংসস্থ ব্রহ্মন্! তুমি এই যজ্ঞের সলোক উর্দ্ধদিক্ রক্ষা কর। হে অজ! তোমাকে নমস্কার। এই বলিয়া, হিরণ্যগর্ভেতি মন্ত্রে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, হে অহিগণেশ্বর-চক্রহস্ত-কূর্ম্মস্থিত অনন্ত! আগমন করিয়া, অধোধিক্ রক্ষা কর। হে ঈশ! হে অনন্ত! তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া নমোস্তে সর্প অথবা অনন্তায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে দিক্‌পতিযাগনামক অষ্ট-চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, তুমি পরিগ্রহপূর্ব্বক, নারসিংহ মন্ত্রে পঞ্চগব্যসহায়ে রক্ষোঘ্ন সর্ষপ ও ব্রীহিসকল প্রোক্ষণ করিয়া, ক্ষেপণ করিবে। পরে রত্নসংযুক্ত ঘটে ভূমি ও অঙ্গসহিত হরির সবিশেষ পূজা করিয়া, অস্ত্রমন্ত্রে কবচের অর্চ্চনান্তে অচ্ছিন্ন ধারায় ব্রীহিসকল সিক্ত ও সংস্কৃত করিয়া লইবে। পরে বিকিরোপরি প্রদক্ষিণ বিধানে কলস পরিভ্রামিত করিয়া, সেই সবস্ত্র কলসে পুনরায় শ্রী-সহিত বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং যোগেযোগেতি মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে শয্যা ও কুশের উপরি তুলিকা ন্যস্ত করিবে। অনন্তর দিক্ ও বিদিক্ সমুদায়ে বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদরের পূজা করিয়া, পশ্চাৎ সবেদিক স্নানমণ্ডপে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন ও স্নানকুণ্ড সমূহে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর চতুর্দ্দিগবর্ত্তী তত্তৎ কুম্ভ অধিবাসিত করিয়া, অভিষেকার্থ আদর সহকারে কলস সকল স্থাপন করিবে।

এই সকল ব্যাপার যথাবিধি সমাহিত হইলে, পূর্ব্বদিকস্থ কুম্ভে বট, উডুম্বর, অশ্বত্থ, চম্পক, অশোক, শ্রীদ্রুম, পলাশ, অর্জ্জুন, প্লক্ষ, কদম্ব, বকুল, আম্র এই সকল বৃক্ষের পল্লব যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া, বিনিক্ষিপ্ত করিবে। এইরূপ দক্ষিণদিকস্থ কুম্ভে পদ্ম, রোচনা, দূর্ব্বা, দর্ভপিঞ্জল, জাতীপুষ্প, কুন্দপুষ্প, চন্দন, রক্তচন্দন, সিদ্ধার্থ, তগর ও তণ্ডুল ন্যস্ত করিবে। সুবর্ণ, রজত, সমুদ্রগামিনী নদীর দুই কূলের মৃত্তিকা বিশেষতঃ জাহ্নবীমৃত্তিকা, গোময়, যব, শালী ও তিল, এই সকল পশ্চিমদিকস্থ কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। বিষ্ণুপর্ণী, শ্যামলতা, ভৃঙ্গরাজ, শতাবরী,সহদেবা, মহা-

দেবী, বলা, ব্যাঘ্রী, লক্ষ্মণা, এই সকল মঙ্গলদ্রব্য ঐশানীদিকস্থ কুম্ভে ন্যস্ত করিবে। অপর ঘটে সপ্তস্থান হইতে উত্তোলিত বল্মীকমৃত্তিকা অন্যতর কুম্ভে জাহ্নবী বালুকাতোয়, অপর ঘটে বরাহ-বৃষ ও নাগেন্দ্রের বিষাণ সমুদ্ধৃত মৃত্তিকা, পদ্মমূল-মৃত্তিকা ও কুশ মৃত্তিকা, অন্যতর কলসে তীর্থ-পর্ব্বত মৃত্তিকা, অপর কুম্ভে নাগকেশর পুষ্প ও কাশ্মীর, অন্য কলসে চন্দন অগুরু কর্পূর ও পুষ্প, অপর ঘটে বৈদূর্য্য বিদ্রুম মুক্তা, স্ফটিক ও বস্ত্র এই সকল একত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্থাপন করিবে। অপর ঘটে নদী, নদ ও তড়াগ সলিল এবং মণ্ডপমধ্যে একাশীতি পদে অন্যান্য ঘটসমুদায় গন্ধোদকাদিতে পূর্ণ করিয়া, সন্নিবিষ্ট ও শ্রী-সূক্তে অভিমন্ত্রিত করিবে।

এইরূপে কুম্ভ স্থাপন হইলে, যব, সিদ্ধার্থ, গন্ধ, কুশাগ্র, অক্ষত, তিল, ফল, পুষ্প ইত্যাদি দ্রব্য অর্ঘ্যার্থ পূর্ব্বদিকে; পদ্ম, অসামলতা, দূর্ব্বা, বিষ্ণুপর্ণী ও কুশ ইত্যাদি দ্রব্য পাদ্যার্থ দক্ষিণদিকে; কঙ্কোল, লবঙ্গ, জাতীফল ইত্যাদি দ্রব্য আচমনার্থ উত্তরদিকে, নীরাজনার্থ দূর্ব্বা ও অক্ষতসমেত পাত্র অগ্নিভাগে এবং বায়ুকোণে উদ্বর্ত্তন, ঐশানীতে গন্ধ ও পুষ্পসমেত পাত্র ন্যস্ত করিবে। এইরূপ, নীরাজনার্থ অষ্টদিকে ষষ্টিদীপ, ঐশানীদিকস্থ পাত্রে মুরামাংসী, আমলক, সহদেবা, ও নিশাদি বিবিধ দ্রব্য এবং হেমাদিপাত্রে নানাবর্ণাদি পুষ্পসমেত শঙ্খ, চক্র, শ্রীবৎস, কুলিশ ও পঙ্কজাদি স্থাপন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে কলসবিধিনামক
উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, ধীমান্ ব্যক্তি পিণ্ডিকা-স্থাপন জন্য গর্ভগৃহ সপ্তধা বিভাগ করিয়া, ব্রহ্ম-ভাগে প্রতিমা স্থাপন করিবেন। হে অগুজ! ব্রাহ্মভাগ লঙ্ঘনপূর্ব্বক দেব, মানুষ ও পৈশাচ এই সকল ভাগের কিয়দংশেও কখন প্রতিমা স্থাপন করিবে না। দেব ও মানুষভাগ সহায়ে যত্নপূর্ব্বক পিণ্ডিকা স্থাপন ও নপুংসক শিলায় রত্নন্যাস সমাচরণ করিবে। নারসিংহ মন্ত্রে হোম করিয়া, পূর্ব্বাদি নবগর্ত্তে ব্রীহি, রত্ন, লোহাদি ত্রিধাতু ও চন্দনাদি যথারুচি বিন্যস্ত করিবে।

অনন্তর ইন্দ্রাদি মন্ত্রপাঠপুরঃসর গুগ্‌গুলে গর্ত্ত আবৃত ও রত্নন্যাসবিধি সমাহিত করিয়া, গুরু প্রতিমা আলভন এবং শলাকা ও সহদেব সমন্বিত দর্ভসমষ্টিসহায়ে পঞ্চগব্য দ্বারা শোধনপূর্ব্বক দর্ভ সলিল ও নদীতীর্থজল এই উভয় সলিল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে, চতুর্দ্দিকে সিকতা দ্বারা হোমার্থ সার্দ্ধহস্তপ্রমাণ চতুরস্র পরমসুন্দর স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ ও অষ্টদিকে যথাবিধানে কলস সকল স্থাপন করিবে। অনন্তর সংস্কৃত অগ্নি আনয়ন করিয়া, ত্বমগ্নেদ্যুভিঃ ইত্যাদি গায়ত্রী প্রয়োগপুরঃসর সমিধসকল আহুতি দিবে এবং অষ্টমন্ত্রে অষ্টশত আজ্য প্রদানান্তে পূর্ণাহুতি বিধান করিবে। পরে মূলমন্ত্র সমুচ্চারণপূর্ব্বক, আম্রপত্র দ্বারা শত-মন্ত্রিত সলিল, শ্রীশ্চতে ইত্যাদি ঋক্‌সহকারে প্রতিমার মস্তকে সেচন করিবে। অনন্তর হে ব্রহ্ম-পতি! উত্থান কর, বলিয়া, ব্রাহ্মযান সহায়ে তাঁহাকে উত্থান করাইয়া, তদ্বিষ্ণো ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাসাদাভিমুখে লইয়া যাইবে। তৎপরে হরিকে শিবিকায় স্থাপন পূর্ব্বক পুরাদি ভ্রমণ করাইয়া,

গীত ও বেদাদি শব্দ পুরঃসর প্রাসাদের দ্বারদেশে স্থাপন করিবে। পরে স্ত্রী ও বিপ্রগণ দ্বারা মঙ্গলময় অষ্টঘটসলিলে ভগবানের স্নানবিধি সম্পাদনানন্তর মূলমন্ত্রে গন্ধাদিদ্বারা অর্চ্চনা এবং অতোদেবাদি মন্ত্রে বস্ত্রাদি অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া, তাঁহাকে স্থির লগ্নে দেবস্যত্বেতি মন্ত্রে পিণ্ডিকামধ্যে ধারণ করিবে এবং ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক হে ত্রিবিক্রম! তুমি তিন পদে তিন লোক ব্যাপ্ত করিয়াছিলে, তোমাকে নমস্কার করি, এই বলিয়া, পিণ্ডিকা স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে স্থির করিবে। পরে ধ্রুবা দৌঃ ও বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগব্যে স্নান ও গন্ধোদকে প্রক্ষালনপূর্ব্বক অঙ্গ ও আবরণ সহিত হরির পূজা করিবে।

অনন্তর আত্মাকে তাঁহার মূর্ত্তি ও পৃথিবীকে তাঁহার পীঠিকারূপে ধ্যান করিয়া, তৈজস পরমাণু দ্বারা তদীয় বিগ্রহ কল্পনা করিয়া লইবে। পরে যিনি জীবস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ও পরমানন্দস্বরূপ, যিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত ও জাগ্রৎ স্বপ্নের অবিষয়ীভূত, যিনি দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রাণ ও অহঙ্কার এই সকল বর্জ্জিত, যিনি আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন, যিনি ক্ষয় হীন, নাশহীন, দোষহীন ও রোগহীন; যাঁহার তুলনা নাই; উপমা নাই ও সীমা নাই; যিনি অভয়, অমৃত, ও অনন্তস্বরূপ। যিনি জ্ঞান দিয়াছেন, মন দিয়াছেন ও বুদ্ধি দিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুতে সত্তারূপে, প্রতিভারূপে ও প্রকাশরূপে বিরাজমান এবং যিনি প্রত্যেক হৃদয়ে ও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে অনুপ্রবিষ্ট সেই ভগবান্‌কে আমি আবাহন করিব। হে পরম পুরুষ পরমেশ্বর! তুমি হৃদয় হইতে এই প্রতিমাবিম্বে অধিষ্ঠান করিয়া, স্থির হও এবং বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক এই বিশ্বের সঞ্জীবতা সাধন কর। তুমি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে দেহোপাধিতে অবস্থান করিতেছ। তুমি জ্যোতিস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এক ও অদ্বিতীয়স্বরূপ পরব্রহ্ম। এই বলিয়া, সজীবকরণপূর্ব্বক প্রণবসহায়ে নিবোধিত করিবে এবং হৃদয় স্পর্শ করিয়া, সান্নিধ্যকরণ নামক জপসমাধানান্তে পৌরুষ সূক্ত ধ্যান পুরঃসর বক্ষ্যমাণ গুহ্যমন্ত্র জপ করিবে, তুমি সুরগণের ঈশ্বর ও সন্তোষবিভবাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানবিজ্ঞানস্বরূপ ও ব্রহ্মতেজের অনুযায়ী। তুমি গুণাতিকান্তস্বরূপ, মহাত্মা ও পুরুষ। তুমি অক্ষয় ও পুরাণ, তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো! সন্নিহিত হও। যাহা তোমার পরমতত্ত্ব এবং যাহা তোমার জ্ঞানময় শরীর, তৎসমস্ত একত্র মিলিত হইয়া, এই দেহে বিবুদ্ধ হউক।

এই রূপে আত্মস্বরূপ হরিকে সন্নিহিত করিয়া, স্বনাম ও স্বমুদ্রাসহায়ে ব্রহ্মাদি পরিবারবর্গ ও আয়ুধাদি স্থাপন করিবে। পরে যাত্রার্ঘাদি সমাধানপূর্ব্বক ভগবান্ হরি সন্নিহিত হইয়াছেন, জ্ঞান করিতে হইবেক। তখন গুরু প্রণাম, জপ ও স্তবাদি দ্বারা অষ্টাক্ষর জপ করিয়া বিনির্গমন পূর্ব্বক দ্বারস্থ চণ্ড ও প্রচণ্ডের অভ্যর্চ্চনা এবং অগ্নিমণ্ডপে আসিয়া গরুড়ের স্থাপন ও পূজা করিবে। অনন্তর দেশিক দিক্‌পতি দেবগণকে স্থাপন ও পূজা করিয়া, বিষ্বক্‌সেনের স্থাপনানন্তর শঙ্খচক্রাদির পূজা করিবে এবং সমুদায় পার্ষদ [illegible] ভূতগণের উদ্দেশে বলি অর্পণ করিয়া, গুরুকে গ্রাম, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিবে এবং আচার্য্যকে যাগোপযোগী দ্রব্যাদি ও ঋত্বিক্‌দিগকে তাহার অর্দ্ধেক দক্ষিণা দান করিবে। পরে অন্যান্যদিগকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে।

এই রূপে প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা আপনার সহিত সমুদায় বংশ বিষ্ণুতে নীত করে। অন্যান্য সমুদায় দেবতার প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধেও এই প্রকার সাধারণ বিধি। কেবল তাঁহাদের মূলমন্ত্র পৃথক্; আর সকল কার্য্য সমান।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে বাসুদেবপ্রতিষ্ঠাদিকথন নামক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, অবভৃতস্নানবিধি কীর্ত্তন করিব। বিষ্ণুর্‌ক ইত্যাদি মন্ত্রে হোম ও একাশীতিপদে কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সংস্থাপন করিবে। পরে গন্ধপুষ্পাদি যোগে তাঁহার পূজা ও বলি দান করিয়া, গুরুর অর্চ্চনা করিবে।

এক্ষণে দ্বারপ্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিব। দ্বারের অধোদিকে স্বর্ণ দান করিবে। পরে গুরু অষ্টকলস সহিত উড়ুম্বর শাখাদ্বয় স্থাপন করিয়া, গন্ধাদি ও বেদাদি মন্ত্রে অভ্যর্চ্চনাপূর্ব্বক সমিধ, লাজ ও তিলাদি দ্বারা কুণ্ডসমূহে বহ্নি হোম করিবেন। পরে অধোদিকে শয্যাদি দান পূর্ব্বক আধারশক্তি অর্পণ করিয়া, শাখাদ্বয়ের মূলদেশে চণ্ড ও প্রচণ্ড এই দুই দেবতার প্রতিষ্ঠাপন করিবেন। অনন্তর উর্দ্ধভাগে সুরগণার্চ্চিত দেবী লক্ষ্মী ও পিতামহের স্থাপন ও শ্রীসূক্তে পূজা করিয়া, আচার্য্যাদিকে শ্রীফলাদি দক্ষিণা দিবে।

অধুনা, প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা শ্রবণ কর। শুকনাসা সমাপ্ত হইলে, বেদির পূর্ব্বদিকস্থ দর্ভমস্তকে স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, অথবা শুক্লনির্ম্মল কলস সলিলপূর্ণ করিয়া, অষ্টরত্ন ঔষধি, ধাতুবীজ লৌহ, বস্ত্র, ও পল্লবসহিত অধিবাসিত এবং নৃসিংহমন্ত্রে হোম সমাধান পুরঃসর নারায়ণাখ্য তত্ত্বে প্রাণস্বরূপ স্থাপন করিবে। হে সুরেশ্বর! উহাই প্রাসাদের বৈরাজস্বরূপ ধ্যান করিতে হইবে।

অনন্তর ধীমান্ পুরুষ প্রাসাদকে সাক্ষাৎ পুরুষরূপ চিন্তা করিয়া, অধোদেশে স্বর্ণ দান ও তত্ত্বভূত ঘটবিন্যাসপুরঃসর গুরুপ্রভৃতিকে দক্ষিণা দান ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। তদনন্তর বেদিবন্ধন, তদূর্দ্ধে কণ্ঠবন্ধন, তদূর্দ্ধে চূর্ণকবিধান ও সুদর্শন চক্রবিন্যাস অথবা কলস ও তদূর্দ্ধে চক্র স্থাপন করিবে। হে অজ! বেদির চারি দিকে অষ্টবিঘ্নেশ্বর সন্নিবিষ্ট করিবে। অথবা চারি দিকে চারিটি গরুড় স্থাপন করিবে।

যাহা দ্বারা ভূতাদি বিনষ্ট হয়, সেই ধ্বজারোহবিধি কীর্ত্তন করিব। প্রাসাদবিম্বের অন্তর্গত দ্রব্য সকলের যাবৎ পরিমাণ, ধ্বজারোহণ করিলে, তাবৎ সহস্রবর্ষ বিষ্ণুলোক ভোগ হইয়া থাকে। পতাকা প্রভৃতি দণ্ড সাক্ষাৎ পুরুষ এবং প্রাসাদ বাসুদেবের অন্যতর মূর্ত্তি, জানিবে। এইরূপে ধাবণীকে ধরণী, শুষিরকে আকাশ, অগ্নিকে তেজ, শুক্লাদিকে রূপ, অম্লাদিদর্শনকে রস, ধূপাদি গন্ধকে গন্ধ, শুকনাসাকে নাসিকা, রথকে বাহু, অণ্ডকে শির, কলসকে কেশ, কণ্ঠকে কণ্ঠ, বেদিকে স্কন্ধ, প্রণালদ্বয়কে পায়ু ও উপাস্থ, সুধাকে ত্বক্, দ্বারকে মুখ, প্রতিমাকে জীব, পিণ্ডিকাকে শক্তি, আকৃতিকে প্রকৃতি, গর্ভকে প্রকৃতির নিশ্চলত্ব এবং অধিষ্ঠাতাকে কেশব জ্ঞান করিবে। এই রূপে সাক্ষাৎ হরি প্রাসাদরূপে অধিষ্ঠিত হয়েন। তাঁহার জঙ্ঘায় শিব, স্কন্ধে ধাতা এবং উর্দ্ধভাগে বিষ্ণু।

অধুনা, আমার নিকট ধ্বজরূপে প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা শ্রবণ কর। সুরগণ শস্ত্রাদি চিহ্নিত ধ্বজ নির্ম্মাণ

করিয়াই, অসুরদিগকে জয় করেন। অণ্ডের ঊর্দ্ধে কলস ও কলসের ঊর্দ্ধে ধ্বজ বিন্যাস করিবে। পরে বিম্বের অর্দ্ধক বা ত্রিভাগ পরিমাণে অষ্টার বা দ্বাদশার চক্র নির্ম্মাণ করিবে। নারসিংহ ও গারুড় মন্ত্রে ধ্বজদণ্ড নির্ম্মাণ করিলে, উহা নির্ব্রণ হইয়া থাকে। প্রাসাদের যে বিস্তার, তাহাই দণ্ডের পরিমাণ, অথবা শিখরের অর্দ্ধক তৃতীয়ার্দ্ধ, কিংবা দ্বারদেশে দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে দণ্ড কল্পনা করিবে। দেবগৃহের ঈশাণী বা বায়ু কোণে ধ্বজ যষ্টি স্থাপন করিবে। ক্ষৌমাদি দ্বারা এক বর্ণের বিচিত্র ধ্বজ নির্ম্মাণ ও ঘণ্টাচামরকিঙ্কিণী দ্বারা ভূষিত করিবে। ধ্বজের বিস্তার যেন বিংশ অঙ্গুলি হয়। অধিবাসবিধানানুসারে দেববৎ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া, চক্র,দণ্ড ও ধ্বজের মণ্ডপ-স্নপনাদি পূর্ব্বোক্তরূপে সমুদায় বিধান করিবে। কেবল নেত্রোন্মীলন করিবে না। দেশিক বিধানানুসারে শয্যাস্থাপনপূর্ব্বক অধিবাসবিধি সমাধান করিবে। অনন্তর সহস্রশীর্ষ ইত্যাদি সূক্ত এবং মনস্তত্ত্বস্বরূপ সুদর্শনমন্ত্র চক্রে সন্নিবিষ্ট করিবে। মনোরূপেই তাহার সজীবকরণ বিধিবোধিত।

হে সুরোত্তম! চক্রের অর সকলে কেশবাদি মূর্ত্তিন্যাসপুরঃসর নাভ্যজ-প্রতিনেমিসমূহে তত্ত্ব সকল বিন্যস্ত করিবে। কিংবা, বিশ্বরূপ ও নৃসিংহ-মূর্ত্তি অব্জমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবে। অনন্তর জীব সহিত অখণ্ড সূত্রাত্মাকে দণ্ডে এবং নিষ্কল পরমাত্মা হরিকে ধ্যানপুরঃসর ধ্বজে ন্যস্ত করিবে। পরে ধ্বজরূপে তাঁহার চলাচলাব্যাপিনী শক্তির ধ্যান করিবে এবং ঐ শক্তি মণ্ডপে স্থাপনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া কুণ্ডমধ্যে হোম করিবে। অনন্তর কলসে স্বর্ণকলস ও পঞ্চরত্ন স্থাপনপূর্ব্বক অধোভাগে চক্রমন্ত্রে স্বর্ণচক্র প্রতিষ্ঠিত এবং পারদ দ্বারা সংপ্লাবিত করিয়া, নেত্রপট্ট দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিবে। তদনন্তর চক্রসন্নিবেশ করিয়া তন্মধ্যে নৃহরি স্মরণ করিবে। ওঁ ক্ষৌং নৃসিংহকে নমস্কার, বলিয়া, হরির পূজা ও স্থাপন করিবে। অনন্তর যজমান সবান্ধবে ধ্বজগ্রহণপূর্ব্বক দধি-ভাণ্ডযুক্ত পাত্রে তাহার অগ্রভাগ বিনিবেশিত করিবে এবং ধ্রুবাদ্য ফড়ন্ত মন্ত্রে ধ্বজপূজাসমাধান-পূর্ব্বক নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, ঐ পাত্র মস্তকে ধারণ ও তূর্য্যমঙ্গলশব্দপুরঃসর প্রদক্ষিণ করিবে। পরে অষ্টাক্ষর মন্ত্রে দণ্ডনিবেশপূর্ব্বক মুঞ্চামি ত্বেতিসূক্তে ঐ ধ্বজ মোচন এবং পাত্র, ধ্বজ ও কুঙ্কুমাদি আচার্য্যকে দান করিবে।

ধ্বজারোহণের এই সাধারণ বিধি উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে যে দেবতার যে চিহ্ন, সেই মন্ত্র স্থির সমাচরণ করিবে। ধ্বজ দান করিলে, স্বর্গে গমন করিয়া, পুনরায় পৃথিবীতে বলশালী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ধ্বজারোহণনামক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, সাকল্যে দেবাদি প্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিব। প্রথমে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা ও পরে অন্যান্য দেবীগণের প্রতিষ্ঠা বলিতেছি। শ্রবণ কর।

মণ্ডপ ও স্নপনাদি পূর্ব্ববৎ সকল বিধান করিয়া, ভদ্রপীঠে লক্ষ্মী ও অষ্ট ঘট স্থাপন করিবে। পরে মূলমন্ত্রে ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন ও পঞ্চগব্য দ্বারা স্নপন করিয়া লক্ষ্মীর নেত্রদ্বয় উন্মী-

লন,তন্মআবহে ইত্যাদি মন্ত্রে মধুরত্রয় প্রদান এবং অশ্বপূর্ব্বেতিমন্ত্রে পূর্ব্বকুম্ভসলিলে তাঁহার অভিষেক করিবে। অনন্তর কামোস্মিতেতি বলিয়া যাম্য কলসে,চন্দ্রং প্রভাসাং ইত্যাদি বলিয়া পশ্চিম কলসে, আদিত্যবর্ণেতি বলিয়া উত্তর কলসে,উপৈতু মেতি বলিয়া আগ্নেয় কলসে, ক্ষুৎপিপাসেতি বলিয়া নৈঋত কলসে, গন্ধদ্বারেতি বলিয়া বায়ব্য কলসে এবং মনসঃ কামমাকৃতিম্ ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া, ঈশানকলসে স্নান করাইবে।

অনন্তর লক্ষ্মীবীজ দ্বারা চিচ্ছক্তি বিন্যাস করিয়া পুনরায় অভ্যর্চ্চনা, শ্রীসূক্ত দ্বারা মণ্ডপে কুণ্ডসমূহে অব্জসকল হোম, কিংবা শত বা সহস্র করবীর আহুতি দিয়া শ্রীসূক্ত দ্বারাই গৃহোপকরণান্তাদি অর্পণ করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ সমুদায় প্রাসাদসংস্কার বিধান ও পিণ্ডিকা নির্ম্মাণ করিয়া, লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব্ববৎ শ্রীসূক্তে তাঁহার সান্নিধ্য ও প্রত্যেক ঋক জপ করিবে। এই সকল সমাহিত হইলে, গুরু ও ব্রহ্মাকে ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, গো ও অন্নাদি প্রদান করিবে। এইরূপ বিধানে সকল দেবীকেইস্থাপন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে লক্ষ্মীস্থাপননামক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, এই রূপে বিষ্ণুর ন্যায়, গরুড়, চক্র, ব্রহ্মা ও নৃসিংহেরও স্ব স্ব মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিবে। উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

হে মহাচক্র সুদর্শন! তুমি শান্তস্বরূপ এবং দুষ্টগণের ভয় সমুৎপাদন করিয়া থাক। পরমাস্ত্র সকল ছেদ কর, ছেদ কর; ভেদ কর, ভেদ কর; বিদারণ কর, বিদারণ কর; গ্রাস কর, গ্রাস কর; ভক্ষণ কর, ভক্ষণ কর; ভূতদিগকে ত্রাসিত কর, ত্রাসিত কর; হুং ফট্ সুদর্শনকে নমস্কার।

ওঁ ক্ষৌং নরসিংহ উগ্ররূপ জ্বলাজ্বল প্রজ্বল স্বাহা।

পাতালাখ্য নরসিংহের এই মন্ত্র।

ওঁ ক্ষৌং নমো ভগবতে নরসিংহায় প্রদীপ্ত সূর্য্যকোটিসহস্রসমতেজসে বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় স্ফুট বিকটবিকীর্ণকেসরসটাপ্রক্ষুভিত মহার্ণবাম্ভোদদুন্দুভিনির্ঘোষায় সর্ব্বমান্ত্রোত্তারণায় ত্রহ্যেহি ভগবন্নরসিংহ পুরুষপরাবর ব্রহ্মসত্যেন স্ফুর স্ফুর বিজৃম্ভ বিজৃম্ভ আক্রম আক্রম গর্জ্জ গর্জ্জ মুঞ্চ মুঞ্চ সিংহনাদান্ বিদারয় বিদারয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় আবিশ আবিশ সর্ব্বমন্ত্ররূপাণি সর্ব্বমন্ত্র জাতায়শ্চ হন হন ছিন্দ ছিন্দ সংক্ষিপ সংক্ষিপ সর সর দারয় দারয় স্ফুট স্ফুট স্ফোটয় স্ফোটয় জ্বালামালাসংঘাতময় সর্ব্বতোনন্ত জ্বালাবজ্রাশনি চক্রেণ সর্ব্বপাতালান্ উৎসাদয় উৎসাদয় সর্ব্বতোনন্তজ্বালাবজ্রশরপঞ্জরেণ সর্ব্বপাতালান্ পরিবাচয় সর্ব্বপাতালাসুরবাসিনাং হৃদয়ানাকর্ষয় আকর্ষয় শীঘ্রং দহ দহ পচ পচ মথ মথ শোষয় শোষয় নিকৃন্তয় নিকৃন্তয় তাবদযাবন্মে বশমাগতাঃ পাতালেভ্যঃ ফট্ অসুরেভ্য ফট্ মন্ত্ররূপেভ্য ফট্ সংশয়ান্মাং ভগবন্নরসিংহরূপ বিষ্ণো সর্ব্বাপদভ্য সর্ব্বমন্ত্ররূপেভ্যঃ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ নমোস্তুতে।

ইহার নাম নরসিংহ বিদ্যা। এই বিদ্যা সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ ও অর্থসিদ্ধি প্রদান করে। ত্রৈলোক্যমোহনমন্ত্রে দক্ষিণে ত্রৈলোক্যমোহন গদাধারী শান্তিকর দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ হরিকে স্থাপন করিবে। বামোর্দ্ধে চক্র, অধোদিকে বল, ভদ্রা, শ্রী ও পুষ্টি সহিত পাঞ্চজন্য এবং প্রাসাদে,

গৃহে বা মণ্ডপে বিষ্ণু, বামন, বৈকুণ্ঠ, হয়গ্রীব, অনিরুদ্ধ, মৎস্যাদি অবতারমূর্ত্তি, সঙ্কর্ষণ, বিশ্বরূপ, রুদ্রমূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরি, শঙ্কর, মাতৃকগণ, ভৈরব, সূর্য্য, গ্রহসমস্ত ও বিনায়কমূর্ত্তি স্থাপন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে সুদর্শনচক্রাদি প্রতিষ্ঠানামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অধুনা পুস্তক প্রতিষ্ঠা,লেখন ও তদ্বিধি কীর্ত্তন করিব। গুরু স্বস্তিকমণ্ডলে শরপত্রাসনে অধিষ্ঠিত লেখ্য ও লিখিত পুস্তকের অভ্যর্চ্চনা করিয়া, বিদ্যা ও বিষ্ণুর পূজা করিবেন। যজমান প্রাঙ্মুখ হইয়া, শ্লোকপঞ্চক লেখনপূর্ব্বক গুরু, বিদ্যা, হরি, লিপিকৃৎ পুরুষ ও লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে। রৌপ্যময়ী বা স্বর্ণময়ী লেখনী যোগে নাগবাক্ষরে ঐরূপ শ্লোক লিখিতে হইবেক। পরে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, দক্ষিণা দিবে। পূর্ব্বমণ্ডপপার্শ্বে ঈশান দিকে ভদ্রপীঠে গুরু, বিদ্যা ও হরির যথাবিধি পূজা করিয়া, পুরাণাদি লিখিবে এবং দর্পণে পুস্তক দেখিয়া, পূর্ব্ববৎ ঘট দ্বারা সেচন করিবে। পরে নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক শয্যায় স্থাপন করিয়া, পুস্তকে পৌরুষসূক্ত ন্যস্ত করিবে এবং সজীবকরণ সমাধানান্তে সবিশেষপূজা ও চরুহোম করিয়া,সম্প্রাশনানন্তর দক্ষিণা দ্বারা গুর্ব্বাদি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। অনন্তর রথ বা হস্তী দ্বারা পুস্তককে ভ্রমণ করাইয়া, দেবালয়াদি গৃহে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবে এবং বস্ত্রাদি দ্বারা আদ্যন্ত বেষ্টন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া, জগতের শান্তি অবধারণানন্তর ঐ পুস্তক পাঠ করিবে। পাঠসমাপ্তি হইলে কুম্ভসলিলে যজমানাদির অভিষেক করিবে। পরে ব্রাহ্মণকে ঐ পুস্তক দিলে, কলের অবধি থাকে না। গো, ভূমি ও বিদ্যা এই তিনকে অতিদান বলে। হে অনঘ! ঐরূপ বিদ্যা দান করিলে, পুস্তকের পত্র ও অক্ষর সংখ্যা যত, তত সহস্র বৎসর বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারা যায়। পঞ্চরাত্র, পুরাণ ও ভারত দান করিলে, একবিংশ কুল উদ্ধার করিয়া, পরমতত্ত্বে লয় হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে পুস্তকপ্রতিষ্ঠা কথন নামক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, কূপ, বাপী ও তড়াগ, এই সকলের প্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। জল সাক্ষাৎ হরি, সোম ও বরুণ হইতে অভিন্ন। সমুদায় বিশ্ব অগ্নীষোমময়; জলস্বরূপ বিষ্ণু তাহার কারণ। হেম, রৌপ্য বা রত্ন এই সকলে বরুণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। ঐ প্রতিমা হংসপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিহস্তবিশিষ্ট হইবে। তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বাম হস্তে নাগপাশ এবং চতুর্দ্দিকে নদী ও নাগাদি মূর্ত্তি থাকিবে। যাগমণ্ডপমধ্যে কুণ্ডমণ্ডিত বেদী এবং করবান্বিত বারুণ কুম্ভ ও তোরণ স্থাপন করিয়া, ভদ্রকে, অর্দ্ধচন্দ্রে, স্বস্তিকে অথবা দ্বারদেশে কুম্ভসমূহ সন্নিবিষ্ট ও আপ্যকুণ্ডে অগ্ন্যাধান সমাধানান্তে পূর্ণাহুতি প্রদান করাইবে। পরে যেতেশতেতি, বলিয়া, বরুণকে স্নানপীঠে সংস্পৃষ্ট করিয়া, মূল মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জনপূর্ব্বক, শন্নোদেবীতি সূক্তে পবিত্র সলিলে অষ্টকুম্ভ প্রক্ষালনানন্তর অধিবাসিত করিবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বকুম্ভে সমুদ্রসলিল,

আগ্নেয় কুম্ভে গঙ্গাসলিল, দক্ষিণ কুম্ভে বর্ষাসলিল, নৈঋত কুম্ভে নির্ঝরসলিল, পশ্চিম কুম্ভে নদীসলিল, বায়ব্য কুম্ভে নদোদক, উত্তর কুম্ভে ঔদ্ভিজ্জ সলিল এবং ঐশান কুম্ভে তীর্থোদক স্থাপন করিবে। এই সকল না পাইলে, যাসাংরাজেতি মন্ত্রপাঠপুরঃসর নদীসলিল নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর বরুণদেবকে দুর্মিত্রয়েতিমন্ত্রে নির্ম্মার্জ্জন ও নির্ম্মঞ্ছন করিয়া, তাঁহার নেত্র উন্মীলিত ও মধুরত্রয়সহায়ে ঐ চক্ষু জ্যোতিঃপূরিত করিবে। পরে গুরুকে হেমনির্ম্মিত গো প্রদান করিয়া, বরুণকে সমুদ্রজ্যেষ্ঠেতিমন্ত্রে পূর্ব্বকুম্ভ সলিলে, সমুদ্রংগচ্ছেতিমন্ত্রে গঙ্গাসলিলে, সোমোধেম্বিতিমন্ত্রে বর্ষাসলিলে, দেবীরাপোইত্যাদিমন্ত্রে নির্ঝরসলিলে, পঞ্চনদ্যতঃ ইত্যাদি মন্ত্রে নদসলিলে, উদ্ভিদভ্য ইত্যাদিমন্ত্রে উদ্ভিজ্জসলিলে, পাবমান্যা ইত্যাদিমন্ত্রে তীর্থসলিলে, আপোহিষ্ঠা ইত্যাদিমন্ত্রে পঞ্চগব্যে, হিরণ্যবর্ণেতিমন্ত্রে স্বর্ণজে, আপোঅস্মেতিমন্ত্রে বর্ষা সলিলে, ব্যাহৃতিসহায়ে কূপোদকে, আপোদেবীতি বলিয়া পার্ব্বত্যসলিলে এবং বরুণস্যেতি বলিয়া একাশীতি ঘটে স্নান করাইবে। অনন্তর ত্বংনো বরুণ ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য, ব্যাহৃতি দ্বারা মধুপর্ক, বৃহস্পতেতি বলিয়া বস্ত্র ও বরুণেতি বলিয়া পবিত্র উত্তরীয় এবং চামর, দর্পণ, ছত্র, ব্যজন, বৈজয়ন্তী ও পুষ্পাদি প্রদান করিবে। পরে মূলমন্ত্রে উত্তিষ্ঠ-বলিয়া, উত্থান করাইয়া, সেই রাত্রি অধিবাসন করাইবে। অনন্তর সান্নিধ্যকরণপুরঃসর পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সজীবকরণপূর্ব্বক পুনরায় গন্ধাদি দ্বারা 'অর্চ্চনা করিবে। পরে মণ্ডপমধ্যে পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া, কুণ্ডসমূহে সমিধাদি অর্পণপূর্ব্বক বেদাদিমন্ত্রে গন্ধাদ্য ধেনুচতুষ্টয়-দোহন করিবে।

তদনন্তর দিকে দিকে যবচরুস্থাপন ও হোম করিয়া, ব্যাহৃতি বা গায়ত্রী অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা এইরূপে আমন্ত্রণ করিবে;—

সূর্য্যায় প্রজাপতয়ে দ্যৌঃ স্বাহা অন্তরিক্ষকঃ। তস্যৈ পৃথিব্যৈ দেহধৃত্যৈ ইহ স্বধৃতয়ে ততঃ। ইহ রত্যৈ চেহ রমত্যা উগ্রো ভীমশ্চ রৌদ্রকঃ। বিষ্ণুশ্চ বরুণো ধাতা রায়স্পোষো মহেন্দ্রকঃ। অগ্নির্যমো নৈর্ঋতোথ বরুণো বায়ুরেব চ। কুবের ঈশোনন্তোথ ব্রহ্মা রাজা জলেশ্বরঃ। তস্মৈ স্বাহেদং বিষ্ণুশ্চ তদ্বিপ্রাথেতি বলিয়া হোম করিবে। অনন্তর সোমোধেম্বিতি বলিয়া, ছয় বার হোম করিয়া, পুনরায় ইমংমেতি বলিয়া, হোম করিবে। পরে দশ দিকে বলিদানপূর্ব্বক গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা ও প্রতিমাকে সমুত্থাপিত করিয়া, মণ্ডলমধ্যে স্থাপন এবং পুনরায় যথাক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে।

অনন্তর দেশিকোত্তম দিগ্‌ভাগে বি[illegible] পরিমাণে জলাশয় ও সিকতাময় রমণীয় অষ্ট স্থণ্ডিল করিয়া, বরুণস্য ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্যসহিত অষ্ট শত যবময় চরু হোম করত শান্তিজল ব্যবহার করিবে। অনন্তর দেবমস্তকে জলসেক করিয়া, সজীবকরণবিধানান্তে গৌরী ও নদনদীগণসমেত বরুণের ধ্যান করিবে। পরে ওঁ বরুণকে নমস্কার, বলিয়া, অভ্যর্চ্চনাপূর্ব্বক সান্নিধ্য সমাচরণ করিবে এবং সচমস চরু হোম করিয়া, নাগপৃষ্ঠাদি দ্বারা তাঁহাকে ভ্রমণ করাইবে। অনন্তর আপোহিষ্ঠেতি বলিয়া, মধুত্রয়াক্ত ঘটে নিক্ষেপ ও জলাশয়মধ্যে সুন্দররূপে রক্ষা করিয়া সন্নিবিষ্ট করিবে। পরে স্নান করিয়া, বরুণ ও ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞক সৃষ্টির ধ্যান সমাধানান্তে অগ্নিবীজ সহায়ে সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম পৃথি-

বীতে প্লাবিত করিবে। তদনন্তর আপোময় সমুদায় লোক এবং তদন্তর্গত জলমধ্যস্থ ভগবান্ বরুণের ধ্যান করিয়া চতুরস্র, অষ্টাস্র অথবা বর্ত্তুলাকৃতি কিংবা সুবর্ত্তিত যূপ সন্নিবেশ করিবে এবং আরাধনানন্তর সেই যজ্ঞীয়-বৃক্ষ-সমুত্থিত দেবলিঙ্গ দশ-হস্ত যূপ কূপমধ্যে বিন্যস্ত করিবে। তাহার মূল-দেশে হেমময় ফল স্থাপন করিবে। বাপীতে পঞ্চদশ হস্ত, পুষ্করিণীতে বিংশ হস্ত, তড়াগে পঞ্চবিংশ হস্ত এবং যূপব্রস্কেতি মন্ত্রে যাগমণ্ডপাঙ্গণেও ঐরূপ যূপ নিখাত করিয়া, বস্ত্র দ্বারা তাহার উপরে পতাকিকা বেষ্টন করিবে। তৎপরে গন্ধাদি দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়া, জগৎশান্তিবিধানানন্তর গুরুকে গো,ভূ,হেম ও জলপাত্র এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকেও ভোজনসহ দক্ষিণা দিবে।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যে কেহ সলিল প্রার্থনা করে, তাহারা সকলেই তড়াগসলিল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুক, এই বলিয়া জল উৎসর্গ ও পঞ্চগব্য বিনিক্ষেপ করিবে। অনন্তর আপোহিষ্ঠেতি বলিয়া, দ্বিজগণের বিহিত শান্তিজল ও পবিত্র তীর্থোদক নিক্ষেপপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে গোকুল দান করিবে।

সহস্র সংখ্য অশ্বমেধ করিলে, যে ফল, একাহ সলিল স্থাপন করিলে, তাহা অপেক্ষা অযুতাযুত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং স্থাপয়িতা স্বর্গে ও বিমানে বিহার করে; কোনকালেই নরকে গমন করে না। যেহেতু গবাদি ঐ জল পান করে, সেইহেতু পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ, সলিল দান করিলে, সর্ব্বদানফল ও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে কূপবাপীতড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাকথন নামক-পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ধীমান্ ব্যক্তি নির্ব্বাণাদি দীক্ষাসমূহে অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার সম্পাদন করিবে। সেই সকল সংস্কার শ্রবণ কর। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নাশন, চূড়া, ব্রহ্মচর্য্যব্রতসমূহ, বৈষ্ণবী, পার্থী, ভৌতিকী, শ্রৌত্রিকী, গোদান, স্নাতকত্ব, সপ্তবিধ পাকযজ্ঞ, অষ্টকা, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, অগ্রায়ণী, চৈত্রী, অশ্বযুজী, আধান, অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুবন্ধ, সৌত্রামণি, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম, হিরণ্যাঙ্ঘ্রি হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যমিত্র হিরণ্যপাণি হেমাক্ষ হেমাঙ্গ হেমসূত্র হিরণ্যাস্য হিরণ্যাঙ্গ হেমজিহ্ব ও হিরণ্যবান্ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর অশ্বমেধ এবং সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, ঋজুতা, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টবিধ গুণ,সমুদায়ে অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার। সংস্কার সময়ে মূলমন্ত্রে শত বার হোম করিবে। এই সকল সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে, ভুক্তিমুক্তিলাভ, সকলরোগবিনির্ম্মুক্তি ও দেবভাবপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং দেবদেব বাসুদেবে জপ, হোম, পূজা ও ধ্যান করিলে, অভীষ্টলাভ সংঘটিত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে অষ্টচত্বারিংশৎসংস্কারকথননামক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, যাহা দ্বারা সাধক সিদ্ধিসম্পন্ন ও রোগী রোগমুক্ত হয়, সেই অভিষেকবিধি

কীর্ত্তন করিব। ইহা দ্বারা রাজা রাজ্য, সুত, স্ত্রী ও পাপক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন। মধ্যপূর্ব্বাদিক্রমে সুন্দররত্নসম্পন্ন মূর্ত্তিকুম্ভসকল ন্যাস করিয়া, তৎসমস্ত সহস্রাবর্ত্তিত বা শতাবর্ত্তিত করিবে। পরে মণ্ডপে মণ্ডলে ঈশানভাগে পীঠমধ্যে বিষ্ণুকে পূজাপুরঃসর সন্নিবিষ্ট এবং সাধকাদিকে শকলীকৃত করিয়া, পূজা ও গীতাদিসহকারে অভিষেক এবং যোগপীঠাদি প্রদান করিবে। তৎকালে গুরু শিষ্যকে গোপনে সময়সকল উপদেশ করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে আচার্য্যাভিষেক নামক সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মণ্ডলের মধ্যপদ্মে ব্রহ্মার, পূর্ব্বপদ্মে অঙ্গসহিত অজনাভির, আগ্নেয়পদ্মে প্রকৃতি, যাম্যপদ্মে পুরুষের, পুরুষের দক্ষিণে নৈঋতে বহ্নির, বারুণে অনলের, সৌম্যে আদিত্যের, ঐশানে ঋক্ ও যজুর এবং ষোড়শকপদ্মে, সাম, অথর্ব্ব, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, মন, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, ভূ ও ভুব এই ষোড়শ পদার্থের পূজা করিয়া, পরে চতুর্ব্বিংশতি-পদ্মে যথাক্রমে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, অগ্নিষ্টোম,অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্য্যাম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, জীব, মনোধিপতি, অহংতত্ত্ব, প্রকৃতি ও শব্দমাত্র এই চতুর্ব্বিংশতির পূজা করিবে।

অনন্তর রজঃপাত করিবে। তাহার প্রকার বলিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণিকা পীতবর্ণ এবং রেখাসকল সমান ও শ্বেতবর্ণ হইবে। শুক্লবর্ণে পদ্ম, কৃষ্ণ বা শ্যাম বর্ণে সন্ধিসকল, কেশরসকল রক্তপীতবর্ণ ও কোণ সকল রক্তবর্ণে পূরণ এবং যোগপীঠ সর্ব্বপ্রকার বর্ণে ভূষিত করিবে। এই রূপ, লতাবিতানপত্রাদিতে বীথিকা সুশোভিত, পীঠদ্বারে শুক্ল, রক্ত ও পীতসহায়ে শোভাবিধান এবং নীলবর্ণে উপশোভা সম্পাদন করিবে। অনন্তর সিতরক্ত ও কৃষ্ণবর্ণে ত্রিকোণ, রক্তপীতে দ্বিকোণ, কৃষ্ণবর্ণে নাভি ও চক্র এবং পীতরক্তে অর সকল বিভূষিত করিয়া, বাহ্যদেশে সিত, শ্যাম, অরুণ, কৃষ্ণ ও পীতরেখা সকল বিন্যস্ত করিবে। শালিপিষ্টাদি দ্বারা শুক্লবর্ণ, কৌসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ, হরিদ্রা দ্বারা হারিদ্রবর্ণ ও দগ্ধ ধান্য দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ এবং শমীপত্র দ্বারা শ্যামবর্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে। লক্ষ জপ দ্বারা বীজ সকলের, চতুর্লক্ষ দ্বারা মন্ত্রসমূহের, এক লক্ষ দ্বারা বিদ্যাসকলের, অযুত দ্বারা বুদ্ধবিদ্যার ও সহস্র জপ দ্বারা স্তোত্রসকলের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

যাহা দ্বারা মন্ত্রজনিত ফলপ্রাপ্তি হয়, সেই মন্ত্রধ্যান কীর্ত্তন করিব। শব্দময় স্থূলরূপকে বাহ্য বিগ্রহ বলে এবং জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মরূপকে হার্দ্দ ও চিন্তাময় কহে। আর, চিন্তারহিত রূপ পররূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বরাহ সিংহশক্তির প্রধানতঃ স্থূলরূপ বাসুদেবের চিন্তারহিত রূপ এবং অন্যান্য অবতারের রূপ হার্দ্দ্য ও চিন্তাময়। তথাহি, স্থূলরূপকে বৈরাজ, সূক্ষ্মরূপকে লিঙ্গিত ও চিন্তারহিত রূপকে ঐশ্বর কহে।

যাহা বীজ, বীজাত্মক ও জ্যোতিঃস্বরূপ, ক্ষয়নাশ ও হ্রাসরহিত এবং যাহা কদম্বকুসুমের ন্যায় আকারসম্পন্ন, হৃৎপুণ্ডরীকে বিরাজমান সেই চৈত-

ন্যের ধ্যান করিবে। ঐ চৈতন্য আকাশ পাতাল স্বর্গ মর্ত্ত সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগ। উঁহারই প্রভাবে বিশ্বের সত্তা, স্ফূর্ত্তি প্রকাশ ও প্রতিভাদি সম্পন্ন হইতেছে। যোগিগণ একাগ্রহৃদয়ে ঐ চৈতন্যের ধ্যান করেন। অণিমা ও লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ সিদ্ধি ঐ চৈতন্যের প্রভব। জপ ধ্যান ও মন্ত্রনিষ্ঠ পুরুষ সম্যগ্‌গুহ্য যোগবলে দেহসমীরণ জয় করিয়া মন্ত্র ফল ভোগ করে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে মণ্ডলাদি বর্ণন নামক অষ্ট-পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ঋক্ যজু ও সাম যাঁহার রূপ, শব্দ যাঁহার দেহ, সমস্ত সংসারে যাঁহার ব্যাপ্তি ও অবস্থিতি, সকল পদার্থই যাঁহার স্বরূপ, দেবগণ যাঁহার নিত্য অনুব্রত, সত্য যাঁহার গুণ, সেই ব্রহ্মণ্যদেব অব্যয়াত্মা শ্রীধরকে নমস্কার, এই প্রকার মন্ত্রসহায়ে যাগস্থানে প্রবেশ ও তাহা ভূষিত করিবে। অনন্তর মণ্ডল লিখন ও সায়ং সময়ে যাগদ্রব্যাদি আহরণ, হস্তপদ প্রক্ষালন, অর্ঘ্য গ্রহণ, অর্ঘ সলিলে শির ও দ্বারদেশাদি প্রোক্ষণ করিয়া, দ্বারযাগ আরম্ভ ও তোরণপালদিগের বিশেষ পূজা করিবে। পরে, অশ্বত্থ, উডুম্বর, বট ও প্লক্ষ এই সকল পূর্ব্বাদিগ বৃক্ষ, প্রাচীদিকে ইন্দ্রশোভন ঋক, যমসুভদ্র যজু ও সাম, তোরণান্তর্ব্বর্ত্তী পতাকাসমূহ, ও ঘটদ্বয় এই সকলের নামে নামে প্রত্যেক দ্বারে অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বদিকে পূর্ণপুষ্কর, দক্ষিণে আনন্দ ও নন্দন, বীরসেন, সুষেণ এবং সৌম্য সম্ভব, প্রভব ও দ্বারপালগণের আরাধনা করিবে। অনন্তর অস্ত্রজপ্তপুষ্পক্ষেপপুরঃসর বিঘ্ন সকল উৎসারিত করিয়া প্রবেশ ও ভূতশুদ্ধি বিধান ও বিন্যাস পূর্ব্বক কৃতমুদ্র হইয়া ফট্‌কারান্ত শিখারূপ সন্ধানান্তে দিকে দিকে সর্ষপসকল নিক্ষেপ, এবং বাসুদেবমন্ত্রে গোমূত্র, সঙ্কর্ষণমন্ত্রে গোময়, প্রদ্যুম্নমন্ত্রে পয় ও তজ্জাতদধি এবং নারায়ণ মন্ত্রে ঘৃত, প্রক্ষেপ করিবে। এই সকল দ্রব্য ঘৃতপাত্রে একত্র করিলে, পঞ্চগব্য নামে উদাহৃত হইয়া থাকে। এই পঞ্চগব্যের একাংশ মণ্ডপপ্রোক্ষণ ও অন্যাংশ প্রাশনের জন্য আহরণ করিয়া দশ কুম্ভে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিবে। এবং পূজান্তে তাঁহাদের ও হরির আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক যাগদ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও বিকিরসকল বিকিরণ করিয়া, ঐশান দিকে কুম্ভ ও বর্দ্ধনী স্থাপন করিবে। সেই কুম্ভে অঙ্গ সহিত হরির অভ্যর্চ্চনা করিয়া, বর্দ্ধনীতে অস্ত্রের পূজা করিবে। অনন্তর অচ্ছিন্নধারা বর্দ্ধনী সহায়ে, যাগগৃহের চতুর্দ্দিক অভিষিক্ত করিয়া, স্থিরাসনে কুম্ভের পূজা করিবে। পরে গন্ধাদি দ্বারা পঞ্চরত্ন ও বস্ত্র মণ্ডিত কুম্ভে নারায়ণের ও হেমগর্ভ বর্দ্ধনীতে অস্ত্রের পূজা করিয়া, তৎসমীপে বাস্তুলক্ষ্মী ও ভূমিনায়কের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর সংক্রান্ত্যাদিতে বিষ্ণুর স্নানবিধি সমাধা করিয়া নবকোণে নয়টী নিব্রণ পূর্ণ কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পঞ্চগব্য এবং অর্ঘ্যাদিকলসে পঞ্চামৃত ও জলাদি নিক্ষেপ করিবে।

দধি, ক্ষীর, মধু ও উষ্ণজল, পাদ্যের এই চারি অঙ্গ। আর পদ্ম, শ্যামাক, দূর্ব্বা, বিষ্ণুপত্নী, পাদ্য, যব, গন্ধফল ও অক্ষত এই আটটী অর্ঘ্যের অঙ্গ। কুশ, সিদ্ধার্থ, পুষ্প ও তিল এই সকল অর্হণা এবং লবঙ্গ ও কঙ্কোলযুক্ত আচমনীয় প্রদান করিয়া মূলমন্ত্রে পঞ্চামৃত সহযোগে নারায়ণকে স্নান করাইবে। তৎকালে স্বচ্ছ-

প্রাগস্থ কুম্ভ দ্বারা তাঁহার মস্তকে শুদ্ধ জল নিক্ষেপ, কলস হইতে বিনিঃসৃত সেই জল স্পর্শ এবং পবিত্র জলে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দান করিয়া পটদ্বারা তদীয় অঙ্গ পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক বস্ত্র পরাইয়া দিয়া মণ্ডলে লইয়া যাইবে। এবং তথায় প্রাণ সংযমপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কুণ্ডাদিতে হোম করিবে। পরে হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্রগামিনী তিন রেখা, দক্ষিণ হইতে উত্তরান্তে গামিনী অপর তিন রেখা এবং উত্তরাগ্রগামিনী অন্যতর রেখাত্রয়ে অর্ঘ্যসলিলে সম্যক রূপে প্রোক্ষণ করিয়া যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

অনন্তর অগ্নিরূপ ধ্যান করিয়া, কুণ্ডমধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রণীতাপ্রোক্ষণীপাত্রে প্রাগগ্র কুশ ন্যাস ও জল দ্বারা প্রণীতা পরিপূর্ণ পূর্ব্বক ভগবানের ধ্যান ও পূজা করিয়া প্রণীতাকে দ্রব্য সকলের মধ্যে অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। অনন্তর প্রোক্ষণীকে জলপূর্ণ ও সবিশেষ অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণে স্থাপনানন্তর অগ্নিতে চরু শ্রপণ ও ব্রহ্মাকে দক্ষিণে বিন্যস্ত করিবে। পরে কুশাস্তরণপূর্ব্বক পূর্ব্বাদি দিকে পরিধি স্থাপন ও গর্ভাধানাদি দ্বারা বৈষ্ণবীকরণ বিধান করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন ও সমাবর্ত্তন এই আট আহুতি প্রদান করিবে। পরে পূর্ণাহুতি বিধানান্তে কুণ্ডমধ্যে ঋতুমতী লক্ষ্মীর চিন্তা করিয়া হোম করিতে হইবে। কুণ্ডলক্ষ্মীকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলে। এই লক্ষ্মীরূপা প্রকৃতিই যাবতীয় বিদ্যা ও মন্ত্রগণ এবং ভূতসমূহের যোনি। আর, অগ্নি সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা ও মুক্তির কারণ পরমাত্মা। উঁহার শির পূর্ব্বদিকে, বাহুদ্বয় কোণে, জঙ্ঘাদ্বয় ঈশান ও আগ্নেয়ভাগে, কুণ্ড উদর, যোনি যোনি এবং মেখলা গুণত্রয়স্বরূপ, এই প্রকার চিন্তা করিয়া, মুষ্টিমুদ্রাসহযোগে পঞ্চাধিকদশ সমিধ আহুতি দিবে। পরে মূল মন্ত্রে আজ্যভাগ দ্বারা হোম করিয়া, ব্যাহৃতিসহায়ে পদ্মমধ্যস্থ সংস্কৃত বহ্নির ধ্যান করিবে। সেই বৈষ্ণব বহ্নির সপ্তজিহ্বা, প্রভা সূর্য্যকোটির সমান এবং চন্দ্র তাঁহার মুখ ও সূর্য্য তাঁহার লোচন। অনন্তর মূলমন্ত্রে অষ্ট শত হোম করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অগ্নিকার্য্যকথন নামক উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, যাহা দ্বারা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়, সেই দীক্ষাবিধি কীর্ত্তন করিব। দশমীতে সমস্ত যাগদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মণ্ডলে অব্জমধ্যে নারায়ণের যাগ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য নারসিংহ মন্ত্রে শত বার সম্মন্ত্রিত করিয়া বিন্যাস করিতে হইবে। পরে ফট্ উচ্চারণ পূর্ব্বক সকল দিকে রক্ষোঘ্ন সর্ষপ সকল নিক্ষেপ ও প্রাসাদরূপিণী সর্ব্বাত্মিকা শক্তি ন্যাস করিয়া সর্ব্বৌষধি সমাহরণ ও বিকিরসকল অভিমন্ত্রিত করিবে। অনন্তর বাসুদেবাদি মন্ত্রে তৎসমস্ত উত্তানহস্তে নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বমুখে আসীন হইয়া, তিন বার হৃদয়মধ্যে বিষ্ণুর ধ্যান ও বর্দ্ধনী সহিত কুম্ভে অঙ্গসহ তাঁহার সম্যগবিধানে পূজা করিবে। পরে অস্ত্রসহায়ে শত বার অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক অচ্ছিন্নধারায় বর্দ্ধনীসেচন ও ঈশানান্তে আনয়ন করিবে এবং কলসগ্রহণপূর্ব্বক পৃষ্ঠভাগে বিকিরোপরি স্থাপন ও তৎসমস্ত সংহরণ করিয়া, দর্ভসমষ্টি দ্বারা কুম্ভেশ ও কর্করীর পূজা

করিবে। অনন্তর স্থণ্ডিলমধ্যে পঞ্চরঙ্গ ও যন্ত্রমণ্ডিত নারায়ণের পূজা করিয়া, অগ্নিমধ্যেও পূর্ব্ববৎ মন্ত্রজপসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। পরে পুণ্ডরীক মন্ত্রে প্রক্ষালন ও অন্তর্বিলেপনপূর্ব্বক সুগন্ধি আজ্য ও গোক্ষীরে উখাসম্পূরণ ও বাসুদেবাদি মন্ত্রে আলোচন করিয়া, সঙ্কর্ষণাদি মন্ত্রে আজ্যসংস্পৃষ্ট তণ্ডুল সকল সুসংস্কৃত ক্ষীরে নিক্ষেপ করিবে এবং প্রদ্যুম্নাদি মন্ত্রে দর্ব্বী দ্বারা উত্তমরূপে উহা আলোড়ন ও ধীরে ধীরে সংঘট্টন করিয়া, পক্ক হইলে, অনিরুদ্ধাদিমন্ত্রে উত্তারিত করিবে। পরে প্রক্ষালন ও আলেপনপূর্ব্বক ভস্ম দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিধান করিয়া উল্লিখিত সুসংস্কৃত চরু প্রত্যেক পার্শ্বে নিবপন করিবে। তৎকালে ঐ চরুর একভাগ দেবতাকে, দ্বিতীয়ভাগ কলসকে এবং তৃতীয়ভাগে আহুতি ত্রয় প্রদান করিয়া, চতুর্থ ভাগ আত্মবিশুদ্ধির জন্য গুরুশিষ্যে ভক্ষণ করিবে।

ইত্যাদি কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে, আচমন ও পূজাগারে প্রবেশপূর্ব্বক অর্চ্চনানন্তর বিষ্ণুকে দক্ষিণমুখে পূর্ব্বভাগে স্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে নিবেদন করিবে, হে দেব! সংসারসাগরমগ্ন পশুগণের পাশমুক্তির জন্য তুমিই একমাত্র আশ্রয়। হে ভক্তবৎসল! তুমি কৃপা করিয়া, সর্ব্বদা পশুস্বরূপ মানবগণের মোহপাশ ছেদন করিয়া থাক। তোমা ভিন্ন পাশমুক্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। হে দেব! অনুমতি কর, আমি তোমার প্রসাদে এই সকল পশুর মোচন করিব। ইহারা প্রাকৃত পাশবন্ধনে একান্ত বদ্ধ হইয়াছে।

এইপ্রকার নিবেদনান্তে সম্প্রবিষ্ট হইয়া, পশুদিগকে পূর্ব্ববৎ ধারণাদ্বারা সংশোধন, জ্বলনাদি দ্বারা সংস্করণ, মূর্ত্তি দ্বারা সংযোজন ও নেত্রবন্ধন পূর্ব্বক প্রদর্শন করিবে। [illegible] পূর্ণপুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ ও তন্নাম যোজনা করিয়া, পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে অমন্ত্র অর্চনা করাইবে। যে মূর্ত্তিতে পুষ্প পতিত হইবে, তাহার উদ্দেশে তাহার নাম নির্দ্দেশ করিতে হইবেক। যাহাতে বিশ্ব লীন হয়, যাহা হইতে বিশ্ব সমুদ্ভূত হয় এবং যাহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই প্রকৃতি, কন্যাকর্তৃক কর্ত্তিত রক্তবর্ণ ত্রিগুণীকৃত সূত্রে অধিষ্ঠিতা আছেন, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, উল্লিখিত সূত্রযোগে প্রাকৃতিক পাশসকল গ্রন্থন এবং সেই সূত্র কুণ্ডপার্শ্বে শরাবমধ্যে নিহিত করিবে। অনন্তর সমস্ত তত্ত্ব ধ্যান করিয়া, শিষ্যদেহে ন্যস্ত করিবে। ইত্যাদি ব্যাপার সমস্ত সম্পন্ন হইলে, অধিবাসসমাধানপূর্ব্বক যথানিয়মে ভক্ত শিষ্যকে দীক্ষিত করিবে।

অধুনা দীক্ষা ও হোমাদিসাধন প্রয়োগমন্ত্র কীর্ত্তন করিব।

ওঁ যং ভূতানি বিশুদ্ধং হুং ফট্। ইত্যাদিমন্ত্রে তাড়ন ও বিয়োজন করিবে।

ওঁ যং ভূতান্যাপাতয়েহং। ইত্যাদি মন্ত্রে আদান সমাধানান্তে প্রকৃতি যোজন করিবে। শ্রবণ কর।

ওঁ যং ভূতানি পুংশ্চাহো।

অতঃপর হোমমন্ত্র ও পূর্ণাহুতিমন্ত্র কীর্ত্তন করিবে। যথা,

ওঁ ভূতানি সংহর স্বাহা। ওঁ অং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় বৌষট্।

ধীমান্ পুরুষ নমোন্তে স্বাহাকারে তাড়নাদি পুরঃসর এইরূপে যথাক্রমে সমস্ত তত্ত্ব সংশোধন করিবে।

ওঁ বাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। ওঁ দেং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি।

ওঁ হৃং গন্ধতন্মাত্রে বিবুক্ত, হুঃ ফট্। ওঁ স স্পাহিং হা। ওঁ স্বং স্বং ক্ষ প্রকৃত্যা। ওঁ হৃং হুং গন্ধতন্মাত্রে সংহর স্বাহা।

অনন্তর উত্তরে পূর্ণাহুতি প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ওঁ বাং রসতন্মাত্রে। ওঁ ভেং রূপতন্মাত্রে। ওঁ রং স্পর্শতন্মাত্রে। ওঁ এং শব্দতন্মাত্রে। ওঁ ভং নমঃ। ওঁ সোং অহঙ্কারঃ। ওঁ নং বুদ্ধে। ওঁ ওঁ প্রকৃতে।

সংক্ষেপে এই দীক্ষাযোগ প্রকীর্ত্তিত হইল। নবব্যূহাদিকে এই প্রকারই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে সর্ব্বদীক্ষাকথননামক ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, প্রাতঃস্নানাদি সমাধান ও দ্বারপালদিগের পূজাবিধানপূর্ব্বক গুপ্তদেশে প্রবেশ ও সমাকর্ষণান্ত ধারণা করিবে। পরে পূর্ব্বাধিবাসিত বস্ত্র আভরণ ও গন্ধাদি দ্রব্য এবং নির্ম্মাল্য সমস্ত নিঃসারিত করিয়া, দেবস্থাপনানন্তর তাঁহার পূজা করিবে। পঞ্চামৃত, কষায় ও শুদ্ধগন্ধোদক সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাধিবাসিত বস্ত্র, গন্ধ ও পুষ্প প্রদান এবং নিত্যবৎ অগ্নিতে আহুতি দিয়া, দেবতার নিকট প্রার্থনা ও প্রণাম করিবে। তৎকালে ভগবান্‌কে সমস্ত কর্ম্ম নিবেদন করিয়া, নৈমিত্তিক পূজা বিধানান্তে এইপ্রকার প্রার্থনা করিবে, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার। পবিত্রীকরণজন্য এই বর্ষপূজাফলপ্রদ পবিত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর এবং আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা হইতে অদ্য আমাকে পবিত্র কর। হে সুরেশ্বর! হে দেব! তুমি পবিত্রস্বরূপ ও শান্তস্বরূপ এবং অপাপবিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষ। তোমার প্রসাদে অদ্য আমি পবিত্র হইব।

অনন্তর হৃদাদ্যমন্ত্রে আত্মা ও পবিত্র এবং বিষ্ণুকুম্ভ, এই সকলের অভিষেক ও সম্যগ্‌বিধানে প্রোক্ষণপূর্ব্বক দেবসমীপে গমন করিবে এবং রক্ষাবন্ধবিসর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে এই বলিয়া পবিত্র প্রদান করিবে, হে সংসারনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তম! আমি কর্ম্মপরিপূরণ ও দোষশান্তির নিমিত্ত এই যে ব্রহ্মসূত্র কল্পনা করিয়াছি, গ্রহণ কর। অনন্তর বহ্নিতে যথাবিধি হোম ও তন্মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতাকে সবিশেষ অর্চ্চনাসহকারে পবিত্র প্রদানপূর্ব্বক মূলমন্ত্র অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের জন্য পূর্ণাহুতি দিবে। পরে পঞ্চোপনিষদসহায়ে অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া, এইপ্রকার কহিবে, হে দেব! হে ভক্তবৎসল! আমি এই মণিবিদ্রুমমালা ও মন্দারকুসুমাদি দ্বারা তোমার সাংবৎসরী পূজা করিতেছি। হে গরুড়ধ্বজ! তুমি যেমন সতত কৌস্তুভ ও কণ্ঠে বনমালা ধারণ কর, তেমনি আমার প্রদত্ত এই পবিত্র তন্তুসমূহ ও পূজা হৃদয়ে বহন কর। হে দেব! আমি নিয়মপূজাসময়ে কামতঃ বা অকামতঃ বিধিবশে বিঘ্নলোপ করিয়া, যাহা করিয়াছি, তাহা পরিপূর্ণ হউক; তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গল ও সকল কারণের কারণ। তোমার প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্যের গতি নিয়মিত হইয়াছে। বায়ু যথাবিহিত প্রবাহিত হইতেছেন এবং অগ্নির অগ্নিত্ব বিহিত হইয়াছে। তুমি কৃপা করিয়া, আমার সকল দোষ সকল অপরাধ ও সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর।

এইপ্রকার প্রার্থনা, প্রণাম ও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, তদীয় মস্তকে পবিত্র অর্পণ করিবে। অনন্তর দক্ষিণাসহ বলিদানপুরঃসর গুরুর সন্তোষ বিধান ও বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে এক দিন বা এক পক্ষ ভোজন করাইবে। স্নানকালে পবিত্র অবতারণ করিয়া, সমর্পণ করিবে এবং অনিবারিত অন্ন দান করিয়া, পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। পরে বিসর্জ্জন দিনে সবিশেষ পূজা করিয়া, এই বলিয়া পবিত্র বিসর্জ্জন করিবে। হে পবিত্র! আমি তোমাকে বিসর্জ্জন করিলাম। তুমি যথাবিধি আমার এই সাংবৎসরী পূজা সম্পাদন করিয়া ইদানীং বিষ্ণুলোকে গমন কর।

অনন্তর সোম ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে বিশ্বক্সেনের পূজা করিয়া, সবিশেষ অর্চ্চনাসহকারে ব্রাহ্মণকে পবিত্র প্রদান করিবে। সেই পবিত্রের যতগুলি তন্তু, ততযুগসহস্র বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে এবং অধস্তন দশ, ঊর্দ্ধতন দশ ও শতকুল উদ্ধার করিয়া, বিষ্ণুলোকে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে বিষ্ণুপবিত্রারোহণ নামক
একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, নৃসিংহমন্ত্রে জপ ও অস্ত্রসহায়ে রক্ষা এবং সম্পাতাহুতি দ্বারা অভিষেক করিয়া, পবিত্র সকলের অধিবাসন করিবে। পরে তৎসমস্ত বস্ত্রমণ্ডিত ও পাত্রস্থ করিয়া, অভিমন্ত্রণ পুরঃসর একবার কি দুই বার বিল্বাদিদলে প্রোক্ষণ করিয়া লইবে। অনন্তর কুম্ভপার্শ্বে স্থাপন ও রক্ষা বিধান করিয়া, সঙ্কর্ষণাদিমন্ত্রে পূর্ব্বদিকে দন্তকাষ্ঠ ও আমলক, প্রদ্যুম্ন[illegible] [illegible] কৃষ্ণতিল অনিরুদ্ধাদিমন্ত্রে বারুণদিকে, [illegible] মৃত্তিকা, নারায়ণাদিমন্ত্রে সৌম্যদিকে, [illegible] হৃদাদিমন্ত্রে অগ্নিতে, কুঙ্কুম ও রোচনা এবং শির সহায়ে ঐশানদিকে ধূপ, শিখাসহায়ে নৈঋতে, [illegible] পুষ্প এবং কবচাদিসহায়ে বায়ুকোণে দিব্যচন্দন, জল, অক্ষত, দধি ও দূর্ব্বা স্থাপন করিবে। তদনন্তর ত্রিসূত্রে গৃহবেষ্টন ও পুনর্ব্বার সিদ্ধার্থ নিক্ষেপ করিয়া, পূজাক্রম অনুসারে এই বলিয়া বিষ্ণুকুম্ভে দ্বারপাল প্রভৃতিকে পবিত্র প্রদান করিবে, আমি এই বিষ্ণুতেজসমুদ্ভূত, সর্ব্বপাতকবিনাশন, সর্ব্বকামপ্রদ, পরমমনোজ্ঞ পবিত্র অঙ্গে ধারণ করিতেছি। পরে ধূপদীপাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া, দ্বারসমীপে গমনপূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতোপেত পবিত্র অর্পণ করিবে। এই পবিত্র সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তেজ ও মহাপাতক বিনাশ করিয়া থাকে। আমি উহা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিতেছি। এই বলিয়া, আসনে, পরিবারাদিতে ও গুরুকে পবিত্র দান করিয়া, গন্ধাদি দ্বারা বিশিষ্টরূপে অর্চ্চনানন্তর বিষ্ণুকে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদিসম্পন্ন পবিত্র দান করিবে। তৎকালে এইপ্রকার কহিতে হইবে, আমি এই বিষ্ণুতেজসমুদ্ভূত, সর্ব্বপাতকবিনাশন, সর্ব্বকামপ্রদ, পরমমনোজ্ঞ পবিত্র অঙ্গে ধারণ করিতেছি।

অনন্তর বহ্নিস্থ ভগবান্‌কে পবিত্র দান করিয়া, এই বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, হে দেব! তুমি ক্ষীরোদসাগরগর্ভে মহানাগশয্যায় শয়ন কর। আমি প্রাতঃকালে তোমার পূজা করিব। হে কেশব! সান্নিধ্যে অধিষ্ঠান কর।

অনন্তর ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেববর্গ ও বিষ্ণুর পার্ষদগণের পূজা করিয়া, বিষ্ণুর পুরোভাগে

বাসযুগ্ম, গোরোচনা, চন্দ্র, কাশ্মীর ও গন্ধাদিজল এই সকল দ্রব্যে অলঙ্কৃত কুম্ভ গন্ধপুষ্পাদিতে ভূষিত করিয়া, বিষ্ণুর অগ্রে মূলমন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পরে মণ্ডপ হইতে বাহিরে আসিয়া, বিলিপ্ত মণ্ডলত্রয়ে যথাক্রমে পঞ্চগব্য, চরু, দন্তকাষ্ঠ, পুরাণশ্রবণ, স্তোত্রপাঠ ও রাত্রিজাগরণ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পবিত্রাধিবাস নামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, সংক্ষেপে সমস্ত দেবতার পবিত্রারোহণ শ্রবণ কর। পবিত্র সর্ব্বলক্ষণে লক্ষিত হওয়া বিধেয়।

হে জগদ্‌যোনে! পরিবার সমভিব্যাহারে আগমন কর; আমি নিমন্ত্রণ করিতেছি। প্রাতঃকালে তোমাকে পবিত্র প্রদান করিব। তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। এই বর্ষপূজাফলপ্রদ পবিত্র গ্রহণ করিয়া, আমারে পবিত্র কর। আমি পবিত্রীকরণজন্যই ইহা প্রদান করিতেছি। হে শিবদেব! তোমাকে নমস্কার। এই পবিত্র গ্রহণ কর। হে বেদবিৎপতে! মণি, বিদ্রুমমালা ও মন্দার কুসুম প্রভৃতি দ্বারা এই সাংবৎসরী পূজা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার সর্ব্বদোষ ও সর্ব্ববিপৎ শান্ত হউক। হে পবিত্র! তুমি আমার এইপ্রকার সাংবৎসরী পূজা যথাবিধানে সম্পাদন করিয়া, ইদানীং স্বর্গলোকে গমন কর। আমি তোমার বিসর্জ্জন করিলাম।

হে সূর্য্যদেব! তোমাকে নমস্কার। আমার এই পবিত্র গ্রহণ কর। আমি পবিত্রীকরণজন্য ইহা প্রদান করিতেছি। একবর্ষ পূজা করিলে, যে ফল, ইহা দ্বারাও সেই ফললাভ হইয়া থাকে। হে শিবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি ইহা গ্রহণ কর।

হে গণেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার সর্ব্বপাপপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আত্মশুদ্ধিসাধনার্থ এই বর্ষপূজাফলপ্রদ পবিত্র গ্রহণ কর।

হে শক্তিদেবি! তোমাকে নমস্কার। পবিত্রীকরণার্থ বর্ষপূজাফলপ্রদ এই পবিত্র গ্রহণ কর। আমি এই নারায়ণময় ও অনিরুদ্ধময় বর্ষপূজাফলপ্রদ সূত্র তোমাকে সংপ্রদান করিতেছি। আমি এই ধন, ধান্য, আয়ু ও আরোগ্যজনক কামদেবময় ও সংকর্ষণময় উৎকৃষ্ট সূত্র তোমাকে সম্প্রদান করিতেছি। আমি এই বিদ্যা, সন্ততি, সৌভাগ্য ও সুখপ্রদ এবং ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষজনক বাসুদেবময় বরসূত্র সম্প্রদান করিতেছি। আমি এই সংসারসাগরপারসংঘটক, সর্ব্বপ্রদ ও সর্ব্বপাপবিনাশক বিশ্বরূপময় সূত্র তোমায় দান করিতেছি। আমি এই অতীত ও অনাগত বংশসমুদ্ধারের হেতুভূত বরসূত্র তোমায় সম্প্রদান করিতেছি।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে সর্ব্বদেবপবিত্রারোহণবিধি নামক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রাসাদমধ্যে যে রূপে যে দেবতার স্থাপন করা কর্ত্তব্য, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চায়তনমধ্যে বাসুদেব, আগ্নেয়ে বামন,

নৈর্ঋতে নরসিংহ, বায়ব্যে হয়গ্রীব ও ঈশানে বরাহমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অথবা মধ্যে নারায়ণ, আগ্নেয়ে অম্বিকা, নৈর্ঋতে ভাস্কর, বায়ব্যে ব্রহ্মা ও ঈশানে লিঙ্গপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিবে। কিংবা মধ্যে বাসুদেব, পূর্ব্বাদিতে বামনাদি ও নবধাম সমূহে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের স্থাপন করিবে। অথবা পাঁচটী আয়তন করিয়া, মধ্যে পুরুষোত্তম, পূর্ব্বে লক্ষ্মী ও বৈশ্রবণ, দক্ষিণে মাতৃগণ, পশ্চিমে স্কন্দ, গণেশ, ঈশান ও সূর্য্যাদিগ্রহসমস্ত, উত্তরে মৎস্যাদি দশ অবতার মূর্ত্তি, আগ্নেয়ে চণ্ডিকা, নৈর্ঋতে অম্বিকা, বায়ব্যে সরস্বতী, ঈশানে পদ্মা, অথবা মধ্যে নারায়ণ বা বাসুদেব এবং ত্রয়োদশ আলয়ে মধ্যভাগে বিশ্বরূপ ও পূর্ব্বাদিতে কেশবাদি প্রতিমা স্থাপন করিবে।

মৃণ্ময়ী, দারুময়ী, লোহময়ী, রত্নময়ী, শৈলময়ী, গন্ধময়ী ও কুসুমময়ী, এই সাতপ্রকার প্রতিমা নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে মৃন্ময়ী, গন্ধময়ী ও কুসুমময়ী প্রতিমা তৎকালমাত্রপূজিতা ও সর্ব্বকাম ফলপ্রদা হইয়া থাকে।

এক্ষণে শৈলময়ী শিলার লক্ষণ ও উহা যেখানে পাওয়া যায়, বলিব। পর্ব্বত শিলা অভাবে ভূগর্ভশিলা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাণ্ডুর, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ শিলাই প্রশস্ত। এইপ্রকার বর্ণের শিলাপ্রাপ্তি দুর্ঘট হইলে, সিংহ-বিদ্যাসহায়ে বর্ণাদ্যাপাদন হোম করিবে। তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হইলে, প্রতিমার্থ বনে গিয়া, বনযাগে প্রবৃত্ত হইয়া, তথায় খনন ও উপলেপনপূর্ব্বক মণ্ডপে হরির অর্চ্চনা করিবে। পরে বলিদানপুরঃসর টঙ্কাদি কর্ম্মশাস্ত্রের পূজা ও শালি-তোয়ে হোম করিবে। হোম করিয়া অস্ত্রসহায়ে শিলা প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর পূর্ণাহুতি সমাধানান্তে এই বলিয়া, ভূতবলি প্রদান করিবে, যে এই স্থানে যাতুধান, গুহক ও সিদ্ধপ্রভৃতি অন্যান্য যে সকল প্রাণী অবস্থিতি করিয়া আছেন, আমি তাঁহাদের সকলেরই বিহিতবিধানে পূজা করিয়া, তাঁহাদের সকলেরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এস্থান হইতে এক্ষণে অপসৃত হউন। বিষ্ণুর প্রতিমাস্থাপনজন্য তাঁহারই আজ্ঞায় আমরা এই বনে আসিয়াছি। বিষ্ণুর জন্য যে কার্য্য হইবে, তোমাদের জন্যও তাহাই হইবেক। আমি যে এই পূজা দিতেছি, ইহাতেই তোমরা সর্ব্বথা প্রীত হও। এবং এই স্থান ত্যাগ করিয়া, সত্বর যথাসুখে অন্যত্র প্রস্থান কর।

ইত্যাদিবিধানে প্রবোধ প্রদান করিলে, উল্লি-খিত ভূতসকল তৃপ্ত হইয়া, যথাসুখে তথা হইতে অন্যত্র গমন করিবে। তখন শিল্পিগণের সহিত চরু প্রাশনপূর্ব্বক রাত্রিতে এইরূপ স্বপ্নমন্ত্র জপ করিবে, ওঁ নমঃ সকললোকায় বিষ্ণবে প্রভ-বিষ্ণবে। বিশ্বায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ। আচক্ষ দেবদেবেশ প্রসুপ্তোস্মিতবাঞ্ছিতকম্। স্বপ্নে সর্ব্বাণি কার্য্যাণি হৃদিস্থানি তু যানি মে॥ ওঁ ওঁ হ্রুং ফট্ বিষ্ণবে স্বাহা।

এইপ্রকার মন্ত্র জপানন্তর শুভ স্বপ্ন দেখিলে, শুভ ঘটিয়া থাকে। অশুভ স্বপ্ন দেখিলে, সিংহ-হোমপুরঃসর প্রাতঃকালে শিলায় অর্ঘ্য দিয়া, অস্ত্র দ্বারা কুদ্দাল, টঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্রের পূজা করিবে। তৎকালে আত্মাকে বিষ্ণু ও শিল্পীকে বিশ্বকর্ম্মা-স্বরূপ চিন্তা করিয়া বিষ্ণ্বাত্মক শস্ত্র দান ও মুখ-পৃষ্ঠাদি প্রদর্শন করিবে। অনন্তর শিল্পী ইন্দ্রিয়-গ্রাম সংযত করিয়া, টঙ্ক হস্তে চতুরস্র শিলাবিধান পূর্ব্বক পিণ্ডিকার জন্য কিঞ্চিৎ ন্যূন কল্পনা করিবে। পরে ঐ শিলা রথে স্থাপন ও বস্ত্রবেষ্টন-

পূর্ব্বক কারুগৃহে আনয়ন করিয়া, পূজান্তে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ভূতশান্ত্যাদিবর্ণন নামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, ওঁ গুহ্যকুব্জিকে হুং ফট্ মম সর্ব্বোপদ্রবান্ যন্ত্রমন্ত্রতন্ত্রচূর্ণপ্রয়োগাদিকং যেন কৃতং কারিতং কুরুতে করিষ্যতি কারয়িষ্যতি তান্ সর্ব্বান্ হন হন দংষ্ট্রাকরালিনি হ্রৈং হ্রীং হুং গুহ্যকুব্জিকায়ৈ স্বাহা। হ্রীং ওঁ খে বোং গুহ্যকুব্জিকায়ৈ নমঃ।

হ্রীং সর্ব্বজনক্ষোভণী জনানুকর্ষিণীস্ততঃ। ওঁ খেং খ্যাং সর্ব্বজনবশঙ্করী ওঁ জনমোহনী ওঁ খ্যোং সর্ব্বজনস্তম্ভনী ঐং খং খ্রোং ক্ষাভণী। ফং শ্রীং ক্ষীং শ্রীং হ্রীং ক্ষেং বচ্ছে ক্ষে ক্ষে হ্রূং ফট্ হ্রীং নমঃ।

ওঁ হ্রাং ক্ষে বচ্ছে ক্ষে ক্ষো হ্রীং ফট্ নবেয়ং ত্বরিতা পুনর্জ্জ্ঞেয়ার্চ্চিতাজয়ে।

হ্রীং সিংহায়েত্যাসনং স্যাৎ হ্রীং ক্ষে হৃদয়মীরিতম্। বচ্ছেথ শিরসে স্বাহা ত্বরিতায়াঃ শিরঃ স্মৃতঃ॥ ক্ষেং হ্রীং শিখায়ৈ বৌষট্ স্যাদ্ভবেৎ ক্ষেং কবচায় হুং। হ্রূং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ হ্রীমন্তঞ্চ ফড়ন্তকম্। হ্রীং কারী খেচরী চণ্ডা ছেদনী ক্ষোভণী ক্রিয়া। ক্ষেমকারী চ হ্রীং কারী ফট্কারী নবশক্তয়ঃ। অথ দূতীঃ প্রবক্ষ্যামি পূজ্যা ইন্দ্রাদিগাশ্চ তাঃ।

হ্রীং নলে বহুতুণ্ডে চ খগে হ্রীং খেচরে জ্বালিনী জ্বল খ খে ছ ছে শববিভীষণে চ ছে চণ্ডে ছেদনি করালি খ খে ছে ক্ষে খরহাঙ্গী হ্রীং। ক্ষে বক্ষে কপিলে হ ক্ষে হ্রূং ক্রূন্তে জীবতি রৌদ্রি মাতঃ হ্রীং ফে বে ফে ফে বক্রে বরী ফে। পুটি পুটি ঘোরে হ্রূং ফট্ ব্রহ্মবেতালি মধ্যে।

পুনরায় ত্বরিতার গুহ্যাঙ্গ ও ভত্ত্ব সকল বলিতেছি। হ্রীং হ্রূং হঃ ত্বরিতার হৃদয়, হোং হ শিরঃ, ফাং জ্বলজ্বল ইত্যাদি শিখা, ইলে হুং হুং হ্রূং বর্ম্ম, ক্রোং ক্ষ্ং শ্রীং নেত্র এবং ক্ষৌং ত্বরিতার অস্ত্র। অনন্তর ফট্ অথবা হুং খে বচ্ছে ক্ষেঃ হ্রীং ক্ষেং হুং ফট্।

ব ঈশ, ছে মনোন্মানী, মক্ষে তার্ক্ষ, হ্রীং মাধব, ক্ষেং ব্রহ্মা এবং হুং আদিত্য।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ত্বরিতাপূজাদিনামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, পৃথিবীতে যে সকল বর্ষ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতর। মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র মহাভাগ ভরত এই বর্ষের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। ভরত বিবিধ অলৌকিক গুণগ্রামের আধার ও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম এবং পুণ্যের সাক্ষাৎ জন্মভূমি ও শরীরিণী বদান্যতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার নাম করিলে, পরমপুণ্যসঞ্চার পাপরাশি প্রক্ষালিত হইয়া থাকে।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ভারতবর্ষ পৃথিবীতে ও দেবলোকে সমান বিখ্যাত ও সবিশেষ গৌরবের আধার। স্বয়ং ভগবান্ এই ভারতবর্ষে বিবিধ আকারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তজ্জন্য ইহার নাম কর্ম্মভূমি বলিয়া, সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এই ভারতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে,

তাহার জীবন, জন্ম, শরীর সকলই বৃথা। এই স্থানে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য কেহ ইহাকে ভূস্বর্গ ও কেহ মোক্ষভূমি বলিয়া থাকেন। এই বর্ষ সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত এবং বিবিধ রমণীয় পদার্থের উদ্ভব ক্ষেত্র ও আধার স্থান। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, হেমপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিপাত্র এই সাতটি পর্ব্বত ইহার কুলপর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতে বিবিধ অদ্ভুত ও মনোরম পদার্থের অধিষ্ঠান লক্ষিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ ও ভারতবর্ষ লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ নয়টী দ্বীপ। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ মহাসাগরে বেষ্টিত। এই মহাসাগর বিবিধ রত্নের আধার। এই ভারতবর্ষের পরিমাণ নয় সহস্র যোজন এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার দ্বি সহস্র যোজন। সর্ব্বশুদ্ধ ইহা নয় ভাগে বিভক্ত। ইহাতে কিরাত, যবন ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নানাজাতির বাস। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠনিরত, ইষ্টনিষ্ঠ ও বিবিধ-গুণবিশিষ্ট। অন্যান্য জাতিও যাহার যে গুণে অলঙ্কৃত। এই বর্ষে অনেক নদী আছে। তন্মধ্যে বিন্ধ্য হইতে নর্ম্মদা, সহ্য হইতে তাপ্তী ও পয়োষ্ণি গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেন্বা ও অন্যান্য নদী, মলয় হইতে কৃতমালাদি, মহেন্দ্র হইতে ত্রিসামাদি, শুক্তিমান হইতে কুমারাদি, হিমালয় হইতে চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদীর জন্ম হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে কুরু, পাঞ্চাল ও মধ্যদেশাদি প্রতিষ্ঠিত।—

ভগবতী জহ্নুনন্দিনী সকললোকপাবনী ধারা বিস্তার সহকারে ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। এই জাহ্নবী সাক্ষাৎ সত্ত্বগুণরূপিণী, ইহাঁর পবিত্রতার সীমা নাই। ইনি স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়াছেন। যে দেশে ইহাঁর অধিষ্ঠান নাই, সে দেশ নহে।

ইতি ভারতবর্ষ নামক ষট্‌ষষ্টিতম
অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, সর্ব্বযন্ত্রবিমর্দ্দিনী ত্রৈলোক্যবিজয়বিদ্যা কীর্ত্তন করিব।

ওং হ্রুং ক্ষ্ং হ্রুং ওং নমো ভগবতি দংষ্ট্রিণি ভীমবক্ত্রে মহোগ্ররূপে হিলি হিলি রক্তনেত্রে কিলি কিলি মহা নিস্বনে কুলু ওং বিদ্যুজ্জিহ্বে কুলু ওং নির্ম্মাংসে কট কট গোনসাভরণে চিলি চিলি শবমালাধারিণি দ্রাবয় ওং মহারৌদ্রিসার্দ্র-চর্ম্মকৃতাচ্ছদে বিজৃম্ভ ওং নৃত্য অসিলতাধারিণি ভ্রূকুটিকৃতাপাঙ্গে বিষমনেত্রকৃতাননে বসামেদোবিলিপ্তগাত্রে কহ কহ ওঁ হস হস ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ ওং নীলজীমূতবর্ণে অভ্রমালাকৃতাভরণে বিস্ফুর ওং ঘণ্টারবাবকীর্ণদেহে ওং সিংস্রিস্থে অরুণবর্ণে ওং হ্রাং হ্রীং হ্রেং রৌদ্ররূপে হূং হ্রীং হ্রূং ক্লীং ওং হ্রীং হূং ওং আকর্ষ ওং ধূন ধূন ওং হে হঃ খঃ বজ্রিণি হ্রুং ক্ষ্ং ক্ষাং ক্রোধরূপিণি প্রজ্বল প্রজ্বল ওং ভীমভীষণে ভিন্দ ওং মহাকায়ে ছিন্দ ওং করালিনি কিটি কিটি মহাভূতমাতঃ সর্ব্বদুষ্টনিবারিণি জয়ে ওং বিজয়ে ওং ত্রৈলোক্যবিজয়ে হুং ফট স্বাহা।

এই ত্রৈলোক্যবিজয়বিদ্যার বর্ণ নীল, আসন প্রেত এবং হস্ত কুড়িটি। বিজয়লাভার্থ পঞ্চাঙ্গন্যাস ও রক্তপুষ্পোহার হোম করিয়া, ইহাঁর পূজা করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে, সংগ্রামে সৈন্যভঙ্গ হইয়া থাকে।

ওং বহুরূপায় স্তম্ভয় স্তম্ভয় ওং মোহয় ওং

সর্ব্বশক্রন্ দ্রাবয় ওং ব্রহ্মাণমাকর্ষয় বিষ্ণুমাকর্ষয় ওং মাহেশ্বরমাকর্ষয় ওং ইন্দ্রং টালয় ওং পর্ব্বতান্ চালয় ওং সপ্তসাগরান্ শোষয় ওং ছিন্দ ছিন্দ বহুরূপায় নমঃ।

অনন্তর এই বলিয়া স্তব করিবে,হে ত্রৈলোক্য-বিজয়ে! রুদ্ররূপী মহাদেব সংহাররূপে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাকে নমস্কার। যাহারা অকারণ মনুষ্যরক্ত নিপাতিত করিয়া, পৃথিবী দূষিত করে, যাহারা সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর ন্যায় অনায়াসেই লোকবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধবিগ্রহাদির অবতারণা করে, যাহাদের হৃদয় বজ্রসারময়, অথবা বজ্রসার অপেক্ষাও অন্যতর কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত, তজ্জন্য যাহারা অনায়াসেই প্রভুত্ব বিস্তারও সংগ্রাম আবিষ্কার করিয়া অবলীলাক্রমেই শত শত প্রাণী হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, আমি সেই সকল শত্রুজয়ের নিমিত্ত সবিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে তোমার পূজা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার প্রতি, আমার প্রতিবেশীর প্রতি ও আমার আত্মীয় পক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সমস্ত শত্রু বিনাশ কর, বিনাশ কর। ওং কিলি কিলি স্বাহা। ওং হিলি হিলি স্বাহা। ওং উৎকটা আমার পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করুন। ওং ভৈরবী আমার দক্ষিণ, ওং ভীষণা আমার পশ্চিম, ওং বহুরূপা আমার উত্তর দিক্ রক্ষা করুন। ওং তাপিনী আমার পৃষ্ঠ, দ্রাবিণী আমার পার্শ্ব, দারিণী আমার ঊর্দ্ধ, মর্দ্দিনী আমার অধঃ, অর্দ্দিনী আমার সকল দিক রক্ষা করুন। আমার শত্রুকুল নির্ম্মূল ও মিত্রপক্ষ বর্দ্ধিত হউক। পৃথিবী শান্ত হউক। রক্তপাত নিবৃত্ত হউক। প্রাণিহত্যা ক্ষান্ত হউক। ওং শান্তিঃ শান্তিঃ ওং।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, যাহার অন্যতর নাম সংগ্রাম-বিজয়া বিদ্যা, সেই পদমালা কীর্ত্তন করিব।

ওঁ হ্রীং চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনী খট্বাঙ্গকপাল-হস্তে মহাপ্রেতসমারূঢ়ে মহাবিমানসমাকুলে. কাল-রাত্রিমহাগণপরিবৃতে মহামুখে বহুভুজে ঘণ্টা-ডমরুকিঙ্কিণীঅট্টাট্টহাসে কিলি কিলি ও হুং ফট্ দংষ্ট্রাঘোরান্ধকারিণি নাদশব্দবহুলে গজচর্ম্ম-প্রাবৃতশরীরে মাংসদিগ্ধে লেলিহানোগ্রজিহ্বে মহারাক্ষসি রৌদ্রদংষ্ট্রাকরালে ভীমাট্টাট্টহাসে স্ফুর-দ্বিদ্যুৎপ্রভে চল চল ওঁ চকোরনেত্রে চিলি চিলি ওং ললজ্জিহ্বে ওং ভীং ভ্রুকুটিমুখি হুঙ্কারভয়ত্রাসণি কপালমালাবেষ্টিতজটামুকুটশশাঙ্কধারিণি অট্টাট্ট-হাসে কিলি কিলি ওং হূং দংষ্ট্রাঘোরান্ধকারিণি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনি ইদং কর্ম্ম সাধয় সাধয় ওং শীঘ্রং কুরু কুরু ওং ফট্ ওং অঙ্কুশেন শময় প্রবেশয় রঙ্গ রঙ্গ কম্পয় কম্পয় ওঁ চালয় ও রুধিরমাংস মদ্যপ্রিয়ে হন হন ওং কুট্ট কুট্ট ওং ছিন্দ ওং মারয় ওং অনুক্রময় ওং বজ্রশরীরং পাতয় ওং ত্রৈলোক্য-গতং দুষ্টমদুষ্টং বা গৃহীতমগৃহীতং বা আবে-শয় ওং নৃত্য ওং বন্দ ওং কোটরাক্ষি ঊর্দ্ধকেশি উলূকবদনে করঙ্কিণি ওং করঙ্কমালাধারিণি দহ ওং পচ পচ ওং গৃহ্ন ওং মণ্ডলমধ্যে প্রবেশায় ওং কিং বিলম্বসি ব্রহ্মসত্যেন বিষ্ণুসত্যেন রুদ্রসত্যেন ঋষি-সত্যেন আবেশয় ওং কিলি কিলি ওং খিলি খিলি বিলি বিলি ওং বিকৃতরূপধারিণি কৃষ্ণভুজঙ্গবেষ্টিত-শরীরে সর্ব্বগ্রহাবেশনি প্রলম্বৌষ্ঠিনি ভ্রূভঙ্গলগ্ন-নাসিকে বিকটমুখি কপিলজটে ব্রাহ্মি ভঞ্জ ওং জ্বালামুখি স্বন ওং পাতয় ওং রক্তাক্ষি ঘূর্ণয় ভূমিং পাতয় ওং শিরো গৃহ্ন চক্ষুর্মীলয় ওং হস্তপাদৌ

গৃহ্ণ মুদ্রাং স্ফোটয় ওং ফট্ ওং বিদারয় ও ত্রিশূলেন ছেদয় ওং বজ্রেণ হন ওং দণ্ডেন তাড়য় তাড়য় ওং চক্রেণ ছেদয় ছেদয় ওং শক্ত্যা ভেদয় দংষ্ট্রয়া কীলয় ওং কর্ণিকয়া পাটয় ওং অঙ্কুশেন গৃহ্ণ ওং শিরোঽক্ষিজ্বরমৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং ডাকিনীস্কন্দগ্রহান্ মুঞ্চ মুঞ্চ ওং পচ ওং উৎসাদয় ওং ভূমিং পাতয় ওং গৃহ্ণ ওং ব্রহ্মাণি এহি ওং মাহেশ্বরি এহি ওং কৌমারি এহি ওং বৈষ্ণবি এহি ওং বারাহি এহি ওং ঐন্দ্রি এহি ওং চামুণ্ডে এহি ওং রেবতি এহি ওং আকাশরেবতি এহি ওং হিমবচ্চারিণি এহি ওং রুরুমর্দ্দিনি অসুরক্ষয়ঙ্করি আকাশগামিনি পাশেন বন্ধ বন্ধ অঙ্কুশেন কট কট সময়ং তিষ্ঠ ওং মণ্ডলং প্রবেশয় ওং গৃহ্ণং মুখং বন্ধ ওং চক্ষুর্বন্ধ হস্তপাদৌ চ বন্ধ দুষ্টগ্রহান্ সর্ব্বান্বন্ধ ওং দিশোবন্ধ ওং বিদিশোবন্ধ ওং অধস্তাদ্বন্ধ ওং সর্ব্বংবন্ধ ওং ভস্মনা পানীয়েন মৃত্তিকয়া বা সর্বপৈর্ব্বা সর্ব্বানাবেশয় ওং পাতয় ওং চামুণ্ডে কিলি কিলি ওং বিচ্ছে হুং ফট্ স্বাহা।

এই জয়নাম্নী পদমালা সকল কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে সাধন করে। সর্ব্বদা ইহার হোম, জপ ও পাঠাদি করিলে, সংগ্রামে বিজয় লাভ হয়। অষ্টাবিংশভুজার ধ্যান করিবে। তাঁহার দুই ভুজে অসি ও খেটক, অপর ভুজদ্বয়ে গদা ও দণ্ড, অন্য দুয়ে শর ও শরাসন, অপরদ্বয়ে মুষ্টি ও মুদ্গার, অন্য দুয়ে শঙ্খ ও খড়্গ, অপরদ্বয়ে ধ্বজ ও বজ্র, অন্য দুয়ে চক্র ও পরশু, অপরদ্বয়ে ডমরু ও দর্পণ, অন্য দুয়ে শক্তি ও কুন্ত, অপর দ্বয়ে হল ও মুষল, অন্য দুয়ে পাশ ও তোমর, অপরদ্বয়ে ঢকা ও পণব এবং অন্য দুই ভুজে অভয় ও মুষ্টিকা। এই বেশে তিনি মহিষাসুরকে তর্জ্জন করিতেছেন। হোম করিলে, অরাতি জয় করিয়া থাকেন। ত্রিমধুসম্পন্ন তিলদ্বারা হোম করিতে হইবে। এই বিদ্যা যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নহে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে সংগ্রামবিজয়বিদ্যানামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, যাত্রাদিতে ফলপ্রদ নক্ষত্রচক্র কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। অশ্বিন্যাদিতে ত্রিনাড়ীপরিভূষিত চক্র অঙ্কিত করিবে। তন্মধ্যে অশ্বিনী, আর্দ্রা, পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, বারুণী, অজৈকপাৎ, এই কয়টি প্রথম নাড়ী। পুষা, ভাগ্য, মৃগশির, চিত্রা, মৈত্র, আপ্য, বাসব, এই কয়টি দ্বিতীয় নাড়ী। আর, কৃত্তিকা, রোহিণী, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, শ্রবণা, রেবতী ইত্যাদি তৃতীয় নাড়ী। এই নাড়ীত্রিতয়সংযুক্ত গ্রহ হইতে শুভাশুভ ফল জানিবে।

অ, ভ, কৃ, রো, মৃ, আ, পু, পু, অ, ম, পূ, উ, হ, চি, স্বা, বি, অ, জ্যে, মূ, পূ, উ, শ্র, ধ, শ, পূ, উ, রে, এই সপ্তবিংশতি নক্ষত্র।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে নক্ষত্রচক্রনামক ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, শত্রুবিমর্দ্দনী মহামারী বিদ্যা কীর্ত্তন করিব।

ওং হ্রীং মহামারি রক্তাক্ষি কৃষ্ণবর্ণে যমস্যাজ্ঞাকারিণি সর্ব্বভূতসংহারকারিণি অমুকং হন হন ওং দহ দহ পচ পচ ওং ছিন্দ ছিন্দ ওং মারয়

মারয় ওং উৎসাদয় উৎসাদয় ওং সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্ব্বকামিকে হুং ফট্ স্বাহেতি।

ওং মারী হৃদয়ায় নমঃ। ওং মহামারি শিরসে স্বাহা। ওং কালরাত্রি শিখায়ৈ বৌষট্। ওং কৃষ্ণবর্ণে খঃ কবচায় হুং। ওং তারকাক্ষি বিদ্যুজ্জিহ্বে সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করি রক্ষ রক্ষ সর্ব্বকার্য্যেষু হুং ত্রিনেত্রায় বষট্। ওং মহামারি সর্ব্বভূতদমনি মহাকালি অস্ত্রায় হুং ফট্।

সাধক এইরূপে মহাদেবীর ন্যাস করিবে এবং হস্তত্রয়পরিমিত চতুষ্কোণাকৃতি শবাদি বস্ত্র সংগ্রহ ও তাহাতে বিচিত্রবর্ণ পট নির্ম্মাণ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণা দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। ঐ মূর্ত্তির তিন মুখ, চারি বাহু এবং বাহুসকলে যথাক্রমে ধনু, শূল, কর্ত্তৃকা ও খট্টাঙ্গ লিখিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথম মুখ কৃষ্ণবর্ণ। তাহার দৃষ্টিমাত্র দেবী সম্মুখবর্ত্তী মনুষ্যকে তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করেন। যাম্যভাগপ্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় মুখ রক্তবর্ণজিহ্বাবিশিষ্ট, অতীব ভীষণ ও লেলিহান এবং দংষ্ট্রাপক্তির সান্নিধ্যবশতঃ উৎকট ও ভয়ানক। তাহার দৃষ্টিনিপাতমাত্রেই হয়াদি ভক্ষিত হইয়া থাকে। দেবীর তৃতীয় মুখ শ্বেতবর্ণ ও দৃষ্টিমাত্রেই গজাদি ভক্ষণ করে।

গন্ধ, পুষ্প, মধু ও আজ্যাদি দ্বারা পশ্চিমাভিমুখে পূজা করিবে। মন্ত্রস্মরণমাত্রেই অক্ষিরোগ ও শিরোরোগাদি বিনষ্ট হয়, যক্ষ ও রাক্ষসাদিরা বশীভূত হয় এবং শত্রুগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অঙ্গারক্তে মিশ্রিত নিম্ব কাষ্ঠে হোম করিবে। এই প্রকার হোমপ্রভাবে হোমকর্ত্তা ক্রোধসংযুক্ত হইয়া, যাহাকে ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ মারিতে পারেন, সন্দেহ নাই। শত্রুসৈন্যের উদ্দেশে ঐরূপে সপ্তাহ হোম করিলে, সমস্ত সৈন্য ব্যাধিগ্রস্ত ও রণে ভগ্ন হইয়া থাকে। যাহার নামে অষ্টসহস্র সমিধ হোম করা যায়, স্বয়ং ব্রহ্মা রক্ষা করিলেও, সে ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়। এইরূপ রক্তবিষযুক্ত সমিধে সহস্র হোম করিলে, দিনত্রয়মধ্যেই সসৈন্যে শত্রুর নাশ, রাজিকালবণে হোম করিলে, তিন দিনেই তাহার ভঙ্গ, খররক্তে হোম করিলে, তাহার উচ্চাটন এবং কাকরক্তে হোম করিলে, তাহার উৎসাদন হইয়া থাকে।

সাধক ব্যক্তি সংগ্রামসময়ে স্বীয় শরীর মন্ত্ররূপ কবচে সুরক্ষিত করিয়া, কুমারীদ্বয় সমভিব্যাহারে গজে আরোহণপূর্ব্বক এই বিদ্যা দ্বারা দূরশঙ্খাদি বাদ্য সমুদায় অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎকালে মহামায়াপট গ্রহণ করিয়া, উচ্ছেদনবিধানে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। শত্রুসৈন্যের দিকে মুখ করিয়া, উল্লিখিত মায়াপট প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই স্থানে কুমারীদিগকে ভোজন ও পশ্চাৎ পিণ্ডিকা ভ্রমণ করাইবে। অনন্তর সাধক শত্রুসৈন্যকে পাষাণের ন্যায়, নিরুৎসাহ, নিশ্চল, বিভগ্ন ও মুহ্যমান চিন্তা করিবেন।

আমি তোমার নিকট এই যে স্তম্ভ কীর্ত্তন করিলাম, ইহা যাহাকে তাহাকে দেওয়া যায় না।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে মহামারীবিদ্যা নামক একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, লক্ষযোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপ লক্ষযোজন পরিমাণ ক্ষীরসাগরে সমন্তাৎ বেষ্টিত।

প্লক্ষদ্বীপ ক্ষীরসাগরকে বেষ্টন করিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। মেধাতিথির সাত পুত্র এই দ্বীপের অধীশ্বর। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে শান্ত ভয়,

শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেম ও ধ্রুব। ইহাঁদের প্রত্যেকের নামে এক এক বর্ষ আছে। গোমেধ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোম, সুমনা এই কয় পর্ব্বত ইহার মর্য্যাদাশৈল। অত্রত্য ব্যক্তিমাত্রেই পবিত্রাচারসম্পন্ন। এখানে সাতটি প্রধান নদী প্রবাহিত। জীবিতকাল পঞ্চসহস্র, ধর্ম্ম বর্ণাশ্রমময় এবং চন্দ্র উপাস্য দেবতা। ইহার পরিমাণ দ্বিলক্ষ যোজন।

শাল্মল দ্বীপ ইহার দ্বিগুণ, সুরাসাগরে পরিবৃত। বপুষ্মানের সপ্ত পুত্র ইহার অধিপতি। তাঁহাদের নাম শ্বেত, হরিত, জীমূত, লোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। তাঁহাদের নামে বিখ্যাত সপ্তবর্ষ এই দ্বীপে বিরাজমান। এতদ্ব্যতীত, কুমুদ, অনল, বলাহক, দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্মান নামে সাত পর্ব্বত এবং অনুমতী, সরস্বতী, কুহু, সিনীবালী,নন্দা, রাকা ও রজনী নামে সাতটি প্রধান নদী তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে। অত্রত্য ব্রাহ্মণাদিবর্ণ কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি ভাগে বিভক্ত। তাঁহারা বায়ুর উপাসনা করেন।

কুশদ্বীপ শাল্মলদ্বীপের দ্বিগুণ। জ্যোতিষ্মানের পুত্র উদ্ভিজ, ধেনুমান্,দ্বৈরথ, লম্বন, ধৈর্য্য, কপিল ও প্রভাকর, ইহারা কুশদ্বীপের ঈশ্বর। এখানে দধিমুখ্য নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ব্রহ্মরূপের উপাসনা করেন। বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি ও মন্দর এই সাতটি এখানকার বর্ষপর্ব্বত। ঘৃতসাগর ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুশদ্বীপের দ্বিগুণ। দ্যুতিমানের সাত পুত্র ইহার অধিপতি। তাঁহাদের নামে যথাক্রমে কুশল, মনোনুগ, উষ্ণ, প্রধান, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সাত বর্ষ এখানে প্রতিষ্ঠিত। তদ্ভিন্ন, সপ্তপর্ব্বত ও সপ্তনদী এই দ্বীপে সন্নিবিষ্ট আছে। পর্ব্বতসকলের নাম ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক ও দুন্দুভি ইত্যাদি। এখানকার অধিবাসী বিপ্রাদি বর্ণসকল পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তীর্থ নামে বিখ্যাত। তাঁহারা হরির উপাসক। দধিসাগর এই দ্বীপের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে।

ক্রৌঞ্চদ্বীপের বহির্ভাগে শাকদ্বীপ। জলদ, কুমার, সুকুমার, মন্দবক, কুশোত্তরথ, মোদকী ও দ্রুম এই সাতজন ইহার অধিপতি। তাঁহাদের নামে সাত বর্ষ এবং উদয় জলধর, রৈবত, শ্যাম, কোদ্রক, আম্বিকেয় ও রম্য এই সাত পর্ব্বত ও সাতটি প্রধান নদী এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানকার অধিবাসীরা সূর্য্যের উপাসক। তাঁহাদের নাম দানব্রত, সত্যব্রত ও ঋতব্রত ইত্যাদি।

ইহার পর পুষ্কর দ্বীপ, বিস্তারে ইহার দ্বিগুণ এবং স্বসমপরিমাণ স্বাদুসাগরে বেষ্টিত। সবলের দুই পুত্র, মহাবীত ও ধাতকি ইহার অধিপতি। ইহাঁদের নামে এখানে দুইটী বর্ষ আছে। এখানে একমাত্র পর্ব্বত, তাহার নাম মানস। ইহার আকৃতি কলসের ন্যায়। ইহার বিস্তার ও উচ্ছ্রায় সহস্র যোজন। এখানকার অধিবাসীরা দশসহস্রজীবী এবং ব্রহ্মের উপাসক। এখানকার সমুদ্রসলিলে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষে চন্দ্রের উদয়াস্ত সময়ে ঊনাতিরিক্ততার আবির্ভাব হয় না। এখানকার ভূমি স্বাদূদকশালিনী, বিবিধগুণশোভিনী, হেমময়ী ও জন্তুবর্জ্জিত।

স্বাদুসাগরের পর লোকালোক পর্ব্বত, লোকালোক প্রদেশের অন্তরালে অযুতযোজন ব্যাপ্ত করিয়া, প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পর্ব্বত বহু-

দূর বিস্তৃত ও ধ্রুবলোক অপেক্ষাও উন্নত এবং অণ্ডকটাহের বহির্ভাগে সীমানির্ণয়স্বরূপ বিধাতা-কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। এই অণ্ডকটাহ লইয়া ভূমির পরিমাণ বিস্তারে পঞ্চাশৎকোটি যোজন।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে দ্বীপাদিবর্ণন নামক একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভূমির বিস্তার সপ্ততি সহস্র ও উচ্ছ্রায় দশ সহস্র যোজন। ইহার অধোভাগ যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল প্রতিষ্ঠিত। ইহারা প্রত্যেকে বিস্তারে ভূমির সমান এবং পরস্পর দশসহস্র যোজন অন্তরে অবস্থিত। এখানকার ভূমি কৃষ্ণ, পীত, অরুণ ও শ্বেতাদি বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত এবং স্বর্গ অপেক্ষাও রমণীয় উপবন, ভবন, ক্রীড়া ও বিহার প্রদেশ সমূহে অলঙ্কৃত। দৈত্য, দানব ও কাদ্রবেয়গণ স্ব স্ব অনুরক্ত ও নিত্যপ্রমোদিত পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদি সমভিব্যাহারে পরমসুখে তত্তৎস্থানে বাস করে। তত্রত্য উদ্যান সকল বিবিধ রমণীয় পাদপরাজিতে বিরাজিত। তাহাদের শাখাপরম্পরা সুকোমল কিশলয় ও ফল-কুসুমে সর্ব্বদাই অবনত, ভূষিত ও অলঙ্কৃত। ভগবানের তামসমূর্ত্তি শেষ ইহার অধোভাগে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার গুণের অন্ত নাই, এইজন্য তাঁহার নাম অনন্ত। তিনি স্বকীয় মস্তকে এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন।

ভূমির অধোভাগে নরক সকল প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবগণ কখনই তত্তৎ নরকে নিপতিত হন না। ভগবান্ বিষ্ণুর অকৃত্রিম আরাধনাবলে তাঁহাদের নরকজনক দোষসকল এককালেই তিরোহিত হইয়াছে। সেইজন্য নরকসকল তাঁহাদের সুদূর-পরাহত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর যাবৎ অংশ সূর্য্যকর্তৃক প্রতিভাসিত তাবৎ নভ বলিয়া পরিগণিত। হে বশিষ্ঠ! ভূমি হইতে লক্ষযোজন অন্তরে রবিমণ্ডল, রবি হইতে লক্ষযোজন অন্তরে চন্দ্রমণ্ডল, চন্দ্র হইতে লক্ষ যোজন অন্তরে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্র হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে বুধ, বুধ হইতে দ্বিলক্ষে শুক্র, শুক্র হইতে দ্বিলক্ষে কুজ, কুজ হইতে দ্বিলক্ষে গুরু, গুরু হইতে দ্বিলক্ষে সৌরি, সৌরি হইতে দ্বিলক্ষে সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং সপ্তর্ষি হইতে এক লক্ষে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ধ্রুব ত্রৈলোক্যের উচ্ছ্রায়সীমা।

ধ্রুব হইতে কোটি যোজন অন্তরে মহর্লোক, তথায় কল্পবাসীগণ বাস করেন। জনোলোক এই লোকের দ্বিকোটি যোজন দূরে প্রতিষ্ঠিত। তথায় সনকাদি মহর্ষিগণ বাস করেন। জন হইতে তপোলোক আটকোটি যোজন দূর। বৈরাজ-নামক দেবতারা এই লোকের অধিবাসী। তপো-লোক হইতে সত্যলোক ষণ্ণবতিকোটি যোজন। তথায় গমন করিলে, পুনরায় জন্মিতে বা মরিতে হয় না। ইহার পর ব্রহ্মলোক।

মহানকে আশ্রয় করিয়া, প্রধান স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রধান অনন্ত স্বরূপ। ইহার অন্ত বা সংখ্যা নাই। হে মুনে! এই প্রধা-নই অশেষ পদার্থের হেতুভূত। এইজন্য ইহাকে পরাপ্রকৃতি বলে। এই প্রধানেই অসংখ্যাত অণ্ড সকল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠে, অথবা, তিল যেমন তৈলে, পুরুষ তেমনি প্রধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্য-

স্বরূপ ও আত্মবেদন; অর্থাৎ ইনি আপনিই আপনাকে জানেন। আর কেহ ইহাঁর প্রকৃতস্বরূপ অবগত নহে। অয়ি মহাপ্রাজ্ঞ! সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ বিষ্ণুশক্তি এই প্রধান ও পুরুষ উভয়কেই আবৃত করিয়া আছেন। ইহারা এই শক্তির আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এই শক্তিই পৃথক্‌ভাবে উভয়ের কারণ।

হে মহামুনে! বিষ্ণুর এই প্রধানপ্রতিপাদিকা শক্তি আশ্রয় করিযাই, দেবাদির জন্ম হইয়া থাকে। এই বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্ম। ইহাঁ হইতেই সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইযাছে এবং ইহাঁকেই আশ্রয় করিযা আছে। বিষ্ণুর যে জগৎশক্তি, তাহাও এই প্রধানপ্রতিপাদিকাশক্তির আশ্রিত। সৃষ্টিসময়ে এই শক্তি হইতেই গুণসকলের পরস্পর সংঘর্ষ সংঘটিত হইযা, ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতারূপ ত্রিবিধ সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বতোভাবে এই বিষ্ণুর আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

হে মুনিসত্তম! ভাস্করের রথ নয়সহস্রযোজন বিস্তৃত। ইহার ঈশাদণ্ডের পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ। ইহার অক্ষ সপ্তনিযুতাধিক সার্দ্ধকোটি যোজন বিস্তৃত। উহাতে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। এই চক্রের তিন নাভি, পাঁচ অর ও ছয় নেমি। এই রূপ অয়নদ্বয়াত্মক সংবৎসরময় কৃৎস্ন কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। হে মহামতে! ভাস্কররথের দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দ এই রথের সাতটি অশ্ব। হে সুব্রত! সূর্য্যের যে দর্শনাদর্শন, তাহাকেই উদয়াস্ত কহে। বশিষ্ঠ ও ধ্রুব যাবন্মাত্র প্রদেশে অধিষ্ঠিত আছেন, সূর্য্য প্রলয়সময়ে ভূমির তাবৎমাত্র প্রদেশে স্বয়ং সমাগত হয়েন।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের উর্দ্ধোত্তরে যে স্থানে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাই তৃতীয় বিষ্ণুপদ। এই পদ পরম জ্যোতিষ্মান্ ও দিব্যভাবে অলঙ্কৃত। যাঁহাদের দোষপঙ্ক এককালেই প্রক্ষালিত হইয়াছে, সেই যতিগণের ইহাই উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থান। যাঁহার স্মরণমাত্রে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয, সেই ভগবতী গঙ্গা এই বিষ্ণুপদ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। হে প্রভো! ভগবানের শিশুমারাকৃতি রূপ স্বর্গমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত আছে, জানিবে। ধ্রুব ঐ শিশুমারের পুচ্ছে ভ্রমণপূর্ব্বক গ্রহদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।

আদিত্যের রথে দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সর্পগণ ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠিত আছে। ভগবান্ রবিই হিম,উষ্ণ ও বারিবর্ষণের কারণ এবং তিনিই সকলের শুভাশুভবিধাতা ও ঋক্‌বেদাদিময় বিষ্ণুস্বরূপ।

সোমের রথ ত্রিচক্র। তাহার দশ অশ্ব বামে দক্ষিণে যোজিত। তাহাদের বর্ণ কুন্দসন্নিভ। সোম এই রথে আরোহণ করিয়া, বিচরণ করেন। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা এই চন্দ্রকে পান করেন। তন্মধ্যে পিতৃগণ এক কলা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রপুত্র বুধের রথ বায়ুগ্নিদ্রব্যসম্ভূত এবং অষ্ট তুরগে পরিচালিত। বুধ এই রথে আরোহণ করিয়া, বিচরণ করেন। এই রূপ শুক্র, ভৌম, বৃহস্পতি, শনি, স্বর্ভানু, কেতু সকলেরই রথ অষ্টঘোটকে পরিচালিত।

হে বিপ্র! এই পর্ব্বতাদিশালিনী পদ্মাকৃতি বসুন্ধরা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর দেহ, কি জ্যোতিঃসমূহ, কি ভুবনমণ্ডল, কি নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র ও বন, সমস্তই বিষ্ণুর স্বরূপ। এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিবে, যাহাতে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ বিষ্ণুতে লীন হইতে পারা যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষনামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, ওং ডে খ খ্যাং সূর্য্যায় সংগ্রামবিজয়ায় নমঃ। হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রেং হ্রৌং হ্রঃ। এই ছয়টি, সংগ্রামে বিজয়প্রদ সূর্য্যের প্রধান অঙ্গ। ওং হং খং খশোল্কায় স্বাহা। স্ফূং হ্রূং হুং ক্রূং ওং হ্রীং ক্রেং।

প্রভূত বিমল সার পরমসুখ এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি অষ্টপদার্থের পূজা করিয়া, পরে অনন্তাসন, সিংহাসন, পদ্মাসন, কর্ণিকাকেশর, সূর্য্যসোমাগ্নিমণ্ডল, অমোঘ বিদ্যুৎ, সর্ব্বতোমুখী নবমী, সত্ব, রজ, তম, প্রকৃতি, পুরুষ, আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা এই সকলের ওঙ্কারসংযোগে অর্চ্চনা করিবে। ঊষা, প্রভা, সন্ধ্যা, মায়া, অষ্ট দ্বারপাল, স্বয়ং সূর্য্য, চণ্ড, প্রচণ্ড, এই সকলেরও গন্ধকাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। জপ ও হোমাদিপুরঃসর পূজা করিলে, যুদ্ধাদিতে বিজয়লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে সংগ্রামবিজয়পূজানামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, হোমপ্রভাবে যুদ্ধাদিতে বিজয়লাভ, রাজ্যপ্রাপ্তি ও বিঘ্ননাশ হয়। প্রাণায়ামসহকৃত কৃচ্ছ্র সহায়ে শুদ্ধিসমুৎপাদনপূর্ব্বক অন্তর্জলে গায়ত্রী জপ করিয়া, পূর্ব্বাহ্ণে ষোল বার প্রাণায়াম ও অগ্নিতে ঘৃতহোম করিবে। ভিক্ষালব্ধ যাবক ভক্ষণ, অথবা ফলমূলাশন, কিংবা ক্ষীর শক্তু ঘৃতাহার অথবা একাহার আশ্রয় করিবে। হে পার্ব্বতি! যাবৎ লক্ষ হোম সমাপ্তি না হয়, তাবৎ এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবে। লক্ষহোম শেষ হইলে, গো, বস্ত্র ও কাঞ্চন এই সকল দ্রব্য দক্ষিণা দিবে। সর্ব্বোৎপাতসমুৎপত্তিতে পঞ্চদশ ব্রাহ্মণসহায়ে এই হোম করিবে। পৃথিবীতে এমন উৎপাতই নাই, এই হোম দ্বারা যাহার শান্তি না হয় এবং এমন পরমমঙ্গলজনক বিষয় নাই, ইহা অপেক্ষা যাহার প্রাধান্য আছে।

যে রাজা পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা কোটি হোম সম্পাদিত করেন, যুদ্ধে কদাপি তাঁহার শত্রুগণ কোন মতে তিষ্ঠিতে পারে না। অথবা তাঁহার রাজ্যমধ্যেও কখন মারক ও ব্যাধির আবির্ভাব হয় না; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, শুক, ও রাক্ষসাদি উৎপাতসকল এবং সংগ্রামে শত্রুকুল, সমুদায়ই এই হোমবলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোটি হোমে বিংশতি,শত বা সহস্র ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে এবং যথেষ্ট ভৃতি প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, যে কেহ কোটি হোম করিলে, যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রাপ্ত হয় এবং সশরীরে স্বর্গে প্রস্থান করে। গায়ত্রী, গ্রহমন্ত্র, কুষ্মাণ্ডী ও জাতবেদসমন্ত্র অথবা ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, যাম্য, আগ্নেয়, বৈষ্ণব, শাক্তেয়, শাম্ভব বা সৌরমন্ত্রে হোম করিবে।

অযুতহোমে অল্পসিদ্ধি, লক্ষহোমে অখিলার্ত্তি বিনাশ এবং কোটিহোমে সকলাভীষ্টসিদ্ধি ও সর্পপীড়াদি নিরাস হইয়া থাকে। যব, ব্রীহি, তিল, ক্ষীর, ঘৃত, কুশ, প্রমাতিক, পঙ্কজ, উশীর,

বিল্ব ও আম্রপল্লব এই সকল দ্রব্যে হোম করিতে হয়। কোটিহোমে অষ্টহস্তপরিমাণে খাত করিতে হইবেক। লক্ষহোমে তাহার অর্দ্ধকপ্রমাণ খাত বিহিত হইয়া থাকে। আজ্যাদি দ্বারা অযুত, লক্ষ ও কোটিহোম অনুষ্ঠিত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অযুতলক্ষকোটিহোম-
নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, অধুনা কপিলাপূজা কীর্ত্তন করিব। বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা কপিলার পূজা করিবে। যথা,—

ওং কপিলে নন্দে নমঃ ওং কপিলে ভদ্রিকে নমঃ। ওং কপিলে সুশীলে নমঃ ওং কপিলে সুরভিপ্রভে নমঃ। ওং কপিলে সুমনসে নমঃ ওং ভুক্তিমুক্তিপ্রদে নমঃ। তুমি সুরভির গর্ভে জন্মিয়াছ; তুমি জগতের মাতা; তুমি দেবগণকে অমৃত প্রদান কর; তুমি বরদা; আমার প্রদত্ত এই গ্রাস গ্রহণ করিয়া, আমাকে অভীষ্ট প্রদান কর। ধীমান্ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র তোমাকে বন্দনা করেন। হে কপিলে! আমি যে দুষ্কৃতির অনুষ্ঠান বা পাপ করিয়াছি, তৎসমস্ত হরণ কর। গোসকল নিত্য আমার অগ্রে, পৃষ্ঠে ও হৃদয়ে বিরাজ করুন এবং আমিও যেন নিত্য তাহাদের মধ্যে বাস করি। হে কপিলে! আমার প্রদত্ত এই কবল গ্রহণ কর। তাহা হইলে, আমার সর্ব্বপাপক্ষালন হইবে এবং আমার দেহও পবিত্র হইবে।

অনন্তর বিশিষ্ট রূপে বিদ্যা ও পুস্তক সকলের অর্চ্চনা করিয়া, গুরুর চরণে নমস্কার ও মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া, অষ্টপুষ্পিকা দ্বারা শিবের পূজা করিবে। পরে মধ্যাহ্নে সুন্দররূপে লিপ্ত ভোজন-গৃহে পাক আনয়নপূর্ব্বক বৌষড়ন্ত মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে সাতবার জপ করিয়া,দর্ভ ও শঙ্খস্থ বারিবিন্দুসমূহে তাহাকে সিঞ্চন করিবে। অনন্তর সর্ব্বপাকাগ্র উদ্ধার করিয়া, শিবের উদ্দেশে বিহিত বিধানে নিবেদন পূর্ব্বক যথাবিধি চুল্লীশোধনপুরঃসর, হে শিব! তুমিই অগ্নি, এইপ্রকার ধ্যানান্তে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে চুল্লিকাগ্নিতে সন্নিবিষ্ট করিবে, ওং হাং অগ্নিকে নমস্কার, ওং হাং চন্দ্রকে নমস্কার। ওং হাং সূর্য্যকে নমস্কার, ওং হাং বৃহস্পতিকে নমস্কার, ওং হাং প্রজাপতিকে নমস্কার, ওং হাং সমুদায় দেবতাকে নমস্কার, ওং হাং স্বিষ্টি-কৃৎ অগ্নিকে নমস্কার। অনন্তর পূর্ব্বাদিতে এই সকলের অর্চ্চনা করিয়া, স্বাহান্ত আহুতি দানান্তে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে।

অনন্তর নমঃশব্দসমুচ্চারণপূর্ব্বক চুল্লীর দক্ষিণ বাহুতে ধর্ম্মের, বাম বাহুতে অধর্ম্মের, কাঞ্জিকাদি ভাণ্ডে রসপরিবর্ত্তন বরুণের এবং মধ্যস্তম্ভে কার্ত্তি-কেয়ের পূজা করিয়া বাস্তবলিপ্রদানপূর্ব্বক সৌবর্ণ পাত্রে অথবা পদ্মিন্যাদির দলাদিতে, ভজনা করিবে। বট, অশ্বত্থ, অর্ক, বাতাবি, সর্জ্জ, ভল্লা-তক এই সকল ত্যাগ করিবে। ভোজনকালে মৌনাবলম্বন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে কপিলাদিপূজাবিধি
নামক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, অনন্তর শিবাস্তিকে গমন করিয়া, হে ভগবন্! আমার এই পূজাহোমাদি গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যফল প্রদান কর, বলিয়া, উদ্ভব

নাম্নী মুদ্রাযোগে অর্ঘ্যোদক দ্বারা স্থির চিত্তে নিবেদন করিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ শিবের অর্চ্চনা, স্তব ও প্রণামপূর্ব্বক পরাঙ্মুখে অর্ঘ্য দান করিয়া, ক্ষমা কর বলিয়া, নারাচমুদ্রাসহকারে সংহারানন্তর মূর্ত্তিমন্ত্রে লিঙ্গযোজন করিবে। অনন্তর স্থণ্ডিলে দেবপূজাসমাধানান্তে আত্মাতে মন্ত্রসংঘাতনিয়োগপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বিধানে চণ্ডের পূজা করিবে, 'ওং চণ্ডেশানকে নমস্কার, চণ্ডমূর্ত্তি ধূলিচণ্ডেশ্বরকে নমস্কার, হুং ফট্ স্বাহা এই বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিবে। ওং চণ্ডহৃদয়কে নমস্কার, হুং ফট্। ওং চণ্ডশিরাকে নমস্কার। অনন্তর হুং ফট্ বলিয়া কবচ ও চণ্ডাস্ত্রের পূজা করিয়া, রুদ্রাগ্নিজ চণ্ডের স্মরণ বা পূজা করিবে। ঐ চণ্ডের হস্তে শূল, টঙ্ক, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু। পরে যথাশক্তি দশাংশতঃ অঙ্গসকলের জপ করিয়া, গো, ভূ, হিরণ্য, বস্ত্র, মণি ও হেমাদি ভূষণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শেষনির্ম্মাল্য চণ্ডেশকে নিবেদন করিবে এবং হে চণ্ড! আমি শিবের আজ্ঞায় তোমাকে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, তাম্বূল, মাল্য, বিলেপন, নির্ম্মাল্য ও খাদ্য প্রদান করিলাম। আমি যদি মোহবশতঃ কোন রূপে ন্যূনাধিক করিয়া থাকি, তোমার আজ্ঞায় আমার এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হউক। এইপ্রকার বিজ্ঞাপনান্তে দেবেশকে অর্ঘ্যদান ও স্মরণ করিয়া, সংহারমুদ্রাসহকৃত সংহারমূর্ত্তিমন্ত্রে ধীরে ধীরে আত্মাতে মন্ত্রসকল যোজনা করিবেক। পরে গোময়বারি দ্বারা নির্ম্মাল্যাপনয়নস্থান লেপন এবং অন্যাদিপ্রোক্ষণ ও বিমার্জ্জনপূর্ব্বক আচমন করিয়া অন্যান্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে চণ্ডপূজাকথন নামক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, মন্বন্তর সকল কীর্ত্তন করিব। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। ইহাঁর পুত্র অগ্নীধ্র প্রভৃতি। এই মন্বন্তরে যমনামে দেবগণ, ঔর্ব্বাদি সপ্তর্ষি এবং শতক্রতু ইন্দ্র।

ইহার পর স্বারোচিষ মন্বন্তর। ইহাতে পারাবত ও তুষিতাদি দেবতা, বিপশ্চিৎ ইন্দ্র, ঊর্জ্জস্তম্ভাদি ব্রাহ্মণ এবং চৈত্রকিম্পুরুষাদি ইহাঁর পুত্র।

তৃতীয় মনু উত্তম। ইহাতে সুশান্তি ইন্দ্র, বশিষ্ঠের পুত্র সুধামাদি দেবতা ও অজাদি সপ্তর্ষি।

চতুর্থ মনুর নাম তাপস। ইহাঁর অধিকারে স্বরূপাদি দেবগণ, শিখিখ, ইন্দ্র, জ্যোতির্ধামাদি ব্রাহ্মণ এবং ইহাঁর খ্যাতিমুখপ্রভৃতি নয় পুত্র।

রৈবতমন্বন্তরে বিতথ ইন্দ্র, অমিতাভাদি দেবগণ, হিরণ্যরোমাদি সপ্তর্ষি এবং পুরুপ্রভৃতি পুত্র।

চাক্ষুষ মন্বন্তরে মনোজব ইন্দ্র, স্বাত্যাদি দেবগণ, সুমেধাদি সপ্তর্ষি এবং পুরু প্রভৃতি পুত্র।

ইহার পর শ্রাদ্ধদেব মনুর অধিকার। এই অধিকারে আদিত্য, বায়ু ও রুদ্রাদি দেবগণ, পুরন্দর ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গোতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ ইহাঁরা সপ্তর্ষি এবং ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পুত্র। এই মন্বন্তরে হরি অংশে অবতীর্ণ হয়েন।

অষ্টম মনু সাবর্ণি। ইহাঁর অধিকারে সুতপাদি দেবগণ, পরমতেজস্বী দ্রৌণিকাদি সপ্তর্ষি, বলি ইন্দ্র এবং পুত্র বিরজপ্রমুখ।

নবম মনু দক্ষসাবর্ণিনামে বিখ্যাত। এই মন্বন্তরে পারাদি দেবগণ, অদ্ভুত ইন্দ্র, সবর্ণাদি সপ্তর্ষি এবং ধৃতকেতুপ্রভৃতি পুত্র।

ইহার পর ব্রহ্মসাবর্ণিমন্বন্তরে সুখাদি দেবগণ, শান্তি তাঁহাদের ইন্দ্র, হবিষ্যাদি ঋষিগণ এবং সুক্ষেত্রাদি পুত্রগণ।

ইহার পর ধর্ম্মসাবর্ণি মনুর অধিকার। এই অধিকারে বিহঙ্গাদি দেবগণ, গণ ইন্দ্র, নিশ্চরাদি সপ্তর্ষি ও সর্ব্বত্রগাদি পুত্র।

অনন্তর রুদ্রসাবর্ণি মনুর অধিকার। ইহাতে ঋতধামা ইন্দ্র, হরিতাদি দেবতা, তপস্যাদি সপ্তর্ষি ও দেববৎ প্রভৃতি পুত্র।

ত্রয়োদশ মনুর নাম রৌচ্য। এই মন্বন্তরে সূত্রামাণাদি দেবগণ, দিবস্পতি ইন্দ্র, নির্ম্মোহাদি সপ্তর্ষি ও চিত্রসেনাদি পুত্র।

চতুর্দ্দশ মনু ভৌত্যের অধিকারে শুচি ইন্দ্র, চাক্ষুষাদি দেবগণ, অগ্নিবাহু প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং ঊরু প্রভৃতি পুত্র। এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষিগণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক বেদ সকল প্রবর্ত্তিত করেন; দেবগণ যজ্ঞাংশ গ্রহণ করেন এবং ঊরুপ্রভৃতি পুত্রেরা পৃথিবী পরিপালন করেন।

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার দিবসে এই চতুর্দ্দশ মনু যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পৃথিবী রক্ষা করেন। দ্বাপরযুগের শেষে ভগবান্ হরি বেদব্যাসরূপে অবতরণ করিয়া, বেদবিভাগ করিয়া থাকেন। আদ্য বেদ চতুষ্পাদ ও শতসহস্রশাখাসমন্বিত। একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিল। তাহাকেই চারিভাগে বিভাগ করেন। তন্মধ্যে যজুসমূহে আধ্বর্য্যব, ঋকসমূহে হোত্র, সামসমূহে ঔদ্গাত্র এবং অথর্ব্বসমূহে ব্রাহ্মত্ব বিধান করিয়াছেন। ব্যাসের শিষ্য পৈল ঋগ্বেদে পারদর্শী হয়েন। ইন্দ্র প্রমতিকে, প্রমতি বাস্কলকে, বাস্কল বৌধ্যাদিকে নিজসংহিতা চতুর্দ্ধা প্রদান করেন। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদতরুর শাখাসংখ্যা সপ্তবিংশতি; ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ঐ শাখা কল্পনা করেন। ব্যাসের অন্যতম শিষ্য জৈমিনি সামবেদতরুশাখা কল্পনা করেন এবং অপর শিষ্য সুমন্তু অথর্ব্বতরু বিভাগ করিয়া, পৈপ্যলাদি সহস্র সহস্র শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। আর সূত ব্যাসের প্রসাদে পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে মন্বন্তরনামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, অতঃপর ষষ্টিসংবৎসরের শুভাশুভ কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর।

প্রভবনামক বৎসরে যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান হয়। বিভবে লোকসকল সুখী হয়। শুক্লে সকলপ্রকার শস্য সমুৎপন্ন হয়। প্রমোদে লোকসকল সর্ব্বথা প্রমুদিত হয়। প্রজাপতিনামক বৎসরে সকলের সমৃদ্ধি সমাহিত হয়। অঙ্গিরায় ভোগ বৃদ্ধি হয়। শ্রীমুখনামক বর্ষে লোকসকল বর্দ্ধিত হয়। ভাবনামক বর্ষে ভাবসমৃদ্ধি সাধিত হয়। যুবে দেবরাজের সহায়তায় সকল কামনা পূর্ণ হয়। ধাতানামক বৎসরে সকলপ্রকার ঔষধি সমুৎপন্ন হয়। ঈশ্বরে ক্ষেম, আরোগ্য, বহুধান্য ও সুভিক্ষ হয়। প্রমাথীনামক বর্ষে মধ্যমপ্রকার বারি বর্ষিত হয়। বিক্রমে শস্য সম্পদ লাভ হয়। বৃষনামক বর্ষে সকল সুখসমৃদ্ধি লাভ হয়। চিত্রভানুতে বিচিত্রতার আবির্ভাব হয়। স্বর্ভানুতে ক্ষেম ও আরোগ্য প্রাদুর্ভূত হয়। তারণে মেঘ সকল প্রসন্ন হয়। পার্থিবনামক বৎসরে শস্যসম্পত্তি, অতিবৃষ্টি ও জয় হয়। সর্ব্বজিতে উত্তম বৃষ্টি ও সর্ব্বধারীতে সুভিক্ষ সমুদ্ভূত হয়। বিরোধী

নামক বৎসরে মেঘসকল বিনষ্ট হয়। বিক্রতে মহাভয় প্রাদুর্ভূত হয়। খরনামক বর্ষে পুরুষ বীর্য্যশালী হয়। নন্দনে প্রজালোকের আনন্দ বৃদ্ধি হয়। বিষয়নামক বৎসরে শত্রু নাশ হয়। মন্মথে জ্বররোগের আবির্ভাব হয়। দুষ্করে প্রজাসকল দুষ্কর হয়। দুর্মুখে লোকসকল দুর্মুখ হয়। হেমলম্বনামক বৎসরে সম্পদ বিনষ্ট হয়। হে মহাদেবি! বিলম্বনামক সংবৎসরে সুভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। বিকারীতে শত্রুকোপ সমুৎপন্ন হয়। প্লবনামকবর্ষে জলপ্লাবন হয়। শোভনে প্রজাসকল সদনুষ্ঠানতৎপর হয়। রাক্ষসনামক বৎসরে লোকে নিষ্ঠুর হয়। আনন্দে বিবিধ ধান্য সমুৎপন্ন হয়। পিঙ্গলে কোন কোন স্থলে সুবৃষ্টি হয়। কালনামক বৎসরে ধনক্ষয় হয়। সিদ্ধার্থে সকল সিদ্ধি সম্পন্ন হয়। রৌদ্রনামকবর্ষে রৌদ্র প্রবর্ত্তিত হয়। দুর্ম্মতিতে বৃষ্টিমধ্যম এবং দুন্দুভিনামক বর্ষে ক্ষেম ও ধান্য সমুৎপন্ন হয়। স্রবন্তে রুধিরবৃষ্টি হয় এবং ক্ষারনামক সংবৎসরে লোকসকলের ধনক্ষয় হয়। এই ষষ্টিসংবৎসর কীর্ত্তন করিলাম।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ষষ্টিসংবৎসরনামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, পাদপগণের প্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিব। উহা দ্বারা ভুক্তিমুক্তি লাভ হয়। বৃক্ষদিগকে সর্ব্বৌষধিসলিলে সিক্ত, পিষ্টাতকে বিভূষিত ও মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, বস্ত্রবেষ্টিত করিবে। স্বর্ণময়ী সূচী দ্বারা সকলের কর্ণবেধ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর হেমশলাকা দ্বারা অঞ্জনাক্ত করিয়া, বেদীতে সাতটি ফল ও প্রত্যেকের উদ্দেশে ঘট সকল অধিবাসিত এবং বলি নিবেদন করিবে। অনন্তর ইন্দ্রাদির অধিবাস ও বনস্পতির উদ্দেশে হোম করিয়া,বৃক্ষমধ্য হইতে গো উৎসর্গ করিবে। পরে অভিষেকমন্ত্র, ঋকযজুসামমন্ত্র ও বারুণমন্ত্রসহায়ে বৃক্ষবেদিস্থ কুম্ভসলিলে তরুগণের ও যজমানের স্নানবিধি সম্পাদিত করিবে। এই সকল সম্পন্ন হইলে, অলঙ্কৃত হইয়া, গো, ভূ, ভূষণ ও বস্ত্র দক্ষিণা এবং যাবদ্দিনচতুষ্টয় ক্ষীরভোজনপ্রদান, পলাশসমিধ ও তিলাদি দ্বারা হোমবিধান এবং আচার্য্যকে দ্বিগুণ দান করিবে। বৃক্ষ ও আরাম প্রতিষ্ঠা করিলে, পাপনাশ ও পরমসিদ্ধি সম্পন্ন হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পাদপারামপ্রতিষ্ঠা কথন নামক ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, জীর্ণোদ্ধারবিধি কীর্ত্তন করিব। গুরু ব্যঙ্গ, ভগ্ন ও অতিজীর্ণ প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্ববৎ গৃহমধ্যে বিবিধ অলঙ্কারসম্পন্ন প্রতিমা ন্যাস করিবে। সংহারবিধির অনুসরণপূর্ব্বক তত্ত্বসকল সংহার করিয়া,নারসিংহমন্ত্রে সহস্রহোমসমাধানান্তে তাহার উদ্ধার করিবেন। দারুময়ী প্রতিমাকে অগ্নিতে বিদারিত, শৈলময়ীকে সলিলে প্রক্ষিপ্ত এবং ধাতুময়ী ও রত্নময়ী প্রতিমাকেও অগাধ জলে বা সাগরে নিক্ষেপ করিবে। জীর্ণাঙ্গকে বস্ত্রাদি দ্বারা প্রচ্ছাদিত ও যানে আরোপিত করিয়া, বাদ্যধ্বনিসহকারে জলমধ্যে প্রক্ষেপ ও গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে। ঐ প্রতিমার যে পরিমাণ ও যে যে দ্রব্যে নির্ম্মাণ, অবিকল তদনুরূপ প্রতিমা সেই দিনেই স্থাপন করিবে।

কূপ, বাপী ও তড়াগাদির জীর্ণোদ্ধারেও মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে জীর্ণোদ্ধারকথন নামক অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মন্! শ্রবণ কর; স্নপনোৎসববিস্তর বর্ণন করি। প্রাসাদের অগ্রে, মণ্ডপে ও মণ্ডলে কুম্ভ সকল স্থাপন এবং আদিতে হরির ধ্যান, অর্চ্চন ও হোম করিবে। পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক সহস্র বা শত হোম করা কর্ত্তব্য। অনন্তর স্নানদ্রব্য আহরণ করিয়া, কলস সকল বিন্যাস ও অধিবাসন সমাধানপূর্ব্বক মণ্ডলমধ্যে সূত্রকণ্ঠ ঘটসকল ধারণ করিবে এবং চতুষ্কোণ পুরনির্ম্মাণান্তে রুদ্রমন্ত্রে যথাযথ বিভাগ ও মধ্যভাগে চরু স্থাপন করিয়া, পার্শ্বে পংক্তি প্রমার্জ্জন করিবে। অনন্তর শালিচূর্ণাদি দ্বারা পূরণ করিয়া, পূর্ব্বাদি নবকে কুম্ভমুদ্রা বন্ধন ও তথায় ঘট আনয়ন করিবে। পরে পুণ্ডরীকাক্ষমন্ত্রে ঐ সকল দর্ভ বিসর্জ্জন ও মধ্যভাগে জলপূর্ণ সর্ব্বরত্নসম্পন্ন ঘট স্থাপন এবং অষ্টদিকে যব,ব্রীহি,তিল, নীবার, শ্যামাক, কুলত্থ, মুদ্গ ও সিদ্ধার্থ যথাক্রমে বিন্যস্ত করিবে। পরে ঐন্দ্রনবক মধ্যে ঘৃতপূর্ণ ঘট ও পলাশ, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, বিল্ব, উডুম্বর,শিরীষ, জম্বু, শমী, কপিত্থ ইহাদের ত্বক্ ও কষায়সংযুক্ত অষ্ট ঘট, যাম্য নবকমধ্যে তিল তৈলঘট ও নারঙ্গ, জম্বীর, খর্জ্জুর, মৃদ্বিকা, নারিকেল, পূগ, দাড়িম ও পলাশ, নৈঋত নবকমধ্যে ক্ষীরপূর্ণ ঘট ও কুঙ্কুম, নাগপুষ্প, চম্পক, মালতী,মল্লিকা, পুন্নাগ, করবীর ও মহোৎপল, বারুণ নবকমধ্যে নারিকেল ও নাদেয়, সামুদ্র, সারস, কৌপ, বর্ষজ, হৈম, নৈর্ঝর ও গাঙ্গ সলিল; বায়ব্য নবক মধ্যে কদলীফল, সহদেবী, কুমারী, সিংহী, ব্যাঘ্রী, অমৃতা, বিষ্ণুপর্ণী, শতশিরা, বচা ও দিব্যৌষধিসমূহ, পূর্ব্বাদি সৌম্য নবক মধ্যে দধিঘট, পত্র, এলা, ত্বক্, কুষ্ঠ, বালক, চন্দনদ্বয়, লতা, কস্তূরিকা, কৃষ্ণাগুরু এবং পূর্ব্বাদিতে সিদ্ধদ্রব্য, ঐকতঃ শান্তিজল, চন্দ্রতার, গিরিসার, ত্রপু, ঘনসার, শীর্ষ ও রত্ন ন্যস্ত করিবে। ঘৃত দ্বারা অভ্যঞ্জন ও উদ্বর্ত্তন করিয়া, মূলমন্ত্রে স্নান করাইবে। অনন্তর গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া, বহ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বভূতবলি বিধান ও দক্ষিণাদান সহকারে ভোজন করাইবে। এইরূপে দেবতা স্থাপন করিবে। অষ্টোত্তর সহস্র ঘটে স্নানমহোৎসব সম্পাদন করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে চণ্ডপূজাকথন নামক একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, প্রতিমা স্থাপিত হইলে, তাহার উদ্দেশে যেরূপ উৎসববিধি অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে বৎসর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবে, সেই বৎসর একরাত্রি, তিনরাত্রি বা আটরাত্রি উৎসব করিবে। যেহেতু বিনা উৎসবে প্রতিষ্ঠা করিলে, কোন ফলই হয় না। অয়নে বা বিষুবে শয়নোপবনে বা গৃহে দেবতার উদ্দেশে যাত্রা করাইবে। তৎকালে মঙ্গলময় অঙ্কুরারোপণ ও নৃত্যগীত বাদ্যাদি সম্পাদন করিতে হইবেক। শরাব ও ঘটিকা প্রভৃতিতে অঙ্কুরারোপণ বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। যব,

শালী, তিল, মুদ্গ, গোধূম, সিতসর্ষপ, কুলথ, মাষ ও নিষ্পাব সকল জলে ধৌত করিয়া,বপন করিবে এবং রাত্রিতে দীপসহায়ে পুরভ্রমণপুরঃসর পূর্ব্বাদিতে ইন্দ্রাদি, কুমুদাদি ও ভূতগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, পদে পদেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু দেবগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবতার নিকট এই প্রকার নিবেদন করিবেন, হে দেব! হে সুরোত্তম! আগামী কল্য তীর্থ যাত্রা করিতে হইবেক। আপনি এ বিষয়ে সর্ব্বথা অনুজ্ঞা বিধান করুন।

এই প্রকার বিজ্ঞাপনান্তে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে এবং প্ররোহ ও ঘটিকা সমভিব্যাহারে স্তম্ভচতুষ্টয়ভূষিত সুসজ্জিত বেদিতে গমন করিয়া, তন্মধ্যে স্বস্তিকে প্রতিমা ন্যাস করিবে। অনন্তর লেখ্য চিত্রে স্থাপন করিয়া, তথায় অধিবাস ও বৈষ্ণবগণের সহিত মূলমন্ত্র দ্বারা অভ্যঙ্গবিধি সমাহিত করিবে। অথবা, সমস্ত রাত্রি ঘৃতধারায় অভিষেক করিয়া, দর্পণ প্রদর্শন পূর্ব্বক গীত বাদ্য সহায়ে নীরাজন এবং গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে প্রতিমা ও ভক্তগণের মস্তকে হরিদ্রা, মুদ্গ, কাশ্মীর ও শুক্লচূর্ণাদি ধারণ করিলে, সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে দেবযাত্রোৎসব নামক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন,সাধারণ প্রতিষ্ঠাবিধি কীর্ত্তন করিব। এই প্রতিষ্ঠা, বাসুদেব প্রতিষ্ঠার ন্যায়। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীদ্বয় এবং ঋষিগণ ইহাঁদের সকলের প্রতিষ্ঠা বিশেষরূপে বলিব।

যে দেবতার যে নাম, তাহার আদ্য অক্ষর গ্রহণ করিয়া, মাত্রা দ্বারা ভেদ করিয়া, দীর্ঘ অঙ্গ সকল ভেদ করিবে। প্রথমে সবিন্দু বীজ কল্পনা করিয়া, পরে সকলের মূলমন্ত্রে পূজন ও স্থাপন করিবে।

নিয়ম, ব্রত, কৃচ্ছ্র, মঠ, সংক্রম, বেশ্ম এবং মাসোপবাস ইত্যাদির স্থাপনবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। শিলা, পূর্ণঘট ও কাংস্যসম্ভার স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মকূর্চ সমাহরণ পূর্ব্বক যবময় চরু শ্রপণ করিবে। তদ্বিষ্ণো ইত্যাদি মন্ত্রে কপিলাক্ষীরে ঐরূপ চরু শ্রপণপূর্ব্বক প্রণবসহায়ে অভিঘারণ ও দর্ব্বী দ্বারা সংঘট্টন করিবে। এইরূপে চরু প্রস্তুত ও অবতারিত করিয়া, বিষ্ণুর অর্চ্চনান্তে হোমকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। তৎকালেব্যাহৃতি ও গায়ত্রীসহকৃত তদ্বিপ্রাস ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে।

এইরূপে হোম করিয়া, আদরপূর্ব্বক চরুর ভাগসকল দান ও দিগ্বলি বিধান করিবে। পরে অষ্টশত পলাশসমিধ ও আজ্য হোম করিয়া, পুরুষসূক্তে ইরাবতী তিলাষ্টক সম্পাদন করিবে। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবগণ, তাঁহাদের অনুযায়িবর্গ, গ্রহসমূহ, লোকেশ্বর সকল এবং পর্ব্বত,নদী ওস মুদ্রসকল ইহাদের উদ্দেশে আহুতি দিয়া, তিনবার স্রুবপূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। বৌষড়ন্ত বৈষ্ণবমন্ত্রে এইরূপ বিধান করিবে। অনন্তর পঞ্চগব্য ও চরুভক্ষণ এবং আচার্য্যকে হেমযুক্ত তিলপাত্র, বস্ত্র ও অলঙ্কৃত গো দক্ষিণা দিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু আপ্যায়িত হউন, বলিয়া, ব্রত উৎসর্গ করিবে।

বিস্তার পূর্ব্বক মাসোপবাসাদির অন্যবিধ প্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যজ্ঞ দ্বারা দেবেশের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া, তিল, তণ্ডুল, নীবার, শ্যামাক, অথবা যব দ্বারা চরু শ্রপণ করিবে এবং আজ্য দ্বারা ঐ চরু আঘারণ ও অবতারণ করিয়া, মূর্ত্তিমন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। তদন্তে পুনরায় মাসপাল বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে হোম করিবে। যথা, ওং বিষ্ণবে স্বাহা। ওং বিষ্ণবে নিভূয়পায় স্বাহা। ওং বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় স্বাহা। ওং নরসিংহায় স্বাহা। ওং পুরুষোত্তমায় স্বাহা।

অনন্তর ররাট মন্ত্রে বিষ্ণুর উদ্দেশে ঘৃতসংপ্লুত দ্বাদশ অশ্বত্থে সমিধ হোম ও দ্বাদশ আহুতি বিধান করিবে। ইদংবিষ্ণুরিরাবতী ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বাদশ আহুতি হোম করিয়া, বিপ্রাসেতি মন্ত্রে তদ্বৎ আজ্যাহুতি হোম করিবে। পরে শেষ হোম করিয়া, তিন বার পূর্ণাহুতি বিধান ও জপ সমাধানান্তে প্রণবসহকারে পৈপ্পলপাত্রে চরু ভক্ষণ করিবে। পরে মাসাদিপতিগণের উদ্দেশে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। গুরু ইহাঁদের মধ্যে ত্রয়োদশ। ইহাঁদিগকে ব্রতপূর্ত্তির জন্য সুন্দর ছত্র, উপানৎ, স্বাদু সলিল, বস্ত্র, স্বর্ণ ও মাল্যসম্পন্ন ত্রয়োদশ কুম্ভ প্রদান করিবে। গো সকল প্রীত হউক এবং সহর্ষে বিচরণ করুক,এই বলিয়া গোগণের গমনাগমনপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রপ, আরাম, মঠ ও সংক্রমণাদি স্থলে দশ হস্ত যূপ নিখাত করিবে। তৎকালে যথাবিধানে সর্ব্বপ্রকারে হোম করিতে হইবেক। অনন্তর গৃহী পূর্ব্বোক্ত বিধানে গৃহে প্রবিষ্ট হইবে।

বিচক্ষণ পুরুষ যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। যে ব্যক্তি আরাম নির্ম্মাণ করে, সে চির কাল নন্দনে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মঠ প্রদান করে, সে স্বর্গে অবস্থিতি করে। প্রপ দান করিলে, বরুণলোকে বাস করিতে পারা যায়। সংক্রম নির্ম্মাণ করিলেও বরুণলোক লাভ হইয়া থাকে। ইষ্টকাসেতু প্রতিষ্ঠা করিলে, গোলোকে বাস হইয়া থাকে। পথ প্রস্তুত করিয়া দিলে, গোলোকে বাস করিতে পারা যায়। নিয়মকৃৎ ব্যক্তি সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, কৃচ্ছ্রকৃৎ ব্যক্তি সর্ব্বপাপ বিনাশ করে এবং গৃহকৃৎ ব্যক্তি প্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সমুদায় প্রতিষ্ঠা কথন নামক ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, সভাদির স্থাপন ও প্রবর্ত্তনবিধি কীর্ত্তন করিব।

ভূমিপরীক্ষা হইলে, বাস্তুযাগ করিবে। পরে স্বেচ্ছানুসারে সভা করিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে দেবতা স্থাপন করিবে। চতুষ্পথে বা গ্রামাদিতে সভা করিবে, শূন্য স্থানে করিবে না। সভাস্থাপয়িতা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া,স্বীয়কুলসমুদ্ধরণপূর্ব্বক পরিণামে স্বর্গে বিহার করেন। বক্ষ্যমাণ বিধানক্রমে ভগবান্ হরির রাজাদিবৎ সপ্তভৌম গৃহ নির্ম্মাণ করাইবে। কোণভুক্‌দিগকে বর্জ্জন করিয়া চতুঃশাল বা ত্রিশাল, বা দ্বিশাল, অথবা একশাল গৃহ প্রস্তুত করিবে। কোনক্রমেই ব্যয়বাহুল্য করিবে না। তাহাতে দোষাপত্তি হইয়া থাকে। আয়াধিকে পীড়া জন্মে। তজ্জন্য সমদ্বয় বিধান করিবে।

ইত্যাদি কার্য্য সকল সম্পন্ন হইলে, প্রাতঃ-

কালে সর্ব্বৌষধি সলিলে কৃতস্নান, শুচি ও অতন্দ্রিত হইয়া মধুর দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধানান্তে গোপৃষ্ঠে হস্ত দিয়া দ্বিজাতি দ্বারা স্বস্তিবাচন ও দৈবজ্ঞগণের অর্চ্চনাপুরঃসর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তথায় প্রবেশপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া বক্ষ্যমাণ পুষ্টিকর মন্ত্রপাঠ করিবে, ওং নন্দে। তুমি বশিষ্ঠের পরিপালিতা; বসু ও প্রজাগণের সহিত আমার আনন্দ বিধান কর। তুমি জয়া, তুমি ভার্গবের দায়াদা, তুমি প্রজাগণের বিজয়াবহা, তুমি পূর্ণস্বভাবা, তুমি আঙ্গিরার দায়াদা। আমাকে পূর্ণকাম কর। তুমি ভদ্রা ও কশ্যপের দায়াদা। আমার বুদ্ধিকে সৎপথে চালিত কর। তুমি সর্ব্বপ্রকার ওষধিবীজে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার রত্নৌষধিতে পরিবৃত। তুমি পরম শোভাশালিনী ও সকলের আনন্দজননী। তুমি নন্দা ও বশিষ্ঠের পরিপালিতা। আমার এই স্থানে সর্ব্বদা বিহার কর। তুমি প্রজাপতির পুত্রী। তুমি দেবী। তুমি চতুরস্রা ও মহীয়সী। তুমি সুভগা ও সুব্রতা। তুমি কাশ্যপী। তুমি সর্ব্বভূতধরিত্রী। এই গৃহে বিহার কর। তুমি পরমাচার্য্যগণের পরমপূজিতা গন্ধমাল্যে অলঙ্কৃতা ও ভবভূতিবিধায়িনী। তুমি দেবী ও ভার্গবী। এই গৃহে বিহার কর। তুমি ব্যক্তা, অব্যক্তা, পরিপূর্ণরূপা ও অঙ্গিরার দুহিতা। হে ইষ্টকে! তুমি আমার অভীষ্ট সম্পাদন কর। আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করি। তুমি দেশস্বামী, পুরস্বামী ও গৃহস্বামীর পরিগ্রহ। মনুষ্য, ধন, হস্তী ও অন্যান্য পশুগণের বৃদ্ধিবিধান ও আমার সকল কামনা পূরণ কর।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে সভাগৃহস্থাপন নামক চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন,অধুনা, শালগ্রামাদি চক্রাঙ্কপূজাবিধি কীর্ত্তন করিব। ইহা শ্রবণ করিলে, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

ভগবান্ হরির পূজা তিন প্রকার; কাম্য, অকাম্য ও উভয়াত্মিকা। তন্মধ্যে মীনাদ্য পঞ্চ অবতারমূর্ত্তির পূজা কাম্য বা উভয়াত্মক। বরাহ, নৃসিংহ ও বামনের পূজা মুক্তি বিধান করে। শালগ্রামের পূজাপ্রকার শ্রবণ কর। যাহাতে কোনরূপ ফলকামনা নাই, তাদৃশী পূজা উত্তম; যাহাতে ফল কামনা আছে, তাহা মধ্যম, আর মূর্ত্তিপূজা অধমপূজা।

হৃদয়ে প্রণব এবং কর ও দেহে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, মুদ্রাত্রয় বিধান করিয়া, চক্রের বহির্দ্দেশে পূর্ব্বদিকে গুরুর পূজা করিবে। অনন্তর বারুণ দিকে গণদেব, বায়বে ধাতা, নৈঋতে বিধাতা, দক্ষিণে কর্ত্তা, সৌম্যে হর্ত্তা, ঈশানে বিষ্বক্সেন, আগ্নেয়ে ক্ষেত্রপাল,প্রাগাদিতে ঋগাদিবেদসমুদায়, আধাররূপী অনন্ত, পৃথিবী, পীঠ, পদ্ম, অর্ক চন্দ্র ও অনল নামক মণ্ডলত্রয়, আসন এবং দ্বাদশমন্ত্রে সেই আসনে স্থাপনপূর্ব্বক শিলার অর্চ্চনা করিবে। প্রণব দ্বারা সকলের যথাক্রমে পূজা করিয়া, পরে বিষ্বক্সেন, চক্র ও ক্ষেত্রপাল এই তিন দেবতার উদ্দেশে তিন মুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

পূর্ব্ববৎ ষোড়শার সপদ্ম মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গসহায়ে গুর্ব্বাদির পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে এবং বেদাদ্য মন্ত্রে পূর্ব্বে ও সৌম্যাদিকে ধনু, বাণ ও আসন প্রদান এবং দ্বাদশার্ণে শিলা বিন্যাস করিবে। তৃতীয় পূজা শ্রবণ কর। অষ্টার পদ্ম অঙ্কিত করিয়া, পূর্ব্ববৎ গুরু

প্রভৃতির পূজা করিবে এবং অষ্টার্ণে আসন দান করিয়া, শিলা বিন্যাস করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে শালগ্রামাদিপূজাকথন নামক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, চণ্ডীর বিংশতি হস্ত। তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্ত সমূহে শূল, অসি, শক্তি, চক্র, প্রাশ, খেট, আয়ুধ, অভয়, ডমুরু ও শক্তিকা এবং বামকরসমূহে নাগপাশ, খেটক, কুঠার, অঙ্কুশ, ধনু, ঘণ্টা, ধ্বজ, গদা, আদর্শ ও মুদ্গর। অথবা, চণ্ডীর দশ বাহু। তাঁহার অধোভাগে ছিন্নমূর্দ্ধা ও পাতিতমস্তক মহিষ। ক্রোধভরে হস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া আছে। ঐ মহিষের গ্রীবা হইতে এক পুরুষ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহার হস্তে শূল, মুখে রক্ত বমন হইতেছে এবং তাহার কেশ, মাল্য ও লোচনযুগল রক্তবর্ণ; গলদেশ পাশবদ্ধ এবং ঐ পুরুষ সিংহকর্ত্তৃক আস্বাদ্যমান। চণ্ডীর দক্ষিণ পদ সিংহের স্কন্ধে এবং বামপদ নীচগ অসুরের পৃষ্ঠদেশে বিন্যস্ত। এই ত্রিনেত্রা, সশস্ত্রা ও রিপু-মর্দ্দিনী দুর্গারূপিণী চণ্ডীকে নবপদ্মাত্মক স্থানে স্ব-মূর্ত্তিতে পূজা করা কর্ত্তব্য।

আর এক মূর্ত্তির অষ্টাদশ বাহু। তন্মধ্যে দক্ষিণকরসমূহে মুণ্ড, খেটক, আদর্শ, তর্জ্জনী, চাপ, ধ্বজ, ডমুরু ও পাশ এবং বামহস্তসমূহে শক্তি, মুদ্গর, শূল, বজ্র, খড়্গ, অঙ্কুশ, শর, চক্র ও শলাকা। অবশিষ্ট মূর্ত্তির ষোড়শ বাহু। রুদ্র চণ্ডাদি নয় মূর্ত্তির হস্তে ডমরু ও তর্জ্জনী ভিন্ন উল্লিখিত সমস্ত অস্ত্রই বিরাজমান। রুদ্রচণ্ডাদি শব্দে রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা ও উগ্রচণ্ডা। এই সকলের বর্ণ যথাক্রমে রোচনাভ, অরুণ, অসিত, নীল, শুক্ল, ধূম্র, পীত ও শ্বেত। ইহাঁরা সকলেই সিংহের উপর আরোহণ পূর্ব্বক আলীঢ়া হইয়া, মুষ্টি দ্বারা মহিষ ও তাহার গ্রীবাসম্ভূত শস্ত্রশালী পুরুষের কচ গ্রহণ করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁদিগকে নবদুর্গা বলে। পুত্রাদিবৃদ্ধির জন্য ইহাঁদের প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।

আদ্যচণ্ডিকা গৌরী। তাঁহার হস্তে কুণ্ডী, অক্ষর, দন্ত ও অগ্নি। তিনিই রম্ভাবলে বিনা অগ্নিতে সিদ্ধিলাভ করেন।

ললিতার বাম হস্তে স্কন্ধ ও মস্তক এবং দক্ষিণ করে দর্পণ।

লক্ষ্মীর যাম্য করে পদ্ম ও বাম হস্তে শ্রীফল।

সরস্বতীর হস্তে পুস্তক, অক্ষমালা ও বীণা।

জাহ্নবীর হস্তে কুম্ভ ও অব্জ, বর্ণ শ্বেত এবং তাঁহার আসন মকর।

যমুনা শ্যামবর্ণা এবং কুম্ভ হস্তে কূর্ম্মোপরি আসীনা।

তুম্বুরু শুক্লবর্ণ এবং শূল ও বীণাহস্তে মাতার পুরোভাগে বৃষে আরূঢ়।

গৌরী চতুর্ম্মুখী, ব্রহ্মচারিণী ও অক্ষমালা হস্তে বিরাজমানা।

শাঙ্করী শ্বেতবর্ণা ও হংসগামিনী। ইহাঁর বাম হস্তে কুণ্ড ও অক্ষপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে শর ও চাপ।

কৌমারী দ্বিবাহুকা, রক্তবর্ণা, শক্তিহস্তা ও শিখিপৃষ্ঠে আসীনা।

বারাহী দণ্ড, শঙ্খ, অসি ও গদা হস্তে মহিষপৃষ্ঠে অধিরূঢ়া; বাম হস্তে চক্র এবং পার্শ্বে গদাপদ্ম-ধারিণী লক্ষ্মী বিরাজমানা।

ইন্দ্রাণী সহস্রলোচনাও বাম হস্তে বজ্রধারিণী।

চামুণ্ডার তিন নয়ন কোটরে মগ্ন, দেহে মাংস নাই, অস্থিমাত্র সার, কেশ সকল ঊর্দ্ধগ, উদর কৃশ, পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম, বামহস্তে কপাল ও পট্টিশ, দক্ষিণহস্তে শূল ও কর্ত্রী, অস্থি ভূষণ ও শব আসন।

বিনায়কের আকার মনুষ্যের ন্যায়, কুক্ষি বৃহৎ, আনন গজসদৃশ, শুণ্ড বৃহৎ, গলে উপবীত, মুখ সপ্তফলপরিমিত, শুণ্ড বিস্তারে ও দৈর্ঘ্যে ষট্ত্রিংশদঙ্গুল, গ্রীবা সার্দ্ধফলোচ্ছ্রিত, কর্ণ ষট্ত্রিংশদঙ্গুল, গুহ্য অধ্যর্দ্ধ অঙ্গুল।

যক্ষিণীদিগের লোচন স্তব্ধ ও দীর্ঘ; শাকিনীদের দৃষ্টি বক্র এবং অপ্সরাদের নয়ন পিঙ্গলবর্ণ ও শরীর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ।

দ্বারপাল নন্দীশ্বর অক্ষমালা ও ত্রিশূল হস্ত।

মহাকালের হস্তে অসি, মুণ্ড, শূল ও খটক। ভৃঙ্গী কৃশদেহ ও নৃত্যপরায়ণ। বীরভদ্রাদিগণ সকলের বর্ণ ও বদনাদি গজ ও গবাদিবৎ। ঘণ্টাকর্ণ পাপরোগের নিহন্তা ও অষ্টাদশ বাহুবিশিষ্ট। তাঁহার হস্তে বজ্র, অসি, দণ্ড, চক্র, ঈষু, অঙ্কুশ, মুদ্গর, তর্জ্জনী, খেট, শক্তি, মুণ্ড, পাশ, চাপ, ঘণ্টা, কুঠার ও দুই হস্তে দুই শূল। এই ঘণ্টামালাসমাকুল ঘণ্টাকর্ণ বিস্ফোটক বিমর্দ্দিত করেন।

রুদ্রচর্চ্চিকা ঊর্দ্ধাস্যপাদশালিনী ও গজচর্ম্মপরিধানা এবং অষ্টবাহুবিশিষ্টা।

রুদ্রচামুণ্ডা নাটের ঈশ্বরী ও নৃত্যপরায়ণা। ইনিই মহালক্ষ্মী, চতুর্ম্মুখী ও সর্ব্বদা উপবিষ্টা হইযা, হস্তস্থিত নৃ, বাজী, মহিষ ও গজসকল ভক্ষণ করিতেছেন। ইহাঁর বাহু দশ ও নয়ন তিন। দক্ষিণহস্তে শস্ত্র, অসি ও ডমুরু এবং বাম হস্তে ঘণ্টা, খেটক, খট্বাঙ্গ ও ত্রিশূল। ইনিই সিদ্ধ চামুণ্ডা নামে সিদ্ধযোগের ঈশ্বরী ও সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। রূপবিদ্যা ভৈরবী দ্বাদশভুজশালিনী। ইহাঁদিগকে অম্বাষ্টক বলে। শ্মশানে ইহাঁদের আবির্ভাব।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে দেবীপ্রতিমালক্ষণ নামক ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, সূর্য্য পদ্মদ্বয় হস্তে সপ্তাশ্বপরিচালিত একচক্র রথে আরূঢ়; তাঁহার দক্ষিণে কুণ্ডী মসীভাজন ও লেখনী হস্তে বিরাজমান এবং বামে দণ্ডধর পিঙ্গল আসীন। ইনিই রবির গণ, পার্শ্বে ছায়া ও রাজ্ঞী বাল ব্যজন ধরিযা আছেন। অথবা, সূর্য্য একাকী অশ্বে আরূঢ়, এই রূপে নির্ম্মাণ করিবে।

দিক্পালগণ সকলেই বরদ ও দ্বিপদ্মহস্ত এবং যথাক্রমে মুদ্গার, শূল, চক্র ও অব্জ ধারণ করেন। সূর্য্য, অর্য্যমা ও নৈঋতোদি অগ্ন্যাদি বিদিক্স্থিত ও চতুর্হস্ত। বরুণ, সূর্য্য, সহস্রাংশু, ধাতা, তপন, সবিতা, গভস্তিক, রবি, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা, চিত্র ও বিষ্ণু ইহাঁরা মেষাদিরাশিসংস্থ। ইহাঁদের বর্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণ, রক্ত, ঈষৎ রক্ত, পীত, পাণ্ডর, সিত, কপিল, পীত, শুকাভ, ধবল, ধূম্র ও নীল এবং ইহাদের শক্তি যথাক্রমে ঈড়া, সুষুম্না, বিশ্বাচি, ইন্দু, প্রমর্দ্দিনী, প্রহর্ষিণী, মহাকালী, কপিলা, প্রবোধনী, নীলাম্বরা, ঘনান্তস্থা ও অমৃতা। চন্দ্রের হস্তে কুণ্ডিকা ও জপমালা কুজের হস্তে শক্তি ও অক্ষমালা; বুধের হস্তে ধনু ও অক্ষমালা, জীবের হস্তে কুণ্ডী ও অক্ষমালা, শুক্রের কুণ্ডী ও অক্ষমালা, শনির কটিতটে কিঙ্কিণী, সূত্র, রাহুর হস্তে অর্দ্ধচন্দ্র, কেতুর হস্তে খড়্গ ও

দীপ। অনন্ত, তক্ষক, কর্ক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক ইহারা সকলেই ফণবক্ত্র ও মহাপ্রভ। ইন্দ্রের হস্তে বজ্র ও বাহন ঐরাবত। অগ্নি ছাগ-পৃষ্ঠে অধিরূঢ় ও শক্তিহস্ত। যমের হস্তে দণ্ড ও আরোহণ মহিষে। নৈর্ঋতের হস্তে খড়গ। বরুণ পাশ হস্তে মকরে আসীন। বায়ু ধ্বজ হস্তে মৃগ-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। কুবের মেষস্থ ও গদাহস্ত। ঈশান জটাজূটমণ্ডিত ও বৃষারূঢ়। লোকপালগণ সকলেই দ্বিহস্ত। বিশ্বকর্ম্মা অক্ষসূত্রভৃৎ, হনুমান্ বজ্রহস্ত ও পদদ্বয়ে সম্পীড়িতাশ্রয়; কিন্নরগণ সকলেই বীণাহস্ত, বিদ্যাধরেরা মাল্যপাণি; পিশাচগণ দুর্ব্বলদেহ, বেতালেরা বিকৃতানন, ক্ষেত্রপালগণ শূলহস্ত এবং প্রেতগণ কৃশ ও মহোদর।

ইত্যাগ্নেয়ে মঃ পুরাণে সূর্য্যাদিপ্রতিমালক্ষণ সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

হয়গ্রীব কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিষ্ণ্বাদির প্রতিষ্ঠাদি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট পঞ্চরাত্র, সপ্তরাত্র, হয়শীর্ষতন্ত্র, ত্রৈলোক্য-মোহন তন্ত্র, বৈভব ও পৌষ্করতন্ত্র, নারদীয় ও শাণ্ডিল্যতন্ত্র, বৈশ্বক ও শৌনকতন্ত্র, জ্ঞানসাগর বাশিষ্ঠতন্ত্র, প্রহ্লাদসার্গ ও গালবপ্রোক্ত তন্ত্র, স্বায়ম্ভুব তন্ত্র ও কপিলতন্ত্র, তার্ক্ষ্য ও নারায়ণীয় তন্ত্র, আত্রেয় ও নারসিংহ তন্ত্র, আনন্দ ও আরণ তন্ত্র, বৌধায়ন, আর্ষ ও বিশ্বোক্ত তন্ত্র বর্ণন করিয়াছি।

কচ্ছদেশ, কাবেরী, কোঙ্কণ, কামরূপ, কলিঙ্গ, কাঞ্চী, কাশ্মীর ও কোশল এই সকল দেশ, সম্ভব ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিয়া, মধ্যদেশাদি সমুদ্ভূত দ্বিজাতি দ্বারা প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করিবে। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী ইহাদিগকে পঞ্চরাত্র বলে। দেশিক আপনাকে ব্রহ্মা ও পরম বিশুদ্ধভাব বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিবে। যিনি তন্ত্র-পারগ, সর্ব্বলক্ষণহীন হইলেও তিনিই গুরু।

দেবপ্রতিমাসকল নগরাভিমুখে স্থাপন করিবে, পরাঙ্মুখে স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের, অগ্নিকোণে অগ্নির, মাতৃকাগণের, ভূতসমূহের ও যমের; দক্ষিণে চণ্ডিকার, নৈর্ঋতে পিতৃদেবতাদির, বারুণে বরুণাদির, ববায়ব্যে বায়ুর ও নাগের, সৌম্যে যক্ষ ও গুহের, ঈশানে চণ্ডীশ্বর ও মহাদেবের এবং সকল দিকে বিষ্ণুর ও মধ্যভাগে ব্রহ্মার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া প্রাচীন দেবকুলের পীড়নপূর্ব্বক স্বল্প বা সম বা অধিক প্রমাণে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিবেন না। উভয়ের দ্বিগুণ সীমাত্যাগ করিয়া অন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে; কখনও উভয়ের পীড়ন করিবে না।

ভূমি শোধিত হইলে, প্রাকারসীমাপর্য্যন্ত ভূপরিগ্রহ করিয়া পরে, ভূতবলি আহরণ করিবেক এবং মাষ, হরিদ্রাচূর্ণ, লাজ, দধি, শক্তু ও মুক্তা-সকল অষ্টাক্ষর মন্ত্রে অষ্ট দিকে নিপাতিত করিয়া এইপ্রকার কহিবে, এই ভূতলে যে সকল রাক্ষস ও পিশাচ অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সকলে অপগমন করুক; আমি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করিব। এই বলিয়া গোদিগকে হলবাহন পূর্ব্বক ভূবিদারণ করিবে।

আট পরমাণুতে এক রথারেণু, আট রথা-রেণুতে ত্রসরেণু, আট ত্রসরেণুতে বালাগ্র, আট বালাগ্রে লিখ্যা, আট লিখ্যাতে যূকা, আট যূকায় যবমধ্য, আট যবমধ্যে অঙ্গুল, চতুর্ব্বিংশতি

অঙ্গুলে হস্ত এবং একহাত চারি অঙ্গুলে এক পদ্ম-হস্ত।

ইত্যাগ্নেয়ে আদ্যমহাপুরাণে ভূমিপরিগ্রহনামক অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, পূর্ব্বে সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর এক মহাভূত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। দেবগণ উহাকে নিহত করেন। ঐ ভূতই পৃথিবীতে বাস্তুপুরুষ নামে বিখ্যাত।

ষষ্টিষষ্টি পদক্ষেত্রে কোণার্দ্ধসংস্থিত ঈশানের ঘৃত ও অক্ষতযোগে পূজা করিয়া, পরে উৎপল-জলে পদগ পর্জ্জন্য, পতাকা দ্বারা দ্বিপদস্থ জয়ন্ত, সর্ব্বাক্ত দ্বারা এককোষ্ঠস্থ মহেন্দ্র, বিতান দ্বারা পদস্থ রবি, ঘৃত দ্বারা অর্দ্ধপদস্থ সভ্য, শাকুন মাংসে কোণার্দ্ধপদসংস্থিত ব্যোম, স্রুক দ্বারা অর্দ্ধপদ গবহ্নি, লাজ দ্বারা একপদস্থ পূষা, স্বর্ণ দ্বারা দ্বিপদস্থ বিতথ, মথন দ্বারা গৃহাক্ষত, মাংস ও ওদন দ্বারা একত্রে অবস্থিত ধর্ম্ম ও ঈশ, গন্ধ দ্বারা দ্বিপদ গন্ধর্ব্ব, নীলপট দ্বারা একস্থ ও ঊর্দ্ধস্থ মল এবং কৃশার দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করিবে। অনন্তর দন্তকাষ্ঠ দ্বারা পদস্থ দৌবারিক যাবক দ্বারা সুগ্রীব, কুশস্তম্ব দ্বারা পুষ্পদন্ত, পদ্ম দ্বারা অরুণ, সুরা দ্বারা অসুর, ঘৃত সলিলে শেষ, যব দ্বারা পদার্দ্ধস্থ পাপ, মণ্ডক দ্বারা অর্দ্ধস্থ রোগ সমূহ, নাগ পুষ্পে নাগ, ভক্ষ্য দ্বারা মুখ্য, মুদ্গৌদন দ্বারা ভল্লাট, মধু দ্বারা সোম, শালূক পায়স দ্বারা ঋষি, লেপিকা, দিতি, পূরিকা দ্বারা াপ, পয়ঃ দ্বারা ঈশাধ, দধি দ্বারা চাপবৎস, ়ড়ুক দ্বারা মরীচি, রক্তপুষ্প দ্বারা ব্রহ্মাধঃ কোণ কোষ্ঠস্থ সূর্য্য, কুশোদক দ্বারা তাহার অধঃকোষ্ঠস্থ সাবিত্রী, শ্বেতচন্দন দ্বারা চতুপদস্থ বিবস্বান, অন্ন দ্বারা বক্ষোধঃ কোণকোষ্ঠস্থ ইন্দ্র, ইন্দ্রের অধঃ-কোণকোটস্থ ইন্দ্রজয়, ঘৃতান্ন দ্বারা এবং গুড়পায়স দ্বারা চতুঃপদস্থ ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিবে। পরে বায়ুর অধকোটস্থ রুদ্রকে পক্ক মাংস, তদধঃকোণ-কোষ্ঠস্থ যক্ষকে আর্দ্রফল, চতুষ্পদস্থ মহীরুহকে মাষ ও মাংসান্ন, মধ্য চতুষ্পদে ব্রহ্মাকে তিল-তণ্ডুল, চরকীকে মাংস ও সর্পি,স্কন্দকে কৃথশরা ও রক্ত, বিদারীকে রক্তপদ্ম, কন্দর্পকে ফলোদন, পূতনাকে পল ও পিত্ত, জম্ভকে মাংস ও অসৃক্, পাপাকে পিত্ত, রক্ত ও অস্থি, পিলিপিচ্ছকে মাল্য ও শোণিত, ঈশানে রক্তমাংস ও তাহার অভাবে অক্ষতপ্রদান এবং রক্ষোগণ,মাতৃগণ,পিশাচাদিগণ, পিতৃগণ, ও ক্ষেত্রপালগণ, ইহাঁদিগকে প্রকামতঃ অর্চ্চনা করিবে। ইহাঁদের উদ্দেশে হোম বা ইহাঁ-দিগকে তৃপ্ত না করিয়া কখনও প্রাসাদাদি প্রতিষ্ঠা করিবে না।

ইহাঁদের পূজাদি হইলে, পশ্চাৎ ব্রহ্মস্থানে হরি, লক্ষ্মী, গণ, বাস্তুময় মহীশ্বর, বর্দ্ধনী সহিত ঘট, মধ্যভাগে ব্রহ্মা, কুম্ভমধ্যে ব্রহ্মাদি দিগীশ্বর-বর্গ এই সকলের সবিশেষ অর্চ্চনা করিবেক। পরে পূর্ণাহুতি প্রদানপুরঃসর স্বস্তিবাচন, প্রণাম ও কর্করী গ্রহণ করিয়া সম্যক্ বিধানে মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সূত্র-মার্গানুসারে তোয়ধারা ভ্রমণ করাইয়া, উল্লিখিত মার্গে পূর্ব্ববৎ সপ্তবীজ নিবাপন করিবে। সূত্র-মার্গানুসারে খাতপ্রারম্ভ বিধানপূর্ব্বক মধ্যস্থলে হস্তমাত্রপ্রমাণ গর্ত্ত খনন ও অধোদিকে চারি অঙ্গুল স্থান লেপন করিয়া, অর্চ্চনা করিবে এবং চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া অর্ঘ্যদান ও কর্করী

দ্বারা গর্ত্ত পূরণ পূর্ব্বক শ্বেতপুষ্প সকল ন্যস্ত করিবে। এইরূপে অর্ঘ্যদান বিনিষ্পন্ন হইলে, গুরুকে গো বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া কালজ্ঞ, স্থপতি ও বৈষ্ণবাদির অর্চ্চনা করিবেক।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অর্ঘ্যদানকথন নামক ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভগবান্ হরির এক বৎসর পূজা করিলে, যে ফল, তাঁহার পবিত্রারোহণে সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। উহা কীর্ত্তন করিব। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রতিপৎ তিথি বনদ বলিয়া পরিগণিত। ঐ তিথিতে ভগবানের পবিত্রারোহণ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়াদি তিথিক্রমে শ্রী, গৌরী, গণেশ, সরস্বতী, গুহ, মার্ত্তণ্ড, মাতৃগণ, দুর্গা, নাগ, ঋষি, হরি, মন্মথ, শিব ও ব্রহ্মা এই সকল দেবতার পবিত্রারোহণ সম্পাদন করিবে। ফলতঃ, যে, যে দেবতার ভক্ত, তাহার পক্ষে সেই তিথিই পবিত্র। পবিত্রারোহণে মন্ত্রাদি যদিও পৃথক্, কিন্তু বিধির কোন প্রভেদ নাই।

স্বর্ণ, রজত, তাম্র ও কার্পাসাদি, এই সকল দ্রব্যে নির্ম্মিত, কিংবা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক কর্ত্তিত, তদলাভে সংস্কৃত ত্রিগুণ সূত্র ত্রিগুণীকৃত. করিয়া, তদ্দ্বারা পবিত্র প্রস্তুত করিবে এবং হে প্রভো! তুমি যাহা বলিয়াছিলে, ক্রিয়ালোপ বিঘাতার্থ আমি সেইরূপে পবিত্র প্রস্তুত করিতেছি। হে নাথ! হে জয়স্বরূপ! হে অব্যয়! আমার যেন সকল বিঘ্ন দূর হয়। এই বলিয়া, সবিশেষ অর্চ্চনা সহকারে প্রথমে মণ্ডলে উহা বন্ধন করিবে। তৎকালে, ওং নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নোবিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ইত্যাদি গায়ত্রী জপ করিতে হইবেক। প্রতিমাসমূহে জানু, ঊরু ও নাভি নাম পর্য্যন্ত পবিত্র বন্ধন করিবে, আর, বনমালা পাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা কর্ত্তব্য।

স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাধান করিয়া, রোচনা, অগুরু, কর্পূর, হরিদ্রা ও কুঙ্কুমাদি অথবা চন্দনাদি দ্বারা সূত্রসকল রঞ্জিত করিয়া, একাদশীতে যামগৃহে ভগবানের অর্চ্চনা ও পীঠমধ্যে সমস্ত পরিবারকে বলি প্রদান করিবেক। ক্ষ্যোং বলিয়া দ্বারাস্তে ক্ষেত্রপালকে, দ্বারোপরি শ্রীকে, দক্ষিণে ধাতা, বিধাতা, গঙ্গা ও যমুনাকে এবং মধ্যে শঙ্খ ও পদ্মনিধি উভয়কে পূজা করিয়া, স্থির হইয়া, বক্ষ্যমাণ বিধানে ভূতশুদ্ধি বিধান করিবে; ওং হ্রূং হঃ ফট্ হ্রূ গন্ধতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং হ্রূং হঃ ফট্ হ্রূং রসতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং হ্রূং হঃ ফট্ হ্রূং রূপতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং হ্রূং হঃ ফট্ হ্রূং স্পর্শতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং হ্রূং হঃ ফট্ হ্রূং শব্দতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ।

পঞ্চ উদ্ঘাত দ্বারা পাদযুগ্ম মধ্যস্থিত, ইন্দ্রাধিদৈবত, বজ্রলাঞ্ছিত, কঠিন, পীতবর্ণ, চতুরস্র গন্ধতন্মাত্ররূপ ভূমিমণ্ডল স্মরণ করিবে। অনন্তর এই রূপ ক্রমে রসতন্মাত্র শোধনপূর্ব্বক রসমাত্র ও রূপমাত্রে প্রবিলাপিত করিয়া, সংহার করিবে। যথা, ওং হ্রী হঃ ফট্ হ্রূ রসতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং হ্রূং হঃ ফট্ হ্রূং রূপতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং হ্লীং হঃ ফট্ হ্রূং স্পর্শতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং হ্লীঃ হঃ ফট্ হ্রূং শব্দতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ।

এই রূপে উদ্ঘাতচতুষ্টয় দ্বারা রসতন্মাত্র শুদ্ধ করিয়া ধ্যান করিবে। ইহা জানু নাভি

মধ্যগত, শ্বেতবর্ণ, পদ্মলাঞ্ছিত, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও অরুণদৈবত।

অনন্তর রূপতন্মাত্রে সংহার করিবে। যথা, ওং হ্রূং হঃ ফট্ হ্রূং রূপতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং ঐং হঃ ফট্ ঐ স্পর্শতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ। ওং ঐং হঃ ফট্ ঐং শব্দতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ।

এইরূপ উদ্ঘাতত্রয় সহায়ে শোধনপূর্ব্বক ত্রিকোণ, রক্তবর্ণ, স্বস্তিকলাঞ্ছিত, নাভিকণ্ঠমধ্যগত, বহ্নিমণ্ডলস্বরূপ, অগ্নিদৈবত রূপতন্মাত্রকে স্পর্শতন্মাত্রে সংহার করিবে। ওং হ্রোং হঃ ফট্ হ্রূং স্পর্শতন্মাত্রং সংহরামি নঃ। ওং হ্রোং হঃ ফট্ হ্রূং শব্দতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ।

এইরূপে বায়ুমণ্ডলরূপে কণ্ঠনাসামধ্যগত, বর্ত্তুলাকৃতি, ধূম্রবর্ণ, শুদ্ধেন্দুলাঞ্ছিত, স্পর্শতন্মাত্রকে উদ্ঘাতদ্বিতয় দ্বারা শোধন ও ধ্যান করত শব্দতন্মাত্রে লীন করিবে। ওং হ্রোং হঃ ফট্ হ্রূং শব্দতন্মাত্রং সংহরামি নমঃ।

এইরূপ একমাত্র উদ্ঘাত দ্বারা নাসাপুটশিখান্তস্থ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ আকাশস্বরূপ শব্দতন্মাত্রকে আকাশে উপসংহৃত করিবেক।

অনন্তর উল্লিখিত বিধানে শোষণাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি করিয়া, পাদাদি হইতে শিখা পর্য্যন্ত শুক্ক কলেবর ধ্যান করিবে। অনন্তর খং বং ও রং বীজসহায়ে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে বিনির্গত জ্বালামালাসমাযুক্ত অমৃতবিন্দু ধ্যান করিয়া,তদ্দ্বারা ভস্মকলেবর সংপ্লাবিত করিবে। এই রূপে দিব্য দেহ সম্পাদন এবং করে ও দেহে ন্যাস করিয়া, মানস যাগ করিবে। পরে মানসকুসুমাদি দ্বারা মূলমন্ত্রে হৃৎপদ্মে অঙ্গ সহিত ভুক্তিমুক্তিদ সুরেশ্বর-হরির এই বলিয়া বিহিতবিধানে পূজা করিবে, হে দেবদেবেশ! তোমার স্বাগত। হে কেশব! সন্নিহিত হও এবং প্রকৃত রূপে পরিভাবিত মানসী পূজা গ্রহণ কর।

অনন্তর মধ্যভাগে আধারশক্তি কূর্ম্ম, অনন্ত ও মহী, অগ্ন্যাদিতে ধর্ম্মাদি ও ইন্দ্রমুখ্য দেবগণের পূজা করিয়া, মধ্যে সত্ত্বাদি গুণত্রয়, মায়া ও বিদ্যাখ্য তত্ত্ব, পদ্ম, কালতত্ত্ব, সূর্য্যাদিমণ্ডল, পক্ষিরাজ গরুড়, এই সকলের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর গণ, সরস্বতী, নারদ, নলকুবর, গুরু, গুরুপাদুকা, পরগুরু ও পরগুরুর পাদুকা, কেশের মধ্যস্থ পূর্ব্বসিদ্ধ ও পরসিদ্ধ শক্তিসমূহ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, কান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, মহেন্দ্রাদি দেবতা, আবাহিত হরি, ধৃতি, শ্রী, রতি ও মূলমন্ত্রে স্থাপিত অচ্যুত, ইহাঁদের পূজা করিবেক।

পরে, ওং উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিমুখ ও সন্নিহিত হও, এই প্রকার প্রার্থনান্তে অর্ঘ্যাদি বিন্যাস ও দান করিয়া, গন্ধাদি সহকারে মূলমন্ত্রে বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং পুনরায় ওং ভীষয় ভীষয় হৃৎ-শিরস্ত্রাময়মর্দ্দয় মর্দ্দয় শিখা অগ্ন্যাদৌসশস্ত্রতোস্ত্রকম্ রক্ষ রক্ষ প্রধ্বংসয় প্রধ্বংসয় কবচায় নম; ওং হ্রূং ফট্ অস্ত্রায় নমঃ ইত্যাদি বিধানে মূলবীজে অঙ্গার্চ্চনা করিবে। পরে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমাদি দিগ্‌বিভাগে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইত্যাদি মূর্ত্ত্যাবরণ পূজা করিয়া, অগ্ন্যাদি কোণে ভগবান্ হরির শ্রী, ধৃতি, রতি ও কান্তি এই সকল মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবেক। অনন্তর অগ্ন্যাদিস্থ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম পূর্ব্বকাদিস্থ শার্ঙ্গী, মুষল ও খড়্গ, বহির্দ্দিকে বনমালা, ইন্দ্রাদি দেবতা ও অনন্ত, নৈর্ঋতে বরুণ, ইন্দ্র ও ঈশান এই উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মা, বহির্ভাগে অস্ত্রাবরণ, ঐরাবত, ছাগ, মহিষ, বানর, ঋষ, মৃগ, শশ, বৃষভ,

কূর্ম্ম, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, কুমুদাদ্য, দ্বারপালগণ, ইহাদের পূজা করিয়া, হরিকে প্রণাম ও অর্হণা প্রদান করিবে। পরে বিষ্ণুর পার্ষদদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিতীর্থে বলি দিয়া, ঈশান দিকে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর দেবের দক্ষিণ হস্তে এই বলিয়া রক্ষাসূত্র বন্ধন করিবে যে, আমি সংবৎসর পূজা করিলে, তাহার যে ফল লাভ হয়, পবিত্রারোহণে সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই পবিত্রারোহণ জন্য এই কৌতুক ধারণ কর; তোমাকে নমস্কার ওং। অনন্তর, হে দেবদেবেশ! আমি উপবাসাদি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক তোমার সন্তোষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে পরমপুরুষ! অদ্য হইতে শেষদিন পর্য্যন্ত তোমার প্রসাদে কামক্রোধাদি রিপুগণ যেন কোনরূপে আমার ত্রিসীমায় থাকিতে না পারে। ফলতঃ, আমার বাহ্যশত্রু ও আন্তরশত্রু সকলই যেন দূর হয়। এই বলিয়া দেবসান্নিধ্যে উপবাসাদি নিয়ম বিধান করিবেক। ইত্যাদি কার্য্যসমস্ত যথাবিধি সমাহিত হইলে, হোম ও স্তব করিয়া, এই বলিয়া তাঁহার বিসর্জ্জন করিবে, ওং হ্রীং শ্রীং শ্রীধরায় ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে পবিত্রারোহণবিধি নামক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একনবতিতম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, মন্বাদি মহাভাগগণ সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিয়া, যে সকল ভুক্তি ও মুক্তিজনক ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছেন, পুষ্কর বরুণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তৎসমস্ত পরশুরামকে উপদেশ করেন।

পুষ্কর কহিয়াছিলেন, মন্বাদি মহাভাগগণ বাসুদেবের তুষ্টিজনক ও সর্ব্বাভীষ্ট সাধক যে সকল বর্ণাশ্রমেতরধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিব। অহিংসা, সত্যবচন, দয়া, ভূতানুগ্রহ, তীর্থানুসরণ, দান, ব্রহ্মচর্য্য, অমৎসর, দেব ও দ্বিজাতিশুশ্রূষা, গুরুসেবা, সকলধর্ম্ম শ্রবণ, পিতৃপূজা, রাজভক্তি, নিত্য সৎশাস্ত্রের আলোচন, আনৃশংস্য, তিতিক্ষা, আস্তিক্য, ইত্যাদি, সমুদায় বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম।

যজন, যাজন, দান, বেদাদির অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ ও অধ্যয়ন এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। দান, অধ্যয়ন, যজন, এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের ধর্ম্ম; তন্মধ্যে পালন ও দুষ্টদমন ক্ষত্রিয়ের এবং কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের বিশেষ ধর্ম্ম। আর, দ্বিজসেবা ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প এই কয়েকটি শূদ্রের ধর্ম্ম। মৌঞ্জীবন্ধন হইলেই, ব্রাহ্মণাদির দ্বিতীয় জন্ম হয়। এইজন্য ইহাঁদিগকে দ্বিজ বলে।

আনুলোম্যানুসারে বর্ণ সকলের জাতি মাতৃসমান পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রতিলোমক্রমে চণ্ডাল ব্রাহ্মণীর পুত্র। আর, ক্ষত্রিয় হইতে সূত ও বৈশ্য হইতে দেবল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ পুক্কশ ক্ষত্রিয়ের পুত্র এবং মাগধ বৈশ্যের ও আয়োগব শূদ্রের প্রসব। বৈশ্যার গর্ভে প্রতিলোম হইতে সহস্র সহস্র প্রতিলোমের জন্ম হইয়াছে। ইহাদের বিবাহক্রিয়া পরস্পর সমকক্ষের সহিত বিহিত হইয়া থাকে; উত্তম বা অধমের সহিত হয় না।

বধ্যের বধ চণ্ডালের কার্য্য, স্ত্রীজীবন বৈদেহের কার্য্য, অশ্বসারথ্য সূতের কার্য্য, ব্যাধত্ব পুক্কশের কার্য্য, স্তুতিক্রিয়া মাগধের ও আয়োগবের কার্য্য।

চণ্ডালজাতি গ্রামের বাহিরে বাস, মৃতচেল ধারণ ও শিল্প দ্বারা জীবন যাপন করিবে এবং কাহাকেও স্পর্শ করিবে না।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে বর্ণেতরধর্ম্ম নামক একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, গার্হস্থ্যাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। এই আশ্রম সিদ্ধ হইলে, অন্যান্য আশ্রম অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবতা ও অতিথিসেবা এবং ঋণত্রয়মোচন ইত্যাদি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সকল এই আশ্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধৃতি, পুষ্টি, ক্ষান্তি, শ্রী, হ্রী, কীর্ত্তি, কান্তি, শান্তি, ক্ষান্তি, দয়া, নিষ্ঠা, রতি, ভক্তি, ভুক্তি, মুক্তি ইত্যাদি দেবীগণ এই গৃহাশ্রমের অনুগত। ইহলোক ও পরলোক-সিদ্ধিও গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্তঃ-করণের সৎবৃত্তি সকল এই আশ্রমে নিত্য পরি-তৃপ্ত হইয়া থাকে। দানের অপেক্ষা পুণ্য নাই, দয়ার অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই এবং সৎকীর্ত্তির অপেক্ষা সুখ নাই। গৃহস্থাশ্রমে এই সকল অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে থাকিলে, পিতৃগণ তৃপ্ত হন এবং স্বয়ং বিধাতাও সহজে তুষ্ট হন। অধিক কি, চরাচরগুরু নারায়ণ মানবরূপে এই গৃহস্থাশ্রমে অবতরণ করিয়া থাকেন। তিনি কখন রামরূপে জন্মিয়া রাবণাদির সংহার করিয়া-ছেন; কখন বাসুদেবরূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর নানাভার মোচন করিয়াছেন; কখনও পরশুরামরূপে অবতরণ করিয়া পিতৃভক্তির পরা-কাষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছেন এবং এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ রূপে গৃহীর গৃহে অবতরণ করিয়া সংসারের কত উপকার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

ব্রাহ্মণ এই আশ্রমে থাকিয়া যথোক্ত বিধানে স্বীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবন যাপন করিবেন। আপদ্ ভিন্ন কখনও ক্ষাত্র, বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম্মের সেবা করিবেন না। যদিও তিনি কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা এবং কুসীদ ব্যবহার করিবেন, কিন্তু কদাচ গোরস, গুড়,লবণ, লাক্ষা ও মাংস ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে না। ইহাতে ব্রহ্মণ্যের হানি হইয়া থাকে। কীট ও পিপলী হত্যা করিয়া ভূমি ভেদ ও ঔষধিচ্ছেদ করিলে, যজ্ঞ ও দেব পূজা দ্বারা কর্ষক ব্রাহ্মণের সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়। জীবিত-লাভের অনুরোধে আটটি গো বা ছয়টি গো দ্বারা হল চালনা করিলে, অধর্ম্ম হয় না। নৃশংসে-রাই চারিটী গো ও ধর্ম্মঘাতিরাই দুইটী দ্বারা হল চালনা করে। ঋত ও অমৃত দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। সত্যানৃত বা শ্ববৃত্তিসেবা দ্বারা কখনও করিবে না।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে গৃহস্থবৃত্তিনামক দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, যাহা দ্বারা ভুক্তি, মুক্তি লাভ হয়, আশ্রমিগণের তাদৃশ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। স্ত্রী ঋতুমতী হইলে যথাবিধানে পুত্রার্থী পুরুষ তাহার সহবাস করিবে। গর্ভ হই-য়াছে, স্পষ্ট জানিতে পারিলে, আর তাহার সংসর্গ করিবে না। ঐরূপ অনৈসর্গিক সংসঙ্গে লিপ্ত হইলে, ভ্রূণহত্যার পাপভাগী হইতে হয়। পুত্র জন্মিলে জাতকর্ম্মাদি বিধান করিয়া অশৌ-

চান্তে নামকর্ম্ম সমাধা করিবে। ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মান্ত, বৈশ্যের গুপ্তান্ত এবং শূদ্রের দাসান্ত নাম প্রশস্ত। ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন সমাধা করিবে।

গুরু শিষ্যকে উপনীত করিয়া প্রথমে শৌচ, আচার,অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা দিবেন। সায়ং প্রাতঃ হোম করিবে। অমেধ্য বস্তু স্পর্শ করিবে না। মধু, মাংস, নৃত্য, গীত এই সকল ত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ, হিংসা, পরপরিবাদ ও অশ্লীল এককালেই বর্জ্জন করিবে। স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবে না। অশ্লীল পুস্তকাদি পাঠ করিবে না। সর্ব্বদা সৎশাস্ত্রের আলোচনা ও সাধুসঙ্গে বাস করিবে। নির্জ্জনে বীরাসনে আসীন হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যানধারণায় যাপন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমনামক ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, ব্রাহ্মণ চারিটি বিবাহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় তিন, বৈশ্য দুই এবং শূদ্র একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ করিবে। অসবর্ণা স্ত্রীর সহিত কোনরূপ ধর্ম্ম কার্য্য করা বিধেয় নহে। সবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয় শর, বৈশ্য প্রতোদ ও শূদ্র দশা আদান করিবে। একবারমাত্র কন্যা দান করা যায়। দত্ত কন্যার পুনর্দান করিলে, দাতাকে চৌরের ন্যায় দণ্ড দেওয়া বিধেয়। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। কন্যাদান, সতীযোগ, বিবাহ ও চতুর্থিকা, এই চারিটী বিবাহের নাম।

বিবাহবিধি বিধাতার স্বাভাবিক নিয়ম। কেননা, এই বিবাহ হইতেই বংশপরম্পরা প্রাদুর্ভূত ও বিস্তৃত হইয়া, সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিয়া থাকে। উপযুক্ত পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বথা বিধেয়। পতি পত্নীর পরস্পর উপযুক্ততা পরম সুখের হেতু ও মোক্ষের সেতু স্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পরিণয়ে মনের মিলন হয় না বা আত্মায় আত্মায় যোগ হয় না, তাহা বন্দীভাব বলিয়া পরিগণিত হয়।

স্বামী নিরুদ্দেশ, মৃত,প্রব্রজিত, ক্লীব ও পতিত হইলে, এই পঞ্চবিধ আপদে স্ত্রীগণের পত্যন্তরপরিগ্রহ বিধেয় হইয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যু হইলে, দেবরকে পতিত্বে বরণ করিবে। তদভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে। বিবাহে পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফাল্গুনী ও উত্তরভাদ্রপদ, আগ্নেয়, বায়ব্য ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্র প্রশস্ত। হে ভার্গব! সমানগোত্রা বা একার্ষেয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না। পিতৃপক্ষে সপ্তমের ঊর্দ্ধ এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চমের ঊর্দ্ধ বিবাহ প্রশস্ত হইয়া থাকে।

কুলশীলযুক্ত সৎপাত্রকে আহ্বান করিয়া, দান করার নাম ব্রাহ্মবিবাহ। ঐরূপ বিবাহে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইতে পুরুষগণের উদ্ধার হইয়া থাকে। গোমিথুনদানপূর্ব্বক বিবাহকে আর্ষ বলে। এই রূপ প্রার্থিতাদানকে প্রাজাপত্য, শু[illegible]বাহকে আসুর, পরস্পর বরণকে গান্ধর্ব্ব, যুদ্ধে হরণ পূর্ব্বক বিবাহকে রাক্ষস এবং ছলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণকে পৈশাচিক বিবাহ বলে।

বৈবাহিক দিবসে কুম্ভকারমৃত্তিকা দ্বারা শচী নির্ম্মাণ ও জলাশয়ে তাহার পূজা করিয়া, বাদ্যোদ্যমসহকারে স্ত্রীকে গৃহে আনয়ন করিবে। হরিশয়নে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। পৌষমাস, চৈত্রমাস, কুজদিন, রিক্তা ও বিষ্টিতিথি, শুক্র ও জীবের অস্তগমন, চন্দ্রগ্রহণ ও ব্যতীপাত এই সকল সময়ে বিবাহ করা বিধেয় নহে। সৌম্য, পিত্র্য, বায়ব্য সাবিত্র্য, রোহিণী, উত্তরাত্রিতয়, মূল, মৈত্র্য ও পৌষ্ণ এই সকল নক্ষত্র বিবাহনক্ষত্র। এইরূপ মানুষ লগ্ন ও মানুষ অংশ বিবাহে প্রশস্ত এবং সূর্য্য, সূর্য্যপুত্র ও চন্দ্রতনয় ইহাঁরা তৃতীয়ে, ষষ্ঠে, দশমে, একাদশে বা অষ্টমে থাকিলে, বিবাহ করা বিধেয়; কিন্তু কুজ অষ্টমে থাকিলে অবিধেয়।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে বিবাহবিধি নামক
চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া, বিষ্ণুপ্রমুখ দেবতগণের স্মরণ করিবে। দিবাভাগে উত্তরমুখে মূত্র পুরীষ বর্জ্জন করিবে; রাত্রিতে দক্ষিণে এবং উভয় সন্ধ্যায় দিবাবৎ মলমূত্র ত্যাগ করা বিধি। মার্গাদিতে, জলে বা সতৃণ বীথিতে কখনও মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে না। মলমূত্রবিসর্জ্জনান্তে শৌচ ও আচমন করিয়া, দন্তধাবন করিবে।

স্নান না করিয়া, কোন কার্য্য করিলে, তাহার ফল হয় না। অতএব প্রাতঃস্নান করিবে। উদ্ধৃত অপেক্ষা ভূমিষ্ঠ জল পবিত্র; ভূমিষ্ঠ অপেক্ষা প্রস্রবণোদক পবিত্র, প্রস্রবণোদক অপেক্ষা সারসসলিল পবিত্র, সারস অপেক্ষা নাদেয় বারি পবিত্র ও নাদেয় অপেক্ষা তীর্থতোয় পবিত্র; আর গঙ্গাজল সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও পুণ্যজনক।

প্রথমে মলসংশোধনপূর্ব্বক জলাশয়ে নিমগ্ন হইয়া, উপস্পর্শন করিয়া পরিমার্জ্জন করিবেক। তৎকালে শন্নোদেবী, আপোহিষ্ঠ, ইদমপঃ ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করা বিধি। অনন্তর জলাশয়ে মগ্ন হইয়া, অন্তর্জ্জলজপ, কিংবা অঘমর্ষণসূক্ত বা দ্রুপদা জপ করিবে। পৌরুষ সূক্তে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, পরে যথাশক্তি দানবিধি সমাচরণপূর্ব্বক বিহিত বিধানে অগ্নিহবনে প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর যোগক্ষেমবিধানজন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

ভারবাহী, গর্ভিণী স্ত্রী ও গুরু ইহাঁদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে। উদিত, অস্তমিত বা সলিলস্থ সূর্য্যের দর্শন করিবে না। নগ্না স্ত্রী, কূপ ও শূন্য স্থান এই সকলেও দৃষ্টি প্রদান করিবে না। অস্থি, ভস্ম বা অন্যান্য কুৎসিত দ্রব্য স্পর্শ করিবে না। অন্তঃপুর, বিত্তগৃহ ও পরদৌত্য এই সকল আশ্রয় করিবে না। বিষম নৌকায়, বৃক্ষে ও পর্ব্বতে আরোহণ করিবে না। যে ব্যক্তি লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও নখভক্ষণ করে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কদাচ মুখাদি বাদন ও রাত্রিতে প্রদীপ বিনা গমন করিবে না; কথা ভঙ্গ করিবে না, বস্ত্রবিপর্য্যয় করিবে না। অভদ্র কথা উচ্চারণ বা অনিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবে না; পলাশনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিবে না, দেবাদির ছায়ায় বা পূজ্য ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে গমন করিবে না; উচ্ছিষ্ট হইয়া তারকাদি দর্শন করিবে না, দুই হস্তে কণ্ডূয়ন করিবে না, দেব ও পিতৃগণের তর্পণ না করিয়া, নদীপারে গমন করিবে না, জলমধ্যে মলাদি প্রক্ষেপ করিবে না, নগ্ন হইয়া

স্নান করিবে না, আপনা আপনি মাল্যাপনয়ন করিবে না, খরাদির রজ স্পর্শ করিবে না, হীন-ব্যক্তিদিগকে উপহাস করিবে না, তাহাদের সহিত গমন করিবে না, যেখানে রাজা নাই, বৈদ্য নাই ও নদী নাই এবং যেখানকার অধিবাসী অধিকাংশই ম্লেচ্ছ ও স্ত্রী, তাদৃশ কুস্থানে বাস করিবে না, রজস্বলা ও পতিতাদির সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অসংবৃত মুখে হাস্য, জৃম্ভা বা ক্ষুৎ ত্যাগ করিবে না, প্রভু বা গুরুজনের অবমাননা করিবে না, ইন্দ্রিয়ের অনুকূলে বিচরণ করিবে না, বেগ রোধ করিবে না, হে ভার্গব! ব্যাধি বা রিপু অল্প হইলেও উপেক্ষা করিবে না, পথিমধ্যে আচমন করিবে না, আর্দ্রপদে শয়ন করিবে না, অগ্নি ও বারি ধারণ করিবে না, পদ দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না, পরোক্ষ বা অপরোক্ষে কাহারও সম্বন্ধে অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে না, বেদ, শাস্ত্র, রাজা, ঋষি ও দেবগণের নিন্দা করিবে না, আপনার নাম, গুরুর নাম, কৃপণের নাম, জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ও স্ত্রীর নাম করিবে না, স্ত্রীলোকের ঈর্ষ্যা বা তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না, ধর্ম্ম ও দেবগণের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিবে না, অসাধুগণের সংসর্গে বাস করিবে না, নগ্ন হইয়া শয়ন করিবে না, অধর্ম্মের ও অসত্যের [illegible] গমন করিবে না, যে কার্য্য করিলে, বা যে কথা কহিলে, লোকের মনে বেদনা জন্মে, তাহা কখন মনেও করিবে না, জন্মনক্ষত্রে সোমের ও বিপ্রদেবাদির পূজা করিবে, কোনমতেই অবহেলা করিবে না, ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে অভ্যঙ্গ করিবে না, গৃহের নিকটে কদাচ মল মূত্র ত্যাগ করিবে না, উত্তম পুরুষগণের সহিত শত্রুতা করিবে না, অপবিত্র স্থানে বাস করিবে না, একাকী মিষ্ট ভক্ষণ করিবে না, আত্মাকে ও পোষ্যবর্গকে বঞ্চনা করিয়া সঞ্চয় করিবে না, স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালকদিকে উপহাস বা প্রতারণা করিবে না।

সদা সত্য কহিবে, মিষ্ট কথায় সংসার বশ হয় জানিয়া সর্ব্বদা তাহার অভ্যাস করিবে, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোক জয় হয় তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে, পরের উপকার করিবে, সদা সন্তুষ্ট হইবে, সচ্চরিত্র অভ্যাস করিবে, আত্মা ও ইন্দ্রিয়দিগকে আয়ত্ত করিবে, মনের দোষে সকল নষ্ট হয় জানিয়া, তাহাকে বশে রাখিবে, গুরু ও দেবতার প্রতি ভক্তি করিবে, পরলোকে বিশ্বাসী হইবে, অনাস্তিক ও শ্রদ্ধালু হইবে, ঈশ্বরে ভক্তি করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহা সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া, সর্ব্বদাই ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হইবে। মনেও কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। দুঃখীর দুঃখমোচনে সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত হইবে। বিপন্নের বিপদ্ উদ্ধারে স্বতঃ পরতঃ সচেষ্ট হইবে। ধন থাকিলে তাহার সদ্‌ব্যয় করিবে; জ্ঞান থাকিলে, অন্যকে প্রকৃত উপদেশ দ্বারা সৎপথে আনয়ন করিবে; সংসারে কেহ কাহারই নহে ইহা জানিয়া বৈরাগ্যের অনুসরণ পূর্ব্বক সকল ভয় পরিহারপ্রাপ্তির চেষ্টা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে আচারাধ্যায়নামক পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, হে ভার্গব! ভগবান্ বিষ্ণু সকলের আশ্রয় ও গতি। তিনিই সৃষ্টি করেন,

পালন করেন ও সংহার করেন। তাঁহা হইতেই ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য, শান্তি ও দয়া প্রভৃতি লোক-রক্ষার উপায়ভূত সদ্‌গুণ ও সৎপ্রবৃত্তি সকলের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি মেঘরূপে বারিবর্ষণ, সূর্য্যরূপে সলিলশোষণ ও চন্দ্ররূপে জল নিযমন করিয়া, অন্নাদি বিধান দ্বারা এই অনন্তকোটি বিশাল বিশ্ব একপরিবারের ন্যায়, অনায়াসেই পালন করিতেছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্ত, তাহার কোন অভাবই নাই। তাঁহার অভক্ত ও অননুরক্তেরই অভাব ও অসদ্ভাবের এক-শেষ উপস্থিত হইয়া থাকে। লোকে সংস্কৃত বা অসংস্কৃত,পতিত বা অপতিত,যাহাই হউক,এক-মাত্র হরিস্মরণেই তাহার স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। পিতাও ত্যাগ করিতে পারেন, মাতাও ত্যাগ করিতে পারেন এবং পরম বন্ধুও ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও ত্যাগ করেন না।

ভগবতী ভাগীরথী তাঁহার পাদকমলবিনিঃ-সৃত দেবদুর্লভ অমৃত হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার পবিত্রতার সীমা নাই,মৃতব্যক্তির অস্থি সকলের কণামাত্রও তাঁহার পবিত্র সলিলে প্রক্ষিপ্ত হইলে, তাহার নিরতিশয় অভ্যুদয় লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ, গঙ্গাসলিলে লোকের অস্থি যাবৎ অবস্থিতি করে, তাবৎ তাহার স্বর্গে বাস হয়। আত্মত্যাগী ও পতিতদিগের কোন ক্রিয়াই নাই। কিন্তু তাহাদেরও অস্থি গঙ্গা-জলে পতিত হইলে, পরম উপকার হইয়া থাকে। হে ভার্গব! তাহাদের উদ্দেশে যে জল বা অন্ন প্রদান করা যায়, তাহা আকাশে লীন হইয়া থাকে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের জন্য নারায়ণবলি প্রদান করিবে, কেননা, যাহার কেহ নাই, নারায়ণই তাহার সহায় ও আশ্রয়। বিশে-ষতঃ, পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু অক্ষয়স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাতে দান করিলে উহাও অক্ষয় হইয়া থাকে। বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, সংহিতায়, ফলতঃ সর্ব্বত্রই এই প্রকার উপদেশ ও আদেশ বিহিত হইয়াছে। তিনি অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায় ও পতি-তের পাবন। বিশেষতঃ তিনি পতন হইতে পরি-ত্রাণ করেন, এইজন্য তাঁহাকে পাত্র কহে। অত-এব পতিতগণের উদ্ধার জন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার পূজা করিলেই সক-লের পূজা করা হয় এবং তাঁহার প্রসাদ লাভ হইলেই, সকলের প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। তিনি বিশ্বের দেবতা ও প্রভু এবং তিনি কালেরও কাল মহাকাল। সুতরাং তাঁহার অনুগ্রহলাভ হইলে, একবারেই সকল ভয়ের পরিহার হইয়া থাকে এবং পরম নির্বৃতিযোগ ভোগ করিতে পারা যায়। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, একমাত্র হরিই পতিতগণের ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন, তিনি ভিন্ন উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন ও মহাদেব সংহার করেন এবং তিনি পালন করেন। অতএব কায়মনে তাঁহার স্মরণ, মনন ও চিন্তা করিবে। তাঁহার স্মরণে শোক দূর হয়, তাঁহার চিন্তা করিলে, সকল চিন্তার অবসান হয় এবং তাঁহার পূজা করিলে, সংসারনিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রহ্লাদ ও ধ্রুব প্রভৃতি পরমভাগ-বত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। ফলতঃ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, মনন করিয়া, ভাবনা করিয়া, আরা-ধনা করিয়া ও পূজা করিয়া, কেহ কখনও বিফল হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায় না। তিনি মৃত্যুর মৃত্যু, ভয়ের ভয়, বিপদের বিপদ ও আপদের আপদ। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, মৃত্যু ভয় ও

বিপদ বিদূরিত, পরম নির্ব্বৃতি সংঘটিত, স্বর্গ ও অপবর্গ সুবিহিত এবং আত্মার পরম উৎকর্ষ সম্পাদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহার সেবক ও ভক্তগণের কোনকালেই পতন নাই, শোক নাই, বিষাদ নাই, অবসাদ নাই এবং কোনরূপ গ্লানি বা দুঃখ নাই। তিনি সকলকে পিতার ন্যায় পালন করেন, জননীর ন্যায় স্নেহ করেন, গুরুর ন্যায় সংশিক্ষা প্রদান করেন এবং বন্ধুর ন্যায় সকল বিপদে সাহায্য করেন। তিনি না থাকিলে, কেহই থাকিতে পারে না, তিনি না রাখিলে কেহই রাখিতে পারে না এবং তিনি না মারিলে কেহই মারিতে পারে না। পতিত অপতিত, তিনি সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা ও সাহায্যবিধাতা। অতএব সর্ব্বতোভাবে সকল কালে সকল দেশে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বৈধ করা উচিত নহে। লোকে অনবরত মরিতেছে। ধর্ম্মই তাহাদিগের একমাত্র সহায় জানিয়া, সর্ব্বথা ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক। মৃত বন্ধু কখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে পারে না। যে পথে যমালয়ে গমন করিতে হয়, প্রিয়তমা পত্নীও সে পথে সঙ্গে গমন করে না। যিনি পরমস্নেহে পালন ও পোষণ করেন, সেই পিতা বা সেই মাতাও মরিলে সঙ্গে যান না। তাঁহারা মরিলেও, তাঁহাদের অনুগামী হওয়া তোমার সাধ্য কি? অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু ও সহায়। মানুষ যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, ধর্ম্ম তাহার অনুগমন করে। কোন মতে কোন কালে কোন অবস্থায় কোন স্থানে তাহাকে ত্যাগ করে না।

অদ্যকার কার্য্য কল্য করিব বলিয়া রাখিয়া দিবে না। প্রত্যুত, কল্যকার কার্য্য অদ্য করিবে। এমন কি, অপরাহ্নে যে কার্য্য করিতে হইবে, পূর্ব্বাহ্নেই তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। কেন-না, মৃত্যু শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায়, সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া আছে; তোমার কার্য্য শেষ হউক বা না হউক, কোন মতেই প্রতীক্ষা করিবে না। বৃকী যেমন মেষশাবক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, মৃত্যু তেমনি তোমাকে গ্রহণ করিয়া গমন করিবে; তুমি ক্ষেত্রে, আপণে, গৃহে বা অন্য যে কোন বিষয়েই আসক্ত থাক বা মন নিবিষ্ট কর, মৃত্যু কখনও তাহা দেখিবে না বা শুনিবে না অথবা কোন মতেই অপেক্ষা করিবে না। এই মৃত্যু পিতামাতার কোমল ক্রোড় হইতেও পরমস্নেহনিধি সংসারসারসর্ব্বস্বভূত একমাত্র প্রিয় পুত্রকেও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে। সংসারে কালের কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। সুতরাং তাহার নিকট রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, অনাথ-সনাথ, সবল-দুর্ব্বল, বালক বৃদ্ধ, কাহারই পরিহার নাই। রণে, বনে, শত্রুজলাগ্নিমধ্যে অথবা তৎসদৃশ অন্য কোন ভীষণ দুর্গম সঙ্কটাপন্ন অন্য যে কোন স্থানে গমন কর, মৃত্যুর হস্ত সেখানেও তুমি সুবিস্তৃত দেখিবে। ফলতঃ, আয়ুষ্য কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই, মৃত্যু তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক হরণ করে। কাহারও উপরোধ, অনুরোধ বা প্রতিরোধ গ্রাহ্য করে না। যদি কাল পূর্ণ না হয়, শত শত শরে বিদ্ধ হইলেও মৃত্যু হয় না; আবার কাল পূর্ণ হইলে, কুশাগ্রের সংস্পর্শেও প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে। মৃত্যু আক্রমণ করিলে, মন্ত্র, ঔষধ বা অন্য কোন উপায়েই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাকৃত

কর্ম্ম, বৎস যেমন মাতার, তদ্রূপ কর্ত্তার অনুগমন করে, সে আকাশে যাইলেও আকাশে যায়, পাতালে প্রবেশ করিলেও পাতালে প্রবেশ করে এবং জলে মগ্ন হইলেও জলে মগ্ন হইয়া থাকে। কোন মতেই পরিত্যাগ করে না।

এই জগতের আদি ও অবসান উভয়ই অব্যক্ত; মধ্য কেবল ব্যক্ত হইয়া থাকে; উহা নামমাত্র। ফলতঃ, ইহা পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। মধ্যে কেবল নামমাত্রে থাকে; বাল্যযৌবনাদিদশাপরিবর্ত্তের ন্যায়, ইহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। কখনও মনুষ্য যোনি ও কখনও বা অন্যান্য যোনিতে পতন হয়। লোকে যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করে, শরীরের বিষয়েও সেইরূপ। দেহী নিত্য ও অবধ্য। ইহার ছেদ নাই, ভেদ নাই ও ক্লেদ নাই। ইহা জানিয়া শোক ত্যাগ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শৌচনামক ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, অধুনা বানপ্রস্থ যতিগণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর।

জটাজূট ধারণ করিবে, নিত্য হোম করিবে, অজিন পরিধান করিবে, বনে বাস করিবে, সঙ্গ পরিহার করিবে, লোকালয় ত্যাগ করিবে, ফল মূল নীবার ও জলমাত্রে প্রাণ ধারণ করিবে, প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিবে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, দেবতা ও অতিথিগণের পূজা করিবে। ইহা বনবাসীর ধর্ম্ম।

গৃহী ব্যক্তি পুত্রপৌত্র দর্শন করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিবেন। তথায় যাইয়া একাকী বা স্ত্রীর সহিত আয়ুর তৃতীয় ভাগ যাপন করিবেন এবং গ্রীষ্মে অগ্নিমধ্যে, বর্ষায় জলমধ্যে ও হেমন্তে আর্দ্রবস্ত্রে তপস্যার অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহে যত দিন ছিলেন, তত দিন বিষয়ভোগ হইয়াছে, ভাবিয়া, তাহার প্রতি আর মনঃসংযোগ করিবে না। সর্ব্বদা ঈশ্বরের ধ্যানপরায়ণ হইয়া, সত্য ও ধর্ম্মের আলোচনা করিবেন। যাহাতে আর পাপতাপপূর্ণ জীর্ণ সংসারে আসিতে না হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। জননীর গর্ভকারা অতীব ভয়ঙ্কর ভাবিয়া, সর্ব্বথা সাবধান হইবেন। উপচারত্তি বা উপশান্তি লাভের চেষ্টা করিবেন। সংসারের কিছুই কিছু নহে ভাবিয়া যাহা প্রকৃত বস্তু, তাহারই জন্য স্বতঃপরতঃ যত্নশীল হইবেন।

ইত্যাগ্নেয় মহাপুরাণে বানপ্রস্থাশ্রম নামক সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, অতঃপর যতিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব। ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, জ্ঞান ও মোক্ষাদি লাভ হইয়া থাকে। আয়ুর চতুর্থভাগ উপস্থিত হইলে, সঙ্গ ত্যাগ করিবে। যে দিনে ধীরতাসহকারে সঙ্গত্যাগী হইবে, সেই দিনেই প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্য ইষ্টি নিরূপণ পূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নি সকল সমারোপণ করিয়া, গৃহ হইতে প্রব্রজিত হইবেন এবং একাকী বিচরণ করিবেন; সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিবেন, সঞ্চয় ত্যাগ করিবেন, মৌন অবলম্বন করিবেন এবং জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন।

কপাল, বৃক্ষমূল, কুচেল, অনন্যসহায়তা ও সমদর্শিতা, এই কয়টি মুক্তির লক্ষণ। জীবন বা মরণ কিছুরই অভিনন্দন করিবেন না; সুখ বা দুঃখ কিছুতেই বিকৃত হইবেন না এবং শোক বা হর্ষ কিছুতেই মনকে বিচলিত হইতে দিবেন না। ভৃত্য যেমন প্রভুর নিদেশ প্রতীক্ষা করে, তদ্বৎ একমাত্র কালের প্রতীক্ষা করিবেন। দৃষ্টিপূত পাদ প্রক্ষেপ করিবেন, বস্ত্রপূত জল পান করিবেন, সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং মনঃপূত ব্যবহার করিবেন। অলাবু, দারুপাত্র ও মৃণ্ময়পাত্র ব্যবহারই যতির পক্ষে প্রশস্ত।

লোকে যখন ভোজন করিয়া, মুষল ন্যস্ত ও অগ্নি নির্ব্বাণ করিবে এবং যখন তাহাদের গৃহ ধূমশূন্য হইবে, তখন যতিব্যক্তি তথায় গিয়া ভিক্ষা করিবেন। মাকূকর, অসংক্লিপ্ত, প্রাক্‌প্রণীত, অযাচিত ও তাৎকালিক উপপন্ন, এই পঞ্চবিধ ভিক্ষা পরিগণিত আছে। নিত্য পাণিপাত্র হইবে। সর্ব্বদা লোকের কর্ম্মদোষসমুদ্ভব গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। যে সে আশ্রমে রত হইয়া, শুদ্ধভাবে ধর্ম্মচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবে এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা অবলম্বন বা সমভাব আশ্রয় করিবে। দণ্ডাদি ধারণ কখন ধর্ম্মের কারণ হইতে পারে না। কতকবৃক্ষের ফল যদিও জল পরিষ্কার করে, কিন্তু তাহার নাম করিলেই, কখন জল পরিষ্কৃত হয় না। তথাহি, ভস্মাদি লেপন করিলেই যদি ধার্ম্মিক হওয়া যায়, তাহা হইলে, ভস্মভূষিতদেহ কুক্কুরাদিরও ধার্ম্মিকত্ব প্রসিদ্ধ হইতে পারে।

ভূতগণের আবাসস্বরূপ এই দেহ ত্যাগ করিবে। ইহা অস্থিরূপ স্থূণাবিশিষ্ট, স্নায়ুসমূহে পরিব্যাপ্ত, মাংসশোণিতে উপলিপ্ত, মূত্রপুরীষে পূর্ণ, দুর্গন্ধময়, চর্ম্মনদ্ধ, জরাশোকে সমাবিষ্ট, রোগের আয়তন, আতুরভাবাপন্ন, রজোময় ও অনিত্য। ইহাতে কিছুই সার বা বস্তু নাই। অবশ্য একদিন ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। কেহই এই নিয়মের বহির্ভূত নহে।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, হ্রী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, পঞ্চবিধ যম ও নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা ও স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপূজা এবং পদ্মকাদি আসন এই সকল যতিগণের ধর্ম্ম।

প্রাণায়াম দ্বিবিধ; সগর্ভ ও নিগর্ভ। তন্মধ্যে জপ ও ধ্যান সমন্বিত প্রাণায়াম সগর্ভ এবং তদিতর নিগর্ভ। পূরক, কুম্ভক ও রেচকসহায়ে সগর্ভ ও নিগর্ভ প্রাণায়াম আবার প্রত্যেকে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে বায়ুর পূরণ হইতে পূরক, নিশ্চলত্ব হইতে কুম্ভক ও রেচন হইতে রেচক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়দিগের স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ, ধ্যান, ঈশ্বরচিন্তন, মনঃসংযম, ধারণা, সমাধি ও ব্রহ্মস্থিতি এই সকল, জাপকগণের ধর্ম্ম। এই আত্মাই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম। যিনি বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, তিনিই আমি এবং তিনিই তত্ত্বমসি। বাসুদেবই জ্যোতিস্বরূপ ও আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং সর্ব্বথা বিমুক্ত ও ওঙ্কারস্বরূপ। তুরীয়স্বরূপ ব্রহ্মের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি কোন প্রকার অবস্থা নাই এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও অহঙ্কারও নাই। যাহা নিত্য, শুদ্ধবুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য, আনন্দ ও অদ্বয়স্বরূপ, সেই পরব্রহ্মই আমি এবং সেই সর্ব্বগামী, অক্ষর ও জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মই

বাসুদেব। ঐ যে অখণ্ড ও ওঙ্কারস্বরূপ আদিত্য-পুরুষ, আমাতে ও উহাঁতে কিছুই ভেদ নাই।

যে ব্যক্তি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ করেন,লোকের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, কেহ কোনরূপ অপরাধ করিলে তাহা সহ্য করেন এবং যাঁহার আশয় ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, তিনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে চাতুর্মাস্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। ধ্যান ও বায়ুসংযমই যতিগণের প্রায়শ্চিত্ত।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে যতিধর্ম্ম নামক অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, মনু,বিষ্ণু, যজ্ঞবল্ক্য, হারীত, অত্রি, যম, অঙ্গিরা, দক্ষ, সংবর্ত্ত, শাতাতপ, পরাশর, আপস্তম্ব, উশনা, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, গোতম, শঙ্খ ও লিখিত, ইহাঁরা যে ভুক্তিমুক্তিদ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিব, শ্রবণ কর।

বেদে দ্বিবিধ ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রবৃত্ত ধর্ম্ম ও নিবৃত্ত ধর্ম্ম। তন্মধ্যে যাহা কাম্য অর্থাৎ কোনরূপ ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম প্রবৃত্ত ধর্ম্ম। আর, যাহা জ্ঞানপূর্ব্বক বিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে নিবৃত্ত ধর্ম্ম কহে। কাম্য ধর্ম্মে স্বর্গাদি লাভ ও নিবৃত্ত ধর্ম্মে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা,এই সকল দ্বারা নিঃশ্রেয়সলাভ হয়। আত্মজ্ঞান এই সকলের মধ্যে প্রধান বলিয়া, কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অথবা, এই আত্মজ্ঞান, সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা অমৃত ও অভয় লাভ হয়, আত্মোৎকর্ষ বিহিত হয়, মুক্তির দ্বার আবিষ্কৃত হয়,নরকের দ্বার আবৃত হয় এবং সংসারজয় সাধিত হয়। ইহা যাহার নাই, তাহার কিছুই নাই। আত্মযাজী পুরুষ আত্মজ্ঞান, সমদর্শিতা ও বেদাভ্যাসে যত্নপরায়ণ হইয়া, আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূত আত্মাতে সমভাবে অবলোকন করিয়া,স্বারাজ্যে অধিগমন করেন। আত্মজ্ঞানই দ্বিজগণের, বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণের সামর্থ্য। যাঁহার আত্মজ্ঞান নাই, তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল।

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইয়া, যে সে আশ্রমে বাস করত ইহলোকে থাকিয়াই, ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথাবিধানে গায়ত্র্যাদি উপাসনা করিবে, যথাবিধানে গুরুর আরাধনা করিবে, যথাবিধানে সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিবে এবং যথাবিধানে আত্মলাভের কামনা করিবে, ইহাই ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ। শাস্ত্রাদিতে যে সময়ে যে কার্য্য করিতে নিষেধ বা বিধি আছে,সর্ব্বতোভাবে তাহার পরিত্যাগ বা অনুষ্ঠান করিবে। একমাত্র পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হওয়াই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব, ইহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়া,যথাবিহিত ধ্যান, ধারণা,প্রাণায়াম ও নিদিধ্যাসনাদিতে প্রবৃত্ত হইবে এবং ঈশ্বরই বিশ্বের অদ্বিতীয় আশ্রয়, ইহা বিশিষ্টরূপে জানিয়া, সর্ব্বদা তদ্গত চিত্তে তাঁহারই উপাসনা করিবে। এই সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলেই, ব্রাহ্মণত্ব-রক্ষা ও চরমে পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সকলের কোনরূপে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম করিলেই ব্রাহ্ম-

গ্যের হানি ও পরিণামভ্রংশ সংঘটিত হয়, তাহাতেও কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ইত্যাগ্নেয় মহাপুরাণে ধর্ম্মশাস্ত্রনামক নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, শ্রীকাম, শান্তিকাম, বৃষ্টিকাম, আয়ুষ্কাম ও পুষ্টিকাম ব্যক্তি গ্রহযাগ করিবেন। সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র,শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু এই নয়টি গ্রহ। যথাক্রমে তাম্র, স্ফটিক, রক্তচন্দন, স্বর্ণ, রজত, লৌহ ও শীশ এই সকলে ঐ সকল গ্রহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। অথবা, গন্ধমণ্ডলে ঐ সকলের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, স্ববর্ণ দ্বারা পূজা করিবে এবং যথাবর্ণ বস্ত্র, কুসুম, গন্ধ, বলি,ধূপ ও গুগ্‌গুলু। এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে। প্রতি গ্রহের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চরু দান করা কর্ত্তব্য। আকৃষ্ণেণ ইমং দেবা, অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ ও উদ্বুধ্যস্ব এই আটটী ঋক্ যথাসংখ্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অর্ক, পালাশ, খদির, অপামার্গ, পিপ্‌পল, উডুম্বর, শমী, দূর্ব্বা, কুশ ও সমিধ যথাক্রমে এই সকলে এক এক গ্রহের উদ্দেশে মধু, সর্পি ও দধি যোগে অষ্টশত বা অষ্টাবিংশতি হোম করিবে এবং গুড়োদন, পায়স, হবিষ্য, দধ্যোদন, হবি, পূপ, মাংস ও বিচিত্র অন্ন প্রদান পুরঃসর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপে যথালাভ, যথাশক্তি ও যথাবিধি সৎকারসহকারে ভোজন করাইয়া, ধেনু, শঙ্খ, অনড্বান্, হেম, বস্ত্র, হয়, কৃষ্ণবর্ণ গাভী ও আয়স ছাগ দক্ষিণা প্রদান করিবে। যে গ্রহ যে সময়ে যাহার প্রতি প্রতিকূল, সেই সময়ে সেই গ্রহের যত্নপূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। রাজাদিগের উন্নতি ও অবনতি সমস্তই গ্রহাধীন এবং জগতের ভাবাভাবও গ্রহগণের আয়ত্ত। ফলতঃ, লোকে গ্রহবলেই সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ ও শোক অবসাদ ইত্যাদি ভোগ করে। গ্রহ প্রসন্ন না হইলে, কোন কার্য্যেই ভদ্রস্থতা হয় না। স্বয়ং পিতামহ গ্রহদিগকে এইপ্রকার বর দিয়াছেন যে, তোমরা পূজিত হইলে, লোকের অভীষ্টসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি সাধন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নবগ্রহহোম নামক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যিনি হৃদয়ে দীপবৎ বিরাজ করিতেছেন, সেই পরমপ্রভাববিশিষ্ট আত্মার ধ্যান করিবে। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বময় এবং তিনি সকলের নিয়ন্তা।

শ্রাদ্ধে গব্য দধি, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রিয়ঙ্গু, মসূর, বার্ত্তাকু ও কোদ্রব ইত্যাদি দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। পর্ব্বসন্ধি সময়ে যৎকালে সৈংহিকেয় সূর্য্যকে গ্রাস করে, তাহাকে হস্তিচ্ছায়া জ্ঞান করিবে। ঐ ছায়া শ্রাদ্ধদানাদি সকল কার্য্যে অক্ষয় ফল প্রসব করে।

যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় অবলোকন করেন না,সেই আত্মরত নির্ম্মলস্বভাব যোগী ব্রহ্মভূত হয়েন।

বলপূর্ব্বক উপভুক্তা বা শত্রুরহস্তগতা হইলে,

স্ত্রী কখনও জারসংসর্গে তাদৃশ অবস্থায় দূষিতা হয় না।

যাহারা বিষয় ও ইন্দ্রিয় এই উভয়ের যোগকেই যোগ বলে, তাহারাই অপণ্ডিত। তাহারা ধর্ম্মজ্ঞানে অধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। কেহ কেহ আত্মা এবং মন এই উভয়ের সম্যক্ রূপ মিলনকে যোগ বলে। তাহারাই প্রকৃত পণ্ডিতপদের বাচ্য। মনকে বৃত্তিহীন ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পরমাত্মায় একীকৃত করিলেই, বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। ইহারই নাম উত্তম যোগ। যে ব্যক্তি মনের সহিত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করে, দেব, অসুর বা মনুষ্য কেহই তাহাকে জয় করিতে পারে না। সমুদায় বহির্ম্মুখকে অভিমুখ করিয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে মনে এবং মনকে আত্মায় সংযোজিত করিবে। অনন্তর সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে পরব্রহ্মে ন্যস্ত করিবে। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ধ্যান। তদ্ভিন্ন, আর যাহা কিছু সমস্তই গ্রন্থবিস্তরমাত্র। ইহা যে জানে, সেই প্রকৃত জ্ঞানী।

যাহা নাই, তাহাই আছে, এই রূপে যাঁহাকে লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয় এবং যাঁহার বিষয় বলিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে লোকে সমর্থ হয় না, এইরূপে যাঁহার প্রকৃতস্বরূপপরিজ্ঞানে সক্ষম হওয়া যায় না, তিনিই ব্রহ্ম। কুমারী যেমন স্ত্রীসুখ জানে না, জাত্যন্ধ যেমন ঘট অবগত নহে, অথবা জড়বুদ্ধি যেমন প্রকৃত সুখ বিদিত হইতে পারে না, অযোগী তেমনি এই ব্রহ্ম বিষয় পরিজ্ঞাত নহে। এই ব্রহ্মকে জানিলেই সকল জানা হয়, এই ব্রহ্মকে পাইলেই সকল পাওয়া হয়, এই ব্রহ্মকে ভাবিলেই সকল ভাবা হয় এবং এই ব্রহ্মকে শুনিলেই সকল শুনা হয়। এই ব্রহ্ম সংসারের কিছুই নহেন; অথচ তিনিই সমুদায়। অতএব সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যান করিবে। ব্রাহ্মণকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে দেখিলে, ভাস্কর স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়েন। কেননা, তিনি মনে করেন, ইনি আমার মণ্ডল ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে অধিগমন করিতেছেন।

একাক্ষরই পরব্রহ্ম, প্রাণায়ামই পরমতপস্যা এবং সাবিত্রীই পরমপাবন বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আত্মজ্ঞানই পরমজ্ঞান, ধর্ম্মই পরমসহায় এবং ব্রহ্মপদই পরমপদ প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সোম, গন্ধর্ব্ব, অগ্নি ও দেবগণ স্ত্রীদিগকে ভোগ করিয়াছেন, পশ্চাৎ মানুষেরা ভোগ করিতেছে। ইহারা কাহারও কর্ত্তৃক দূষিতা হয় না। অসবর্ণ কর্ত্তৃক স্ত্রীর যোনিতে গর্ভ নিষিক্ত হইলে, যাবৎ শল্যমোচন না হয়, তাবৎ নারী অশুদ্ধা থাকে; কিন্তু শল্য বিনিঃসৃত হইলে, রজঃপাত দ্বারা তাহার শুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

ধ্যান দ্বারা যেমন পাপকর্ম্মের শোধন বা পরিহার প্রাপ্তি হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হয় না। চণ্ডালের অন্নাদি ভক্ষণ করিলেও, ধ্যান দ্বারা শুদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। ফলতঃ, অগ্নিতে যেমন স্বর্ণাদির মলাদি নিষ্কাশিত হয়, ধ্যান দ্বারা তেমনি আত্মার মলনির্হরণ হইয়া থাকে। আত্মা ধ্যাতা, মন ধ্যান, বিষ্ণু ধ্যেয় এবং হরি ধ্যানের ফল।

যতি শ্রাদ্ধে পংক্তি-পাবনপাবন হইলে, অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে। কেন না, সেই শ্রাদ্ধে পিতৃগণের পরম তৃপ্তি সমুপস্থিত হয় এবং পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইলেই, শ্রাদ্ধকর্ত্তার অশেষ ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ কি?

শ্রাদ্ধ করিবে, দান করিবে, সত্য বলিবে,

সৎপথে চলিবে, সৎসঙ্গ করিবে এবং সৎস্বরূপ নারায়ণে ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ ও অনুরাগবান্ হইবে। তাহা হইলে আশু পরমপ্রশস্ত মুক্তি-মার্গ দর্শন করিবে। আবার, ইহার নাম প্রকৃত ধর্ম্মপথ, যে পথে অভয়, অমৃত, জয়, বিজয় এবং নিত্য সুখ ও শাশ্বত সন্তোষ একত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা জানে, সেই জানে। আর, যে ইহা না জানে, সেই মূর্খ ও শোচনীয়। তুমি কখন শোচনীয় হইও না।

যে ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিকধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা হইতে প্রচ্যুত হন, তাঁহার কোন রূপ প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাই না। সেইরূপ, আত্মঘাতীরও প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতএব উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ও আত্মঘাতী উভয়েই এক পদার্থ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক পত্নীতে বীর্য্য নিষিক্ত করে, তাহারা ও তাহাদের সন্তান সন্ততিরা বিদুরনামক চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে সংশয় নাই।

একমাত্র যোগই আশ্রয় করিবে। যোগ ভিন্ন অন্য মন্ত্র অঘমর্ষণ নহে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে নানাধর্ম্মনামক
একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, অতঃপর বেদস্মার্ত্তধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব। ধর্ম্ম পঞ্চবিধ।

একমাত্র বর্ণত্ব আশ্রয় করিয়া যে অধিকার প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই বর্ণধর্ম্ম জানিবে। যেমন উপনয়ন। আর, আশ্রম আশ্রয় করিয়া, যে পদার্থ সংবিহিত হয়, তাহাকে আশ্রমধর্ম্ম বলে। যেমন ভিক্ষপিণ্ডাদিক। উভয় নিমিত্তযোগে যে বিধি সংপ্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে। যেমন প্রায়শ্চিত্তবিধি।

অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারা যায়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বেদব্রতচতুষ্টয়, স্নান, স্বধর্ম্ম-চারিণীযোগ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, সপ্তপাকযজ্ঞস্থ অষ্টকা, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, অগ্রহায়ণী, চৈত্রী, আশ্বযুজী, সপ্তহবির্যজ্ঞস্থ অষ্টকা, অগ্ন্যাধ্যান, অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্রহায়ণেষ্টি, সৌত্রামণি, অগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য, অস্পৃহা ও শৌচ এই অষ্টবিধ আত্মগুণ যাঁহার আছে, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।

প্রচার, মৈথুন, প্রস্রাব, দন্তধাবন, স্নান ও ভোজন এই ছয় বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিবে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিবে না। অপ্রিয় সত্য বলিবে না। জানিয়া কখনও মিথ্যা কহিবে না। গুরুকে দেখিলেই প্রণাম করিবে। আপনার আসন তাঁহাকে বসিতে দিবে না। স্নান করিয়া পুষ্প গ্রহণ করিবে না। তাহা হইলে, ঐ পুষ্প দেবতার অযোগ্য হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে বর্ণধর্ম্মাদিনামক
দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, শ্রী, শান্তি ও বিজয়াদি লাভ জন্য পুনরায় গ্রহযজ্ঞ কীর্ত্তন করিতেছি। গ্রহযজ্ঞ

তিনপ্রকার; অযুতহোমাত্মক, লক্ষহোমাত্মক ও কোটিহোমাত্মক।

বেদীর ঈশানে অগ্নিকুণ্ড হইতে গ্রহদিগকে আবাহন করিয়া, মণ্ডলে স্থাপন করিবে। সৌম্যে গুরু, ঈশানে বুধ, পূর্ব্বদলে শুক্র, আগ্নেয়ে শশী, দক্ষিণে ভৌম, মধ্যে ভাস্কর, আপ্যে শনি, নৈর্ঋতে রাহু, বায়বে কেতু, ঈশান, উমা, গুহ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, কাল, চিত্রগুপ্ত, অধিদেবগণ, অগ্নি, জল, পৃথিবী, হরি, শচী, প্রজেশ, অহি, বিধি, গণেশ, দুর্গা ও অনিল এবং আকাশ ও অশ্বিনীকুমার যুগল যথাক্রমে ইহাঁদের সবিশেষ পূজা করিয়া, বেদজ্ঞ বীজসহায়ে অর্চ্চনা করিবে। অর্ক, পালাশ, খদির, অপামার্গ, পিপ্‌পল, উডুম্বর, শমী, দূর্ব্বা, কুশ ও সমিধ যথাক্রমে এই সকল দ্রব্য দধি,মধু ও আজ্য মিশ্রিত করিয়া, অষ্টশত হোম করিবে এবং এক, অষ্ট বা চারি কুম্ভ পূরণপূর্ব্বক পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর বসুধারাসহকারে দক্ষিণা দান করিয়া, সমন্ত্রক কুম্ভচতুষ্টয়ে যজমানকে অভিষিক্ত করিবে। তৎকালে এই প্রকার বলিতে হইবে,—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরপ্রমুখ সুরগণ তোমার অভিষেক করুন। জগন্নাথ বাসুদেব, প্রভু সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ইহাঁরা তোমার বিজয় বিধান করুন। আখণ্ডল, অগ্নি, ভগবান্ যম, নৈর্ঋত, বরুণ, পবন, ধনাধ্যক্ষ, শিব, ব্রহ্মা, শেষ, এবং দিক্‌পালগণ,সকলে সর্ব্বদা তোমার পালন করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, তুষ্টি, কান্তি, মাতৃগণ এবং ধর্ম্মের পত্নীসমূহ, ইহাঁরা সকলে তোমার অভিষেক করুন। আদিত্য, চন্দ্রমা, ভৌম, বুধ, জীব, শিত, শনি, রাহু ও কেতুপ্রমুখ গ্রহগণ তর্পিত হইয়া, তোমার অভিষেক করুন। দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পন্নগগণ, ঋষিগণ, মনুগণ, গোগণ, দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীগণ, বৃক্ষগণ, নাগগণ, দৈত্যগণ, অপ্সরোগণ, অস্ত্রগণ, শাস্ত্রগণ, নরপতিগণ, বাহনগণ, ঔষধগণ, রত্নগণ, কালাবয়বগণ, সরিদ্গণ, সাগরগণ, শৈলগণ, তীর্থগণ, মেঘগণ, ও নদগণ, ইহাঁরা সকলে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য তোমার অভিষেক করুন।

অনন্তর অলঙ্কৃত হইয়া, হেম গো, অন্ন ও ভূমি প্রভৃতি দান করিবে।

হে কপিলে। হে রোহিণি! তুমি দেবগণের পূজনীয়া এবং তুমি সর্ব্বদেব ও সর্ব্বতীর্থময়ী। অতএব আমাকে শান্তি প্রদান কর।

হে শঙ্খ! তুমি পুণ্যসকলের মধ্যে পুণ্য ও মঙ্গল সকলের মধ্যে মঙ্গল। বিষ্ণু তোমায় নিত্য সযত্নে ধারণ করেন। অতএব তুমি আমায় শান্তি প্রদান কর।

হে ধর্ম্ম! তুমি বৃষরূপে জগতের আনন্দ বিধান করিয়া থাক এবং তুমি অষ্টমূর্ত্তির অধিষ্ঠান, অতএব আমায় শান্তি প্রদান কর।

হে হেম! তুমি হিরণ্যগর্ভের গর্ভে অবস্থিতি কর। তুমি বিভাবসুর বীজ এবং তুমি অনন্ত পুণ্যফল প্রদান করিয়া থাক, অতএব তুমি আমায় শান্তি প্রদান কর।

হে বিষ্ণু! পীতবস্ত্রযুগল তোমার পরমপ্রীতিপ্রদ। আমি তাহা প্রদান করিতেছি, অতএব তুমি আমায় শান্তি প্রদান কর।

বিষ্ণু তুমি মৎস্যরূপে অমৃতের উদ্ভবক্ষেত্র এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার বাহন। অতএব তুমি আমায় শান্তি প্রদান কর।

হে পৃথিবী! তুমি কেশব সদৃশ সকল কাম

দোহন ও সকল পাপ হরণ করিয়া থাক। অতএব তুমি আমায় শান্তি প্রদান কর। সমুদায় আয়স কর্ম্ম লাঙ্গলাদি আয়ুধ সর্ব্বদা তোমার অধীন। অতএব আমায় শান্তি প্রদান কর।

যেহেতু, তুমি সমুদায় যজ্ঞের অঙ্গরূপে বিরাজমান ও বিভাবসুর যোনি। অতএব আমায় নিত্য শান্তি প্রদান কর।

যেহেতু, গোর অঙ্গসকলে চতুর্দ্দশ ভুবন প্রতিষ্ঠিত, সেইহেতু ইহলোকে ও পরলোকে আমার মঙ্গল সংঘটিত হউক।

যেহেতু, শিব ও কেশবের শয়ন কখন শূন্য হয় না, সেইহেতু, আমি এই শয্যা প্রদান করিলাম। জন্ম জন্ম যেন কখন আমার এই শয্যাও শূন্য না হয়।

সমুদায় রত্নে সমুদায় দেবগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তজ্জন্য রত্ন প্রদান করিতেছি। সুরগণ সকলে আমায় শান্তি প্রদান করুন।

অন্যান্য দান সমুদায় ভূমিদানের ষোড়শ কলারও যোগ্য নহে। অতএব আমি ভূমি দান করিতেছি, আমার শান্তি সমুদ্ভূত হউক।

অযুতহোমাত্মক গ্রহযজ্ঞে দক্ষিণা দান দ্বারা সংগ্রামে জয় লাভ হয় এবং লক্ষ হোম ও কোটি হোমগ্রহযজ্ঞে সমুদায় কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অযুতহোমসময়ে গৃহদেশে মণ্ডপমধ্যে মেখলা-যোনিসংযুক্ত হস্তমাত্র কুণ্ড নির্ম্মাণ ও চারি জন ঋত্বিক্ নিয়োগ করা বিধি। ইহাতে সমস্তই দশ গুণ হইয়া থাকে। এই লক্ষ হোমে এই বলিয়া তার্ক্ষ্যের পূজা করিবে, তুমি পরমেষ্ঠীর বাহন ও সামধ্বনি তোমার শরীর এবং তুমি বিষয় সকলের বিনাশ করিয়া থাক। অতএব আমায় নিত্য শান্তি প্রদান কর।

পূর্ব্ববৎ কুণ্ডামন্ত্রণপুরঃসর লক্ষ হোমাচরণ এবং বসুধারাসহকারে শয্যা ও ভূষণাদি প্রদান করিবেক। লক্ষ হোম করিলে, পুত্র, অন্ন, রাজ্য, বিজয়, ভুক্তি ও মুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই হোমে দশ বা আট জন ঋত্বিক্ নিয়োগ করিবে। কোটিহোমে সমুদায় শত্রু নাশ হইয়া থাকে। চতুর্হস্ত বা অষ্টহস্ত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, দ্বাদশ জন ঋত্বিক্ দ্বারা এই হোম নির্ব্বাহ করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বকামনা সিদ্ধি ও বিষ্ণু-লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গ্রহমন্ত্র, বৈষ্ণব মন্ত্র, আগ্নেয় মন্ত্র, শৈব মন্ত্র ও বৈদিক মন্ত্র এবং গায়ত্রীজপপুরঃসর হোম করিবে। তিল, যব, ঘৃত ও ধান্যাদি দ্বারা ঐরূপে হোম করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফলাদি লাভ হইয়া থাকে।

বিদ্বেষণ ও অভিচারাদিতে ত্রিকোণকুণ্ড নির্ম্মাণ করা বিধি এবং বামহস্তে শ্যেনাস্থির অগ্নি-সংযুক্ত সমিধ সকল নিক্ষেপ করিবে। তৎকালে রক্তবর্ণ ভূষণসমস্ত ধারণ করিয়া মুক্তকেশে শত্রুর অশিব চিন্তা করিতে হইবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে অযুতলক্ষকোটিহোম নামক ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, পাপ করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, রাজা তাহার দণ্ড করিবেন। অতএব, কামতঃ বা অকামতঃ বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। মত্ত, ক্রুদ্ধ, আতুর, মহাপাতকী, উদকী, গণ, গণিকা, বার্দ্ধুষী, গায়ন, অভিশপ্ত, ষণ্ড, পর-পুরুষগামিনী স্ত্রী, রজক, নৃশংস, বন্দী, কিতব, মিথ্যাতপস্বী, চৌর, দণ্ডিক, কুণ্ড, গোল, স্ত্রীজিত,

বেদবিক্রয়ী, শৈলূষ, তন্ত্রবায়, কৃতঘ্ন, কর্ম্মার, নিষাদ, চেলনির্ণেজক, মিথ্যাপ্রব্রজিত, পুংশ্চলী, তৈলিক, আরূঢ়পতিত ও বিদ্বিষ্ট, এই সকলের অন্নভক্ষণ করিবে না। এই রূপ,ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনিমন্ত্রিত হইয়া, ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করিবে না এবং শূদ্র নিমন্ত্রিত হইয়াও, ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। অজ্ঞানবশতঃ ইহাদের মধ্যে অন্যতমের অন্ন ভক্ষণ করিলে, তিন দিন উপবাস করিবে এবং জ্ঞানপূর্ব্বক বা সম্মতিক্রমে ভক্ষণ করিলে, কৃচ্ছ্র আচরণ কবিবে। চণ্ডাল ও শ্বপচের অন্নভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। প্রেতান্ন, গবাঘ্রাতান্ন, শূদ্রের বা কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন এবং পতিতান্ন ভোজন করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান এবং অশৌচে শুদ্ধ কৃচ্ছ্র সমাচরণ করিবে। যাহার অশৌচে যে ভোজন করে, সেও তাহার ন্যায় অশৌচ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কূপমধ্যে পঞ্চনখ জন্তু মৃত বা অন্য কোন অমেধ্য বস্তু পতিত হইলে, কোন দ্বিজোত্তম যদি তাহার জল পান করেন, তিনি তিন দিন উপবাসী থাকিবেন।

বিট্, বরাহ, খর, উষ্ট্র,গোমায়ু, কপি ও কাক, ইহাদের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। শুষ্কমাংস, প্রেতান্ন এবং ক্রব্যাদ, শূকর, উষ্ট্র, গোমায়ু, কপি, কাক গো, নর, অশ্ব ও উষ্ট্র ইহাদের মাংসাদি ভক্ষণ এবং গ্রাম্য কুক্কুট ও হস্তির মাংস ভোজন করিলে, তপ্ত কৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আমশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, ব্রহ্মচারী হইয়া মধুমাত্র পান করিবে। লশুন ও গৃঞ্জন ভক্ষণ করিলে, প্রাজাপত্যাদি দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়। আত্মকৃত মাংস ভক্ষণ করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। গো, মহিষ ও অজ এই সকল পশু বর্জ্জিয়া, অন্য কোন পশুর ক্ষীর পান করিবে না। শশক, শল্লকী, গোধা, খড়্গী ও কূর্ম্ম, এই কয়টি পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষ্য, তদ্ব্যতীত অভক্ষ্য। পাঠীন, রোহিত ও সিংহতুণ্ড মৎস্য ভক্ষণ করিবে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য মৎস্য অভক্ষ্য। যব, গোধূম ও দুগ্ধের বিকারমাত্রই ভক্ষণ করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য ও গুরুপত্নীগমন এবং ঐ ঐ পাপীর সহিত সংসর্গ, এই কয়টিকে মহাপাতক বলে। মিথ্যাবিষয়ে সমুৎকর্ষ, রাজার প্রতি পিশুনতা ও গুরুর সম্বন্ধে অলীক নির্ব্বন্ধ, এই কয়টি ব্রহ্মহত্যার সমান। ব্রহ্মত্যাগ, বেদনিন্দা, কূটসাক্ষ্য, মিত্রবধ, গর্হিত আজ্য ও অন্ন ভক্ষণ, এই ছয়টি সুরাপানের সমান। ন্যাসাপহরণ, বজ্রহরণ ও মণিহরণ,মনুষ্যহরণ,অশ্বহরণ, রৌপ্যহরণ, ভূমিহরণ, স্বর্ণহরণের সমান। স্বযোন্যা, কুমারী, অন্ত্যজা এবং সখার ও পুত্রের স্ত্রীতে রেতঃসেক গুরুপত্নীগমনের সমান। গোবধ, অযাজ্য যাজন, পরদারমর্ষণ,আত্মবিক্রয়,গুরুমাতৃপিতৃত্যাগ,স্বাধ্যায়বর্জ্জন, অগ্নিবিসর্জ্জন, পুত্রত্যাগ, পরিবেদন, তাহাদের হস্তে কন্যাদান, তাহাদের যাজ্যক্রিয়া,তড়াগবিক্রয়, আরামবিক্রয়, স্ত্রীপুত্রবিক্রয়, ব্রাত্যতা, বান্ধবত্যাগ, ভৃতাধ্যাপন, অবিক্রেয়বিক্রয়, ভৃতাধ্যয়ন ও ভৃতাদান, ওষধিহিংসা, স্ত্রীজীবি ও ক্রিয়ালঙ্ঘন, ইন্ধনের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষ সকলের নিপাতন, যোষিদ্‌গ্রহণ, স্ত্রীনিন্দকসমাগম, আত্মার্থে ক্রিয়ারম্ভ, নিন্দিতান্নভক্ষণ, অনাহিতাগ্নিতা, স্তেয়, ঋণানপকরণ, অসৎশাস্ত্রশিক্ষা, দুঃশীলতা, ব্যসনক্রিয়া, ধান্যহরণ, কুপ্যহরণ, পশুহরণ, মদ্যপস্ত্রীনিষেবণ, স্ত্রীবধ, শূদ্রবধ, বৈশ্যবধ, ক্ষত্রবধ, নাস্তিক্য, উপপাতক, ব্রাহ্মণপীড়ন, অত্রেয়

ও মদ্য এই উভয়ের ঘ্রাণ, পুংমৈথুন ইত্যাদি পাতক সকল জাতিভ্রংশ ও পরলোকভ্রংশকর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উষ্ট্রহত্যা, গর্দ্দভহত্যা, কুক্কুরহত্যা, সিংহহত্যা, ছাগহত্যা, মেষহত্যা, মীন, অহি ও নকুলের সঙ্কীর্ণকরণ, নিন্দিত ব্যক্তির ধনগ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা, মিথ্যাকথন, অপাত্রীকরণ, কৃমিকীটবয়োহত্যা, মদ্যানুগতভোজন, ফলহরণ, কাষ্ঠহরণ, পুষ্পহরণ এবং অধৈর্য্য পরমপাতকের হেতু। অতএব, সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে এই সকল বর্জ্জন করিবে। সর্ব্বথা ধীর, শান্ত, শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, জিতপ্রাণ ও জিতাত্ম হইয়া, নারায়ণের স্মরণ, মনন, ধ্যান ও কীর্ত্তন করিবে। ইহাই পরমপুণ্য ও শ্রেয়োজনক।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে মহাপাতকাদিকথন নামক চতুরধিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, এক্ষণে উল্লিখিত পাতক সকলের প্রায়শ্চিত্ত কীর্ত্তন করিব।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে অরণ্য মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, দ্বাদশ বৎসর বাস করিবে। শবশিরধ্বজ করিয়া, আত্মবিশুদ্ধির জন্য ভিক্ষা করিবে; আত্মাকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিবে; অশ্বমেধ বা গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে; অন্যতম বেদ জপ করিতে করিতে শতযোজন গমন করিবে; অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে। এই প্রকার ব্রত সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা মহাপাতকির মল ব্যপোহিত হইয়া থাকে।

গোহত্যা করিলে, একমাস যব ভক্ষণ করিবে, কৃতবাপ ও হত গোর চর্ম্মাবৃত হইয়া, গোষ্ঠে বাস করিবে; চতুর্থ কালে অক্ষার ও অলবণ মিত ভোজন করিবে; দুইমাস নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া, গোমূত্রে স্নান করিবে; দিবসে গোসকলের অনুগমন করিবে; ঊর্দ্ধাবস্থানপূর্ব্বক রজঃ পান করিবে, বিহিতবিধানে ব্রতাচরণপূর্ব্বক একাদশ বৃষভ দান করিবে; অবিদ্যমানে বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবে। শৃঙ্গভঙ্গ, অস্থিভঙ্গ ও লাঙ্গূলচ্ছেদন, এই সকল ঘটনায়, গো যত দিন না সুস্থ হয়, ততদিন যাবক ভক্ষণ করিবে এবং গোস্তুতিনামক গোমতী বিদ্যা জপ করিবে।

ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ সুরাপান করিলে, অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিবেন। অথবা অগ্নিবর্ণ গোমূত্র কিংবা অগ্নিবর্ণ জল পান করিবেন।

ব্রাহ্মণ স্বর্ণ চুরি করিলে, রাজার নিকটে যাইয়া, স্বীয় দোষ প্রখ্যাপনপূর্ব্বক কহিবেন, আপনি আমার শাসন করুন। রাজা মুষলগ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে একবার আঘাত করিবেন। সেই আঘাতে অথবা তপশ্চরণ দ্বারা ব্রাহ্মণের শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

গুরুপত্নী গমন করিলে, স্বয়ং শিশ্ন ও বৃষণ ছেদন করিয়া, অঞ্জলিতে ধারণপূর্ব্বক নৈর্ঋতিতে গমন করিবে। অথবা, নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া, তিনমাস চান্দ্রায়ণ অভ্যাস করিবে।

যাহাতে জাতি ভ্রষ্ট হইতে পারে, এরূপ কর্ম্ম করিলে, ইচ্ছামতে শান্তপন ও অনিচ্ছাতে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ক্ষত্রিয়কে বধ করিলে,ব্রহ্মহত্যার চতুর্থাংশ পাপভাগী হইতে হয়। বৃত্তস্থ বৈশ্যবধে অষ্টমাংশ ও শূদ্রহত্যায় ষোড়শাংশ পাতক অর্শিয়া থাকে। মার্জ্জার, নকুল,

ভাস, মণ্ডূক, কুক্কুর, গোধা, উলূক ও কাক হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। সর্পাদি অস্থিহীন জন্তুর বধে রাত্রিতে বায়ুসংযম করিবে। অন্যের গৃহ হইতে অল্পসার বস্তু হরণ করিলে, কৃচ্ছ্র শান্তপন ব্রতে প্রবৃত্ত হইবে। ভক্ষ্য, ভোজ্য, যান, শয্যা, আসন, পুষ্প, ফল ও মূল হরণ করিলে, পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তৃণ, কাষ্ঠ, দ্রুম, শুষ্কান্ন, গুড়, চেল, চর্ম্ম ও আমিষহরণে তিনরাত্রি ভোজন না করিলে, শুদ্ধিলাভ হয়। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য, উপল, এই সকল দ্রব্য হরণে দ্বাদশাহ কণান্নভোজন করিবে।

স্বযোনিতে, সখা ও পুত্রের স্ত্রীতে, কুমারীতে ও অন্ত্যজাতে রেতোনিষেক করিলে, গুরুতল্প-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। পিতৃষস্রেয়ী, ভগিনী ও মাতৃষস্রীয়াতে গমন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। অমানুষী, উদকী, অযোনি ও জল এই সকলে রেত সেক করিলে, কৃচ্ছ্র শান্তপন ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। গোযানে, জলে বা দিবসে মৈথুন করিলে, সবস্ত্রে স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ চণ্ডালান্ত্য স্ত্রীতে গমন, ভোজন বা প্রতিগ্রহ করিলে, পতিত হয়েন এবং জ্ঞানতঃ করিলে, তাহার সমান হইয়া থাকেন।

স্ত্রী বিপ্রদুষ্টা হইলে, স্বামী তাহাকে একদিন বেশ্মে নিরোধ করিবেন এবং পুরুষ পরদার করিলে, যে ব্রত করিতে হয়, তাহাকে তাহার অনুষ্ঠান করাইবে। পুনরায় ঐরূপে ব্যভিচার করিলে, তাহাকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ন করাইবে। তাহাতেই তাহার শুদ্ধি হইবে।

ইত্যাগ্নেয় মহাপুরাণে প্রায়শ্চিত্ত নামক পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়ধিকশতিতম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, মহাপাপ করিলে, যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, বলিতেছি।

পতিতের সহিত ব্যবহার করিলে, একবৎসর পতিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে পতিতের সহিত সংসর্গ করে, সে তাহার ব্রতানুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলেই শুদ্ধিলাভ হইবে।

অসতের নিকট প্রতিগ্রহ করিলে, তিন সহস্র সাবিত্রী জপ ও একমাস গোষ্ঠমধ্যে পয় পান করিলে, শুদ্ধিলাভ হয়।

ব্রাত্যগণের যাজন করিলে, কৃচ্ছ্রত্রয় দ্বারা পাপশুদ্ধি হইয়া থাকে। শরণাগত পরিত্যাগ ও বেদবিপ্লাবন করিলে, এক বৎসর আহারসংযম দ্বারা পাপ ক্ষালন হয়। গ্রাম্য কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব, বরাহ বা মনুষ্য দংশন করিলে, প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়। ব্রাহ্মণের শোণিত উৎপাদন করিলে, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান করিবে। চাণ্ডালাদি অস্পৃশ্যজাতি অজ্ঞাতে যাহার গৃহে বাস করে, সে ব্যক্তি কালসহকারে সম্যক্‌রূপে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাবিধানে পাতকশোধন করিবে। এরূপ অবস্থায় চান্দ্রায়ণ বা পরাক দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এবং প্রাজাপত্যদ্বারা শূদ্রের পাপশোধন হইয়া থাকে। গুড়, কুসুম্ভ, লবণ ও ধান্যাদি যে কোন পদার্থ সেই গৃহে থাকে, তৎসমস্তই গৃহদ্বারে স্থাপন করিয়া, তাহাতে অগ্নি দিবে এবং মৃণ্ময়ভাণ্ডসকল একবারেই ত্যাগ করিবে। অন্যান্য দ্রব্য সকলের শাস্ত্রবিহিত বিধানে শোধন করিবে। যাহারা চণ্ডালের সহিত এক কূপে জল পান করিবে, তাহারা উপবাস বা পঞ্চগব্য দ্বারা আত্মশুদ্ধি

সম্পাদন করিবে। যে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে স্পর্শ করিয়া, স্বইচ্ছায় ভোজন করেন, তিনি চান্দ্রায়ণ বা তপ্তকৃচ্ছ্রের অনুষ্ঠান করিবেন। অন্ত্যজগণের ভুক্তশেষ ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় চান্দ্রায়ণ ও শূদ্র তিন রাত্রি উপবাস করিবে। তাহাতেই তাহাদের শুদ্ধিলাভ হইবে। অজ্ঞানবশতঃ চণ্ডালের কূপ বা ভাণ্ডে জল পান করিলে ব্রাহ্মণাদি শান্তপন ও শূদ্র এক দিন উপবাস করিবে। চণ্ডালসম্পৃষ্ট হইয়া, জল পান করিলে, ব্রাহ্মণাদি তিন রাত্রি ও শূদ্র দিনমাত্র অনশন করিবে।

কুক্কুর, বা শূদ্র অথবা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলে, ব্রাহ্মণ এক রাত্রি উপবাসানন্তর পঞ্চগব্যসহকারে শুদ্ধ হইবেন এবং বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলে, রাত্রিতে স্নান করিবেন। ব্রাহ্মণ পক্কান্ন হস্তে কান্তারে বা অনূদকপ্রদেশে পথিমধ্যে গমন করিবার সময় প্রস্রাব বা বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে, শৌচসমাধানান্তে সেই দ্রব্য সূর্য্য বা অগ্নিকে প্রদর্শন করিবেন।

রজস্বলা অবস্থায় হীনবর্ণা স্ত্রী স্পর্শ করিলে, যাবৎ শুদ্ধিলাভ না হয়, তাবৎ ভক্ষণ করিবে না। শুদ্ধ স্নান দ্বারাই তাহার শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। পথিমধ্যে গমনসময়ে, মূত্রত্যাগ করিয়া বিস্মৃতিক্রমে জল পান করিলে, অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় মূত্রোচ্চারপুরঃসর আত্মশুদ্ধি না করিয়া, মোহবশতঃ ভক্ষণ করিলে, ত্রিরাত্র যব পান করিবে, তাহাতেই শুদ্ধিলাভ হইবে।

অপবিত্র উপানহ মুখ স্পর্শ করিলে, মৃত্তিকা ও গোময় এবং পঞ্চগব্য দ্বারা আত্মশুদ্ধি বিহিত হইয়া থাকে। রজস্বলা অবস্থায় চণ্ডালাদি স্পর্শ করিলে, চতুর্থ দিবসে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়। শ্বপচ, পূয, সূতিকা, শব বা শবস্পর্শীকে স্পর্শ করিলে, স্নান দ্বারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে। সস্নেহ নরাস্থি স্পর্শ করিলে, ব্রাহ্মণ স্নানমাত্রেই শুদ্ধি লাভ করেন।

ইত্যাগ্নেয় মহাপুরাণে প্রায়শ্চিত্ত নামক
ষড়ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, মানুষের মন যখন পরদার, পরদ্রব্য ও জীবহিংসাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন স্তুতিই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। যথা—নিত্য বিষ্ণুকে, বিষ্ণুকে, বিষ্ণুকে, বিষ্ণুকে নমস্কার। চিত্তস্থ ও অহঙ্কারগতি বিষ্ণুকে নমস্কার। তিনি চিত্তস্থ, সকলের ঈশ্বর, অব্যক্ত, অনন্ত, অপরাজিত, সর্ব্বব্যাপী, সকলের পূজ্য, অনাদিনিধন, পরমপ্রভাববিশিষ্ট এবং প্রলয়সময়ে সকলের সংহার করেন। বিষ্ণু আমার চিত্তে আছেন, বুদ্ধিতে আছেন, অহঙ্কারে আছেন ও আমাতে আছেন এবং তিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের কর্ম্মরূপে সমুদায় কার্য্য করেন। আমি তাঁহার চিন্তা করিতেছি; আমার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হউক। তাঁহার ধ্যান করিলে, তিনি সমস্ত পাপ হরণ করেন এবং ভাবনাবশে স্বপ্নে দর্শন করিলেও, সমস্ত পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। আমি সেই প্রণবার্ত্তিহর হরি উপেন্দ্র বিষ্ণুকে নমস্কার করি। এই নিরাধার জগৎ তমঃসাগরে মগ্ন হইলে, সেই পরাৎপর বিষ্ণুই হস্তাবলম্বন হইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রণাম করি।

হে সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমন্ পর-

মাত্মন অধোক্ষজ ! হে হৃষীকেশ, হৃষীকেশ, হৃষী-কেশ ! তোমাকে নমস্কার। হে নৃসিংহ অনন্ত গোবিন্দ ভূতভাবন কেশব ! আমি যে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি ও দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তজ্জন্য যে পাপ হইয়াছে, তাহার শান্তিবিধান কর; তোমাকে নমস্কার করি। হে কেশব ! আমি স্বচিত্তের বশ-বর্ত্তী হইয়া, যে দুশ্চিন্তা করিয়াছি, আমার সেই অতীব ভয়ঙ্কর মহৎ অকার্য্যের শান্তি বিধান কর। হে ব্রহ্মণ্যদেব পরমার্থপরায়ণ গোবিন্দ ! হে জগন্নাথ জগদ্বিধাতঃ অচ্যুত ! আমার পাপ শান্তি কর। আমি অপরাহ্নে, সায়াহ্নে, মধ্যাহ্নে অথবা রাত্রিতে কায়মনোবাক্যে না জানিয়া অথবা জানিয়া, যে পাপ করিয়াছি, কিংবা স্বপ্নাবস্থাতেও যে পাপ করিয়াছি, হে হৃষীকেশ ! হে পুণ্ডরী-কাক্ষ ! হে মাধব ! তোমার এই নামত্রয় সমু-চ্চারণমাত্র সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হউক। হে হৃষী-কেশ ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে মাধব ! অদ্য আমার শারীর ও বাচিক পাপ বিনষ্ট কর। আমি ভোজন, শয়ন, অবস্থান, গমন বা জাগরণসময়ে কায়মনোবাক্যে যে কুযোনিজনক নরকাবহ পাপ করিয়াছি, তাহা স্বল্প বা মহৎ যাহাই হউক, বাসু-দেবের কীর্ত্তনমাত্র সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। যিনি পরব্রহ্ম, পরমধাম ও পরমপবিত্র, সেই বিষ্ণুর নাম করিতেছি, আমার সমুদায় পাপ-শান্তি হউক। যাহাতে গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ বা শব্দাদি নাই এবং সূরিগণ যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর নিবৃত্ত হয়েন না, বিষ্ণুর সেই পরম পদ আমার সমস্ত পাপ শান্তি করুন।

যে ব্যক্তি এই পাপপ্রণাশন স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করে, সে কায়জ, বাক্যজ ও মনোজ সমস্ত পাতকে পরিহার প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপগ্রহাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া, বিষ্ণুর পরমপদে গমন করে। অতএব পাপ করিলে, এই সর্ব্বাঘমর্ষণ স্তোত্র জপ করিবে। প্রায়শ্চিত্ত, স্তোত্রজপ ও ব্রতানুষ্ঠান,এই সকল উপায়ে পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, ভুক্তি, মুক্তি ও সর্ব্বথা সিদ্ধি লাভ জন্য ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে পাপনাশনস্তোত্রনামক
সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মা যাহা কহিয়াছেন এবং যাহা দ্বারা পাপশান্তি হইয়া থাকে, তাদৃশ প্রায়-শ্চিত্ত কীর্ত্তন করিব।

যাহা দ্বারা প্রাণবিয়োগফল সংঘটিত হয়, তাদৃশ কার্য্যকে হনন বলে। নিজেই হউক, আর পরের দ্বারাই হউক, রাগ, দ্বেষ বা প্রমাদবশতঃ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বধ করে, তাহাকে ব্রহ্ম-ঘাতক বলে। এক-কার্য্যে প্রবৃত্ত শস্ত্রধারী অনেক ব্যক্তির মধ্যে এক জনের দ্বারা হত্যাকাণ্ড সং-ঘটিত হইলে, সকলকেই ঘাতক বলা যায়। ব্রাহ্মণ আক্রোশ, তাড়ন বা ধনপীড়ন প্রযুক্ত যাহার উদ্দেশে প্রাণত্যাগ করেন, তাহাকেও ঘাতক বলিয়া থাকে। সদুদ্দেশে উপকারার্থ ঔষধাদির প্রয়োগ করিলে, যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহাতে পাতক হয় না। অথবা পুত্র, শিষ্য ও ভার্য্যাকে শাসন করিবার সময় মৃত্যু হইলেও, তাহাকে ত্যা বলে না।

দেশ, কাল, শক্তি ও পাপ পর্য্যালোচনপূর্ব্বক যত্নসহকারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গবার্থে বা ব্রাহ্মণার্থে সদ্য প্রাণ পরিত্যাগ কিংবা অগ্নিতে

আত্মাকে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিবে। তাহা হইলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক মুক্ত হইবে। ব্রহ্মহত্যা করিয়া, শিরঃকপাল ও ধ্বজ ধারণ, ভৈক্ষান্নে জীবন যাপন ও স্বর্ব্বকর্ম্ম জ্ঞাপন করত দ্বাদশ বৎসর মিতভুক্ হইলে, শুদ্ধিলাভ হয়, অথবা, ছয় বৎসর শুদ্ধাচারী হইলে, পাপনিষ্কৃতি হইয়া থাকে। অনিচ্ছায় ব্রহ্মহত্যা করিলে, যে পাপ হয় এবং যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,ইচ্ছাক্রমে করিলে, তাহার দ্বিগুণ পাপ ও দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মহত্যা করিলে, দ্বিগুণ, বৈশ্য করিলে, তাহার দ্বিগুণ এবং শূদ্র করিলে, তাহার ত্রিগুণ পাপ ও ত্রিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি। ক্ষত্রিয়হত্যা করিলে, চতুর্থাংশ, বৈশ্যে অষ্টমাংশ ও শূদ্রে ষোড়শাংশ পাতক অর্শিয়া থাকে। অপ্রদুষ্টা স্ত্রী হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যাব্রত আচরণ করিবে। গোহত্যা করিলে, এক মাস সংযত হইয়া, পঞ্চগব্য পান করিবে এবং গোষ্ঠে শয়ন, গোগণের অনুগমন ও গোদান করিলে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

অতিবৃদ্ধা, অতিকৃশা,অতিবালা রোগিণী স্ত্রীকে হত্যা করিলে, দ্বিজ পূর্ব্ববৎ বিধানে অৰ্দ্ধব্রত অনুষ্ঠান এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, হেম ও তিলাদি প্রদান করিবে। কাষ্ঠ দ্বারা গোহত্যা করিলে শান্তপন, লোষ্ট্র দ্বারা গোহত্যা করিলে প্রাজাপত্য,পাষাণ দ্বারা গোহত্যা করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র, ও শস্ত্র দ্বারা গোহত্যা করিলে, অতিকৃচ্ছ্র করিবে। মাৰ্জ্জার, গোধা, নকুল, মণ্ডূক, কুক্কুর ও পতত্রি বধ করিলে, তিন দিন ক্ষীর পান ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ করিবে। সমস্তপাপক্ষালনজন্য শতবার প্রাণায়াম করিবে।

দ্রাক্ষমধুক, খার্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টঙ্কমাধ্বীক, মৈরেয়, নারিকেলজ এবং পৈষ্টী সুরা, (যাহাকে সমুদায় মদ্যের প্রধান বলে) এই সকল মদ্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। দৈবাৎ পান করিলে, তপ্তসলিল পান ও তপশ্চরণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। অথবা এক বৎসর কণ ভক্ষণ কিংবা নিশাযোগে একবারমাত্র পিণ্যাক ভোজন করিবে। কিংবা, বালবস্ত্র পরিধান এবং জটা ও ধ্বজ ধারণ করিলে, সুরাপান জন্য পাপের পরিহার হইয়া থাকে।

অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ঠামূত্র উদরস্থ করিলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় পুনঃ সংস্কার বিধান করিবে। মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে,সপ্তদিন ব্রত করিবে। চণ্ডালের জল পান করিলে, ছয় দিন ঐরূপ করিবে। চণ্ডালকূপভাণ্ডে জল পান করিলে, শান্তপন করিবে। অন্ত্যজের জল পান করিলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ত্রিরাত্রান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে। মৎস্যকণ্টক, শম্বূক, শঙ্খ, শুক্তি ও কপর্দ্দক ভক্ষণ করিলে, নবোদক পান করিয়া, পঞ্চগব্য সহায়ে শুদ্ধ হইবে। শবকূপোদক পান করিলে, তিন রাত্রে শুদ্ধি লাভ হয়। অন্ত্যাবসায়ির অন্ন ভক্ষণ করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। আপৎকালে শূদ্রগৃহে অন্নভক্ষণ করিলে, মনস্তাপ শুদ্ধি লাভ হয়। শূদ্রের পাত্রে ভোজন করিলে, উপবাস করিয়া, পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে স্নান না করিয়া ভোজন করিলে, উপবাসী থাকিয়া, দিনান্তে জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।

কেশ-কীটযুক্ত, পাদস্পৃষ্ট, ভ্রূণহত্যাকারী কর্ত্তৃক অবেক্ষিত,উদক্যাকর্ত্তৃক সম্পৃক্ত, কাকাদির অবলীঢ়, কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, অথবা গবাদিকর্ত্তৃক আঘ্রাত অন্ন ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করিলে, তিন দিন উপবাস করিবে। রেত, বিষ্ঠা বা মূত্র

ভক্ষণ করিলে, প্রাজাপত্য করিবে। নিষিদ্ধ ভক্ষণ করিলে, উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে। লশুন ভক্ষণ করিলে, শিশুকৃচ্ছ্র করিবে। অভোজ্য-গণের অন্ন, স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট এবং অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করিলে, সপ্তরাত্র জল পান করিবে। মধুমাংস ভক্ষণ করিলে, ব্রহ্মচারী, যতি বা ব্রতী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য করিবেন।

অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ করিলে, তাহাকে চুরি বলে। স্বর্ণ চুরী করিলে, রাজার মুষলাঘাতে তাহার শুদ্ধি সংঘটন হয়। স্বর্ণচৌর, সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুতল্পগামী ও চৌর ইহারা অধঃশয়ন, জটাধারণ, ফল মূল পত্র ভক্ষণ ও একবারমাত্র ভোজনপূর্ব্বক দ্বাদশাব্দে শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। চুরি করিলে ও মদ খাইলে, এক বৎসর কৃচ্ছ্রাচরণ করিবে। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য ও উপল চুরি করিলে, দ্বাদশ দিন কণান্ন ভোজন করিবে। মনুষ্য, স্ত্রী, ক্ষেত্র, গৃহ, বাপী, কূপ ও তড়াগ এই সকল হরণ করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ভক্ষ্য, ভোজ্য, যান, শয্যা, আসন, পুষ্প, ফল ও মূল হরণ করিলে, পঞ্চগব্য দ্বারা তাহার শোধন হয়। তৃণ, কাষ্ঠ, দ্রুম, শুষ্কান্ন, গুড়, চেল, চম ও আমিষ হরণ করিলে, তিন রাত্রি অভোজন করিবে। পিতার পত্নী, ভগিনী, আচার্য্যতনয়া, আচার্য্যাণী ও স্বীয় দুহিতা গমন করিলে, গুরুতল্পগমনের পাপ অর্শিয়া থাকে। তপ্ত লৌহদ্রবে পাক ও প্রজ্বলিত শূর্ম্মী আলিঙ্গন পূর্ব্বক মৃত্যু হইলে, তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে। অথবা, তিনমাস চান্দ্রায়ণ করিবে। তাহাতেই শুদ্ধিলাভ হইবে।

পুরুষ পরদার করিলে, তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা, স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে, তাহাকেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করাইবে। কুমারী, চাণ্ডালী, পুত্রী এবং সপিণ্ড ও পুত্রের পত্নীতে বীর্য্য নিষেক করিলে, প্রাণত্যাগ বিধি। দ্বিজ একরাত্রি বৃষলী গমন করিলে, নিত্য জপপরায়ণ ও ভৈক্ষ্যভুক্ হইয়া, তিনবর্ষে শুদ্ধি লাভ করেন। পিতৃব্যপত্নী, ভ্রাতৃ-ভার্য্যা, চাণ্ডালী, পুক্কসী, স্নুষা, ভগিনী, সখী, পিতৃ-মাতৃষ্বসা, নিক্ষিপ্তা, শরণাগতা, মাতুলানী, স্বসা, সগোত্রা, অন্যাসক্তা, শিষ্যভার্য্যা ও গুরুভার্য্যা এই সকলে গমন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে প্রায়শ্চিত্তনাম
অষ্টাধিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, দেবাশ্রমাদির অর্চ্চনাদির লোপ হইলে, যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূজালোপে অষ্টশত জপ ও দ্বিগুণ পূজা করিবে এবং পঞ্চোপনিষদ মন্ত্রে হোম করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। সূতিকা, অন্ত্যজ বা উদক্যা দেবতা স্পর্শ করিলে, শত জপ, পঞ্চোপ-নিষদসহায়ে দ্বিগুণ পূজা ও স্নান করিবে। হোম-লোপে ব্রাহ্মণভোজন, হোমস্নান ও অর্চ্চনা করিবে। হোমদ্রব্য মূষিকাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং কীটদুষ্ট হইলে, তাবৎমাত্র পরিত্যাগ ও প্রোক্ষণ করিয়া দেবাদির পূজা করিবে। পূজাকালে মন্ত্র ও দ্রব্যাদির ব্যত্যাস হইলে, দেবমানুষবিঘ্ন মূল-মন্ত্র জপ করিয়া, পুনরায় জপ করিবে। হস্ত হইতে দেবতা পতিত হইলে, কুম্ভসহায়ে অষ্টশত জপ করিবে এবং ভিন্ন বা নষ্ট হইলে, উপবাস ও শত হোম করিবে।

পাপ করিয়া, তজ্জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইলে, পুরুষের তাহাতেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। অথবা একমাত্র হরিস্মরণ করিলেই, সেই পাপে শুদ্ধিলাভ হয়। চান্দ্রায়ণ, পরাক বা প্রাজাপত্য দ্বারাও পাপ ক্ষালন হইয়া থাকে। সূর্য্য, ঈশ, শক্তি ও শ্রীশাদি মন্ত্র জপ করিলেও, পাপশুদ্ধি হয়। গায়ত্রী, প্রণব, স্তোত্র ও মন্ত্র জপ করিলেও, পাপ পরিহৃত হইয়া থাকে। চতুর্থ্যন্ত ও নমোন্ত ও স্ত্রীমাদি মন্ত্র সকলও সকল কামনা পূর্ণ করে। নৃসিংহ মন্ত্র, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, অষ্টাক্ষর মন্ত্র ও মালামন্ত্রাদিও পাপনোদন করে। আগ্নেয় পুরাণ পাঠ ও শ্রবণাদি করিলেও, পাপ বিনষ্ট হয়।

সকল শাস্ত্রে ও সকল বেদেই বিষ্ণুকে দ্বিবিদ্যারূপী ও অগ্নিরূপী, পরমাত্মা ও দেবমুখ্য বলিয়া স্তব করিয়াছেন। কি প্রবৃত্তি, কি নিবৃত্তি উভয় স্থলেই ভুক্তিমুক্তিদাতা বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। অগ্নিরূপ বিষ্ণুর হবন, ধ্যান, অর্চ্চন, জপ, স্তুতি ও প্রণতি করিলে, সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। দশাক্ষর মন্ত্র, দান, ধ্যান, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, তুলাপুরুষপ্রধান ষোড়শ মহাদান এবং অন্নদানও অশেষ পাপ নির্হরণ করিয়া থাকে। তিথি, বার, নক্ষত্র, সংক্রান্তি ও মন্বাদিকালে সূর্য্যেশ,শক্তীশ ও শ্রীশাদির উদ্দেশে ব্রতাদি করিলে, পাপপরিহারপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। গঙ্গা, গয়া, প্রয়াগ, কাশী, অযোধ্যা, অবন্তিকা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, নৈমিষ, পুরুষোত্তম, শালগ্রাম ও প্রভাসাদি তীর্থও পাতক সকল সংহার করে।

আমিই পরম জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম, এই প্রকার ভাবনা করিলেও, পাপক্ষালন হয়। আগ্নেয় ও ব্রাহ্মপুরাণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অবতারসমূহ, সর্ব্বপ্রকার পূজা, প্রতিষ্ঠা, প্রতিমাদি, জ্যোতিঃশাস্ত্র, পুরাণসমূহ, স্মৃতিসমস্ত, তপোব্রত, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, অভিধান, কল্প, ন্যায়, মীমাংসা ও অন্যান্য সমুদায়শাস্ত্র, সমস্তই সর্ব্বশক্তিমান্ হরি। হরিই সর্ব্বস্ব, হরি হইতেই সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং হরিতেই সমুদায় লীন হইয়া থাকে। ইহা যিনি অবগত, তিনি সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ। তাঁহাকে দর্শন করিলে, সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। হরি অষ্টাদশবিদ্যারূপ, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ এবং হরিই সৎ, অক্ষর ও জ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্ম ও নির্ম্মলস্বভাব বিষ্ণু। তাঁহার স্মরণ, মনন, ধ্যান, কীর্ত্তন ও স্তব করিলে, সমুদায় পাপ বিনষ্ট ও পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি যথাযথ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক স্বর্গ, নরক, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, অপবর্গ ও পুণ্য প্রভৃতি ধ্যান করে, তাহারও পাপ পরিহৃত হয়। পিতামাতার ভক্তিসহকৃত সেবা ও অন্যান্য গুরুগণের ন্যায়োপেত শুশ্রূষা করিলেও, দেহস্থ পাতক সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সৎপাত্রে নিরহঙ্কার দান করে, নিঃস্বার্থ হইয়া ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে, কামনাশূন্য হইয়া ভগবানের আরাধনা করে, আত্মার অব্যাঘাতে অন্যের যথাসাধ্য উপকার করে, ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের সেবা করে, ভগবৎকথাপ্রসঙ্গে সময় যাপন করে, পরলোক ও ইহলোক উভয় লোকেরই হিতকর কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করে এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া, ঈশ্বরপ্রীতিকামনায় সৎক্রিয়া সকল সমাধান করে, তাহারও সমুদায় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে প্রায়শ্চিত্তনামক নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, হে বশিষ্ঠ! তিথি, বার, ঋক্ষ, দিবস, মাস, ঋতু, অব্দ ও সূর্য্যসংক্রম, ইত্যাদি সময়ে স্ত্রী পুরুষের যে ব্রতাদি বিধেয় হইয়া থাকে যথাক্রমে বলিব, শ্রবণ কর।

শাস্ত্রোদিত নিয়মকে ব্রত ও তপস্যা বলে। দমাদি, ব্রতেরই বিশেষ বিশেষ নিয়ম। উপবাসাদি দ্বারা কর্ত্তার সন্তাপ সমুৎপাদন করে, এইজন্য ব্রতকে তপ বলে এবং ইন্দ্রিয়গ্রামের নিযমন করে, এইজন্য ব্রতের নাম নিয়ম। যে সকল ব্রাহ্মণ অনগ্নি, ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও বিবিধ দান দ্বারা তাঁহাদের শ্রেয় সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐপ্রকার দানাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিরা প্রীত ও ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করেন।

পাপ হইতে নিবৃত্ত পুরুষের গুণের সহিত যে বাস, তাহার নাম উপবাস জানিবে। উপবাস করিয়া, সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিতে হয়। তথাহি, উপবাস করিয়া, কাংস্য, মাংস, মসূর, চণক, কোরদূষক, শাক, মধু ও পরান্ন ত্যাগ করিবে। পুষ্প, অলঙ্কার, বস্ত্র, ধূপগন্ধানুলেপন, দন্তধাবন ও অঞ্জন এই সকলও উপবাসে প্রশস্ত নহে। প্রাতঃকালে দন্তকাষ্ঠ ও পঞ্চগব্য করিয়া, ব্রতাচরণ করিবে। অসকৃৎ জল পান, তাম্বূল ভক্ষণ, দিবাস্বপ্ন ও মৈথুন দ্বারা উপবাস দূষিত হইয়া থাকে। ক্ষমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবপূজা, অগ্নিহবন, সন্তোষ ও অস্তেয়, এই দশবিধ ধর্ম্ম সামান্যতঃ সকল ব্রতেই অবলম্বন করা বিধেয়। পবিত্র মন্ত্র সকল জপ করিবে, যথাশক্তি হোম করিবে, নিত্য স্নান করিবে, পরিমিত ভোজন করিবে, গুরু দেব ও দ্বিজাতির অর্চ্চনা করিবে, ক্ষার, ক্ষৌদ্র, লবণ, মধু ও মাংস বর্জ্জন করিবে। তিল ও মুদ্গ ব্যতিরেকে শস্য, গোধূম ও কোদ্রব, চীনক, দেবধান্য, শমীধান্য, ঐক্ষব, শিতধান্য, পণ্য ও মূল ইহাদিগকে ক্ষারগণ বলে। ব্রীহি, ষষ্টি, মুদ্গ, কলায়, তিল, যব, শ্যামাক, নীবার ও গোধূমাদি ব্রতে প্রশস্ত। কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, পালঙ্কী ও পূতিকা এই সকল ব্রতে ব্যবহার করিবে না। চরু, ভৈক্ষ্য, শক্তুকণ, শাক, দধি, ঘৃত, পয়, শ্যামাক, শালি, নীবার, যব, মূল, তণ্ডুল ও হবিষ্য এই সকল অগ্নিকার্য্যাদিতে ব্যবহার করিলে, শ্রেয়োজনক হইয়া থাকে। অথবা, মধু ও মাংস ব্যতিরেকে অন্যান্য দ্রব্য ব্রতে হিত সমুৎপাদন করে।

তিন দিন প্রাতঃকালে, তিন দিন সায়ংকালে ও তিন দিন অযাচিত ভক্ষণ করিবে এবং তিন দিন পরান্ন ভক্ষণ না করিয়া, প্রাজাপত্য সমাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। তিন দিনে তিন গ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিবে এবং অতিকৃচ্ছানুষ্ঠান সহকারে তিন দিন উপবাস করিবে। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, সর্পি, কুশোদক ও একরাত্রোপবাস, এই সকলকে কৃচ্ছ্রশান্তপন কহে। শান্তপন দ্রব্য সহিত ছয়দিন উপবাস করিয়া, সপ্তাহে ভোজন করিলে, তাহার নাম মহাশান্তপন। এই মহাশান্তপন পাপ বিনষ্ট করে। দ্বাদশদিন উপবাস করিলে, তাহাকে পরাক বলে। পরাক দ্বারা সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয়। পরাকের তিন গুণ উপবাস করার নাম মহাপরাক।

একপল কপিলামূত্র, অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ গোময়, সপ্তপল ক্ষীর, দুইপল দধি, একপল ঘৃত ও একপল কুশোদক দান করিবে। গায়ত্রীদ্বারা গোমূত্র, গন্ধদ্বারেতি বলিয়া গোময়, আপ্যায়স্বেতি বলিয়া ক্ষীর, দধি-

ক্রাবৃণেতি বলিয়া দধি, তেজোসীতি বলিয়া আজ্য ও দেবস্যেতি বলিয়া কুশোদক গ্রহণ করিবে। ইহার নাম ব্রহ্মকূর্চ। উপবাসী থাকিয়া, অঘমর্ষণসূক্ত অথবা প্রণবসংযোগে আপোহিষ্ঠেতিঋক্‌জপসমাধানান্তে এই কূর্চ পান করিলে,সর্ব্বপাপপরিহার ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। উপবাসী, সায়ম্ভোজী, যতি, ষষ্ঠাত্মাকালবান্‌, মাংসবর্জ্জী, অশ্বমেধী ও সত্যবাদী ইহাদের স্বর্গলোক লাভ হয়।

মলমাসে অগ্ন্যাধান, প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞদান ব্রত; দেবব্রত, বৃষোৎসর্গ, চূড়াকরণ, মেখলা, মাঙ্গল অভিষেক ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইবে। বিবাহাদিতে সৌরমাস, যজ্ঞাদিতে সাবনমাস এবং আব্দিক পিতৃকার্য্যে চান্দ্রমাস প্রশস্ত। রবি কন্যায় গমন করুন বা না করুন, আষাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া, যে পঞ্চম পক্ষ প্রাপ্ত হইবে,তাহাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ভাস্কর যে নক্ষত্রে অস্ত যান,তাহাতে উপবাস করিবে। রুদ্রযুক্ত দ্বাদশী,চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা ও প্রতিপৎযুক্ত অমাবস্যা, ইহাদের নাম তিথিযুগ্ম। এই সকল যুগ্ম তিথিতে কার্য্য করিলে, মহাফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রত করিতে করিতে কোন রূপে অশুদ্ধ ও তজ্জন্য ব্রতানর্হ হইলে,অন্যের দ্বারা তাহা সম্পাদিত করিবে। ক্রোধ, প্রমাদ বা লোভ বশতঃ ব্রতভঙ্গ হইলে, দিনত্রয় অনশন বা মস্তক মুণ্ডন করিবে। অসামর্থ্যে পত্নী বা পুত্র দ্বারা ব্রত করাইয়া লইবে। জন্ম ও মৃত্যুতে প্রারব্ধ পূজা পরিত্যাগ করিবে। ব্রতস্থ ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইলে, গুরু দুগ্ধপানাদি দ্বারা তাহার উদ্ধার করিবেন। ফল, মূল, জল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণকাম্যা, গুরুবাক্য ও ঔষধ এই আটটি অব্রতঘ্ন।

হে ব্রতপতে! আমি কীর্ত্তি, সন্ততি, বিদ্যাদি সৌভাগ্য ও আরোগ্য বৃদ্ধি এবং পাপশুদ্ধি,ভুক্তি ও মুক্তির জন্য ব্রত করিতেছি। আমি তোমার সমক্ষে এই শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণ করিলাম। হে জগৎপতে! তোমার প্রসাদে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিলাভ করুক। তুমি সাধুগণের পতি ও সকলের সহায়। তোমা বিনা আর গতি মুক্তি বা আশ্রয় নাই। তোমাতে যাহার নির্ভর বা অবলম্বন নাই, সে চিরকালই শূন্যে থাকিয়া, শূন্য জীবন যাপন করে। তাহার জীবনে ও জড় জীবনে প্রভেদ নাই। এইজন্য আমি তোমাতে নির্ভর ও তোমাকেই অবলম্বন করিয়া, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমি এই শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণ করিলাম, যদি পূর্ণ না হইতেই মরিয়া যাই, তোমার প্রসাদে ইহা যেন সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হয়। তুমি ব্রতমূর্ত্তি ও জগন্মূর্তি। তোমাকে সর্ব্বসিদ্ধির নিমিত্ত আবাহন করিতেছি। তোমাকে নমস্কার। কেশব! তুমি সন্নিহিত হও। আমি আন্তরিক ভক্তি সহকারে কল্পিত পরমপবিত্র পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত সলিলে তোমাকে স্নান করাইতেছি। তুমি আমার সমুদায় পাতক নির্হরণ কর। হে অর্ঘ্যপতে! তোমার প্রসাদে অনায়াসেই ইন্দ্রাদি পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তুমি সকল পদের আস্পদ পরম পদ। তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, সকলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি পরম ভক্তি সহকারে গন্ধপুষ্পসলিলযুক্ত পবিত্র অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া, আমারে সর্ব্বদা অর্ঘ্যার্হ কর। তোমার প্রসাদে অতি সামান্য ব্যক্তিও দেবগণের পূজনীয় হইয়া থাকে। তুমি অন্ন, বস্ত্র ও ভূষণাদির পতি। তুমি প্রসন্ন হইলে, কাহারই কোন কালেই কোন রূপেই অন্নবস্ত্রাদির অভাব হয় না। আমি এই পরমপবিত্র সুন্দর বস্ত্র প্রদান

করিতেছি। গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বদা আমাকে পরম-সুন্দর অলঙ্কারাদি ও বস্ত্রাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ও সুন্দররূপে আচ্ছাদিত কর। আমার যেন কোন কালেই ঐ সকলের অভাব হয় না। আমি যেন তোমার প্রসাদে নিত্য অন্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রচুর পরিমাণে দান করিয়া, তোমার প্রসাদ-লাভে সমর্থ হই। তুমি গন্ধমূর্ত্তি ও গন্ধপতি। এই বিমল সুগন্ধি গন্ধ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। এবং আমাকে পাপগন্ধবিহীন ও নিত্য পুণ্যগন্ধে আমোদিত কর। তোমার প্রসাদে আমার আত্মা পবিত্র হউক; পরলোক ও ইহলোক পবিত্র হউক; স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হউক; অর্থ ও পর-মার্থ অধিগত হউক এবং সকল কামনা ও সকল বাসনা পূর্ণ হউক। তুমি পূর্ণাত্তিপূর্ণ পরমপূর্ণ। তোমার প্রসাদে সকল বিষয়েরই পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে পুষ্পাদিপূর্ণ পরমপুরুষ! আমি আয়ু ও আরোগ্যবৃদ্ধির জন্য পুষ্প প্রদান করিতেছি। তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া, আমাকে পবিত্র ও সুখিত কর। কেশব! এই গুগ্‌গুল ও ঘৃতযুক্ত দশাঙ্গ ধূপ গ্রহণ করিয়া, আমাকে ধূপিত কর। তুমি সর্ব্বদা সধূপ ও ধূপিত সৎপতি। হে দীপমূর্ত্তে! এই অখিলভাসক ঊর্দ্ধ-শিখ দীপ্ত দীপ গ্রহণ করিয়া, আমাকে সর্ব্বদা প্রকাশশীল ও ঊর্দ্ধগতি প্রদান কর। হে অন্নাদি-সৎপতে! এই অন্নাদি নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া, আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বদ, অন্নদ ও অন্নাদিতে পূর্ণ কর। হে সর্ব্বশক্তিমন্! হে ব্রতপতে! আমি মন্ত্রহীন, ভক্তিহীন অথবা ক্রিয়াহীন করিয়া, যে পূজা করি-য়াছি, তোমার প্রসাদে তাহা পরিপূর্ণ হউক। আমাকে ধর্ম্ম দাও, ধন দাও, সৌভাগ্য দাও, গুণ-সন্ততি দাও, কীর্ত্তি দাও, বিদ্যা দাও, আয়ু দাও, স্বর্গ দাও, মুক্তি দাও। হে ব্রতপতে! অধুনা এই পূজা গ্রহণ করিয়া, বরদান ও পুনরাগমনার্থ প্রস্থান কর। তোমার প্রসাদে আমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তুমি লক্ষ্মীপতি, ধর্ম্মপতি, ধরা-পতি, বিদ্যাপতি ও ঐশ্বর্য্যপতি। তুমি পতিত-পাবন, প্রপন্নার্ত্তিবিনাশন ও পরমপদবিধাতা। তোমার প্রসাদে আমার সকল অভীষ্ট ও সকল কামনা সিদ্ধ হউক।

ব্রতবান্ ব্যক্তি স্নান করিয়া, সকল ব্রতেই ব্রতমূর্ত্তি সকলের যথাশক্তি পূজা করিবে। তৎ-কালে ভূমিশয়ন করিতে হইবে। সামান্য ব্রতান্তে জপ, হোম, দান এবং চতুর্ব্বিংশ, দ্বাদশ, পঞ্চ, ত্রি বা এক জন ব্রাহ্মণের পূজা, গুরুভোজন ও শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দান করিবে। সুবর্ণাদ্য গো, পাদুকা, উপানহ, জলপাত্র, অন্নপাত্র, ভূমি, ছত্র, আসন, শয্যা, বস্ত্রযুগ্ম ও কুম্ভসমূহ দান করা বিধেয়।

তোমার নিকট এই ব্রতপরিভাষা কীর্ত্তন করিলাম।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্রতপরিভাষানামক দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে প্রতিপদ্ প্রভৃতি তিথি সকলে যে যে ব্রত করা বিধেয়, সমস্তই কীর্ত্তন করিব।

কার্ত্তিক, আশ্বিন ও চৈত্র মাস, এই তিন মাসের প্রতিপৎতিথিকে ব্রহ্মতিথি বলে। পঞ্চ-দশীতে অনশন করিয়া, প্রতিপদে, ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ, ইত্যাদি বিধানে গায়ত্রী সহিত

ব্রহ্মের পূজা করিবে। দক্ষিণে অক্ষমালা ও স্রুব, বামে শ্রুচ ও কমণ্ডলু, এবং দীর্ঘকুর্চবিশিষ্ট জটাধর ব্রহ্মার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইবে। ব্রহ্মা আমার প্রতি প্রীত হউন বলিয়া যথাশক্তি ক্ষীর প্রদান করিবে। যে ব্রাহ্মণ এই প্রকারে ব্রহ্মার আরাধনা করেন, তিনি সর্ব্বকলুষবিনির্ম্মুক্ত ও স্বর্গভাগী হইয়া, পরিণামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ধনী হয়েন।

যাহা দ্বারা অধন্য ধন্য হয়,সেই ধন্যব্রত কীর্ত্তন করিব। মার্গশীর্ষত্রয় প্রতিপদ তিথিতে রাত্রিতে হোম করিয়া, উপবাস করিবে এবং অগ্নিকে নমস্কার, এই প্রকার কহিয়া, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, সর্ব্বভাগী হইয়া থাকে। প্রতিপদ তিথিতে একভক্তাশী হইয়া, কপিলা প্রদান করিলে, বৈশ্বানর পদ প্রাপ্তি হয়। ইহার নাম শিখিব্রত।

ইত্যাগ্নেয় মহাপুরাণে প্রতিপদ্‌ব্রতনামক একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, দ্বিতীয়া ব্রত কীর্ত্তন করিব। উহা দ্বারা ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুষ্পাহারী হইয়া, দ্বিতীয়া তিথিতে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের অর্চ্চনা করিবে। তাহাতে রূপ সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হইবে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে যমের পূজা করিবে। তাহাতে স্বর্গলাভ ও নরক পরিহার হইবে।

অবৈধব্যাদি ফলদায়ক অশূন্যব্রত কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে এবং কহিবে, হে শ্রীবৎসধর! হে শ্রীকান্ত! হে শ্রীধামন্! হে অব্যয়! হে শ্রীপতে! আমার গার্হস্থ্য যেন কোন কালেই নষ্ট না হয় এবং যেন ধর্ম্মার্থকামপ্রদ তোমাতেই সংসক্ত হয়। তোমার প্রসাদে আমার অগ্নিসকলও যেন প্রণষ্ট না হন, দেবতারা যেন প্রণষ্ট না হন, পিতৃগণ যেন প্রণষ্ট না হন, এবং আমাদের দাম্পত্য যেন কোন কালেই বিচ্ছিন্ন না হয়। আপনি যেমন কোন কালেই লক্ষ্মীর বিরহযোগ ভোগ করেন না, হে দেব! আপনার প্রসাদে আমারও কলত্রসম্বন্ধ যেন তেমনি অবিচ্ছিন্ন হয়। হে বরদ! হে বিভো! আপনার শয্যা যেমন কোন কালেই লক্ষ্মীসমাগম শূন্য হয় না, হে মধুসূদন! আমারও শয্যা যেন তেমনি অশূন্য হয়।

এইপ্রকারে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর বৎসরাবধি পূজা করিয়া, প্রতিমাসে শয্যা ও ফল এবং সোমের উদ্দেশে সমন্ত্রক অর্ঘ্যদান করিবে। তৎকালে এই প্রকার বলিতে হইবে, হে চন্দ্র! তুমি গগনরূপ বিশাল অঙ্গনের পরমপ্রজ্বলিত প্রদীপস্বরূপ। তুমি ক্ষীরোদসাগরগর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। সমস্ত দিঙ্মণ্ডল তোমার নির্ম্মল কিরণে বিদ্যোতিত হইয়া থাকে। তুমি লক্ষ্মীর অনুজ। তোমাকে নমস্কার।

অনন্তর, ওঁ শ্রীং শ্রীধরায় নমঃ, বলিয়া সোমরূপী হরির এবং ঘং ঢং ভং হং শ্রিয়ৈঃ নমঃ বলিয়া সেই দশরূপ মহাত্মার পূজা করিবে। পরে রাত্রিতে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া, ব্রাহ্মণকে শয্যা, দীপান্নভাজনসমেত আসন, ছত্র, পাদুকা, জলকুম্ভ, প্রতিমা ও পাত্র প্রদান করিবে। সস্ত্রীক এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিলে, ভুক্তিমুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

অধুনা, কান্তিব্রত কীর্ত্তন করিব। কার্ত্তিক

মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে নক্তাহারী হইয়া, এই ব্রতের অনুষ্ঠান ও রামকৃষ্ণের পূজা করিবে। এক বৎসর এই প্রকার করিলে, কান্তি, আয়ু ও আরোগ্যাদি লাভ হইয়া থাকে।

অধুনা বিষ্ণুব্রত বলিব। এই ব্রত করিলে, সমুদায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। পৌষশুক্লের দ্বিতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া, দিনচতুষ্টয় যাবৎ এই ব্রত করিবে। প্রথম দিন সিদ্ধার্থ দ্বারা,দ্বিতীয় দিন কৃষ্ণতিলে, তৃতীয় দিন বচায় ও চতুর্থ দিন সর্ব্বৌষধিসলিলে স্নান করিবে। মুরা, মাংসী, বচা, কুষ্ঠ, শৈলেয়, রজনীদ্বয়, সটী, চম্পক ও মুস্তা ইহাদের নাম সর্ব্বৌষধিগণ। কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, হৃষীকেশ, ইত্যাদি নামে পূজা করিয়া, যথাক্রমে শশী, চন্দ্র, শশাঙ্ক ও ইন্দু সংজ্ঞা সহায়ে পাদে, নাভিতে, চক্ষুতে ও মস্তকে পূজা করিবে। যাবৎ চন্দ্রমা উদিত থাকেন, তাবৎ রাত্রিতে ভোজন করিবে। এই প্রকার ব্রত করিলে, ছয় মাসে সমস্ত পাপক্ষালন ও বৎসরান্তে সকল কামনা পূর্ণ হয়। পূর্ব্বে সুরাদি সকলে এই ব্রত করিয়াছিলেন। রাজাদিরও এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দ্বিতীয়াব্রত নামক দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা তোমার নিকট ভুক্তিমুক্তিপ্রদ তৃতীয়াব্রত কীর্ত্তন করিব। ললিতা তৃতীয়াতে অনুষ্ঠেয় মূল গৌরীব্রত শ্রবণ কর।

মহাদেব চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে গৌরীকে বিবাহ করেন। ঐ দিন তিলস্নাত হইয়া, গৌরীর সহিত মহাদেবকে হৈমফলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পাটলাকে নমস্কার বলিয়া দেবী ও শিবের পদ পূজা করিবে। এই রূপ, শিবকে ও জয়াকে নমস্কার বলিয়া গুল্ফদ্বয়ে পূজা করিবে। ত্রিপুরারি রুদ্র ও ভবানীকে নমস্কার বলিয়া, জঙ্ঘাযুগলে আরাধনা করিবে। রুদ্ররূপী ঈশ্বর ও বিজয়াকে নমঃ বলিয়া জানুযুগ্মে অর্চ্চনা করিবে। ঈশকে নমঃ বলিয়া দেবীর কটি ও শঙ্করকে নমঃ বলিয়া শঙ্করকে পূজা করিবে। কোটবীকে নমঃ বলিয়া কুক্ষিদ্বয়ের ও শূলপাণিকে নম বলিয়া, শূলীর আরাধনা করিবে। তুমি মঙ্গলা, তোমাকে নমস্কার বলিয়া উদরের অর্চ্চনা করিবে। সর্ব্বাত্মাকে নমঃ বলিয়া রুদ্রের, ঐশানীকে নমঃ বলিয়া কুচদ্বয়ের, দেবাত্মাকে নমঃ বলিয়া শিবের, হ্লাদিনীকে নমঃ বলিয়া কণ্ঠের, মহাদেবকে নমঃ বলিয়া শিবের, অনন্তকে নমঃ বলিয়া করদ্বয়ের, ত্রিলোচনকে নমঃ বলিয়া হরের, কালানলপ্রিয়াকে নমঃ বলিয়া বাহুব, সৌভাগ্য ও মহেশকে নমঃ বলিয়া ভূষণ সকলের, অশোকমধুবাসিনী ও ঈশ্বরকে নমঃ বলিয়া ওষ্ঠদ্বয়ের, চতুর্ম্মুখপ্রিয়া ও স্থাণুরূপী হরকে নমঃ বলিয়া আস্যদেশের, অর্দ্ধনারীশ হর ও অমিতাঙ্গীকে নমঃ বলিয়া নাসিকার, উগ্রকে নমঃ বলিয়া লোকেশের, ললিতাকে নমঃ বলিয়া ভ্রূদ্বয়ের, সর্ব্বকে নমঃ বলিয়া ত্রিপুরহন্তার, বাসন্তীকে নমঃ বলিয়া তালুর, শ্রীকণ্ঠনাথা ও শিতিকণ্ঠকে নমঃ বলি[illegible] কেশের, এবং সুরূপিণী ভীমোগ্রা ও সর্ব্বাত্মাকে নমঃ বলিয়া শিরোদেশের পূজা করিবে।

মল্লিকা, অশোক, কমল, কুন্দ, তগর, মালতী, কদম্ব, করবীর, বাণ, অম্লান কুঙ্কুম ও সিন্ধুবার এই সকল পুষ্পে যথাক্রমে সমুদায় মাসে পূজা

করিতে হইবে। উমা ও মহেশ্বরের পূজা করিয়া তাঁহাদের পুরোভাগে সৌভাগ্যাষ্টক স্থাপন করিবে। ঘৃত, নিষ্পাব, কুসুম্ভ, ক্ষীর, জীবক, তরুরাজ ইক্ষু, লবণ ও কুস্তুম্বুরু এই আটটীকে সৌভাগ্যাষ্টক বলে। চৈত্রমাসে শৃঙ্গোদক পান করিয়া, দেব-দেবীর অগ্রে শয়ন করিবে। পরে প্রাতঃকালে স্নান ও সম্যক্ রূপে দেব দেবীর পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণদম্পতীর অর্চ্চনা করিবে এবং দেবী ললিতা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন বলিয়া, ব্রাহ্মণকে উল্লিখিত আটটী দ্রব্য দান করিবে। চৈত্রাদি মাসে দানকালে যথাক্রমে, ললিতা, বিজয়া, ভদ্রা, ভবানী, কুমুদা, শিবা, বাসুদেবী, গৌরী, মঙ্গলা, কমলা ও সতী আমার প্রতি প্রীতিমতী হউন, বলিয়া যথাক্রমে শৃঙ্গোদক, গোময়, মন্দার, বিল্বপত্র, কুশোদক, দধি, ক্ষীর, পৃষদাজ্য, গোমূত্রাজ্য, কৃষ্ণতিল, পঞ্চগব্য ও ক্রমাশন এই সকল দ্রব্য দান করিবে। ব্রতান্তে একমাত্র ফল, পবিত্র আজ্য ও শয্যা প্রদান করিবে। এবং গুরুদম্পতীকে পূজা করিয়া, স্বর্ণের উমা মহেশ্বর, গো ও বৃষভ এবং বস্ত্রাদি দান করিলে, ভুক্তি মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সৌভাগ্যশয়নব্রত করিলে, সৌভাগ্য, আরোগ্য ও আয়ু লাভ হয়। শ্রাবণ অথবা বৈশাখ, কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়াতে ললিতা দেবীকে নমস্কার করিয়া অর্চ্চনা করিবে। প্রতিপক্ষে পূজা করিয়া, ব্রতান্তে চতুর্ব্বিংশতি বিপ্রদম্পতীর বস্ত্রাদিপ্রদানপুরঃসর অর্চ্চনা করিলে, ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অধুনা, সৌভাগ্যব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ফাল্গুনাদি তৃতীয়া তিথিতে যে ব্যক্তি লবণ বর্জ্জন করে এবং ব্রত সমাপ্ত হইলে, উপস্করসমেত বৃহৎ শয্যা দান করে, তাহার সৌভাগ্য লাভ হয়। ভবানী আমার প্রতি প্রীতা হউন বলিয়া তৎকালে ব্রাহ্মণদম্পতীর বিশিষ্টরূপ পূজা করিতে হইবে। এই ব্রত করিলে, গৌরীলোকলাভ হয়। মাঘ, ভাদ্র ও বৈশাখ মাসে তৃতীয়া ব্রত করিবে।

চৈত্রমাসে দমনকতৃতীয়া ব্রত করিলে, পরম সৌভাগ্য লাভ হয়। দমনকসহায়ে এই ব্রতে প্রবৃত্ত হইবে। মার্গতৃতীয়া আরম্ভ করিয়া, গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, প্রকৃতি, শিবা ও নারায়ণীর যথাক্রমে পূজা করিলে, সৌভাগ্য ও স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে তৃতীয়াব্রতনামক
ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ চতুর্থীব্রত সমুদায় অধুনা কীর্ত্তন করিব।

মাঘ মাসের শুক্ল চতুর্থীতে অনশন করিয়া, গণদেবতার পূজা করিবে। পঞ্চমীতে তিলান্ন ভোজন করিলে, বর্ষান্তে নির্ব্বিঘ্ন সুখলাভ হইয়া থাকে। গং স্বাহা, ইহাই গণদেবপূজার মূলমন্ত্র। মূলমন্ত্রে আগচ্ছোল্কায় বলিয়া, আবাহন এবং গচ্ছোল্কায় বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। মোদকাদি ও গন্ধাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিবে।

ওঁ মহোল্কায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

ভাদ্রমাসে চতুর্থী করিলে, শিবসাক্ষাৎপ্রাপ্তি হয়। তৎকালে চতুর্থীস্থ অঙ্গারকে গণপূজা করিলে, সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে। ফাল্গুনমাসের

চতুর্থীকে অবিঘ্নাখ্যা চতুর্থী বলে। চৈত্র মাসের চতুর্থীতে দমন দ্বারা গণদেবতার পূজা করিলে, সুখী হওয়া যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে চতুর্থীব্রত নামক চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা পঞ্চমীব্রত কীর্ত্তন করিব। উহা দ্বারা আরোগ্য, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে ব্রত করিয়া, যথাবিধানে পূজা করিলে, বাসুকি, তক্ষক, কালীয়, মণিভদ্র, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক ও ধনঞ্জয় ইহারা অভয়, আয়ু, বিদ্যা, যশ, শ্রী ও সম্পত্তি প্রদান করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পঞ্চমীব্রত নামক পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা ষষ্ঠীব্রত কীর্ত্তন করিব। এই ব্রত কার্ত্তিকাদিমাসে অনুষ্ঠান করিবে। ষষ্ঠীতে ফলাশী হইয়া, অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে, ভুক্তি, মুক্তি ও আরোগ্যাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহার নাম স্কন্দষষ্ঠীব্রত। ভাদ্র মাসের ষষ্ঠীতে যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে।

অধুনা কৃষ্ণষষ্ঠীব্রত কীর্ত্তন করিব। মার্গশীর্ষে এই ব্রত করিবে। অনাহারী হইয়া, একবর্ষ এই ব্রত করিলে, ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ষষ্ঠীব্রতনামক ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, সপ্তমীব্রত কীর্ত্তন করিব। উহা দ্বারা সকলেরই ভুক্তিমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমীতে সূর্য্যের আরাধনা করিলে, শোক দূর হয়। ভাদ্রমাসের সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজা করিলে, সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। পৌষমাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমীতে উপবাস করিয়া, সূর্য্যের পূজা করিলে, পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজা করিলে, সমুদায় অভীষ্ট লাভ হয়। ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের নন্দাসপ্তমীতে সূর্য্যের পূজা করিলে, স্বর্গ লাভ হয়। মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে অপরাজিতা সপ্তমী বলে। কেহ কেহ ইহাকে স্ত্রীজাতির পুত্রীয়া সপ্তমী কহিয়া থাকে। এই সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজা করিলে, পুত্র প্রাপ্তি হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সপ্তমীব্রতনামক সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অষ্টমী ব্রত সকল কীর্ত্তন করিব। রোহিণীতে প্রথম ব্রত করিতে হয়। ভাদ্রমাসের অষ্টমীতে রোহিণীনক্ষত্রে অর্দ্ধরাত্র সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্য উহার নাম জয়ন্তী অষ্টমী। এই অষ্টমীতে উপবাস করিলে, সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে পরিহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীতে রোহিণীনক্ষত্রে উপবাস করিয়া, কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে, ভুক্তি মুক্তি লাভ হয়।

আমি কৃষ্ণ, বলভদ্র, দেবকী, বসুদেব ও যশো-

দাকে আবাহন ও পূজা করিতেছি। হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগস্বরূপ, যোগপতি ও যোগেশ, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি যোগাদিসম্ভব গোবিন্দ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

এই বলিয়া কৃষ্ণকে স্নান করাইয়া, পূজা করিবে। তুমি যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর ও যজ্ঞসকলের পতি। তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞাদিসম্ভব গোবিন্দ, তোমাকে বারংবার নমস্কার। দেব! তোমার প্রিয় এই সকল সুগন্ধি পুষ্পগ্রহণ কর। হে দেববন্দিত আদিদেব! আমার সকল কামনা পূর্ণ কর। হে ধূপধূপিত! তুমি ধূপস্বরূপ, এই ধূপ গ্রহণ কর। হে সুগন্ধ! হে হরে! আমারে সর্ব্বদা ধূপগন্ধসম্পন্ন কর। হে দীপদীপ্ত! তুমি মহাদীপস্বরূপ। তোমারই দীপ্তিতে সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্যাদি দীপ্তপদার্থ সকল তোমারই দীপ্তিতে দীপ্তিময় হইয়া থাকে। তুমি যখন এই দীপ্তি সংহরণ কর, তখনই ঘোর নিবিড় তিমিরপ্রাগ্‌ভার প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহাপ্রলয় সমুপস্থিত করে। ইহারই নাম সকলের সংহারকাল। হে বিভো! হে অনন্ত! তুমি সর্ব্বদা দীপদীপ্তি প্রদান কর, তোমারে নমস্কার। আমার প্রদত্ত এই প্রদীপ গ্রহণ করিয়া, আমার উর্দ্ধগতি বিধান কর। তুমি বিশ্ব, বিশ্বপতি ও বিশ্বেশ্বর, তোমারে বার বার নমস্কার। তুমি বিশ্বাদিসম্ভব গোবিন্দ, তোমারে আত্মনিবেদন করিলাম, আমার উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। তুমি ধর্ম্ম, ধর্ম্মপতি ও ধর্ম্মেশ, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি ধর্ম্মাদিসম্ভব গোবিন্দ, শয়ন কর। তুমি সর্ব্ব, সর্ব্বপতি ও সর্ব্বেশ্বর, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি সর্ব্বাদিসম্ভব গোবিন্দ। আমাকে পবিত্র কর।

হে শশাঙ্ক! তুমি ক্ষীরোদসাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং অত্রিনেত্র হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ। এক্ষণে রোহিণীর সহিত মিলিত হইয়া, আমার প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। এই বলিয়া দেবদেব বাসুদেব, চন্দ্রসহিত রোহিণী, দেবকী, বসুদেব, যশোদা, নন্দ ও বলভদ্রকে স্থণ্ডিলে স্থাপন ও পূজা করিবে এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে গুড়সর্পির্মিশ্রিত পয়োধারা পাতিত করিবে। ব্রতী ব্যক্তি বস্ত্র ও হেমাদি প্রদান পুরঃসর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। জন্মাষ্টমী ব্রত করিলে, পুত্রবান্ ও বিষ্ণুলোকগামী হয়। পুত্রার্থী হইয়া, বর্ষে বর্ষে এই ব্রত করিলে, কোন ভয়ই থাকে না। তৎকালে এই প্রকার বলিতে হইবে, হে দেব! আমায় পুত্র দাও, ধন দাও, আয়ু দাও, আরোগ্য দাও, সন্ততি দাও, ধর্ম্ম দাও, কাম দাও, সৌভাগ্য দাও, স্বর্গ দাও ও মুক্তি দাও।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে জয়ন্ত্যষ্টমীনামক অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে, অর্থসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহার নাম কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত। মার্গশীর্ষ মাসে এই ব্রতে প্রবৃত্ত হইবে। রাত্রিতে শুচি হইয়া, গোমূত্র ভক্ষণ করিবে এবং ভূমিশায়ী হইয়া, নিশাকালে শঙ্করের পূজা করিবে। পৌষমাসে ঘৃত ভক্ষণ করিয়া শম্ভুর, মাঘে ক্ষীর ভোজন করিয়া মহেশ্বরের, ফাল্গুনে অনশন ও তিল ভক্ষণ করিয়া মহাদেবের, চৈত্রে যবাশী হইয়া স্থাণুর, বৈশাখে কুশোদক পান করিয়া শিবের, জ্যৈষ্ঠে শৃঙ্গোদকাশী হইয়া

পশুপতির, আষাঢ়ে গোময় ভক্ষণ পূর্ব্বক উগ্রের, শ্রাবণে অর্কভুক্ হইয়া সর্ব্বের, ভাদ্রপদে রজনীতে বিল্বপত্রাশী হইয়া ত্র্যম্বকের, আশ্বিনে তণ্ডুল ভক্ষণ পূর্ব্বক ঈশের, কার্ত্তিকে দধ্যাশী হইয়া রুদ্রের এবং বর্ষান্তে হোম করিয়া স্থণ্ডিলে মহাদেবের পূজা করিবে। তৎকালে গুরুকে গো, বস্ত্র ও হেম দান পুরঃসর যাচ্ঞা করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

প্রত্যেক অষ্টমীতে নক্তাশী হইয়া, বৎসরান্তে ধেনু দান করিলে, পৌরন্দরপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহার নাম স্বর্গতিব্রত। উভয় পক্ষের বুধবারে অষ্টমী উপস্থিত হইলে, গুড়মাত্র ভক্ষণ করিয়া,এই ব্রত করিলে, ব্রতকর্ত্তার সম্পদ্ কখনও খণ্ডিত হয় না। অষ্টমুষ্টি তণ্ডুলের অঙ্গুলিদ্বয় বর্জ্জন করিয়া, তাহাতে অন্ন প্রস্তুত করিবে। কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক অঙ্গ পূজা করিয়া, ঐ অন্ন ভক্ষণ করিবে এবং যথাশক্তি তণ্ডুল ও কর্কোটিকা দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিবিধান করিবে।

ধীর নামে ব্রাহ্মণ ; তাঁহার রম্ভা নামে ভার্য্যা, কৌশিক নামে পুত্র, বিজয়া নামে দুহিতা এবং ধনদ নামে বৃষ। কৌশিক সেই বৃষকে লইয়া গোপালগণের সহিত চবাইয়া বেড়াইতেন। একদা বৃষচারণ করিতে করিতে, ভাগীরথীতে স্নান করিতেছেন,এমন সময়ে কতিপয় চৌর তাঁহার বৃষহরণ করিয়া লইল। তিনি স্নান করিয়া দেখিলেন, বৃষ অদৃশ্য হইয়াছে। তখন ইতস্ততঃ তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভগিনী বিজয়া তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইলেন। অনন্তর কোন সরোবরে অবলোকন করিলেন,দিব্য রমণীরা ব্রত করিতেছেন। তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত রমণীকে অবলোকন করিয়াই, অন্ন প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই ব্রতকারিণী রমণীরা কহিলেন, তুমি অতিথি হইয়াছ, ভোজন কর। অনন্তর কৌশিক ব্রত করিয়া ভোজন করিলে, বৃষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন বিজয়ার সমভিব্যাহারে সহর্ষে গৃহে গমন করিলেন এবং যমকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া, স্বয়ং অযোধ্যার রাজা হইলেন। বিজয়া যমালয়ে গমন করিয়া, পিতা মাতাকে নরকার্হ দেখিয়া অতিমাত্র ব্যাকুলা হইলেন এবং মৃগয়াগত যমকে কহিলেন, পিতা মাতা কিরূপে নরক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন ? যম কহিলেন, ব্রতদ্বয়ের অনুষ্ঠান করিলেই তোমার পিতা মাতা মুক্তি লাভ করিবেন। তোমার ভ্রাতা ব্রত করিয়া, তৎপ্রভাবে আমার হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ, ব্রত করিলে, কাহারই অভিপ্রায় বা অভিলাষ বিফল হয় না। অনন্তর যমের আদেশে কৌশিকের পিতা মাতা উভয়ে ব্রত করিয়া, তৎপ্রভাবে স্বর্গলোক লাভ করিলেন। তাঁহারা যে ব্রত করিলেন, তাহার নাম বুধাষ্টমী। তখন বিজয়াও ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধির জন্য সহর্ষে ব্রত করিলেন।

যাহারা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে অষ্ট অশোককলিকা ভক্ষণ করে, তাহারা কখনও শোক প্রাপ্ত হয় না। তাহাদের আয়ু, আরোগ্য ও সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও পরিণামে অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। হে অশোক ! তুমি মহাদেবের পরমপ্রিয়সামগ্রী। মধুমাসে তোমার জন্ম হইয়াছে। আমি শোকসন্তপ্ত হইয়া, তোমাকে পান করিতেছি, তুমি সর্ব্বদা

আমাকে অশোক কর। এই বলিয়া অশোকের পূজা করিলে, সমুদায় শোক বিনাশ হয়।

চৈত্রাদি মাসের অষ্টমীতে মাতৃকাগণের পূজা করিলে, রিপুকুল নির্ম্মূল; আরোগ্য লাভ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অষ্টমীব্রত নামক উনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন,যাহা দ্বারা ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি বিবিধ সিদ্ধি লাভ হয়, সেই নবমীব্রত কীর্ত্তন করিব। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে দেবী গৌরীর পূজা করিবে। ইহার নাম গৌরীনবমীব্রত।

দেবীর পূজা করিয়া, পিষ্টাশী হইবে। এই নবমীর নাম পিষ্টকনবমী। আশ্বিন মাসের শুক্ল-পক্ষীয় অষ্টমীতে কন্যা, সূর্য্য ও মূলনক্ষত্র সংক্রম হইলে, তাহার নাম অঘার্দ্দনা নবমী। তৎ-কালে চণ্ডা, প্রচণ্ডা, রুদ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড-নায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা ও মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করিবে। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা; ইহাঁদের পূজার এই দশাক্ষর মন্ত্র। অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত অঙ্গ সকল ন্যাস করিয়া,শিবার জপ করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রকার গুহ্য জপ করে, কেহই তাহার বিঘ্ন করিতে পারে না। কপাল, খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, তর্জ্জনী, ধনু, ধ্বজ, ডমরু, পাশ ইত্যাদি আয়ুধ সকল দেবীর বাম হস্তে বিরাজমান। শক্তি, মুদ্গর, শূল, বজ্র, খড়্গ, কুন্ত, শঙ্খ, চক্র ও শলাকা এই সকল আয়ুধ দক্ষিণ হস্তে প্রতিষ্ঠিত আছে। তৎসমস্তের পূজা করিয়া, কালী কালী বলিয়া জপ সমাধানানন্তর খড়্গ দ্বারা পশু হত্যা করিবে। [illegible] লোহ-দণ্ডাগ্রে যথাঃ, "পশুবলির এই [illegible] দ্বারা [illegible] হইবে। সেই হত পশুর রুধির ও [illegible] নৈর্ঋতস্থ পূতনাকে, বায়ব্যস্থ পাপরাক্ষসীকে, ঐশানস্থ চরকীকে ও আগ্নেয়স্থ বিদারিকাকে এবং অগ্নিকে নমস্কার পুরঃসর প্রদান করিবে। স্কন্দ ও বিশাখার উদ্দেশেও দান করিয়া, সেই রাত্রিতে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা করিবে এবং জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা, তোমাকে নমস্কার, এই প্রকার কহিয়া, পঞ্চামৃত দ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া, অর্হণাদিসহায়ে বিশিষ্টরূপে তাঁহার পূজা করিবে। ধ্বজাদি, রথযাত্রাদি ও বলিদান করিলে, বরাদি লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নবমীব্রতনামক বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ধর্ম্মকামাদিসিদ্ধিজনক দশমী ব্রত বর্ণন করিব। দশমীতে একভক্তাশী হইয়া, ব্রত সমাপ্ত হইলে, দশ ধেনু দান করিবে। তৎ-কালে কাঞ্চনময়ী দিক্ সকল দান করা বিধি। তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য লাভে সমর্থ হইবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে দশমীব্রতনামক একবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক একাদশী ব্রত বলিব।

দশমীতে আহারসংযম ও মাংসমৈথুন বর্জ্জন করিয়া, উভয়পক্ষের একাদশীতে অনশন করিবে। যেখানে দ্বাদশী ও একাদশী, ভগবান্ হরি সেই স্থানেই নিত্য সন্নিহিত এবং সেইখানেই সমস্ত পবিত্র তীর্থ ও সমস্ত পবিত্র আয়তন এবং সেই থানেই সমস্ত যজ্ঞ বিরাজমান। যেখানে কলামাত্র একাদশীর পর দ্বাদশী,সেখানে ত্রয়োদশীতে পারণে পরম পবিত্র ক্রতুশত বিরাজমান। একাদশী মিশ্রা দশমীতে কোন মতেই উপবাস করিবে না। উপবাস করিলে, নরক লাভ হইয়া থাকে। একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া, পরদিন ভোজন সময়ে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! আমি ভোজন করিব, আমার সহায় হও ও আমারে আশ্রয় প্রদান কর; এই প্রকার কহিয়া, যথাবিধি পারণ করিবে।

পূর্ণনক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিলে, অক্ষয় ফল লাভ ও সমস্ত পাপক্ষয় হইয়া থাকে। শ্রবণযুক্ত একাদশী বা দ্বাদশীকে বিজয়া বলে। উহা ভক্তগণের বিজয়দায়িনী। ইহাই ফাল্গুন মাসে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে, সাধুগণ তাহাকে কোটিকোটিগুণোত্তরা বিজয়া নামে অভিহিত করেন। একাদশীতে বিষ্ণুপূজা করিলে, সর্ব্বোপকার লাভ হয়। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে বিষ্ণুর পূজা করিবে। তাহা হইলে, ধনবান্, পুত্রবান্ ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। তৎকালে এই বলিয়া বিষ্ণুর পূজা করিবে,হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে জনার্দ্দন! হে মধুসূদন! হে যোগমায়াধীশ্বর! হে সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর! আমি তোমার উদ্দেশে অনশন করিতেছি এবং তোমার নিকট অন্নপ্রার্থনা করিতেছি, আমারে অক্ষয় অন্ন প্রদান কর। তোমার প্রসাদে আমার গৃহে কোনকালেই যেন অন্নের অভাব না হয়। লক্ষ্মী যেন চিরকাল অচলা হইয়া, পূর্ণভাবে আমার গৃহে বাস করেন। কেহ যেন কোন কালেই অন্নাভাবে আমার গৃহে অনশন না করে। আমি যেন সপরিবারে ও পুরুষানুক্রমে চিরকাল তোমার প্রীতিকাম হইয়া রাশি রাশি অন্নদান দ্বারা প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি। হে যজ্ঞেশ! হে যজ্ঞপতি! তুমি সকল অন্নের অধিপতি ও অধিষ্ঠাতা। তোমাকে বারংবার নমস্কার করি।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে একাদশীব্রত নামক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভুক্তিমুক্তিজনক দ্বাদশীব্রত কীর্ত্তন করিব। এক ভক্ত, অথবা অযাচিত ভক্ত, কিংবা উপবাস অথবা ভৈক্ষ্য দ্বারা দ্বাদশিক ব্রত করিবে। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে মদন ও হরির পূজা করিলে, ভুক্তিমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহার নাম মদনদ্বাদশীব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে ভীমদ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নমো নারায়ণায় বলিয়া বিষ্ণুর পূজা করিলে, সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে গোবিন্দদ্বাদশীব্রত করিলে, গোবিন্দ সদয় হন। আশ্বিন মাসে বিশোক দ্বাদশী ব্রত করিয়া, ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিলে, সকল শোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মার্গশীর্ষের শুক্লদ্বাদশীতে নারায়ণের পূজা করিয়া লবণ দান করিলে, সমস্ত রসদান জন্য ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসে গোবৎসের পূজা করিবে। ইহার নাম গোবৎসদ্বাদশীব্রত। মাঘমাসের শ্রবণযুক্ত কৃষ্ণদ্বাদশীকে

তিল দ্বাদশী বলে। এই দ্বাদশীতে তিলস্নান, তিলহোম, তিলনৈবেদ্য, তিলমোদক, তিল-তৈলদীপ, তিলোদক ও শুদ্ধ তিল দানপুরঃসর ব্রাহ্মণদিগকে সবিশেষ বিধানে অর্চ্চনা করিবে। তৎকালে যথাবিধি হোম ও উপবাস করিয়া, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, বলিয়া তাঁহার পূজা করিবে। ষট্‌তিলদ্বাদশীব্রত করিলে, কুলের সহিত স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষে মনোরথদ্বাদশীব্রত করিয়া, ভগবানের আরাধনা করিবে। কেশবাদি দ্বাদশ নাম দ্বারা নামদ্বাদশীব্রত করিয়া, একবর্ষ ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিলে, পরিণামে স্বর্গলাভ হয়, কখনও নরক গমন করিতে হয় না। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে সুমতিদ্বাদশীব্রত করিলে, সুমতি লাভ হয়। তৎকালে এই বলিয়া ভগবানের আরাধনা করিবে, হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! হে বুদ্ধিনিয়ন্তা! তুমি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ ও প্রদান করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল বুদ্ধি নিয়মন করিয়া থাক, আমাকে সুমতি প্রদান কর। তোমার প্রসাদে কখনো যেন আমার কুমতিঘটনা না হয়। আমি যেন সর্ব্বদা সদ্‌বুদ্ধির অনুসারী হইয়া, সৎপথে বিচরণ করিয়া, সম্প্রীত তোমার আরাধনা করি। আমার মতি যেন কদাপি তোমার প্রতি বিপরীত ভাব অবলম্বন না করে। তোমাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! হে গতিপ্রদ! হে গণেশ! হে গদাধর! হে সর্ব্বহর! তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি আমার সুমতি বিধান কর, বিধান কর। হে প্রাণপতি! তুমি আমাকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার।

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে অনন্তদ্বাদশীব্রত করিলে, অশেষ ক্লেশ শান্তি হয়। অশ্লেষা নক্ষত্রে অথবা মূলাসংক্রমে মাঘ মাসে কৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া, তিল সকলে হোম করিয়া, ভগবানের আরাধনা করিবে। ইহার নাম তিলদ্বাদশীব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে, জয় কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার, তুমি অগতির গতি, পতিতের পাবন, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, অবলের বল ও অনাশ্রয়ের আশ্রয়, আমাকে সুগতি প্রদান কর, এই বলিয়া ভগবানের আরাধনা করিবে। দ্বাদশীতে এইপ্রকার করিলে সুগতি লাভ হয়, ভুক্তিমুক্তি সম্পন্ন হয় ও স্বর্গাপবর্গপ্রাপ্তি হয়। ইহার নাম সুগতিদ্বাদশী।

পৌষ শুক্লদ্বাদশীতে সম্প্রাপ্তিদ্বাদশী ব্রত করিবে। যে ব্যক্তি যথাবিধানে এই ব্রত করে, তাহার কোন বিষয়েরই অভাব হয় না। তৎকালে এই বলিয়া ভগবানের আরাধনা করিবে, হে অজ! হে অনাদিনিধন! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার প্রসাদে যেন আমার সকলসুখসম্প্রাপ্তি হয়। আমি তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি লক্ষ্মীপতি, বিদ্যাপতি ও সমুদায় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। আমার যেন লক্ষ্মী, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। হে অব্যয়! আমি যে দুষ্কৃতি করিয়াছি, তাহার যেন শান্তি বিধান হয়। আমি না জানিয়া যদি কোন ত্রুটি করিয়া থাকি, তোমার প্রসাদে সেই ত্রুটি জন্য কোন দোষ যেন আপতিত না হয়। আমার এই ব্রত পূর্ণ হউক, আমার যাহা কামনা তাহা সিদ্ধ হউক, আমার প্রতিবেশিগণেরও, আমার ন্যায়, সকল অভিলাষ সম্পন্ন হউক, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। আমি রণে, বনে, শত্রুজলাগ্নিমধ্যে কখনও যেন অবসন্ন না হই। আমার শত্রুপক্ষ বিনষ্ট ও মিত্রপক্ষ বর্দ্ধিত হউক এবং ধর্ম্ম, সত্য ও শান্তি সম্পন্ন হউক। আমার মন সৎপথে প্রবৃত্ত হউক, আশয় নির্ম্মল

হউক, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হউক ও সকল সংশয় নিরাকৃত হউক।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বিবিধদ্বাদশীব্রত নামক
ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন,শ্রবণদ্বাদশীব্রত কীর্ত্তন করিব। ভাদ্রমাসের সিতপক্ষে শ্রবণযুক্ত দ্বাদশী পরম প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত। ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। এমন কি, নদীসঙ্গমে স্নান করিলে, যে ফল, এই দ্বাদশীতেও সেই ফলপ্রাপ্তি হওয়া যায়।

বুধ ও শ্রবণযুক্তা দ্বাদশীতে দানাদি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশীতে পারণ করা নিষিদ্ধ হইলেও, এই ব্রতে তাহা করা বিধেয়; তাহাতে কোনরূপ দোষস্পর্শ হয় না। দ্বাদশীতে নিরাহার থাকিয়া আমি বামনের পূজা, ত্রয়োদশীতে পারণ, শঙ্খচক্রধারী বামনরূপী বিষ্ণুর আবাহন এবং ছত্র, পাদুকা ও সিতবস্ত্রযুগাচ্ছাদিত ঘটে তাঁহার স্নানবিধি সমাহিত করিব,এইপ্রকার সংকল্প করিয়া,পঞ্চামৃতাদিসহকৃত নির্ম্মল জলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, এই বলিয়া পূজা করিবে, বামনকে নমস্কার, নমস্কার। আমি ছত্রদণ্ডমণ্ডিত বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া এই অর্ঘ্য দান করিতেছি। হে দেবদেবেশ! তুমি এই অর্ঘ্যাদিসহায়ে বিশেষরূপে পূজিত হইয়া, আমারে ভুক্তি, মুক্তি, প্রজা, কীর্ত্তি ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন কর। তোমার প্রসাদে আমার আয়ু, আরোগ্য ও সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হউক। ওঁ বামনকে নমস্কার। ওঁ জনার্দ্দনকে নমস্কার। ওঁ পৃশ্নিগর্ভকে নমস্কার। ওঁ মধুসূদনকে নমস্কার। ওঁ শাশ্বতরূপীকে নমস্কার। ওঁ কেশিমথনকে নমস্কার। ওঁ অনাদিকে নমস্কার। ওঁ অনামরূপকে নমস্কার। ওঁ বাসুদেবকে নমস্কার। ওঁ দেবদেবকে নমস্কার। ওঁ সর্ব্বপতিকে নমস্কার।

অনন্তর ওঁ বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া, শিবপূজা করিবে; শ্রীধরায় নমঃ বলিয়া মুখ, কৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠ, শ্রীপতয়ে নমঃ বলিয়া বক্ষ, সর্ব্বাস্ত্র ধারিণে নমঃ বলিয়া ভুজ, ব্যাপকায় নমঃ বলিয়া নাভি, বামনায় নমঃ বলিয়া কটি, ত্রৈলোক্যজয়কায় নমঃ বলিয়া মেঢ্র, হরয়ে নমঃ বলিয়া জঙ্ঘা, সর্ব্বাধিপতয়ে নমঃ বলিয়া পাদযুগল এবং সর্ব্বাত্মনে নমঃ বলিয়া গুল্ফদ্বয়ের পূজা করিয়া, ঘৃতপক্ব, নৈবেদ্য, দধ্যোদন ও ঘটসমূহ প্রদান করিবে। রাত্রিতে জাগরণ ও প্রাতঃকালে সঙ্গমসলিলে স্নান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি হইয়া, গন্ধপুষ্পাদি সহায়ে পূজা করত এই প্রকার বলিবে, হে বুধশ্রবণ-সংজ্ঞিত গোবিন্দ! তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। তুমি আমার সমুদায় পাপ তাপ নিরাকৃত করিয়া, আমার সুখসম্পত্তি বিধান কর। হে দেবদেব! হে জনার্দ্দন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বামন আমায় বুদ্ধি দান করেন, বামন আমায় সমস্ত প্রদান করেন, বামন আমার সকল দ্রব্যে বিরাজ করেন, বামন আমার প্রতিগ্রহ করেন এবং বামন আমায় দান করেন। বামন নিত্য আমার দ্রব্যস্থ হয়েন। বামনকে নমস্কার, নমস্কার।

এই প্রকারে পূজা করিয়া,বিপ্রদিগকে দক্ষিণাদানসহকারে ভোজন করাইয়া,স্বয়ং ভক্ষণ করিবে।

অনন্তর এই বলিয়া সকলকে বিদায় দিবে, হে দ্বিজাতিগণ! আপনারা দেবতারূপে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। আপনারা বিষ্ণুস্বরূপ। আমি যথাবিধি আপনাদের পূজা করিয়া, প্রার্থনা করিতেছি, আমার গৃহে যেন নিত্য আপনাদের অধিষ্ঠান ও পদার্পণ হয়। আপনারা পুনরায় আগমন জন্য গমন করুন। ওঁ স্বস্তি স্বস্তি ওঁ।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে শ্রবণদ্বাদশীব্রতনামক চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যাহা দ্বারা ব্রত সম্পূর্ণ হয়, সেই অখণ্ডদ্বাদশীব্রত কীর্ত্তন করিব।

মার্গশীর্ষীয় শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে সম্যক রূপে অনশন, পঞ্চগব্য জলে স্নান ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণকে যব ও ব্রীহিযুক্ত পাত্র প্রদান করিবে।

আমি সপ্তজন্মে যে কিছু খণ্ডব্রত করিযাছি, হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে তাহা আমার এক্ষণে অখণ্ড হউক। হে পুরুষোত্তম! তুমিই যেমন এই সমস্ত অখণ্ডজগৎ, সেইরূপ আমার ব্রত সমস্তও অখণ্ড হউক।

প্রত্যেক মাসে এইরূপে বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে বিষ্ণুর পূজা করে, তাহার আয়ু, আরোগ্য, সৌভাগ্য ও রাজ্য ভোগাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অখণ্ডদ্বাদশীব্রতনামক পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যাহা দ্বারা সমস্ত প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই ত্রয়োদশীব্রত সকল কীর্ত্তন করিব। অনঙ্গ প্রথমে যাহাতে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই অনঙ্গত্রয়োদশী বর্ণন করিব।

মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে অনঙ্গ ও মহাদেবের পূজা করিবে। রাত্রিতে তিলাক্ষতসমেত ঘৃত হোম করিয়া, মধুপান করিবে। পৌষমাসে চন্দনাশী ও কৃতাহুতি হইয়া, যোগেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। মাঘমাসে মুক্তিকাম হইয়া, মহেশ্বরের উপাসনা করিলে, স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ফাল্গুনমাসে কাকোল ও নীরপ্রাশন পূর্ব্বক মহাদেবের পূজা করিবে। চৈত্রমাসে কর্পূরাশী হইয়া, বিশ্বরূপের পূজা করিলে, সৌভাগ্যসুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৈশাখে জাতীফলমাত্র ভক্ষণ করিয়া মহারূপের পূজা করিবে। জ্যৈষ্ঠে লবঙ্গাশী হইয়া, প্রদ্যুম্নের অর্চ্চনা করিবে। আষাঢ়ে তিলজল পান করিয়া, উমাপতির পূজা করিবে। শ্রাবণে গঙ্গাজলাশী হইয়া, শূলপাণির পূজা করিবে। ভাদ্রমাসে সদ্যোজাত ভক্ষণ করিয়া, গুরুদেবের অর্চ্চনা করিবে। আশ্বিনমাসে স্বর্ণবারি পান করিয়া, ত্রিদশপতি ইন্দ্রের উপাসনা করিবে। কার্ত্তিকে মদনাশী হইয়া, বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিবে। বর্ষান্তে স্বর্ণের শিব নির্ম্মাণ করিয়া, আম্রদল দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক পূজা করিবে এবং বস্ত্রদান দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, ব্রাহ্মণকে গো, শয্যা, ছত্র, কলস, পাদুকা ও রসভাজন প্রদান করিবে। চৈত্র শুক্লীয় ত্রয়োদশীতে মদনকে স্মরণ ও সিন্দূর দ্বারা অশোকাখ্য নগ লিখন পূর্ব্বক অঙ্গপূজা করিবে। ইহার নাম অনঙ্গত্রয়োদশী ব্রত।

এই ব্রত আশ্রয় করিলে, কামফললাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ত্রয়োদশীব্রতনামক ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক চতুর্দ্দশী-ব্রত কীর্ত্তন করিব। কার্ত্তিকমাসের চতুর্দ্দশীতে নিরাহার হইয়া, শিবের উপাসনা করিবে। এক-বৎসর এইরূপে শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করিলে, ভোগ, ধন ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়। মার্গশীর্ষের সিতাষ্টমী বা তৃতীয়াতে মুনিব্রত হইয়া, দ্বাদশী কিংবা চতু-র্দ্দশীতে ফলাহার করত দেবপূজা করিবে। ফল-চতুর্দ্দশী করিয়া, ফল ত্যাগ করত স্বয়ং ব্রাহ্মণ-দিগকে তাহা দান করিবে। উভয় পক্ষের চতু-র্দ্দশী ও অষ্টমীতে অনশন করিয়া শিবের পূজা করিলে, স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে রাত্রিযোগে মহাদেবের পূজা করিলে, ইহলোকে ভোগসুখ ও পরলোকে শুভ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণচতু-র্দ্দশীতে স্নান করিয়া, ধ্বজাকৃতি যষ্টিসমূহে মহে-ন্দ্রের আরাধনা করিলে, লোকে সুখী হইয়া থাকে।

অনন্তর শুক্লচতুর্দ্দশীতে কুশসমষ্টি দ্বারা হরির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, শালিপ্রস্থে পূপপিষ্টক প্রস্তুত করত অৰ্দ্ধক ব্রাহ্মণকে দান ও অপরার্দ্ধ আত্মাতে যোজনপুরঃসর সেই অনন্তের পূজা করিবে এবং এই প্রকারে তাঁহার স্তব করিবে, হে বাসুদেব! সংসাররূপ মহাসমুদ্রের পার নাই। আমরা পুত্র পৌত্রাদির ভারে অবসন্ন হইয়া, ইহাতে মগ্ন হইয়াছি, তুমি ব্যতিরেকে আমাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই। অতএব আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া, স্বীয় অনন্তস্বরূপে লইয়া যাও। তুমি অনন্তরূপী, তোমাকে বারংবার নমস্কার। হে মুকুন্দ! আমরা অনন্ত শোক ও অনন্ত ব্যাধিতে সর্ব্বদাই অভিভূত। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি ও আশ্রয়। অতএব নিজগুণে করুণা করিয়া, অনাথ ও অসহায় আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। তুমি অনন্তরূপ, তোমাকে বার বার নম-স্কার করি।

এই প্রকারে ভগবান্ অনন্তের পূজা করিয়া, স্বীয় করে বা কণ্ঠে মন্ত্রিত সূত্র বন্ধন করিয়া, যে ব্যক্তি অনন্তব্রত করে, তাহার অনন্ত সুখ সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে চতুর্দ্দশীব্রতনামক সপ্তবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, শিবরাত্রি ব্রত বলিব, শ্রবণ কর। উহা দ্বারা ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মাঘ ও ফাল্গুনমাসের মধ্যে যে কৃষ্ণা চতু-র্দ্দশী, তাহাতে রাত্রিজাগরণ উপবাস করিয়া করিবে।

আমি চতুর্দ্দশীতে অভোজন করিয়া, শিবরাত্রি ব্রত, রাত্রিজাগরণপুরঃসর মহাদেবের পূজা এবং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক শম্ভুকে আবাহন করিব। হে শিব! তুমি নরকরূপ মহাসমুদ্রে পার হইবার নৌকাস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি শান্ত-স্বরূপ, অখিলস্বরূপ ও পূর্ণস্বরূপ। তোমার আরা-ধনা না করিলে, প্রজা ও রাজ্যাদি লাভ হয় না।

তোমাকে নমস্কার করি। হে মঙ্গলালয় মহেশ্বর! তুমি সৌভাগ্য, ভাগ্য, আরোগ্য, বিদ্যা, অর্থ, স্বর্গ, অপবর্গ ও সুখমার্গ বিধান করিয়া থাক। যাহারা তোমার ভক্ত ও অনুগত, তাহারা কখনও দুর্গতি বা দুঃস্থিতি হয় না। তোমার কটাক্ষ-বিক্ষেপে প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। মৃত্যু ও মহামোহ সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞাকারী এবং অমৃত ও অভয় তোমার দুই হস্ত। তোমাকে নমস্কার করি। হে হর! হে বিশ্বম্ভর! হে বিশ্বেশ্বর! হে শশিশেখর! হে গঙ্গাধর! হে মহেশ্বর! হে ত্রিপুরসংহর! হে কৈলাস ভূধরনিলয়বর! হে ভূতগণেশ্বর! হে সর্ব্বসংহরকালমূর্ত্তিধর! আমারে সকল ভয়ে ও সকল বিপদে উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। আমি বারবার তোমারে প্রণাম করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে শিব! হে মহাদেব! হে গৌরীপতে! আমাকে ধর্ম্ম দাও, ধন দাও, কাম দাও, ভোগ দাও, গুণ দাও; কীর্ত্তি দাও, সুখ দাও, স্বর্গ দাও, অপবর্গ দাও এবং স্বীয় লোকে স্থান দাও।

পূর্ব্বে সুন্দরসেন নামে এক ব্যাধ ছিল। সে প্রতিদিন শত শত প্রাণিহত্যা করিয়া, পাপজীবন যাপন করিত। সে এইরূপে যে মহাপাতক সংগ্রহ করে, তাহাতে তাহার ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার মুক্তির আশাও এককালেই দূর হইয়াছিল। সমুদায় নরক তাহাকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তাহার স্বর্গের দ্বার একবারেই রুদ্ধ হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও সত্য তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়মান হইয়াছিল এবং তজ্জন্য সুখ ও স্বস্তিও তাহাকে পরিহার পূর্ব্বক লুক্কায়িত হইয়াছিল। এই জন্য অহরহ অন্তর্দাহরূপ দুর্ব্বিষহ দহনে তাহার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইত। অবশেষে সে শিবরাত্রি ব্রত করিয়া, পরম পুণ্যসঞ্চয়পুরঃসর সকল সৌভাগ্য ও সকল সুখ সম্পন্ন হইয়া, শিবলোকে গমন করে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শিবরাত্রিব্রত নামক অষ্টবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অশোকপূর্ণিমাব্রত কীর্ত্তন করিব। সিতপক্ষীয় ফাল্গুনী নক্ষত্রে ভূমি ও ভূধরের পূজা করিবে। তাহা হইলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। কার্ত্তিকীতে বৃষোৎসর্গ করিয়া, নক্তব্রত করিলে, শৈবপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহার নাম বৃষব্রত। পিতৃগণের অধিকৃত অমাবসীতে পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিলে, অক্ষয় হইয়া থাকে এবং উপবাসী থাকিয়া পিতৃগণের পূজা করিলে, সকল পাপ পরিহার ও স্বর্গলোক লাভ হয়। মাঘমাসের পঞ্চদশীতে অজপূজা করিলে, সকল সিদ্ধি সংঘটিত হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের পঞ্চদশীতে বটমূলে মহাসতীর পূজা করিবে। তিনরাত্রি উপবাসী থাকিয়া, সপ্তধান্যসহায়ে ঐরূপ পূজা করা বিধি। সাবিত্র্যৈ সত্যবতে নমঃ বলিয়া ব্রাহ্মণকে নৈবেদ্য দান করিবে এবং প্রভাতে নৃত্য গীত সমাধানান্তে নিজ গৃহে গমন করিয়া, ব্রাহ্মণভোজনানন্তর স্বয়ং ভোজন পূর্ব্বক এই বলিয়া সাবিত্রীর বিসর্জ্জন করিবে,দেবী সাবিত্রী প্রীত হউন এবং পুনরাগমন জন্য গমন করুন। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার পতি যেমন মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন, আমারও স্বামী যেন তেমনি তাঁহার প্রসাদে মৃত্যুকে

অতিক্রম করেন এবং আমার যেন সৌভাগ্যাদি লাভ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে তিথিব্রত নামক উনত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভুক্তিমুক্তিজনক বারব্রত সকল কীর্ত্তন করিব। আদিত্য বারে শ্রাদ্ধ করিলে সপ্ত জন্ম রোগ ভোগ করিতে হয় না। সূর্য্য বারে সংক্রান্তি হইলে, তাহাকে আদিত্যহৃদয় বলে। হস্তে সূর্য্যবার করিয়া নক্ত ভোজন করিলে, সর্ব্বভাগী হওয়া যায়। বিশাখাতে বুধবার করিলে, গ্রহার্ত্তিদুঃখভোগ করিতে হয় না।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণেবারব্রতনামক ত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, নক্ষত্রব্রত কীর্ত্তন করিব। নক্ষত্রে ভগবান্ হরির পূজা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

চৈত্রমাসে নক্ষত্র পুরুষ হরির পূজা করিবে। মূলনক্ষত্রে পাদদ্বয়, রোহিণী নক্ষত্রে জঙ্ঘাযুগল, অশ্বিনী নক্ষত্রে জানুযুগ্ম, আষাঢ়াতে ঊরুযুগল, পূর্ব্বোত্তরাতে মেঢ্র, কৃত্তিকাতে কটি, ভাদ্রপদাতে পার্শ্ব, রেবতীতে কুক্ষি, অনুরাধাতে স্তনদ্বয়, ধনিষ্ঠাতে পৃষ্ঠ, বিশাখাতে ভুজযুগল, পুনর্ব্বসুতে অঙ্গুলি পংক্তি, অশ্লেষাতে নখরাজি, জ্যেষ্ঠাতে কণ্ঠ, শ্রবণাতে কর্ণযুগল, পুষ্যায় মুখ, স্বাতিতে দন্তাগ্র, বারুণীতে আস্য, মঘাতে নাসা, মৃগশীর্ষে নেত্র, চিত্রাতে ললাট, আর্দ্রাতে কচ এবং অব্দান্তে স্বর্ণময় হরির পূজা করিবে। গুড়পূর্ণ ঘটে অভ্যর্থনা করিয়া, শয্যা, গো ও অর্থাদি দক্ষিণা দান পুরঃসর নক্ষত্রপুরুষ শিবাত্মক বিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য।

শাম্ভবায়নীয় ব্রত করিয়া, মাস নক্ষত্রে হরির পূজা করিবে। কার্ত্তিকে কৃত্তিকায় ও মৃগশীর্ষে মৃগাস্যে অচ্যুতায় নমঃ বা কেশবায় নমঃ, ইত্যাদি প্রকারে নামমালা উচ্চারণ করিয়া ভগবানের উপাসনা করিবে। কার্ত্তিকমাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে মাস নক্ষত্র হরির এই বলিয়া পূজা করিবে, আমি ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধির জন্য শাম্ভবায়নীয় ব্রত করিব। তজ্জন্য সর্ব্বদায়ক কেশবাদি মহামূর্ত্তির আবাহান করিতেছি। আয়ু, আরোগ্য, সুখ, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত অচ্যুতের পূজা করিব। এই বলিয়া ভগবানের পূজা করিবে।

কার্ত্তিকাদি মাসচতুষ্টয়ে সকাসার অন্ন, ফাল্গুণাদি মাসচতুষ্টয়ে কৃশরান্ন ও আষাঢ়াদি মাসচতুষ্টয়ে পায়সান্ন প্রদান করিয়া দেবপূজা ও ব্রাহ্মণার্চ্চনা করিবে। পঞ্চগব্য জলে স্নান ও তাহাই ভক্ষণ করিয়া, শুচি হইয়া এই বলিয়া পূজা করিবে;—

হে অচ্যুত! তোমাকে বারংবার নমস্কার [illegible] পাপক্ষয় ও পুণ্যবৃ[illegible] ! তোমাকে বারবার নমস্কার [illegible] তোমার প্রসাদে আমার ঐশ্বর্য্য ও বিত্তাদি সর্ব্বদা অক্ষয় ও সন্তানসন্ততিও অবিনশ্বর হউক। হে অনন্ত! আমার প্রতিবেশিগণও তোমার প্রসাদে ও অনুকম্পায় অক্ষয়সমৃদ্ধিসম্পন্ন হউক। হে পরাত্মন্! তুমি যেমন অচ্যুত এবং পর হইতেও পর ও পরমব্রহ্মস্বরূপ, সেইরূপ আমার বাঞ্ছিত অচ্যুত করিয়া, আমাকে স্বীয়

পরাৎপরস্বরূপ পরব্রহ্মস্বরূপে লীন কর। হে অপ্রমেয়! আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহা জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানজনিত, যাহাই হউক, হরণ করিয়া, আমারে মুক্তি দান কর। হে অচ্যুত, হে আনন্দ! হে গোবিন্দ! প্রসন্ন হও। হে অমেয়াত্মন্! হে পুরুষোত্তম! আমি যাহা বাঞ্ছা করিয়াছি, তাহা অক্ষয় ভাবে পরিণত কর।

এই রূপে সপ্তবর্ষ পূজা করিলে, ভুক্তি মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে উল্লিখিত বিধানে ভগবানের পূজা করিবে।

অধুনা, নক্ষত্রব্রতে অনন্ত ব্রত বিধি কীর্ত্তন করিব। এই ব্রত করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। মার্গশীর্ষে মৃগশিরে গোমূত্র পান করিয়া ভগবান্ অনন্তরূপী হরির পূজা করিবে। পূজা করিলে, ভগবানের প্রসাদে অনন্ত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎকালে এইপ্রকার ক[illegible]তে হইবে, ভগবান্ অনন্তই সমস্ত কামনার অনন্ত ফল। আমি এইজন্য তাঁহার আরাধনা করিতে[illegible]। তিনি আমারে অনন্ত ফল প্রদান করুন।

এই রূপে পূজা [illegible], নারায়ণের প্রসাদে অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। [illegible] এই মহাব্রত অনন্ত পুণ্য বৃদ্ধি সাধন ক[illegible] যেরূপ কামনা করে, তাহার তাহা [illegible] অক্ষয় করিয়া থাকে। পাদাদি পূজা করিয়া, রাত্রিতে তৈলহীন ভোজন করিয়া, মাসচতুষ্টয় হোম করিবে। তন্মধ্যে চৈত্রাদি চারিমাস শালিহোম ও শ্রাবণাদি চারিমাস পয়োহোম করিবে। এইরূপ প্রথিত আছে যে, রাজা যুবনাশ্বের পুত্র হয় নাই। তজ্জন্য তিনি অনেক যজ্ঞ করেন। তাহাতেও তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই। অবশেষে ভগবান্ অনন্তের উদ্দেশে ব্রত করিয়া, তিনি সুপ্রসিদ্ধ পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুত্রের নাম মান্ধাতা। ভুবনবিখ্যাতবলবীর্য্যযশোধর্ম্মসত্যসম্পন্ন মহাভাগ মান্ধাতা এইরূপে সাক্ষাৎ অনন্ত ব্রতের ফল।

ইত্যাগ্নেয় মহাপুরাণে নক্ষত্রব্রতনামক একত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, দিবসব্রত কীর্ত্তন করিব। প্রথমে ধেনুব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি প্রভূত কনকযুক্ত উভয়মুখী ধেনু দান ও পয়োমাত্র ভক্ষণ করিয়া, দিবস যাপন করে, তাহার পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তিন দিন পয়োব্রত করিয়া, কাঞ্চনকল্প পাদপ দান করিলে, ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ইহার নাম কল্পবৃক্ষব্রত। বিংশপলাধিক সুবর্ণের পৃথিবী করিয়া দান ও একদিন পয়োব্রত করিলে, চরমে রুদ্রপদে আরোহণ হইয়া থাকে। পক্ষে পক্ষে ত্রিরাত্র একভক্তে যাপন করিলে, বিপুল ধনলাভ হয়। ইহার নাম ত্রিরাত্রি ব্রত। মাসে মাসে ত্রিরাত্র একভক্তে অতিবাহিত করিলে, গণেশত্বা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জনার্দ্দনের উদ্দেশে এইরূপে ত্রিরাত্র ব্রত করে, সে শতকুলসমভিব্যাহারে বৈকুণ্ঠে অধিরূঢ় হয়। মার্গশীর্ষীয় শুক্লপক্ষে নবমীতে যথাবিধানে ত্রিরাত্র ব্রতে প্রবৃত্ত হইবে। ওঁ নমো বাসুদেবায় বলিয়া সহস্র বা শত জপ করিবে। অষ্টমীতে একভক্তাশী হইয়া, দিনত্রয় অনশন করিবে। কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে ব্রত করিয়া,

বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণভোজনানন্তর তাহাদিগকে শয়ন, আসন, বসন, ছত্র, উপবীত ও পাত্র দান করিয়া, তাঁহাদের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা করিবে, হে দ্বিজাতিগণ! এই ব্রত নিতান্ত দুষ্কর। অতএব যদি কোনরূপে ইহাতে অঙ্গ হানি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনাদের অনুগ্রহে তাহা যেন আমার পরিপূর্ণ হয়। আমি আপনাদের অনুজ্ঞানুসারে ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এইরূপে ত্রিরাত্র ব্রত করিলে, সর্ব্বপ্রকার ভোগ সম্ভোগ করিয়া, পরিণামে বিষ্ণুলোক লাভ হইয়া থাকে।

ভুক্তিমুক্তিজনক কার্ত্তিকব্রত কীর্ত্তন করিব, কার্ত্তিকমাসের সিতপক্ষে দশমীতে পঞ্চগব্যাশী ও একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া, বিষ্ণুর অভ্যর্চ্চনা করিলে, দেববিমানে গমন করিতে পারা যায়। চৈত্রমাসে ত্রিরাত্র নক্তাশী হইয়া, অজাপঞ্চ প্রদান করিলে, পরম সুখসম্পন্ন হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠ্যাদি ত্রিরাত্র দুগ্ধমাত্র পান ও তিন দিন অনশন করিবে। ইহার নাম কৃচ্ছ্র-মাহেন্দ্রব্রত। কার্ত্তিক মাসীয় একাদশীতে পঞ্চরাত্র পয়ঃপান, দধি আহার ও উপবাস করিয়া, বিষ্ণুর পূজা করিবে। ইহার নাম সর্ব্বাভীষ্টজনক কৃচ্ছ্র-ভাস্কর। সিতপক্ষীয় পঞ্চম্যাদিতে যবাগু, যাবক, শাক, দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও পান করিবে। ইহার নাম কৃচ্ছ্রশান্তপন। এই কৃচ্ছ্রশান্তপন ব্রত করিলে, সকল কৃচ্ছ্র দূর ও পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুষ্ঠান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দিবসব্রতনামক দ্বাত্রিংশ ত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভুক্তিমুক্তপ্রদায়ক মাসব্রত কীর্ত্তন করিব। আষাঢ়াদি মাসচতুষ্টয়ে ধীমান্ ব্যক্তি অভ্যঙ্গবর্জ্জন করিবেন। বৈশাখে পুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া, গোদান করিলে, রাজা হওয়া যায়। ভামব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক মাসোপবাসদী হইয়া, গোদান করিলে, হরিসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। আষাঢ়াদি চতুর্ম্মাসে প্রাতঃস্নান করিলে, বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। মাঘ কিংবা চৈত্র মাসে গুড়ধেনু প্রদান করিবে। তৃতীয়াতে গুড়ব্রত করিলে, গৌরীশ্বরস্বরূপ লাভ হইয়া থাকে। মার্গশীর্ষাদিমাসে নক্তব্রত করিলে, বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়; ফলব্রতে প্রবৃত্ত হইয়া, চতুর্ম্মাস ফল ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ফল দান করিবে। শ্রাবণাদি চতুর্ম্মাসব্রতসকল বিধান করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। আষাঢ়মাসের সিতপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিলে, পরম অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। আষাঢ়ী সংক্রান্তিতে কর্কটসংক্রমে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সকলের পরিকল্পনা করিয়া, হরির উপাসনা করিবে।

হে দেব! আমি আপনার সম্মুখে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম। আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে ইহা সিদ্ধি প্রাপ্ত হউক। হে দেব! এই ব্রত গ্রহণ করিলাম। হে জনার্দ্দন! ইহা উদ্‌যাপন না করিয়া যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে, তোমার প্রসাদে যেন ইহা সম্পূর্ণ হয়। এই বলিয়া ভগবানের উপাসনানন্তর ব্রত গ্রহণ করিবে।

একান্তর উপবাস, মাংসবর্জ্জন ও তৈল ত্যাগ করিয়া ত্রিরাত্র বিষ্ণুর উপাসনা করিবে। তাহা হইলে বিষ্ণুলোক লাভে সমর্থ হইবে। চান্দ্রায়ণ

করিলে বিষ্ণুলোক, মৌনব্রত অবলম্বন করিলে, মুক্তি এবং প্রাজাপত্য ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়া, শক্তু-যাবক ভক্ষণ করিলে, স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পঞ্চগব্য, জল ও দুগ্ধাদি আহার করিয়া, বিষ্ণুর উপাসনা করিলে, স্বর্গলাভ হয়। শাক, মূল ও ফলাহারী হইয়া, ভগবানের উদ্দেশে ব্রত করিলে, বিষ্ণুলোক লাভ হইয়া থাকে। মাংস-বর্জ্জন,যবাহরণ ও রসবিসর্জ্জন ব্রত করিলে, চরমে হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কৌমুদ ব্রত বলিব, শ্রবণ কর। আশ্বিন-মাসের দ্বাদশীতে অনশন পূর্ব্বক পদ্মোৎপলাদি দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া বিষ্ণুর পূজা করিবে। ঘৃত, তিলতৈল ও প্রদীপসমেত নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া, ওঁ নমঃ বাসুদেবায়, বলিয়া মালতীমাল্যে পূজা করিবে। এইরূপে কৌমুদব্রত করিলে, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাসে মাসে ব্রত করিয়া ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। মাসোপ-বাস ব্রতে এই বলিয়া নারায়ণের উপাসনা করিবে, হে দেব! হে জনার্দ্দন! হে অজিত! তোমার প্রসাদে আমার ব্রত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক; তুমি অগতির গতি। যাহারা তোমার ভক্ত ও তোমা-তেই সংসক্তচিত্ত, তাহাদের কোন অভাবই অস-ম্পূর্ণ থাকে না। ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাদের প্রভু হইতে পারে না। তাহারা কালকেও অতি-ক্রম করিয়া থাকে। হে অনাদে! হে আদিদেব! যদি এই ব্রতে কোন রূপে কোন অঙ্গহানি হইয়া থাকে; নিজ মহিমায় তাহা পূরণ করিয়া দাও। আমি একমাত্র তোমারই ভক্ত ও অনুরক্ত; আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ঋতুব্রতসকল কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি বর্ষাদি চারিমাস ইন্ধন প্রদান করে, সে অগ্নিব্রতী ব্রাহ্মণ হইয়া, জন্ম গ্রহণ করে। মাসান্তে মৌনী হইয়া, সন্ধ্যাসময়ে ঘৃতকুম্ভ এবং তিল, ঘণ্টা ও বস্ত্রদান করিলে, সুখী হইয়া থাকে। ইহার নাম সারস্বতব্রত। এই ব্রত করিয়া, পঞ্চা-মৃত দ্বারা স্নান করত ধেনু দান করিলে, রাজা হওয়া যায়। চৈত্রমাসের একাদশীতে নক্তাশী হইয়া, হেমময় ভক্ত নিবেদন করিলে, বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি হয়। ইহার নাম বিষ্ণুসদ্‌ব্রত। পায়স ভক্ষণ ও গোযুগ দান করিয়া, পিতৃগণ ও দেব-গণকে নিবেদন পূর্ব্বক স্বয়ং ভক্ষণ করিলে, শ্রী ও রাজপদ প্রাপ্তি হয়। ইহার নাম দেবীব্রত।

বর্ষব্রত সকল কীর্ত্তন করিয়াছি। অধুনা, সংক্রান্তিব্রত কীর্ত্তন করিব। সংক্রান্তিতে রাত্রি জাগরণ করিলে, স্বর্গলোক লাভ হয়। অমাবস্যা-যুক্ত সংক্রান্তিতে শিব ও সূর্য্যের পূজা করিলে, দেবলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তৃতীয়া ও অষ্টমীতে উমাব্রত করিয়া, গৌরী ও মহেশ্বরের পূজা করিলে, স্ত্রীলোকের শ্রী ও সৌভাগ্য লাভ হয়। মূলব্রত ও উমেশব্রত করিয়া, উমা ও মহে-শ্বরের পূজা করিলে, অবিয়োগাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে স্ত্রী সূর্য্যের প্রতি ভক্তিসম্পন্না, সে নিশ্চয়ই পুরুষ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নানাব্রতনামক চতুস্ত্রিংশ-দধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক দীপদানব্রত বলিব। একবৎসর দেব ও দ্বিজাতি গৃহে দীপদান করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। চতুর্ম্মাস ঐরূপ করিলে, বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এবং কর্ত্তিক মাসে দীপদান করিলে, স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ, দীপদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্রত নাই, হয় নাই এবং হইবেও না। দীপদান করিলে, আয়ুষ্মান্,লক্ষ্মীমান্,পুত্রপৌত্রাদিমান্ ও সৌভাগ্যবান্ এবং স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয়। বিদর্ভরাজদুহিতা ললিতা দীপ দান করিয়া, আত্মভাগিনী হইয়াছিলেন। ললিতার একশত সপত্নী ছিল। তিনি বিষ্ণুগৃহে সহস্র দীপ দান করিয়া, তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রধান মহিষীপদ প্রদান করেন।

সপত্নীগণ দীপদানমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সৌবীররাজের পুরোহিত মৈত্রেয় মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, আপনার যজমানের বিনির্ম্মিত দেবিকাতটস্থ বিষ্ণুমন্দিরে কার্ত্তিকমাসে দীপদান করিয়াছিলেন। ভয়বশতঃ মার্জ্জারের মুখপ্রান্ত হইতে পলায়মানা মূষিকা কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ ঐ প্রজ্বলিত প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। তজ্জন্য রাজতনয়ার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। সে যাহাহউক, আমি যে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দিবার জন্য পুরোহিতকে অসংকল্পিত প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারই ফল এক্ষণে ভোগ করিতেছি। আমি জাতিস্মরা হইয়া জন্মিয়াছি। সেইজন্যই প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক প্রদীপ সকল দান করিয়া থাকি। একাদশীতে দীপ দান করিলে,বিমানে আরোহণ করিয়া, স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারা যায়। দীপ হরণ করিলে, পরজন্মে মূক বা জড় হইতে হয় এবং দেহান্তে দুষ্পার অন্ধতমোনামক নরকে পতন হইয়া থাকে। সেই নরকে পতিত ও গুরুতর প্রহারে আহত হইয়া, চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, যমকিঙ্করেরা তাহাদিগকে বলিয়া থাকে, তোমাদের বিলাপ করিবার ফল কি? নরকে বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। তোমরা বহুযোনি ভ্রমণ করিয়া, মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, কিন্তু প্রমত্ত হইয়া তাহা উপেক্ষা করিয়াছ। তোমরা যেমন অজ্ঞানপ্রযুক্ত বিষয়াস্বাদ করিয়াছ, সেই ফলে নরকে আসিয়া ক্রন্দন করিতে হইতেছে। তোমরা প্রীতির জন্য পরস্ত্রীর কুচমর্দ্দন করিয়াছ; সেই পাপেই তোমাদের ঈদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। মুহূর্ত্তকাল বিষয়াস্বাদ করিলেও, অনেককোটি অব্দ নরক ভোগ করিতে হয়। পরস্ত্রীর মন হরণজন্য তোমরা দিবারাত্র গান করিয়াও, পরিশ্রান্ত হও নাই। সেই সকল মনে কর। বৃথা কেন বিলাপ করিতেছ? ভগবান্ বাসুদেবের নাম করিতেও তোমাদের কি অতিমাত্র ভারবোধ হইয়াছিল? তোমরা ভুলেও যেমন তাঁহার নাম কর নাই, তেমনি এখন বিলাপ করিতে হইতেছে। স্বল্পমূল্য বর্ত্তিতেও সচরাচর অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমরা তদ্দানেও অশক্ত হইয়া, হরির দীপ হরণ করিয়াছিলে। তজ্জন্য এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর বিলাপ করিলে কি হইবে? যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সহ্য কর।

অগ্নি কহিলেন, ললিতার এই কথা শুনিয়া তাহারা দীপ দান করিয়া, সকলেই স্বর্গে গমন

করিল। অতএব দীপ দান করিলে, সমস্ত ব্রত অপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দীপদানব্রতনামক পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, নবব্যূহার্চ্চন কীর্ত্তন করিব। ভগবান্ হরি নারদকে ইহা উপদেশ করেন। মণ্ডল পদ্মে মধ্যভাগে অবীজ বাসুদেব ও আবীজ সঙ্কর্ষণ, দক্ষিণে প্রদ্যুম্ন, নৈঋর্তে অনিরুদ্ধ, বারুণে ওঁ-স্বরূপ নারায়ণ, বায়ব্যে তৎসৎ ব্রহ্মা, হুংস্বরূপ বিষ্ণু, ক্ষৌংস্বরূপ নৃসিংহ, উত্তরে বরাহ, পশ্চিমে ক ট স শ স্বরূপ গরুত্মান্, দক্ষিণে ফট্ বলিয়া স ছ ব হুংস্বরূপ পূর্ব্ববক্ত্র,খ ঢ ফ ও শ স্বরূপ গদা, ব ণ ম ও ক্ষ স্বরূপ কোণেশ ও ঘ দ ভ ও হ স্বরূপ শ্রীর অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর উত্তরে পুষ্টির, পশ্চিমে বনমালার ও শ্রীবৎসের পূজা করিবে।

হৃদয়মধ্যে ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করাকে অনির্ম্মাল্য পূজা বলে। আর, মণ্ডলাদিতে যে পূজা, তাহার নাম সনির্ম্মাল্য। শিষ্যগণ বদ্ধনেত্র হইয়া, যে মূর্ত্তিতে পুষ্পক্ষেপ করিবে, তাহার নাম করিতে হইবে। শিষ্যকে বামপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, তিল, ব্রীহি ও ঘৃতহোম করিবে। কায়-শুদ্ধির জন্য অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া, ধন দ্বারা গুরুর পূজা করিবে। তৎকালে এই বলিয়া বিষ্ণুর স্তব করিবে,—

হে ভগবন্! তুমি দিন ও রাত্রিস্বরূপ, অন্ধকার ও আলোকস্বরূপ; মৃত্যু ও অমৃতস্বরূপ; রজঃ ও তমস্বরূপ; সৃষ্টি ও প্রলয়স্বরূপ। তোমার মহিমার পার নাই। তুমি অনন্ত, বাসুদেব, পূর্ণানন্দ, মহাপুরুষ, মহাদেব, মহেশ্বর, পুরুষোত্তম, পরাৎপর, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরমপিতা, পরম-মাতা, পরমকারণ ও পরমকার্য্য। তুমি আদিদেব, দেবাদিদেব, আদিকারণ, আদিকর্ত্তা ও আদি-বরাহ। তুমি যজ্ঞ, যজ্বা, যজনীয় ও সর্ব্বদেবময়। তোমার পূজা করিলে, সকল দেবতার পূজা করা হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে নবব্যূহার্চ্চন নামক ষট্‌ত্রিংশ-দধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভগবান্ হরি পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অত-এব যে যে পুষ্প দেবতাকে দেওয়া যাইতে পারে, ও না পারে, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিব। মালতী অতি প্রশস্ত পুষ্প। তমাল দান করিলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হয়। মল্লিকাদানে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। যূথিকাদানে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। অতি-মুক্তদানেও ঐরূপ হয়। পাটলদানেও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। করবীরদানেও তদ্বৎ ফললাভ হয়। জবাপুষ্প প্রদান করিলে, অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হয়। পাবন্তী, কুব্জ ও তগরদানে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। কর্ণিকার প্রদান করিলেও, তদ্বৎ ফল লাভ হয়। কুরুণ্ঠ দানে পাপবিনাশ হয়। পদ্ম, কেতক ও কুন্দপুষ্প প্রদান করিলে, পরমগতি প্রাপ্তি হয়। বাণপুষ্প ও কৃষ্ণবর্ব্বরা দান করিলে, হরিলোক-গতি হয়। অশোক ও তিলক দানেও তদ্বৎ হয়। বিল্বপত্র দানে মুক্তি ও শমীপত্রে পরা গতি লাভ হয়। ভৃঙ্গরাজ ও তমাল দান করিলে, বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণগৌরাখ্যা তুলসী, কহ্লার, উৎ-

পল, পদ্ম, কোকনদ, শতাব্জমালা, নীপ, অর্জ্জুন, কদম্ব, সুগন্ধি বকুল, কিংশুক, মুনিপুষ্প, গোকর্ণ, সন্ধ্যাপুষ্প, বিল্বপত্র, রঞ্জনীপত্র, কুষ্মাণ্ডতিমিরপত্র, কুশ কাশ ও শরপত্র এবং অন্যান্য সুগন্ধ পত্র প্রদান করিলেও, দেবদেব ভগবান্ তুষ্ট, ভুক্তি-মুক্তি সংঘটিত এবং সমস্ত পাপ প্রণষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্প লক্ষ স্বর্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং মালা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। বিশীর্ণ, অধিকাঙ্গ বা মোটিত পুষ্পে হরির অর্চ্চনা করিবে না। কাঞ্চনার-উন্মত্ত, গিরিকর্ণিকা, কুটজ, শাল্মলীয় ও শিরীষ পুষ্পে নরকাদি সংঘটিত হয়।

সুগন্ধ পদ্মে ব্রহ্মার, নীলোৎপলে হরির এবং অর্ক, মন্দার ও ধুস্তূর পুষ্পে হরের পূজা করা বিধি। কুটজ বা কর্কটী পুষ্প হরকে দেওয়া উচিত নহে।

অহিংসা, ইন্দ্রিয়জয়, ক্ষান্তি, জ্ঞান, দয়া, শ্রুত ইত্যাদি ভাবাষ্ট পুষ্পে দেবগণের পূজা করিলে, ভুক্তিমুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অহিংসা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দয়া, শান্তি, দম, তপস্যা, ধ্যান ও সত্য, এই অষ্টবিধ পুষ্পে হরির পূজা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হয়েন। হে মনুজোত্তম! এতদ্ব্য-তীত বহুবিধ বাহ্যপুষ্পও আছে। দয়া ও ভক্তি-সহকারে পূজা করিলে, বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন। বারুণ পুষ্প সলিল, সৌম্য পুষ্প ঘৃত পয় ও দধি, প্রাজা-পত্য পুষ্প অন্নাদি, আগ্নেয় পুষ্প ধূপ দীপ, বান-স্পত্য পুষ্প ফলপুষ্পাদি, পার্থিব পুষ্প কুশমূলাদি বায়ব্য পুষ্প গন্ধচন্দন ও বিষ্ণুপুষ্প শ্রদ্ধা, এই অষ্টপুষ্পিকা সর্ব্বথা প্রশস্ত।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে পুষ্পাধ্যায়নামক সপ্তত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, পুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিলে, কখনও নরকে যাইতে হয় না। এক্ষণে নরক সকল কীর্ত্তন করিব।

ইচ্ছা না থাকিলেও, লোকে আয়ুর শেষে প্রাণবিযুক্ত হইয়া থাকে। জল, অগ্নি, বিষ, শস্ত্র, ক্ষুধা, ব্যাধি, পর্ব্বত হইতে পতন, ইত্যাদি কিঞ্চি-ন্মাত্র নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলেই, দেহীর প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে। তখন সে স্বকর্ম্মবশে যাতনীয় অপর দেহ পরিগ্রহ করে। তন্মধ্যে পাপীর দুঃখ ও ধার্ম্মিকের সুখ সংঘটিত হয়। সর্ব্বপ্রাণীভয়ঙ্কর যমদূতগণ পাপাত্মাকে কুপথে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যমের নিকট লইয়া যায় এবং ধার্ম্মিককে পশ্চিমাদি দ্বারে নীত করে। তন্মধ্যে পাপাত্মা যমের আজ্ঞায় নরক সকলে নিক্ষিপ্ত এবং ধর্ম্মাত্মা স্বকীয় পুণ্য-প্রভাবে স্বর্গে সমানীত হয়েন।

গোহত্যা করিলে, মহাবীচী নরকে লক্ষ বৎ-সর যন্ত্রণাভোগ হইয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যা ও ভূমি হরণ করিলে, মহাদীপ্ত আমকুম্ভ নরকে প্রলয় পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ হত্যা করিলে, যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল রৌরবে যাতনাপরম্পরা ভোগ হইয়া থাকে। গৃহ ও ক্ষেত্রাদিতে অগ্নি দান করিলে, মহাভয়ঙ্কর মহারৌরবে এককল্প দগ্ধ হইতে হয়। চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করিলে, তামিস্রনরকে পতিত হইয়া, যমকিঙ্করগণের শূলাদির আঘাত অনেককল্প সহ্য করিতে হয়। অনন্তর তথা হইতে মহাতামিস্র নরকে পতিত হইলে, সর্প ও জলৌকাদিরা দংশন পূর্ব্বক নিযন্ত্রিত করিয়া থাকে। মাতৃপিতৃহত্যা করিলে, যাবদ্‌ভূমি অসিপত্রবনে অসির আঘাত

সহ্য করিতে হয়। যে ব্যক্তি কাহাকে দগ্ধ করে,সে করম্ভবালুকানরকে অনেককল্প তপ্ত বালুকাদিতে দগ্ধ হইয়া থাকে। একাকী মিষ্ট ভোজন করিলে, কৃমি ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া কাকোলনামক মহানরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পঞ্চযজ্ঞীয় ক্রিয়া পরিহার করিলে, কুট্টল নরকে মূত্র ও রক্ত পান করিয়া থাকে। অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে, সুদুর্গন্ধ নরকে রক্তভোজী হইয়া বাস করিতে হয়। পরপীড়ন করিলে, তৈলপাকে তিলবৎ নিপীড়িত হইয়া থাকে। শরণাগত হত্যা করিলে, তৈলপাক নামক মহানরকে পচিতে হয়। রস বিক্রয় ও দাননাশ করিলে, নিরুচ্ছ্বাস পথে পতিত হইয়া, অনন্ত যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। মিথ্যা কথা কহিলে, বজ্রকপাটযুক্ত মহাপাত নরকে, পাপে বুদ্ধি করিলে মহাজ্বাল নামক নিরয়ে এবং অগম্য গমন করিলে, ক্রকচে পতিত হইতে হয়। তথায় যে সকল যাতনা ভোগ হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলেও, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বর্ণসঙ্কর করিলে, গুড়পাকে; পরমর্ম্ম পীড়ন করিলে, ক্ষারগৃহে; প্রাণিহত্যা করিলে, ক্ষুরধারে; ভূমি হরণ করিলে, অম্বরীষে; গো ও স্বর্ণ হরণ এবং দ্রুমচ্ছেদন করিলে, বজ্রশস্ত্রে; মধু হরণ করিলে, পরিতাপে; পরস্ব অপহরণ করিলে,কালসূত্রে; অত্যন্ত মাংশাসী হইলে,কশ্মলে; পিণ্ডদান না করিলে,উগ্রগন্ধে; কাচ ভক্ষণ করিলে, দুর্দ্ধরে; বেদনিন্দা করিলে, মঞ্জুষে; কূটসাক্ষ্য প্রদান করিলে, পূতিবক্ত্রে; ধন হরণ করিলে,পরিলুণ্ঠে; ব্রাহ্মণ পীড়ন করিলে করালে, মদ্যপান করিলে বিলেপে এবং গুরুনিন্দা করিলে কুম্ভীপাকে পতিত হইতে হয়। পরস্ত্রী আক্রমণ করিলে, শাল্মলনরকে প্রজ্বলিত লৌহীশিলা এবং বহুপুরুষরতা হইলে, উল্লিখিত নিরয়ে প্রজ্বলিত লৌহপুরুষকে আলিঙ্গন করিতে হয়। মাতৃপুত্র্যাদি গমন করিলে, অঙ্গাররাশিতে পতিত হইয়া থাকে। তথায় ক্ষৌরেরা ক্ষুর দ্বারা বিদীর্ণ করে এবং স্বীয় মাংস ভোজন করিয়া, অনন্ত যাতনা সহ্য করিতে হয়। যে ব্যক্তি মাসোপবাস করে, সে কখনও নরক লাভ করে না। একাদশীব্রত ও ভীষ্মপঞ্চক ব্রত করিলেও, নরকে পরিহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নরকস্বরূপ বর্ণন নামক অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসোপবাস ব্রত কীর্ত্তন করিব।

বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পাদন ও গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার শক্তি বুঝিয়া, কৃচ্ছ্রাদি দ্বারা মাসোপবাস ব্রত করিবে। হে মুনে! বানপ্রস্থ, যতি অথবা বিধবা স্ত্রী আশ্বিনমাসের অমলপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিয়া, যাবৎত্রিংশদ্দিন এই ব্রত গ্রহণ করিবে।

হে বিষ্ণো! অদ্য প্রভৃতি যাবৎ তুমি উত্থান না কর, তাবৎ ত্রিংশৎ দিন আমি অনশন করিয়া, তোমার অর্চ্চনা করিব। তুমি পরমারাধ্য, পরম পুরুষ। তুমি মুক্তিদাতা বিধাতা। তোমার অর্চ্চনা করিলে, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সকল কামনা সফল হয়, সকল লোক লাভ হয় এবং সকল অর্থ সুসিদ্ধ হয়। তুমি যাবৎ উত্থান না কর, তাবৎ কার্ত্তিক ও আশ্বিন এই দুই মাসের অন্তরালে যদি আমি মরিয়া যাই, আমার যেন ব্রতভঙ্গ না হয়। এই বলিয়া, তিনবার স্নান

করিয়া, গন্ধপুষ্প দ্বারা তিনবার বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং তাঁহার জপ, ধ্যান ও গীতাদি সমাধান করিবে।

ব্রতী ব্যক্তি বৃথাবাদ পরিহার করিবে, অর্থাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন করিবে, দেবতায়তনে অবস্থান করিবে; দেবকথা কীর্ত্তন করিবে, সাধুসঙ্গ আশ্রয় করিবে, ব্রতহীন ব্যক্তির স্পর্শত্যাগ করিবে এবং বিকর্ম্মস্থদিগের সহিত আলাপ বর্জ্জন করিবে। যাবৎ ত্রিংশৎদিন এইপ্রকার করিবে। দ্বাদশীতে পূজানন্তর দক্ষিণাদান সহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, পারণ করিবে। এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিলে, ত্রয়োদশকল্প ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রতান্তে বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাধান করিয়া তেরজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং তাবৎসংখ্য বস্ত্রযুগ্ম, ভাজন, আসন, ছত্র, পবিত্র, পাদুকা, যোগপট্ট ও উপবীত প্রদান করিবে। এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিলে, দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া, বিষ্ণুস্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করা যায় এবং শতকুলের উদ্ধার ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যে দেশে মাসোপবাস ব্রতের অনুষ্ঠান হয়, সে দেশ পবিত্র হইয়া থাকে, ব্রতীর কুল উদ্ধার পাইবে, তাহাতে আর কথা কি? ব্রতস্থ ব্যক্তির মূর্চ্ছা হইলে, ক্ষীর ও আজ্যপান করাইবে। ব্রাহ্মণগণের অনুমতি অনুসারে এইপ্রকার করিলে, ব্রতহানি হয় না।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে মাসোপবাসব্রতনামক উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যাহার অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং যাহা সমুদায় ব্রতের রাজা, সেই ভীষ্মপঞ্চক কীর্ত্তন করি। কার্ত্তিকমাসের অমলপক্ষে একাদশী করিয়া, পাঁচদিন তিনবার স্নান ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পঞ্চব্রীহি ও তিল সহায়ে বেদবিপ্রাদির তর্পণ ও ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করিবে। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা বিষ্ণুর স্নান ও চন্দনাদির দ্বারা সমালেপনপূর্ব্বক ঘৃত সহিত গুগ্‌গুল দান করিবে। দিবারাত্রি দীপ ও পরমান্নক নৈবেদ্য প্রদান পূর্ব্বক, ওঁ নমো বাসুদেবায়, বলিয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। অনন্তর ঘৃতাভ্যক্ত তিল ও ব্রীহি হোম করিয়া, স্বাহাকার সমেত ষড়ক্ষর মন্ত্রে প্রথম দিনে কমল দ্বারা বিষ্ণুর পাদযুগল, দ্বিতীয় দিনে বিল্বপত্র দ্বারা জানু ও সক্‌থি, তৃতীয় দিনে ভৃঙ্গরাজ দ্বারা নাভি, চতুর্থ দিনে বাণ বিল্ব ও জবাপুষ্পে এবং পঞ্চম দিনে মালতীকুসুমে পূজা করিবে। দেবব্রত পিতামহ ভীষ্ম এইপ্রকার অনুষ্ঠানানন্তর চরমে ভগবান্ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন,——

হে ভক্তবৎসল ভগবন্! ভক্তের প্রতি তোমার স্নেহ প্রীতির সীমা নাই। তুমি যে কালে কালে অবতীর্ণ হও, ভক্তগণের সুখসাধন ও অভক্তের নিরাকরণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি যেন জন্ম জন্ম তোমার ভক্ত হইতে পারি। হে প্রিয়! হে আত্মন্! হে ঈড্য! তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থান কর, সর্ব্বদা আমার আত্মায় অবস্থান কর, সর্ব্বদা আমার প্রাণে অবস্থান কর, সর্ব্বদা আমার শরীরে অবস্থান কর, সর্ব্বদা

আমার পার্শ্বে, সম্মুখে, পৃষ্ঠে, ঊর্দ্ধে, মস্তকে, বাক্যে, দৃষ্টিতে ও শ্রুতিতে অবস্থান কর। আমি এই যে ব্রত করিতেছি, ইহা তোমারই প্রীতির জন্য; তদ্ব্যতীত আমার অন্য উদ্দেশ নাই। কেননা, তোমার প্রতিই সর্ব্বস্ব। উহাতেই স্বর্গ, অপবর্গ, অর্থ, পরমার্থ, ভুক্তি, মুক্তি,ফলতঃ, সংসারের যাহা কিছু, তৎসমস্তই প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য আমি সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থাতেই তোমার ঐ প্রীতিমাত্র প্রার্থনা করি। বিভো! আমার এই ব্রত যেন সিদ্ধ হয়; যে উদ্দেশে ব্রত করিয়াছি, তাহা যেন সিদ্ধ হয় এবং আমি যদি ব্রত করিতে করিতে মরিয়া যাই, তাহা হইলে, ইহা যেন অপূর্ণ না হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ভীষ্মপঞ্চক নামক চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অগস্ত্য সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাস্কর কন্যারাশিতে গমন না করিলে, উপবাস করিয়া, তিন দিন ভাগত্রয় প্রদানপুরঃসর অগস্ত্যের পূজা ও অর্ঘ্যদান করিবে এবং প্রদোষে ঘটমধ্যে কাশপুষ্পময়ী মূর্ত্তি বিন্যস্ত ও রাত্রিতে সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া, জাগরণ করিবে। তৎকালে এইরূপ কহিবে, হে মুনিশার্দ্দূল, তেজোরাশি, মহামতি অগস্ত্য! স্বীয় পত্নীর সহিত আমার এই পূজা গ্রহণ করুন। আপনি সাক্ষাৎ নারায়ন। এই বলিয়া আবাহনপূর্ব্বক চন্দনাদি দ্বারা সম্যগ্‌বিধানে পূজা করিবে এবং প্রাতঃকালে জলাশয়সমীপে লইয়া গিয়া অর্ঘ্য অর্পণপূর্ব্বক এইপ্রকার কহিবে; হে কাশকুসুমসন্নিভ! হে অগ্নিমারুতসম্ভব! হে মিত্রাবরুণনন্দন! হে কুম্ভযোনে! তোমাকে নমস্কার করি। যিনি আতাপিকে ভক্ষণ, বাতাপিকে গলাধঃকরণ ও সমুদ্রশোষণ করিয়াছেন, সেই অগস্ত্য আমার সম্মুখীন হউন। আমি কায় মন কর্ম্মে অগস্ত্যের নিকট প্রার্থনা ও পরলোককামনায় তাঁহার অর্চ্চনা করিব। এই চন্দন দ্বীপান্তরসমুৎপন্ন, দেবগণের প্রিয় ও সমস্ত বৃক্ষের রাজা, ইহা প্রতিগ্রহ করুন। এই পুষ্পকলিকা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ভাজনিকা, সমস্তপাপবিনাশিকা এবং সৌভাগ্য, আরোগ্য ও লক্ষ্মীদায়িকা, ইহা প্রতিগ্রহ করুন। হে দেব! এই ধূপ গ্রহণ করুন; আমার ভক্তি অচলা করুন। পরলোকে শুভগতি বিধান করুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বকামফলপ্রদ। আপনার প্রসাদে সকল সুসিদ্ধ হয়। আমি এই বস্ত্র, ব্রীহি, ফল ও স্বর্ণসমেত অর্ঘ্য দান করিলাম, গ্রহণ করুন, গ্রহণ করিয়া, আমার অভীষ্ট সাধন করুন। আমি যাহা মনে করিয়াছি, তৎসমস্ত আপনাকে জানাইব। আমি ফলময় অর্ঘ্য দান করিব, হে মহামুনে! আপনি তাহা গ্রহণ করুন।

হে অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রে! তুমি পরমযশঃশালিনী, রাজনন্দিনী, মহাব্রতচারিণী ও দেবগণের ঈশ্বরী। তোমাকে নমস্কার। আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর;—এই বলিয়া, তাঁহাকে পঞ্চরত্নসমাযুক্ত, হেমরূপ্যসমন্বিত, সপ্তধান্যপরিবৃত ও দধিচন্দনসংযুত পাত্র দান করিবে।

স্ত্রী ও শূদ্রজাতীয়েরা অগস্ত্যকে অবৈদিক অর্ঘ্য দান করিবে এবং এইপ্রকার কহিবে, হে অগস্ত্য! আপনি মুনিগণের শ্রেষ্ঠ, তেজের রাশি, এবং সমস্ত দান করিতে সমর্থ। আমার এই

পূজা গ্রহণ করিয়া, শান্তির নিমিত্ত গমন করুন। এই বলিয়া অগস্ত্যের উদ্দেশে ধান্য, ফল ও রস ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত, পায়স ও মোদকসমেত অন্নভোজন করাইবে এবং তাহাদিগকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্রাদি দক্ষিণা দিবে। অনন্তর ঘৃতপায়সযুক্ত পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিতমুখ সুবর্ণসহিত সেই কুম্ভ ব্রাহ্মণসাৎ করিবে। সাত বৎসর এইরূপ অর্ঘ্য দান করিলে, সকলের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং স্ত্রীলোক এই ব্রত করিলে, পুত্র, সৌভাগ্য ও স্বামীসুভগতা লাভ করে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে অগস্ত্যার্ঘ্যদাননামক একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে আমার কথিত কৌমুদব্রত অনুষ্ঠান করিবে। একাদশীতে উপবাস করিয়া, একমাস হরির উপাসনা করিবে। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে আমি একাহার ও হরির জপ করত একমাস ভুক্তিমুক্তির জন্য কৌমুদ ব্রত করিব। এইরূপ সংকল্পান্তে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে চন্দন, অগুরু ও কাশ্মীর দ্বারা বিলেপনপূর্ব্বক কমল, উৎপল, কহ্লার অথবা মালতীপুষ্পসমেত তৈলপূর্ণ দীপদানসহকারে মৌনী হইয়া, অহোরাত্র হরির অর্চ্চনা করিবে। পায়স, অপূপ ও মোদকযুক্ত নৈবেদ্য দিবে এবং নমো বাসুদেবায় বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ক্ষমা প্রার্থনার বিধি এই;—হে ভগবন্! হে ক্ষমাপতে! আমি মনুষ্য; আমার ক্ষুদ্রকারিতা ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতার সীমা নাই। তজ্জন্য আমি ইহজীবনে যে অপরাধ করিয়াছি ও করিব, তৎসমস্ত ক্ষমা করিতে হইবে। আর যেন আমি কখন অপরাধ না করি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার সকল দোষ, সকল ত্রুটি ও সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আমি পাপে তাপে আর কতকাল দগ্ধ হইব; সংসারের কৃমি হইয়া, আর কতকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিব! কুপথে বিপথে পদার্পণ করিয়া আর কতকাল দুঃখে দুঃখে জীবন অবসন্ন করিব! তুমি আমায় উদ্ধার কর, ক্ষমা কর, রক্ষা কর—রক্ষা কর। এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনান্তে ব্রাহ্মণকে ভোজনাদি প্রদান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে কৌমদব্রতনামক দ্বাচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, আমি সংক্ষেপে ও সামান্য বিধানে ব্রতদানপরম্পরা কীর্ত্তন করিব।

প্রতিপদাদি তিথি, সূর্য্যাদি, কৃত্তিকাদি, বিষ্কুম্ভাদি, মেষাদি ও গ্রহণাদি, যে সময়ে যে দান, যে ব্রত, যে দ্রব্য ও যে নিয়মাদি বিহিত হইয়াছে, তত্তৎ দ্রব্য ও কালাদি সমস্তই বিষ্ণুদৈবত জানিবে। রবি, ঈশ, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি সকলেই বিষ্ণুর বিভূতি। অতএব বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া ব্রত, দান ও পূজাদি করিলে, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। হে জগৎপতে! সমাগত হইয়া, এই আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি গ্রহণ কর। তোমাকে নমস্কার। ইত্যাদি বিধানে পূজা করিবে। এক্ষণে দানবাক্য শ্রবণ কর।

অদ্য অমুকগোত্রসম্ভূত অমুকশর্ম্মা ব্রাহ্মণ

তোমাকে এই দ্রব্য দান করিতেছি। এই দান প্রভাবে আমার সর্ব্বপাপ শান্তি, সর্ব্বপুণ্য সম্প্রাপ্তি, আয়ু ও আরোগ্যবৃদ্ধি, সৌভাগ্যসুখাদি সমৃদ্ধি, গোত্রসন্ততির উন্নতি, বিজয় ও ধনসঙ্গতি, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি এবং সংসারমুক্তি সংঘটিত হউক। এই কারণে আমি তোমায় দান করিলাম। সর্ব্বলোকপতি পরম শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ হরি ইহা দ্বারা প্রীত হউন। হে যজ্ঞদান ব্রতপতে! আমায় বিদ্যা দাও, কীর্ত্তি দাও, ধন দাও, সুখ দাও, শান্তি দাও, যশ দাও, মান দাও এবং মুক্তি দাও ও ভুক্তি দাও। ফলতঃ, আমি যাহা মনে করিয়াছি, তৎসমস্তই প্রদান কর। হে ব্রতপতে! হে লক্ষ্মীপতে! হে জগৎপতে! হে লোকপতে! হে বিদ্যাপতে! হে অর্থপথে! আমায় চতুর্ব্বর্গ প্রদান কর।

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন এই ব্রতদানসমুচ্চয় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে প্রাপ্তকাম ও নির্ম্মল হইয়া, ভুক্তি মুক্তি লাভ করে; ইহাতে সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্রতদান সমুচ্চয় নামক ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, দানধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব; শ্রবণ করুন। এই দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

দান,ইষ্ট ও পূর্ত্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়। বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবায়তন, অন্নপ্রদান ও আরাম ইহার নাম পূর্ত্তধর্ম্ম। ইহার অনুষ্ঠানে মুক্তি লাভ হয়। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদাধ্যয়ন, আতিথ্য ও বৈশ্বদেব বলি ইহার নাম ইষ্ট। ইহার অনুষ্ঠানে স্বর্গ লাভ হয়। গ্রহোপরাগ, সূর্য্যসংক্রমণ ও দ্বাদশাদিতে যে দান করা যায়, তাহাতেও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেশ, কাল ও পাত্রে দান করিলে, কোটিগুণ ফল লাভ হয়। অয়ন, বিষুব, ব্যতিপাত, দিনক্ষয়, যুগাদি, সংক্রান্তি, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, সিতপঞ্চদশী, সর্ব্বদ্বাদশী, অষ্টকা, যজ্ঞ, উৎসব, বিবাহ, মন্বন্তরাদি, বৈধৃত ও দৃষ্টদুঃস্বপ্ন, এই সকলে দ্রব্য ও ব্রাহ্মণ লাভ অনুসারে অথবা যে দিন শ্রদ্ধা হইবে, সেইদিনই দান করিবে। অয়নদ্বয়, বিষুবদ্বয়, ষড়শীতিচতুষ্টয়, বিষ্ণুপদীচতুষ্টয়, দ্বাদশ সংক্রান্তি, কন্যা, মিথুন, মীন ও ধনু এই সকলে রবিসংক্রম, ইত্যাদি সময়ও দানের পক্ষে অতি প্রশস্ত। শুক্লপক্ষের কার্ত্তিকমাসীয় নবমীতে সত্যযুগ নির্গত হয়। এইরূপ বৈশাখমাসের সিততৃতীয়ায় ত্রেতাযুগ, মাঘমাসীয় দর্শে দ্বাপরযুগ ও শ্রাবণ মাসের ত্রয়োদশীতে কলিযুগের উৎপত্তি হয়। এই সকল অতি প্রশস্ত কাল। আশ্বিনমাসের শুক্লনবমী, কার্ত্তিকের দ্বাদশী, মাঘের তৃতীয়া, ভাদ্রপদের তৃতীয়া, ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা, পৌষের একাদশী, আষাঢ়ের দশমী, মাঘের সপ্তমী, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়ের পূর্ণিমা এবং কার্ত্তিক,ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠমাসীয় পঞ্চদশী,অষ্টকাত্রয় ও অষ্টকাষ্টমী এই সকল সময়ে দান করিলে, অক্ষয় হইয়া থাকে। ভক্তিসহকারে শক্তি অনুসারে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র প্রাপ্ত হইলেই, যথাবিধি দান করিবে। কোনমতেই নিবৃত্ত হইবে না। কেননা, দান দ্বারা সঞ্চিত অর্থের সার্থক্য লাভ, পুণ্যসঞ্চয় ও চরমে পরমপদে প্রতিষ্ঠান হয়, এ বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।

গয়া, গঙ্গা ও প্রয়াগাদি তীর্থ ও দেবালয়াদিতে অপ্রার্থিত দান করিবে। পূর্ব্বমুখ হইয়া দান ও উত্তর মুখ হইয়া, উহা গ্রহণ করিবে। ইহাতে দাতার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও গ্রহীতারও উহা অক্ষয় হইয়া থাকে। দানকালে আপনার নাম গোত্র বলিতে হইবে। স্নান করিয়া, ব্যাহৃতিসহায়ে অভ্যর্চ্চনা পুরঃসর জলসমেত দান করিবে। কনক, অশ্বতিল, নাগ, দাসী, রথ, মহী, গৃহ, কন্যা ও কপিলা ধেনু এই দশটী মহাদান বলিয়া বিখ্যাত।

অঙ্গীকার করিয়া দান না করিলে, শতকুল বিনষ্ট হয়। সুতরাং পিতা, ভ্রাতা, গুরু ও দেবতা ইহাদিগকে প্রতিশ্রুত দান করিবে। প্রযত্নপূর্ব্বক অর্জ্জিত পুণ্য দান করিবে। প্রীতিলাভ প্রত্যাশায় ধন দান করিলে, তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা দ্বারাই ধর্ম্ম সাধিত হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বারিদান করিলেও, অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি জ্ঞানশীলগুণসম্পন্ন, পরপীড়াবহিষ্কৃত এবং অজ্ঞগণের পালন ও ত্রাণ করেন; তিনিই পরমপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়েন। মাতাকে দান করিলে, শতগুণ, পিতাকে দান করিলে সহস্রগুণ, দুহিতাকে দান করিলে, অনন্তগুণ ও সোদর্য্যে দান করিলে, অক্ষয় ফল লাভ হয়। অমনুষ্য ও পাপাত্মাকে দান করিলে, সমান মহাফল জানিবে। বর্ণসঙ্করে দান করিলে, দ্বিগুণ, শূদ্রকে দান করিলে, চতুর্গুণ, বৈশ্যে দান করিলে, অষ্টগুণ ও ক্ষত্রে দান করিলে, ষোড়শগুণ ফল লাভ হয়। বেদাধ্যায়ীকে দান করিলে, শতগুণ, বেদবোধকে দান করিলে অনন্তগুণ, পুরোহিত ও যাজকাদিকে দান করিলে, অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীবিহীন ও যত্মাকে দান করিলেও, অক্ষয়ত্ব সংঘটিত হয়। স্বাধ্যায়হীন, তপস্যাহীন, প্রতিগ্রহপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে, সমস্ত পশু হইয়া যায় এবং তাহার সঙ্গে মগ্ন হইতে হয়। মনীষিগণ বেদাদি বিচারপূর্ব্বক যে সকল সৎপাত্র নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাদিগকে দান করিলে, দানফল অক্ষয় হইয়া থাকে।

স্নান ও সম্যকবিধানে আচমনপূর্ব্বক প্রযত ও শুচি হইয়া, প্রতিগ্রহ করিবে এবং প্রতিগ্রহকালে সর্ব্বদাই সাবিত্রী জপ করিবে। অনন্তর সেই গৃহীত দ্রব্যের সহিত দৈবত নাম কীর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ কালে, উচ্চৈঃস্বরে উহা পাঠ করিবে। ক্ষত্রিয়ের নিকট প্রতিগ্রহকালে অনুচ্চস্বরে, বৈশ্যের নিকট প্রতিগ্রহকালে উপাংশু এবং শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহকালে মনে মনে কীর্ত্তন এবং স্বস্তিবাচন করিবে।

এক্ষণে, যে দ্রব্যের যে দৈবত, বলিতেছি, শ্রবণ কর। অভয় সর্ব্বদৈবত; পৃথিবীর দেবতা বিষ্ণু, দাস দাসী কন্যা গজ ইহাদের দেবতা প্রজাপতি, অশ্বের দৈবত যম, মহিষ ও একশফ পশুরও দেবতা যম, উষ্ট্রের নৈঋর্ত, ধেনুর রৌদ্রী, ছাগের অগ্নি, মেষ সিংহ ও শূকরের জল, আরণ্য পশুর অনিল, জলাশয়ের ও বারিধানী ঘটাদির বরুণ, সমুদ্রজাত রত্ন এবং স্বর্ণ ও লৌহের দেবতা অনল। এইরূপ, শস্যের দৈবত প্রজাপতি, পক্কান্নের দৈবত ঐ, গন্ধের দৈবত গন্ধর্ব্ব, বস্ত্রের দৈবত বৃহস্পতি, পক্ষির দৈবত বায়ু, বিদ্যা ও অস্ত্রের দৈবত ব্রহ্মা, পুস্তকাদির দৈবত সরস্বতী, শিল্পের দৈবত বিশ্বকর্ম্মা, দ্রুমাদির দৈবত বনস্পতি, ছত্র কৃষ্ণাজিন শয্যা রথ আসন উপানৎ ও যান এই সকলের দেবতা উত্তানাঙ্গিরা, রণোপকরণ শস্ত্র ধ্বজাদি ও গৃহ ইহারা সর্ব্বদৈবত। আর বিষ্ণু

ও শিব সকলের দেবতা। কোন দ্রব্যই তাঁহাদের ছাড়া নহে।

দানসময়ে তত্তৎ দ্রব্যের নাম গ্রহণ করিয়া, পরে হস্তে জলদান করিবে। ইহাই দানের নিয়ম বলিয়া পরিগণিত। বিষ্ণুই দাতা এবং বিষ্ণুই দ্রব্য। আমি উহা প্রতিগ্রহ করিতেছি। এই-প্রকার বলিতে হইবে। প্রতিগ্রহধর্ম্ম সর্ব্বথা মঙ্গলজনক। ভুক্তি ও মুক্তি তাহার দুই ফল। গুরু বা ভৃত্যদিগকে, বঞ্চনা করিয়া, পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিতে নাই। সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে; কিন্তু স্বয়ং তাহাতে উদর পূর্ত্তি করিবে না। শূদ্রের ধন প্রতিগ্রহ করিয়া, তাহাতে যজ্ঞ করিবে না। কেননা, শূদ্রেরই তৎ-ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সংসার হইতে নিবৃত্ত পুরুষ শূদ্রের নিকট গুড়, তক্র ও রসাদি গ্রহণ করিতে পারেন। আর, যে ব্রাহ্মণের কোনরূপ জীবিকা নাই এবং তজ্জন্য যাঁহার কষ্টের সীমা নাই, তিনি সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নি ও সূর্য্যের সমান। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং অধ্যাপন, যজন বা গর্হিত প্রতিগ্রহ, কিছুতেই তাঁহার দোষ সম্ভাবনা নাই।

সত্যযুগে স্বয়ং গিয়া দান করিয়া থাকে; ত্রেতায় গৃহে আনিয়া দান করে, দ্বাপরে যাচ্ঞা করিলে দান করে এবং কলিতে আনুগত্য করিলে, দান করিয়া থাকে। মনে মনে পাত্র উদ্দেশ করিয়া, ভূমিতে জল বিনিক্ষেপ করিবে। সাগরেরও অন্ত আছে; কিন্তু দানের অন্ত নাই। আকাশেরও সীমা আছে,কিন্তু দানের সীমা নাই। যে ব্যক্তি শক্তিসত্ত্বে দান না করে, পরজন্মে সে দরিদ্রদশায় পতিত হয় এবং যে যাচককে বিমুখ করে, তাহারই দ্বারস্থ হইয়া থাকে। দানের অধিক পুণ্য নাই, হরণের অধিক পাপ নাই এবং শক্তিসত্ত্বে যাচককে বিমুখ করা অপেক্ষা নরক নাই; পৃথিবী দ্রব্যময়ী হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? সকলের কিছু সকল বস্তু থাকে না। ইহা স্থির নিশ্চয়, একজনের ভোগের জন্য এই সকল দ্রব্যের সৃষ্টি হয় নাই। দান করিলে, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং কখনও তাহার অভাব হয় না। যে যাহা দান করে, সে তাহা রাখিয়া যায় এবং পরজন্মে তাহা ভোগ করিয়া থাকে। যাহার কোন অভাব নাই এবং মনে করিলেই যে ব্যক্তি দান করিতে পারেন, তাহার তুল্য সৌভাগ্যশালী নাই।

অদ্য সোম সূর্য্য গ্রহণ ও সংক্রান্ত্যাদি সময়ে আমি গঙ্গা গয়া ও প্রয়াগাদি পরম পুণ্যপ্রদ তীর্থ-ক্ষেত্রে অমুকগোত্রীয় অমুকশর্ম্মা বেদবেদাঙ্গযুক্ত পরম মহাত্মা পাত্রকে পুত্র, পৌত্র, গৃহ, ঐশ্বর্য্য, পত্নী, ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি, বিদ্যা, মহাকাম, সৌভাগ্য, আরোগ্য, সমৃদ্ধি, সর্ব্বপাপ প্রক্ষালন। স্বর্গ এবং ভুক্তি ও মুক্তির জন্য বিষ্ণু রুদ্রাদি দৈবত মহাদ্রব্য যথানাম সম্প্রদান করিতেছি, ভগবান্ হরি ও মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সকল অভীষ্ট সম্পাদন করুন, দিব্য অন্তরীক্ষ ও ভৌমাদি উৎপাতপরম্পরা ধ্বংস করুন এবং ধর্ম্মার্থকাম ও মুক্তির জন্য ব্রহ্মলোক বিধান করুন। যথানাম ও যথাগোত্র অমুক শর্ম্মা ব্রাহ্মণকে এই দান প্রতিষ্ঠার্থ সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিতেছি। এইপ্রকার দানবাক্যে সমস্ত দান প্রদান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে দানপরিভাষা নামক চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, সর্ব্বপ্রকার দান ও ষোড়শ মহাদান কীর্ত্তন করিব।

শুভদিন সমাগত হইলে, তুলাপুরুষ, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মাণ্ড, কল্পবৃক্ষ, গোসহস্র, হিরণ্যকামধেনু, হিরণ্যাশ্ব, হিরণ্যাশ্বরথ, হিরণ্যহস্তিরথ, পঞ্চলাঙ্গল, ধরা, বিশ্বচক্র, কল্পলতা, সপ্তসাগর, রত্নধেনু ও মহাভূত ঘট এই সকল মহাদান করিবে। মণ্ডপে ও মণ্ডলে দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া, ব্রাহ্মণকে ঐ সকল অর্পণ করিবে। মেরু দান করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চিত হয়। দশবিধ মেরুদান প্রসিদ্ধ, শ্রবণ কর।

একসহস্র ধান্য দ্রোণে উত্তম ধান্যমেরু হয়। তাহার অর্দ্ধাংশে মধ্যম ও তাহার অর্দ্ধাংশে অধম। ষোড়শ দ্রোণে উত্তম লবণাচল করা কর্ত্তব্য। দশভারে উত্তম গুড়াদ্রি হয়। তাহার অর্দ্ধকে মধ্যম ও তাহার অর্দ্ধকে অধম। এক পলসহস্রে উত্তম স্বর্ণমেরু করা কর্ত্তব্য। তাহার অর্দ্ধার্দ্ধে মধ্যম ও অধম হইয়া থাকে। দশ দ্রোণে উত্তম তিলাদ্রি, পঞ্চদ্রোণে মধ্যম ও তিনদ্রোণে অধম। বিংশভার কার্পাসে উত্তম কার্পাস পর্ব্বত, দশ ভারে মধ্যম ও পঞ্চভারে অধম হইয়া থাকে। বিংশতি ঘৃতকুম্ভে উত্তম ঘৃতাচল এবং তাহার অর্দ্ধার্দ্ধে মধ্যম ও অধম সাধিত হইয়া থাকে। দশপল সহস্রে উত্তম রজতাচল, তাহার অর্দ্ধার্দ্ধে মধ্যম ও অধম। অষ্টভারে উত্তম শর্করাচল, চারি ভারে মধ্যম ও দুই ভারে অধম হইয়া থাকে।

যাহা দান করিলে ভুক্তিমুক্তি প্রাপ্তি হয়, সেই দশধেনু কীর্ত্তন করিব। প্রথম গুড়ধেনু, দ্বিতীয় ঘৃতধেনু, তৃতীয় তিলধেনু, চতুর্থ জলধেনু, পঞ্চম ক্ষীরধেনু, ষষ্ঠ মধুধেনু, সপ্তম শর্করাধেনু, অষ্টম দধিধেনু, নবম রসধেনু এবং দশম স্বরূপপ্রসিদ্ধ ধেনু। কুম্ভ দ্বারা রসাদি ধেনু এবং রাশি দ্বারা অন্যান্য ধেনু কল্পনা করিবে। চতুর্হস্ত কৃষ্ণাজিন পূর্ব্বগ্রীবা করিয়া, ভূমিতে বিন্যস্ত করিবে এবং ঐ ভূমি গোময়ে অনুলিপ্ত ও সর্ব্বতোভাবে দর্ভাস্তরণে পরিব্যাপ্ত করিয়া বৎসের জন্যও তদ্বৎ লঘু কৃষ্ণাজিন পরিকল্পিত করিবে। পূর্ব্বদিকে মুখ এবং উত্তর দিকে পদ এই ভাবে সবৎসা ধেনু কল্পনা করিতে হইবে।

চারি ভারে উত্তম গুড়ধেনু সচরাচর হইয়া থাকে। একভারে বৎস কল্পনা করিবে। দুই ভারে মধ্যম গুড়ধেনু এবং অর্দ্ধ ভারে বৎস। আর এক ভারে অধম গুড়ধেনু ও তাহার চতুর্থাংশে বৎস পরিকল্পিত হইয়া থাকে। গুড়বিত্তানুসারে এই প্রকার কল্পনা বিহিত হয়।

পঞ্চকৃষ্ণলে একমাষ,ষোড়শ মাসে স্বুবর্ণ, চারিস্বুবর্ণে পল, শত পলে তুলা, বিংশতি তুলায় ভার, এবং চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়।

গুড়ের ধেনু ও বৎস উভয়কেই সিত সূক্ষ্ম বস্ত্রে পরিবৃত করিয়া, শুক্তি দ্বারা কর্ণ, ইক্ষু দ্বারা পাদ, শুচি মুক্তাফল দ্বারা চক্ষু, সিতসূত্রে শিরা, সিতকম্বলে কম্বল, তাম্র দ্বারা গড্ডুক ও পৃষ্ঠ, সিতচামরে রোম, বিদ্রুম দ্বারা ভ্রূযুগ, নবনীত দ্বারা স্তন, ক্ষৌম দ্বারা পুচ্ছ, কাংসদ্বারা দোহনপাত্র, ইন্দ্রনীল দ্বারা চক্ষুতারক, স্বুবর্ণ দ্বারা শৃঙ্গাভরণ, রজত দ্বারা ক্ষুর, বিবিধ ফল দ্বারা দন্ত ও গন্ধ দ্বারা ঘ্রাণ রচনা পূর্ব্বক, হে দ্বিজোত্তম! বক্ষ্যমাণমন্ত্রে ধেনুযোজনা করিবে। মন্ত্র, যথা,—

যিনি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মী ও যিনি সর্ব্বদেবতার অবস্থিতা, ধেনুরূপে সেই দেবী আমার শান্তি

বিধান করুন। যিনি সকল শরীরে অধিষ্ঠান করেন, যিনি শিবের প্রিয়া রুদ্রাণী, ধেনুরূপে সেই দেবী আমার পাপ ব্যপোহিত করুন। যিনি বিষ্ণুবক্ষে লক্ষ্মী, যিনি অগ্নিবক্ষে স্বাহা, যিনি চন্দ্রবক্ষে রোহিণী, যিনি সূর্য্যবক্ষে ছায়া, যিনি শিববক্ষে রুদ্রাণী ও যিনি ব্রহ্মবক্ষে পিতামহী, ধেনুরূপা সেই দেবী আমার শ্রী বিধান করুন। যিনি চতুর্ম্মুখের লক্ষ্মী, যিনি কুবেরের লক্ষ্মী, যিনি লোকপালগণের লক্ষ্মী, সেই ধেনু আমার বরদা হউন। তুমি পিতৃমুখ্যগণের স্বধা। তুমি যজ্ঞভুগ্‌গণের স্বাহা। তুমি সমস্ত-পাতকনিহন্ত্রী। তুমি সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, আমার শান্তি বিধান কর। তুমি সকল লোকের লক্ষ্মী। তুমি সর্ব্বদেবতার দেবতা। তুমি সকল ভুবনের অধিষ্ঠাত্রী, আমার শান্তি বিধান কর। আমি সকল-কামনা-সিদ্ধি, সকল-সমৃদ্ধি-লাভ ও সকল-সৌভাগ্য-সংগ্রহজন্য তোমার পূজা করিতেছি। তোমার প্রসাদে আমার সমস্ত সুসিদ্ধ হউক। এইরূপে আমন্ত্রিত ধেনু ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে; অন্যান্য সমস্ত ধেনুদানেরও এইপ্রকার বিধি। যে ব্যক্তি এই সকল ধেনু দান করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ও ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধেনুদানান্তে স্বর্ণ-শৃঙ্গী, রৌপ্যশফা, সুশীলা, বস্ত্রসংবৃতা, কাংসদোহ-সম্পন্না,দুগ্ধবতী গাভী দক্ষিণা স্বরূপ দান করিবে। উহা দান করিলে, মনুষ্যশরীরে যত রোম, তত বৎসর স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। কপিলা দান করিলে, দাতার আসপ্তম কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। যাহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধানে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে। মহাঘোর যমদ্বারে অত্যুষ্ণসলিলবাহিণী বৈতরনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। উহা পার হওয়া সহজ নহে। পাপাত্মারা উহাতে পতিত হইয়া, যে যাতনা ভোগ করে,তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। ঐ নদী বহুবিস্তৃত, বহুপার, বহুপদ্রবপরিপূর্ণ ও বহুবিঘ্নসমাকুল। উহা পার হইলেই, সংসারপার প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। আমি উহা পার হইবার জন্য এই কৃষ্ণধেনু দান করিতেছি। এইপ্রকার সংকল্প করিয়া দান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে মহাদাননামক
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যাহার দশ গো আছে, সে একটী গো দান করিবে; যাহার একশত আছে, সে দশটী দিবে এবং যাহার সহস্র গো আছে, সে একশত গো দান করিবে। সকলেরই সমান ফল লাভ হইয়া থাকে। যেখানে সুবর্ণময় প্রাসাদ সকল বিরাজমান, যেখানে বসুধারা সকল শোভমান, যেখানে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের গীতবাদ্যাদি সর্ব্বদা শ্রূয়মাণ এবং অসীম ও অনন্ত সুখ সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর উপচীয়মান, সহস্র গো দান করিলে, সেই স্থানে গমন করিতে পারা যায়। শত গো প্রদান করিলে, নরকার্ণব হইতে মুক্তি লাভ হয়। বৎসতরী দান করিলে, স্বর্গসুখভোগ হইয়া থাকে। ফলতঃ, গোদান করিলে, আয়ু, আরোগ্য, সৌভাগ্য, স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্তি হয়।

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের যিনি শুভভাবসম্পন্না রাজমহিষী, মহিষীদানমাহাত্ম্যে তিনি আমার সকল কামনা পূর্ণ করুন। যাঁহার পুত্র ধর্ম্মরাজের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং যিনি মহিষাসুরের জননী, তিনি আমার বরদা হউন। এইপ্রকার কহিয়া

মহিষী দান করিবে। মহিষী দান করিলে,সৌভাগ্য ও বৃষ দান করিলে, স্বর্গ লাভ হয়। সংযুক্ত হল-পংক্তি দান করিলে,সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বৃষসংযুক্ত দারুজ দশ হলে এক পংক্তি হয়। সৌবর্ণপট্ট সংনদ্ধ ঐরূপ দশহল দান করিলে, স্বর্গে সুখভোগ হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ পুষ্করে দশ কপিলা দান এবং বৃষভ মোক্ষণ করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হয়, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি চতুষ্পাদ ধর্ম্ম। এই চারিটী কপিলা তোমার প্রিয়। তুমি ব্রাহ্মণ্য-দেবেশ। তুমি পিতৃগণ, ভূতগণ ও ঋষিগণের পোষক। তোমাকে মোচন করিলাম। আমার নিরাময় অক্ষয় লোক সকল লাভ হউক। দেব-গণের নিকট, পিতৃগণের নিকট, ভূতগণের নিকট ও মনুষ্যগণের নিকট আমার যে ঋণ আছে, তোমার মোক্ষণে তাহার মোক্ষণ হউক। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, দোষ করিয়াছি, অপ-রাধ করিয়াছি ও ত্রুটি করিয়াছি, তৎসমস্তও ক্ষালিত, অপনীত ও ব্যপোহিত হউক। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তোমাতেই লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। তোমার শরণাগত হইলে, যে গতি হয়, তোমার প্রসাদে আমারও সেই গতি হউক। ইহাতে যেন কোন রূপে অন্যথা বা বিপ্রতিপত্তি না হয়। এইপ্রকার মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে বৃষকে চক্র ও শূল দ্বারা অঙ্কিত করিয়া, উৎসর্গ করিবে। একাদশাহে যে প্রেতের উদ্দেশে বৃষ উৎসৃষ্ট হয়, প্রেতলোক হইতে ছয় মাস মধ্যেই তাহার মুক্তি হইয়া থাকে।

গো,ভূ ও হিরণ্যসমেত কৃষ্ণাজিন দান করিলে, ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। সর্ব্বপ্রকার দুষ্কৃত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও, ঐরূপ সিদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিল ও মধুপূর্ণ পাত্র এবং মগধদেশো-দ্ভব কৃষ্ণ তিল একপ্রস্থ প্রদান করিবে। প্রদান করিলে, স্বর্গলাভ হয়, সন্দেহ নাই। সগুণা শয্যা দান করিলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আপনার হৈমময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দান করিলে,স্বর্গ লাভ হয়। বিপুল গৃহ প্রস্তুত করিয়া, দান করিলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গৃহ, মঠ, সভা ও প্রতিশ্রয় প্রদান করিলে, দেব-লোক লাভ হয়। গোগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, দান করিলে, নিষ্পাপ ও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। যমমাহিষ দান করিলে, পাপ প্রক্ষালন ও দেবলোক লাভ হয়। মহিষের শিরশ্ছেদন করিয়া দান করিলে, স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়; ইহার নাম ত্রিমুখাখ্য দান। ইহা গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণ পাপভাগী হন।

রৌপ্যময় চক্র নির্ম্মাণ ও তাহা শিরোধার্য্য করিয়া, দান করিবে। হেমময় চক্র দান করিলে, চক্রী প্রসন্ন হয়েন। ইহার নাম কালচক্র।

যে ব্যক্তি আত্মতুল্য লৌহ দান করে, তাহার কখন নরক লাভ হয় না। যে ব্যক্তি পঞ্চাশৎ পল সংযুক্ত লৌহদণ্ড বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার কখনও যমদণ্ড থাকে না। মৃত্যুজয় উদ্দেশ করিয়া, আয়ুর বৃদ্ধিজন্য ফলমূলাদি দ্রব্য একত্রে বা পৃথক্ দান করিবে।

রৌপ্যের দন্ত, স্বর্ণের চক্ষু, হস্তে উদ্যত খড়্গ, শরীর দীর্ঘ, মণ্ডলে জবাকুসুম, পরিধান রক্তবস্ত্র, গলে মাল্য, হস্তে শঙ্খাদি,পদদ্বয়ে উপানৎ, পার্শ্বে কৃষ্ণকম্বল, করে মাংসপিণ্ড ও বামে কালপুরুষ, এইরূপ বিধানে কৃষ্ণতিলের পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া, গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ব্রাহ্মণসাৎ করিবে। তাহা হইলে, মরণব্যাধিহীন ও রাজরাজেশ্বর হইবে।

ব্রাহ্মণকে গো বৃষ ও রেবন্ত্যাধিষ্ঠিত হেমময় অশ্ব দান করিলে, আর কখনও মৃত্যু হয় না। ঘণ্টাদিপূর্ণ একমাত্র অশ্বও দান করিলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কাঞ্চন দান করিলে,সমস্ত কামনা সুসিদ্ধ হয়। সুবর্ণ দানে রৌপ্যের দক্ষিণা দেওয়া বিধি। অন্যান্য দ্রব্য দানে সুবর্ণের দক্ষিণাদান বিহিত হইয়াছে।

পরমপ্রাজ্ঞপুরুষ বসুধাদান কালে সুবর্ণ, রজত, তাম্র, মণি, মুক্তা ও বস্ত্র এই সকল দান করিবেন। যে ব্যক্তি বসুন্ধরা দান করে এবং তজ্জন্য কোনরূপে অহঙ্কার ও পরিতাপ না করে অথবা কাহারও নিকট তদ্বিষয়ে বর্ণন না করে, তাহার পিতৃলোকস্থ পিতৃগণ ও দেবলোকস্থ দেবগণ পরম পরিতৃপ্ত হয়েন।

খেটক, খর্বট, গ্রাম,শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, শতনিবর্ত্তন অথবা তদর্দ্ধ, কিংবা গৃহাদি অথবা গোচর্ম্ম-পরিমাণেও ভূমি দান করিলে, সর্ব্বসিদ্ধি সম্পন্ন হয়। সলিলমধ্যে তৈলবিন্দু যেরূপ প্রসর্পিত হয়, সমস্ত দানেরই তেমনি একজন্মানুগ ফল ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ভূ, স্বর্ণ ও গৌরী দান করিলে, সপ্তজন্ম তাহার ফল ভোগ হয়। কন্যা দান করিলে, ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধার করিয়া, ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারা যায়। সদক্ষিণ গজ দান করিলে, সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত ও স্বর্গলোক অধিগত হয়। অশ্ব দান করিলে, আয়ু, আরোগ্য, সৌভাগ্য, স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দাসী দান করিলে, অপ্সরোলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চশত-পল-নির্ম্মিত তাম্রময়ী স্থালী দান করিলে, অথবা তাহার অর্দ্ধার্দ্ধের অর্দ্ধও প্রদান করিলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বৃষসংযুক্ত শকট দান করিলে,দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া, স্বর্গলোকে গমন করা যায়। বস্ত্রদান করিলে, আয়ু, আরোগ্য ও অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধান্য, গোধূম, কলম ও যবাদি দান করিলে, স্বর্গভোগ করিতে পারা যায়। আসন,তৈজস পাত্র, লবণ, গন্ধ চন্দন, ধূপ, দীপ, তাম্বূল, লৌহ, রৌপ্য, রত্ন ও অন্যান্য দিব্য দ্রব্য সকল দান করিলে, ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তিল ও তিলপাত্র প্রদান করিলে, স্বর্গলাভ হয়।

অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান নাই, হয় নাই ও হইবে না। হস্তী, অশ্ব, রথ, দাস, দাসী ও গৃহ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দানই অন্নদানের ষোড়শ অংশেরও যোগ্য হইতে পারে না। মহাপাপ করিয়াও, পশ্চাৎ অন্নদান করিলে, সমস্ত পাতক প্রক্ষালিত ও অক্ষয়লোক সকল লাভ হইয়া থাকে। অন্ন লোকের প্রাণ ও সাক্ষাৎ শক্তি এবং অন্নেই লোক প্রতিষ্ঠিত। অতএব যে ব্যক্তি অন্ন দান করে, সে সমস্ত দান করে, তাহাতে সন্দেহ কি? অন্নদান অপেক্ষা পুণ্য নাই। একমাত্র অন্নদানেই সমস্ত অক্ষয় লোক প্রতিষ্ঠিত। সংসারে সকলেই অন্নশালী হয় না; কিন্তু অন্নই প্রাণ। এইজন্য, অন্নহীনকে অন্নদান করিবে।

পানীয় ও প্রপ দান করিলে,ভুক্তিমুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মার্গাদিতে অগ্নি ও কাষ্ঠ দান করিলে, দীপ্ত্যাদি লাভ হয়। ঘৃত, তৈল ও লবণ দান করিলে, স্বর্গে গমন করিয়া, দিব্যবিমানে দেব ও গন্ধর্ব্বগণের নারীর সহিত বিহার করিতে পারা যায়। ছত্র, উপানৎ ও কাষ্ঠাদি দান করিলে, স্বর্গে গিয়া, সুখ ভোগ করা যায়।

প্রতিপত্তিথিমুখ্যে, বিষ্কুম্ভাদি যোগে, চৈত্রাদি

মাসে, বৎসরাদিতে এবং আশ্বিনাদি নক্ষত্রে হরি, হর, ব্রহ্মা ও লোকপালাদির বিশিষ্টরূপ পূজা করিয়া, দান করিলে, মহাফল লাভ হয়। ফলতঃ, যেকোন দেবতার পূজাদিতে দান করা কর্ত্তব্য। তাহাতেই অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা দানের জন্যই এই সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; একাকী ভোগের জন্য নহে। অতএব যে ব্যক্তি শক্তিসত্ত্বেও দান না করে, তাহার পরজন্ম দরিদ্রদশায় যাপিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষ, আরাম, ভোজনাদি, মার্গসংবাহনাদি ও পাদাভ্যঙ্গাদি দান করিলে,ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

গো, পৃথ্বী ও সরস্বতী, তিনেই তুল্য ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মী সরস্বতী দান করিলে, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও স্বর্গভাগী হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দান করে, তাহার সপ্তদ্বীপা মহী দান করা হয়। কেননা, ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর নাই। ব্রহ্মই জগৎ এবং ব্রহ্মই মুক্তি। ব্রহ্মকে জানিলে, সকল জানা হয়। এবং ব্রহ্মকে পাইলে, সকল পাওয়া হয়। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞান দান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অভয় দান করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। কেননা, মানুষের বিঘ্ন বিপত্তি পদে পদে! যিনি সেই বিপৎ নিরাকরণ করেন, তিনি কি না করেন?

পুরাণ, ভারত অথবা রামায়ণ লিখিয়া পুস্তক দান করিলে, ভুক্তিমুক্তি লাভ হয়। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র ও নৃত্য গীত শিক্ষা দেয়, তাহার স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উপাধ্যায়কে ধন ও ছাত্রদিগকে ভোজনাদি সম্প্রদান করে, সেই ধর্ম্মকামাদিদর্শী পুরুষের কি না দান করা হয়? সম্যগ্‌বিধানে সহস্র বাজপেয় সম্পাদন করিলে, যে ফল, একমাত্র বিদ্যাদানে সেই ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শিবালয়ে, বিষ্ণুগৃহে ও সূর্য্যভবনে পুস্তক বাচন করে, তাহার সমস্ত দান করা হয়। ত্রৈলোক্যে যে পৃথক্ পৃথক্ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম আছে, তৎসমস্ত এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাই বিদ্যাদানে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যা কামদুঘা ধেনু, বিদ্যা অনুত্তম চক্ষু এবং বিদ্যাই প্রকৃত জীবন। বিদ্যা অপেক্ষা বিশিষ্ট বস্তু আর কি আছে? অতএব যিনি বিদ্যা দান করেন, তাঁহার সমস্ত দান করা হয়। বিদ্যাই রূপ, বিদ্যাই সম্পদ এবং বিদ্যাই বিত্ত, তাহাতে সন্দেহ কি?

উপবেদ প্রদান করিলে, গন্ধর্ব্বলোকে সুখভোগ হইয়া থাকে। বেদাঙ্গ দান করিলে, স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রদান করিলে, ধর্ম্মের সহিত বিহার করিতে পারা যায়। সিদ্ধান্তশাস্ত্র প্রদান করিলে, মুক্তি লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ কি? পুস্তক দান করিলে, বিদ্যাদানের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র প্রদান করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। শিক্ষাশাস্ত্র প্রদান করিলে, পুণ্ডরাকফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তাহা দান করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অনন্ত ফল লাভ হয়।

আপনার যাহা প্রিয় এবং সংসারে যাহা শ্রেষ্ঠতম, পিতৃগণের অক্ষয় কামনা বশংবদ হইয়া, তৎসমস্ত তাঁহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য।

বিষ্ণু, রুদ্র, পদ্মযোনি, দেবী, বিঘ্নেশ ও অন্যান্য দেবতার পূজা করিয়া, পূজাদ্রব্য দান করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দেবালয় ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিলে, সকল

কামনা সম্পন্ন হয়। সম্মার্জ্জন ও উপলেপন করিলে, সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। বিবিধ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিলে, মণ্ডলাধিপত্য প্রাপ্তি হয়। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, প্রদক্ষিণ, ঘণ্টা, ধ্বজ, বিতান, প্রেক্ষণ, বাদ্য, গীত এবং বস্ত্রাদি দেবোদ্দেশে দান করিলে, ভুক্তিমুক্তি সম্পন্ন হয়। কস্তূরিকা, শিহ্লক, শ্রীখণ্ড, অগুরু, কর্পূর, মুস্ত, গুগ্গুল, বিজয়, এই সকল দ্রব্য ঘৃতপ্রস্থসমেত সংস্থাপনপূর্ব্বক সংক্রান্তিতে দান করিলে, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

শত পলে স্নান, পঞ্চবিংশতিতে অভ্যঙ্গ ও সহস্র পলে মহাস্নান পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

দেবোদ্দেশে দাস, দাসী, অলঙ্কার, গো, ভূ, অশ্ব ও গজাদি দান করিলে, সৌভাগ্য, ধন ও আয়ু লাভান্তে স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নানাদান নামক ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যাহা দ্বারা সর্ব্বকাম সুসম্পন্ন হয়, সেই কাম্যদানপরম্পরা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব।

মার্গশীর্ষে মহাদেবকে বিহিত বিধানে পূজা করিয়া, পিষ্টনির্ম্মিত কমল ও অশ্ব দান করিলে, সূর্য্যলোকে চিরকাল বাস করিতে পারা যায়। পৌষমাসে পিষ্টময় গজ দান করিলে, ত্রিসপ্ত কুল উদ্ধার হইয়া থাকে। মাঘমাসে পিষ্টকনির্ম্মিত কমল ও অশ্বরথ দান করিলে, নরকপরিহার হয়। ফাল্গুনে পৈষ্টক বৃষ দান করিলে, রাজা ও স্বর্গবাসী হওয়া যায়। চৈত্রমাসে দাসদাসীসমন্বিত ইক্ষুময়ী গাভী দান করিলে,চিরকাল স্বর্গে থাকিয়া পরে মহীপতিপদ প্রাপ্তি হয়। বৈশাখে সপ্তব্রীহি দান করিলে, শিবময় হওয়া যায়। আষাঢ়মাসে অন্নরাশিসহকারে বলিমণ্ডল দান করিলে, শিবত্ব-প্রাপ্তি হয়। শ্রাবণে পুষ্পের বিমান প্রদান করিলে, স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। শতদ্বয় পল দান করিলে, কুলের উদ্ধার ও রাজপদ প্রাপ্তি হয়। ভাদ্রমাসে গুগ্‌গুলাদি দান করিলে, স্বর্গ-প্রাপ্ত ও রাজা হওয়া যায়। আশ্বিনমাসে ক্ষীর ও সর্পিপূর্ণ পাত্র প্রদান করিলে, স্বর্গলাভ হয়। কার্ত্তিকমাসে গুড়খণ্ড ও আজ্য দান করিলে, স্বর্গ ও রাজপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাহা দ্বারা ভুক্তিমুক্তি লাভ হয়, সেই দ্বাদশ-মেরু দান কীর্ত্তন করিব। কার্ত্তিকীতে মেরুব্রত করিয়া, ব্রাহ্মণকে রত্নমেরু দান করিবে। সমস্ত মেরুপ্রমাণ ক্রমশঃ শ্রবণ কর। বজ্র, পদ্ম, মহানীল, নীল, স্ফাটিক, পুষ্প, মরকত ও মুক্তা এই সকলের প্রস্থপ্রমাণ মেরু উত্তম; ইহার অর্দ্ধ মধ্যম এবং তদর্দ্ধ অধম। বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন করিবে। কর্ণিকাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবদৈবত মেরু বিন্যস্ত করিয়া, পূর্ব্বতঃ মাল্যবানের পূজা করিবে। তৎপূর্ব্বে ভদ্রের, তৎপরে অশ্বরক্ষের, দক্ষিণে নিষধের, তৎপরে হেমকূটের, তৎপরে হিমালয়ের, অনন্তর সৌম্যভাগে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গীর, পশ্চিমে গন্ধমাদনের, তৎপরে বৈকঙ্ক ও কেতুমানের অর্চ্চনা করিবে। সর্ব্বশুদ্ধ এই দ্বাদশ মেরু।

স্নান ও অনশন করিয়া, বিষ্ণু বা মহাদেবের পূজা করিবে এবং তাঁহাদের অগ্রে মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে মেরুর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। আমি অমুকগোত্রীয় অমুকশর্ম্মা ব্রাহ্মণকে এই বিষ্ণুদৈবত দ্রব্যময় মেরু দান

করিতেছি, ইহার প্রভাবে আমার ভুক্তিমুক্তি লাভ হউক। এই রূপে মেরু দান করিলে, ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক ও বিষ্ণুলোকে বিমানে বিহার করিতে পারা যায় এবং দেবগণের পূজা লাভ ও কুল উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

সংক্রান্তি প্রভৃতি অন্যান্য সময়েও মেরু দান করিবে। একপলসহস্রে শৃঙ্গত্রয়সম্পন্ন ব্রহ্মা-বিষ্ণুহরদৈবত হেমমেরু প্রকল্পিত এবং এক এক শত পলে তাহার এক এক পর্ব্বত প্রস্তুত করিবে। গ্রহণাদি সময়ে ও অয়নে বিষ্ণুর সম্মুখে তাঁহার অর্চ্চনানন্তর স্বর্ণমেরু ব্রাহ্মণকে দান করিলে, বিষ্ণুলোকে চিরকাল বাস করা যায় এবং যত পরমাণু আছে, ততকাল রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সংকল্পপূর্ব্বক দ্বাদশাদ্রিযুক্ত রৌপ্যমেরু দান করিলে, প্রাগুক্ত ফল লাভ হয়। বিষ্ণু ও বিপ্র পূজা করিয়া, ভূমিমেরু দান করিলে, পূর্ব্ববৎ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দ্বাদশাদ্রিসমাযুক্ত হস্তিমেরু দান করিলে, অনন্ত ফল লাভ হয়। হয়দ্বাদশসংযুক্ত ত্রিপঞ্চাশ তুরঙ্গমে অশ্বমেরু কল্পনাপূর্ব্বক বিষ্ণ্বাদির পূজা করিয়া দান করিলে, ভুক্তভোগী ও রাজপ্রদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্বসংখ্যা প্রমাণে পূর্ব্ববৎ বিধানে গোমেরু দান করিলে, পূর্ব্ববৎ ফল লাভ হয়। ভারমাত্র পট্টবস্ত্রে বস্ত্রমেরু দান করিলে, কোন কালেই অন্ন বা বস্ত্রের অভাব হয় না। ঘৃতপসহস্রে ঘৃতমেরু দান করিলে, অনন্তফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূপে পঞ্চাশৎ পলে এক এক মেরু নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে ভগবান্ হরির পূজা করিবে। এইপ্রকার খণ্ডমেরু করিয়া দান করিলে, মহাফল লাভ হয়। পঞ্চখারে ধান্যমেরু হয়। অন্যান্য পর্ব্বত এক এক খারে নির্ম্মাণ করিবে এবং স্বর্ণের তিন শৃঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা করিবে। অথবা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে বিষ্ণুর পূজা করিলে, অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এইরূপ দশাংশ পরিমাণে তিলমেরু কল্পনা করিবে। পূর্ব্ববৎ তাহার তিন শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তিলমেরু প্রদান করিলে, বন্ধুগণের সহিত স্বর্গভাগী হওয়া যায়। তুমি বিষ্ণুস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমার তিন শৃঙ্গ। পৃথিবী তোমার নাভিতে প্রতিষ্ঠিত। তোমাকে নমস্কার। তুমি দ্বাদশ মেরুর নাথ। তুমি সর্ব্বপাপ বিনাশ করিয়া থাক। তুমি বিষ্ণুভক্ত ও শান্তস্বরূপ। সর্ব্বথা আমারে পরিত্রাণ কর। তোমার প্রসাদে ও প্রভাবে আমি যেন পিতৃগণের সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হই। ওঁ নমঃ, তুমি হরি। আমিও বিষ্ণু। বিষ্ণুর অগ্রে বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি; আমার ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তি হউক, ওঁ তোমাকে নমস্কার। এইপ্রকার কহিয়া তিলমেরু দান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে মেরুদাননামক সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, পৃথিবীদান কীর্ত্তন করিব। পৃথিবী ত্রিবিধা নির্দ্দিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে শতকোটি-যোজনবিস্তৃত সপ্তদ্বীপ ও সাগরসমেত জম্বুদ্বীপাবধি পৃথিবী উত্তম বলিয়া পরিগণিত। পঞ্চভার কাঞ্চনে উত্তম পৃথিবী প্রকল্পিত করিবে। তাহার অর্দ্ধান্তরে কূর্ম্ম ও পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। ইহার নাম উত্তম পৃথিবী। ইহার দুই ভাগে মধ্যম এবং

ত্রিভাগ সুবর্ণে অধম পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। একপলসহস্র স্বর্ণে কল্পপাদপ মূল দণ্ড পত্র ফল ও পুষ্পসমেত কল্পনা করিবে। ঐরূপ পঞ্চস্কন্ধ-বিশিষ্ট কল্পপাদপ সংকল্পপূর্ব্বক দান করিলে, ব্রহ্মলোকে পিতৃগণের সহিত চিরকাল আমোদ করিতে পারা যায়।

পঞ্চশতপল সুবর্ণে কামধেনু নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুর অগ্রে ব্রাহ্মণসাৎকরিবে। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ ঐ ধেনুতে অধিষ্ঠান করেন। সুতরাং ধেনুদানই সর্ব্বদান এবং সকল কামনা পূরণ ও ব্রহ্মলোক বিধান করে। বিষ্ণুর অগ্রে কপিলা দান করিলে, সকল কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে। অলঙ্কৃতা করিয়া স্ত্রী দান করিলে, অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বশস্য-প্ররোহিণী ভূমি দান করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়। গ্রাম বা পুর বা খেটক বা খর্ব্বট দান করিলে, সুখী হওয়া যায়। কার্ত্তিকাদিতে বৃষোৎ-সর্গ করিলে, বংশের উদ্ধার হয় এবং পুণ্যাহযোগে দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু দান করিলে, অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে।

ফলতঃ, উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র উপস্থিত হইলেই, যথাশক্তি ও যথাবিধি দান করিবে। সেই দানের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। কোন-রূপ প্রত্যাশা না করিয়া, অকপট হৃদয়ে বিষ্ণু-কাম হইয়া দান করা বিধি। যে ব্যক্তি ঐরূপ সাত্ত্বিক দান করে, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার অধিকৃত হয়েন, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। সাত্ত্বিক দানই একমাত্র মোক্ষযোগের হেতু ও অনন্তপুণ্যের সেতু। উহাতেই সুখস্বস্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে পৃথ্বীদাননামক অষ্টচত্বারিংশ-দধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, শুদ্ধিজনক রহস্যাদিপ্রায়-শ্চিত্ত কহিব, শ্রবণ কর।

একমাস পৌরুষসূক্ত জপ করিলে, পাপ-বিনাশ হয়। তিন বার অঘমর্ষণ জপ করিলে,সমস্ত-পাতকমুক্ত হওয়া যায়। বেদজপ, বায়ুসংযম, গায়ত্রী ও ব্রত করিলে, পাপ বিনষ্ট হয়। সমস্ত কৃচ্ছ্রেই মুণ্ডন, স্নান, হোম ও হরির আরাধনা করা বিধি।

দিবাভাগে উত্থিত হইয়া অবস্থান ও রাত্রিতে উপবেশন করিবে। ইহার নাম বীরাসন। কৃচ্ছ্র-কারী পুরুষ তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হয়েন।

প্রত্যহ অষ্টগ্রাসে যতিচান্দ্রায়ণ বিনিষ্পন্ন হয়। প্রাতে ও সায়াহ্নে গ্রাসচতুষ্টয় গ্রহণ করিলে, তাহাকে শিশুচান্দ্রায়ণ বলে। একমাস যথা-কথঞ্চিৎ দ্বিশতচত্বারিংশৎ গ্রাস গ্রহণ করিবে। ইহার নাম সুরচান্দ্রায়ণ।

তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ এবং তিন দিন উষ্ণ ঘৃত পান করিয়া, তিন দিন বায়ু-মাত্র ভক্ষণ করিবে। ইহার নাম তপ্তকৃচ্ছ্র। এই রূপ, তিন দিন শীতল জল, তিন দিন শীতল দুগ্ধ ও তিন দিন শীতল ঘৃত পান করিবে। ইহার নাম শীতকৃচ্ছ্র। একবিংশতি দিন পয়ঃ পান করিলে, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র সমাহিত হয়।

গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, সর্পি, কুশোদক এবং একরাত্র উপবাস, ইহার নাম কৃচ্ছ্রশান্তপন। প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিলে, মহাশান্তপন বলিয়া থাকে এবং তিন দিন অভ্যাস করিলে, অতিশান্তপন নামে অভিহিত হয়।

দ্বাদশ দিন উপবাসের নাম পরাককৃচ্ছ্র। ফল

দ্বারা ফলকৃচ্ছ্র, বিল্ব দ্বারা শ্রীকৃচ্ছ্র, পুষ্প দ্বারা পুষ্পকৃচ্ছ্র, পত্র দ্বারা পত্রকৃচ্ছ্র জল দ্বারা তোয়কৃচ্ছ্র, মূত্র দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র এবং দধি দ্বারা দধিকৃচ্ছ্র বিনিষ্পন্ন হয়।

একমাস পাণিপূরান্ন ভোজন করিবার নাম বায়ব্যকৃচ্ছ্র।

দ্বাদশরাত্রি তিল ভক্ষণ করার নাম আগ্নেয়কৃচ্ছ্র। ইহা দ্বারা আর্ত্তি বিনাশ হয়। চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া, পঞ্চদশীতে পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিবে, অনন্তর হবিষ্যাশী হইবে। একমাস দুই-বার এইপ্রকার করিলে, সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীকাম, পুষ্টিকাম, স্বর্গকাম ও পুণ্যকাম পুরুষ কৃচ্ছ্রকারী হইয়া, দেবারাধনা তৎপর হইবেন। তাঁহার সমস্ত সুসিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে কৃচ্ছ্ররহস্যাদিনামক উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন,নাড়ীচক্র কীর্ত্তন করিব,যাহা পরিজ্ঞাত হইলে,ভগবান্ হরিকে জানিতে পারা যায়।

নাভির অধোদেশে যে কন্দ আছে, তাহাতে অঙ্কুর সকল নির্গত হইয়াছে। উহাদের সংখ্যা দ্বাসপ্ততিসহস্র। উহারা নাভিমধ্যে ব্যবস্থিত আছে এবং তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সমন্তাৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে। চক্রবৎ সংস্থিত ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে দশটী নাড়ী প্রধান। উহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পৃথা, যশা, অলম্বুষা, হুহু ও শঙ্খিনী। এই দশ নাড়ী প্রাণবহা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটীর মধ্যে প্রাণবায়ু প্রথম ও সকলের প্রভু এবং প্রাণিগণের উরস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণকে প্রাণিত ও নিত্য আপূরিত করে। যেহেতু, এই প্রাণ জীবসমাশ্রিত হইয়া, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস ও কাস সাহায্যে প্রয়াণ করে, এইজন্য ইহার নাম প্রাণ। মানুষ যাহা আহার করে, মূত্রশুক্রবাহ বায়ু তাহা অধস্থ করিয়া থাকে। এইজন্য তাহার নাম অপান। পীত, ভক্ষিত ও আঘ্রাত এবং রক্ত, পিত্ত কফ ও অনিল এই সকলকে সর্ব্বশরীরে সমানভাবে নীত করে, এইজন্য সমান বায়ু নাম হইয়াছে। যেহেতু উদানবায়ু বক্ত্র ও অধর স্পন্দিত, নেত্র রাগ ও প্রকোপন উদ্ভাবিত এবং মর্ম্মসকল উদ্বেজিত করে, এইজন্য ইহার নাম উদান হইয়াছে। ব্যান বায়ু অঙ্গ বিনির্ম্মিত ও ব্যাধি প্রকোপিত করে, এইজন্য উহাকে ব্যান বলে। যাহা দ্বারা উদ্গার হয়, তাহার নাম নাগ। যাহা দ্বারা উন্মীলন হয় তাহার নাম কূর্ম্ম, যাহা দ্বারা আহার নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম কৃকর, যাহা দ্বারা জৃম্ভণ হয়, তাহার নাম দেবদত্ত এবং যে বায়ুঘোষে প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম ধনঞ্জয়। এই ধনঞ্জয়, মৃত্যু হইলেও, ত্যাগ করে না।

জীব উল্লিখিত ধনঞ্জয় সহায়ে দশ প্রকারে নাড়ীচক্রে প্রয়াণ করে। ঐ দশ প্রকারের নাম যথা, সংক্রান্তি, বিষুব, দিন, রাত্রি, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন অধিমাস, ঋণ, ঊন ও ধন। তন্মধ্যে দক্ষিণকে উত্তর, বামকে দক্ষিণ, হিক্কাকে ঊনরাত্র, বিজৃম্ভিকাকে অধিমাস, কাসকে ঋণ, নিশ্বাসকে ধন এবং মধ্যস্থলকে বিষুব কহে।

মধ্যম অঙ্গে সুষুম্না, বাম অঙ্গে ইড়া, দক্ষিণ

অঙ্গে পিঙ্গলা এবং ঊর্দ্ধে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে বিপ্র! এই প্রাণকে দিন ও অপানবায়ুকে রাত্রি বলে। এই রূপে একবায়ু দশ রূপে বিভক্ত হইয়াছে।

দেহমধ্যস্থ আয়ামকে সোমগ্রহণ ও দেহাতি-তত্ত্ব আয়ামকে আদিত্যগ্রহণ বলে। যাবৎ ঈপ্সিত, তাবৎপরিমাণে বায়ুসহায়ে উদর পূর্ণ করিবে। এইরূপ দেহপূরক প্রাণায়ামকে পূরক কহে। নিশ্বাস ও উচ্ছ্বাসবিবর্জ্জিত হইয়া, সর্ব্ব-দ্বার পিধানপূর্ব্বক সম্পূর্ণ কুম্ভবৎ অবস্থিতি করিবে। এইরূপ প্রাণায়ামের নাম কুম্ভক। অনন্তর মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি একমাত্র শ্বাস সহায়ে ঊর্দ্ধ-দিকে বায়ুমোচন এবং উচ্ছ্বাসযোগযুক্ত হইয়া, সেই ঊর্দ্ধবায়ুকে বিরেচন করিবেন।

যেহেতু, স্বদেহস্থ শিব স্বয়ং উচ্চরিত হয়েন, সেইহেতু তাঁহাকেই তত্ত্ববিদ্গণের জপ বলিয়া থাকে। যোগীন্দ্র পুরুষ দিনরাত্রির মধ্যে দুই অযুত একসহস্র ছয় শত বার জপ করিবে। অজপা-নাম্নী গায়ত্রী ব্রহ্মবিষ্ণুরও মহেশ্বরী। এই অজপা জপ করিলে, পুনরায় জন্মিতে হয় না। এই অজপাকে চন্দ্রাগ্নি রবিসংযুক্ত আদ্যা কুণ্ডলিনী বলে। ইনি হৃৎপ্রদেশে অঙ্কুরাকারে অবস্থিতি করেন, জানিবে। এই স্থানেই সর্গাবলম্বনসংঘ-টিত সৃষ্টিন্যাস হইয়া থাকে এবং এই স্থানেই অমৃত-ক্ষরণ হইতেছে। সাত্ত্বিকোত্তম পুরুষ উহা চিন্তা করিবেন।

যিনি দেহস্থ, তিনি সকল এবং যিনি দেহ-বর্জ্জিত, তিনি নিষ্কল। যিনি হংস হংস এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি সদাশিব দেব-হংস। তিলে যেমন তৈল এবং পুষ্পে যেমন গন্ধ সন্নিহিত আছে, পুরুষের দেহে তেমনি হংসরূপী দেব বাহ্যাভ্যন্তর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। হৃদয়ে ব্রহ্মা, কণ্ঠে বিষ্ণু, জাম্বুতে রুদ্র, ললাটে মহেশ্বর এবং প্রাণাগ্র নামে বিদিত শিবের অন্তে পরাপর, এইরূপে যিনি পঞ্চধা দেহে বিরাজমান, তাঁহাকে সকল বলে, আর তদিতর নিষ্কল নামে অভিহিত।

যাহাঁতে আত্মা প্রসন্ন হয়, সেই প্রাসাদনাদি উত্থাপিত করিয়া, যদি শততন্তু জপ করা যায়, তাহা হইলে, যোগযুক্ত পুরুষ ছয়মাস মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তাহাতে সংশয় নাই। সমা-গম পরিজ্ঞাত হইলে, সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়া থাকে এবং ছয় মাসেই অণিমাদি গুণৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর এই ত্রিবিধ প্রাসাদ আমি উল্লেখ করিয়াছি। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন প্রকারে প্রাসাদ লক্ষ্য করিবে। তন্মধ্যে হ্রস্ব পাপ দগ্ধ ও দীর্ঘ মোক্ষ প্রদান করে; আর মস্তকে বিন্দুবিভূষিত প্লুত আপ্যায়িত করিয়া থাকে। হ্রস্ব প্রাসাদের আদি ও অন্তে ফট্কার বিনিয়োজিত হইলে, মারণে উপকারী হইয়া থাকে।

যথাবিধানে আসনবন্দনপূর্ব্বক দেবের দক্ষিণা মূর্ত্তি পঞ্চলক্ষ জপ করিবে। জপান্তে দশসাহ-স্রিক ঘৃতহোম করা বিধি। এই রূপে আপ্যা-য়িত মন্ত্র বশ্য ও উচ্চাটনাদি করিয়া থাকে। যাহার ঊর্দ্ধ শূন্য,অধঃ শূন্য ও মধ্যশূন্য,সেই নিরাময় ত্রিশূন্যকে যিনি জানেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত হয়েন। পঞ্চমন্ত্ররূপ মহাদেহ বিশিষ্ট ও অষ্ট-ত্রিংশৎ কলাযুক্ত প্রাসাদ যাঁহার পরিজ্ঞাত নাই, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যাইতে পারে না। এই-রূপ, যিনি ওঁকার, গায়ত্রী ও রুদ্রাদি দেবতাকে বিশিষ্টরূপ অবগত, তাঁহাকেই গুরু বলে। যিনি

এই সকল প্রকৃত রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, শিষ্যকে যথাযথ হৃদ্গত বুঝাইতে পারেন, তিনিই উত্তম গুরু বা আচার্য্য। শিষ্য ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে ঐরূপ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবে।

মন্ত্র সাক্ষাৎ মহাদেব ও সাক্ষাৎ মুক্তি, যিনি ইহা অবগত, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। মন্ত্র সিদ্ধ বা আপ্যায়িত হইলে, তৎসহায়ে সর্ব্বাভীষ্ট সাধন করা যাইতে পারে। মন্ত্রের আদিতে মহাদেব, মধ্যে বিষ্ণু ও অন্তে ব্রহ্মা। যাহা মনন করা যায়, যাহা দ্বারা, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্রের এই গূঢ় রহস্য বিদিত হইলে, সমস্তই বিদিত হওয়া যায়। ওঙ্কার মূল-মন্ত্র। ইহাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনী শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং, মন্ত্র সাক্ষাৎ হরি, হর ও ব্রহ্মা। যিনি ইহা অবগত হইয়া, মন্ত্রের আপ্যায়নে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত আচার্য্যপদের উপযুক্ত। শিষ্য ভক্তিপূত হৃদয়ে শ্রদ্ধাসহকারে শান্ত ও প্রয়তচিত্তে ঐরূপ আচার্য্যের নিকট উপদিষ্ট হইবে এবং অর্ব্বান্তঃকরণে মন্ত্র সাধনের সমুচিত যত্ন ও চেষ্টা করিবে। মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরু এবং গুরুই সাক্ষাৎ হরি। সুতরাং মন্ত্র অবগত হইলে, হরিকে জানিতে পারা যায় এবং তৎপ্রভাবে ভুক্তি, মুক্তি, আয়ু, আরোগ্য, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে মন্ত্রমাহাত্ম্যনামক পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যিনি ওঙ্কার অবগত, তিনিই যোগী এবং তিনিই হরি। এই ওঙ্কার সকল মন্ত্রের সার ও সর্ব্বাভীষ্টসাধক। এইজন্য ওঙ্কার অভ্যাস করিবে। সকল মন্ত্র প্রয়োগেই ওঙ্কার প্রথম বলিয়া পরিগণিত। যে কার্য্য ওঙ্কারপরিপূর্ণ, তাহাই সিদ্ধ বা পূর্ণ হয়, তদিতর সর্ব্বথা অসিদ্ধ। তিনটি অব্যয় মহাব্যাহৃতিই ওঙ্কারপূর্ব্বক প্রযোজিত হইয়া থাকে। ত্রিপদা সাবিত্রী সাক্ষাৎ ব্রহ্মার মুখ, জানিবে। যে ব্যক্তি তিন বৎসর প্রতিদিন অতন্দ্রিত হইয়া, এই সকল অধ্যয়ন করে, সে বায়ু ভূতও আকাশরূপী হইয়া, পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

একাক্ষরই পরব্রহ্ম, প্রাণায়ামই পরম তপস্যা, সাবিত্রীই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং মৌন অপেক্ষা সত্যই বিশিষ্ট।

শতবার গায়ত্রী জপিলে পাপনাশ, দশবার জপিলে স্বর্গলাভ, বিশবার জপিলে ঈশ্বরালয় প্রাপ্তি এবং একশত আটবার জপিলে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। রুদ্রকুষ্মাণ্ডজপ অপেক্ষা গায়ত্রী সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ। গায়ত্রীর পর জপ নাই এবং ব্যাহৃতির সমান হোম নাই। গায়ত্রীর অর্দ্ধপাদ, ঋগর্দ্ধ এবং ঋক্ এই সকল আবৃত্তি করিলে, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণস্তেয় ও গুরুতল্পগমন এই সকল পাপে পরিহারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পাপ করিলে, তিলহোম ও গায়ত্রী জপ তাহার সাক্ষাৎ প্রতিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উপবাস করিয়া, সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিলে, সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষবার জপ করিলে, গোহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ব্রহ্ম-

হত্যা, গুরুতল্পগমন, স্বর্ণচুরী ও সুরাপান প্রভৃতি পাতক সকল বিদূরিত হয়। অথবা, স্নান করিয়া, শতবার অন্তঃসলিলে জপ করিলে, ঐ সকল পাপে পরিহার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিংবা, শত বার জপ করিয়া, জলপান করিলে, সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

পুনশ্চ, শতবার গায়ত্রী জপ করিলে, পাপনাশ এবং সহস্রবার জপ করিলে, উপপাতক সমস্ত পর্য্যুদস্ত হয়। আর, কোটিজপ করিলে, সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি এবং দেবত্ব ও রাজত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। প্রথমে ওঙ্কার ও পশ্চাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ উচ্চারণ করিবে। বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সবিতা দেবতা এবং জপে ও হোমে বিনিয়োগ। এইরূপে গায়ত্রীপ্রয়োগ উদাহৃত হইয়াছে।

অগ্নি, বায়ু, রবি, বিদ্যুৎ, যম, জলপতি, গুরু, পর্জ্জন্য, ইন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, পূষা, মিত্র, বরুণ, ত্বষ্টা, বসুগণ, মরুদ্গণ, শশী, অঙ্গিরা, বিশ্ব, অশ্বিনীকুমার রুদ্র,ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও অন্যান্য সমুদায় দেবতা গায়ত্রীজপ কালে অভিহিত হইলে, পাপবিনাশ করেন। পীত, শ্যাম, কপিল, মরকত, আগ্নেয়, স্বর্ণ, বৈদ্যুৎ, ধূম্র, কৃষ্ণ, রক্ত, গৌর, ইন্দ্রনীলভ, স্ফটিক, স্বর্ণপাণ্ডুাভ, পদ্মরাগ, হেমধূম্র, রক্তনীল, রক্তকৃষ্ণ, সুবর্ণভ, শুক্লকৃষ্ণ, পালাশাভ, এই সকল যথাক্রমে গায়ত্রীর বর্ণ। গায়ত্রীর ধ্যান করিলে, পাপনাশ ও হোম করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। গায়ত্রীসহায়ে তিলহোম করিলে, সমস্ত পাতক প্রক্ষালিত হইয়া থাকে। শান্তিকাম ব্যক্তি যব দ্বারা, আয়ুষ্কাম ব্যক্তি ঘৃত দ্বারা, ব্রহ্মবর্চ্চস্কাম ব্যক্তি পয় দ্বারা, পুত্রকাম ব্যক্তি দধি দ্বারা, ধান্যকাম ব্যক্তি ধান্য দ্বারা, গ্রহপীড়ার উপশান্তিকাম ব্যক্তি ক্ষীরিবৃক্ষের সমিধ দ্বারা, ধনকাম ব্যক্তি বিল্ব দ্বারা, শ্রীকাম কমল দ্বারা, আরোগ্যকাম দূর্ব্বা দ্বারা, গুরূৎপাতবিনাশকাম ঐ, সৌভাগ্যকাম গুগ্গুল দ্বারা,এবং বিদ্যাকাম ব্যক্তি পায়স দ্বারা গায়ত্রীসহায়ে হোম করিবে। অযুত হোম করিলে, উক্তসিদ্ধি, লক্ষহোম করিলে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এবং কোটিহোম করিলে, ব্রহ্মবধমুক্তি, কুলের উদ্ধার ও বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গ্রহযজ্ঞপুরঃসর বা অযুতমুখ হোম করিলে, অর্থসিদ্ধি সংঘটিত হয়।

প্রথমে গায়ত্রীর আবাহন, পরে ওঙ্কার অভ্যাস, অনন্তর ওঙ্কার স্মরণপূর্ব্বক শিখাবন্ধন করিবে। পুনরায় আচমন করিয়া, হৃদয়, নাভি ও দুই স্কন্ধ স্পর্শ করিবে। প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা,গায়ত্রী ছন্দ, দেবতা পরমাত্মা অগ্নিবিনিয়োগ সকল কার্য্যে। তুমি শুক্লবর্ণা, অগ্নিমুখী,দিব্যভাবসংযুক্তা, কাত্যায়নের সগোত্রা, ত্রিলোকীর লোক তোমার বরণ করে। তুমি পৃথিবীর আধারসংযুক্তা, তুমি অক্ষসূত্রধারিণী। তুমি দেবী। তুমি পদ্মাসনগতা। তুমি শুভা। ওং, তুমি তেজ, তুমি মহ, তুমি বল, তুমি দীপ্তি, তুমি দেবগণের ধাম, তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বায়ু, তুমি সর্ব্ব ও সর্ব্বায়ু; ওং অভিভূঃ। হে দেবি! হে বরদে! আগমন কর। আমার জপে সন্নিহিত হও। ইত্যাদি বিধানে গায়ত্রীর আবাহন করিবে।

সমস্ত ব্যাহৃতিরই ঋষি প্রজাপতি এবং ব্যস্ত্যা বা সমস্তা সকলেরই ব্রাহ্ম অক্ষর ওং। মিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বৃহস্পতি, বরুণ, ইন্দ্র বিষ্ণু, ইহাঁরা যথাক্রমে ব্যাহৃতিসকলের দেবতা এবং গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ

ও জাতি এই সকল যথাক্রমে তাহাদের ছন্দ এবং প্রাণায়াম ও হোম এই দুই স্থলে ইহাদের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। আপোহিষ্ঠা,দ্রুপদাদি,হিরণ্যবর্ণা ও পাবমানী ইত্যাদি ঋক্‌সহায়ে অষ্ট বিপ্রুষ্ উৎক্ষেপণ করিলে, আজন্মকৃত পাপক্ষয় হইয়া থাকে। অন্তর্জলে ঋতঞ্চ ইত্যাদি বলিয়া, তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবে; আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি ঋকের সিন্ধুদ্বীপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, দেবতা জল এবং বিনিয়োগ মার্জনে ও অশ্বমেধ যজ্ঞান্তস্নানে। অঘমর্ষণই অঘমর্ষণসূক্তের ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ ও ভাববৃত্ত দেবতা।

আপজ্যোতিরস ইত্যাদি গায়ত্রীর শির,প্রজাপতি ঋষি, ছন্দ নাই, ব্রহ্মা অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য দেবতা। প্রাণরোধ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে শুদ্ধি আবির্ভূত হয়। অনন্তর আচমন আচরণ করিবে।

চিত্রংদেব ইত্যাদি ঋচকে কৌৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ও সূর্য্য দেবতা। উদুত্যং জাতবেদস, ইত্যাদিতে প্রস্কন্ন ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সূর্য্যদেবতা, অতিরাত্রে নিয়োগ ও অগ্নীষোম নিয়োগক।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে সন্ধ্যাবিধি নামক একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, এই রূপে সন্ধ্যাবিধি সমাপ্ত করিয়া গায়ত্রী জপ ও স্মরণ করিবে। গায়মান গুরু যেহেতু শিষ্য, স্ত্রী ও প্রাণ এই সকলকে ত্রাণ করেন, এইজন্য ইহাঁর গায়ত্রী নাম হইয়াছে। আর, যেহেতু সবিতাকে প্রকাশ করেন এইজন্য ইহাঁর নাম সাবিত্রী। বাগ্‌রূপা বলিয়া ইহাঁর অন্যতর নাম সরস্বতী। তৎশব্দে জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম। ভর্গঃ শব্দে তেজ, বরেণ্য শব্দে সমস্ত তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা পরমপদ অথবা স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের অভিলাষী পুরুষগণ সর্ব্বদাই যাহার বরণ করেন, যেহেতু বৃণ ধাতুর অর্থ বরণ করা। যিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদিবর্জ্জিত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও অদ্বিতীয়, সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যান করি।

অথবা, তৎশব্দে জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি সমস্ত জগতের জন্মাদির কারণ। কেহ কেহ তৎশব্দে শিব,কেহ শক্তি,কেহ সূর্য্য এবং অগ্নিহোত্রী বৈদিকেরা তৎশব্দে অগ্নিকেই নির্দ্দেশ করেন। কেননা, অগ্নিপ্রভৃতিস্বরূপ বিষ্ণুই বেদাদিতে ব্রহ্ম বলিয়া গীয়মান হয়েন। তিনি জগতের প্রসবকর্ত্তা। এইজন্য তাঁহার নাম সবিতা। তৎশব্দে সবিতাস্বরূপ বিষ্ণুরপরমপদ। কেহ কেহ বলেন, জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু স্বয়ং মহৎ আজ্য প্রসব করেন এবং পর্জ্জন্য, বায়ু ও আদিত্য ইহাঁরা শীত ও উষ্ণাদি দ্বারা পাক করিয়া থাকেন। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সম্যগ্‌বিধানে আদিত্যে উপস্থিত হয়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা সমুৎপন্ন হয়।

কোন কোন মতে তৎ শব্দে সর্ব্বব্যাপী ও ভগ শব্দে জ্ঞান। এবং সবিতা শব্দে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপী আদিদেব। এই আদিদেবের জ্ঞান হইতেই সংসারে সকলের বুদ্ধি প্রেরিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি বুদ্ধি দিয়াছেন, এইজন্য আমরা বুঝিতে পারি। যদি তিনি আমাদের দৃষ্টি করিয়াই নিবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি জড়ের সহিত আমাদের হস্তপদাদি মাত্র প্রভেদ হইত। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল চালক অভাবে স্ব স্ব

ব্যাপার পরিশূন্য হইত। কিন্তু তিনি বুঝিবার শক্তি দিয়া, আমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার ঐ জ্ঞান বরেণ্য বলিয়া, অভিহিত হইয়াছে। দিব ধাতুর অর্থ লীলা। তিনি লীলাময়,এইজন্য, তিনি দেবশব্দে বিখ্যাত। অথবা, যিনি পরম পূজ্য, তাঁহাকে দেব বলে। কেননা, তাঁহা অপেক্ষা পূজ্য আর কেহ নাই। তিনিই সকলের পূজ্য। তিনিই আত্মা ও তিনিই প্রভু। তিনিই আদিত্যের অন্তরে ভর্গ নামে বিরাজ করেন। জন্মমৃত্যুনিরাস, ত্রিবিধদুঃখবিনাশ ও মুক্তিলাভকামনায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে বিরাজমান সেই তেজোরূপী পুরুষকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহাই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, তাহাই তত্ত্বমসি শব্দে অভিহিত। তাহাই জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজ এবং তাহাই তুরীয় নামে পরিগণিত। যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে পুরুষরূপে বিরাজ করেন, তিনিই আমি, তিনিই অনন্ত এবং তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তাঁহার ধ্যান করি। তিনিই সর্ব্বদা জ্ঞান ও কর্ম্মাদি প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহা হইতেই জীবন ও চেতনা সঞ্চরিত হয়; তিনিই আলোক ও অন্ধকারের কর্ত্তা। তাঁহাকে ধ্যান করি।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে গায়ত্রীনির্ব্বাণনামক দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবের গায়ত্রীসংকৃত স্তব করিয়া, যোগবল ও নির্ব্বাণস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কনকলিঙ্গকে নমস্কার। বেদলিঙ্গকে নমস্কার। পরমলিঙ্গকে নমস্কার। ব্যোমলিঙ্গকে নমস্কার। সহস্রলিঙ্গকে নমস্কার। বহ্নিলিঙ্গকে নমস্কার। পুরাণলিঙ্গকে নমস্কার। শ্রুতিলিঙ্গকে নমস্কার। পাতাললিঙ্গকে নমস্কার। ব্রহ্মলিঙ্গকে নমস্কার। রহস্যলিঙ্গকে নমস্কার। সপ্তদ্বীপোর্দ্ধলিঙ্গকে নমস্কার। সর্ব্বাত্মলিঙ্গকে নমস্কার। সর্ব্বলোকাত্মলিঙ্গকে নমস্কার। অব্যক্তলিঙ্গকে নমস্কার। বুদ্ধিলিঙ্গকে নমস্কার। অহঙ্কারলিঙ্গকে নমস্কার। ভূতলিঙ্গকে নমস্কার। ইন্দ্রিয়লিঙ্গকে নমস্কার। তন্মাত্রলিঙ্গকে নমস্কার। পুরুষলিঙ্গকে নমস্কার। ভাবলিঙ্গকে নমস্কার। রজোর্দ্ধলিঙ্গকে নমস্কার। সত্ত্বলিঙ্গকে নমস্কার। ভবলিঙ্গকে নমস্কার। ত্রৈগুণ্যলিঙ্গকে নমস্কার। অনাগতলিঙ্গকে নমস্কার। তেজোলিঙ্গকে নমস্কার। কয়ূর্দ্ধলিঙ্গকে নমস্কার। শ্রুতিলিঙ্গকে নমস্কার। অথর্ব্বলিঙ্গকে নমস্কার। সামলিঙ্গকে নমস্কার। যজ্ঞাঙ্গলিঙ্গকে নমস্কার। যজ্ঞলিঙ্গকে নমস্কার। তত্ত্বলিঙ্গকে নমস্কার। দেবানুগতলিঙ্গকে নমস্কার। হে দেব! হে মহাদেব! হে কামরূপ! হে মহেশ্বর! আমাকে পরম যোগ,আত্মানুরূপ অপত্য, অক্ষয় ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণশান্তি প্রদান করুন। আমি সংসারতাপে অতিমাত্র দগ্ধ হইয়া, আত্মার উদ্ধারকামনায় আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে ধর্ম্মে অক্ষয় মতি প্রদান ও আমার বংশকে অক্ষয় করুন।

অগ্নি কহিলেন, পূর্ব্বে শ্রীপর্ব্বতে বশিষ্ঠকর্ত্তৃক স্তুত ও তুষ্ট হইয়া, ভগবান্ ভব তাঁহাকে বর দিয়া, সেইস্থানেই অন্তর্হিত হয়েন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে গায়ত্রীনির্ব্বাণ নামক ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, রাজা ও দেবাদির অভিষেক-মন্ত্র কীর্ত্তন করিব। উহা দ্বারা অঘমর্দ্দন হয়। কুম্ভ হইতে কুশোদকসহায়ে অভিষেক করিবে। তাহাতে সমস্ত সুসিদ্ধ হয়। দেবগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষেক করুন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ইহাঁরা তোমার বিজয় বিধান করুন। ইন্দ্রাদি দশদিক্‌-পালগণ, রুদ্র, ধর্ম্ম, মনু, দক্ষ, রুচি ও শ্রদ্ধা তোমার বিজয় বিধানে প্রবৃত্ত হউন। ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি, কশ্যপ ও অন্যান্য প্রজাপতিগণ তোমার পালন করুন। প্রভাস্বর বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বাত্তাগণ তোমার রক্ষা করুন। ক্রব্যাদ, আজ্যপ এবং লক্ষ্ম্যাদি ধর্ম্মবল্লভারা তোমারে অগ্নিগণের সহিত অভিষেক করুন। বহুপুত্র কশ্যপের পরম প্রিয় আদিত্যাদি পুত্রগণ, কৃশাশ্ব ও অরিষ্টনেমির ভার্য্যাসকল, অশ্বিন্যাদি দেবগণ এবং চন্দ্র ও পুলস্ত্যের পত্নীসকল তোমারে অভিষেক করুন। ভূতা, কপিশা, দংষ্ট্রী, সুরসা, সরমা, দনু, শ্যেনী, ভাসী, ক্রৌঞ্চী, ধৃতরাষ্ট্রী, শুকী, ইহাঁরা পুলস্ত্যের পত্নী। এতদ্ভিন্ন, অর্ক-সারথি অরুণ তোমারে রক্ষা করুন। আয়তি, নিয়তি, রাত্রি, নিদ্রা, উমা, মেনা, শচী, ধূমোর্ণা, নির্ঋতি, ইহাঁরা তোমার জয় সাধন করুন।

গৌরী, শিবা, ঋদ্ধি, বেলা, নড্‌বলা, অশিক্নী, জ্যোৎস্না, বনস্পতি, মহাকল্প, কল্প, মন্বন্তর ও যুগসকল তোমারে অভিষেক করুন। সংবৎসর ও বৎসর সকল, অয়নদ্বয়, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, তিথি, মুহূর্ত্ত, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, লব ও দণ্ড প্রভৃতি কালাবয়ব সকল তোমারে অভিষেক করুক। সূর্য্যাদি গ্রহগণ ও স্বায়ম্ভুবাদি মনুসকল তোমারে পালন করুন। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, ব্রহ্মপুত্র, সাবর্ণ, ধর্ম্মনন্দন, রুদ্রতনয়, দক্ষজ, রৌচ্য, ও ভৌত্য, এই চতুর্দ্দশ মনু। ইহাঁরা সকলে তোমাকে অভিষেক করুন। বিশ্বভুক্, বিপশ্চি, সুচিত্তি, শিখী, বিভু, মনোজব, ওজস্বী, বলি, বৃষ, ঋতধামা, দিবস্পৃক্, কবি, ইন্দ্র, রেবন্ত, কুমার, বৎসবিনায়ক, বীরভদ্র, নন্দী, বিশ্বকর্ম্মা, পুরোজব, এই সকল প্রধান প্রধান দেবতা সমাগত হইয়া তোমারে অভিষেক করুন।

দেববৈদ্য অশ্বিনীদ্বয়, ধ্রুবাদি অষ্ট বসু, দশ আঙ্গিরস ও বেদসকল সিদ্ধির জন্য তোমারে অভিষেক করুন। আত্মা, আয়ু, মন, দক্ষ, মদ, প্রাণ, হবিষ্মান্, গরিষ্ঠ, ঋত, সত্য, ইহাঁরা তোমারে রক্ষা করুন। ক্রতু, দক্ষ, বসু, সত্য, কালকাম, ধুরি, ইহাঁরা তোমার বিজয় বিধান করুন। পুরূরবা, মাদ্রব ও বিশ্বেদেবগণ, রোচন, অঙ্গারকাদি গ্রহগণ, সূর্য্য, নির্ঋতি ও যম তোমাকে পালন করুন। অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, ধূমকেতু, রুদ্রাত্মজগণ, ভরত, মৃত্যু, কাপালি, কিঙ্কিণী, ভবন, ভাবন, স্বজন্য ও স্বজন, তোমারে রক্ষা করুন। ক্রতুশ্রবা, মূর্দ্ধা, যাজন, অভ্যুশনা, প্রসব, অব্যয়, দক্ষ, ভৃগুবর্গ ও দেবগণ, মনোমুমন্তা প্রাণ ও নবোপান তোমারে অভিষেক করুন। বীতিহোত্র, নয়, সাধ্য, হংস ও নারায়ণ তোমারে রক্ষা করুন। বিভু, প্রভু, ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, পূষা, শক্র, বরুণ, ভগ, ত্বষ্টা, বিবস্বান্, সবিতা ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্য তোমার বিজয়ে অভ্যুত্থিত হউন।

একজ্যোতি, দ্বিজ্যোতি, ত্রিজ্যোতি, চতুর্জ্যোতি, সহস্রজ্যোতি, একশক্র, দ্বিশক্র, ত্রিশক্র, ইন্দ্র ও প্রতিমকৃৎ জগতের হিতকারী এই সকল সুরশ্রেষ্ঠ তোমারে অভিষেক করুন। মিত, সম্মিত, অমিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুষেণ, সেনজিৎ, অতিমিত্র, অনুমিত্র, পুরুমিত্র, ঋত, ঋতবান্, ধাতা, বিধাতা, ধারণ, ধ্রুব, বিধারণ, ইন্দ্রের পরম সখা ঈদৃক্ষ, অদৃক্ষ, এতাদৃক্, অমিতাশন, ক্রীড়িত, সদৃক্ষ, সরভ, ধর্ত্তা, ধুর্য্য, ধুরি, রাম, কাম, জয়, বিরাট এই একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ তোমাকে রক্ষা করুন।

চিত্রাঙ্গদ, চিত্ররথ, চিত্রসেন, কলি, ঊর্ণায়ু, উগ্রসেন, ধৃতরাষ্ট্র, নন্দ, হা হা হু হু, নারদ, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, এই সকল গন্ধর্ব্ব বিজয়ের নিমিত্ত তোমাকে অভিষেক করুন। মেনকা, সুকেশী, সহজনী, ক্রতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পুঞ্জিকস্থলা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, রম্ভা, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা, চিত্রলেখা, লক্ষ্মণা, পুণ্ডরিকা, বারুণী, এই সকল প্রধান প্রধান অপ্সরা তোমারে অভিষেক করুক। প্রহ্লাদ, বিরোচন, বলি, বাণ, বাণের পুত্র সকল এবং অন্যান্য দানবগণ ও নিশাচরবর্গ তোমারে অভিষেক করুক। হেতি, প্রহেতি, বিদ্যুৎস্ফূর্জথু যক্ষ, সিদ্ধাত্মক, মাণিভদ্র, নন্দন, পিঙ্গাক্ষ, দ্যুতিমান্, পুষ্পবন্ত, জয়াবহ, শঙ্খ, পদ্ম, মকর, কচ্ছপ, নিধি, ঊর্দ্ধকেশাদি পিশাচগণ, ভূম্যাদিবাসী ভূতগণ, মহাকাল ও নরসিংহ এবং মাতৃকাগণ ইহাঁরা তোমারে অভিষেক করুন।

গুহ, স্কন্দ, বিশাখ, নৈগমেয়, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, খেচরগণ, ভূচরগণ, গারুড়, অরুণ ও সম্পাতিপ্রমুখ খগগণ, সকলে সমাগত হইয়া তোমারে অভিষেক করুন। অনন্তাদি মহানাগগণ, শেষ, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, শঙ্খ, কর্কোটক, ধৃতরাষ্ট্র, ধনঞ্জয়, কুমুদ, ঐরাবণ, পদ্ম, পুষ্পদন্ত, বামন, সুপ্রতীক, অঞ্জন, এই সকল নাগ সর্ব্বদা তোমারে রক্ষা করুন। পিতামহের হংস, মহাদেবের বৃষভ, দুর্গার সিংহ, যমের মহিষ, অশ্বপতি উচ্চৈঃশ্রবা, ধন্বন্তরি, কৌস্তুভ, শঙ্খরাজ, বজ্র, শূল, চক্র, নন্দক, এই সকল সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুক। ধর্ম্ম, চিত্রগুপ্ত, দণ্ড, তোমারে পিঙ্গল, মৃত্যু, কাল, বালখিল্যাদি মুনিগণ, ব্যাস ও বাল্মীকিমুখ্য মহর্ষিগণ, নারদাদিপ্রমুখ দেবর্ষিগণ, বিশ্বামিত্রপ্রমুখ রাজর্ষিগণ ও বশিষ্ঠাদিমুখ্য ব্রহ্মর্ষিগণ, তোমারে অভিষেক করুন।

পৃথু, দিলীপ, ভরত, দুষ্মন্ত, শক্রজিৎ, বলী, মল্ল, ককুৎস্থ, অনেনা, যুবনাশ্ব, জয়দ্রথ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, পুরূরবা, এই সকল রাজর্ষি তোমারে পালন করুন। বাস্তুদেবগণ, পঞ্চবিংশৎ তত্ত্ব, রুক্মভৌম, শিলাভৌম, পাতাল, নীলমৃত্তি, পীতরক্ত, ক্ষিতি, শ্বেতভৌম, রসাতল, ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও জম্বুদ্বীপাদি দ্বীপসমূহ, তোমার বিজয় বহন করুক। উত্তরকুরু, রম্যক, হিরণ্যক, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, বলাহক, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষ, ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্যক্, গন্ধর্ব্ব, বরুণ, ইহারা তোমাকে পালন করুক। হিমবান্ হেমকূট, নিষঠ, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান্ মেরু, মাল্যবান্, গন্ধমাদন, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্, বিন্ধ্য, পারিপাত্র ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পর্ব্বতবর্গ তোমারে শান্তি দান করুক।

ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, উপবেদ, ষট্ অঙ্গ,

ইতিহাস. পুরাণ. শিক্ষা. কল্প. ব্যাকরণ. নিরুক্ত. জ্যোতিষ. ছন্দ. মীমাংসা. ন্যায়বিস্তর. ধর্ম্মশাস্ত্র. পুরাণ. সমুদায় বেদ. সমুদায় বিদ্যা, সাংখ. যোগ. পাশুপত. পঞ্চরাত্র. কৃতান্তপঞ্চক, গায়ত্রী. শিবা. দুর্গা. বিদ্যা. গান্ধারী ইহাঁরা তোমার শান্তিবিধান ও রক্ষা করুন। লবণসাগর. দধিসাগর. সুরাসাগর, ইক্ষুসাগর. সর্পিসাগর. দুগ্ধসাগর ও জল-সাগর, পুষ্কর. প্রয়াগ. প্রভাস. নৈমিষ. গয়া-শির. ব্রহ্মশির. উত্তরমানস, কালোদক. নন্দিকুণ্ড, পঞ্চনদ. ভৃগুতীর্থ. প্রভাস, অমরকণ্টক. নির্ম্মল জম্বু-মার্গ. কপিলাশ্রম. কর্ণাশ্রম, গঙ্গাদ্বার. কুশাবর্ত্ত. বিন্ধ্য. নীলপর্ব্বত. বরাহপর্ব্বত. কণখল. কালঞ্জর, কেদার. রুদ্রকোটি. মহাতীর্থ বারাণসী. বদরী, দ্বারকা, শ্রীগিরি, পুরুষোত্তম, শালগ্রাম, বারাহ, সিন্ধুসাগরসঙ্গম, ফল্গুতীর্থ, বিন্দুসর, করবীরাশ্রম, এই সকল প্রধান তীর্থ তোমারে অভিষেক করুন।

গঙ্গা, সরস্বতী, শতদ্রু, গণ্ডকী, অচ্ছোদা, বিপাশা, বিতস্তা, দেবিকা, কাবেরী, বরুণা, নিশ্চিরা, গোমতী, পারা, চর্ম্মণ্বতী রূপা, মহানদী মন্দাকিনী, তাপী, পয়োষ্ণী, বেণা, গৌরী, বৈত-রণী, গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, প্রাসী, চন্দ্র-ভাগা, শিবা, গৌরী, এই সকল নদী তোমারে রক্ষা ও অভিষেক করুক।

ধৃষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, কান্তি, শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, শান্তি, দান্তি, যম, সংযম, নিয়ম, ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য, বিনয়, নয়, শীল, দয়া, কৃপা, করুণা, অনুকম্পা, অনুগ্রহ, অক্রোধ, অমাৎ-সর্য্য, অলোভ ও অকাম, এই সকল প্রধান প্রধান গুণ তোমারে অভিষেক ও রক্ষা করুক। আকাশ, পাতাল, দিক্, বিদিক্, সাগর, পর্ব্বত, নদ, হ্রদ, বন, উপবন, কানন, নগর, গ্রাম, ইত্যাদি সকলে সমবেত হইয়া, তোমারে অভিষেক করুক। যজ্ঞ, দান, মহোৎসব, আনন্দ, আহ্লাদ, প্রীতি, সন্তোষ, সুখ, হর্ষ, ইহারা তোমারে অভিষেক করুক। তুমি স্বপদে, সুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রজাকুলের মঙ্গল বিধান কর। তোমার শান্তি হউক, জয় হউক, সিদ্ধি হউক ও বৃদ্ধি হউক। তোমার শাসনে ও প্রসাদে পৃথিবী প্রসন্ন হউন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অভিষেকমন্ত্রনামক পঞ্চ-পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, কোন্ স্বপ্ন শুভ ও কোন্ স্বপ্ন অশুভ, কীর্ত্তন করিব। যাহা দ্বারা দুঃস্বপ্ন-হরণ হয়, তাহাও বলিব।

নাভি বিনা শরীরের অন্যান্য অংশে তৃণ বৃক্ষা-দির জন্ম, মস্তকে কাংস্যচূর্ণন, মুণ্ডন, নগ্নতা, মলিন বস্ত্র পরিধান, অভ্যঙ্গ, পঙ্কদিগ্ধতা, উচ্চ হইতে পতন, বিবাহ, গীত, তন্ত্রীবাদ্য বিনোদ, দোলা-রোহণ, পদ্ম ও লোহার্জ্জন, সর্পবধ, রক্তকুসুম বৃক্ষসকলের ছেদন, চণ্ডালহত্যা, বরাহহত্যা, কুক্কুরহত্যা, গর্দ্দভহত্যা, উষ্ট্রহত্যা, আরো-হণক্রিয়া, পক্ষিমাংসভক্ষণ, তৈলপান, কৃশরা-হার, মাতৃজঠরে প্রবেশ, চিতারোহণ, শক্রধ্বজের পতন, শশিসূর্য্যের পতন, দিব্য আন্তরিক্ষ ও ভৌম উৎপাত দর্শন, দেব দ্বিজাতি রাজা ও গুরুর কোপ, নর্ত্তন, হসন, তন্ত্রীবাদ্যবিহীন বাদ্যসকলের বাদন, স্রোতোবহের অধোগমন, গোময় সলিলে পঙ্কোদকে ও মসীতোয়ে স্নান, কুমারীর আলি-ঙ্গন, পুরুষের মৈথুন, স্বগাত্রহানি, বিরেক, বমন-ক্রিয়া, দক্ষিণ দিকে গমন, রোগাভিভব, কলোপ-

হানি, ধাতুভেদন, গৃহপতন, গৃহসম্মার্জ্জন, পিশাচ ক্রব্যাদ বানর ও চণ্ডালাদির সহিত ক্রীড়া, পরাভিভব, তজ্জন্য ব্যসনোদ্ভব, কাষায় বস্ত্র পরিধান, কাষায়বস্ত্রধারণানন্তর ক্রীড়া, তৈলপান ও তৈলাবগাহন ও রক্তমাল্যানুলেপন ইত্যাদিকে অশুভ স্বপ্ন বলে। ইহাদের বিষয় না বলাই ভাল।

এই সকল দুঃস্বপ্ন দর্শন হইলে, স্নান, দ্বিজার্চ্চন, তিলসহায়ে হোম, হরি হর ব্রহ্মা ও গণেশের পূজা, সূর্য্যার্চ্চন, স্তুতিপাঠ, পুংসূক্তাদি জপ ইত্যাদি বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে।

প্রথম যামে স্বপ্ন দেখিলে, সংবৎসরে তাহার ফল হয়। দ্বিতীয় যামে ছয় মাসে, তৃতীয় যামে তিন মাসে চতুর্থ যামে অর্দ্ধমাসে এবং অরুণোদয়ে স্বপ্ন দেখিলে, দশ দিনে তাহার বিপাক সংঘটিত হয়। একরাত্রিতে একবার শুভ, আরবার অশুভ স্বপ্ন দেখিলে, পশ্চাৎ যাহা দেখা যায় সেই স্বপ্নেরই ফল হইয়া থাকে, এইপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব শুভস্বপ্ন দর্শন হইলে, আর শয়ন করা প্রশস্ত নহে। শুভস্বপ্নের লক্ষণাদি যথা,

শৈল, প্রাসাদ, নাগ, অশ্ব ও বৃষভে আরোহণ, গগনে শ্বেতপুষ্পবৃক্ষ দর্শন, নাভিতে দ্রুমতৃণোদ্ভব, বহুবাহুতা, বহুশীর্ষতা, পলিতোদ্ভব, সুশুক্ল মাল্যধারণ, সুশুক্ল বস্ত্রপরিধান, চন্দ্র সূর্য্য ও তারা-গ্রহণ, শক্রধ্বজালিঙ্গন, ধ্বজোচ্ছ্রায়ক্রিয়া, অম্বুধারা গ্রহণ, শত্রুগণের বিক্রিয়া, বিবাদে দ্যূতে ও সংগ্রামে জয় লাভ, আর্দ্রমাংসভক্ষণ, পায়সপান, রুধিরদর্শন, রুধিরস্নান, সুরা রুধির মদ্য বা ক্ষীরপান, ভূমিতে অস্ত্রবিচেষ্টন, নির্ম্মল আকাশ, মুখ দ্বারা গো ও মহিষীগণের দোহন, সিংহী, হস্তিনী ও বড়বাগণেরও তদ্রূপকরণ, দেবদ্বিজের প্রাসাদ প্রাপ্তি, গুরুগণের অনুগ্রহলাভ, সলিলে অভিষেক, গোশৃঙ্গপরিচ্যুত জলে স্নান, চন্দ্র পরিভ্রষ্ট সলিলে অবগাহন; রাম! এই সকল স্বপ্ন পরমপ্রশস্ত এবং রাজ্যলাভ সংঘটিত করে।

দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে, ভগবান্ নারায়ণের নাম গ্রহণ ও অর্চ্চনা করিবে। কেননা, তিনি সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল পাপের প্রণাশন ও সকল শান্তির মূলনিকেতন। তিনি প্রসন্ন হইলে, সকল পাপ শান্তি, সকল তাপ নিষ্কৃতি ও সকল দুঃখের অবসান প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইজন্য শয়নে স্বপ্নে বিপদে সম্পদে রোগে শোকে হর্ষে বিষাদে প্রমাদে অবসাদে ফলতঃ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার নাম করিবে; পূজা করিবে; ধ্যান করিবে; স্মরণ করিবে; মনন করিবে; জপ করিবে ও স্তবগান করিবে। তিনি প্রসন্ন হইলে সংসার প্রসন্ন হয়, সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে স্বপ্নাধ্যায়নামক পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশতদধিক শততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, যুক্ত ঔষধ; কৃষ্ণধান্য, কার্পাস; শুষ্কতৃণ; গোময়; ধন; অঙ্গার; গুড়; সর্জ; মুণ্ডাভ্যুক্ত; নগ্ন; অয়ঃ; পঙ্ক; চর্ম্ম; কেশ; উন্মত্ত; নপুংসক চণ্ডাল; শ্বপচ; বন্ধনপাল; গর্ভিণী স্ত্রী; বিধবা; পিণ্যাকাদি; মৃত; তুষ; ভস্ম; কপাল; অস্থি; ভিন্ন ভাণ্ড; বাদ্যধ্বনি; গমনসময়ে পৃষ্ঠাহ্বান; সম্মুখে থাকিয়া; যাও; এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ; কোথা যাও; থাক; যাইও না; সেখানে যাইয়া তোমার কি হইবে; ইত্যাদি অনিষ্ট শব্দ; ধ্বজাদিগত ক্রব্যাদ; বাহনগণের স্খলন; শস্ত্রভঙ্গ; দ্বারাদিতে;

শিরোঘাত; ছত্রবাসাদিপতন; এই সকল অমঙ্গল সংঘটন হইলে, ভগবান্ নারায়ণের পূজা ও স্তব দ্বারা তাঁহার শান্তি বিধান করিবে।

শ্বেতপুষ্প পূর্ণকুম্ভ মাংস মৎস্য দূরশব্দ একমাত্র বৃদ্ধ ছাগ গো অশ্ব হস্তী দেব প্রজ্বলিত অগ্নি দূর্ব্বা আর্দ্রগোময় বেশ্যা স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন বসা সিদ্ধার্থ মুদ্গ আয়ুধ খড়্গ ছত্র পীঠ রজোলিঙ্গ রোদনবর্জ্জিতশব পল ঘৃত দধি পয় অক্ষত আদর্শ মাক্ষিক শঙ্খ ইক্ষু গুড়, শুভবাক্য, ভক্তবাদিত্র ও সঙ্গীত গম্ভীর মেঘগর্জ্জন তড়িৎ মানসীতুষ্টি ফলতঃ এক দিকে সমস্ত শুভদর্শন ও অন্যদিকে মনের সন্তোষ যাত্রাদি কার্য্যে পরম প্রশস্ত।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে মাঙ্গল্যাধ্যায়নামক ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, পুষ্কর যাহা কহিয়াছেন এবং রাম লক্ষ্মণকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মাদিবর্দ্ধিনী বিজয়দায়িনী নীতি তোমারে কহিব।

রাম বলিয়াছিলেন, ন্যায়ানুসারে অর্থের অর্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণ করিয়া, ন্যায়ানুসারে সৎপাত্রে তাহা দান করিবে; ইহাই চতুর্ব্বিধ রাজবৃত্ত। বিনয়ই নয়ের মূল। শাস্ত্রনিশ্চয়সহযোগে বিনয়ের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়জয়ই বিনয়। বিনয়যুক্ত হইয়া, রাজা পৃথিবী পালন করিবেন।

শাস্ত্র, প্রজ্ঞা, ধৃতি, দক্ষতা, প্রগল্ভ, ধারয়িষ্ণুতা, উৎসাহ, বাক্যসংযম, ঔদার্য্য, আপৎকালে সহিষ্ণুতা, প্রভাব, শুচিতা, মৈত্র, ত্যাগ, সত্য, কৃতজ্ঞতা, কুল, শীল, দম এই সকল গুণ সম্পত্তির হেতু।

ইন্দ্রিয়সকল মত্ত হস্তীর ন্যায়, স্বভাবতঃ উদ্দাম হইয়া হৃদয়কে বিদ্রাবিত করিয়া, বিষয়রূপ বিশাল অরণ্যে সতত ধাবনোন্মুখ হইতেছে। জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ দ্বারা তাহাকে বশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অবজ্ঞা বা অমনোযোগ করে, সে শিরোদেশে প্রজ্বলিত বহ্নি স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়; অথবা, গলদেশে দুর্ভর উপলখণ্ড লম্বিত করিয়া জলে সন্তরণ করে। শক্র, অগ্নি, জল, ইন্দ্রিয় ইহাদিগের কাহাকেই বিশ্বাস করিতে নাই। বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও বেগ অধিক। যোগসিদ্ধ পরমর্ষিদিগকেও সহসা ইন্দ্রিয়বেগে বিচলিত হইতে দেখা যায়। ধৈর্য্যরূপ আলানে জ্ঞানরূপ শৃঙ্খলে বন্ধন না করিলে, ইন্দ্রিয়রূপ মত্তহস্তীর বশীকরণ করা কখনই সাধ্য হয় না। ইন্দ্রিয়বেগে বুদ্ধি বিচলিত হয়, মন ঘূর্ণিত হয়, হৃদয় চঞ্চল হয়, আত্মা অবসন্ন হয়, চৈতন্য বিচ্ছিন্ন হয় এবং জ্ঞান বিপন্ন হয়। অতএব সর্ব্বথা যত্নপর হইয়া ইন্দ্রিয়হস্তীকে বশ করিবে। ইন্দ্রিয়রূপ দুর্দ্দান্ত দন্তী বশীভূত হইলে, সংসার এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরও বশ ও পরাজিত হয়েন এবং ঈশ্বর বশ হইলে নির্ব্বাণমুক্তিরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কাম; ক্রোধ; লোভ; হর্ষ; মান; মদ ইহাদের নাম ষড়বর্গ। এই ষড়বর্গ পরিহার না হইলে, কোন মতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রে কামকে বিষাগ্নিস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। কেননা ইহার জ্বালা বিষ ও অগ্নি অপেক্ষাও ভয়ানক। নিতান্ত প্রশান্ত চিত্ত ও কামানলে পতিত হইলে একান্ত অস্থির হইয়া থাকে। সংসারে কামপ্রভাবে যেরূপ

লোকের আশু পতন হয়, এরূপ আর কিছুতেই নহে। অতএব সর্ব্বথা জ্ঞানরূপ সুশীতল সলিলে কামানল নির্ব্বাণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

যতপ্রকার শত্রু আছে; তৎসর্ব্বাপেক্ষা ক্রোধ প্রধান শত্রু। এইজন্য ক্রোধকে মহারিপু বলে। শরীরে ক্রোধ থাকিলে অন্য শত্রুর প্রয়োজন হয় না। পুনশ্চ ক্রোধ সমস্ত পৃথিবীকে বিপক্ষ করে; আত্মীয়কেও অনাত্মীয় করে এবং বন্ধুকেও বিকৃত করিয়া থাকে। ক্রোধ ও বিষধর অজগর উভয়ই এক পদার্থ। লোকে সর্প দেখিলে যেমন ভীত হয়; ক্রোধশীল ব্যক্তি হইতেও তেমনি ভীত ও উদ্বেজিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বিচার নাই; বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই এবং গুরুলঘু বোধ নাই। অনেকে ক্রোধবশে আত্মঘাতী হইয়াছে; শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রোধ সাক্ষাৎ কৃতান্ত এবং অনায়াসেই প্রজাকুল সংহার করে। রুদ্রের অংশে তমোগুণ হইতে প্রজাসংহার বা সৃষ্টিবিনাশজন্যই ক্রোধের জন্ম হইয়াছে; এই জন্য ক্রোধকে ত্যাগ করিলেই সুখ; না করিতে পারিলে চিরকালই অসুখ ও অস্বস্তি ভোগ করিতে হয়। ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তি কোনকালেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। অথচ শান্তি না হইলে জীবন বৃথা ও বিড়ম্বনামাত্র। জানিয়া শুনিয়া ক্রোধকে আশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নহে। লক্ষ্মণ! তুমি সর্ব্বথা ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ যাহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত; তাহাদের ক্রোধ পরিত্যাগ করা ও সর্ব্বতোভাবে ক্ষমাপর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরমধর্ম্ম। ক্রোধপর নরপতি কখনও রাজপদের উপযুক্ত নহেন। তাঁহার অনায়াসেই পতন হইয়া থাকে।

লোভের আকার প্রকার ও স্বভাবাদি অতীব ভীষণ। সমস্ত সংসার পাইলেও উহার পরিতৃপ্তি হয় না। লোভ অপেক্ষা মহাপাপ আর নাই। লোভে বুদ্ধি বিচলিত ও বিষয়লিপ্সা প্রাদুর্ভূত হয়। বিষয়পিপাসায় অভিভূত ব্যক্তির কোন লোকেই সুখ নাই। সে সুখের অন্বেষণে সতত ধাবমান হয়; কিন্তু সুখ তাহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে দূরে অবস্থান করে। এইজন্য লোভীর সুখ আকাশকুসুমবৎ, শশবিষাণবৎ ও স্বপ্নকল্পনাবৎ একান্ত অলীক; অসম্ভব ও অবাস্তব হইয়াছে।

মোহের নাম পূর্ণবিকার। অন্যান্য বিকারের প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু মোহবিকারের ঔষধ নাই এবং বৈদ্য নাই। একমাত্র সদ্‌গুরু ও সৎশিক্ষা ইহার প্রকৃত ঔষধ। যাঁহার হস্তে শত শত প্রজার ধন প্রাণের ভার ন্যস্ত, সেই নরপতি কখনও মোহাচ্ছন্ন হইবেন না। সতত সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সৎশিক্ষাধীনে কালযাপন করিবেন। মোহ হইতে মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব মোহকে দূরে পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

হে লক্ষ্মণ! আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি এই কয়বিষয়ে যাহারা বিশেষ অভিজ্ঞ ও ক্রিয়াবান্; নরপতি বিনয়ান্বিত হইয়া, তাহাদের সমভিব্যাহারে উহাদের যথাযথ আলোচনা করিবেন। আন্বীক্ষিকীতে অর্থবিজ্ঞান; ত্রয়ীতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বার্ত্তাতে অর্থানর্থ ও দণ্ডনীতিতে নয়ানয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

অহিংসা সূনৃত বাক্য সত্য শৌচ দয়া ও ক্ষমা এই কয়েকটী মনুষ্যমাত্রের সাধারণ ধর্ম্মে প্রজাদিগকে সম্যকবিধানে অনুগ্রহ বিতরণ করিবে; যথাবিধি আচারসংস্থানে প্রবৃত্ত হইবে; সতত প্রিয় বাক্য বলিবে; পরের দুঃখদূরীকরণে অভিলাষী হইবে; দরিদ্রদিগকে ভরণাদি

করিবে; দুর্ব্বল ও শরণাগতের রক্ষা করিবে। ইহাই সাধুগণের বৃত্ত; ইহাই সৎপুরুষের ব্রত; ইহাই সর্ব্বথা প্রশস্ত এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী।

যে দেহ আধিব্যাধির মন্দির, যে দেহ অদ্য কিংবা কল্য অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, যে দেহ মাংস মূত্র ও পুরীষাদি অসার বস্তুর সমষ্টি, কোন্ রাজা সেই পাপ শরীরের জন্য অধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতে পারেন?

আপনার সুখেচ্ছায় কখনও কৃপণজনের পীড়ন করিবে না। নিজের সুখলাভেচ্ছা যেমন বলবতী; ব্যক্তিমাত্রেরও সেইরূপ জানিয়া আপনার প্রতি যেমন, অন্যের প্রতিও তেমন ব্যবহার করিবে; বিশেষতঃ যাহাদের রক্ষার জন্য রাজপদের সৃষ্টি হইয়াছে; সেই প্রজাকুল নির্ম্মূল করা অপেক্ষা মহাপাপ আর কি আছে? কৃপণ ব্যক্তি পীড্যমান হইলে শাপ দিয়া বা দুঃখ করিয়া রাজাকে নিপাতিত করে। ইহা জানিয়া কৃপণ-পীড়নে নিবৃত্ত ও তাহাদের পরিপালনে প্রবৃত্ত হইবে।

লোকে যেমন পূজনীয় সজ্জনকে অঞ্জলি প্রদর্শন করে; কল্যাণকামনায় দুর্জ্জনের নিকট তেমনি বা তাহা অপেক্ষাও সুন্দরবিধানে অঞ্জলি বিধান করিবে।

কি সাধু কি অসাধু কি শত্রু কি মিত্র অথবা কি দুর্জ্জন কি সুজন সকলকে সর্ব্বদা প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করিবে। মিষ্টবাক্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ বশীকরণ আর নাই। শত অপরাধও মিষ্টকথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষালিত হইবার সম্ভাবনা। ইহা জানিয়া সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবে। যাহারা প্রিয়বাদী তাহারাই দেবতা এবং যাহারা ক্রূরবাদী তাহারাই পশু। পশু ও দেবতার এইমাত্র প্রভেদ। ভক্তি ও আস্তিক্যপূতহৃদয়ে সর্ব্বদা দেবতার পূজা করিবে। দেবতাবৎ গুরুজনের ও আত্মবৎ সুহৃদ্গণের অর্চ্চনাদিতে প্রবৃত্ত হইবে। প্রণিপাত দ্বারা গুরুকে, সত্য ব্যবহার দ্বারা সাধুকে, সুকৃত কর্ম্ম দ্বারা দেবতাদিগকে, প্রেম ও দান দ্বারা স্ত্রী ও ভৃত্যবর্গকে এবং দাক্ষিণ্য দ্বারা ইতর জনকে,বশীকৃত ও অভিমুখ করিবে।

পরকৃত্যে অনিন্দা; স্বধর্ম্মের পরিপালন; কৃপণ জনে দয়া; সর্ব্বত্র মধুর বাক্য; অকৃত্রিম মিত্রে প্রাণ দিয়াও উপকার; গৃহাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান; শক্তি অনুসারে দান; সহিষ্ণুতা; স্বীয় সমৃদ্ধিতে অনুৎসেক; পরের উন্নতিতে অমৎসর; যাহাতে লোকের মনস্তাপ জন্মে এরূপ কথা না বলা; যাহাতে লোকের ছন্দাংশেও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এরূপ কার্য্য না করা; যাহাতে ইহলোক ও পরলোক বিনষ্ট হয়; এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়া; যাহাতে আত্মার ও পরের গ্লানি জন্মে; এরূপ ব্যবহারে নিবৃত্ত থাকা; মৌনব্রতচরিষ্ণুতা; বন্ধুগণের সহিত বন্ধসংযোগ; স্বজনে চতুরশ্রতা এবং যাহা করা বিধেয়; তাহার অনুবিধায়িতা এই সকল মহাত্মাগণের চরিত্র।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে রামোক্তনীতিনামক সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীরাম কহিলেন, স্বামী;অমাত্য; সুহৃৎ; কোষ; বল; দুর্গ ও রাষ্ট্র পরস্পর উপকারী এই সাতটীকে

রাজ্যের অঙ্গ বলে। রাজ্যাঙ্গের মধ্যে রাষ্ট্র প্রধান সাধন। সর্ব্বদা সাবধানে ও বিবেচনাসহকারে উহা পালন করিবে।

কুল, শীল, বয়স, সত্ত্ব, বৃদ্ধসেবা, দাক্ষিণ্য, ক্ষিপ্রকারিত্ব, অবিসংবাদিতা, সত্য, কৃতজ্ঞতা, দৈবসম্পন্নতা, বুদ্ধি, অক্ষুদ্রপরিবারতা, শক্যসামন্ততা, দৃঢ়ভক্তিতা, দীর্ঘদর্শিতা, উৎসাহিতা, শুচিতা, স্থূললক্ষিতা, বিনীততা, ধার্ম্মিকতা, ইত্যাদি সাধুনৃপতির গুণ।

মহীপতি আত্মহিতকামনায় যাহার বংশ প্রখ্যাত, যাহার ক্রূরতা নাই, যে ব্যক্তি লোকসংগ্রহে নিপুণ ও সর্ব্বথা পবিত্রস্বভাব, এইরূপ লোককে পরিচারপদ প্রদান করিবেন।

বাক্‌পটুতা, প্রগল্‌ভতা, স্মৃতিমত্তা, অনৌদ্ধত্য, বলবত্তা, বশিত্ব, দণ্ডনেতৃত্ব, নৈপুণ্য, কৃতশিল্পপরিগ্রহত্ব, পরাভিযোগসহিষ্ণুত্ব, সর্ব্বদুষ্টপ্রতিক্রিয়া, পররন্ধ্রানুবেক্ষণ, সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববেদিতা, গূঢ়মন্ত্রপ্রচারজ্ঞতা, দেশকালবিভাগজ্ঞাতা, অর্থসকলের সম্যক্‌রূপে আদানসামর্থ্য, বিনিযোক্তৃত্ব, পাত্রজ্ঞান, অক্রোধ, অলোভ, ভয়শূন্যতা, অদ্রোহ, অদম্ভ, অচাপল্য, পরোপতাপবিমুখতা, অপৈশুন্য, অমাৎসর্য্য, অসূয়ারাহিত্য, ঈর্ষ্যারাহিত্য, সত্যশীলতা, বৃদ্ধোপদেশসম্পন্নতা, শক্তি, মধুরশীলতা, গুণানুরাগিত্ব, স্থিতিশীলত্ব ও ইহাদিগকে আত্মসম্পদ্‌গুণ নামে পরিগণিত করে।

মহীপতির মন্ত্রীসকল কুলীন, শুচি, শূর, শ্রুতবান্, অনুরাগী ও দণ্ডনীতিপ্রয়োগবিষয়ে নিপুণত্ব ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইবেন।

যে ব্যক্তি বাগ্মী, প্রগল্‌ভ, চক্ষুষ্মান্, উৎসাহসম্পন্ন, প্রতিপত্তিবিশিষ্ট, স্তম্ভহীন, চাপল্যহীন, মৈত্র, ক্লেশসহিষ্ণু, শুচি, সত্যসম্পন্ন, সত্ত্বশালী, ধীর, ধৃতিমান্, স্থিরত্ববিশিষ্ট, প্রভাবসম্পন্ন, নীরোগ, কৃতশিল্প, দক্ষ, প্রজ্ঞাবান্, ধারণান্বিত, দৃঢ়ভক্তিবিশিষ্ট এবং যে ব্যক্তি বৈরিতা নাশ করে, তাহাকেই সচিব[illegible] প্রদান করিবে।

স্মৃতি, অর্থতৎপরতা, চিত্তজ্ঞতা, কার্য্যনিশ্চয়, জ্ঞাননিশ্চয়, দৃঢ়তা ও মন্ত্রগুপ্তি এই কয়টীকে মন্ত্রিসম্পৎ বলে।

রাজার পুরোহিত ত্রয়ী ও দণ্ডনীতিতে নিপুণ হইবেন এবং অথর্ব্ববেদমতানুসারে শান্তিক ও পৌষ্টিক কার্য্য করিতে পারগ হইবেন।

বুদ্ধিমান্ রাজা তদভিজ্ঞ পুরুগণ সহায়ে অমাত্যগণের চক্ষুষ্মত্তা ও শিল্প এই দুইটী গুণ পরীক্ষা করিবেন। তিনি স্বজনগণের নিকট তাহাদের কুল, স্থান, অবগ্রহ, পরিকর্ম্মে দক্ষতা, বিজ্ঞান, ধারয়িষ্ণুতা, প্রাগল্‌ভ ও প্রীতিতা বিশেষরূপে বিদিত হইবেন। কথাযোগে তাঁহাদের বাগ্মিতা ও সত্যবাদিতা বুঝিয়া লইবেন। আপৎকালে উৎসাহ, প্রভাব, ক্লেশসহিষ্ণুতা, ধৃতি, অনুরাগ ও স্থৈর্য্য লক্ষ্য করিবে। ব্যবহার দ্বারা ভক্তি, মৈত্রী ও শুচিতা অবগত হইবেন। সংবাসীদ্বারা বল, সত্ত্ব, আরোগ্য, শীল, অস্তব্ধতা, অচাপল্য ও বৈরিতার অকীর্ত্তন বুঝিয়া লইবেন; আর প্রত্যক্ষে বা সাক্ষাতে ভদ্রতা ও ক্ষুদ্রতা বিদিত হইবেন। সর্ব্বত্র ফল দ্বারাই পরোক্ষগুণবৃত্তির অনুমান হইয়া থাকে।

যাহাতে শস্য আছে, আকর আছে, খনিদ্রব্য আছে, প্রচুর জল আছে, বিবিধ পুণ্যজনপদ আছে, জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথ আছে, যাহা দোষহীন, গোগণের উপকারী, অদেবমাতৃক, রমণীয় ও কুঞ্জরবলবিশিষ্ট, এইরূপ ভূমিই রাজাদের পক্ষে প্রশস্ত ও ভূরি পরিমাণে ভুক্তিজনক।

যাহাতে শূদ্র আছে, শিল্পী আছে, বণিক আছে, কৃষীবল আছে, বিবিধ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান আছে, শত্রুর প্রতি দ্বেষ আছে, রোগে সহিষ্ণুতা আছে, বিবিধদেশবাসীর বাস আছে, ধর্ম্ম আছে, পশু আছে, ধন আছে, বিদ্বান্ আছে, ঈদৃশ জনপদই প্রশস্ত।

যাহার সীমা অতিবিস্তৃত, খাত অতিবৃহৎ, প্রাকার ও তোরণ অতি উচ্চ এবং যাহা সরিৎ, শৈল, মরু বা বনাশ্রিত, তাদৃশ পুরই রাজার বাসযোগ্য।

ঔদক, পার্ব্বত, বার্ক্ষ, ঐরিণ, ধন্বিন এবং জলবৎ ও ধনধান্যবৎ কালসহ মহৎ দুর্গ এই ছয়প্রকার দুর্গ প্রশস্ত।

যাহা ঈপ্সিতদ্রব্যসম্পূর্ণ, পিতৃপৈতামহোচিত, ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জিত ও ব্যয়সহ, তাদৃশ কোষই ধর্ম্মাদিবৃদ্ধির হেতু।

যোগজ্ঞ, সত্ত্বসম্পন্ন, মহাপক্ষ, প্রিয়বাদী, আয়তিক্ষম, দ্বৈধরহিত, সৎকুলসমুৎপন্ন, এরূপ ব্যক্তিকে মিত্র করিবে। দূর হইতে অভিগমন, স্পষ্টার্থ হৃদয়ানুগামী বাক্য ও সৎকারপুরঃসর প্রদান এই তিনটী মিত্রসংগ্রহ। ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ সংযোগ মিত্র হইতে এই ত্রিবিধফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিত্রে চারিপ্রকার জানিবে; ঔরস, সম্বন্ধ, বংশক্রমাগত ও ব্যসন হইতে রক্ষিত। সত্যবাদিতা, অকাপট্য, সমানসুখদুঃখতা, ইত্যাদি মিত্রগুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

অধুনা ভৃত্যগণের ব্যবহারাদি কীর্ত্তন করিব। ভৃত্য যথাবিধানে রাজার সেবা করিবে। দক্ষতা, ভদ্রতা, দৃঢ়তা, ক্ষমাপরতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সন্তোষ, সৎস্বভাব, উৎসাহ, এই কয়টী গুণ অনুজীবির ভূষনস্বরূপ। ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ভৃত্য নয়ানুসারে যথাকালে রাজার সেবা করিবে। পরস্থানগমন, ক্রূরতা, ঔদ্ধত্য, মৎসর, এই কয়েকটী দোষ ত্যাগ করা ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে কখন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত বিগ্রহপুরঃসর কথা কহিবে না। স্বামীর গুহ্য মর্ম্ম বা গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিবে না। অনুরক্ত প্রভুর নিকট বৃত্তিলাভের চেষ্টা করিবে। বিরক্ত প্রভুকে ত্যাগ করিবে। অকার্য্যে প্রতিষেধ ও কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবর্ত্তনা করিবে। আমি যথা-সংক্ষেপে তোমার নিকট বন্ধু, মিত্র ও ভৃত্যবর্গের সদাচার কীর্ত্তন করিলাম।

রাজা, পর্জ্জন্যের ন্যায়, সকল প্রাণিরই উপজীব্য হইবেন। কেননা, সকলের রক্ষার জন্য তাঁহার সৃষ্টি হইয়াছে; তাঁহার সামান্য বুদ্ধিদোষে অসামান্য উৎপাত ও অনিষ্টঘটনা সম্ভব, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। আয়দ্বারে অত্যর্থ ধন আদান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকারে উদ্যোগসম্পন্ন, এরূপ ব্যক্তিদিগকে তিনি অধ্যক্ষ পদে বরণ করিবেন। কৃষি, বণিকপথ, দুর্গ, কেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খন্যাকরবলাদান, শূন্যনিবেশন, ইহাদের নাম অষ্টবর্গ। সাধুবৃত্ত রাজা এই অষ্টবর্গের যথাযথ পালন করিবেন।

আমুক্তিক, চৌর, পৌর, রাজবল্লভ ও স্বয়ং রাজার লোভ, এই পাঁচপ্রকারে প্রজাগণের ভয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নরপতি যথাকালে এই ভয় পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক করগ্রহণ করিবেন। দেহ, মন ও রাষ্ট্র রক্ষা করিবেন; দণ্ডার্হদিগের দণ্ড করিবেন, আপনাকে, স্ত্রীকে ও পুত্রদিগকে রক্ষা করিবেন; এবং শত্রুকে সর্ব্বথা অবিশ্বাস করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রাজধর্ম্মনামক অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনষষ্ট্যদধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, পূর্ব্বে দেবরাজ পুরন্দর রাজ্যলক্ষ্মীর স্থিরত্ব জন্য যেরূপে দেবী শ্রীর স্তব করিয়াছিলেন, নরপতি বিজয়লাভার্থ সেইরূপে স্তব করিবেন। ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, তুমি সকল লোকের জননী, তুমি সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমি না থাকিলে, সংসারের কোনরূপ শোভা থাকে না, তোমার অধিষ্ঠানেই সুখসমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য, যেখানে তুমি নাই, সেখানে কিছুই নাই; তুমি আমারে প্রসন্ন হও; তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! হে সর্ব্বলোকবরেণ্য! তোমার নয়নকমল উন্নিদ্র। তুমি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে বিরাজ কর। জগতে তোমার তুলনা নাই ও হয় না। তুমি আপনিই আপনার উপমা। তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সিদ্ধি, তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমি সুধা, তুমি সকল লোকের পাবনী, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রাত্রি, তুমি প্রভা, তুমি ভূতি, তুমি মেধা, তুমি শ্রদ্ধা, তুমি সরস্বতী, তুমি যজ্ঞবিদ্যা, তুমি মহাবিদ্যা, তুমি গুহ্যবিদ্যা, তুমি শোভা, তুমি কান্তি, তুমি ঋদ্ধি, তুমি সমৃদ্ধি, তুমি সম্পত্তি, তুমি আত্মবিদ্যা, তুমি পরাবিদ্যা, তুমি বেদবিদ্যা, তুমি যোগবিদ্যা, তুমি জ্ঞপ্তি, তুমি ধৃতি, তুমি চিতি, তুমি সংবিৎ, তুমি চিৎ, তুমি চৈতন্য, তুমি জ্ঞান, তুমি বিজ্ঞান, তুমি মুক্তি, তুমি পুষ্টি, তুমি তুষ্টি, তোমাকে নমস্কার। হে শোভনে! তুমি বিমুক্তি ফল প্রদান করিয়া থাক। তুমিই আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ীবার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তুমিই বিবিধ সৌম্যমূর্ত্তিতে সমস্ত সংসার ভূষিত করিয়া, বিরাজমান হইতেছ। তুমি যাবতীয় সুন্দর পদার্থের শ্রেষ্ঠ। তুমি সাক্ষাৎ সৌভাগ্য ও অপবর্গ স্বরূপিণী। তোমা ভিন্ন আর কে আছে? তোমার দেহ সর্ব্বশোভাময়। তুমি দেবদেব বিষ্ণুর যোগিগণেরও চিন্তনীয় সর্ব্বযজ্ঞময় শরীর আশ্রয় করিয়া, বিরাজ করিয়া থাক। হে দেবি! তুমি ত্যাগ করিলে, সমস্ত ভুবনত্রয় তৎক্ষণাৎ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। অধুনা তুমি অনুগ্রহ করিয়া, পুনরায় তাহা সমেধিত করিয়াছ। অয়ি মহাভাগে! তুমি যাহার প্রতি করুণাকটাক্ষবিক্ষেপ কর, সে ব্যক্তি নিত্য ধনধান্যসম্পন্ন, স্ত্রীপুত্রে পরিবৃত ও প্রসাদ ও অট্টালিকাদিতে সমলঙ্কৃত হয়। কোন কালেই তাহার এই সকলের অভাব হয় না। হে দেবি! তুমি যাহাদিগকে অনুগ্রহ কর, তাহাদের আরোগ্য, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শত্রুপক্ষক্ষয় ও সুখ কোন কালেই দুর্লভ হয় না। নিত্যই ঐ সকলের উপচয় হইয়া থাকে।

তুমি সর্ব্বভূতের জননী, আর দেবদেব ভগবান্ হরি তাহাদের সকলের পিতা। মাতঃ! তুমি ও বিষ্ণু তোমরা উভয়ে প্রকৃতি ও পুরুষরূপে সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছ। তোমাদের কৃপালেশ প্রাপ্তি হইলেই, সমস্ত সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। তুমি সিদ্ধিরূপে ও মুক্তিরূপে এবং বিষ্ণুর পরমপদরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান হইতেছ। এইজন্য আমি ভক্তিভরে তোমারে প্রণাম ও নমস্কার করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তোমার শুভদৃষ্টিতে আমার পদোন্নতি বিহিত হউক, সকল অভাব দূর হউক, সকল শান্তি সম্পন্ন হউক এবং সকল তাপ নিরাকৃত হউক।

হে শোভনে! হে মুক্তিরূপিণি! হে সর্ব্বপাবনি! তুমি আমার মান, কোষ, কোষ্ঠ, গৃহ,

পরিচ্ছদ, শরীর, কলত্র, পুত্র, মিত্র, পশু, অলঙ্কার, কিছুই ত্যাগ করিও না। বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল তোমার আলয়। অয়ি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, সত্ব, সত্য, শীল ও শৌচাদি গুণপরম্পরা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে। আবার, তুমি যাহাদিগকে কটাক্ষেও অবলোকন কর, তাহারা নির্গুণ হইলেও, কুল, ঐশ্বর্য্য ও শীলাদি অখিল গুণপরাম্পরায় সদ্য ভূষিত হইয়া থাকে। ইহাই তোমার মহিমা এবং ইহাই তোমার স্বরূপ, স্বভাব বা অনন্যসাধারণ লক্ষণ। এইজন্য, সমস্ত সংসার তোমার উপাসনা করে। হে দেবি! তুমি যাহাকে অবলোকন কর, সেই শ্লাঘ্য, সেই গুণী, সেই কুলীন, সেই ধন্য, সেই মান্য, সেই গণ্য, সেই বুদ্ধিসম্পন্ন, সেই শূর এবং সেই ব্যক্তিই বিশিষ্টরূপ বিক্রম বিশিষ্ট। তুমি বিষ্ণুবল্লভা ও জগদ্ধাত্রী। তুমি পরাঙ্মুখী হইলে, শীলাদি সকল গুণই সদ্য বিগুণতা প্রাপ্ত হয়। তুমি অশেষগুণশালিনী, স্বয়ং বিধাতার জিহ্বাও তোমার গুণসমুদায় বর্ণনা করিতে পারে না। হে দেবি! হে পদ্মলোচনে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমাকে কখনও ত্যাগ করিও না। আমার আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদিগকেও কখন ত্যাগ করিও না। তুমি ত্যাগ করিলে, সংসার ত্যাগ করে; ইহা আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি। আমি কায়মনে তোমার প্রসাদ কামনা করিতেছি। আমাকে অনুগ্রহ বিতরণ ও প্রীতি দান কর। আমার রাজ্যসম্পদ্ প্রাপ্তি হউক এবং সকল সিদ্ধি সমাহিত হউক।

পুষ্কর কহিলেন, দেবরাজ এইপ্রকার স্তব করিলে, দেবী প্রসন্না হইয়া, তাঁহাকে সংগ্রামবিজয় ও স্থিররাজত্ব প্রভৃতি অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। এই শ্রীস্তোত্র পাঠ ও শ্রবণ করিলে, ভুক্তিমুক্তি ও বিজয়াদি লাভ হয়। অতএব লোকে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা ইহা পাঠ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে শ্রীস্তোত্রনামক ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, যাত্রাবিধানপূর্ব্বক সাংগ্রামিক বিধি কীর্ত্তন করিব।

রাজা সপ্তাহমধ্যে যাত্রা করিবেন, স্থির হইলে, মোদকাদিসহায়ে ভগবান্ হরি, শম্ভু গণদেবের পূজা করিবেন। দ্বিতীয় দিনে দিক্‌পালগণের বিশেষরূপে পূজা করিয়া, শয়ন করিবেন।

শয্যায় বা তদগ্রে দেবগণের পূজা করিয়া এই বলিয়া মনু স্মরিবেন, হে শম্ভু! তুমি ত্রিনেত্র। তুমি রুদ্র। তুমি বরদ। তুমি বামন। তুমি বিরূপ। তুমি স্বপ্নাধিপতি, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট। তুমি দেবগণেরও দেবতা ও তাঁহাদেরও ঈশ্বর। তুমি শূলধারী ও বৃষবাহন। তুমি নিত্য ও সত্যস্বরূপ। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে আমার ইষ্টানিষ্ট নির্দ্দেশ কর। অনন্তর যজ্ঞার অগ্রে পুরোহিত দূরমিতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।

তৃতীয় দিনে দিক্‌পালগণ, রুদ্রগণ ও দিক্‌পতিগণের পূজা করিবে। চতুর্থ দিনে গ্রহগণের ও পঞ্চমে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অর্চ্চনা করিবে এবং পথিমধ্যে যে সকল দেবতা ও যে সমস্ত নদী আছে, তাহাদের পূজা, দিব্য অন্তরীক্ষস্থ ও ভূতলবিহারী দেবগণের উদ্দেশে বলিপ্রদান, রাত্রিতে ভূতগণের ও বাসুদেবাদির পূজা করিবে। অনন্তর

ভদ্রকালী ও শ্রীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া, এই বলিয়া সকল দেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারসিংহ, বরাহ, শিব, ঈশ, তৎপুরুষ, অঘোর, সতী, অজ, সূর্য্য, চন্দ্র, কুজ, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু, কেতু, গণপতি, সেনানী, চণ্ডিকা, উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, ব্রহ্মাণীপ্রমুখ গণসকল, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবতা, অগ্নি, নাগগণ, তার্ক্ষ্য এবং দিব্য, অন্তরীক্ষস্থ ও ভূবাসী দেবগণ সকলে আমার বিজয় বিধান করুন এবং আমি এই যে বলি প্রদান করিতেছি, ইহা গ্রহণ করিয়া, সংগ্রামে আমার শত্রুকুল সংহার করুন। হে দেবগণ! আমি পুত্র, ভৃত্য ও জননীর সহিত আপনাদের সকলের শরণাপন্ন হইলাম। আপনারা সকলে আমার মঙ্গল বিধান করুন এবং সৈন্যগণের পৃষ্ঠদেশে গমন করিয়া, আমার রিপুকুল নির্ম্মূল করুন। আমি আপনাদের সকলকে নমস্কার করিতেছি। আমি সংগ্রাম হইতে বিনিমুক্ত হইয়া, অধুনা যে পূজা দিলাম, তাহা অপেক্ষা অধিকতর বলি প্রদান করিব।

ষষ্ঠ দিনে অভিষেকবৎ বিজয় স্নান বিধান করিবে। সপ্তম দিন যাত্রার দিন। ঐ দিন ভগবান্ ত্রিবিক্রমের পূজা করিবে। নীরাজনোক্ত মন্ত্র দ্বারা আয়ুধ ও বাহনের অর্চ্চনা করিবে এবং পুণ্যাহজয়শব্দসহায়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র শ্রবণ করিবে ;—

স্বর্গবাসী, অন্তরীক্ষবাসী ও ভূমিবাসী সুরগণ সকলে তোমার আয়ু বিধান করুন। তুমি দেবসিদ্ধি প্রাপ্ত হও। তোমার এই যাত্রা দেবযাত্রা হউক। দেবগণ সকলে তোমার রক্ষা করুন, মনস্কামনা সিদ্ধ করুন এবং বিজয় বিধান করুন।

এইপ্রকার মন্ত্র শ্রবণ করিয়া নরপতি যাত্রা করিবেন। ধনুর্নাগ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি জপ সমাধানান্তে রিপুমুখে পদ প্রদান করিবে। অনন্তর যথাক্রমে প্রাচ্যাদি দিকে দ্বাত্রিংশৎ দক্ষিণপদ গমন করিয়া যথাক্রমে নাগ, রথ, অশ্ব ও ধুর্য্যপশু সকলে সমারূঢ় হইবে। পরে যানারোহণে বাদ্যধ্বনিপুরঃসর, পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া গমন করিবে এবং ক্রোশমাত্র গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম ও দেবদ্বিজগণের পূজা করিবে। পরে স্বসৈন্যের রক্ষা করত পরদেশে প্রস্থান করিবে। নরপতি বিদেশে সমাগত হইয়া দেশপালের রক্ষা ও দেবগণের পূজা করিবেন। তত্রত্য আয়চ্ছেদ বা তদ্দেশীয়দিগকে অবমাননা করিবেন না। জয়সমাধানান্তে স্বীয় পুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় দেবগণের পূজা ও দান করিবেন।

দ্বিতীয় দিনে সংগ্রাম সময়ে যথাবিধানে অশ্ব ও গজসকলকে স্নান করাইয়া, নৃসিংহদেবের ও ছত্রাদি রাজলিঙ্গ ও শস্ত্রসকলের পূজা এবং নিশাযোগে গণদিগের অর্চ্চনা করিবে। পরে প্রাতঃকালে অশেষবিধানে বাহনদিগের সহিত নৃসিংহের পূজা করিয়া পুরোহিতকর্তৃক আহুত অগ্নিদর্শন ও তাহাতে আহুতিদানপুরঃসর ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। পরে সশর শরাসনগ্রহণ ও গজে আরোহণ করিয়া, অদৃশ্য হইয়া শত্রুর রাজ্যে গমন ও প্রকৃতি কল্পনা করিবে। যোধসংখ্যা অল্প হইলে, তাহাদিগকে সংহত করিয়া যুদ্ধ করাইবে, বহু হইলে যথেচ্ছ বিস্তার করিবে। বহুর সহিত অল্পের যুদ্ধে সূচীমুখ অনীক কল্পনা করিবে। প্রাণ্যঙ্গরূপ ও দ্রব্যরূপ এই দ্বিবিধ ব্যূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে ;—যথা গরুড়ব্যূহ, মকরব্যূহ, চক্রব্যূহ,

শ্যেনব্যূহ, অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ, বজ্রব্যূহ, শকটব্যূহ, মণ্ডলব্যূহ, সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ, সূচীব্যূহ ইত্যাদি। সমস্ত ব্যূহেরই পাঁচপ্রকারে সৈন্যকল্পনা হইয়া থাকে। ব্যূহমাত্রেরই দুই পক্ষ ও দুই অনুপক্ষ। একভাগ না হয়, দুইভাগ সহায়ে যুদ্ধ করিবে। তাহাদের রক্ষার্থ ভাগত্রয় স্থাপন করিবে। রাজা স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন না। কেননা, মূলোচ্ছেদে সর্ব্বনাশ সম্ভাবনা. মহীপতি ক্রোশমাত্র ব্যবধানে সৈন্যের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিতি করিবেন। তথায় যোধগণের ভগ্ন সন্ধারণ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সৈন্যের প্রধান দল ভঙ্গ দিলে, অবস্থান করা বিধেয় নহে। ব্যূহমধ্যে যোধদিগকে সংহত বিরল রূপে স্থাপন করিবে না। যাহাতে আয়ুধসকলের পরস্পর সংমর্দ্দ না হয়, এরূপ বিধানে তাহাদিগকে ব্যূহিত করিবে। শত্রুসৈন্য ভেদ করিতে বাসনা হইলে, সংহতযোধসাহায্যে ভেদ করিবে। আবার, শত্রুপক্ষ যাহাতে ঐ রূপে ভেদ করিতে না পারে, তাহার উপায় করিবে। ইচ্ছানুশারে শত্রুর ব্যূহে নিজ ব্যূহ ভেদাবহ করিবে।

হে দ্বিজ! গজের পাদরক্ষার্থ চারি রথ, রথের রক্ষার্থ চারি অশ্ব, অশ্বের রক্ষার্থ চারিজন চর্ম্মী নিয়োগ করিবে। অগ্রে চর্ম্মী, পশ্চাৎ ধন্বী, ধন্বীর পশ্চাৎ অশ্ব ও রথ এবং রথের পশ্চাৎ কুঞ্জরসৈন্য স্থাপন করিবে। যাহাতে স্কন্ধমাত্র দেখা যায়, এরূপে শূরদিগকে প্রমুখে প্রদান করিবে। ভীরুসত্বসহায়ে শত্রুর বিদ্রাবণ করা বিধেয়। ভীরুদিগকে সম্মুখে স্থাপন করিবে না। কেন না, তাহারা পুরোভাগ বিদারিত করিয়া থাকে। শূরগণ সম্মুখে থাকিয়া ভীরুদিগকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করে। যাহারা উন্নতকায়, শুকবৎ নাসাবিশিষ্ট, সরলদৃষ্টিসম্পন্ন, সংহতভ্রূযুগসংযুক্ত, কোপনস্বভাব, কলহপ্রিয়, নিত্য হৃষ্টপ্রহৃষ্ট ও কামপরায়ণ, তাহারাই শূর জানিবে।

সংহত ও হতদিগের রণ হইতে অপনয়ন, গজ সকলের প্রতিযুদ্ধ, তোয়দানাদি এবং আয়ুধানয়ন, এই সকল পত্তিগণের কর্ম্ম। শত্রুভেদাভিলাষী হইলে, স্বসৈন্যের রক্ষা ও সংহতগণের ভেদ করা চর্ম্মীদিগের কার্য্য। যুদ্ধে প্রতিপক্ষীয়দিগকে বিমুখ করা ধন্বীগণের কার্য্য। সুহত ব্যক্তি দূরাপসরণ, যান ও রিপুসৈন্যের ত্রাসোৎপাদন, এই কয়টী রথকর্ম্ম। সংহতগণের ভেদন ও ভিন্নগণের সংহতি এবং প্রাকার, তোরণ, অট্টাল ও দ্রুমাদির ভঙ্গ করা গজকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। পত্তিরা বিষমভূমিতে ও রথ অশ্বসকল সমভূমিতে এবং নাগগণ সকর্দ্দম ভূমিতে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবে।

এইরূপে ব্যূহ রচনা ও দিবাকরকে পশ্চাতে করিয়া অনুকূল শুক্র, শনি দিক্‌পাল ও মৃদুমারুতে যুদ্ধে অবতরণপূর্ব্বক নাম, গোত্র ও অবদান নির্দ্দেশ করত এই বলিয়া যোধগণকে সমুত্তেজিত করিবে, হে যোধবর্গ! শত্রু জয় করিলে ভোগপ্রাপ্তি ও যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ ও স্বামিপিণ্ডের নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। অতএব যুদ্ধের সমান গতি নাই। শূরগণের রক্তসমাগমে পাপ পরিহার হয়। এবং রণমধ্যে ঘাতাদিদুঃখ সহ্য করা পরমতপস্যা, শূরপুরুষ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে, সহস্র সহস্র বরাপ্সরা তাহার আনুগত্য করে। যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে বা পলায়ন করিলে স্বামী তাহার সমস্ত সুকৃত গ্রহণ করেন এবং তাহাদের পদেপদেই ব্রহ্মহত্যার সমান ফল হইয়া থাকে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যে ব্যক্তি সহায়বর্গকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, দেবগণ তাহাকে বিনাশ করেন। যাহারা যুদ্ধে

পরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

রাজা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলে, জয় লাভ করেন। সমানে সমানে যুদ্ধ করিবে। গজাদির সহিত গজাদি যুদ্ধ করিবে। যাহারা পলায়ন করে, তাহাদিগকে হত্যা করিবে না। এই রূপ দর্শক, প্রবিষ্ট, শস্ত্রহীন ও পতিতদিগকেও সংহার করিবে না। শত্রু শান্ত, নিদ্রাভিভূত ও নদীবন অর্দ্ধোত্তীর্ণ হইলে, কিংবা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে, তাহার বিনাশার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তৎকালে বাহু প্রগৃহীত করিয়া তারস্বরে এইপ্রকার কহিবে, শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিল, ভঙ্গ দিল; বহুপরিমাণে মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে; শত্রুপক্ষের প্রধান পরিচালক প্রাণত্যাগ করিয়াছে; সেনানী নিহত হইয়াছে এবং রাজাও বিদ্রুত হইয়াছেন।

যোধগণ ভঙ্গ দিলে, তাহাদিগকে অনায়াসেই সংহার করা যাইতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যাহাতে শত্রুগণের মোহ জন্মে, এরূপ ধূপ, পতাকা ও বাদিত্রগণের ভয়াবহ সম্ভার নিয়োগ করিবে। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে, দেব ও বিপ্রগণের পূজা করিবে। সংগ্রামে বন্দীকৃত শত্রুকে মুক্ত করিয়া পুত্রবৎ পরিপালন করিবে। তাহার সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিবে না; দেশাচারাদি পালন করিবে। অনন্তর স্বীয় পুরে সমাগত হইয়া ধ্রুব নক্ষত্রে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবাদির পূজা ও যোধকুটুম্বের রক্ষা এবং প্রাপ্তদ্রব্যাদি ভৃত্যদিগকে যথাযথ বিভাগ পূর্ব্বক দান করিবে।

আমি তোমার নিকট এই রণদীক্ষা কীর্ত্তন করিলাম। ইহাদ্বারা রাজার জয়লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রণদীক্ষানামক ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, নরপতির প্রতিদিন যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা কহিব; উহার নাম অজস্রকর্ম্ম।

রাত্রি দ্বিমুহূর্ত্ত থাকিতে, রাজা, গীত, বাদ্য ও বন্দিগণের স্তবে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গূঢ় নরদিগকে দর্শন করিবেন। অনন্তর যথাবিধি আয়ব্যয় শ্রবণ করিয়া, বেগোৎসর্গান্তে স্নানগৃহে প্রবিষ্ট হইবেন। তথায় দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিয়া সন্ধ্যা ও জপ সমাধানান্তর বাসুদেবের পূজা করিবেন। অনন্তর বহ্নিতে পবিত্র হোম করিয়া সলিলযোগে পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণধেনু দান করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদগ্রহণান্তে অনুলিপ্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া দর্পণে মুখ দর্শন করিবেন। পরে দিবসাদি শ্রবণ, ভিষজোক্ত ঔষধ সেবন ও মঙ্গলালম্ভন, গুরুদর্শন ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণানন্তর সভামধ্যে গমন করিবেন। তথায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, অমাত্য, মন্ত্রী ও প্রতীহারীনিবেদিত প্রকৃতি, ইহাদিগকে যথাবিধি দর্শন করিবেন। অনন্তর ইতিহাস শ্রবণান্তে কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক ব্যবহারকার্য্য পরিদর্শন ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। একজনের বা অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিবেন না। মূর্খ ও অনাত্মীয় ইহাদিগকে মন্ত্রণাসময়ে ত্যাগ করিয়া গোপনে মন্ত্রণা করিবেন, প্রকাশ্যে করিবেন না। যাহাতে রাষ্ট্রের কোনরূপ বাধা না জন্মে, এরূপে মন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। রাজার আকারগ্রহণেই প্রধানতঃ মন্ত্ররক্ষা হইয়া থাকে। কেননা, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আকার ও ইঙ্গিত দ্বারাই মন্ত্র গ্রহণ করেন।

সংবৎসর, মন্ত্রী ও বৈদ্য ইহাঁদের বচনানুবর্ত্তী হইলে, রাজার বিভব প্রাপ্তি হয়। কেননা, ঐ সকল ব্যক্তিই রাজাকে ধারণ করে। মন্ত্রণানন্তর প্রশস্ত যামে ব্যায়ামচর্চ্চা করিবে। নরপতি নিঃসত্ত্বাদিতে স্নান করিয়া সুন্দররূপে পূজিত বিষ্ণু, হুত অগ্নি ও ব্রাহ্মণদিগকে দর্শন করিবেন। পরে ভূষিত হইয়া, সুন্দররূপে পরীক্ষিত অন্ন ভোজন করিবেন। ভোজনান্তে তাম্বূল গ্রহণ ও বাম পার্শ্বে সংস্থানপূর্ব্বক কাষ্ঠায়ুধ, গৃহ ও যোধদিগকে দর্শন করিয়া শাস্ত্রচিন্তায় প্রবৃত্ত হইবেন। পরে পশ্চিমসন্ধ্যাবিধি সমাধান ও কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া চরদিগকে সংপ্রেষণ ও আহারান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। এইরূপে গীতবাদ্যাদিসহকারে সুরক্ষিত হইয়া নরপতি নিত্য কাল যাপন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে প্রত্যাহিকরাজকথননামক একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, যাহার প্রভাবে রাজার পরম গতি লাভ হয়, সেই দণ্ড প্রণয়নবিধি কীর্ত্তন করিব।

ত্রিযবে এক কৃষ্ণল ও পাঁচ কৃষ্ণলে একমাষ, জানিবে। রাম! ঐরূপ ষাটী কৃষ্ণলে এককর্ষার্দ্ধ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ, চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক ও দশনিষ্কে একধরণ, তাম্র, রূপ্য ও সুবর্ণের এই প্রকার মানকীর্ত্তিত হইয়াছে। সার্দ্ধ দ্বিশতপণে প্রথম সাহস, পঞ্চশতে মধ্যম ও এক সহস্রে উত্তম সাহস।

চোরে চুরি না করিলেও, যে ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া আমার চুরি গিয়াছে বলে, তাহাকে সেই চুরির পরিমাণ দণ্ড করিবে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে মিথ্যা বলে বা যে ব্যক্তি যেরূপ বিপরীত বলে, তাহাদের উভয়কে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দিবে। কূটসাক্ষ্য প্রদান করিলে, তিন বর্ণকেই শাস্তি প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণকে কেবল নির্ব্বাসিত করিবে। নিক্ষেপ করিলে হরণ, নিক্ষেপের সমান মূল্য দণ্ড করিবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যে ব্যক্তি ন্যাস হরণ করে এবং যে ব্যক্তি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা প্রার্থনা করে, তাহাদের উভয়কেই চৌরবৎ শাসন করিবে, অথবা নিক্ষেপের দ্বিগুণ দম বিধান করিবে। না জানিয়া, পরের দ্রব্য বিক্রয় করিলে, কোন দোষ হয় না; কিন্তু জানিয়া বিক্রয় করিলে, চোরবৎ দণ্ডার্হ হইয়া থাকে। মূল্য গ্রহণ করিয়া শিল্পদান না করিলে, দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। অঙ্গীকার করিয়া, না দিলে, এক সুবর্ণ দণ্ড করিবে। ভৃতি গ্রহণ করিয়া, কর্ম্ম না করিলে, অষ্ট কৃষ্ণল দণ্ডার্হ হইবে। অকালে ভৃত্যকে ত্যাগ করিলেও, ঐ প্রকার দম বিহিত হইয়া থাকে। কোন কিছু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া, যাহার অনুশয় হইবে, সে দশ দিনের মধ্যে তাহা গ্রহণ বা প্রত্যর্পণ করিবে। দশদিনের পর হইলে, আর আদান প্রদান নাই। ঐরূপ আদান প্রদান হইলে, রাজা তাহার ছয়শত পণ দণ্ড করিবেন। বরকে দোষ ব্যক্ত না করিয়া কোন ব্যক্তি কন্যা বরণ করিলে, ঐ কন্যা দত্ত হউক বা না হউক,তাহার শতদ্বয় দণ্ড করা বিধি। দত্ত কন্যা পুনরায় দান করিলে, দানকর্ত্তা উত্তম সাহসদণ্ডভাগী হয়।

একজনের সহিত সত্যবদ্ধ হইয়া, লোভবশতঃ অন্য ব্যক্তিকে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিলে, তাহার ছয়শত দণ্ড করিবে। ধেনুপাল ভক্তবেতন গ্রহণ

করিয়া, ধেনু দান বা রক্ষা না করিলে, রাজা তাহার শত দণ্ড বিধান করিবেন। গ্রামের চতুর্দ্দিকে শতধেনু বিস্তার এবং নগর তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ বিস্তৃত করিয়া, উষ্ট্র অবলোকন করিতে না পারে, এ প্রকার বৃতি বিধান করিবে। তাহাতে ধান্য অপরিবৃত ও হিংসিত হইলে, দণ্ডপ্রয়োগ বিধি নহে। ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক গৃহ, ক্ষেত্র, উদ্যান বা তড়াগ হরণ করিলে,পাঁচশ ত দণ্ড করিবে এবং না জানিয়া হরণ করিলে, দ্বিশত দম বিধেয় হইয়া থাকে। মর্য্যাদা-ভেদকমাত্রেরই প্রথম সাহস দণ্ড করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে, ক্ষত্রিয় শতদণ্ডার্হ হইয়া থাকে। রাম! ঐরূপ স্থলে বৈশ্যের দ্বিশত ও শূদ্রের বধ দণ্ড প্রয়োগ করা বিধি। ক্ষত্রিয়ের অভিশংসন করিলে, ব্রাহ্মণের পঞ্চাশৎ দণ্ড করিবে, বৈশ্যের করিলে,অর্দ্ধপঞ্চাশৎ এবং শূদ্রের করিলে, দ্বাদশ দম বিধেয় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের অভিশংসন করিলে, বৈশ্যের প্রথম সাহস দণ্ড এবং শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদন করিবে।

ব্রাহ্মণের ন্যায়, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে, শূদ্রের দ্বিগুণ সাহস দণ্ড দান বিধেয়। যে ব্যক্তি পাপাচরণপূর্ব্বক সাধুদিগকে অবমানিত করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড করিবে। আমি প্রমাদ-পূর্ব্বক এইপ্রকার করিয়াছি, বলিলে, সে ব্যক্তির অর্দ্ধদণ্ড করিবে। মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর ও গুরুর অবমানাদি করিলে এবং গুরুকে পথ না দিলে,তাহাকে শতদণ্ড দিবে। অন্ত্যজাতি যে অঙ্গসহায়ে ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইবে, তাহার সেই অঙ্গ তৎক্ষণাৎ ছেদন করিবে। দর্প-বশতঃ অবনিষ্ঠীবন করিলে, তাহার ওষ্ঠদ্বয় ছেদন করিয়া দিবে এবং অপমূত্রন করিলে মেঢ্র, অপশব্দ প্রয়োগ করিলে গুহ্য ও উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হইলে, সেই নীচ ব্যক্তির অধোদেশ নিকৃন্তন করিবে।

নাগ, গজ, অশ্ব ও উষ্ট্র হত্যা করিলে, হত্যা-কারীকে অর্দ্ধহস্ত ও অর্দ্ধপাদ করিবে। বৃক্ষকে ফলহীন করিলে এক সুবর্ণ দণ্ড করিবে। পথ, সীমা ও জলাশয় ছিন্ন করিলে, দ্বিগুণ সুবর্ণ দম প্রয়োগ করিবে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কাহারও কোন দ্রব্য হরণ করিলে, তাহার সন্তোষোৎপাদন পুরঃসর রাজার নিকট দণ্ড দান করিবে।

কূপ হইতে ঘট ও রজ্জু হরণ করিলে, তাহার মাষ দণ্ড করিবে। কূপ ছিন্ন করিলেও ঐরূপ শাসান করা বিধি। প্রাণিতাড়নেও ঐ প্রকার করিবে।

দশকুম্ভ অপেক্ষা অধিক ধান্য হরণ করিলে তাহার বধ করিবে। শেষে তাহার একাদশ গুণ শাস্তিবিধান করিবে।

সুবর্ণ ও রজতাদি হরণ করিলে, তাহাকে বধ করিবে; কেবল ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না। যে যে অঙ্গি দ্বারা ঐরূপ চুরি করে, নরপতি প্রত্যা-দেশ জন্য সেই সেই অঙ্গি কর্ত্তন করিবেন।

ব্রাহ্মণ স্বল্প পরিমাণে শাক ধান্যাদি গ্রহণ করিলে, দোষভাগী হন না।

গৃহক্ষেত্র হরণ করিলে, পরদারমর্ষণ করিলে, অগ্নি ও বিষপ্রয়োগ করিলে এবং উদ্যতায়ুধ হইলে, বধদণ্ড বিধি।

নরপতি গবাভিচারাদ্য ও আততায়ীদিগকে বধ করিবে। পরস্ত্রীকে সম্ভাষণ ও প্রতিষিদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিবেন না। স্বয়ং পতিংবরা স্ত্রীকে দণ্ড দিবেন না।

জঘন্য ব্যক্তি উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে গমন করিলে, বধার্হ হইয়া থাকে।

যে স্ত্রী স্বামীকে লঙ্ঘন করে, তাহাকে কুক্কুর দিয়া হত্যা করিবে। সবর্ণদূষিতা স্ত্রীকে পিণ্ডমাত্রোপজীবিনী করিবে। জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক দূষিতা স্ত্রীর মুণ্ডন করিয়া দিবে। বৈশ্যাগমনে ব্রাহ্মণের এবং অন্ত্যজাগমনে ক্ষত্রিয়েরও ঐরূপ শাসন করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রা গমন করিলে, উভয়েরই প্রথম সাহস দণ্ড করিবে।

বেশ্যা বেতন গ্রহণ করিয়া, লোভবশতঃ অন্যত্র গমন করিলে, বেতনের দ্বিগুণ গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিগুণ দণ্ড দিবে।

ভার্য্যা, পুত্র, দাস, শিষ্য ও সোদর ভ্রাতা অপরাধ করিলে, রজ্জু বা বেণুদল দ্বারা পৃষ্ঠে বা মস্তকে তাড়না করিবে।

রক্ষাধিকৃত পুরুষগণ প্রজালোপে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের সর্ব্বস্বগ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বাসন করিবে। স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, কর্ম্মিগণের কার্য্যহানি করিলে, সেই ঘৃণাহীন ও ক্রূরমনাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিবে।

অমাত্য বা প্রাড়্বিবাক কার্য্যের অন্যথা করিলে,রাজা তাহার সর্ব্বস্বান্তে নির্ব্বাসন করিবেন।

পাপ করিলে শূদ্রাদিকে হত্যা ও ব্রাহ্মণকে বিপ্রবাসিত এবং মহাপাপ করিলে, তাহাদের ধনসম্পত্তি বরুণকে উপপাদিত করিবে।

গ্রামমধ্যে যে কেহ চৌরদিগকে ভক্ত, কোষ ও ভাণ্ডার প্রদান করিলে, তাহাদের সকলকেই হত্যা করিবে।

রাষ্ট্রমধ্যে রাষ্ট্রাধিকৃত সামন্তেরা পাপ করিলে, তাহাদিগকে নিপাত করিবে।

যে সকল তস্কর রাত্রিতে সন্ধি করিয়া চুরি করে, রাজা হস্তদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ শূলে নিক্ষেপ করিবেন।

তড়াগ ও দেবাগার ভেদ করিলে, রাজা তাহাদিগকে ঘাতিত করিবেন।

আপৎ ভিন্ন অন্য সময়ে রাজপথে অমেধ্য উৎসৃষ্ট করিলে, কার্ষাপণ দণ্ড করত তাহাকে সেই অমেধ্য শোধন করাইয়া লইবে।

প্রতিমা ও সংক্রম ভেদ করিলে, পঞ্চশত দণ্ড করিবে। সমানের সহিত বিষম ব্যবহার করিলে, প্রথম বা মধ্যম দম প্রাপ্ত হইবে।

বণিক্‌গণের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, মূল্য না দিলে, রাজা উত্তম সাহস দণ্ড করিবেন। দ্রব্যদূষক ও প্রতিচ্ছন্দবিক্রয়ী মধ্যমদণ্ডার্হ এবং কূটকর্ত্তা উত্তমদণ্ডভাগী হইয়া থাকে।

শূদ্র বা ব্রাহ্মণ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে, কৃষ্ণল দম প্রয়োগ করা বিধি।

বিষ ও অগ্নি দান এবং পতি, গুরু, বিপ্র ও অপত্যপ্রমাপণ করিলে নাসা, কর্ণ ও হস্তচ্ছেদ পুরঃসর স্ত্রীলোককে গোপৃষ্ঠে নির্ব্বাসিত করিবে।

ক্ষেত্র, বেশ্ম, গ্রাম ও বনবিদারণ এবং রাজপত্নী গমন করিলে, কটাগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ন্যূন বা অধিকরূপে রাজশাসন লিখিলে, উত্তমদণ্ডার্হ হইয়া থাকে।

রাজার যান ও আসনে আরোহণ করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড করিবে।

ন্যায়ানুসারে পরাজিত হইলেও, যে ব্যক্তি আপনাকে অপরাজিত মনে করে, সে ব্যক্তি পুনর্জয় করিয়া আগমন করিলে, দ্বিগুণদমার্হ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে দণ্ডপ্রণয়ননামক দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, দেহান্তরার্জ্জিত স্বীয় কর্ম্মকেই দৈব জানিবে। সেইজন্য মনীষিগণ পৌরুষকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। দৈব প্রতিকূল হইলে, পৌরুষ দ্বারা বিহত হয়। পৌরুষ বিনা, প্রাক্তন সাত্ত্বিক কর্ম্মবলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। হে ভার্গব! দৈবসম্পত্তি সহায়ে পৌরুষ কালে ফলিত হয়। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ই পুরুষের ফলোৎপাদন করে। বৃষ্টিসমাযোগে কৃষির যথাকালে ফলসিদ্ধি হয়। অতএব অলস বা দৈবপর না হইয়া, পৌরুষকে ধর্ম্মযুক্ত করিবে।

সামাদি উপায়বলে সমস্ত উপক্রম সিদ্ধ হইয়া থাকে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়া উপেক্ষা ও ইন্দ্রজাল, এই সপ্তবিধ উপায়। ইহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সাম দ্বিবিধ কথিত আছে, তথ্য ও অতথ্য। সাধুগণের আক্রোশ জন্যই অতথ্য সাম প্রয়োজিত হয়। যাঁহারা মহাকুলীন, সরল, ধর্ম্মনিত্য ও জিতেন্দ্রিয়, সামবলে তাঁহাদিগকে সাধন করা যায়। রাক্ষসগণও অতথ্য উপায়ে বশীকৃত হইয়া থাকে।

যাহারা পরস্পর বিদ্বিষ্ট, ক্রুদ্ধ, ভীত ও অবমানিত, তাহাদের ভেদ প্রয়োগ ও পরম ভয় প্রদর্শন করিবে। আত্মীয়দিগকে আশা দিবে। যে দোষে লোকে ভয় পায়, সেই দোষ দেখাইয়া শত্রুদিগকে ভেদ করিবে। জ্ঞাতিভেদকের রক্ষা করিবে।

দান সমস্ত উপায়ের শ্রেষ্ঠ। দানবলে উভয় লোক লাভ হয়। এমন ব্যক্তিই নাই যে, দান দ্বারা বশীভূত না হয়। দানবান্ ব্যক্তি সংহত শত্রুদিগকেও অনায়াসে ভেদ করে।

সাম,দান ও ভেদে যাহা না হয়,একমাত্র দণ্ডে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। দণ্ডে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব অদণ্ড্যের দণ্ড ও দণ্ডার্হের অদণ্ড করিলে, রাজাকে বিনষ্ট হইতে হয়। যদি দণ্ড পালন না করে, তাহা হইলে দেব, দৈত্য, উরগ, নর, সিদ্ধ,ভূত ও পতত্রিগণ সকলেই স্ব স্ব মর্য্যাদা অতিক্রম করে। যেহেতু অদান্তদিগকে দমিত এবং অদণ্ড্যদিগকে দণ্ডিত করে, সেইহেতু পণ্ডিতগণ দণ্ড বলিয়া জানেন। রাজা তেজঃপ্রভাবে দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া ভাস্করের সমান, দর্শনবশাৎ লোকের প্রসাদ বিধান করেন বলিয়া চন্দ্রের সমান, চারগণ সহায়ে জগৎ ব্যাপ্ত করেন বলিয়া বায়ুর সমান, দোষ নিগ্রহ করেন বলিয়া যমের সমান, দুর্বুদ্ধি দহন করেন বলিয়া অগ্নির সমান, অনবরত দান করেন বলিয়া কুবেরের সমান, ক্ষমাবলে লোকদিগকে ধারণ করেন বলিয়া পার্থিব এবং উৎসাহ মন্ত্র ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা রক্ষা করেন বলিয়া সাক্ষাৎ হরি।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সামাদ্যুপায়নামক ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, মহীপতি রাজপুত্রের রক্ষা করিবেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ ও শিল্প এই সকলে শিক্ষিত করিবেন; শরীররক্ষা ব্যাজে ইহাঁর রক্ষী সকল নিযুক্ত করিবেন; ক্রুদ্ধ লুব্ধ ও বিমানিত এই সকল লোকের সঙ্গ বিবর্জ্জিত করিবেন এবং এইরূপে সুশিক্ষিত করিয়া সর্ব্বপ্রকার অধিকারে তাঁহাকে বিনিয়োজিত করিবেন।

রাজা মৃগয়া, পান ও অক্ষ ত্যাগ করিবেন; দিবাস্বপ্ন, বৃথা পর্য্যটন ও বাক্‌পারুষ্য বর্জ্জন করিবেন; নিন্দা, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থ দূষণ বিসর্জ্জন করিবেন; কাম, ক্রোধ, মদ, মান, লোভ ও দর্প পরিহার করিবেন, অনন্তর ভৃত্য জয় করিয়া, পৌর ও জানপদ জয় করিবেন; পরে বাহ্য শত্রুদিগকে পরাজয় করিবেন। বাহ্য শত্রু তিন প্রকার। যথা কুল্য, অনন্তর ও কৃত্রিম। ইহারা যথাপূর্ব্ব গুরু। হে মহাভাগ! মিত্রও তিন প্রকার, স্বামী, অমাত্য জনপদ, দুর্গ, দণ্ড, কোষ, মিত্র হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সাতটী রাজ্যের অঙ্গ। তন্মধ্যে স্বামী সকলের মূল। ইহাকে সর্ব্বথা রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ রাজ্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়। যে ব্যক্তি রাজ্যাঙ্গের বিদ্রোহী, তাহাকে বধ করিবে। সময়ে তীক্ষ্ণ ও সময়ে মৃদু হইবে।

নরপতি ভৃত্যের সহিত হাস্য পরিহাসাদি ত্যাগ করিবেন। রাজা হর্ষণসংকথ হইলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরিভব করে।

লোকসংগ্রহজন্য কৃতক-ব্যসন হইবে এবং স্মিতপূর্ব্ব সম্ভাষণপূর্ব্বক সর্ব্বদা লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। দীর্ঘসূত্র নরপতির নিশ্চয়ই কার্য্যহানি হইয়া থাকে। রাগে, দর্পে, মানে, দ্রোহে, পাপকার্য্যে ও অপ্রিয় বাক্যেই দীর্ঘসূত্রিতা প্রশংসনীয়।

রাজা গুপ্তমন্ত্র হইবেন। গুপ্তমন্ত্র রাজার বিপৎপাতের সম্ভাবনা নাই। আরব্ধ কর্ম্ম কেহ যেন জানিতে না পারে, কার্য্য সমাপ্ত হইলে ফল দ্বারা যেন তাঁহার পরিচয় হয়, এইরূপে রাজা কার্য্য করিবেন। আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, বাক্য, নেত্রবক্ত্রবিকার, ইত্যাদি উপায়ে অন্তর্গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। একাকী মন্ত্রণা করিবেন না, আবার অনেকেরও সহিত মন্ত্রণা করিবে না। বহুলোকের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রণা করিবে। মন্ত্রিগণের মধ্যেও মন্ত্র প্রকাশ করিবে না। কদাচিৎ কাহারও প্রতি লোকের বিশ্বাস হইয়া থাকে; সকলের প্রতি সকলের সচরাচর বিশ্বাস হয় না। অতএব একজন পণ্ডিতের সহিত মন্ত্রণা নিশ্চয় করিবে।

অবিনয়ী রাজার রাজ্যনাশ এবং বিনয়ী হইলে রাজপদ স্থায়ী হইয়া থাকে। ত্রৈবিদ্য হইতে ত্রয়ীবিদ্যা, শাশ্বতী দণ্ডনীতি, আন্বীক্ষিকী, অর্থবিদ্যা ও বার্ত্তারম্ভ এই সকল বিশেষরূপে অবগত হইবে।

জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাদিগকে বশে রাখিতে সমর্থ। দেব ও দ্বিজগণের পূজা ও তাঁহাদিগকে দান করিবে। দ্বিজে দানই অক্ষয় নিধি। উহা কাহা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় না।

সংগ্রামে অপলায়িতা, প্রজালোকের পরিপালন এবং ব্রাহ্মণদিগকে দান, এই কয়টীও রাজার মুক্তিজনক। কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, বিধবা স্ত্রী, ইহাদের যোগক্ষেম ও বৃত্তি পরিকল্পনা করিবে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থান ও তাপসপূজা, এই দুইটী বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করিবে। সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু তাপসজনে বিশ্বাস করিবে।

বকবৎ অর্থচিন্তা, সিংহবৎ পরাক্রম প্রকাশ, বৃকবৎ অবলুম্পন, শশবৎ বিনিষ্পতন, শূকরবৎ দৃঢ়প্রহার, শিখিবৎ চিত্রাকারকরণ, অশ্ববৎ দৃঢ়ভক্তিপ্রকটন, কোকিলবৎ সুমিষ্টভাষণ, কাকবৎ শঙ্কানুসরণ এবং অজ্ঞাতবাসে নিত্য বাস করিবে। অগ্রে পরীক্ষা না করিয়া, কখনও ভোজন বা শয়ন করিবে না। যাহার পরিচয় পরিজ্ঞান নাই, তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গম করিবে না এবং

অজ্ঞাত নৌকাতেও আরোহণ করিবে না। রাষ্ট্র-কর্ষী হইলে, রাজা রাজ্যভ্রষ্ট ও প্রাণবিযুক্ত হয়েন। সুন্দররূপে পরিপালন করিলে, বৎস যেমন জাতবল ও কর্ম্মযোগ্য হয়, অয়ি মহাভাগ! যথাবিধানে ভরণাদি করিলে, রাষ্ট্রও তেমনি কর্ম্ম-সহ হইয়া থাকে। দৈব ও পৌরুষ এই উভয় বিধানে সমস্ত কর্ম্ম আয়ত্ত। তন্মধ্যে দৈব অচিন্ত্য, পুরুষকার একমাত্র ক্রিয়ার আধার। রাজার রাজ্য-মহীশ্রী জনানুরাগ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রাজধর্ম্মনামক
চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, নরপতি অমাত্যের সহিত অভিষিক্ত হইয়া, শত্রুজয় করিবেন। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। সেনাপতি কুলীন ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ হইবে। প্রতি-হার নীতিবিৎ হইবে। দূত প্রিয়বাদী, অক্ষীণ ও অতিশয় বলবান্ হইবে। তাম্বূলধারী স্ত্রী বা পুরুষ, ভক্ত, প্রিয় ও ক্লেশসহিষ্ণু হইবে। সান্ধি বিগ্রহিক ষাড়্গুণ্যাদিবিশারদ হইবে। রক্ষক খড়্গধারী হইবে। সারথি বলাদিবিৎ হইবে। সূদাধ্যক্ষ হিত ও বিজ্ঞ হইবে। সভাসদ্গণ ধর্ম্মজ্ঞ ও লেখক অক্ষরবিৎ ও হিতকারী হইবে। দৌবারিকগণ আহ্বানকালজ্ঞ হইবে। ধনাধ্যক্ষ রত্নাদিবিজ্ঞ হইবে। অম্বুধারী হিত হইবে। বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদবিৎ, গজাধ্যক্ষ হস্তিবিৎ, গজা-রোহী জিতশ্রম, হয়াধ্যক্ষ হয়াদিবিৎ, দুর্গাধ্যক্ষ হিত ও ধীমান্ এবং স্থপতি বাস্তুবেদবিৎ হইবে। অস্ত্রাচার্য্য যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, অমুক্ত, মুক্তধারিত ও নিযুদ্ধ এই সকলে নিপুণ ও রাজার হিতকারী হইবে। অন্তঃপুরাধ্যক্ষ বৃদ্ধ হইবে। পঞ্চাশদ্-বার্ষিক স্ত্রী ও সপ্ততিবর্ষদেশীয় পুরুষগণ সকল কর্ম্মে বিচরণ করিবে। আয়ুধাগারে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিবে। বিশেষ জানিয়া বৃত্তি বিধান করা কর্ত্তব্য। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে কার্য্যসকল অবধারণপূর্ব্বক উত্তম, মধ্যম ও অধম পুরুষদিগকে তত্তৎ কার্য্যে নিয়োগ করিবে।

পৃথিবীজয়ে অভিলাষ হইলে, হিতকারী সহায়-দিগকে আনয়ন করিয়া, ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে ধর্ম্মকার্য্যে, শূরদিগকে সংগ্রামকর্ম্মে, নিপুণদিগকে অর্থকৃত্যে এবং শুচিদিগকে সর্ব্বত্র নিযুক্ত করিবে। এই রূপ, নপুংসকদিগকে স্ত্রীবিষয়ে, তীক্ষ্ণদিগকে দারুণ কর্ম্মে, ফলতঃ শুচিত্বানুসারে যাহাকে যে বিষয়ে পারগ বলিয়া বোধ হইবে, নরপতি তাহাকে ধর্ম্মে, অর্থে ও কামে এবং অধমদিগকে অধমকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। পিতৃপৈতামহ ভৃত্যদিগের হস্তে সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত করিবে। কেবল দায়াদকার্য্যে তাহাদিগকে নিয়োগ করিবে না। আশ্রয়কামনায় পররাজগৃহ হইতে সমা-গত হইলে, দুষ্টই হউক বা অদুষ্টই হউক, তাহা-দিগকে যত্নাতিশয়সহকারে আশ্রয় দিবে। দুষ্ট জানিলে, তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, আপনার বশে রাখিবে।

দেশান্তর হইতে সমাগত ব্যক্তিদিগকে চার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, স্বগৃহে স্থাপন করিবে। এক দিকে শত্রু, অগ্নি, বিষ, সর্প ও নিস্ত্রিংশ এবং অন্যদিকে কুভৃত্য ও সুভৃত্য, ইহাদিগের স্বভাবাদি বিদিত হইবে। নরপতি চারচক্ষু হইবেন এবং সর্ব্বদা চারদিগকে নিযুক্ত করিবেন। একজনের

কথায় কখন অবিহিত, সৌম্য, পরস্পর অজ্ঞাত, বণিক্, মন্ত্রকুশল, সাংবৎসর, চিকিৎসক, প্রব্রজিতাকার ও বলাবলবিবেকী এই সকল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না; বহুবাক্যে বিশ্বাস করিবে। ভৃত্যগণের রাগাপরাগ, লোকের গুণাগুণ এবং শুভাশুভ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবে। তাহা হইলে, কাহারও পরাধীন হইতে হইবে না। অনুরাগজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তদিতর কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে। কেননা, জনানুরাগা লক্ষ্মী ও জনরঞ্জন এই দ্বিবিধ উপায়ে রাজা হওয়া যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সহায়সম্পত্তিনামক পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, ভৃত্য শিষ্যের ন্যায় রাজাজ্ঞা পালন করিবে। কখনও তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। অনুকূল প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে, নির্জ্জনে অপ্রিয় হিতবাক্য বলিবে। নিযুক্ত হইয়া কখনও বিত্ত হরণ করিবে না এবং কদাচ প্রভুর অবমাননা করিবে না। তাঁহার ন্যায় বেশ ভাষা ও ব্যবহার করিবে না। তাঁহার সংসর্গ করিবে না। তাঁহার গুহ্য প্রকাশ করিবে না। কিঞ্চিৎ কৌশলপ্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকে বিশেষিত করিবে। রাজা কোন গুহ্য কথা বলিলে, লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না। রাজা অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করিলে, নিজে তৎকার্য্য সাধন জন্য অগ্রসর হইবে। রাজদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্ন সর্ব্বদা ধারণ করিবে। আদিষ্ট না হইলে, দ্বারে প্রবেশ করিবে না। রাজার সমক্ষে কখনও অযোগ্য স্থানে উপবেশন করিবে না। জৃম্ভা, নিষ্ঠীবন, হাস্য, কোপ, পর্য্যস্তিকাশ্রয়, ভ্রুকুটী, বাত ও উদ্গার, এই সকল রাজসমীপে পরিহার করিবে। আপনার গুণবর্ণনে যুক্তিসহকারে পরকেই নিয়োগ করিবে। শঠতা, লোলতা, পিশুনতা, নাস্তিকতা, ক্ষুদ্রতা ও চপলতা, এই সকল রাজসেবাকালে এককালে পরিত্যাগ করিবে। ভূতিবর্দ্ধন ব্যক্তি শ্রুত, বিদ্যা ও শিল্প এই সকলে আত্মাকে আত্মা দ্বারা সংযোজিত করিয়া, রাজার সেবা করিবে। তাহা হইলে তাহার ভূতি লাভ হইবে। রাজার পুত্র, বল্লভ ও মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা নমস্কার করিবে। সচিবদিগকে কিছুই বিশ্বাস নাই। সর্ব্বদা রাজার মনঃপ্রীতিকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে। রাজবিৎ ভৃত্য বিরক্তি ত্যাগ করিয়া অনুরাগ সহকারে স্বকার্য্য সাধন করিবে; জিজ্ঞাসা না করিলে কোন বিষয়ে কোন কথা কহিবে না; কেবল আপৎকালে ঐরূপ করিবে; প্রসন্ন ও বাক্যসংগ্রাহী হইবে; কোন গুহ্য বিষয়ে আদেশ করিলে, তাহাতে কোন রূপ সন্দেহ বা ভয় করিবে না; সর্ব্বদা কুশলাদি জিজ্ঞাসা ও আসন দান করিবে। তাঁহার কথা শ্রবণমাত্র হৃষ্ট হইবে এবং অপ্রিয়ও প্রিয়বোধে অভিনন্দন করিবে; অল্প দানও বহু বলিয়া গ্রহণ ও কথান্তরে স্মরণ করিবে।

এই রূপে অনুরক্ত রাজার সেবা ও বিরক্তের বর্জ্জন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অনুজীবিবৃত্তনামক ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, অধুনা দুর্গসম্পত্তি কীর্ত্তন করিব। রাজা দুর্গদেশে বাস করিবেন। যাহার অধিবাসী অধিকাংশই বৈশ্য ও শূদ্র এবং কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ, যাহা শত্রুগণের অনাহার্য্য, যাহাতে অনেক কর্ম্মকরের বাস, যাহাতে পুষ্প আছে, ফল আছে ও ধান্য আছে, যাহাতে ব্যাল ও তস্করের নামমাত্র নাই, যাহা পরচক্রের অগম্য, এরূপ অদেবমাতৃক ভক্তজন দেশই প্রশস্ত।

হে ভার্গব! ধনুর্দুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, অম্বুদুর্গ ও গিরিদুর্গ, এই ছয় দুর্গের মধ্যে একতম দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাজা বাস করিবেন। ইহাদের মধ্যে শৈলদুর্গ সর্ব্বোত্তম, অভেদ্য এবং অন্যভেদন। তথায় অন্যের দুর্গম, উৎকৃষ্ট, অনুযন্ত্রায়ুধ সম্পন্ন এবং হট্টাদি ও দেবালয়াদি বিশিষ্ট পুর স্থাপন করিবে।

অধুনা রাজরক্ষা কীর্ত্তন করিব। রাজা বিষাদিত হইলে, তাঁহাকে তদবস্থায় রক্ষা করা বিধি। পঞ্চাঙ্গ শিরীষ, মূত্রপিষ্ট, বিষার্দ্দন, শতাবরী, ছিন্নরুহা, বিষঘ্নী, তণ্ডুলীয়ক, কোষাতকী, কল্হারী, ব্রাহ্মী, চিত্রপটোলিকা, মণ্ডূকপর্ণী, বারাহী, ধাত্রী, আনন্দক, উন্মাদিনী, সোমরাজ এবং বিষঘ্ন রত্ন, এই সকল রক্ষার উপায়।

নরপতি বাস্তুলক্ষণসম্পন্ন দুর্গে বাস করিয়া, দেবগণের পূজা, প্রজালোকের পালন, দুষ্টদিগের দমন ও বিবিধদানানুষ্ঠান করিবেন। কখনও দেবদ্রব্য হরণ করিবেন না; উহাতে কল্পকাল নরকে বাস হইয়া থাকে। দেবপূজাতৎপর হইয়া দেবালয় সকল প্রতিষ্ঠা, সুরালয় সকল পালন ও দেবতাসকল স্থাপন করিবেন। মৃণ্ময় অপেক্ষা দারুময় শ্রেষ্ঠ, দারুময় অপেক্ষা ইষ্টকময়, ইষ্টকময় অপেক্ষা প্রস্তরময় এবং প্রস্তরময় অপেক্ষা স্বর্ণময় ও রত্নময় শ্রেষ্ঠ। সুরগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলে, ভুক্তিমুক্তি প্রাপ্তি হয়। চিত্রনির্ম্মাণ, গীতবাদ্য, প্রেক্ষণীয় ও দানাদি অনুষ্ঠান এবং তৈল, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধাদিসহায়ে দেবতাকে স্নান করাইলে, স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের পূজা ও পালন করিবেন; কদাচ ব্রহ্মস্বহরণ করিবেন না। একমাত্র সুবর্ণ, একমাত্র গো ও একাঙ্গুল ভূমিও হরণ করিলে, নরক লাভ হইয়া থাকে। কাহারও দ্বেষ করিবেন না; পাপীকেও ঘৃণা করিবেন না। ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ অদেবকেও দৈব এবং দৈবকেও অদৈব করিতে পারেন। অতএব সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবেন। ব্রাহ্মণের অশ্রুপাতে কুল, রাজ্য ও প্রজা সমস্তই নষ্ট হয়। ধার্ম্মিক নরপতি সাধ্বী স্ত্রীর পালন করিবেন। সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ যথা,—সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইবে, গৃহকার্য্যে অতিমাত্র দক্ষ হইবে, ব্যয়ে অমুক্তহস্ত হইবে, উপস্কর সকল সুসংস্কৃত করিবে, স্বামীকে সর্ব্বদা সেবা করিবে, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, পরগৃহে রুচি-পরিহার করিবে, কলহশীলতা বিসর্জ্জন করিবে, স্বামী প্রবাসস্থ হইলে মণ্ডনবর্জ্জন করিবে, দেবতারাধনে তৎপরতা প্রদর্শন করিবে, স্বামিহিত কায়মনে সাধন করিবে, মঙ্গলার্থ কিঞ্চিৎ অলঙ্কার ধারণ করিবে, ভর্ত্ত্রাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া স্বর্গলাভ করিবে, লক্ষ্মীর পূজা করিবে, গৃহ সম্মার্জ্জনাদি করিবে এবং কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতে বিষ্ণুপূজা ও তদুদ্দেশে সবৎসা গাভী প্রদান

করিবে। সাবিত্রী সত্যাচারব্রতবলে স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে রাজধর্ম্মনামক সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, রাজা গ্রামের অধিপতিকে দশ গ্রামের আধিপত্যে নিয়োগ, দশ গ্রামের অধিপতিকে শতগ্রামের ঈশ্বর এবং শত গ্রামের ঈশ্বরকে বিষয়ের অধিপতি করিবেন। এই রূপে কর্ম্মানুসারে তাহাদের ভোগ বিভাগ করা বিধেয়। চরপুরুষগণ দ্বারা নিত্যই তাহাদের পরীক্ষা করিবে।

গ্রামমধ্যে কোনরূপ দোষ সমুৎপন্ন হইলে, গ্রামেশ তাহার শান্তি করিবে। অশক্ত হইলে দশগ্রামপতিকে নিবেদন করিবে। দশপাল এবিষয়ে যুক্তিবিধান করিবে। স্বাধিকার সুরক্ষিত হইলে, রাজার বিত্তলাভ হয়। ধনবানেরই ধর্ম্ম এবং ধনবানেরই কামনা সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে নদী যেমন শুষ্ক হয়, ধন বিনা ক্রিয়াকলাপ তেমনি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পতিত ও নির্দ্ধন এই উভয়ে কোন রূপ প্রভেদ নাই। পতিতের নিকট যেমন লোকে গ্রহণ করে না, দরিদ্রও তেমনি কাহাকে কিছু দিতে পারে না। ধনহীনের একমাত্র ভার্য্যাও তাহার উপবর্ত্তিনী হয় না।

রাষ্ট্রপীড়ন করিলে, রাজার চিরকাল নরকে বাস হইয়া থাকে। গর্ভিণী সহধর্ম্মিণী যেমন নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া গর্ভেই সুখ আবহন করে, রাজারও তদ্বৎ হওয়া আবশ্যক। যাহার প্রজা রক্ষিত না হয়, তাহার যজ্ঞ ও তপস্যার প্রয়োজন কি? যাহার প্রজা সুরক্ষিত, স্বর্গ তাহার গৃহের ন্যায়। আর যাহার প্রজা অরক্ষিত, নরকই তাহার মন্দির। কি সুকৃত, কি দুষ্কৃত সকলেরই ষড়ভাগ রাজা গ্রহণ করেন। রক্ষায় ধর্ম্মলাভ হয় এবং অরক্ষায় পাপসঞ্চয় হইয়া থাকে। রাজবল্লভ এবং তস্করগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজাভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, বিট ভীতা সুভগার ন্যায়,প্রজারক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য পরমধর্ম্ম; না করিলে, ঘোর নরক লাভ হয়। ঐরূপে রক্ষা করিলে, প্রজালোক রাজারই হইয়া থাকে এবং অরক্ষা করিলে তাহাদেরই ভোজনরূপে কল্পিত হয়।

দুষ্টগণের দমন ও শাস্ত্রোক্ত কর গ্রহণ এবং গৃহীত করের অর্দ্ধাংশ কোষে স্থাপন ও অর্দ্ধাংশ দ্বিজাতিগণে বিতরণ করিবে।

কেহ মিথ্যা বলিলে, তাহার বিত্তের অষ্টমাংশ দণ্ড করিবে। অধিকারী নির্দ্দেশ না হইলে, তাহার ধনসম্পত্তি তিন বৎসর রাখিয়া দিবে। ইহার পূর্ব্বে ধনস্বামী আসিলে, ঐ ধন পাইতে পারে। তিন বৎসর অতীত হইলে, রাজা স্বয়ং উহা গ্রহণ করিবেন। যে ব্যক্তি, আমার ঐ ধন, বলিবে, সে যথাবিধানে রূপ ও সংখ্যাদি নির্দ্দেশ করিলে, উহা পাইতে পারে।

বালক যত দিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তাবৎ রাজা তাহার সম্পত্তি অনুপালন করিবেন। বালপুত্রা, কুলহীনা, পতিব্রতা, বিধবা ও আতুরা এই সকল স্ত্রীকে নরপতি রক্ষা করিবেন। জীবিত অবস্থায় দায়াদগণ তাহাদের সংহরণ করিলে, রাজা তাহাদিগকে চোরের শাস্তি প্রদান করিবেন। সামান্যতঃ চোরে চুরি করিলে, রাজা স্বয়ং তাহা

প্রদান করিবেন এবং চোররক্ষাধিকৃত পুরুষগণের নিকট সেই হৃত গ্রহণ করিবেন। চুরি না হইলেও, চুরি হইয়াছে বলিলে, সে ব্যক্তিকে দণ্ডদান ও নিষ্কাশন করিবে। গৃহগত ব্যক্তিগণ আপনা আপনি চুরি করিলে, রাজা তাহার দায়ী হইবেন না।

হে দ্বিজ! নরপতি আপনার রাষ্ট্রপণ্য হইতে বিংশতি অংশ গ্রহণ করিবেন। বণিকের যাহাতে লাভ হইতে পারে, তাহা জানিয়া তিনি শুল্ক কল্পনা করিবেন। বণিক বিংশাংশ লাভ আদান করিবে। তাহার অন্যথা করিলে, দণ্ডনীয় হইবে। স্ত্রী ও প্রব্রাজিতগণের নিকট তরশুল্ক গ্রহণ করিবে না। শূকধান্যে ষড়্ভাগ ও শিম্বিধান্যে অষ্টমভাগ, দেশকালানুরূপে গ্রহণ করিবে। এইরূপ, পশু ও হিরণ্যের পঞ্চষড়ভাগ আদান করিবে। গন্ধ, ওষধি ও রস, পুষ্প, মূল, ফল, পত্র, শাক ও তৃণ, বংশ, বৈণব ও চর্ম্ম, বৈদল, ভাণ্ড, সর্ব্বপ্রকার অশ্মময় দ্রব্য, মধু, মাংস, ঘৃত ইহাদের ষড়্ভাগ গ্রহণ করিবে। মরিলেও, ব্রাহ্মণের নিকট কর আদান করিবে না। যে রাজার অধিকারে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হয়, তাহার রাষ্ট্র ব্যাধি,দুর্ভিক্ষ ও তস্কর দ্বারা অবসন্ন হইয়া থাকে। শ্রুত ও বৃত্ত সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহার বৃত্তি কল্পনা করিবে। পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে, তেমনি তাহাকে রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি রাজা কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া, প্রতিদিন ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা দ্বারা রাজার আয়ু, রাজ্য ও সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রাজধর্ম্মনামক অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ ও অন্তঃপুরচিন্তা কীর্ত্তন করিব। এই পুরুষার্থ সকলের পরস্পর রক্ষা দ্বারা নরপতি স্ত্রীসেবা করিবেন। অর্থরূপ মহাবৃক্ষ; ধর্ম্ম তাহার মূল ও কর্ম্ম তাহার ফল। সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলে, এই ত্রিবর্গপাদপের ফল পাওয়া যায়।

রাম! স্ত্রী সকল কামাধীন,তজ্জন্য রত্নসংগ্রহ। বিষয়ৈষী ভূপতি তাহাদের সেবা করিবেন; কিন্তু অতিমাত্র সেবা করিবেন না। আহার, মৈথুন, নিদ্রা, এই সকলের অতিশয় সেবা করা উচিত নহে। কেননা উহাতে রুগ্ন হইবার সম্ভাবনা। মঞ্চাধিকারে স্বরামিকা স্ত্রীর সেবা করিবে। যে স্ত্রী দুষ্ট ব্যবহার করে, স্বামীর কথা অভিনন্দন না করে, শত্রুর সহিত সংমিলন করে, গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, চুম্বন করিলে, বদন মার্জ্জন করে, দান করিলে, তাহার বহুমাননা না করে, প্রথমে শয়ন করে, শয়ন করিয়া পশ্চাৎ নিদ্রা হইতে উত্থান করে, স্পর্শ করিলে, গাত্র কম্পন ও গাত্র রোধ করে, প্রিয়কথা বলিলেও পরাঙ্মুখী হইয়া ঈষৎ শ্রবণ করে, অগ্রদানেও দৃষ্টিক্ষেপ না করে, জঘনদেশ গোপন করে, স্বামীকে দেখিলে বদন মলিন করে, স্বামীর মিত্রজনেও অননুরাগ প্রকাশ করে, অন্যান্য স্ত্রীগণ স্বামীর প্রতি কামিতা হইলেও মধ্যস্থার ন্যায় ভাব প্রদর্শন করে এবং যে স্ত্রী মণ্ডনকাল উপস্থিত জানিয়াও মণ্ডন কার্য্য না করে, এইরূপে যে স্ত্রী বিরাগপরায়ণা, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, সানুরাগা স্ত্রীর ভজনা করিবে।

যে স্ত্রী স্বামীর দর্শনমাত্র হৃষ্টা হয়, স্বামীকে দেখিলেই লজ্জায় অবনতমুখী হয়, দর্শনপথে

পতিতা হইলে চঞ্চলদৃষ্টি অন্যত্র ক্ষেপণ করে, প্রযত্ন সহকারে গর্হিত অঙ্গ গোপন করে, স্বামীকে দেখিলে বালককে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে, সম্ভাষণ করিলে, সত্য কথা বলে, স্পর্শ করিলে পুলকিত ও স্বিন্নদেহা হয়, হে রাম! স্বামির নিকট সুলভ দ্রব্য প্রার্থনা করে, তাহাও আবার স্বল্পমাত্র প্রাপ্ত হইলে পরম পুলকিত হয়, নামসংকীর্ত্তনমাত্রেই আহ্লাদিত হইয়া বহুমান করে,স্বামীর নিকট করজাঙ্কিত ফল প্রেরণ করে, ও স্বামীর প্রেষিত ফল আদরপুরঃসর হৃদয়ে ধারণ করে, যাহাকে আলিঙ্গন করিলে, শরীরে যেন অমৃতসিঞ্চন হয়, স্বামী শয়ন করিলে পর, যে স্ত্রী শয়ন করে ও তাহার পূর্ব্বে জাগরিত হয় এবং উরু স্পর্শ করিয়া সুপ্তস্বামীকে জাগরিত করে, তাহার নাম সানুরাগা স্ত্রী।

রাম! শৌচ, আচমন, বিরেচন, ভাবনা, পাক, বোধন, ধূপন ও বাসন, এই অষ্টবিধ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে কপিত্থ, বিল্ব, জম্বু, আম্র ও করবীর এই সকলের পত্রে উদক করিয়া, যে দ্রব্য শৌচিত হয়, তাহার নাম শৌচন। এই সকলের অভাবে মৃগদর্পজলে শৌচ করিবে। নখ, কুষ্ঠ, ঘন, মাংসী, স্পৃক্ক, শৈলেয়জ, জল, কুঙ্কুম, লাক্ষা, চন্দন, অগুরু, নীরদ, সরল, দেবকাষ্ঠ, কর্পূর, কান্তা, বাল কুন্দুরু, গুগ্গুল, শ্রীনিবাস ও সর্জ্জরস এই একবিংশতি ধূপদ্রব্য হইতে স্বেচ্ছাক্রমে দুই দুইটী দ্রব্য সজ্জভাগের সহিত গ্রহণ করিয়া, নখ, পিণ্যাক, মলয় ও মধুর সহিত সংযোজিত করিলে, ধূপযোগ বিনিষ্পন্ন হয়।

ত্বক্, নাড়ী, ফল, তৈল, কুঙ্কুম, গ্রন্থি, পর্ব্ব, শৈলেয়, তগর, কান্তা, চোল, কর্পূর, মাংসী, সুরা, কুষ্ঠ, এই সকল হইতে স্বেচ্ছাক্রমে দ্রব্যত্রয় গ্রহণ করিয়া মৃগদর্পের সহিত যোগ করত স্নান করিলে, কন্দর্পবৃদ্ধি হয়।

মঞ্জিষ্ঠা, তগর, চোল, ত্বক্, ব্যাঘ্রনখ, নখ ও গন্ধপাত্র বিন্যস্ত করিলে, সুন্দর গন্ধতৈল প্রস্তুত হয়। রাম! পুষ্পাধিবাসিত তিলদ্বারা তৈল নিপ-ড়ীত করিলে, বাসনবশাৎ পুষ্পসদৃশ সুগন্ধি তৈল বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এল, লবঙ্গ, কক্কোল, জাতীফল, কর্পূর এই কয়টী দ্রব্য জাতিপত্রিকার সহিত একত্র করিলে স্বতন্ত্র মুখবাসক হয়। রাম! কর্পূর, কুঙ্কুম, কান্তা, মৃগদর্প, হরেণুক, কক্কোল, এলা, লবঙ্গ, জাতি, কোশক, ত্বক্‌পত্র, ত্রুটি, মুস্ত, লতা, কস্তূরিক,লবঙ্গকণ্টক,জাতির ফল ও পত্র এবং কটুফল এই সকল দ্রব্যে কার্ম্মিক প্রস্তুত করিবে। ইহাদের চূর্ণে চারিভাগ খদিরসার প্রদানপূর্ব্বক সহকার সংযোগে সুন্দর গুটিকা সকল প্রস্তুত করিয়া, মুখমধ্যে ন্যস্ত করিলে, মুখরোগ বিনষ্ট হয়। পঞ্চপল্লববারি দ্বারা সুন্দররূপে প্রক্ষালন পূর্ব্বক শক্তি অনুসারে গুটিকা দ্রব্যের সহিত কটুক ও দন্তকাষ্ঠ তিন দিন গোমূত্রবাসিত করিয়া, পূগবৎ করিলে, মুখসৌগন্ধিকারক বিনিষ্পন্ন হয়। ত্বক্ ও পথ্য এই দুই দ্রব্যের সমাংশ অর্দ্ধভাগ কর্পূরের সহিত একত্র করিলে, মনোহর মুখবাস নাগবল্লীসম শোভমান হয়।

পৃথিবীপতি এই রূপে সর্ব্বদা স্ত্রীগণের রক্ষা করিবেন। ইহাদিগকে, বিশেষতঃ যে স্ত্রীর পুত্র হইয়াছে, তাহাকে কখন বিশ্বাস করিবেন না। রাত্রিতে স্ত্রীগৃহে শয়ন করিবেন না। তাহাদিগকে কৃত্রিম বিশ্বাস করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে স্ত্রীরক্ষাদিকামশাস্ত্রনামক
উনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, যেরূপে রাজার অভিষেক করিতে হয়, বলিব।

অভিষেকের পূর্ব্বে পুরোহিত ঐন্দ্রী শান্তি বিধান করিবেন। অভিষেকদিনে উপবাসী থাকিয়া বেদ্যগ্নিতে বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, সাবিত্র, বৈশ্বদৈবত, ও সৌম্য ইত্যাদি আয়ুষ্কর অভয়জনক শর্ম্মদ মন্ত্র সকল হোম ও স্বস্ত্যয়ন করিবে। অগ্নির দক্ষিণপার্শ্বস্থ সম্পাতশালী হেমময় কলস, অপরাজিতার সহিত গন্ধপুষ্পযোগে পূজা করিবে। প্রদক্ষিণ আবর্ত্ত ও শিখাসম্পন্ন, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, রথসমূহ ও মেঘের ন্যায় নির্ঘোষযুক্ত, ধূমহীন, অনুলোম, সুগন্ধশালী, স্বাস্তিকবৎ আকারসংযুক্ত, প্রসন্নঅর্চ্চিবিশিষ্ট, স্ফুলিঙ্গবিহীন, মহাশিখাসম্পন্ন অগ্নিই প্রশস্ত। হোমসময়ে মার্জ্জার, মৃগ ও পক্ষীগণ যেন মধ্য দিয়া গমন করিতে না পারে।

নরপতি পর্ব্বতাগ্রমৃত্তিকা দ্বারা মস্তকশোধন করিবেন; বল্মীকাগ্রমৃত্তিকা দ্বারা কর্ণ, কেশবালয়মৃত্তিকাদ্বারা মুখ, ইন্দ্রালয়মৃত্তিকা দ্বারা গ্রীবা, নৃপালমৃত্তিকা দ্বারা হৃদয়, করিদন্তোদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা দক্ষিণ ভুজ, বৃষশৃঙ্গোদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা বাম ভুজ, সরোমৃত্তিকা দ্বারা পৃষ্ঠ, সঙ্গমমৃত্তিকা দ্বারা উদর, নদীকূলদ্বয়মৃত্তিকা দ্বারা দুই পার্শ্ব, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দ্বারা কটিদেশ, যজ্ঞস্থানমৃত্তিকা দ্বারা উরুদ্বয়, গোস্থানমৃত্তিকা দ্বারা জানুদ্বয়, অশ্বস্থানমৃত্তিকা দ্বারা জঙ্ঘাদ্বয়, রথচক্র মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্ঘ্রিদ্বয় ও পঞ্চগব্য দ্বারা মস্তক শোধিত করিবেন।

অনন্তর অমাত্যচতুষ্টয় ঘটসলিলে ভদ্রাসনগত রাজাকে অভিষেক করিবেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ অমাত্য ঘৃতপূর্ণ হেমকুম্ভ দ্বারা পূর্ব্ব দিকে, ক্ষত্রিয় অমাত্য ক্ষীরপূর্ণ রূপ্যকুম্ভ দ্বারা যাম্যদিকে, বৈশ্য অমাত্য দধিপূর্ণ তাম্রকুম্ভ দ্বারা পশ্চিমদিকে এবং শূদ্র অমাত্য জলপূর্ণ মৃণ্ময় কুম্ভ দ্বারা উত্তর দিকে অভিষেক করিবেন। অনন্তর বহ্বৃচপ্রবর ব্রাহ্মণ মধু দ্বারা ও ছন্দোগ ব্রাহ্মণ কুশো দ্বারা অভিষেক করিবেন। তদনন্তর পুরোহিত সদস্যবর্গে যথাবিধি বহ্নিরক্ষাবিধান করিয়া, সম্পাতবান্ কলস দ্বারা অভিষেক করিবেন। তৎপরে তিনি বেদিমূলে গমন করিয়া শতচ্ছিদ্র সৌবর্ণ পাত্রসহায়ে যা ওষধী ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি দ্বারা অথ ইত্যাদিমন্ত্রে গন্ধ দ্বারা, পুষ্পাবতীতিমন্ত্রে পুষ্প দ্বাষা, ব্রাহ্মণেতি মন্ত্রে বীজ দ্বারা, আশুঃ শিশান ইতি মন্ত্রে রত্ন দ্বারা এবং যে দেবা ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা অভিষেক করিবেন। অনন্তর যজুর্ব্বেদী ও অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ গন্ধদ্বারেতি বলিয়া স্পর্শ করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ রোচনা ও সর্ব্বতীর্থজল দ্বারা শির ও কণ্ঠ অভিষিক্ত করিয়া গীতবাদ্যাদি নির্ঘোষ ও চামরব্যজনাদিসহায়ে সর্ব্বৌষধিময় কুম্ভ রাজার অগ্রে ধারণ করিবেন। অনন্তর রাজা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও গ্রহেশ্বরদিগকে বিশেষবিধানে অর্চ্চনা করিয়া দর্পণ ঘৃত ও মঙ্গলাদি দর্শন করিবেন। তখন পুরোহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মের উত্তরবিশিষ্ট শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, মধুপর্কাদিদানপুরঃসর পট্টবন্ধ সম্পাদিত করিবেন এবং রাজার পঞ্চচর্ম্মোত্তর মুকুটবন্ধও প্রদান করিবেন। পঞ্চ চর্ম্ম যথা, বৃষজ, বৃষদংশজ, দ্বীপিজ, সিংহজ ও ব্যাঘ্রজ। তৎকালে ধ্রুবাদ্য ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে।

এবং প্রতীহারো অমাত্য ও সচিবদিগকে প্রদর্শন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে রাজ্যাভিষেকনামক সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, নৃপতি যখন বুঝিতে পারিবেন যে, বলবান্ আক্রন্দ কর্ত্তৃক মদীয় পার্ষ্ণিগ্রাহ অভিভূত হইয়াছে, তখন যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিবেন। অথবা আমি যোধদিগকে পোষণ ও ভৃত্যদিগকে ভরণ করিয়াছি, আমার বলও প্রভূত। অধুনা আমি মূলরক্ষায় সমর্থ হইয়াছি, এইপ্রকার বুঝিতে পারিলেই, তিনি তাহাদের সহিত শিবিরে গমন করিবেন। অথবা, শত্রু ব্যসনাপন্ন ও দৈবাদি কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলেই, তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। প্রশস্ত শরীরস্ফূর্ত্তি সংঘটন, শুভস্বপ্নসন্দর্শন অথবা শুভ ও নিমিত্ত শুভ শকুন সমুপস্থিত হইলেই, তিনি শত্রুপুরে যাত্রা করিবেন।

বর্ষাকালে পদাতিহস্তিবহুল সেনা সংযোজিত করিবে; হেমন্তে ও শিশিরে রথবাজিসমাকুল এবং বসন্তে ও শরন্মুখে চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়োগ করিবে। পদাতিবহুল সেনা সর্ব্বদা শত্রু জয় করে। শরীরের দক্ষিণভাগস্ফুরণই প্রশস্ত; বামভাগে অথবা পৃষ্ঠ ও হৃদয়ের স্ফুরণ প্রশস্ত নহে। স্ত্রীলোকের বামভাগ স্ফুরণ প্রশস্ত।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধযাত্রানামক একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, গমন, অবস্থান ও প্রশ্ন এই সকল বিষয়ে শকুনসকল পুরুষের শুভাশুভ বিজ্ঞাপত করে। শকুন দুই প্রকার, দীপ্ত ও শান্ত। দৈবজ্ঞেরা নির্দ্দেশ করেন, দীপ্ত শকুনে অশুভ ফল এবং শান্ত শকুনে শুভফল সংঘটিত হইয়া থাকে। বেলা, দিক্, দেশ, করণ, রুত ও জাতি বিভেদ অনুসারে শকুনদীপ্তি ষট্প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলবত্তর। তন্মধ্যে দীপ্তদিকে শকুনকে দিগ্‌দীপ্ত বলে, আর গ্রামে আরণ্য, অরণ্যে গ্রাম্য ও নিন্দিত পাদপ ইত্যাদি অশুভদেশে শকুনকে দেশদীপ্ত, স্বজাতিতে অনুচিতক্রিয়কে ক্রিয়াদীপ্ত, ভিন্নভৈরবনিস্বনকে রুতদীপ্ত এবং কেবল মাংসভোজীকে জাতিদীপ্ত বলিয়া থাকে।

গো, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, সারিকা, গৃহগোধিকা, চটকা, ভাস ও কূর্ম্মাদি ইহারা গ্রামবাসী। অজ, মেষ, শুক, নাগেন্দ্র, কোল, মহিষ, বায়স, ইহারা গ্রাম্যারণ্য এবং অন্যান্য সকলে বনগোচর। মার্জ্জার ও কুক্কুট ইহারা গ্রাম ও অরণ্য উভয়বাসী। রূপভেদ অনুসারে ইহাদের পরিচয় হইয়া থাকে। গোকর্ণ, শিখী, চক্রবাক্, খর, হারীত, বায়স, কুলাহ, কুক্কুভ, শ্যেন, কপিঞ্জল, ফেরু, খঞ্জন, বানর, শতঘ্ন, চটকা, শ্যাম, চাস, তিত্তিরি, শতপত্র, কপোত, খঞ্জরীট, দাত্যূহ, শুক, রাজীব, কুক্কুট, ভারদ্বাজ ও সারঙ্গ এই সকল দিবাচর, জানিবে।

বাহুরি, উলূক, শরভ, ক্রৌঞ্চ, শশক, কচ্ছপ, লোমাসিক ও পিঙ্গলিক ইহারা রাত্রিচর।

হংস, মৃগ, মার্জ্জার, নকুল, ঋক্ষ, ভুজঙ্গম,

বৃকারি, সিংহ, ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, গ্রামশূকর, মানুষ, শ্বাবিদ্ ঋষভ, গোমায়ু, বৃক, কোকিল, সারস, তুরঙ্গ, কৌপীনধর ও গোধা ইহারা উভচর।

উল্লিখিত জন্তুগণ দলবদ্ধ হইয়া বলপ্রস্থানের পুরস্তাৎ বিচরণ করিলে, নিধনসাধন হয়। চাস পক্ষী গৃহ হইতে গমন পূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থান করিয়া শব্দ করিলে রাজার অবমান এবং বামে থাকিলে কলহ ও আহার সমাবেশ হয়। প্রস্থান সময়ে তাহার দর্শন শুভ। রাম! ময়ূর বামভাগে শব্দ করিলে, দ্রব্যাদি চুরী হইয়া থাকে। প্রস্থান সময়ে সম্মুখদেশে মৃগদর্শন করিলে, মৃত্যু সংঘটন হয়। ঋক্ষ আখু, জম্বুক, ব্যাঘ্র, সিংহ, মার্জ্জার, ও গর্দ্দভ ইহারা প্রাতিলোম্যে গমন করিলে, খর বিকৃতস্বরে শব্দ করিলে এবং বামদিকস্থ কপিঞ্জল দক্ষিণদিকে অবস্থান করিলে, মঙ্গলঘটনা হয়; কিন্তু তিত্তিরি পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিলে নিন্দিত ফল লাভ হইয়া থাকে। এণ, বরাহ, বৃষভ ইহারা বাম হইয়া দক্ষিণ হইলে, অর্থসাধন এবং বিপরীত হইলে, অনর্থসম্পাদন করে।

বৃষ, অশ্ব, জম্বুক, ব্যাঘ্র, সিংহ, মার্জ্জার, গর্দ্দভ ইহারা দক্ষিণ দিক্ হইতে বামে গমন করিলে বাঞ্ছিত অর্থ সাধন করে, জানিবে। শিবা, শ্যামাননা, ছুচ্ছু, পিঙ্গলা, গৃহগোধিকা, শূকরী, কোকিলা ও পুংসজ্ঞ জীবগণ বামদিকে এবং কপি, শ্রীকর্ণ, ভাস, করুষ ও স্ত্রীসংজ্ঞ জীবগণ দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত। বৃষ, সর্প, শশ, ক্রোড় ও গোধার কীর্ত্তন শুভ। বানর ও ঋক্ষের প্রতীপ সন্দর্শন অনিষ্টকর। শিবা এক, দুই, তিন বা চারিবার ডাকিলে শুভ, পাঁচ বা ছয় বার ডাকিলে, অশুভ এবং সাতবার ডাকিলে প্রশস্ত; ইহার ঊর্দ্ধ নিষ্ফল হইয়া থাকে। মানবগণের রোমাঞ্চজননী ও বাহনগণের ভয়প্রদা সূর্য্যমুখী জ্বালানলা ভয়বর্দ্ধিনী জানিবে। শুভদেশে প্রথম সারঙ্গ দর্শন শুভ। একবৎসর পরে ইহার ফল জানিতে পারা যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শকুননামক দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, বহুসংখ্য বায়স যে পথে পুরপ্রবেশ করে, সেই পথে রুদ্ধ পুরীর গ্রহণ হইয়া থাকে। কাক যদি ত্রস্ত ও ভয়াতুর হইয়া, সেনাগণের বামদিকে শব্দ করে, তাহা হইলে দুস্তর ভয় উপস্থিত হয়; পুরোভাগে রক্তন্যাস করিলে, বন্ধন ঘটিয়া থাকে; হে ভার্গব! পীতদ্রব্য, স্বর্ণ বা রৌপ্য উপনীত করিলে, তত্তৎদ্রব্যের লাভ হয়, গৃহ হইতে কোন দ্রব্য অপনীত করিলে, তাহার হানি হয়, পুরোভাগে আমমাংস ছর্দ্দন করিলে ধন লাভ হয়, মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিলে, ভূলব্ধি ও রত্ন অর্পণ করিলে রাজ্যপ্রাপ্তি হয়; প্রস্থানসময়ে অনুকূল হইলে লোকে ক্ষেম ও কর্ম্মক্ষম হয়, প্রতিকূল হইলে ভয়াবহ ও অনর্থসাধক হয়, শব্দ করিতে করিতে সম্মুখীন হইলে যাত্রার ব্যাঘাতকর হয়; বামদিকে অবস্থান করিলে প্রশস্ত ফল লাভ হয়; দক্ষিণদিকে থাকিলে অর্থ বিনাশ হয়; বামদিকে অনুলোম গমন করিলে শ্রেষ্ঠ ও দক্ষিণদিকে অনুলোম গমনে মধ্যম; বামদিকে প্রতিলোম গমন করিলে যাত্রা নিষিদ্ধ; গৃহে গমন করিলে যাত্রার্থ অভিপ্রেত সূচনা করে; সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিলে ভয় সংঘটন হয়; কোটরে বাস করিলে মহান্ অনর্থ হয়; ঊষর ভূমিতে অবস্থান করিলে অশুভ; অঙ্কে পঙ্কলিপ্ত থাকিলে

প্রশস্ত এবং অমেধ্যপূর্ণবদন হইলে, সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে ভৃগুনন্দন! অন্যান্য পতত্রিগণ কাকবৎ জানিবে।

কুক্কুরগণ স্কন্ধাবারের অপসব্যস্থ হইলে, বিপত্তি নাশ হয়; ইন্দ্রস্থানে শব্দ করিলে নরেন্দ্রের, গোপুরে পুরেশের ও অন্তর্গৃহে থাকিয়া শব্দ করিলে গৃহেশের মৃত্যু হয়। কুক্কুর যাহার বাম অঙ্গ ঘ্রাণ করে, তাহার অর্থসিদ্ধি হয়; দক্ষিণ অঙ্গ ও বাম ভুজ ঘ্রাণ করিলে ভয়সংঘটন হয়; যাত্রাসময়ে প্রতিমুখে সমাগত হইলে যাত্রার ব্যাঘাত হয়, হে ভার্গব! পথ রোধ করিয়া থাকিলে দ্রব্যাদি চুরি হয়, রজ্জু চীর বা অস্থি মুখে থাকিলে লভ্যের হানি হয়, উপানহ বা মাংস মুখে থাকিলে অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়; কেশ ও অন্যান্য অমঙ্গল্য মুখে থাকিলে শুভ হয়; সম্মুখে অবমূত্রন করত গমন করিলে, ভয়সংঘটন হয় এবং ঐরূপ অবস্থায় শুভদেশ বা বৃক্ষ অথবা কোন মঙ্গল্য দ্রব্য সমীপে গমন করিলে যাত্রাকারীর অর্থসিদ্ধি হয়। রাম! জম্বুকাদি অন্যান্য পশু কুক্কুরবৎ জানিবে।

গোগণের অনিমিত্ত রোদন স্বামীর ভয় সূচনা করে। তাহারা রাত্রিতে ঐরূপ বিকৃত রব করিলে চৌরভয় ও মৃত্যু হয়। রাত্রিতে বলীবর্দ্দ শব্দ করিলে স্বামীর মঙ্গল লাভ হয়। স্বকীয় দত্ত গোসকল ভক্ষণ করিলে অভয় হয়; বৎসগণে স্নেহশূন্য হইলে গর্ভক্ষয় হয়; ব্যাকুল ও শঙ্কিত হইয়া পাদ দ্বারা ভূমিলিখন করিলে ভয়সংঘটন হয় এবং আর্দ্রাঙ্গ, হৃষ্টরোমা ও শৃঙ্গে মৃত্তিকালগ্ন হইলে শুভ হয়। মহিষী প্রভৃতি অন্যান্য পশুসকলে এইরূপ জানিবে।

সপর্য্যাণ অশ্ব জলে উপবেশন বা ভূমিতে পরিবর্ত্তন করিলে অনিষ্ট হয়; অনিমিত্তে শয়ন করিলে বিপৎপাত হয়; অকস্মাৎ যব ও মোদকে বিতৃষ্ণ হইলে অমঙ্গল হয়; রুধির বমন ও শরীর কম্পন করিলে অনিষ্ট হয়; এক কপোত ও সারিকার সহিত ক্রীড়া করিলে মৃত্যু হয়; সাশ্রু নেত্রে জিহ্বাযোগে পাদ লেহন করিলে বিনাশ হয়; বামপাদ দ্বারা ভূমি লেখন করিলে অশুভ হয়; দিবসে বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে অমঙ্গল হয়; নিদ্রাবিল বদনে সকৃন্মূত্র ত্যাগ করিলে ভয়সংঘটন হয়; আরোহণ করিতে না দিলে বা প্রতিকূলভাবে গৃহে গমন করিলে অথবা বাম পার্শ্ব স্পর্শ করিলে যাত্রার ব্যাঘাত হয় এবং হ্রেষমাণ হইয়া পাদ দ্বারা শত্রুসৈন্য স্পর্শ করিলে জয়লাভ হয়।

মৈথুনপ্রবৃত্ত মাতঙ্গ গ্রামে গমন করিলে দেশ নষ্ট হয়। প্রসূতা নাগবনিতা মত্ত হইলে রাজার বিনাশ হয়; আরোহণ করিতে না দিলে অথবা প্রতিকূলভাবে গৃহে গমন করিলে রাজার ব্যাঘাত হয়; বামপাদ দক্ষিণপাদে আক্রমণ করিলে শুভ হয় এবং কর দ্বারা দক্ষিণ দন্ত মার্জ্জন করিলে মঙ্গললাভ হয়।

বৃষ, অশ্ব বা হস্তী রিপুসৈন্যে গমন করিলে, অশুভ হয়।

যাত্রাকালে গ্রহ নক্ষত্র প্রতিকূল, সম্মুখবায়ু প্রবাহিত ও ছত্রাদি পতন হইলে ভয়সংঘটন হয়; এবং লোকসকল হৃষ্ট ও গ্রহসকল অনুকূল হইলে জয় হয়।

কাকগণ দ্বারা যোধগণের অভিভব ও ক্রব্যাদগণ দ্বারা মণ্ডলক্ষয় হইয়া থাকে।

প্রাচী, পশ্চিম ও ঐশানী দিক্ প্রসন্ন হইলে শুভ ফল লাভ হয়।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, রাজধর্ম্ম উপলক্ষে সর্ব্বপ্রকার যাত্রাস্বরূপ কীর্ত্তন করিব।

শুক্র অস্তমিত, নীচগত, বিকল, রিপুরাশিস্থ, প্রতিকূল ও বিধ্বস্ত হইলে যাত্রা বিসর্জ্জন করিবে। বুধ প্রতিলোম ও দিক্‌পাল গ্রহ অননুকূল হইলে যাত্রা ত্যাগ করিবে। বৈধৃতি, ব্যতীপাত, নাগ, শকুনি ও চতুষ্পাদ কিস্তুঘ্ন, এই সকলে যাত্রা বিবর্জ্জন করিবে। বিপত্তার, নৈধন, প্রত্যরি, জন্ম, গণ্ড ও রিক্তাতিথি এই সকলে যাত্রা বিসর্জ্জন করিবে। উদীচীর সহিত প্রাচী, এবং পশ্চিমের সহিত দক্ষিণ দিকের ঐক্য কথিত হইয়াছে। বায়ুগ্নিদিক্‌সমুদ্ভূত পরিঘযোগ লঙ্ঘন করিবে না। আদিত্য, চন্দ্র ও শৌর এই কয় দিবস যাত্রায় প্রশস্ত নহে। পূর্ব্বে কৃত্তিকাদি, যাম্যে মঘাদি, পশ্চিমে মৈত্রাদি ও উত্তরে বাসবাদি নক্ষত্র প্রশস্ত।

অধুনা ছায়ামান কীর্ত্তন করিব। আদিত্যে বিংশতি, চন্দ্রে ষোড়শ, ভৌমে পঞ্চদশ, বুধে চতুর্দ্দশ, জীবে ত্রয়োদশ, শুক্রে দ্বাদশ এবং সৌরে একাদশ সর্ব্বকর্ম্মে কীর্ত্তিত হইয়াছে। জন্মলগ্নে ও সম্মুখশক্রচাপে যাত্রা করিবে না। শুভ শকুনাদিতে হরিস্মরণপুরঃসর জয়জন্য যাত্রা করিবে।

সম্প্রতি তোমার নিকট মণ্ডলচিন্তা কীর্ত্তন করিব। রাজার রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বামী, অমাত্য, দুর্গ, কোষ, দণ্ড, মিত্র ও জন এই সাতটী রাজ্যের অঙ্গ। সপ্তাঙ্গ রাজ্যের বিঘ্নকর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিবে। রাজা সমস্ত মণ্ডলেই বৃদ্ধি বিধান করিবেন।

রিপু তিনপ্রকার, কুল্য, অনন্তর ও কৃত্রিম। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব গুরু ও দুশ্চিকিৎস্যতম। পুরাতন পুরুষগণ মিত্র দ্বারা শত্রুর উচ্ছেদকে প্রশস্ত বলেন। মিত্রও সময়ে শত্রু হইয়া থাকে। স্বয়ং সমর্থ হইলে জিগীষু রাজা শত্রুকে উচ্ছিন্ন করিবেন। যাহাতে লোকে উদ্বিগ্ন বা অবিশ্বস্ত না হয়, এরূপে জিগীষু ও ধর্ম্মবিজয়ী রাজা তাহাকে বশীভূত করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যাত্রামণ্ডলচিন্তাদিনামক চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, আমি তোমার নিকট সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড কহিয়াছি এবং স্বদেশে যেরূপে দণ্ডপ্রয়োগ বিধি, তাহাও বলিয়াছি। অধুনা পরদেশে প্রযোজ্য দণ্ডাদি কীর্ত্তন করিব।

প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদে দ্বিবিধ দণ্ড কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে লুণ্ঠন, গ্রামঘাত, শস্ত্রঘাত, অগ্নিদীপন, বিষ, বহ্নি ও বিবিধ পুরুষসহায়ে বধ এই কয়টি প্রকাশ দণ্ড। আর সাধুদূষণ ও উদকদূষণ ইহাদের নাম অপ্রকাশ দণ্ড। দণ্ডপ্রণয়ন কীর্ত্তন করিলাম।

হে ভার্গব! এক্ষণে উপেক্ষাবিধি শ্রবণ কর। নৃপতি যখন বুঝিবেন যে, শত্রু আমার কিছুমাত্র উপদ্রব করিতে সক্ষম নহে এবং আমিও তদ্বৎ অক্ষম, তখনই তিনি উপেক্ষা আশ্রয় করিবেন। এইরূপে নরপতি শত্রুকে অবজ্ঞা দ্বারা উপহত করিবেন।

অধুনা মায়োপায় কীর্ত্তন করিব। বিবিধ অনৃত উৎপাত দ্বারা শিবিরস্থ শত্রুর উদ্বেগ উৎপাদন করিবে। হে দ্বিজ! বিপুল উল্কা নির্ম্মাণ

করিয়া বিসর্জ্জন ও উল্কাপাত প্রদর্শন করিবে। এইরূপ অন্যান্য বহুবিধ উৎপাত প্রয়োগ এবং বিবিধ কুহক সহায়ে শত্রুর উদ্বেজন করিবে।

সাংবৎসর ও তাপসগণ শত্রুর বিনাশ কীর্ত্তন করিবেন। তদ্দ্বারা জিগীষু রাজা শত্রুকে উদ্বেজিত করিবেন এবং দেবগণের প্রসাদ কীর্ত্তন করিয়া সংগ্রামসময়ে এইপ্রকার কহিবেন, আমাদের মিত্রবল সমাগত হইয়াছে; এদিকে শত্রুগণও রণে ভঙ্গ দিয়াছে, তোমরা নিঃশঙ্কে প্রহার কর। তৎকালে, শত্রু হত হইল বলিয়াও ক্ষ্বেড়ন ও কিলকিলা শব্দ করিবে।

অধুনা ইন্দ্রজাল কীর্ত্তন করিব। নরপতি যথাকালে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিবেন এবং শত্রুকে দেখাইবেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ দেবগণের চতুরঙ্গ বল সমাগত হইয়াছে। এইপ্রকার প্রদর্শনান্তে শত্রুর উদ্দেশে রক্তবৃষ্টি এবং প্রাসাদের অগ্রে শত্রুর ছিন্ন মস্তকপরম্পরা প্রদর্শন করিবে।

সম্প্রতি ষাড়্গুণ্য কীর্ত্তন করিব। ষড়্গুণের মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহ শ্রেষ্ঠ। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় এই ষড়্গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পণবন্ধের নাম সন্ধি, অপকারের নাম বিগ্রহ, জিগীষু রাজার শত্রুবিজয়ে যাত্রার নাম যান, বিগ্রহসহকারে স্বীয় দেশে অবস্থিতির নাম আসন, বলার্দ্ধসহায়ে প্রয়াণের নাম দ্বৈধীভাব। সমানের সহিত সন্ধি এবং হীনের সহিত বিগ্রহ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে উপায়ষড়্গুণাদিনামক পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমঅধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেন, নরপতি দ্বাদশরাজক মুখ্য মণ্ডল চিন্তা করিবেন। অরি, মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র, বিজিগীষুপুর, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, আসার, অনল, বিজিগীষুমণ্ডল এবং অরি ও বিজিগীষুর ভূম্যনন্তর মধ্যমমণ্ডল এই দ্বাদশ রাজমণ্ডল।

লক্ষ্মণ! তোমার নিকট সন্ধি, বিগ্রহ, যান ও আসনাদি কীর্ত্তন করিব। বলবান্ কর্ত্তৃক বিগৃহীত হইলে, কল্যাণার্থ সন্ধি করিবে। কপাল, উপহার, সন্তান, সঙ্গত, উপন্যাস, প্রতীকার, সংযোগ, পুরুষান্তর, অদৃষ্টনর, আদিষ্ট, উপগ্রহ, পরিক্রম, ছিন্ন, পরদূষণ, স্কন্ধোপনেয় ও সন্ধি এই ষোড়শবিধ সন্ধি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগাক্রান্ত, বন্ধুবহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজন, লুব্ধ, লুব্ধজন, বিরক্তপ্রকৃতি, বিষয়সুখে অতিমাত্র আসক্ত, অনেক-চিত্ত-মন্ত্র, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, দৈবোপহত, দৈবনিন্দক, দুর্ভিক্ষব্যসনসম্পন্ন, বলব্যসনসংযুক্ত, স্বদেশস্থ, বহুরিপুযুক্ত, কালযুক্ত, সত্যধর্ম্মবর্জ্জিত এই একবিংশতি পুরুষের সহিত সন্ধি করিবে না; কেবল বিগ্রহ করিবে। পরস্পরের অপকার দ্বারাই বিগ্রহ উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্মার অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী অথবা শত্রুকর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে নরপতি দেশ-কাল-বলোপেত হইয়া বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন।

রাজ্য, স্ত্রী, স্থান, দেশ, জ্ঞান ও বল, এই সকলের অপহরণ; মদ, মান, বৈষয়িকী পীড়া, জ্ঞান, আত্মশক্তি ও ধর্ম্ম এই সকলের বিঘাত, দৈব, মিত্রার্থ, অপমান, বন্ধুবিনাশন, ভূতানুগ্রহবিচ্ছেদ, মণ্ডলদূষণ এবং একার্থাভিনিবেশ এই কয়টি বিগ্র-

হের হেতু। সাপত্ন্য, বাস্তুজ, স্ত্রীজ, বংগ্‌জ ও অপরাধজ এই পঞ্চবিধ বৈর কথিত হইয়াছে। সাধন-সহায়ে ইহার শান্তি করিবে।

যাহাতে কিঞ্চিৎ ফল আছে, যাহা নিস্ফল, যাহার ফল সন্দিগ্ধ, যাহা আপাততঃ দোষজনক, যাহা পরিণামে নিস্ফল, যাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ত্রই দোষজনন, যাহা তদাত্বে ফলসংযুক্ত, যাহা পরিণামে ফলবর্জ্জিত, যাহা ভবিষ্যতে ফল-বিশিষ্ট, যাহা তদাত্বে নিস্ফল, যাহা পরের জন্য, যাহা স্ত্রীনিমিত্তক, ইত্যাদি ষোড়শবিধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবে না। যাহার তদাত্ব ও আয়তি উভয়ই নির্দ্দোষ, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানেই নরপতি সর্ব্বদা প্রবৃত্তিবিধান করিবেন। আপনার বল হৃষ্টপুষ্ট জানিয়া তদ্বিপরীতকে আক্রমণ করিবে। মিত্র, আক্রন্দ ও আসার ইহারা নিজের প্রতি দৃঢ়-ভক্তি ও শত্রুর প্রতি তদ্‌বিপরীতভাবাপন্ন হইলে, বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবে। যান পঞ্চবিধ, বিগ্রহপূর্ব্বক, সন্ধানপূর্ব্বক, প্রসঙ্গপূর্ব্বক, উপেক্ষাপূর্ব্বক ও সম্ভ-বন পূর্ব্বক।

দুই বলবান্ শত্রুর মধ্যে বাক্য দ্বারা আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক কাকাক্ষিবৎ অলক্ষিত হইয়া, দ্বৈধী-ভাবসহকারে অবস্থান করিবে। উভয়ের সম্পাত সংঘটিত হইলে, অপেক্ষাকৃত বলবানের সেবা করিবে। বলবান্ শত্রুকর্ত্তৃক উদ্বিগ্ন হইয়া কোন প্রকার প্রতিকার উপায় না থাকিলে সত্যশীল, আর্য্যভাবাপন্ন বলোৎকটের আশ্রয় করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ষাড়্‌গুণ্যনামক ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীরাম কহিলেন, প্রভাব ও উৎসাহশক্তি অপেক্ষা মন্ত্রশক্তি প্রশস্ত। শুক্রাচার্য্য প্রভাব ও উৎসাহশালী হইলেও, দেবপুরোহিত বৃহস্পতি তাঁহাকে পরাজিত করেন। অনাপ্ত ও অপণ্ডিতের সহিত মন্ত্রণা করিবে না। বিনা ক্লেশে অশক্য কামবৃত্তির ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞান, জ্ঞাতবিষয়ের নিশ্চয়, অর্থ-দ্বৈধের সন্দেহচ্ছেদন এবং পরিণামদর্শন, এই কয়টি মন্ত্রণার ফল। সহায়, সাধন, উপায়, দেশকাল-বিভাগ ও বিপৎপ্রতীকার এই পাঁচটি মন্ত্রের অঙ্গ।

মনঃপ্রসাদ, শ্রদ্ধা, করণপটুতা ও সহায়োত্থান-সম্পদ এই কয়টি কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

মদ, প্রমাদ, কাম, সুপ্তপ্রলাপ, এই কয়টি মন্ত্র ভেদ করে।

প্রগল্‌ভ, স্মৃতিমান্, বাগ্মী, শস্ত্রশাস্ত্রসুপণ্ডিত ও অভ্যস্তকর্ম্মা, এইরূপ ব্যক্তিই রাজদূত হইবার উপযুক্ত। দূত ত্রিবিধ; নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও শাসনহারক। ইহারা পরস্পর একপাদ নিকৃষ্ট। অবিজ্ঞাত হইয়া শত্রুর পুরে বা সভায় প্রবেশ করিবে না; কার্য্যার্থ কাল প্রতীক্ষা করিবে এবং অনুজ্ঞা পাইলে নিষ্পতিত হইবে। দৃষ্টি ও গাত্র-চেষ্টা দ্বারা শত্রুর রাগাপরাগ এবং ছিদ্র, কোষ, মিত্র ও বল এই সকল জানিবে। উভয়পক্ষেরই পঞ্চবিধ স্তোত্র করিবে। লিঙ্গী ও তপস্বীগণের সহিত একত্রে বাস করিবে। এই সকল দূতের কার্য্য।

চর দ্বিবিধ; প্রকাশ ও অপ্রকাশ। চরগণ বণিক, কৃষীবল, লিঙ্গী ও ভিক্ষুক প্রভৃতির আকার পরিগ্রহ করিবে।

দূতচেষ্টিত নিষ্ফল হইলে ব্যসনাপন্ন শত্রুকে আক্রমণ করিবে এবং প্রকৃতিব্যসন পর্য্যালোচনা

করিয়া সমুৎপতিত হইবে। যাহা অনয়প্রযুক্ত শ্রেয় বিনাশ করে, তাহার নাম ব্যসন। ব্যসন দ্বিবিধ; দৈব ও মানুষ। তন্মধ্যে দৈব ব্যসন পঞ্চবিধ; অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরক। পুরুষকার ও শান্তি সহায়ে দৈবব্যসন প্রশমিত করিবে। আর উত্থাপিত ও নীতিবলে মানুষ ব্যসন পরিহার করিবে।

মন্ত্র, মন্ত্রফলপ্রাপ্তি, কার্য্যানুষ্ঠান, পরিণাম, আয়ব্যয়, দণ্ডনীতি, শত্রুপ্রতিষেধ, ব্যসনপ্রতীকার, রাজ্য ও রাজার রক্ষা এই কয়টি মন্ত্রীর কার্য্য। মন্ত্রী ব্যসনান্বিত হইলে এই সকলের বিনাশ করিয়া থাকে।

প্রজা ব্যসনাপন্ন হইলে হিরণ্য, ধান্য, বস্ত্র, বাহন ও অন্যান্য দ্রব্যের সহিত আত্মনাশ করে।

তূষ্ণী, যুদ্ধ, জনত্রাণ, মিত্রামিত্রপরিগ্রহ, এই সকল সামন্তব্যসনে বিনষ্ট হয়।

ভৃত্যগণের ভরণ, দান, মিত্রামিত্রপরিগ্রহ, ধর্ম্মকামাদিভেদ ও দুর্গসংস্কারভূষণ এই সকল কোষ-ব্যসনে বিনষ্ট হয়। কোষই রাজার মূল।

মিত্রামিত্র ভূমি ও হেমসাধন, রিপুমর্দ্দন, দূর-কার্য্য ও আশুকারিত্ব, দণ্ডব্যসনে এই সকলের বিনাশ হয়।

রাজা ব্যসনী হইলে সমস্ত রাজকার্য্য বিনাশ করেন। বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, অর্থদূষণ, পান, স্ত্রী, মৃগয়া, দ্যূত, এই কয়টি রাজার ব্যসন।

আলস্য, স্তব্ধতা, দর্প, প্রমাদ, দ্বৈধকারিতা, এই কয়টি পূর্ব্বোপদিষ্ট সচিবব্যসন।

অনাবৃষ্টি ও পীড়াদিকে রাষ্ট্রব্যসন বলে।

যন্ত্র, প্রাকার ও পরিখার বিশীর্ণতা, শস্ত্রাভাব এবং সৈন্যের ক্ষীণতা ইহার নাম দুর্গব্যসন।

ব্যয়ীকৃত, পরিক্ষিপ্ত, অপ্রজিত, অসঞ্চিত ও দূষিত দশা উপস্থিত হইলে তাহাকে কোষব্যসন বলে।

উপরোধ, পরিক্ষেপ, বিমাননা, অবমান, ভরণাভাব, ব্যাধি, শ্রান্তি, দূরাগমন, নবাগমন, অত্যন্ত ক্ষীণতা, প্রতিঘাত, প্রহতাগ্রতরতা, আশানির্ব্বেদ-ভূয়িষ্ঠতা, অনৃতপ্রাপ্ততা, কলত্রগর্ভতা, নিক্ষিপ্ততা, অন্তঃশল্যতা, শূন্যমূলতা, স্বামিশূন্যতা, অসংহতত্তা, ভিন্নকূটতা, দুষ্পার্ষ্ণিগ্রাহতা, ইহাদিগকে বল-ব্যসন বলে।

ক্রোধবশতঃ অর্থদূষণ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, মৃগয়া, দ্যূত, পান ও স্ত্রী এই কয়টী কামজ ব্যসন। তন্মধ্যে বাক্‌পারুষ্য লোকের উদ্বেগ উৎপাদন এবং অতিমাত্র অনর্থ সংঘটন করে। দণ্ড অসিদ্ধ সাধন করে। অতএব নরপতি যুক্তিসহকারে দণ্ডপ্রণয়ন করিবেন। দণ্ডপারুষ্য দ্বারা লোক-মাত্রেরই উদ্বেগ সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। লোক সকল ঐরূপে উদ্বেজিত হইলে, শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করে। শত্রুবৃদ্ধি হইলে বিনাশ সংঘটিত হয়। পানবশে কার্য্যাদির জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। মৃগয়ারত হইলে শত্রু হইতে ক্ষয় হয়। দ্যূতাসক্ত হইলে ধর্ম্মার্থ ও প্রাণনাশাদি সংঘটিত ও কলহাদি প্রাদুর্ভূত হয়। স্ত্রী হইতে কালাতিপাত ও ধর্ম্মার্থপীড়া সমুদ্ভূত হইয়া থাকে এবং পানদোষে প্রাণনাশ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেক ভ্রষ্ট হয়।

স্কন্ধাবারনিবেশজ্ঞ ও নিমিত্ত হইলে, রিপু-জয় সুসাধ্য হইয়া থাকে। স্কন্ধাবার মধ্যে কোষসহিত রাজগৃহ স্থাপন এবং তাহার চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে সৈন্য সন্নিবেশিত করিবে। সৈন্যের একদেশ সন্নদ্ধ হইয়া, সেনাপতিকে পুরস্কৃত করিয়া, রাত্রিতে বহির্ভাগে মণ্ডলক্রমে চত্বর সকলে পরি-

ভ্রমণ করিবে। দূরসামান্তচারী পুরুষের নিকট স্বকীয় বার্ত্তা অবগত হইবে। সকলেই উপলক্ষিত হইয়া প্রবেশ ও নির্গমন করিবে।

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ইন্দ্রজাল, মায়া এই সপ্ত উপায় সাধনার্থ প্রয়োগ করিবে। সাম চতুর্ব্বিধ, মিথঃসম্বন্ধকথন, মৃদুপূর্ব্ব ভাষণ, আয়াতদর্শন এবং আমি তোমারই বলিয়া বাক্যমাত্রে আত্মসমর্পণ।

দান পঞ্চবিধ, সংপ্রাপ্ত ধনের উত্তম, মধ্যম ও অধমক্রমে উৎসর্গ, সেই ধনের প্রতিদান, গৃহীত ধনের অনুমোদন, অপূর্ব্ব দ্রব্য দান ও স্বয়ংগ্রাহ-প্রবর্ত্তন।

ভেদ ত্রিবিধ; স্নেহরাগাপনয়ন, সংহর্ষোৎপাদন ও মিথোভেদ।

দণ্ড তিন প্রকার; বধ, অর্থহরণ ও পরিক্লেশ। উপনিষদ্‌যোগ ও শস্ত্রাদিদ্বারা বিশেষরূপে শক্রকে বধ করিবে। জাতিমাত্র ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না, সামসহায়ে বশে আনয়ন করিবে।

লোকের মনকে অতিমাত্র বশীকৃত, দর্শনমাত্র সম্যক্‌রূপে পীত ও অমৃতকে যেন কবলিত করিয়া সাম প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে।

মিথ্যাভিশস্ত, শ্রীকাম, আহ্বান করিয়া প্রত্যাখ্যাত, রাজদ্বেষী, অতিকর, আত্মসম্ভাবিত, বিচ্ছিন্ন-ধর্ম্মকামার্থ, ক্রুদ্ধ, মানী, বিমানিত, অকারণে পরিত্যক্ত, কৃতবৈর, হৃতদ্রব্যকলত্র এবং পূজার্হ হইলেও অপ্রতিপূজিতবৎ শক্রপক্ষে অবস্থিত, নিত্য-শঙ্কিত এই সকল ব্যক্তিকে ভেদ করিবে। সামদৃষ্টানুসন্ধান, অভ্যুগ্রভয়দর্শন ও প্রধান দান মান এই কয়টি ভেদোপায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

রাত্রিতে স্ত্রীবস্ত্রসংবৃত অদ্ভুতদর্শন পুরুষ, বেতাল, উল্কা ও পিশাচগণের স্বরূপধারণা, কামরূপিত্ব, শস্ত্র অগ্নি ও প্রস্তরবর্ষণ, তম, অনিল মেঘ ইত্যাদি অমানুষী মায়া। ভীম স্ত্রীস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া কীচককে বধ করিয়াছিলেন।

অন্যায় ব্যসন ও যুদ্ধে প্রবৃত্তের অনিবারণকে উপেক্ষা বলে। হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতাকে উপেক্ষা করিয়াছিল।

আশ্চর্য্যদর্শন ইত্যাদিকে ইন্দ্রজাল কহে। শক্রগণের ভীতিজন্য উহা কল্পনা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে সামাদিনামক সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীরাম কহিলেন, মৌল, ভৃত, শ্রেণি, সুহৃৎ, দ্বিষৎ ও আটবিক, এই ছয়প্রকার বল ব্যূহিত করিয়া দেবগণের আরাধনানন্তর শক্রর উদ্দেশে যাত্রা করিবে।

নদী, অদ্রি ও বনদুর্গে যত্র যত্র ভয় উপস্থিত হইবে, সেনাপতি ব্যূহবদ্ধ সৈন্যসহায়ে সেই সেই স্থানে সমাগত হইবে।

নায়ক প্রবীর পুরুষগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিবে। মধ্যে কোষ, কলত্র, স্বামী ও অল্পবল গমন করিবে। উভয় পার্শ্বে অশ্ববল, অশ্ববলের পার্শ্বে রথসমূহ, রথসমূহের পার্শ্বে নাগবল, নাগবলের পার্শ্বে আটবিক বল; পশ্চাৎ সেনাপতি সকলকে অগ্রে করিয়া যাত্রা করিবে। যাত্রাসময়ে সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া খিন্নদিগকে শনৈঃ আশ্বাসিত করিবে।

সম্মুখে ভয়সম্ভাবনা হইলে মকরব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবে। অথবা উদ্ধৃতপক্ষ শ্যেন ব্যূহ কিংবা বীরবক্ত্রা সূচীব্যূহ বন্ধন করিবে।

পশ্চাদ্দেশে ভয়সম্ভাবনা হইলে শকটব্যূহ, পার্শ্বে ভয় হইলে বজ্রব্যূহ এবং সকলদিকে ভয়সম্ভাবনা হইলে, সর্ব্বতোভদ্রব্যূহ কল্পনা করিবে।

স্বীয় চমূ কন্দরে, শৈলগহনে, নিম্নগাবন-সঙ্কটে বা দীর্ঘপথে পরিশ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন, ব্যাধি দুর্ভিক্ষ ও মরকপীড়িত, দস্যুকর্ত্তৃক বিদ্রুত, পঙ্ক পাংশু ও জলে পতিত, ব্যস্ত, পথিমধ্যে পুঞ্জীকৃত, প্রসুপ্ত, ভোজনব্যগ্র, অভূমিষ্ঠ, অসুস্থিত, চৌর ও অগ্নিভয়ে বিত্রস্ত এবং বৃষ্টিবাতে-সমাহত হইলে রক্ষা করিবে এবং পরসৈন্য তদ্রূপ হইলে নিপাতিত করিবে।

দেশকালবিশিষ্ট, প্রকৃতিস্থ ও বলশালী হইলে প্রকাশযুদ্ধ করিবে এবং বিপর্য্যয়ে কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তত্তৎ অবস্কন্ধসময়ে সমাকুল শত্রু সৈন্যকে সংহার করিবে। শত্রু অভূমিষ্ঠ হইলে স্বভূমিষ্ঠ হইয়া এবং প্রকৃতিপ্রগ্রহে আকৃষ্ট হইলে পাশ, প্রবীর পুরুষগণ ও বনচরাদি দ্বারা বধ করিবে। সম্মুখে দর্শন দিয়া তল্লক্ষ্যে কৃতনিশ্চয় হইলে শত্রুকে পশ্চাৎ হইতে বেগবান্ প্রবীর বল-সহায়ে আঘাত করিবে। অথবা পশ্চাতে সংকুলী-কৃত করিয়া সম্মুখে শূর দ্বারা সংহার করিবে। কূটযুদ্ধে ঐরূপে উভয় পার্শ্বে আঘাত কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সম্মুখে বিষমদেশে, পশ্চাতে সবেগে এইরূপে উভয় পার্শ্বে আঘাত করিবে। প্রথমে দূষ্য অমিত্র ও অটবীবলে যুদ্ধ করাইয়া শ্রান্ত, মন্দ, নিরাক্রন্দ ও শ্রান্তবাহন হইলে শত্রুকে আঘাত করিবে। অথবা প্রযত্নসহকারে দূষ্য অমিত্রবলসহায়ে ভঙ্গ দান করিয়া জয় করিয়াছি, এইরূপ বিশ্বাসবদ্ধ হইলে শত্রুকে আঘাত করিবে। স্কন্ধাবার, পুর, গ্রাম, শস্য, স্বামী ও প্রজাদিতে বিশ্বাসবদ্ধ হইলে শত্রুকে অপ্রমত্ত হইয়া বিনাশ করিবে। অবস্কন্দ-ভয়ে রাত্রিতে জাগরণ করিয়া কৃতশ্রম এবং তজ্জন্য দিবসে সুপ্ত ও নিদ্রায় ব্যাকুল হইলে শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিবে। অথবা রাত্রিতে বিশ্বাসপূর্ব্বক সংসুপ্ত হইলে নাগবল বা খড়্গপাণি পুরুষগণ দ্বারা সংহার করিবে।

প্রয়াণে পূর্ব্বযায়িত্ব, বনদুর্গে প্রবেশ, অভিন্ন সৈন্যের ভেদন, ভিন্নগণের সংগ্রহ, বিভীষিকা দ্বারভঙ্গ ও কোষরক্ষা এই কয়টি হস্তিসৈন্যের কার্য্য। অভিন্নভেদম ও মিত্রসন্ধান এই দুইটি রথকর্ম্ম। অনুযান ও অপসরণে শীঘ্র কার্য্যসাধন, দীনানুসরণ, কোটি ও জঘনাঘাত এই কয়টি অশ্বের কার্য্য। সর্ব্বদা শস্ত্রধারণ পদাতির কর্ম্ম। শিবির ও মার্গাদির শোধন পত্তির কার্য্য।

পদাতিগণ সাপসর ও নাতিবিষম ভূমিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে।

যাহাতে স্বল্প বৃক্ষ ও উপল আছে,যাহা স্থিরত্ব-সম্পন্ন, যাহাতে ক্ষিপ্রলঙ্ঘন করা যাইতে পারে এরূপ নাগসকল আছে, যাহাতে শর্কর ও পঙ্কের লেশ নাই এবং যাহাতে অনায়াসেই অপহরণ করা যাইতে পারে, এরূপ ভূমিই অশ্বগণের উপ-যুক্ত।

যাহাতে স্থাণু নাই, বৃক্ষ নাই, কেদার নাই ও কর্দ্দম নাই, তাদৃশী ভূমিই রথের উপযুক্ত। আর যাহাতে কর্দ্দম আছে, তাদৃশী বিষম ভূমিতে অবস্থান করিয়া হস্তীসৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

মতিমান্ জয়ার্থী রাজা অপ্রতিগ্রহ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। যেখানে রাজা, সেইখানেই কোষ। কোষই রাজার মূল। যাহাতে ব্যায়ামবিনিবর্ত্তনে অসংবাধ হয়, এরূপে অসঙ্কর যুদ্ধ করিবে। যেহেতু সঙ্কর সঙ্কুলতা বিধান করে। মহাসঙ্কুল

যুদ্ধে মাতঙ্গজ আশ্রয় করিবে। তিন জন পুরুষ অশ্বের প্রতিযোদ্ধা হইবে। এইরূপে তিন অশ্বকে হস্তীর প্রতিযোদ্ধারূপে সন্নিবিষ্ট করিবে এবং পনরজন পুরুষকে তাহার পাদরক্ষী করিবে।

ব্যূহশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ উরঃকক্ষ, পক্ষদ্বয়, মধ্য, পৃষ্ঠ, প্রতিগ্রহ ও কোটি এই সাতটিকে ব্যূহের অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেনাপতিরা প্রবীর পুরুষগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান, অভেদেযুদ্ধ ও পরস্পরকে রক্ষা করিবে। মধ্যব্যূহে ফল্গুসৈন্য ও যুদ্ধবস্তু স্থাপন করিবে। নায়কই যুদ্ধের প্রাণ। নায়কহীন যুদ্ধ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যূহের উরস্থলে প্রচণ্ড হস্তীবল, উভয় কক্ষে রথসমূহ ও পক্ষদ্বয়ে অশ্বদিগকে স্থাপন করিবে; ইহার নাম মধ্যভেদী ব্যূহ।

মধ্যদেশে অশ্বসৈন্য, কক্ষদ্বয়ে রথসৈন্য ও পক্ষদ্বিতয়ে গজসৈন্য, এইরূপ ব্যূহকে অন্তর্ভেদী ব্যূহ বলে।

রথস্থানে অশ্ব, অশ্বস্থানে পদাতি এবং রথাভাবে ব্যূহমধ্যে সর্ব্বত্র হস্তীসৈন্য প্রতিষ্ঠিত করিবে।

অগ্নি কহিলেন, দ্বিজ! রাম রাবণকে বধ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে লক্ষ্মণ রামোক্ত নীতির অনুসরণপূর্ব্বক ইন্দ্রজিতকে বধ করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রামোক্তরাজনীতিনামক অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, আমি রামোক্ত নীতি কীর্ত্তন করিলাম। রাজন্! পূর্ব্বে সমুদ্র গর্গকে স্ত্রী ও পুরুষের যে লক্ষণ বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বলিব।

সমুদ্র কহিলেন, স্ত্রীপুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ কীর্ত্তন করিব।

একাধিক, দ্বিশুক্ল, ত্রিগম্ভীর, ত্রিত্রিক, ত্রিপ্রলম্ব, ত্রিকব্যাপী, ত্রিবলিমান্, ত্রিবিনত, ত্রিকালজ্ঞ ও ত্রিবিপুল পুরুষকে সুলক্ষণ বলে।

এইরূপ চতুর্লেখ, চতুঃসম, চতুষ্কিষ্কু, চতুর্দ্দংষ্ট্র, শুক্লকৃষ্ণ, চতুর্গন্ধ, চতুর্হ্রস্ব, পঞ্চসূক্ষ্ম, পঞ্চদীর্ঘ, ষড়ুন্নত, অষ্টবংশ, সপ্তস্নেহ, নবামল, দশপদ্ম, দশব্যূহ, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল, চতুর্দ্দশসমদ্বন্দ্ব এবং ষোড়শাক্ষ ব্যক্তিই প্রশস্তলক্ষণযুক্ত।

যে ব্যক্তি তেজ, যশ ও শ্রী দ্বারা দিগ্‌দেশ ও জাতিবর্গ ব্যাপ্ত করে, তাহার নাম ত্রিকব্যাপী।

যাহার উদরে বলীত্রয় বিরাজমান, তাহার নাম ত্রিবলীমান্।

যে ব্যক্তি দেব, দ্বিজ ও গুরু এই তিনের নিকট প্রণত, তাহাকে ত্রিবিনীত বলে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থকামকালজ্ঞ, তাহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলে।

উর ললাট ও বক্ষ এই তিন বিস্তীর্ণ হইলে তাহার নাম ত্রিবিস্তীর্ণ।

হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধ্বজছত্রাদিযুক্ত হইলে তাহাকে চতুর্লেখ বলে।

অঙ্গুলি হৃদয় পৃষ্ঠ ও কটি এই চারি অঙ্গ সম হইলে চতুঃসম বলে।

ষণ্ণবতি অঙ্গুলি উৎসেধ হইলে তাহার নাম চতুষ্কিষ্কু।

দংষ্ট্রাচতুষ্টয় চন্দ্রাভ হইলে চতুর্দ্দংষ্ট্র বলে। নেত্রতার, ভ্রূ, শ্মশ্রু ও কেশপাশ কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহার নাম চতুঃকৃষ্ণ।

নাসিকা, বদন, স্বেদ ও কক্ষদ্বয় এই চারি অঙ্গে গন্ধযুক্ত ব্যক্তিকে চতুর্গন্ধ বলে।

লিঙ্গ, গ্রীবা ও জঙ্ঘাদ্বয় হ্রস্ব হইলে তাহার নাম চতুর্হ্রস্ব।

অঙ্গুলীপর্ব্ব, নখ, কেশ, দন্ত ও ত্বক্ এই পাঁচটী সূক্ষ্ম হইলে সূক্ষ্মপঞ্চ এবং হনু, নেত্র, ললাট, নাসা ও স্তনান্তর দীর্ঘ হইলে দীর্ঘপঞ্চ বলে।

বক্ষ, কক্ষ, নখ, নাসা, বক্ত্র ও কৃকাটিকা এই ছয়টী উন্নত হইলে তাহার নাম ষড়ুন্নত।

ত্বক্ কেশ, দন্ত, লোম, দৃষ্টি, নখ ও বাক্ এই সাতটী স্নিগ্ধ হইলে তাহাকে সপ্তস্নেহ বলে।

দুই নেত্র, দুই নাসাপুট, দুই কর্ণ, মেঢ্র, পায়ু ও মুখ অমল হইলে তাহার নাম নবামল।

জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, নেত্র, হস্ত, পাদ, নখ, শিশ্নাগ্র ও মুখ এই দশ অঙ্গ পদ্মাভ হইলে তাহার নাম দশপদ্ম।

পাণি, পাদ, মুখ, গ্রীবা, শ্রবণদ্বয়, হৃদয়, শির, ললাট, উদর, পৃষ্ঠ, এই দশ বৃহৎ হইলে, দশব্যূহ বলে।

ভুজদ্বয় প্রসারণ করিলে যাহার মধ্যমাগ্রদ্বয়ান্তর উচ্চে সমান হয়, তাহার নাম ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল।

পাদ, গুল্ফ, স্ফিক্, পার্শ্ব, বঙ্ক্ষণ, বৃষণ, কুচ, কর্ণ, ওষ্ঠ, সক্থি, জঙ্ঘা, হস্ত, বাহু ও অক্ষি এই চতুর্দ্দশ দ্বন্দ্ব সম হইলে, তাহাকে চতুর্দ্দশসম দ্বন্দ্ব বলে।

যে ব্যক্তি দুই অক্ষি সহিত চতুর্দ্দশ বিদ্যা দর্শন করে তাহাকে ষোড়শাক্ষ বলে।

ধন্য পুরুষের বাক্য মধুর, গতি মত্তমাতঙ্গসদৃশ এবং রোমসকল এককূপসমুদ্ভব।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

সমুদ্র কহিলেন, যাহার সর্ব্বাঙ্গ সুচারু, যাহার গতি মত্তমাতঙ্গ সদৃশী, যাহার ঊরু ও জঘন গুরু, চক্ষু মত্তকপোতসদৃশ, কেশপাশ সুনীল, অঙ্গযষ্টি তনু, শরীর বিলোম, দৃশ্য মনোহর, পাদদ্বয় সমভূমিস্পৃক্, স্তনদ্বয় সংহত, নাভি প্রদক্ষিণাবর্ত্ত, গুহ্যাঙ্গ অশ্বত্থপত্রসদৃশ, গুল্ফমধ্য নিগূঢ়, জঠর অপ্রলম্বিত এবং যাহার রোমসকল অরূক্ষ, এরূপ স্ত্রীই প্রশস্তা। এই রূপ, যে স্ত্রী ঋক্ষবৃক্ষনদী নাম্নী নহে, সর্ব্বদা কলহপ্রিয়া নহে, লোলুপা নহে, দুর্ভাষিণী নহে, শিরালা বা লোমশা নহে, এবং সংহতভ্রূকুটিলা বা ক্রূরহৃদয়া নহে এবং যাহার গণ্ড মধূকপুষ্পসন্নিভ, তাদৃশী পতিপ্রাণা ও পতিপ্রিয়া স্ত্রীই সুলক্ষণা।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে স্ত্রীলক্ষণনামক অশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিলে সকল কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

মালতী, মল্লিকা, যূথী, পাটলী, করবীর, পাবন্তি, অতিমুক্ত, কর্ণিকার, কুরুণ্টক, কুব্জক, তগর, নীপ, বাণ, বর্ব্বর, মল্লিকা, অশোক, তিলক, কুন্দ, তমাল, বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরজপত্র, তুলসীকালতুলসীপত্র, বাসক, কেতকীপত্রপুষ্প, রক্তোৎপলাদি পদ্ম, ইত্যাদি বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত। অর্ক, উন্মত্ত, কাঞ্চী, গিরিমল্লিকা, ফৌটজ, শাল্মলীপুষ্প, কণ্টকারী ইত্যাদি অপ্রশস্ত। ঘৃতপ্রস্থে

বিষ্ণুকে স্নান করাইলে গোকোটি দানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পুষ্পাদিপূজাফলনামক একাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, দ্বিজ! অধুনা সাহস্রনামিক বৈষ্ণব স্তোত্র কীর্ত্তন করিব। উহা স্তোত্ররাজ নামে বিখ্যাত। এই স্তোত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুর পূজা করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়। স্বয়ং পিতামহ এই স্তোত্রে বিষ্ণুর পূজা করিয়া সমস্ত সংসার সৃষ্টি করেন। পরে তিনি দক্ষাদি প্রজাপতিদিগকে হৃদয়যোগে এই স্তোত্র দান করিলে, তাঁহারাও ইহার প্রভাবে সৃষ্টিবিস্তারকার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ফলতঃ বিষ্ণুই সকল দেবতার দেবতা। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, নিধন নাই, ক্ষয় নাই। এই রূপে তাঁহার স্তব করিবে;

তুমি অনন্তজিৎ, সহস্রজিৎ, অব্যক্ত ও ব্যক্তরূপ, অদৃশ্য ও দৃশ্যস্বরূপ, মহাশন, মহামায়, যুগবর্ত্ত, যুগাদি, প্রভু, কামসিদ্ধিসম্পাদক, কান্ত, কামকর, কামনাশন, অগ্নি, বায়ু পাবন ও ঔষধ। তোমারে নমস্কার।

তুমি ভূতভব্যভবন্নাথ, সত্যধর্ম্মপরাক্রম, জগৎসেতু, সুরেশ্বর, শশবিন্দু, ভানু, অমৃতাংশুসমুদ্ভব, দ্যুতি, ধাম, পবিত্র, মঙ্গল, পর, ঈশান, প্রাণদ, প্রাণ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ, মাধব, মধুসূদন, ঈশ্বর, বিক্রমী, কৃত, কৃতজ্ঞ, দুরাধর্ষ, অনুত্তম, ক্রম, বিক্রম, মেধাবী, ধন্বী, আত্মবান্, সুরেশ, শরণ, শর্ম্ম, বিশ্বরেতা, প্রজাভব, অহ ও সম্বৎসর, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তুমি সকলের স্বরূপ, এইজন্য তোমাকে বিশ্ব বলে। তুমি সকল ব্যাপিয়া আছ, এইজন্য বিষ্ণু; কালত্রয়ের নিযমন কর এইজন্য ভূতভব্যভবৎপ্রভু। তুমি প্রজাগণের সৃষ্টি ও পালন কর, এই জন্য ভূতকর্ত্তা ও ভূতভর্ত্তা নামে পরিগণিত। তুমি বষট্‌কার, ভাব, ভূতাত্মা, পূতাত্মা, ভূতভাবন, পরমাত্মা, মুক্তাত্মা, অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী, প্রকৃতিপুরুষের নিয়ন্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর, যোগ, যোগবিদ্গণের নেতা, নৃসিংহ, কেশব, শ্রীমান্, পুরুষোত্তম, শর্ব্ব ও সর্ব্ব স্বরূপ। তোমাকে নমস্কার।

তুমি ধ্রুব, স্থবির, স্থবিষ্ঠ, ত্বষ্টা, মনু, বিশ্বকর্ম্মা, দেবপ্রভু, পদ্মনাভ, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, কৃষ্ণ, লোহিতাক্ষ, প্রতর্দ্দন, প্রভূত, ত্রিককুৎ, অনাদিনিধন, ধাতা, বিধাতা, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ, প্রভু, ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু, শম্ভু, আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহাস্বন, শিব, স্থাণু, ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, সম্ভাব, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রকাশাত্মা, প্রতাপন, ঋদ্ধ, স্পষ্টাক্ষর, মন্ত্র, চন্দ্রাংশু ও ভাস্করদ্যুতি। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তুমি সকলের বিশ্বাস স্থান ও সকলকে দর্শন করিয়া থাক, এই জন্য তোমাকে প্রত্যয় ও সর্ব্বদর্শন কহে। তোমার জন্ম নাই, তুমি সকলের ঈশ্বর। তুমি ব্যাল ও সিদ্ধিস্বরূপ। তুমি সকলের আদি। তোমার কখনও স্খলন নাই। তুমি অনম্বুভাব্যস্বরূপ। তুমি বৃষাকপি ও সর্ব্বযোগবহির্গত। তুমি বসু, বসুমনা, সত্য, সত্যাত্মা, সমাত্মা, সম্মিত, সম, অমোঘ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বৃষকর্ম্মা, বৃষাকৃতি, রুদ্র, বহুশিরা, বভ্রু, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা,

অমৃত, স্থাণু, বরারোহ, মহাতপা, সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, ভানু, বিষ্বক্‌সেন, জনার্দ্দন, বেদ, বেদজ্ঞ, অব্যঙ্গ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, কবি, লোকাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও কৃতকৃত; তোমাকে নমস্কার।

তুমি চতুরাত্মা, চতুর্ব্ব্যূহ, চতুর্দ্দন্ত ও চতুর্ভুজ। তুমি ভ্রাজিষ্ণু, ভোজন, ভোক্তা, সহিষ্ণু, জগদাদি, অনঘ, বিজয়, জেতা, বিশ্বযোনি, পুনর্ব্বসু, উপেন্দ্র, বামন,প্রাংশু অমোঘ, শুচি, ঊর্জ্জিত, অতীন্দ্র, সংগ্রহ, সর্গ, ধৃতাত্মা, নিয়ম যম, বেদ্য, বৈদ, যোগী, বীরঘাতী, মাধব মধু, অতীন্দ্রিয় ও অনেকমায়। তোমাকে নমস্কার।

তোমার উৎসাহ, বল, বুদ্ধি, শক্তি, বীর্য্য ও দ্যুতি অসীম। তোমার বপু অনির্দ্দেশ্য। তোমার আত্মা অমেয়। তুমি মহাপর্ব্বত ও মহাধনু ধারণ কর। তুমি শ্রীর আশ্রয় ও পৃথিবীর ধারণ কর্ত্তা। সাধুগণ তোমাকে আশ্রয় করেন। কোন কালে কোন স্থানে কোন ব্যক্তিতেই তোমার রোধ হয় না। তুমি দেবগণের আনন্দ সম্পাদন ও সমস্ত ভুবন পালন কর। তুমি মরীচি, দমন, হংস সুপর্ণ, ভুজগোত্তম, হিরণ্যনাভ, সুতপা, পদ্মনাভ, প্রজাপতি। তোমার মৃত্যু নাই। তোমার চক্ষু সর্ব্বব্যাপী। তোমার জন্ম নাই। তুমি সিংহ, সন্ধাত, সন্ধিমান, স্থির, দুর্দ্ধর্ষণ, শাস্তা, বিশ্রুতাত্মা দৈত্যহন্তা, গুরু, গুরুতম, ধাম সত্য, সত্যপরাক্রম, নিমিষ, অনিমিষ ও স্রগ্বী, তোমাকে নমস্কার।

তুমি নেতা, ধরণীধর, সৎকর্ত্তা, সিদ্ধিসাধন, বসু, বাচস্পতি, সমীরণ, নিবৃত্তাত্মা, সুপ্রসাদ, সৎকৃত, বিশিষ্ট, বৃষাণ্ডী, বিবিক্ত, বহুরূপী, বৃহদ্রূপ, শ্রুতিসাগর, বৃষভ, শাসনকর্ত্তা, সাধু, প্রসন্নাত্মা, সংবৃত, সহস্রমূর্দ্ধা, বিশ্বাত্মা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, আবর্ত্তন, সংপ্রতর্দ্দন, অহঃ, সংবর্ত্তক, বহ্নি, অনিল, বিভু, বিশ্বভোক্তা, বিশ্বধারী, জহ্নু, নারায়ণ নর, অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়াত্মা,শুচি, সিদ্ধার্থ, সিদ্ধসঙ্কল্প, সিদ্ধিদাতা, বিষ্ণু, বৃষপর্ব্বা, বৃষোদর, বর্দ্ধন, বর্দ্ধমান, শিবিবিষ্ট, সুভুজ, দুর্দ্ধর, বাগ্মী, মহেন্দ্র, বসুদ, প্রকাশন, ওজ, ইষ্ট ও দ্যুতিধর, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

তুমি বাচস্পতি, উদারধী, অগ্রণী, গ্রামণী, শ্রীমান্ ও অন্যায়স্বরূপ। শিষ্টগণ তোমার কামনা করেন। তোমার প্রমাদ নাই, শোক নাই, গরুড় তোমার ধ্বজ। তোমার নাভিতে পদ্ম ও অক্ষি পদ্মসন্নিভ। তুমি পৃথিবী ধারণ ও সকলকে বহন করিতেছ এবং সকলের প্রাণ দান করিয়া থাক। তুমি বিশিষ্ট, নহুষ, শিখণ্ডী, বৃষ, ক্রোধার্হ, ক্রোধকর্ত্তা, সকল কার্য্যের প্রেরয়িতা, বিশ্বের বহনকর্ত্তা, অপ্রচ্যুত, প্রথিত ও প্রাণস্বরূপ। তোমাতে সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি জলের আধার। তুমি ইন্দ্রানুজ, প্রতিষ্ঠিত, স্কন্দ, স্কন্দধর, বরদ,বায়ুবাহন, বাসুদেব, বৃহদ্ভানু, আদিদেব, পুরন্দর, সকলের তারণকর্ত্তা, তার, শূর, শৌরি ও জলেশ্বর। তুমি শ্রীগর্ভ, পরমেশ্বর, কারণ, করণ, কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, গহন, গুহ,ব্যবসায়, অনুকূল, শতাবর্ত্ত, পদ্মী, পদ্মাক্ষ, পদ্মগর্ভ, দেহপোষক, মহর্দ্ধি, বৃদ্ধাত্মা, সদাত্মা, ভাবাত্মা, ভাবিতাত্মা, যোগাত্মা, মহাক্ষ, অতুল, শরভ, ভীম, সমযজ্ঞ, হরি, হবি, সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত, লক্ষ্মীবান্, সমিতিঞ্জয়, বিক্ষর, রোহিত, মার্গ, হেতু, দামোদর ও সহ। তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার প্রতি ও আমার প্রতিবেশীর প্রতি প্রসন্ন হও।

তুমি মহাভাগ, বেগবান্, অমিতাশন, উদ্ভব, ক্ষোভন, দেব, ব্যবস্থান, সংস্থাপন, স্থানদ, ধ্রুব, পরার্দ্ধ, পরমস্পষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট, শুভেক্ষণ, রাম,

বিরাম, বিরজ, মার্গ, নেয়, নয়, অনয়, বীর, বলিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞ, বর, বরদ, কল্যাণ, মঙ্গল, ভদ্র, শুভ, পুণ্য, শান্ত, ক্ষান্ত, মহীয়ান্, বরীয়ান্, গরীয়ান্, নিত্য উপচীয়মার্গ ও সর্ব্বদা বর্দ্ধমান। তুমি বৈকুণ্ঠ, প্রদান, প্রণব, পৃথু, শত্রুঘ্ন, হিরণ্যগর্ভ, ব্যাপ্ত, বায়ু, অধোক্ষজ, ঋতু, সুদর্শন, কাল, পরমেষ্ঠী; পরিগ্রহ, উগ্র, সংবৎসর, দক্ষ; বিশ্রাম; বিশ্বদক্ষিণ; বিস্তার; স্থাবর, স্থাণু; প্রমাণ; অব্যয়; বীজ; অর্থ; অনর্থ; মহাকাশ ও মহাভাগ। তোমাকে নমস্কার।

তুমি অনির্ব্বিণ্ণ, মহাধন, ধর্ম্মযূপ, মহামখ, নক্ষত্রনেমি, নক্ষত্রী, ক্ষম, ক্ষাম, সমীহন, যজ্ঞ, ইজ্য, মহেজ্য, ক্রতু, সর্ব্বদর্শী, শ্রীবৎসবক্ষা, শ্রীবাস, শ্রীনিবাস, শ্রীপতি, শ্রীমদ্বর, শ্রীশ, শ্রীদাতা, শ্রীনিধি, শ্রীবিভাবন, শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রেয়, শ্রীমান্, শ্রীপ্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিবর্দ্ধন, ব্রহ্মবিৎ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, মহাক্রম, মহাকর্ম্মা, মহাতেজা, মহোরগ, মহাক্রতু, মহাযজ্বা, মহাযজ্ঞ, মহাহবি, স্তব্য, স্তবপ্রিয়, স্তোত্র, স্তুতি, স্তোতা, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুণ্য, পুণ্যকীর্ত্তি, বসুরেতা, বসুপ্রিয়, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বসু, বসুমনা, সঙ্গতি, সংকৃতি, সত্তা, সম্ভূতি, সৎপরায়ণ, শূরসেন, সন্নিবাস, সুযামুন, দর্পহা, দর্পদ, দৃপ্ত, দুর্দ্ধর, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, দীপ্তমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিমান্, অনেকমূর্ত্তি, শতমূর্ত্তি, চতুর্ম্মূর্ত্তি; চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্যূহ, চতুর্গতি, চতুরাত্মা, চতুর্ভাব, চতুর্ব্বেদবিৎ, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্গ, দুরাবাস, দুরারিহা, মহাহ্রদ, মহাগর্ত্ত, মহাভূত, মহানিধি, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যজ্বা, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞকৃৎ, যজ্ঞভৃৎ, যজ্ঞী, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞসাধন, যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞগুহ্য, স্বস্তিক, স্বস্তিকৃৎ, স্বস্তি, স্বস্তিভুক্, স্বস্তিদক্ষিণ, শব্দ, শব্দাতিগ, শব্দসহ; শব্দময়; শব্দকৃৎ; শব্দী; ধর্ম্মগোপ্তা; ধর্ম্মভৃৎ; ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম। তোমাকে বারংবার নমস্কার করি।

তুমি বিমুক্তাত্মা; সর্ব্বজ্ঞ; উত্তমজ্ঞান; সুব্রত; সুমুখ; সূক্ষ্ম; সুঘোষ; সুখদাতা; সুহৃৎ; মনোহর; জিতক্রোধ; বীরবাহু; বিদারণ; স্থাপন; বিবশ; ব্যাপী; অনেকাত্মা; অনেকধর্ম্মকৃৎ; বৎসর; বৎসল; বৎসী; বিবস্বান্; বিভাবসু; বিকস্বর; বিভাকর; বিভাময়; বিরাজমান; বিদ্যানিবাস; বিদ্যাপতি; বিদ্যাধর; বিদ্যাদাতা; বিদ্যানিধি ও বিদ্যাবিভাবন। তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি সুখ দান কর। তুমি হর্ষ দান কর। তুমি শান্তি দান কর। তুমি মুক্তি দান কর। তুমি কান্তি দান কর। তুমি পুষ্টি দান কর। তুমি তুষ্টি দান কর। তোমার করুণার সীমা নাই। তোমার মহিমার সীমা নাই। তোমার দয়ার সীমা নাই। তোমার জ্ঞানের; শক্তির; বুদ্ধির; বিবেচনার ও বিচারের সীমা নাই। তোমাকে ভক্তিভরে কায়মনে নমস্কার করি।

তুমি কাম, কামদ, কামপতি, কামনিবাস, কামকর; কামধর ও কামনিধি। তুমি মেধা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, চিত্ত, নিরুপাধি, নির্ব্বিকার, অব্যাকৃত, অপ্রাকৃত, নির্গুণ, গুণময়, গুণাধার, সর্ব্বকৃৎ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বগতি, সর্ব্বাধার, সর্ব্বশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ, সর্ব্বপতি ও সর্ব্বেশ্বর। তোমাকে নমস্কার করি। তুমি কাল, কালকান্ত, কালপতি, কালকর ও কালভৃৎ। তুমি শান্ত, শিব, অদ্বৈত, চেতন, চৈতন্যস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও চিদাকার। তুমি না তেজ, না অন্ধকার, না আলোক, না

বস্তু; না অবস্তু না রূপ না নাম। আবার তুমিই নাম, রূপ, ফলতঃ তুমিই সকল। তুমি জনার্দ্দন, যদুপতি, জয়স্বরূপ, জয়দাতা, বিজয়ী, বিজয়প্রদ, কল্যাণময়, কল্যাণকর ও কল্যাণমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি পূজ্য, পূজিত, পূজাধিষ্ঠান, পবিত্র ও পবিত্রকর। তুমি বনমালী, হলায়ুধ, জ্যোতি, আদিত্য, সহিষ্ণু, শান্তিদ, শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা, পাতা, পিতা, ভিষক্, ভেষজ, নিষ্ঠা, শম, নির্ব্বাণ, সাম, সামগ ও ত্রিসামা, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার নাম করিলে মুক্তি হয়। তোমাকে ভাবিলে মুক্তি হয়। তোমাকে স্মরণ করিলে মুক্তি হয়। তুমি তত্ত্বাতীত, মহেশ্বর, মহাবিষ্ণু, মহামহা, মহামহিম, মহাগতি ও মহামায়। তুমি মহাবিদ্য, মহাজ্ঞান, মহাবুদ্ধি, মহাশক্তি ও মহামোহবিনাশকৃৎ, তোমাকে নমস্কার করি, প্রণাম করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

তুমি ধাতা, বিধাতা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, সংহর্ত্তা, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, মহামুনি, হরি, হরিমেধা, শূর ও শৌরি। তোমার বিক্রম অমিত। তুমি তিনপদে সমস্ত ভুবন আক্রমণ করিয়াছ। তুমি বিপন্নের সখা, অনাথের নাথ, অগতির গতি ও অসহায়ের সহায়। আমার সহায় হও, নাথ হও ও সখা হও। তুমি ক্ষর, অক্ষর, অবিজ্ঞাত, অবিচিন্ত্য, কৃতলক্ষণ, গভস্তি, নেমি, সত্ত্বস্থ, সিংহ, হংস, মহাহংস, সত্ত্বস্বরূপ, স্বস্বরূপ, রজস্বরূপ ও তমস্বরূপ। তুমি সকলের গতি, মুক্তি ও শক্তি। তুমি ভূতমহেশ্বর, আদিদেব, দেবদেবেশ, দেবপালক, গুরু, উত্তর, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, ভোক্তা, কপীন্দ্র ও ভূরিদক্ষিণ। তুমি সোম, সোমপ, অমৃত, অমৃতপ, পুরুজিৎ, পুরুত্তম, সত্যসন্ধ, দশার্হ, জীব, জীবয়িতা, বিনয়িতা, চেত্য, চেতয়িতা, কারক, কারয়িতা, ভাবন, ভাবয়িতা, তারক, তারয়িতা ও তারণ। তোমাকে নমস্কার করি। আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

তুমি মুকুন্দ, অম্ভোনিধি, জ্ঞাননিধি, সত্যপুরুষ, সদানন্দ, চিদানন্দ, আশুতোষ, আকাশ, আনন্দস্বরূপ, আনন্দময়, আনন্দাধার, আনন্দকর, আনন্দপূর্ণ, আনন্দনিলয় ও আনন্দিত। তুমি ভাব, ভাব্য, ভাবক, ভাবিত, ভাবন, ভাবয়িতা ও ভাবাধার। তুমি মান, মানদ, মান্য ও মানয়িতা। তুমি এক, অনেক, অদ্বিতীয়, অপাপবিদ্ধ, ও অনঘ। তুমি যদ্, তদ্, এতদ্, ইদম্, কিং, অদস্, লোকবন্ধু, সুবর্ণবর্ণ, সত্যবন্ধু, ধর্ম্মধর, ধন্য, প্রগ্রহ, নিগ্রহ, ব্যগ্র, অব্যগ্র, অনেকশৃঙ্গ ও গদাগ্রজ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তুমি অনন্তাত্মা, মহার্হ, স্বভাবস্থ, শক্রবিজয়ী, প্রমোদন নন্দন, নন্দ, মহর্ষি, কপিলাচার্য্য, মেদিনীপতি, ত্রিপদ, ত্রিদশাধ্যক্ষ, মহাশৃঙ্গ, কৃতান্তঘাতী, মহাবরাহ, সুষেণ, কনকাঙ্গদী, গুহ, গভীর, গহন, গুপ্ত, গদাধর, গদঘ্ন, গোপতি, গণেশ, গোবিন্দ, গরুড়বাহন, গতিদ, বেধা, স্বাঙ্গ, অজিত, দৃঢ়, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, বরুণ, বারুণ, বৃক্ষ, পুষ্করাক্ষ মহামনা, ভগবান্, ভগঘ্ন, নন্দী, সুধন্বা, খণ্ডপরশু, দারুণ, দ্রবিণপ্রদ, দাতা, দিবস্পর্শী, ব্যাস, বাচস্পতি, অযোনিজ, নির্ব্বাণ, শুভাঙ্গ, শুভদ, বৃষভাক্ষ, বৃষপ্রিয়, অনিবর্ত্তী ও সংক্ষেপ্তা। তুমি আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমি তোমারই শরণাপন্ন।

তোমার সংশয় নাই। তোমার বিস্ময় নাই। তোমার পাপ নাই। তোমার তাপ নাই। তোমার সন্তাপ নাই। তোমার পরিতাপ নাই। তোমার

বিষাদ নাই। তোমার অবসাদ নাই। তোমার প্রমাদ নাই। তোমার বিপদ নাই। তোমার আপদ নাই। তোমার গ্লানি নাই। তোমার ম্লানি নাই। তোমার ক্ষয় নাই। তোমার ব্যয় নাই। তোমার হ্রাস নাই। তোমার বিনাশ নাই। তোমার দোষ নাই। তোমার রোষ নাই। তোমার ক্লেশ নাই। তোমার শেষ নাই। তোমার বিকার নাই, আকার নাই ও প্রকার নাই। তোমার সন্দেহ নাই ও মোহ নাই। তোমার আদি নাই ও অবধি নাই। তোমার সত্তা নাই ও ইয়ত্তা নাই। তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি অভয় ও অমৃতস্বরূপ। আমাকে অভয় ও অমৃতে লইয়া যাও।

ওঁ সর্ব্ববিদ্ ও সর্ব্ববাক্ আমার পূর্ব্বদিক রক্ষা করুন। ওঁ লোকসারঙ্গ ও সুতন্তু আমার দক্ষিণ দিক রক্ষা করুন। ওঁ অর্য্যমা ও উদ্ভব আমার পশ্চিম দিক রক্ষা করুন। ও বাজসন ও অর্ক আমার উত্তর দিক রক্ষা করুন। ওঁ লোকপাল ও লোকপতি আমার সকল দিক রক্ষা করুন। ওঁ সুন্দর ও রত্ননাভ আমার আগ্নেয় দিক রক্ষা করুন। ওঁ সুলোচন ও জয়ন্ত আমার ঈশান দিক রক্ষা করুন। ওঁ সুবর্ণবিন্দু ও ঈশ্বরেশ্বর আমার বায়ব্য দিক্ রক্ষা করুন। ওঁ অচল ও চল আমার নৈঋর্ত দিক্ রক্ষা করুন। ওঁ ঘৃতাশী ও শূন্য আমার অধোদিক্ রক্ষা করুন। ওঁ বিষম ও চন্দনাঙ্গদী আমার ঊর্দ্ধদিক্ রক্ষা করুন। ওঁ হেমাঙ্গ ও বরাঙ্গ আমার উভয় পার্শ্ব রক্ষা করুন।

যিনি কর্ম্ম, গতি, দৈব, কাল ও অদৃষ্টস্বরূপ; যিনি কুমুদ, কুন্দর, কুন্দ, পর্জ্জন্য, পবন, অনিল, অমৃতাশ, অমৃতবপু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, সুলভ ও সুব্রত; যিনি সিদ্ধ, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, সপ্তজিহ্ব, সপ্তধা, সপ্তবাহন, অমূর্ত্তি, ভয়, ভয়কৃৎ, ভয়নাশন ও অভয়; যিনি অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, ভাব, ভাব, ভাব ও ভাব; যিনি উডুম্বর, অশ্বত্থ, চানূরান্ধ্রনিসূদন, সহস্রার্চ্চি, মহান্, অধৃত, স্বধৃত, স্বার্য ও ভারভৃৎ, সেই হরি আমার সহায় হউন।

যিনি যোগী, যোগীশ, আশ্রম, শ্রমনাশন, শ্রমণ, ক্ষাম, সুপর্ণ, ধনুর্দ্ধর, ধনুর্ব্বেদ, দম, দণ্ডধর, দণ্ডকৃৎ, দময়িতা, সর্ব্বসহ, নিয়ন্তা, নিয়ম, যম, সত্ত্ববান্, সাত্ত্বিক, সত্ত্ব, অভিপ্রায়, অর্হ, প্রিয়ার্হ, প্রিয়কৃৎ, প্রিয়বর্দ্ধন, সুরুচি, হুতভুক্, বিভু, রবি, বিরোচন, সূর্য্য, সবিতা, রবিলোচন, ভোক্তা, ভোগাস্পদ, ভোগী, অনেকজ, অগ্রজ, সদামর্ষী, সর্ব্বাধিষ্ঠান, অদ্ভুত, সনাতন, সনৎকুমার, কপি ও অরৌদ্র, সেই কুণ্ডলী চক্রী বিক্রমী হরি আমার সহায় হউন।

যিনি একাত্মা, অনেকাত্মা, অহস্ত, বহুহস্ত, অপাপ, বহুপাদ, অগতি, সর্ব্বগতি, অচক্ষু, সর্ব্বচক্ষু, অজীব, সর্ব্বজীব, অকর্ণ, সর্ব্বকর্ণ, অজিহ্ব, সর্ব্বজিহ্ব, অরস ও সর্ব্বরস; যিনি জীবন, অনন্তশ্রী, ভয়াবহ, জিতমন্যু, ক্ষমাদিগের অগ্রণী, ভীম, ভীমপরাক্রম, পুষ্পহাস, প্রজাগর, ঊর্দ্ধগ, সর্ব্বগ, ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, বৈখান, সামগায়ন, ক্ষিতীশ, পাপনাশন, পিতামহ, আদিপিতা, আত্মযোনি, দেবকীনন্দন, শঙ্খভৃৎ, গদাভৃৎ, চক্রভৃৎ, শার্ঙ্গভৃৎ, বিদিশ, ব্যাদিশ, দিশ, উদ্ধারণ, ছুক্কতিহা, পেশল, অক্রূর, দক্ষ ও দক্ষিণ, সেই সূর্য্য সবিতা শব্দসহ হরি আমার সহায় হউন।

এই সাহস্রনামিক বৈষ্ণব স্তোত্র প্রতিদিন শুদ্ধচিত্তে যথাকালে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে ইহলোক পরলোক সর্ব্বত্র পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে

এবং রোগনাশ, রিপুনাশ, ছিদ্রনাশ ও অশুভবিনাশ হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দেবরাজ শতক্রতু স্বপদভ্রষ্ট হইলে, দেবগুরু বৃহস্পতির আদেশে লক্ষ্মীর সহিত ঐ বৈষ্ণব স্তোত্র কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার কীর্ত্তনে বন্ধনমুক্তি, বিপদ্মুক্তি ও আপদমুক্তি এবংভয় নাশ ও অভয়সংঘটন হয়। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিপরায়ণ হইলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও পরিণামে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় এবং ক্রোধ, লোভ, দুর্বুদ্ধি, দুরাশা, ঈর্ষ্যা ও মদ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিসকল কোনকালে আক্রমণ করিতে পারে না। শ্রদ্ধাসহকারে এই স্তোত্র পাঠ করিলে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিপদ্ বিদূরিত, রূপ গুণ আয়ু ও বীর্য্যশ্রী পরিবর্দ্ধিত, স্মরণশক্তি সমুদিত, কীর্ত্তি ও সুখসচ্ছন্দ উপচিত এবং পরমপুণ্য সঞ্চিত হয়। ভগবান্ বাসুদেবই যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, কলা, বেদ, শাস্ত্র ও বিজ্ঞানপ্রভৃতির জন্মদাতা, পাতা ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দিক্ সকল, সমুদ্রসকল ও ভুবনসকল ধারণ করিয়া আছেন। তিনি একাকী সর্ব্বত্র গমন করেন, অবস্থান করেন এবং সকলকে পালন করেন। শ্রেয় ও সুখলাভে বাসনা হইলে, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভে কামনা হইলে, সুখ ও স্বস্তিলাভে অভিলাষ হইলে, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভে ইচ্ছা হইলে, মঙ্গল ও কল্যাণ লাভে মানস হইলে এবং নির্ব্বাণমুক্তিলাভে অভিপ্রায় হইলে, এই স্তোত্রপাঠসহকারে সেই দেবাদিদেব মহাদেব বাসুদেবের আরাধনা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সাহস্রনামিক বৈষ্ণবস্তোত্র নামক একাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করিলে দীর্ঘায়ু হয়, দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করিলে যশস্বী হয়, পশ্চিমাস্য হইয়া ভোজন করিলে ধনাঢ্য হয় এবং উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করিলে সত্যবাদী হয়।

ক্ষেত্র ও গ্রামের সান্নিধ্যে এবং জলমধ্যে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। আর্দ্রপদে শয়ন ও উপবেশন করিবে না। অশুচি হইয়া অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে না এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র দর্শন করিবে না। আগন্তুক বৃদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করিবে না। ভগ্নাসনে উপবেশন ও ভগ্ন পাত্র ব্যবহার করিবে না। নগ্ন হইয়া স্নান ও শয়ন করিবে না। বিনা উত্তরীয়ে ভোজন করিবে না। অশুচি হইয়া আসন গ্রহণ করিবে না। কাহারও মস্তকে প্রহার ও কেশ গ্রহণ করিবে না। দুই হস্ত সংহত করিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না। স্নানান্তে তৈলমর্দ্দন করিবে না। অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হস্তে বেদপাঠ ও শাস্ত্রালাপ করিবে না। আধ্যয়নকালে বেদ অভ্যাস করিবে না। সূর্য্য অগ্নি গো ও ব্রাহ্মণের অভিমুখে মূত্রাদি ত্যাগ করিবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও সর্পকে অবজ্ঞা করিবে না। পর্ব্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা করিবে না। দেবপূজা না করিয়া অন্যের নিকট গমন করিবে না। গর্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীর সংসর্গ করিবে না। উত্তর বা পশ্চিম মস্তকে শয়ন করিবে না। নাস্তিকের সহিত ব্যবহার করিবে না। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা পরিধান করিবে না। পদের

উপর পদ স্থাপন করিবে না। দশাহীন বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। গমনসময়ে কোনদ্রব্য ভোজন করিবে না। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিবে না। পরস্ত্রীগমন করিবে না। বিষয়সুখের সেবা করিবে না। পানদোষে আসক্তি করিবে না। বৃথা পর্য্যটন করিবে না।

গুরু ব্রাহ্মণের নিকট নত হইবে। ঈশ্বরের পূজায় রত হইবে। অনাস্তিক হইবে। ধর্ম্ম সত্য ও শান্তির অনুগত হইবে। পাপে অরুচি বা বীতস্পৃহ হইবে। তপজপধ্যানে সংসক্ত হইবে। পরলোকচিন্তায় ব্যাপৃত হইবে। ইহকালের উন্নতিসাধনে তৎপর হইবে। সমাধি ও প্রাণায়ামপ্রভৃতি সদাচারনিষ্ঠ হইবে। ক্রোধলোভ ত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মে নিবিষ্ট হইবে। দেব দ্বিজ ও গুরুভক্ত হইবে। গুরুর সহিত বিতণ্ডায় বিনিবৃত্ত হইবে। মিথ্যাবাদী গুরুরও প্রতি ভক্তিপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে আয়ুষনাম ত্রশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস একাহার করিয়া পারণান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে পাপব্যাধিবিনাশ ও পরম কল্যাণলাভ হয়।

সমস্ত পৌষমাস একাহার করিলে, ধনধান্যসম্পন্ন ও সৌভাগ্যযোগ সঞ্চিত হইয়া থাকে।

সমস্ত মাঘমাস একাহার করিলে, আয়ুর্বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ হয়।

সমস্ত ফাল্গুনমাস একাহার করিয়া পারণান্তে যথাবিধানে ভোজন ও দান করিলে, মহিলাগণের প্রণয়ভাজন ও তাহাদের বশীকর হওয়া যায়।

সমস্ত চৈত্রমাস একাহারে যাপন করিলে, উত্তমবংশে জন্ম হইয়া থাকে।

সমস্ত বৈশাখমাস একাহার করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্তি ও কামদেবের ন্যায় রূপসমৃদ্ধি লাভ হয়।

সমস্ত জ্যৈষ্ঠমাস একাহার হইলে, অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

সমস্ত আষাঢ়মাস একাহার করিলে ধনধান্য লাভ ও বহুপুত্রের পিতৃপদ প্রাপ্তি হয়।

সমস্ত শ্রাবণমাস একাহার করিলে, দেশাধিপত্য লাভ হয়।

সমস্ত ভাদ্রমাস একাহার করিলে, লক্ষ্মীলাভ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

সমস্ত আশ্বিনমাস একাহার করিলে, ধনধান্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

সমস্ত কার্ত্তিকমাস জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার করিলে, শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও ধনলাভ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে একাহারব্রতনাম চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকতশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে চাতুর্ব্বর্ণের সারভূত শুভাশুভ বিবেকদ জ্যোতিঃশাস্ত্র বলিব; যাহা অবগত হইলে মনুষ্য সর্ব্ববিদ্ হইয়া থাকে। রাশি গণনা দ্বারা ষড়ষ্টক দ্বিদ্বাদশ এবং নবপঞ্চকে স্ত্রীদিগের বিবাহ অকর্ত্তব্য। কিন্তু যদি নক্ষত্র প্রীতিকর হয় এবং বরকন্যার রাশ্যধিপতি এক হয়, তাহা হইলে, মিত্রদ্বিদাদশ ও নবপঞ্চক স্বল্পদোষা-

বহু হয়। ষড়ষ্টকে সংযোগ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সূর্য্য, গুরুর ক্ষেত্রগত হইলে, বিবাহ প্রশংসিত নহে; ইহাতে কন্যা বিধবা হয়। গুরুর অতিচারে ত্রিপক্ষ এবং বক্রগতিতে, চারিমাস ব্রত উদ্বাহাদি কার্য্য কর্ত্তব্য নহে! চৈত্রমাসে, পৌষমাসে, হরিশয়নে রিক্তা ও অবাবশ্যা তিথিতে রবি কুজ বারে বিবাহ হইলে শুভফলপ্রদ হয় না। সন্ধ্যাকাল অতিশয় শুভাবহ। রোহিণী, ত্রিউত্তরা, মূলা,স্বাতী, হস্তা ও রেবতী নক্ষত্র এবং তুলা ও মিথুন লগ্নে বিবাহ অপ্রশস্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিবাহে, কর্ণবেধে, ব্রতকালে, পুংসবনে, অন্নপ্রাশনে এবং চূড়াকালে বিদ্ধ নক্ষত্র পরিত্যাগ করিবে। শ্রবণা, মূলা ও পুষ্যানক্ষত্রে, রবি মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবারে, কুম্ভ, সিংহ এবং মিথুনলগ্নে পুংসবনকার্য্য প্রশস্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে! হস্তা, মূলা, মৃগশিরা ও অনুরাধা নক্ষত্রে এবং বুধ ও শুক্রবারে নিক্রমণ শুভাবহ। হস্তাদিপঞ্চ, কৃত্তিকাদিত্রয় এবং পুষ্যানক্ষত্রে এবং মেষ ও মীন লগ্নে অন্নাশন মঙ্গলজনক; অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, রোহিণী এবং শ্রবণানক্ষত্রে নবান্ন ভক্ষণ প্রশস্ত। পুষ্যা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা এবং অশ্বিনী ভিন্ন অন্য নক্ষত্রে ঔষধ ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে; স্বাতী, রোহিণী ও পূর্ব্বাত্রয়ে, মঘা, কৃত্তিকা ও শ্রবণাদিনক্ষত্রে মঙ্গল রবি এবং শনিবারে রোগমুক্তির পর স্নান করিবে।

গোরোচনা এবং কুঙ্কুমদ্বারা হ্রীং এই মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া বস্ত্রবেষ্টিত করিয়া গলে ধারণ করিলে এই মন্ত্রবলে শত্রু বশীভূত হয়। ওং হুং সঃ, ওং হুং সঃ এই সস্ফুট মন্ত্র ভূর্জ্জ পত্রাষ্টকে গোরোচনা এবং কুঙ্কুম দ্বারা লিখিয়া গলে ধারণ করিলে, মৃত্যু নিবারণ হয়।

এক, পঞ্চ, নব, দ্বিষট্ এবং দ্বাদশ এই কয়টি যোগ প্রীতিদায়ক। ত্রিসপ্ত এবং একাদশে লাভ। চতুর্থ, অষ্ট এবং দ্বাদশে রিপুজয় হয়। জন্মরাশি হইতে আরম্ভ করিয়া তনু, ধন, সহজ, সুহৃৎ, সুত, রিপু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় এবং ব্যয় এই দ্বাদশটীকে, মেষাদি লগ্নে গণনা করিয়া ফল স্থির করিবে। জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, নিধন, মিত্র, পরম মিত্র এই নয়টি তারাবল জানিবে।

বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং রবি ও সোমবারে মাঘাদি মাসষট্‌কে আদ্যচূড়াকরণ প্রশস্ত। বুধ ও বৃহস্পতিবারে পুষ্যা, শ্রবণা এবং চিত্রানক্ষত্রে কর্ণবেধ শুভদায়ক। ষষ্ঠি ও প্রতিপৎ তিথি পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ প্রশস্ত। মাঘাদি ছয় মাস মেখলাধারণকার্য্যে শুভ। চূড়াকরণাদি কার্য্য শ্রাবণাদি ছয় মাসে কর্ত্তব্য নহে। বৃহস্পতি অস্তগত হইলে এবং চন্দ্রমা ক্ষীণ হইলে,যে বালক উপনীত হয়, তাহার মৃত্যু, অথবা জড়তা ঘটিয়া থাকে। উপনয়নের পর সমাবর্ত্তন কার্য্য ক্ষৌর, ঋক্ষে এবং শুভবারে কর্ত্তব্য। শুভক্ষেত্রে এবং শুভলগ্নে, অশ্বিনী, মঘা, চিত্রা, স্বাতি, ভরণী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্‌গুনী, পুনর্ব্বসু এবং পুষ্যা নক্ষত্রে ধনুর্ব্বেদারম্ভ প্রশস্ত।

ভরণী, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা, বহ্নি এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে জয়েচ্ছু ব্যক্তি বস্ত্র প্রাবরণ করিবে না। বৃহস্পতি শুক্র ও বুধবারে নববস্ত্র ধারণ কর্ত্তব্য নহে। রেবতী, অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা এবং হস্তাদি পঞ্চনক্ষত্রে শঙ্খ, প্রবাল এবং রত্নাদি ধারণ প্রশস্ত নহে। ভরণী, সর্প, ধনিষ্ঠা, ত্রিপূর্ব্বা এবং শতভিষা নক্ষত্রে দ্রব্য ক্রয় করিলে হানিকর এবং বিক্রয় করিলে লাভকর হয়। অশ্বিনী, স্বাতি, চিত্রা

রেবতী, শতভিষা এবং শ্রবণা নক্ষত্রে দ্রব্য ক্রয় করিলে লাভকর এবং বিক্রয় করিলে হানিকর হয়। বহ্নি, জ্যেষ্ঠা ও বিশাখা নক্ষত্রে নিক্ষিপ্ত এবং প্রযুক্ত ধনেরও উপাসনা করিবে না। উত্তর-ফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে রাজাদিগের অভিষেচন করিবে।

চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ এবং মাঘমাস পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট মাসে গৃহ-প্রবেশ শুভাবহ। অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তরা-ত্রয়, মৃগশিরা, স্বাতি, হস্তা এবং অনুরাধা নক্ষত্র গৃহারম্ভে প্রশস্ত। আদিত্য এবং ভৌমবার পরি-ত্যাগ করিয়া বাপীখনন এবং প্রাসাদারম্ভ করিবে।

বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করিলে, গুর্ব্বা-দিত্য যোগ ঘটিলে এবং শুক্রের বাল্য, বৃদ্ধ এবং অস্তগমনকালে গৃহকর্ম্ম বর্জ্জন করিবে। শ্রবণাদি পঞ্চনক্ষত্রে গৃহকার্য্যের নিমিত্ত তৃণ, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলে, অগ্নিদাহ, ভয়, রোগ, রাজপীড়া ও ধন-ক্ষতি হইয়া থাকে। ধনিষ্ঠা উত্তরাত্রয় এবং শতভিষা নক্ষত্রে গৃহপ্রবেশ করিতে পারে। দ্বি-তীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী এবং ত্রয়োদশী নৌকাগঠনে শুভদায়ক।

রাজদর্শন, ধনিষ্ঠা, হস্তা, অনুরাধা ও অশ্বিনী নক্ষত্রে প্রশস্ত। পূর্ব্বাত্রয়, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা, কৃত্তিকা, মৃগশিরা এবং অশ্লেষা এই নয় নক্ষত্র, যাত্রায় নি-ষিদ্ধ। সিনীবালী এবং চতুর্দ্দশী তিথিতে, ত্রিউত্তরা, রোহিণী, শ্রবণা, হস্তা, চিত্রা এবং বৈষ্ণবী নক্ষত্রে. গোষ্ঠযাত্রা এবং গৃহপ্রবেশ উভয়ই নিষিদ্ধ। অনিল, উত্তরাত্রয়, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, শ্রবণা এবং হস্তা নক্ষত্রে কৃষিকর্ম্ম করিবে। রো-হিণী, রেবতী, অনুরাধা এবং উত্তরাত্রয়ে, পুনর্ব্বসু স্বাতি, পূর্ব্বফল্গুনী, মূলা, জ্যেষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রে বৃহস্পতি শুক্র অথবা রবি ও সোমবারে, বৃষ, কন্যা ও মিথুন লগ্নে দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, দশমী, সপ্তমী, তৃতীয়া ও ত্রয়োদশী তিথিতে সম্পদাভিলাষী ব্যক্তিগণ মন্দার ব্যতীত অপর সমস্ত বীজ বপন করিবে। রেবতী, হস্তা, মূলা, শ্রবণা, কূর্ব্বফল্গুনী এবং অনুরাধা নক্ষত্রে, পিতৃদেবে, বুধবারে ও অগ্র-হায়ণ মাসে ধান্যচ্ছেদন প্রশস্ত। হস্তা, চিত্রা, পুন-র্ব্বসু, স্বাতী, রেবতী, ভরণী, জ্যেষ্ঠা পূর্ব্বফল্গুনী এবং শ্রবণাদি তিন নক্ষত্রে, স্থিরলগ্নে এবং বুধ, বৃহ-স্পতি ও শুক্রবারে ধান্য প্রবেশন কর্ত্তব্য।

ওং ধনদায় সর্ব্বধনেশায় দেহি মে ধনং স্বাহা
ওং নবেবর্ষে ইলা দেবি লোকসংবর্দ্ধনি কাম-
রূপিণী দেহি মে ধনং স্বাহা।

এই মন্ত্র পত্রে লিখিয়া ধান্যরাশির উপর রক্ষা করিলে, ধান্যবর্দ্ধন হইয়া থাকে। ত্রিপূর্ব্বা, বিশাখা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা এই ছয় নক্ষত্রে পণ্ডি-তেরা ধান্য নিক্রমণ করিয়া থাকেন। দেবপ্রতিষ্ঠা, আবাসপ্রতিষ্ঠা এবং বাপ্যাদি প্রতিষ্ঠা রবির উত্তরায়ণকালে কর্ত্তব্য। রবি মিথুনরাশিতে গমন করিলে অমাবস্যার পর দ্বাদশী তিথিতে হরিশয়ন হইয়া থাকে। সূর্য্য, সিংহ ও তুলারাশিতে গমন করিলে অমাবস্যার পর যে দুই দ্বাদশা হয়, তাহার আদ্যে ইন্দ্রসমুত্থান এবং দ্বিতীয়ে হরির প্রবোধন হইয়া থাকে। সূর্য্য কন্যারাশিতে গমন করিলে, শুক্লাষ্টমীতে দুর্গার উত্থান হইয়া থাকে। মঙ্গল রবি এবং শনিবারে ত্রিপাদনক্ষত্রে যদি ভদ্রা তিথির যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত্রি-পুষ্করা কহে।

সকল কার্য্যেই চন্দ্রতারা বিশুদ্ধি উপাদেয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। চন্দ্র যাহার জন্ম-

রাশিস্থ এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম ও একাদশ রাশিস্থ হয় তাহার সকল কার্য্যে শুভ হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া, পঞ্চমী এবং নবমী, শুভাবহ। মিত্র, অতিমিত্র, সাধক, সম্পৎ ও ক্ষেমাদি তারকা সকল জন্ম হইলে মৃত্যু, বিপৎ হইলে ধনসংগ্রহ। প্রত্যারিতে মরণ এবং নিধনেও পঞ্চত্ব অবধারিত আছে।

কৃষ্ণাষ্টমীর পর শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ এবং অন্যত্র পূর্ণ বলিয়া অভিহিত। ভানু বুধ,অথবা মিথুনরাশিস্থ হইলে, বৃহস্পতি ও সোমবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পৌর্ণমাসী সংঘটন হইলে তাহাকে মহাজ্যৈষ্ঠী বলে। যদি জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে গুরু ও শশি মৃগশিরা নক্ষত্রস্থ হয় এবং রবি রোহিণী-গত হয়েন, তাহা হইলেও মহাজ্যৈষ্ঠী সংজ্ঞা হইয়া থাকে। হর্য্যক্ষপাদে স্বাতি ও অশ্বিনী নক্ষত্রে শক্র-ধ্বজা উত্থাপন করিয়া সপ্তাহে বিসর্জ্জন করিবে।

নিশাকর রাহুগ্রস্ত হইলে, সেই গ্রহণকালে যে কোন বস্তু দান করা যায়, তাহা সুবর্ণদান-তুল্য। সকল দ্বিজই ব্রহ্মসদৃশ এবং সকল জলই গঙ্গাজল সদৃশ হইয়া থাকে। রবির রাশ্যন্তর সংক্রমণের নাম সংক্রান্তি। সেই সংক্রান্তি ক্রমে ধ্বাঙ্ক্ষী, মহোদরী, ঘোরা, মন্দা, মন্দাকিনী, এই ছয় সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। বালব, কৌলব, নাগ ও তৈতিল করণে যদি সূর্য্য উদিত হইয়া সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে লোক সুখী হয়। আর যদি গর, বব বণিজ, বিষ্টি, কিস্তুঘ্ন ও শকুনি করণে সংক্রমণ হয়, তবে লোক রাজদোষে ধন প্রাণে পীড়িত হয়। যদি চতুষ্পাৎ, বিষ্টি ও বণিজ-করণে রবি শয়িত হইয়া সংক্রমণ করে, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ, রাজসংগ্রাম এবং দম্পতিকলহ প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

আধানে এবং জন্মনক্ষত্রে, ব্যাধি উপস্থিত হইলে, ক্লেশদায়ক হয়। কৃত্তিকানক্ষত্রে হইলে নয় দিন, রোহিণীতে তিন দিন, মৃগশিরাতে পঞ্চ-রাত্র, আর্দ্রাতে প্রাণনাশ এবং পুনর্ব্বসু ও পুষ্যাতে হইলে সপ্তরাত্রি ভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-ফল্গুনীতে হইলে দুই মাস, বিশাখাতে বিংশতি দিন, অনুরাধাতে দশাহ এবং জ্যেষ্ঠাতে অর্দ্ধমাস ভোগ হয়।

মূলানক্ষত্রে রোগ হইলে তাহার মুক্তি নাই। পূর্ব্বাষাঢ়ায় পঞ্চদশ দিবস উত্তরাষাঢ়াতে বিংশতি দিন শ্রবণাতে দ্বিমাস, ধনিষ্ঠাতে অর্দ্ধমাস, শত-ভিষাতে দশাহ, অশ্বিনীতে অহোরাত্র এবং ভর-ণীতে প্রাণহানি হইয়া থাকে। কিন্তু গায়ত্রী হোম করিলে শুভ হয়।

সূর্য্য ষষ্ঠাব্দ দশা ভোগ করেন। চন্দ্র পঞ্চ-দশাব্দ, মঙ্গল অষ্টাব্দ, বুধ দশ এবং সপ্ত বর্ষ, শনি দশাব্দ, গুরু ঊনবিংশাব্দ, রাহু দ্বাদশাব্দ, এবং শুক্র একবিংশতি অব্দ দশা ভোগ করিয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে জ্যোতিঃশাস্ত্রসার নামক পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, এখন দ্রব্যশুদ্ধি বলিব। মৃন্ময় দ্রব্য এবং সুবর্ণ ও তাম্রময় দ্রব্য পুনঃ-পাকে শুদ্ধ হইয়া থাকে। তাম্র অম্ল এবং বারি সংযোগেও শুদ্ধ হয়। কাংস্য ও লৌহময় দ্রব্যের ক্ষারসংযোগে এবং মুক্তাদির ক্ষাল-নেই পরিশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রস্তরময় পাত্র দুষ্ট হইলে অথবা শাক, রজ্জু, মূল ও ফল অপবিত্র

হইলেও প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞকার্য্যে জলদ্বারা মার্জ্জন করিলেই যজ্ঞপাত্র শুদ্ধ হইবে। সস্নেহ দ্রব্য উষ্ণবারি দ্বারা এবং গৃহসম্মার্জ্জন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ক্ষার এবং জল দ্বারা বস্ত্র শুদ্ধি হয়। বহু বস্ত্র হইলে প্রক্ষণ দ্বারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে। রাশীকৃত বস্তু হইলে প্রক্ষণ এবং কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ। শয্যা, আসন, যান, শূর্প, শকট, খড় এবং ইন্ধনও প্রক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয়। শৃঙ্গময়, অস্থিময় ও দন্তময় দ্রব্য শ্বেতসর্ষপকল্ক দ্বারা এবং নির্যাস, গুড় ও লবণ,শোষণ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। কুশুম্ভ,উর্ণা এবং কার্পাস প্রসারিত করিলে শুদ্ধ হয়। গো জাতির মুখব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ। অশ্ব এবং অজের মুখ শুদ্ধ। নারী, বৎস শকুনী ও কুক্কুরের মুখও শুদ্ধ বলিয়া পবিগণিত হইয়া থাকে। ভোজন করিয়া হাঁচিয়া, সুপ্তোত্থিত হইয়া, পান করিয়া, রথে আরোহণ করিয়া এবং অবগাহন করিয়া, বস্ত্র পরিধান করিয়া আচমনান্তে শুচি হইবে। পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিলেই মার্জ্জার শুদ্ধিলাভ করে। রজস্বলা স্ত্রী চতুর্থদিনে শুদ্ধা হয় কিন্তু পঞ্চমদিবসে স্নানের পর দৈব পিতৃকার্য্যে অধিকারিণী হইয়া থাকে। শৌচকালে গুহ্যদেশে একবার, লিঙ্গে একবার, পদদ্বয়ে সপ্তবার এবং উভয় করে তিনবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। ব্রহ্মচারী, বনবাসী এবং যতিগণ ইহার চতুর্গুণ শৌচক্রিয়া করিয়া শুচি হইবেন। পট্টবস্ত্র শ্রীফল দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র গৌরসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ করিবে। মৃগলোম, পুষ্প এবং ফল জলপ্রোক্ষণেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দ্রব্যশুদ্ধিনাম ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, এক্ষণে প্রেতশুদ্ধি এবং সূতিকা শুদ্ধির বিষয় বলিব। সপিণ্ড মরণে ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রের একমাস, মরণাশৌচ হইয়া থাকে। জননাশৌচও এইরূপ। ব্রাহ্মণ বালক মরিলে, দন্তজননপর্য্যন্ত সদ্য, চূড়াকাল পর্য্যন্ত একরাত্রি, উপনয়ন কালপর্য্যন্ত ত্রিরাত্রি, তৎপরে দশাহ অশৌচ হইয়া থাকে। ঊনত্রিবর্ষ বয়স্ক শূদ্র বালক মরিলে পঞ্চাহ। তিন বৎসর অতীত হইলে দ্বাদশাহ এবং ছয় বৎসর অতীত হইলে একমাস অশৌচ হইয়া থাকে। অকৃতচূড়া কন্যা মরণে, বান্ধবদিগের একরাত্রি, কৃতচূড়া হইলে ত্রিরাত্রি এবং বিবাহিতা হইলে, পিতৃকুলে অশৌচ নিবৃত্তি হইয়া ভর্ত্তৃকুলে সম্পূর্ণাশৌচ হইবে। যদি বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে মরে, তাহা হইলে পিতামাতার ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। যদি একটী অশৌচ মধ্যে তজ্জাতীয় অপর একটী অশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের প্রথমার্দ্ধে হইলে পূর্ব্বাশৌচের সহিত, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে হইলে পরাশৌচের সহিত অশৌচ অপগত হইবে। বিদেশে থাকিয়া যদি জ্ঞাতিমরণ শুনা যায়, তবে তদশৌচের মধ্যে হইলে, যে কয় দিন অবশিষ্ট থাকিবে, সেই কয় দিবসই অশৌচ পালন করিবে। আর অশৌচান্তে শুনিলে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া চতুর্থাহে শুদ্ধিলাভ করিবে। সম্বৎসর গত হইলে যদি অশৌচবার্ত্তা শুনিতে পায়, তাহা হইলে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। মাতামহ এবং আচার্য্য মরিলে ত্রিরাত্রাশৌচ গ্রহণ করিতে হয়।

উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া, অগ্নিমধ্যে

প্রবেশ করিয়া এবং স্বেচ্ছানুসারে বিদ্যুৎ ও অস্ত্রাহত হইয়া মরিলে সেই আত্মঘাতীর অশৌচ গ্রহণ করিবে না।

মৈথুনান্তে এবং চিতাধূম স্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্নান করা কর্ত্তব্য। শূদ্র ব্রাহ্মণের শব দাহ করিবে না; ব্রাহ্মণেরও সেইরূপ শূদ্রজাতীয় শব দাহ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অনাথ ব্রাহ্মণশব বহন করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অনাথ প্রেত দাহের নিমিত্ত কাষ্ঠ প্রদান করে, সে সংগ্রামে জয় লাভ করে।

শব দাহনান্তে সংকল্পপূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে চিতা পরিক্রমণ করিয়া সবস্ত্র স্নান করিবে। স্নানের পর প্রেতের উদ্দেশে প্রত্যেকে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিয়া তর্পণ করিবে। অনন্তর দারু এবং প্রস্তরের উপর পদক্ষেপ, নিম্বপত্র দংশন এবং বহ্নিতে অক্ষত নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। ক্রীতলব্ধ বস্তু ভোজন করিয়া ভূতলে পৃথক হইয়া শয়ন করিবে। পিণ্ডাধিকারী প্রতি দিন এক এক পিণ্ড দিয়া দশাহে শ্মশ্রু কর্ম্ম করিয়া শুচি হইবে। অশৌচান্ত দিনে শ্বেতসর্ষপ এবং তিল দ্বারা স্নান করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য। অজাতদন্ত বালক এবং গর্ভস্রুত শিশু মরিলে, তাহার অগ্নিসংস্কার এবং উদকক্রিয়া কিছুই করিবে না। চতুর্থ দিবসে অস্থি সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য, অস্থিসঞ্চয়ের পর অঙ্গ স্পর্শ করিতে যোগ্য হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শাবাশৌচনামক সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, আমি এক্ষণে মনুপ্রভৃতি মুনিগণসম্মত গর্ভস্রাবাশৌচ বলিব।

তিন মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব হইলে, সেই স্ত্রীর যত মাস তত দিন অশৌচ হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণীর হইলে এক দিন অধিক, ক্ষত্রিয়ার দুই দিন, বৈশ্যার তিন দিন, শূদ্রার ছয় দিন অধিক হইবে। পিতা স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইবেন। সপ্তমাষ্টমমাসে গর্ভস্রাব হইলে স্ত্রীর সম্পূর্ণাশৌচ এবং সপিণ্ডদিগের সদ্যশৌচ হয়। দুই মাসের গর্ভপতনে ব্রাহ্মণীর তিন দিন, ক্ষত্রিয়ার চারি দিন, বৈশ্যার পাঁচ দিন এবং শূদ্রার আট দিন অশৌচ হয়।

যেখানে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, তথায় ক্ষত্রিয়ের ছয় দিন, বৈশ্যের নয় দিন এবং শূদ্রের দ্বাদশাহ হইয়া থাকে। দ্বিবর্ষবয়স্ক বালক মরিলে, তাহাকে দাহ না করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিবে। জাতদন্ত বালক মরিলে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের একাহ অশৌচ হইয়া থাকে। নিরগ্নিদিগের মরণ দিন হইতেই অশৌচ গণনা করিবে। যাহারা সাগ্নিক, তাহাদিগের দাহের পর হইতে অশৌচ গ্রহণ করাই বিধেয়। চারিবর্ণের ব্রহ্মণাদিক্রমে চতুর্থাহ, পঞ্চমাহ, সপ্তমাহ এবং নবমাহে অস্থি সঞ্চয় করিতে হয়। অনৌরস পুত্র এবং অন্যগামিনী ও পরপূর্ব্বা স্ত্রীমরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়। মরণাশৌচ হইলে সপিণ্ডগণ দশরাত্রিতে, সকুল্যগণ ত্রিরাত্রিতে এবং সগোত্রগণ স্নানমাত্রে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কুমারীগণ পিতৃগোত্রে থাকে। বিবাহিতা হইলে, ভর্ত্তৃগোত্রা হইয়া থাকে। বিবাহের পর উভয়কুলেই তর্পণ করিতে পারে। সপ্তম পুরুষপর্য্যন্ত সপিণ্ডতা চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদকভাব এবং জন্মনাম স্মরণ পর্য্যন্ত্র সগোত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মাতুলমরণে পক্ষিণী রাত্রি অশৌচ হয়। শিষ্য

ঋত্বিক এবং বান্ধব মরণেও এইরূপ জানিবে। জামাতা, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, শ্যালক এবং শ্যালক পুত্র মরিলে স্নানমাত্রেই শুদ্ধি হইয়া থাকে। মাতামহ, মাতামহী এবং আচার্য্য মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়। দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রসম্পাৎ, আপৎপতিত এবং অন্যপ্রকার উপসর্গবশতঃ মৃত্যু হইলেও ত্রিরাত্রাশৌচ জানিবে। বিপ্রহন্তা, গোহন্তা, নৃপহন্তা, অসাধ্য ব্যাধিযুক্ত এবং স্বাধ্যায়ে অশক্ত ব্যক্তির অশৌচ গ্রহণ করিবে না, বহ্নিপ্রবেশ অথবা জলপ্রবেশ তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত।

যে ব্যক্তি অপমানবশতঃ, ক্রোধবশতঃ, স্নেহবশতঃ, শোকপ্রযুক্ত এবং পরাজয়ভয়বশতঃ উদ্বন্ধন করিযা প্রাণত্যাগ করে, সে লক্ষসংখ্যক নরকে বাস করিযা থাকে। শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম হীন বৃদ্ধ ব্যক্তি মরিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে এবং দ্বিতীয় দিবসে তাহার অস্থিসঞ্চয়, তৃতীয় দিবসে উদকক্রিয়া এবং চতুর্থ দিবসে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বিদ্যুৎপাত দ্বারা এবং অগ্নিদাহে হত হইলেও ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে।

যে স্ত্রী ভর্ত্তৃঘাতিনী এবং পাষণ্ডাশ্রিতা হয়, তাহার অশৌচগ্রহণ এবং উদকদান কিছুই করিবে না। যদি কেহ কখন অসপিণ্ড প্রেত বহন করে, তাহা হইলে সে সবস্ত্রে স্নান করিযা এবং অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃতপ্রাশন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। অশৌচান্ন ভক্ষণ করিলে সম্পূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে। যে সকল দ্বিজাতি অনাথ ব্রাহ্মণশব বহন করে, তাহারা স্নানমাত্রেই শুদ্ধি লাভ করিয়া পদে পদে যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজগণ, শূদ্রের শবানুগমন করিলে তিন দিবস অশুচি থাকিবে এবং মৃতব্যক্তির বান্ধবগণের সহিত ক্রন্দন করিলে সেই অহোরাত্র দান এবং শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে অধিকারী হইবে না। স্বজাতি উপস্থিত থাকিলে শূদ্র ব্রাহ্মণের শব বহন করিবে না। যদি করে, তাহা হইলে শবকে স্নান করাইয়া পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পরে বহন করিবে। নগ্নদেহ দাহ করা নিষিদ্ধ। সমস্ত ভস্মীভূত না করিয়া কিঞ্চিদংশ পরিত্যাগ করা উচিত। গোত্রজেরা শব ধারণ করিয়া চিতার উপর তুলিয়া দিবে।

গৃহে যদি শূদ্রা প্রসূতা হয় অথবা শূদ্র মরে, তাহা হইলে পাকভাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তিন দিবসের পর শুদ্ধ হইবে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা যথা ন্যায়ে তিন প্রকার অগ্নিদ্বারা প্রেতদেহ দগ্ধ করিবে। নিরগ্নিকেরা অপরের ন্যায় একমাত্র লৌকিকাগ্নি দ্বারা দহন করিবেন। বান্ধবেরা প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবেন। মাতামহ আচার্য্য প্রেতীভূত হইলে তাহাদের উদ্দেশেও এইরূপ এক অঞ্জলি জলদ্বারা তর্পণ করিবে। সখি, স্ত্রী শ্বশুর এবং ঋত্বিক প্রেত উদ্দেশে কামনা অনুসারে তর্পণ করিতে পারিবে। পুত্র পিতৃউদ্দেশে দশ অঞ্জলী জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

ব্রাহ্মণ দশ পিণ্ড দান করিবেন। ক্ষত্রিয় দ্বাদশ পিণ্ড বৈশ্য পঞ্চদশ পিণ্ড এবং শূদ্র ত্রিংশৎ পিণ্ড দান করিবে। পুত্রই হউক, পুত্রিকাই হউক, অথবা অপর কেহই হউক, যে প্রেতকে অগ্নিদান করিবে, সেই পুত্রের ন্যায় পিণ্ডদানে অধিকারী। পিতার শবদাহান্তে পুত্র স্নান করিয়া, গৃহ দ্বারে নিম্বপত্র দংশন প্রস্তরের উপর পদক্ষেপ, অগ্নি, জল, গৌরসর্ষপ এবং গোময় স্পর্শ করিয়া আচমন পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করিবে। এবং নির্ম্মাংস অক্ষারলবণান্ন ভোজী হইয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিবে। শাবা শৌচ বিষয়ে যেরূপ যেরূপ

ব্যবহারের কথা উল্লিখিত হইল, জননা শৌচেও এই রূপ জানিবে। পুত্রজন্ম দিনে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য অতএব মাতাই কেবল অশুদ্ধা থাকিবেন, পিতা স্নানান্তে এই কার্য্যে অধিকারী হইবেন। জন্ম দিনে গো, হিরণ্য এবং বস্ত্রাদি দান করিলে, পুত্র আয়ুষ্মান্ হইয়া থাকে।

যদি মরণাশৌচ মধ্যে অপর একটী মরণাশৌচ পতিত হয় কিম্বা একটী জননাশৌচ মধ্যে অপর একটী জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচান্তেই শুদ্ধিলাভ করিবে। আর যদি জননাশৌচ মধ্যে মরণাশৌচ উপস্থিত হয় অথবা মরণাশৌচ মধ্যে জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মরণাশৌচাপগমেই পরিশুদ্ধ হইবে। গুরু অশৌচ দ্বারা লঘু অশৌচ অপনীত হয় কিন্তু লঘু অশৌচে গুরু অশৌচ অপগত হয় না। মরণাশৌচান্তদিনে অথবা জননাশৌচান্তদিনে যদি রাত্রিতে অপর অশৌচ পতিত হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বাশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। কিন্তু রাত্রি শেষে শুনিলে দুই দিন এবং প্রভাতে শুনিলে তিন দিন বৃদ্ধি হইবে। জনম মরণ উভয় অশৌচেই অশুচি দিগের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। অজ্ঞানবশতঃ এক দিন অশৌচান্ন ভক্ষণ করিলে অশুচি হইবে না।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে প্রাবাশৌচনামক অষ্টা শীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

পুস্কর কহিলেন, এক্ষণে ভুক্তি মুক্তি প্রদ শ্রাদ্ধ কল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ব দিনে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরদিনে স্বাগত প্রশ্নের পর যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া উপবেশনার্থ কুশাসন প্রদান করিবে। দেবপক্ষে তিন এবং পিতৃ পক্ষে একজন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাস্য করিয়া উপবেশন করাইবে। মাতামহ পক্ষেও একজন ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে। কুশাসন দানানন্তর যব গ্রহণ করিয়া, ওংকার উচ্চারণ পূর্ব্বক বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করিব ? এই প্রশ্ন করিবে। পরে আবাহনের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বেদেবাস, এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া যব বিকিরণ করিবে। বিশ্ব দেবগণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন, শ্রবণ করিয়া আগমন করুন, আগমন করিয়া এই কুশাসনে উপবেশন করুন। এইরূপ বলিবে। যব বিকিরণানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে "বিশ্বদেবা শৃণুত" এই মন্ত্র এবং ওষধয সমবদন্তু" এই উভয় মন্ত্র জপ করিবে। পরেআকাশস্থ বিদিবস্থ ও ধরণীস্থ পুরুরবো মাদ্রব প্রভৃতি বিশ্বদেবগণ আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন। আপনারা এই আস্তৃত কুশাসনে উপবেশন করিয়া আনন্দিত হউন। বিশ্ব দেবগণ! কেবল আপনারাই যে হর্ষযুক্ত হইতেছেন এমত নহে। ওষধিগণও আপনাদিগের নাথ নিশাকরের সহিত আনন্দিত হইয়াছেন।

এইমন্ত্র পাঠ করিয়া দ্বিগুণ কুশ বিস্তরণ পূর্ব্বক "উশন্তস্তে" এই মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণকে আহ্বান করিবে। অনন্তর যবোসি এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবপক্ষে যবক্ষেপ করিবে। তিলোনি এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃপক্ষে তিলক্ষেপ করিবে। আবাহনের পব, আয়ান্তনঃ এই মন্ত্র বলিয়া তিল এবং যবমিশ্রিত অর্ঘদান করিবে। প্রথমে পাত্রে সংস্রব সংস্থান পূর্ব্বক পিতৃভ্য স্থানমসি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাত্র ন্যুব্জ করিবে। অর্থাৎ পিতৃপাত্রে পিতামহ প্রভৃতি পঞ্চার্দ্ধ পাত্র শেষ জল সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রপিতামহ পাত্রদ্বারা আচ্ছাদন

করিয়া অধঃকরণ করিবে। অনন্তর ঘৃতাক্ত অন্ন উদ্ধৃত করিয়া, অগ্নিতে হোম করিব? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া, কর। এইরূপ অনুজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক সেই অন্ন দ্বারা হোম করিবে। অনন্তর হুতশেষ পিতৃপাত্রে দান করিয়া পাত্র স্পর্শপূর্ব্বক ওং পৃথিবীতে পাত্রং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাত্রাভিমন্ত্রণ করিবে। পরে ইদং বিষ্ণু, এই মন্ত্র বলিয়া অন্নে অঙ্গুষ্ঠ অবগাহন করাইয়া সব্যাহৃতি গায়ত্রী ও মধু বাতা এই ঋক্ জপ করিবে। অনন্তর হে অসুরগণ ও রাক্ষসগণ! এই শ্রাদ্ধার্থ পরিকল্পিত ভুমিতে যাহারা এই কর্ম্মের বিঘ্ন মানসে আগমন করিয়াছ, তাহারা নিরস্ত হও। ইহা বলিয়া মধু বাতা মন্ত্র জপ করিবে।

মধু বাতা মন্ত্রের অর্থ এই। একোনপঞ্চাশৎ বায়ু মধু দান করুন। সিন্ধু সকল মধু ক্ষরণ করুন। অস্মদীয় ওষধিগণ মধুফল প্রসব করুন। রজনীগণ মধুরূপ ধারণ করুন। প্রাতঃকাল মধুযুক্ত হও। পৃথিবী সম্বন্ধীয় ধূলিগণ মধুযুক্ত হও। আকাশ তুমি মধুময় হও। আমাদিগের পিতা মধুযুক্ত হউন। আমাদিগের বনষ্পতি ও সূর্য্য মধুময় হউন এবং আমাদিগের গোগণ মধুময় ক্ষীর প্রদান করুন।

অনন্তর বাক্‌যত হইয়া যথাসুখ ভোজন কর। তৃপ্তাঃস্থ। এইরূপ তৃপ্তি প্রশ্ন করিবে। পরে শেষান্ন ভুমিতে বিকিরণ করিয়া এক এক বার জল দিবে। অনন্তর সকল অন্ন লইয়া, তিল মিশ্রণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে পিতৃযজ্ঞ বৎ পিণ্ডদান করিবে। মাতামহ পক্ষেও এই রূপ জানিবে।

ইহার পর আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন এবং অক্ষয্যোদক দান ও যথা শক্তি দক্ষিণা দান করিয়া, স্বধাং বাচয়িষ্যে? এইরূপ প্রশ্ন করিলে, বাচ্যতাং এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া স্বপিতৃগণ উদ্দেশে স্বধা বলিবে। অনন্তর কুর্য্যু, অস্তু, স্বধা এইরূপ উক্ত হইয়া ভুমিতে জল সেচন করিবে। অথবা বিশ্বদেবা প্রিয়ন্তাং এই বলিয়া জল দান করিবে।

অনন্তর আমাদিগের দাতাগণ, বেদ সকল ও সন্ততি সকল বর্দ্ধিত হউক। আমাদিগের শ্রদ্ধা যেন অপগত না হয় এবং আমরা প্রচুরধন লাভ করি। এইরূপ প্রার্থনা বাক্যের পর প্রণাম করিয়া, প্রীতি পূর্ব্বক বাজে বাজে, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পিত্রাদিক্রমে বিসর্জ্জন করিবে। যে অর্ঘপাত্রে পূর্ব্বে সংস্রব সংস্থাপন করা হইয়াছিল, সেই পাত্র উঠাইয়া তাহা হইতেও ব্রাহ্মণদিগকে বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া পিতৃসেবিত ভোজন এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত সে রাত্রি অতিবাহিত করিবে।

বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে নান্দীমুখ পিতৃগণকে কর্কন্ধু এবং যব মিশ্রিত পিণ্ড দান করিবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ দৈবহীন করিবে এবং তাহাতে এক অর্ঘ ও এক পবিত্র দান করিবে। অগ্নিতে হোম এবং আবাহনও করিবে না। পিতৃ বিসর্জ্জন বিষয়ে অক্ষয্যস্থানে উপতিষ্ঠতাং এই বাক্য বলিবে এবং অভিরম্যতাং এই বাক্য বলিলে, অভিরতাস্ম এই প্রতিবচন দিবে।

সপিণ্ডীকরণে গন্ধ উদক এবং তিল যুক্ত চারিটী পাত্র করিবে, এবং যে সমানায় এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া, অর্ঘের নিমিত্ত পিতৃ পাত্রে প্রেত পাত্রস্থ জল সেচন করিবে। সম্বৎসর মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ হয়। তাহার উদ্দেশে বৎসর কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে অন্ন এবং জলপূর্ণ কুম্ভ দান করা পুত্রাদির কর্ত্তব্য। যে বৎসর মৃত্যু হইবে, সেই

বৎসর মৃতাহে মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করিবে। পরে মাসিকাম্নের ন্যায় বৎসরান্তে মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

হবিষ্যান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে, এক মাস কাল পায়সদ্বারা করিলে এক বৎসর, মৎস্যদ্বারা করিলে দুই মাস, হরিণ মাংস দ্বারা করিলে তিন মাস, কুরঙ্গ মাংস দ্বারা করিলে চারি মাস, শকুন মাংস দ্বারা করিলে পাঁচ মাস, মৃগ মাংস দ্বারা করিলে ছয় মাস, এণ মাংস দ্বারা করিলে সাত মাস, রৌরব মাংস দ্বারা করিলে আট মাস, বরাহ মাংস দ্বারা করিলে নয় মাস,এবং শশ মাংস দ্বারা করিলে দশ মাস, পিতৃলোক তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি গয়াস্থ হইয়া, গণ্ডার মাংস, মহাশল্ক,মধু-যুক্ত অন্ন, লোহামিধ, কালশাক এবং বার্দ্ধীনস মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে, সে অনন্তফল লাভ করিয়া থাকে।

বর্ষা ত্রয়োদশীতে এবং মঘাতে শ্রাদ্ধ করিলে, কন্যা, প্রজা, বন্দী, দ্বিশফ এবং একশফ পশু, ব্রহ্ম বর্চ্চস্বী পুত্র, মুখ্য পুত্র, ঘৃত, কৃষি, বাণিজ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, জ্ঞাতি-শ্রেষ্ঠতাদি সকল কামনাই লাভ হয়।

শস্ত্রহত ব্যক্তির চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। চতুর্দ্দশী পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপতাদি ত্রয়োদশ তিথিতে বিধিবৎ শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গ, অপত্য, শৌর্য্য, ক্ষেত্র,বল,শ্রেষ্ঠতা,সৌভাগ্যবান ও বংশধর পুত্র, প্রভুত বাণিজ্য, অরোগিতা, প্রভুতা, যশ, বাত-শোকতা, পরম গতি, ধন, বিদ্যা, ভিষক্-সিদ্ধি, রূপ, গো, অজা, অশ্ব এবং দীর্ঘ আয়ু, লাভ হইয়া থাকে। কৃত্তিকাদি ভরণী পর্য্যন্ত, নক্ষত্রে কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেও এই সকল লাভ হইয়া থাকে। বসু রুদ্র অদিতিসুত প্রভৃতি শ্রাদ্ধ দেবতাগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া পিতৃ লোককে তৃপ্ত করেন। পিতামহগণ প্রীত হইয়া আয়ুঃ, প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ এবং নিখিল-সুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্প নামক উননবত্য-ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি বলিলেন, কাত্যায়ন মুনি শ্রাদ্ধের বিষয় যাহা বলিয়াছেন এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

গয়াক্ষেত্রে, যথাকালে, অপর পক্ষে এবং সংক্রান্তি প্রভৃতিতে শ্রাদ্ধ করিলে বিশেষ ফল-দায়ক হয়।

পূর্ব্বদিনে যতি, গৃহস্থ সাধু, স্নাতক শ্রোত্রিয়, কিম্বা বনবদ্য কর্ম্মনিষ্ঠ শিষ্ঠাচার সংযুত দ্বিজগণকে নিমন্ত্রণ করিবে।

শ্বিত্রি ও কুষ্ঠরোগী, অদান্ত ও বেদকর্ম্মবিমুখ ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না।

দৈব পিতৃ ও মাতামহ পক্ষে তিনটী অথবা এক একটী করিয়া ব্রাহ্মণ বসাইতে হইবে।

শ্রাদ্ধ দিনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অকোপ, অত্বরিত, মৃদু, সত্যনিষ্ঠ এবং অপ্রমত্ত হইবে। অধ্বগমন এবং বেদাধ্যয়ন বর্জ্জন করিয়া বাগ্যত হইয়া থাকিবে।

পরদিন পঙ্‌ক্তি পাবন দ্বিজগণকে প্রশ্ন করিবে, "বিশ্বে দেবানাবা হয়িষ্যে"? তাঁহারা আবাহয়,এই-রূপ প্রতিবচন বলিলে, বিশ্বদেবগণকে আবাহন করিবে।

অনন্তর তিল বিকিরণ পূর্ব্বক বলিবে। তিলোসি সোমদেবত্যো গোসবো দেব নির্ম্মিতঃ

প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহিনঃ স্বধা।

শ্রাদ্ধে, হৈম, রাজত, ঔডুম্বর, অথবা পর্ণপাত্রই প্রশস্ত। বামদিকে দেব পাত্র এবং দক্ষিণ দিকে পিতৃপাত্র সংস্থাপন করিবে।

অনন্তর এক এক ব্রাহ্মণকরে এক একটী পবিত্র দান করিয়া—

যাদিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুর্য্যাঃ অন্তরিক্ষা উত-পার্থিবীর্য্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তান্ আপঃ শিবাঃ সংশ্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু। এই মন্ত্রপাঠ করিবে। পরে বিশ্বেদেবা এষবোহর্ঘ্যঃ স্বাহা। এই বলিয়া অর্ঘ দান করিবে। পিতামহাদিপাত্রে সংস্রব করিয়া পিতৃভ্যস্থানমসি এই মন্ত্র বলিয়া অর্ঘপাত্র ন্যুব্জ করিবে। অনন্তর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ আচ্ছাদনাদি দান করিয়া, সাগ্নিকগণ ঘৃতাক্ত অন্ন লইয়া, অগ্নৌ করিষ্যে? এই প্রশ্ন করিবে। পরে কুরুষ্ব এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া অগ্নিতে হোম করিবে। নিরগ্নিকগণ পিতৃহস্তে পবিত্র দান করিয়া অগ্নয়ে কব্য বাহনায় স্বাহা এই বলিয়া আহুতি প্রদান পূর্ব্বক সোমায় পিতৃমতে যসা-য়াঙ্গিরসে এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিবে। অনন্তর হতশেষ অন্ন পাত্রে প্রদান করিয়া—

পৃথিবীতে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণমুখে
অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা। এই মন্ত্র
উচ্চারণ করিবে।

ইহার পর ইদংবিষ্ণুঃ এই মন্ত্র জপ করিয়া অন্নে অঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিবে। অপহতা মন্ত্র জপ করিয়া তিল বিকিরণ করিবে এবং জুষস্বং এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। অনন্তর

দেবতাভ্য পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগীভ্য এবচ নমঃ
স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃলোককে তৃপ্ত জানিয়া, অন্ন বিকিরণ করিবে। এবং গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একবার জল দিবে ও মধু মধু মন্ত্র জপ করিবে। তৃপ্তাঃস্থ, এই প্রশ্ন করিলে, তৃপ্তাঃস্ম এই প্রতিবচন বলিবে। শেষান্নের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত অন্ন লইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রে অবনেজন করিয়া বিস্তৃত কুশের উপরে তিনটী পিণ্ড দান করিবে। এবং তাহাতে উদক পুষ্প ও অক্ষত দিবে।

অনন্তর অক্ষয্যোদক দান করিয়া, এইরূপ আশীঃ প্রার্থনা করিবে।

অঘোরাঃ বিতরঃ সন্তু গোত্রন্নো বর্দ্ধতাং সদা।
দাতারো নোভি বর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততি রেবচ॥
শ্রাদ্ধাচ নোমা ব্যগ মদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।
অন্নঞ্চ নো বহুভবে দতিথীংশ্চ লভে মহি॥
যাচি তারশ্চ নঃসন্তু মাচ যাচিস্ম কঞ্চন।

আশীঃ প্রার্থনার পর স্বধা বাচনীয় কুশ বিস্তৃত করিয়া, স্বধাং বাচয়িষ্যে এই প্রশ্ন করিলে, বাচ্যতাং এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া, ক্রমে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদির উদ্দেশে এইরূপ স্বধা বাচন করিবে। অনন্তর পিণ্ডোপরি জল সিঞ্চন করিয়া ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তান পূর্ব্বক যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিবে। বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাং এই মন্ত্র বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বাজে বাজে মন্ত্র বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। একোদ্দিষ্টে এক পবিত্র, এক অর্ঘ এবং এক পিণ্ড প্রদান করিবে। বিশ্বদেবগণের আবাহন এবং অগ্নিতে হোম করিবে না। তৃপ্তিপ্রশ্নে, স্বদিতং বলিবে, প্রতিবচনে সুস্বদিতং বলিতে হইবে। অক্ষয্যে উপতিষ্ঠতাং প্রবং বিসর্জ্জনে অভিরম্যতাং বলিতে হইবে। প্রতিবচনে অভিরতাস্ম বলিবে।

বৎসরান্তে অথবা বৎসরের মধ্যেই সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণে পিতৃপক্ষে তিন এবং প্রেতপক্ষে একটী পাত্র,এই চারি পাত্রে গন্ধ ও উদক স্থাপন করিবে। পরে যে সমানা, মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া পিতৃপাত্রে প্রেতপাত্র সিঞ্চন করিবে এবং পূর্ব্ববৎ পিতৃপূর্ব্বক পিণ্ড দানাদি করিবে।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে পূর্ব্ববৎ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। তৃপ্তিপ্রশ্নে সম্পন্নং ? প্রতিবচনে সুসম্পন্নং বলিবে। নান্দীমুখ পিতৃগণকে দধি, অক্ষত এবং বদরাসি দ্বারা পিণ্ড দান করিবে। আবাহয়িষ্যে এবং বাচয়িষ্যে, এই প্রশ্নে প্রীয়ন্তাং প্রতিবচন বলিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, ইহাঁদিগকেই নান্দীমুখ পিতৃগণ কহে। এই শ্রাদ্ধে স্বধাকার যোগ করিবে না এবং যুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। গ্রাম্য ওষধি দ্বারা, কন্দমূলফল দ্বারা, মৎস্য এবং ছাগ, মেষ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতির মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃলোক বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

কাম্য শ্রাদ্ধের কল্প বলিব। প্রতিপদে করিলে বহুধন হয়। দ্বিতীয়াতে করিলে, শ্রেষ্ঠা স্ত্রীলাভ হয়। চতুর্থীতে ধর্ম্ম কাম লাভ হয়। পঞ্চমীতে পুত্রলাভ হয়। ষষ্ঠীতে শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়। সপ্তমীতে কৃষিকার্য্যের মঙ্গল হয়। অষ্টমীতে অর্থলাভ হয়। নবমীতে অশ্ব, দশমীতে বহু গো, একাদশীতে পরিবার, দ্বাদশীতে ধন ধান্য, ত্রয়োদশীতে জ্ঞাতিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠতা, চতুর্দ্দশীতে শস্ত্র লাভ, এবং অমাবস্যাতে করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

সপ্তব্যাধা দশারণ্যে মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে॥
তেপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ন্তেভ্যোঽবসীদত॥

শ্রাদ্ধাদিতে এই মন্ত্র পাঠ করিলে, শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ ও ব্রহ্মলোকদ হয়। পুত্রাদি এইরূপে পিতৃপক্ষে এবং মাতামহ পক্ষে শ্রাদ্ধ করিবে।

যে ব্যক্তি এই শ্রাদ্ধকল্প পাঠ করে, সে নিশ্চয় শ্রাদ্ধফল লাভ করিয়া থাকে।

তীর্থে গয়াদিতে এবং মন্বন্তরাদিতে শ্রাদ্ধ করিলে, অক্ষয় ফল হয়। অশ্বযুক্ শুক্ল নবমী, কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশী, মাঘ ও ভাদ্র মাসের তৃতীয়া ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা, পৌষ মাসের একাদশী,আষাঢ় মাসের দশমী,মাঘ মাসের সপ্তমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, কার্ত্তিক, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা অক্ষয়া বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল তিথিতে গয়া, প্রয়াগ, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, নর্ম্মদা, শ্রীপর্ব্বত, প্রভাস, শালগ্রাম, বারাণসী, গোদাবরী এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, অক্ষয় ফল লাভ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পনাম নবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, সম্প্রতি রত্ন সকলের লক্ষণ বলিব। বজ্র, মরকত, পদ্মরাগ, মৌক্তিক, ইন্দ্রনীল, মহানীল, বৈদূর্য্য, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, স্ফটিক, পুলক, কর্কেতন, পুষ্পরাগ, রাজপট্ট, রাজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শংখ, ব্রহ্মময়, গোমেদ, রুধিরাক্ষ, ভল্লাতক, ধূলী, তুথক, সীস, পীলু, প্রবালক, গিরি বজ্র, ভুজঙ্গমমণি, টিট্টিভ, পিণ্ড,

ভ্রামর, এবং উৎপল, রাজগণ জয়াদি কার্য্যে এই সকল রত্ন স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়া ধারণ করিবেন।

অন্তঃপ্রভা বিশিষ্ট, বিমল ও সুসংস্থান রত্ন ধারণ করা কর্ত্তব্য। নিষ্প্রভ, মলিন, খণ্ড এবং সশর্কর রত্ন ধারণ করিবে না। লঘু, অভেদ্য, ষট্ কোন, অর্কসদৃশ তেজোবিশিষ্ট বজ্র মণি। শুক পক্ষের ন্যায় হরিদ্বর্ণ, স্নিগ্ধ, কান্তিমান্, বিমল, স্বর্ণ কান্তিনিভ সূক্ষ্ম বিন্দুসকল দ্বারা পরিশোভিত মরকত মণি এবং স্ফটিকজ, রাগবন্ত, অতিনির্ম্মল পদ্মরাগ মণি, এই কয়টী অতি মঙ্গল জনক।

শুক্তিজাত, শংখোদ্ভব, নাগদন্ত ও নাগকুম্ভোদ্ভব, শূকর ও মৎস্যজাত বিমলমুক্তা ফলই উৎকৃষ্ট। বেণু নাগভব এবং মেঘজ মুক্তাও শ্রেষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত। বৃত্ততা, শুক্লতা এবং স্বচ্ছতা, মুক্তার এই তিনগুণ।

ইন্দ্রনীল মণি, রজত এবং ক্ষীর সংযোগে অতিশয় শোভা বিশিষ্ট হয়। যে মণি স্বপ্রভায় প্রদীপ্ত হয়, তাহাই অমূল্য বলিয়া পরি কীর্ত্তিত হইয়াছে। নীলবর্ণ ও রক্তবর্ণ বৈদূর্য্য মণিদ্বারা উৎকৃষ্ট হার নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রত্ন পরীক্ষানাম একনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন। চামর, হেমদণ্ড এবং উৎকৃষ্ট ছত্র রাজাদিগের প্রশস্ত চিহ্ন। হংস, ময়ূর, শুক, কিম্বা বক পক্ষদ্বারা ছত্র নির্ম্মাণ করিবে, মিশ্র পক্ষ দ্বারা কখনও করিবে না। দণ্ড, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, অথবা অষ্ট পর্ব্ব হওয়া আবশ্যক। সিংহাসন, ক্ষীর বৃক্ষ দ্বারা নির্ম্মিত, পঞ্চদশ অঙ্গুলি উন্নত, ত্রিহস্ত বিস্তৃত এবং সুবর্ণাদিদ্বারা চিত্রিত হইবে। লৌহ, শৃঙ্গ এবং দারু এই তিন প্রকার দ্রব্য দ্বারা ধনুঃ নির্ম্মাণ করিবে। চতুঃহস্ত পরিমিত ধনুই প্রশস্ত। ধনুর মধ্যভাগে মুষ্টি গ্রহণের নিমিত্ত পরিষ্কৃত স্থান করিবে। কামিনী ভ্রূ লতার ন্যায় তাহার উভয় কোটি সুসংযত করিবে। কুটিল, স্ফুটিত এবং সচ্ছিদ্র ধনু প্রশস্ত নহে। সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কিম্বা লৌহ নির্ম্মিতই হউক, আর চন্দন, বেতস, সাল, ধাবল, কিম্বা ককুভ তরু নির্ম্মিতই হউক, শরৎকালে সংগৃহীত বংশ দ্বারা যে ধনু নির্ম্মিত হয় তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শর সকল ঋজু হেমবর্ণাভ, স্নায়ুশ্লিষ্ট তৈল ধৌত রুক্ম-পুংখ এবং সুপত্রক হইবে। ত্রৈলোক্যমোহন খড়্গমন্ত্র দ্বারা ধনু ও শরের পূজা করিতে হয়। যাত্রাকালে এবং অভিষেকাদিতে রাজাদিগের বাণ, ধনু এবং গুণের অর্চ্চনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। রাজা এক বৎসরের করদ্বারা অস্ত্র ও পতাকাদি সংগ্রহ করিবেন।

কোন সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা সুমেরু শিখরে স্বর্গ গঙ্গাতটে যজ্ঞ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার যজ্ঞ বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত সহসা এক লৌহময় দৈত্য উপস্থিত হইল, পিতামহ সেই দৈত্যকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিবামাত্র যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে এক মহাবল পুরুষ উৎপন্ন হইল। বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিষ্ণু সেই দৈত্যকে অবলোকন মাত্র, রত্ন মুষ্টি নীলবর্ণ নন্দক নামক খড়্গ নিষ্কাষিত করিয়া, দেবগণের সহিত তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। দৈত্য তৎক্ষণাৎ শতবাহুবিশিষ্ট হইয়া গদাদ্বারা দেবগণকে বিদ্রাবিত করিতে

লাগিল। বিষ্ণু দৈত্যের এই অত্যদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে প্রীত হইলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নন্দক খড়্গ দ্বারা তাহার শত বাহু ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর তাহার অন্যান্য অঙ্গ সকল ছেদনপূর্ব্বক বধ করিয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, এই পবিত্র অঙ্গ সকল ভূতলে অস্ত্রের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে।

দৈত্য দিব্য দেহ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর পদতলে পতিত হইলে তিনি তাহাকে সালোক্য প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাও হরির প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া বিষ্ণুর তৃপ্তিসাধন করিলেন। সেই সময় হইতে ভূমণ্ডলে লৌহাস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

এক্ষণে খড়্গ লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। খট্টর দেশজাত খড়্গ সকল অতিশয় সুদৃশ্য। আর্ষিক দেশজ খড়্গ সকল বিলক্ষণ কায়চ্ছিদ এবং সূর্পারক দেশোদ্ভব খড়্গ সমধিক দৃঢ় হয়। অঙ্গদেশ জাত খড়্গ অতিশয় তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু বঙ্গ দেশ জাত খড়্গ তীক্ষ্ণ এবং ছেদসহ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত। অর্দ্ধশত অঙ্গুলি পরিমিত খড়্গই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধ পরিমিত হইলে মধ্যম। উহার ন্যূন পরিমিত খড়্গ ধারণ করিবে না।

যে খড়্গ দীর্ঘ এবং যে খড়্গের শব্দ সুমধুর কিঙ্কিনী শব্দ সদৃশ, সেই খড়্গ ধারণ করাই প্রশস্ত। পদ্ম পলাশাস্ত্র, মণ্ডলাস্ত্র করবীর দলাস্ত্র এবং গন্ধও প্রভা বিশিষ্ট খড়্গই সুপ্রশস্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কাকোলূক বর্ণ খড়্গ অতি বিষম তাহা ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। খড়্গে দর্পণবৎ মুখ দর্শন করিবে না। এবং উচ্ছিষ্ট মুখে স্পর্শ করিবে না।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন,যদি পিতা স্বয়ং বিভাগ করিয়া দেন,তাহা হইলে পুত্রদিগকে ইচ্ছা অনুসারে ভাগ দিতে পারেন। ইচ্ছা হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শ্রেষ্ঠ ভাগ দিতে পারেন ইচ্ছা হইলে সকলকে সমাংস ভাগীও করিতে পারেন। যদি পুত্রদিগকে সমাংস দেন, তাহা হইলে পত্নীকেও সমাংসিকা করা কর্ত্তব্য। যাহাদিগকে ভর্ত্তা কিম্বা শ্বশুর কোন স্ত্রীধন দেন নাই, ভর্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ন্যূন্যাধিক দিতে পারেন।

পৈতামহ ধনে এবং ঋণে পুত্রগণ পিতার সহিত তুল্যাংশভাগী, পিতৃদ্রব্য বিনষ্ট না করিয়া স্বয়ং যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছেন, অথবা যাহা মিত্রলব্ধ ও বৈবাহিক লব্ধ, দায়াদেরা তাহার অংশ ভাগী নহেন। পৈতামহ ধন, এক পিতৃক পুত্রদিগের সমভাগ হইবে। কিন্তু অনেক পিতৃক হইলে পিতা হইতে ভাগ কল্পনা হইবে।

পিতামহোপাত্ত, ভূমি নিবন্ধ এবং অন্য দ্রব্যে পিতাপুত্রের তুল্য অধিকার। ক্রমাগত ধনে অথবা অপহৃত ধন উদ্ধার করিলে এবং বিদ্যাবলে উপার্জ্জন করিলে দায়াদদিগকে তাহার ভাগ দিবে না। পিতামাতা স্নেহ পূর্ব্বক যাহাকে যাহা দান করেন, তাহা তাহারই ধন।

পিতার উপরমে ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক বিভাগে মাতাও এক সমাংস পাইবেন। যে সকল ভ্রাতার পূর্ব্বে বিবাহাদি সংস্কার হইয়াছে, তাঁহারা সাধারণ ধনদ্বারা অসংস্কৃত ভ্রাতাদিগের সংস্কার বিধান করিবেন এবং নিজ নিজ ভাগের চতুর্থাংশ দিয়া অবিবাহিতা ভগিনীদিগের বিবাহ দিবেন।

যদি কোন সাধারণ সম্পত্তি ভ্রাতৃগণ মধ্যে

কেহ অপহরণ করিয়া থাকে এবং বিভাগ কালে তাহা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে উক্তধন সকলে সমাংস করিয়া লইবে।

অপুত্র ব্যক্তি যদি নিযুক্ত হইয়া পরক্ষেত্রে সন্তানোৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্র ধর্ম্মতঃ উভয় পিতারই পিণ্ডদাতা এবং ঋক্থভাগী হইবে।

ধর্ম্মপত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করে, সেই পুত্রকে ঔরস কহে, পুত্রিকাপুত্রও তাহার সমান। সগোত্র অথবা ভিন্নগোত্র পুরুষ দ্বারা নিজক্ষেত্রে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে ক্ষেত্রজ কহে। গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে উৎপন্ন পুত্রকে গূঢ়জ পুত্র কহে। কন্যকাবস্থায় যে পুত্র জন্মে, তাহাকে কানীন কহে। কানীনপুত্র মাতামহের পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কি ক্ষতযোনি, কি অক্ষত যোনি যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে পুনর্ভু বলে। পুনর্ভুর গর্ভজাত পুত্র পৌনর্ভব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পিতা মাতা যাহাকে দান করেন, সেই পুত্র গৃহীতার দত্তক পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পিতামাতাকর্ত্তৃক বিক্রীত যে পুত্র সেই ক্রেতার ক্রীতপুত্র। গুণদোষ বিচক্ষণ, পুত্রগুণযুক্ত যে স্বজাতীয় ব্যক্তিকে পুত্র করে, সেই পুত্র কৃত্রিমপুত্র বলিয়া অভিহিত। যে স্বয়ং স্বীকৃত হইয়া অন্যের পুত্র হয়, তাহাকে সহোঢ়জ কহে। পরিত্যক্তপুত্রকে গ্রহণ করিলে সেই পুত্র অপবিদ্ধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।

শাস্ত্রে এই একাদশপ্রকার পুত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাদের পূর্ব্ব, পূর্ব্বের অভাব হইলে, ক্রমশঃ পিণ্ডাধিকারী এবং ধনভাগী হইয়া থাকে। স্বজাতীয় পুত্র বিষয়েই এই বিধিবলিলাম।

চাতুর্ব্বণ্য পুত্রদিগের বিভাগে, সমুদায় ধন দশ অংশ করিয়া ব্রাহ্মণীপুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন অংশ, বৈশ্যাপুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রাপুত্র এক অংশ লইবেক। দাসী পুত্র ও কামতঃ সমাংশভাগী হইবে।

অপুত্র মৃতব্যক্তির ধনে, প্রথমে পত্নী, তাহার অভাব হইলে দুহিতা, তাহার অভাব হইলে পিতা· তাহার অভাবে মাতা, তাহার অভাবে ভ্রাতা, তাহার অভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তাহার অভাবে সকুল্য তাহার অভাবে বন্ধু, তাহার অভাবে শিষ্য, তাহার অভাবে সহাধ্যায়ী, তাহার অভাবে রাজা অধিকারী হইয়া থাকেন। সকল বর্ণেই অপুত্র মৃতব্যক্তির ধণাধিকার এইরূপ জানিবে।

পিত্রাদির সহিত বিভাগের পর ভ্রাতাগণ একমত হইয়া যদি এইরূপ নিয়ম করেন যে, এই সাধারণ ধনেআমাদিগের সকলের সমান সত্ব। যাহা তোমার ধন, তাহা আমার ধন, যাহা আমার ধন, তাহা তোমার ধন; কোন বিশেষ নাই। এইরূপ ধনকেই সংসৃষ্ট ধন কহে। সংসৃষ্ট ধন বিভাগে সকলের সমাংশ হইবে। সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণের পুত্র জন্মিলে, সকলে তাহাকে অংশ দিবে এবং কেহ মরিলে সকলে তাহার অংশ গ্রহণ করিবে।

বানপ্রস্থ যতি এবং ব্রহ্মচারীদিগের ধনে, ক্রমানুসারে আচার্য্য, সৎশিষ্য এবং সতীর্থের অধিকার অভিহিত হইয়াছে।

পতিত, পতিতের পুত্র, ক্লীব, পঙ্গু, উন্মত্ত, জড় অন্ধ এবং অচিকিৎস্য রোগযুক্ত ভ্রাতাদিগকে অংশ দিবে না, কিন্তু অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিপালন করিবে। ইহাদিগের ঔরস, অথবা ক্ষেত্রজাদি পুত্র যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে সে অংশভাগী হইবে এবং কন্যাদিগকে যত দিন পাত্রসাৎ করা

না হয়, ততদিন ভরণ পোষণ করিতে হইবে। আর ইহাদিগের পুত্রহীনা স্ত্রীগণ যদি সচ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবে। কিন্তু যদি ব্যভিচারিণী অথবা প্রতিকূলা হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাসিতা করিবে।

স্ত্রীগণ পিতা, মাতা, পতি এবং ভ্রাতার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়। বিবাহকালে যাহা প্রাপ্ত হয় এবং পতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে, তাহার তুষ্টির নিমিত্ত যাহা দান করেন, তাহাকেই স্ত্রীধন কহে।

অপ্রজা স্ত্রী মরিলে তাহার বন্ধুদত্ত যৌতুক প্রাপ্ত এবং অন্বাধেয় অর্থাৎ বিবাহের পর পিতৃকুল অথবা মাতৃকুল হইতে প্রাপ্ত, এই সকল স্ত্রীধন বান্ধবেরা প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং গান্ধর্ব্ব এই চারিপ্রকার বিধানে বিবাহিতা স্ত্রীর যাবতীয় স্ত্রীধন ভর্ত্তা প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু আসুরাদিবিধানে বিবাহিতা স্ত্রীর ধনে মাতা পিতার অধিকার হইয়া থাকে।

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, কিম্বা কোন ধর্ম্ম কার্য্য উপলক্ষে, অথবা অতিশয় পীড়া উপস্থিত হইলে কিম্বা নিতান্ত অনাটন ঘটিলে, ভর্ত্তা স্ত্রীর নিকট হইতে যে ধন গ্রহণ করেন, তাহা প্রত্যর্পণ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না।

দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীকে পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর সমান যৌতুক দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্ত্রীকে স্ত্রীধন দেওয়া হয় নাই তাহাকে অর্দ্ধাংশভাগিনী করা উচিত।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ধনবিভাগনাম ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, ধর্ম্মার্থাদি জয়প্রদা শ্রীমতী কুব্জিকা পূজার বিষয় বলিব। পরিবারযুক্ত হইয়া এই মূল মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে।

ঔং ঐং হ্রীং ক্রীং কুব্জিকে হ্রাং ওং ঙ ন ণ মে অঘোরমুখী ব্রাং ছ্রাং চ্ছ্রীং কিলিকিলি ক্ষীং বিচ্চে খ্যোং শ্রীং ক্রোং ওং হ্রীং ঐং বজ্র কুব্জিনি স্ত্রীং ত্রৈলোক্যকর্ষিণি হ্রীং কামাঙ্গদ্রাবিণি হ্রীং স্ত্রীং মহাক্ষোভকারিণি ঐং হ্রীং ক্ষ্রোং ঐং হ্রীং ফেং ক্ষোং নমো ভগবতি ক্ষ্রোং কুব্জিকে হ্রোং হ্রোং ক্রৈং ঙ ঞ ন ণ মে অঘোরমুখি চ্ছাং চ্ছাং বিচ্চে ওং কিলিকিলি। অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিয়া বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী, এই তিন সন্ধ্যায় উপাসনা করিবে।

কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যভ্যাং বৌষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অণামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায ফট্। এবং হৃদযাদিষু

অনন্তর কুলবাসী শি বিদ্মহে মহাকালিতি ধীমহি। তন্নকৌলি প্রচোদয়াৎ। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অনন্তর পাদ্যাদি ষোড়শোপচারে যথাবিধি পূজা করিয়া এইরূপ স্তব করিবে;—দেবি! তুমি চন্দ্র সূর্য্যরূপ নয়ন দ্বারা নিখিল জগতের সূক্ষ্মতম স্থান পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছ; তোমার নিকট কোন বিষয় গোপন থাকে না। তুমি জীবগণের অন্তরে অন্তরাত্মারূপে নিয়ত অবস্থিত আছ; মনে মনে কোন কল্পনা করিলেও

তোমার অপরিজ্ঞাত থাকে না। তুমি ব্রহ্মাণী, মাহেশী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা। আমি তোমায় নমস্কার করি। অনন্তর আবরণ দেবতাদিগের পূজা করিয়া, বলিদান করিবে।

হ্রীং থং স্বং হুং সৌং বটুকায় অরু অরু অর্ঘং পুষ্পং ধূপং দীপং গন্ধং বলিং পূজাং গৃহ্ন গৃহ্ন নমস্তভ্যং। ওং আং হ্রীং হ্রুং ক্ষেং ক্ষেত্রপালায়, অবতর অবতর মহাকপিল জটা ভার-ভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ এহ্যেহি গন্ধপুষ্প বলিপূজাং গৃহ্ন গৃহ্ন খঃ খঃ ওং কঃ ওং লঃ ওং মহাডামরাধিপতয়ে স্বাহা।

বলিশেষে হোমাদি করিয়া পূজা সমাপন করিবে।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে বাস্তুলক্ষণ এবং বিপ্রাদির ভূমির বিষয় বলিব। বাসোপযুক্ত ভূমিতে শ্বেত, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণ এই চারি বর্ণ দ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, তথায় পূজার আয়োজন করিবে। মধুর কষায় এবং অম্লাদি বিবিধ রসযুক্ত ভোজ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিবে। অনন্তর কুশ, কাশ, শর এবং দুর্ব্বাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা পূর্ব্বক খাত খনন করিয়া সেই ভূমি নিঃশল্যা করিবে।

পরে চতুঃষষ্টিটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গৃহস্বামী মধ্য চতুষ্পদে ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বদিকে অর্য্যমা, দক্ষিণে বিবস্বান্, পশ্চিমে মিত্র, উত্তরে মহীধর, বহ্নিকোণে আপবৎস, নৈঋতে সাবিত্র, বায়ুকোণে রুদ্রব্যাধি এবং ঈশানকোণে সবিতার পূজা করিবে। অন্যান্য পদে মহেন্দ্র, রবিসত্য, ভৃগু, গৃহক্ষত অর্য্যমপ্রভৃতি, গন্ধর্ব্বগণ, পুষ্পদন্ত অসুর, বরুণ, যক্ষ, ভল্লাট, সোম, অদিতি ধনদ এবং নাগ, প্রভৃতিকে অষ্টদিকে পূজা করিবে।

পর্জ্জন্য, করগ্রহ, গগন, পবন, ধনেশ্বর, মৃগসুগ্রীবক, রোগ, পুষ্পবিভদ, নাগপৈতৃক, গন্ধর্ব্ব, নাগরাজ, যক্ষ্মারোগ, ভল্লাট শনি, অদিতি, কুবের, শক্র, সূর্য্য, সুগ্রীব প্রভৃতি দেবগণকে যথোক্ত মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া শিলা অথবা ইষ্টকাদি বিন্যাস করিবে।

অতঃপর প্রার্থনা করিবে হে, নন্দে! বাশিষ্ঠে! আমাকে ধনপুত্রের সহিত আনন্দিত কর। হে জয়ে! ভার্গবদায়াদে! আমার প্রজাদিগের জয় বিধান কর। হে পূর্ণে! অঙ্গিরদায়াদে! আমাকে পূর্ণকাম কর। হে ভদ্রে কাশ্যপদায়াদে! আমার ভদ্রমতি বিধান কর। রুচিরে! এই স্থানে ক্রীড়া কর। তুমি সর্ব্ববীজ এবং সর্ব্বরত্ন ও সর্ব্ববনৌষধির যোনি, হে মহীময়ে! প্রজাপতি সুতে! সুভগে সুব্রতে ভবভূতিকরে! তুমি আমার গৃহে আনন্দিতা হও।

হে অব্যঙ্গে! অক্ষতে! পূর্ণে! অঙ্গীরস তনয়ে ইষ্টকে আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিতেছি, আমাকে ইষ্ট প্রদান কর। মনুষ্য, ধন, হস্তী, অশ্ব ও পশু বৃদ্ধিকরী হও।

গৃহপ্রবেশে শিলান্যাস করা কর্ত্তব্য। গৃহের উত্তর দিকে প্লক্ষ বৃক্ষ, পূর্ব্বদিকে বটবৃক্ষ, দক্ষিণ দিকে উডুম্বর বৃক্ষ, পশ্চিমে অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং বামদিকে উদ্যান থাকিলে তথায় বাস অতিশয় শুভজনক।

গ্রীষ্ম সময়ে সায়ং ও প্রাতঃকালে, শীতকালে দিনশেষে এবং বর্ষারাত্রে ভূমি সকল শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, অতএব সেই সময়ে রোপিত তরুতে জলসেচন করিবে। বিড়ঙ্গ ও ঘৃতসংযুক্ত শীতল জল

সেচন করিলে বৃক্ষ সকল অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। ফলনাশ উপস্থিত হইলে, মাষ, মুদ্গ, তিল এবং যবযুক্ত জল দ্বারা সেচন করিলে, বৃক্ষ সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, উৎসেক দ্বারা সকল বৃক্ষেরই ফল পুষ্প বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীতল মৎস্যোদক দ্বারা আম্রবৃক্ষ সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। অশোক বৃক্ষ কামিনী পদতাড়নে পুষ্পিত হয়। খর্জ্জুর এবং নারিকেলাদি বৃক্ষ লবণজলে সেচন করিলে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সকল বৃক্ষের দোহদকালে বিড়ঙ্গ মৎস্য এবং মাংসোদক দ্বারা সেচন প্রশস্ত।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শাস্ত্রার্দির্নাম চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, হে দ্বিজ! চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ এবং রথ, নাগ, অশ্ব, পত্তী এবং যোধ, এই পঞ্চবিধ বলের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সংগ্রামে, যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তসন্ধারিত, অমুক্ত এবং বাহুযুদ্ধ এই পঞ্চধা প্রয়োগ অভিহিত হইয়াছে। এই সকল প্রয়োগ আবার শস্ত্র ও অস্ত্রভেদে দুইপ্রকার, যুদ্ধ ও ঋজু এবং মায়াভেদে দুই প্রকার।

ক্ষেপণী ও চাপযন্ত্র দ্বারা যাহা প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে যন্ত্রমুক্ত কহে। শিলা এবং তোমরাদি নিক্ষেপের নাম পাণিমুক্ত। যাহা প্রয়োগ করিয়া প্রতিসংহার করা যায়, তাহাকে মুক্তসন্ধারিত কহে। খড়্গাদি প্রয়োগকে অমুক্ত কহে এবং আয়ুধবিহীন হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধকে নিযুদ্ধ অথবা বাহুযুদ্ধ কহে। যুদ্ধাভিলাষীগণ জিতশ্রম হইয়া যুদ্ধবিষয়ে এই সকল নিয়োগ করিবে।

ধনুর্ব্বেদে, ব্রাহ্মণ, বর্ণত্রয়ের গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। শূদ্রেরও যুদ্ধে অধিকার আছে। তাহারা দেশস্থ রাজাদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া যুদ্ধ সময়ে তাঁহাদিগের সহায়তা করিবে।

যোধদিগের অঙ্গুষ্ঠ গুল্‌ফ পাণি এবং অঙ্ঘ্রি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধ শিক্ষাকালে সম পদ, বিতস্তি পরিমিত স্থানের মধ্যে জানুদ্বয় স্তব্ধ করিয়া অবস্থিতি করাকে বৈশাখ বলে, চতুর্ব্বিতস্তি বিচ্ছিন্ন স্থানে জানুদ্বয় হংসপংক্তির ন্যায় করিয়া অবস্থানকে মণ্ডল কহে। পঞ্চবিতস্তী বিস্তৃত স্থানে হলাকারে দক্ষিণজানু এবং উরু স্তব্ধ করিয়া অবস্থিতি করার নাম আলীঢ় এবং তাহার বিপর্য্যয়কে প্রত্যালীঢ় কহে। বামপদ তির্য্যগ্‌ভূত এবং দক্ষিণপদ ঋজু করিয়া পঞ্চাঙ্গুলান্তরে গুল্‌ফ ও পার্ষ্ণিগ্রহে ভারার্পণ করিয়া অবস্থিতি, বামজানু ঋজু এবং দক্ষিণজানু প্রসারিত করিয়া অথবা দক্ষিণজানু কুব্জ এবং নিশ্চল করিয়া অবস্থিতি, দ্বিহস্ত পরিমিত স্থানে উভয় চরণ উন্নান করিয়া অবস্থিতি প্রভৃতি বিবিধ আসনের বিষয় অভিহিত হইয়াছে। দ্বিজগণ স্বস্তিক দ্বারা প্রথমে ধনুকে প্রণাম করিবে। পরে বাম করে ধনু এবং দক্ষিণ করে বাণ ধারণ করিয়া, ধনুর কটিদেশ অধে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে গুণযোগ করিবে।

অনন্তর ধনুর কটিদেশ এবং বাণের ফলদেশ অধঃ করিয়া ভূতলে স্থাপন করিবে এবং পরক্ষণেই ভুজদ্বয় কুব্জ করিয়া তাহা উত্তোলন করিবে। পুঙ্খদেশে পত্রবিশিষ্ট বাণই উৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ধনুঃকোটির দ্বাদশ অঙ্গুল ব্যবধানে জ্যা বিন্যাস করা কর্ত্তব্য। নাভিদেশে ধনু এবং নিতম্বদেশে তূণ সংস্থাপন করিবে। বাণ প্রয়োগ

কালে হস্তদ্বয় উন্নত করিয়া বামহস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক ধনুর্গ্রহণ এবং দক্ষিণহস্তে শর লইয়া কর্ণ এবং অক্ষির মধ্যস্থলে শরপুঙ্খ রক্ষণ ও শীঘ্র দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক লক্ষস্থলে শরক্ষেপ করিবে। শরক্ষেপ কালে কুব্জ, অতিবেষ্টিত এবং চঞ্চল হইবে না। স্থৈর্য্যগুণোপেত হইয়া দণ্ডবৎ অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। স্কন্ধ স্রস্ত, গ্রীবা নিশ্চল, মস্তক ময়ূরাঞ্চিত, ললাট নাসিকা ও বক্ষের অংশ সকল অশ্ববৎ করিয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য। চিবুক এবং অংশের মধ্যভাগে ত্রিঅঙ্গুলি স্থান ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

শিক্ষাকালে ক্রমশঃ, প্রথমে ত্রিঅঙ্গুলি ব্যবধান দ্বিতীয়ে দ্বিঅঙ্গুলি এবং তৃতীয়ে এক অঙ্গুলিমাত্র ব্যবধান রাখিতে হয়। তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সায়ক ধারণ করিয়া ক্রমে তাহাতে অনামিকা এবং মধ্যমাঙ্গুলি যোগপূর্ব্বক এরূপ বেগে আকর্ষণ করিবে যে, ধনুর মধ্যভাগ যেন বাণফলকের নিম্নভাগ স্পর্শ করে। এইরূপে উপক্রম করিয়া, যথাবিধানে দৃষ্টিনৈপুণ্য এবং লক্ষবেধন শিক্ষা করিবে।

ধনুঃশাস্ত্রবিশারদগণ বলিয়াছেন যে, কোন লক্ষ বিদ্ধ করিবার কালে কূর্পরভাগ অধ করিয়া আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ স্থানে বাণক্ষেপ করাই প্রকৃষ্ট। দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত সায়ক উৎকৃষ্ট মধ্যে পরিগণিত। একাদশ অঙ্গুলি মধ্যম এবং দশমুষ্টিপরিমাণ নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ধনুর পরিমাণ, চতুর্হস্ত উৎকৃষ্ট, সার্দ্ধত্রিহস্ত মধ্যম এবং ত্রিহস্ত নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত। পদাতি, অশ্ব, রথ এবং গজাদিও উত্তমাধম মধ্যম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, গদা, আয়ুধ এবং ধনু সুনির্ধৌত করিয়া যজ্ঞভূমিতে রক্ষা করিবে। যজ্ঞ সমাধা হইলে সাবধানপূর্ব্বক বাণদংশন করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণ কক্ষে সুদৃঢ়রূপে তূণ বন্ধন এবং বিবিধ শরসংগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে সংস্থাপন করিবে। তূণ হইতে শর উদ্ধার করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা করা কর্ত্তব্য। ধনু বাম হস্ত দ্বারাই ধারণ করিবে।

অবিষণ্নমতি হইয়া গুণে বাণপুঙ্খ নিবেশ করিবে। বাণপ্রয়োগ বিধানবিৎ ব্যক্তিগণ লক্ষগত চিত্ত হইয়া লক্ষচ্ছেদনার্থে দক্ষিণ করে ষোড়শাঙ্গুল, চন্দ্রকাক্ষ বাণধারণপূর্ব্বক কর্ণান্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সন্ধান করিয়া থাকেন।

শিক্ষার্থীগণ প্রথমে চতুরস্র স্থানে বেধ্য নির্দ্ধারিত করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার উপর বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভ্যাস করিবে। নিম্ন, উন্নত, তীক্ষ্ণ এবং দৃঢ় এই চারিপ্রকার বেধ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে স্নিগ্ধ এবং তীক্ষ্ণ দুষ্কর আর উন্নত এবং দৃঢ় সহজ বেধ্য মধ্যে পরিগণিত। মস্তকায়াতন মধ্যস্থিত বেধ্য, চিত্র দুষ্কর বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল বিধান পর্য্যালোচনা করিয়া বাণপ্রয়োগ করিলে জিতলক্ষ হয়। যদি বেধ্য ভ্রমমাণ, চঞ্চল এবং জিহ্মগ হয়, তাহা হইলে পত্রিপত্রযুক্ত দৃঢ় বাণ সংযোগ করিয়া এককালে সমন্তাৎ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে ছেদন করিবে। কর্ম্মযোগবিধানজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশেষরূপে অবগত হইয়া এই বিধি আচরণ করিবেন। যোগীগণ চক্ষু দ্বারা ধনুর্ব্বেদ দর্শন এবং মনে ধনুর্ব্বেদের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, জিতহস্ত, জিমতি এবং দৃষ্টি ও লক্ষ সাধন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরে বাহনে আরোহণ করিবে। পাশাস্ত্রের পরিমাণ দশ হস্ত তাহার কর এবং মুখ বৃত্ত হওয়া আবশ্যক। কার্পাস, মুঞ্জ, অথবা ভগ্নস্নায়ু দ্বারা গুণ নির্ম্মাণ করিবে। বাম হস্ত দ্বারা নিক্ষেপদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উদ্ধার করিয়া, কুণ্ডলাকারে মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া বর্ম্মধারী পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ করিবে। সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বল্গিত, প্লুত এবং প্রব্রজিতের উপর সমযোগ বিধান করিয়া পাশপ্রয়োগ করিবেন।

খড়্গ কটিদেশে বামভাগে বিলম্বিত করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে এবং বামহস্তে কোষ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিষ্কাশিত করিবে। ধনুর্ব্বেদে ষষ্ঠ অঙ্গুলি উন্নত এবং সপ্তহস্ত সমুচ্ছ্রিত লৌহশলাকা ও বিবিধ বর্ম্ম ধারণের বিষয় অভিহিত হইয়াছে। যেরূপে ধর্ম্ম এবং শলাকা ভেদ করিতে পারা যায় তাহা বলিতেছি, শ্রবন কর। তূণ এবং চর্ম্মবদ্ধাঙ্গ হইয়া উভয় হস্তে বিশাললগুড় গ্রহণ পূর্ব্বক সবলে লৌহবর্ম্মোপরি আঘাত করিলে অক্লেশে তাহার বধে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ধনুর্ব্বেদনাম সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, রণে খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ, দ্বাত্রিংশৎ প্রকারে বিভক্ত। ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সম্পাত, সমুদীশ, শ্যেনপাত, আকুল, উদ্ভূত, অবধূত, সব্য, দক্ষিণ, অনালক্ষিত, বিস্ফোট, করালেন্দ্র, মহাসখ, বিকরাল, নিপাত, বিভীষণ, ভয়ানক, সমগ্র, অর্দ্ধ, তৃতীয়াংশ, পাদ, পাদার্দ্ধ, বারিজ, প্রত্যালীঢ়, আলীঢ়, বরাহ এবং লুলিত।

পাশ ধারণ বিষয়ে একাদশ প্রকার ভেদ আছে, যথা পরাবৃত্ত, অপাবৃত্ত, গৃহীত, লঘুসজ্ঞিত, ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত, অধঃক্ষিপ্ত, সন্ধারিত, বিধারিত, শ্যেনপাত, গজপাত এবং গ্রাহগ্রাহ্য।

পাশ ব্যস্ত হইলে, মহাত্মা ঋষিগণ পাঁচটি কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, ঋজু, আয়ত, বিশাল, এবং তির্য্যক্‌ভ্রামিত। ছেদন, ভেদন, পাত, ভ্রমণ, শয়ন, বিকর্ত্তন এবং কর্ত্তন, এই সাতটি চক্রকর্ম্ম। আস্ফোটন, ক্ষ্বেড়ন, ভেদ এবং ত্রাসান্দোনিতক, এই চারিটি শূলকর্ম্ম।

দৃষ্টিঘাত, ভুজাঘাত, পার্শ্বঘাত, ঋজু, পক্ষ এবং ইষুপাতন এই ছয়টি ঘাতসজ্ঞিত তোমর কর্ম্ম বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

আহত, গোমূত্রপ্রভৃত, কমলাসন, ঊর্দ্ধগাত্র, নমিত, বামদক্ষিণ, আবৃত্ত, পরাবৃত্ত, পাদোদ্ধৃত, অবপ্লুত, হংসমর্দ্দ এবং বিমর্দ্দ, এই কয়টী গদাকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

করাল, অবঘাত, দংশোপপ্লুত, ক্ষিপ্তহস্ত, স্থিত, শূন্য, এই কয়টি পরশুর কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাড়ন, ছেদন, ঘূর্ণন এবং প্লবনঘাতন, এই

কয়টী মুদ্গরের কর্ম্ম এবং সংশ্রান্ত, বিশ্রান্ত, গোবিসর্গ এবং সুদুর্দ্ধর এই কয়টি ভিন্দিপাল এবং লগুড়ের কর্ম্ম। অন্ত্য, মধ্য, পরাবৃত্ত এবং নিদেশান্ত, এই কয়টি বজ্রের এবং পট্টিসের কর্ম্ম। হরণ, চ্ছেদন, ঘাত, বলোদ্ধারণ, আয়ত, পাতন এবং স্ফোটন,এই কয়টি কৃপাণ কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আসন, রক্ষণ, ঘাত, বলোদ্ধরণ এবং আয়ত, এই কয়টিকে ক্ষেপণী এবং যন্ত্রের কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সন্ত্যাগ, অবদংশ, বরাহোদ্ধৃতক, হস্তাবহস্ত, আলীন, একহস্তাবহস্ত দ্বিহস্ত বাহুপাশ, কটিরেচিতোদ্গত, উরোললাট ঘাত, ভুজাবিধমন, করোদ্ধূত, বিমান, পাদাহতি, বিপাদিক, গাত্রসংশ্লেষণ, শান্ত, গাত্রবিপর্য্যয়, ঊর্দ্ধপ্রহার, ঘাত, সব্যদক্ষিণে গোমূত্র, পারক, তারক, দণ্ড, করবীরন্ধম, আকুল, তির্য্যক্‌বন্ধ, অপমার্গ, ভীমবেগ, সুদর্শন, সিংহাক্রান্ত, গজাক্রান্ত এবং গর্দ্দভাক্রান্ত, এই গুলিকেও গদা এবং নিযুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। বাহুমূলের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ,গ্রীবাধি পরিবর্ত্তন,সুদারুণ পৃষ্ঠভঙ্গ, পর্য্যাসন, বিপর্য্যাস্, পশুমার, অজাবিক, পাদপ্রহার, আস্ফোট, কটিরেচিতক, গাত্রাশ্লেষ, স্কন্ধগত, মহীব্যাজন, উরোললাটঘাত, বিস্পষ্টকরণ, উদ্ধূত, অবধূত, তির্যক্‌মার্গগত, গজস্কন্ধ, অবক্ষেপ, অপরাম্মুখ, দেবমার্গ, অধোমার্গ, অমার্গ, গমনাকুল, যষ্টিঘাত, বসুধা দারণ, সুদারুণ জানুবন্ধ, ভুজাবন্ধ এবং গাত্রবন্ধ, বিপৃষ্ঠ, সোদক, শুভ্র এবং ভুজাবেষ্টিত এই সকল গুলি-শস্ত্র ও অস্ত্রকর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এক হস্তীর উপরে, অঙ্কুশধারী দুই জন, ধনুর্দ্ধারী দুই জন এবং খড়্গধারী দুই জন এই ছয় জন আরোহণ করিবে। গজারোহীদিগের রক্ষার নিমিত্ত তিনজন অশ্বারোহী নিযুক্ত থাকিবে। অশ্ব এবং রথ রক্ষার নিমিত্ত তিনজন ধনুর্দ্ধারী বীর নিযুক্ত থাকিবেন এবং ধনুর্দ্ধরদিগের রক্ষার নিমিত্ত চর্ম্মধারীদিগকে নিযুক্ত করিবে। ত্রৈলোক্যমোহন স্বমন্ত্র দ্বারা অস্ত্রাদির অর্চ্চনা করিয়া যিনি যুদ্ধে যাত্রা করিয়া থাকেন, তিনি অরিজয় এবং পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ধনুর্ব্বেদ নামক অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা নয়ানয় বিবেকদ ব্যবহার, চতুষ্পাৎ, চতুঃস্থান, চতুঃসাধন, চতুর্হিত, চতুর্ব্ব্যাপী, চতুষ্কারী, অষ্টাঙ্গ, অষ্টাদশ পদ, শতশাখা, ত্রিযোনি, দ্বিঅভিযোগ, দ্বিদ্বার, দ্বিগতি, ধর্ম্ম, চরিত্র এবং রাজশাসনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার প্রজা পালনই পরম ধর্ম্ম। সেই প্রজাপাল কেবল দুষ্ট নিগ্রহ দ্বারা সম্ভাবিত নহে। দুষ্ট পরিজ্ঞান ব্যবহার দর্শন ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব অহরহ ব্যবহার পরিদর্শন রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরস্পর বিরোধে সাক্ষি দ্বারা আত্মসম্বন্ধীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করার নাম ব্যবহার। ব্যবহারের উত্তর সাধক এবং পূর্ব্ব সাধককে চতুষ্পাৎ বলে। সামাদি উপায়চতুষ্টয় দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় তাহাকে চতুঃসাধন কহে। যাহা দ্বারা আশ্রম চতুষ্টয়ের রক্ষা হয়,তাহাকে চতুর্হিত কহে। কর্ত্তা, সাক্ষী, সত্য এবং রাজার পদে ব্যাপ্ত হওয়ার নাম

চতুর্ব্ব্যাপী। ধর্ম্ম, অর্থ,যশ এবং লোকপংক্তি, এই চতুষ্টয়ের রক্ষাকরণকে চতুষ্কারী কহে।

রাজা, রাজপুরুষ, সভ্য, শাস্ত্র, গণক, লেখক, হিরণ্য, অগ্নি এবং উদক, এই কয়টিকে অষ্টাঙ্গ কহে। কাম, ক্রোধ এবং লোভবশতঃ প্রবর্ত্ত হওয়াকে ত্রিযোণি কহে। এই তিনটিই বিবাদকারী। শঙ্কাভিযোগ এবং তত্ত্বাভিযোগ, এই দুইটিকে দ্বিঅভিযোগ কহে। ছয়টি রিপুর সহিত শঙ্কার সংসর্গ আছে এবং তত্ত্বও ছয়ের সংসর্গী। পক্ষদ্বয়ের অভিসন্ধিহেতু দ্বিদ্বার সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ববাদীর পক্ষকে পূর্ব্বপক্ষ এবং পরবাদীর পক্ষকে প্রতিপক্ষ কহে। ভূত ও চ্ছলানুসারিতা ভেদে গতি দুই প্রকার।

দেয় এবং অদেয়, দুইপ্রকার ঋণ আছে। এই উভযবিধ ঋণগ্রহণের নাম ঋণাদান।

স্বীয দ্রব্য, নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বস্তপাত্রে রক্ষা করাকে নিক্ষেপ নামক ব্যবহার কহে।

বণিক্গণ একত্রে মিলিত হইযা যে কর্ম্ম করে, তাহাকে সম্ভূয সমুত্থান ব্যবহার কহে।

যে ব্যক্তি সম্যক্ দান করিয়া, পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে,তাহাকে দত্ত্বা প্রদানিক নামক বিবাদ পদ কহে।

শুশ্রূষিত হইযাও যদি অধিগত না হয, তাহা হইলে তাহাকে অশুশ্রূষাখ্য বিবাদ পদ কহে।

ভৃত্যদিগের বেতনের দানাদান বিধানকে অনপাকর্ম্মবিবাদ পদ কহে। নিক্ষিপ্ত পরদ্রব্য লইয়া, অথবা অপহরণ করিয়া, গোপনে বিক্রয় করাকে অস্বামি বিক্রয় কহে।

মূল্যগ্রহণপুর্ব্বক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া, যদি তাহা ক্রেতাকে না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাকে বিক্রীয়সম্প্রদান ব্যবহার পদ বলে।

কোন দ্রব্য মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়া ক্রেতা যদি তাহা ভাল বোধ না করে, অথবা তাহার দুষ্ক্রীত বিবেচনা হয় তাহা হইলে তাহাকে পাষণ্ড স্থিতি সময় কহে।

ক্ষেত্রাধিকার বিষয়ে সেতু এবং কেদার,বিকৃষ্ট ও আকৃষ্ট হইলে যে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাকে ক্ষেত্রজ বিবাদ কহে।

যাহাতে স্ত্রী এবং পুরুষদিগের বৈবাহিক বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাকে স্ত্রীপুংস যোগ সংজ্ঞক বিবাদ পদ কহেন।

পৈতৃক ধন বিভাগের নিমিত্ত পুত্রাদি যাহা কল্পনা করিয়া থাকেন, বুধগণ তাহাকে দায়ভাগ নামক বিবাদ পদ বলিযাছেন।

বলদর্পিত হইয়া সহসা কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে সাহসাখ্য বিবাদ পদ কহে।

দেশ,জাতি এবং বংশ উল্লেখ করিয়া আক্রোশ বশতঃ প্রতিকূল বাক্য প্রযোগ করার নাম বাক্ পারুষ্য।

দ্রোহ বুদ্ধিপ্রযুক্ত পরগাত্রে হস্ত, পদ, আয়ুধ এবং অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করাকে দণ্ডপারুষ্য কহে।

অক্ষ, বস্ত্র এবং শলাকাদি দ্বারা ক্রীড়াকে দ্যূত কহে। পঞ্চজন বযস্যের সহিত ক্রীড়া করার নাম প্রাণিদ্যূত।

রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন এবং রাজাদিষ্ট কর্ম্ম না করাকে প্রকীর্ণক সংজ্ঞক নিরাশ্রয় ব্যবহার কহে।

ব্যবহার অষ্টাদশ প্রকার, কিন্তু মনুষ্যদিগের ক্রিয়াভেদে তাহা শতশাখায় বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে শতশাখ কহে।

রাজা, জ্ঞানবান্, অকোপন, শত্রুমিত্র সমদর্শী,

সভ্য, লোভহীন এবং শ্রুতিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিবেন। রাগ, লোভ, অথবা ভয়বশতঃ যদি তাঁহারা ব্যবহার দর্শনে অমনোযোগ করেন, তাহা হইলে দণ্ডার্হ হইবেন। শত্রুকর্ত্তৃক যদি স্মৃত্যুক্ত আচার পদ্ধতির বিঘ্ন উৎপন্ন হয় তাহা হইলে রাজার নিকট আবেদন করিবে। রাজা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিচার করিবেন।

প্রত্যর্থীর নিকটে অর্থী ব্যক্তি যে লেখ্য প্রদান করিবে, তাহাতে বৎসর, মাস, দিন, নাম এবং জাতির উল্লেখ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অর্থী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যাহা লিখিয়া দিবে, তাহা প্রমাণিত হইলেই সে অভিযোগে সিদ্ধিলাভ করিবে অন্যথা তাহার অভিযোগ নিষ্ফল হইবে।

অভিযোগ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া প্রত্যভিযোগ করিবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিবে না। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সত্য প্রমাণ করাইবে।

কলহে এবং মনুষ্যমারণ, স্তেয়, পরদারাভিমর্ষণ, পারুষ্য এবং অনৃত এই পাঁচপ্রকার সাহসকর্ম্মে প্রত্যভিযোগ করিবে। কাম্য নির্ণয়স্থলে উভয় পক্ষের প্রতিভূ লওয়া কর্ত্তব্য। অপলাপ করিলে, অথবা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজা তাহার অর্থদণ্ড করিবেন। কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, রাজা ইচ্ছানুসারে তৎক্ষণে অথবা অন্য সময়ে বিচার করিতে পারেন।

বিচারকালে সাক্ষীর অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির অঙ্গাদির লক্ষণ দেখিয়া দোষাদোষ নির্ণয় করিতে হয়। যে সর্ব্বদা একস্থান হইতে স্থানান্তরে যায়, এবং ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে,যাহার ললাট স্বেদযুক্ত হয়, মুখ বিবর্ণ এবং স্বভাব বিকৃত হইয়া যায়, বিচার কর্ত্তা তাহাকেই দোষী স্থির করিবেন।

সাক্ষী দ্বৈধ উপস্থিত হইলে, যে পক্ষে বহুজন এক কথা বলে; সেই পক্ষই সত্য স্থির করিবেন। উভয় পক্ষ সমান হইলে গুণবান্ সাক্ষীর কথাই গ্রাহ্য করিবেন। যে নরাধম জানিয়াও সাক্ষ্য প্রদান না করে, সে দণ্ডনীয় সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত হইলে প্রথমে অভিযোক্তার এবং পরে অপর পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি ধনাদি দান করিয়া কূট সাক্ষ্য দেওয়ায় সে বিচারে পরাজিত হইলে তাহার যে দণ্ড হয়, কূটসাক্ষ্য দাতার তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইয়া থাকে। ব্যবহার বিষয়ে, ন্যায় এবং স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে ন্যায়কেই বলবান্ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান্।

লিখন, ভোগ এবং সাক্ষী এই তিন দ্বারা বিরোধী বস্তুর প্রমাণ হইয়া থাকে, ইহাদিগের অন্যতমের অভাবে অপর প্রমাণস্থলে গণ্য হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার বিবাদে শেষে প্রতীকার চেষ্টা করিবে, কিন্তু বন্ধক দান, প্রতিগ্রহ এবং ক্রীতদ্রব্য বিষয়ে পূর্ব্বে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি বিংশতি বৎসর কোন ভূমি ভোগ করে তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। অপর ধন দশবৎসর ভোগ করিলেই স্বত্ব জন্মায়, কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের নিমিত্ত বন্ধক থাকিলে এবং ধনস্বামী জড় এবং বালক হইলে সে ধনে উল্লিখিত কালে অপরের স্বত্ব হইবে না।

যদি রক্ষিত ধন কেহ অপহরণ করে, তাহা হইলে রাজা অপহর্ত্তার দণ্ডবিধান করিয়া ধনস্বামীকে ধন দেওয়াইবেন। ক্রমাগত ধনে যদি ভোগ প্রমাণ

না থাকে, তাহা হইলে স্বত্বলোপ হয়। আগত ধনে বিবাদ উপস্থিত হইলে উত্তরাধিকারী অভিযোগ করিয়া তাহা উদ্ধার করিবে। মত্ত, উন্মত্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যসনাশক্ত এবং অসম্বদ্ধকৃত ব্যক্তির ধনাধিকার সিদ্ধ নহে।

বন্ধক দ্রব্য প্রনষ্ট হইলে রাজা দ্রব্যস্বামীকে তাহা দেওয়াইবেন। যদি কোন বিশেষ চিহ্ন দ্বারা দ্রব্য স্থিরীকৃত না হয়, তাহা হইলে তৎসম বস্তু দেওয়া কর্ত্তব্য। চৌরাপহৃত বস্তু উদ্ধার করিয়া রাজা জনপদের হিতার্থে অর্পণ করিবেন। গচ্ছিত বস্তু মাসিক অশীতিভাগ বৃদ্ধির সহিত প্রত্যর্পণ করা উচিত। বন্ধক দ্রব্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে দ্বিশত, ত্রিশত, চতুঃশত এবং পঞ্চশত ভাগ বৃদ্ধি দান করিবে। বস্ত্র, ধান্য এবং হিরণ্য-বিষয়ে চারিগুণ এবং দ্বিগুণ বৃদ্ধি অভিহিত হইয়াছে।

প্রপন্ন ব্যক্তির প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া রাজা সে বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যবহারোনাম নবনবত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধমর্ণ ধন গ্রহণ করিয়া ক্রমে তাহা পরিশোধ করিবে। যদি ব্রাহ্মণের নিকট ঋণ থাকে, তাহা হইলে অগ্রে তাহা পরিশোধ করিয়া পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়াদির ধন দিবে।

যদি হীনজাতীয় অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্ম করাইয়া লইয়া নিষ্কৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে রাজা তাহার নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইয়া দিবেন।

যদি অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত ধন লইয়া উপস্থিত হইলে উত্তমর্ণ তৎকালে তাহা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে, এ বিষয়ে মধ্যস্থ মান্য করিবে। মধ্যস্থেরা সেই দিবস হইতে বৃদ্ধি রহিত করিয়া দিবেন।

অবিভক্ত দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া যদি কুটম্ব ভরণার্থে ঋণ করে, তাহা হইলে অগ্রে তাহা পরিশোধ করিবে। বন্ধক দ্রব্য বহুদিন উদ্ধার না করিলে যদি বৃদ্ধির সহিত তাহা দ্বিগুণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে মধ্যস্থেরা তদ্দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন।

গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলুষ, রজক এবং ব্যাধ-রমণীদিগের ঋণ তাহাদিগের ভর্ত্তাগণ পরিশোধ করিবে, যেহেতু গৌণকাল হইলে তাহাদিগকেই অধিক বৃদ্ধি দিতে হইবে। স্ত্রী পতির সহিত মিলিত হইয়া যদি কোন ঋণ করিয়া থাকেন তবে তিনি তাহা পরিশোধ করিবেন, কিন্তু স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে যদি স্বামী ঋণ করেন এবং তাঁহার কোন সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী স্বধন দ্বারা তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহেন।

পিতা আশ্রমান্তর গ্রহণ করিলে অথবা পরলোক গত হইলে পুত্র পৌত্রাদি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবেন। তাহারা অপলাপ করিলে রাজা সাক্ষী বাক্য দ্বারা প্রমাণ করাইয়া তাহা দেওয়াইয়া দিবেন।

রাজা, দণ্ডাবশিষ্ট এবং শুল্কাবশিষ্ট, পৈতৃক ধন, সুরাসেবনে, কামবৃত্তি চরিতার্থ জন্য এবং দ্যূতকারে বৃথাব্যয় করিবেন না। ভ্রাতাদিগের, দম্পতীর মধ্যে একতমের, পিতার অথবা পুত্রের প্রতি

ভূ সম্বন্ধীয় ঋণ, সকলে অবিভক্তরূপে পরিশোধ করিবে। দর্শনে, প্রত্যয়ে এবং দানে প্রতি ভূ বিধান করিবে। বন্ধকদানকালে যিনি প্রতিভূ ছিলেন, যাঁহার কথায় বন্ধকদান প্রত্যয় হইবে, যিনি প্রত্যক্ষদর্শী, যদি তিনি মরিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রাদি উত্তমর্ণের ক্ষতিপূরণে দায়ী হইবেন না। যদি বহু ব্যক্তি প্রতিভূ থাকেন, তাহা হইলে সকলে অংশ করিয়া উত্তমর্ণকে প্রতিভাব্য দ্রব্যের মূল্য দান করিবেন। সকলে একচ্ছায়াশ্রিত হইলে উত্তমর্ণ ইচ্ছানুসারে যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লইতে পারিবেন। যদি কোন প্রতিভূ উত্তমর্ণের নিকট এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে তোমার ধন বিনষ্ট হইলে আমি দ্বিগুণ দিব, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ইচ্ছা করিলে তাহার নিকট দ্বিগুণ ধনই লইতে পারেন।

স্বীকার করিলেই বন্ধক দান সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল সাক্ষিলিখন দ্বারা অথবা উদ্দেশে সিদ্ধ হয় না। প্রযত্নাতিশয় দ্বারা রক্ষা করিলেও যদি বন্ধকীভূত দ্রব্য কালবশে অসারতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বৃদ্ধি সহিত দেয় ধনের অপর্য্যাপ্ত হয় তাহা হইলে তন্মূল্যের দ্রব্যান্তর রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যদি ধনী ইচ্ছানুসারে অল্প মূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া বহু ধনদান করেন, কিম্বা বহুমূল্যের বস্তু রাখিয়া অল্প ধন দেন, তাহা হইলেও রাজা বৃদ্ধির সহিত উত্তমর্ণের সমগ্র ধন দেওয়াইয়া দিবেন।

ধন প্রত্যর্পণ করিয়া বন্ধক দ্রব্য লইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যদি উত্তমর্ণ বৃদ্ধিলোভে তৎকালে সেই দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবেন।

যদি উত্তমর্ণ সন্নিহিত না থাকেন এবং অধমর্ণ বন্ধক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে উত্তমর্ণের পুত্রাদি যে কোন অধিকারীর নিকট বৃদ্ধির সহিত ধন দিয়া বন্ধক দ্রব্য লইতে পারেন। যদি তাহা না ঘটে তাহা হইলে যে দিনে অধমর্ণ ঋণ পরিশোধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে বৃদ্ধি রহিত হইবে।

অধমর্ণ অসন্নিহিত হইলে, উত্তমর্ণ সাক্ষীদিগের সাক্ষাতে বন্ধক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধির সহিত আপন ধন গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি বন্ধক দ্রব্যের মূল্য তাঁহার প্রাপ্যধনের দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে, অধমর্ণের অসন্নিধান কালে তাহা বিক্রয় করিবে না। বন্ধক দ্রব্য ফল ভোগ্য হইলে এবং কালিক নিয়ম থাকিলে, উত্তমর্ণ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে ফল ভোগ দ্বারা পরিশোধ লইয়া বন্ধক মোচন করিবেন।

নিক্ষেপ দ্রব্যের আধারভূত দ্রব্যান্তরের নাম বাসন। সেই বাসনস্থ বস্তু যদি গোপনে কাহারও হস্তে রক্ষা করিতে দেওয়া হয় এবং রৌপ্য সুবর্ণ ও সংখাদি কি রহিল তাহা কিছু প্রকাশ করিয়া না বলে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য ঔপনিধিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। সেই উপনিধি যদি দৈবাৎ তস্করাদি দ্বারা অপহৃত অথবা নষ্ট হয়, তবে রাজা তাহা দেওয়াইয়া দিবেন না। যদি ধনস্বামী, সেই দ্রব্য নষ্ট হয় নাই নিশ্চয় জানিয়া, রক্ষকের নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেও সে তাহা না দেয়, তাহা হইলে রাজা রক্ষকের দণ্ড বিধান পূর্ব্বক ধনস্বামীকে তাহা দেওয়াইয়া দিবেন।

যে ব্যক্তি স্বামীর অনুজ্ঞা না লইয়া রক্ষিত বস্তু উপভোগ করে, তাহাকে রাজ দ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয় এবং বৃদ্ধির সহিত সেই দ্রব্য ধনীকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ দর্শন এবং শ্রবণ করে তাহাকেই সাক্ষী কহে। তপস্বী, দানশীল, কুলীন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, ঋজু, পুত্রবন্ত, ধনান্বিত এবং পঞ্চযজ্ঞ ক্রিয়াযুক্ত, ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবেন। যথাজাতি, যথাবর্ণ, অথবা সকল জাতি ও সকল বর্ণ, সকল জাতি এবং সকল বর্ণের সাক্ষী হইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব, মত্ত,উন্মত্ত, অভিশপ্ত, নট, পাষণ্ডি, কপটলেখ্যকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, আপ্ত, সম্বন্ধী, রিপু এবং তস্কর, ইহারা সাক্ষী হইতে পারে না। উভয়ের অনুমত, ধর্ম্মবিৎ এক ব্যক্তি দ্বারাই সাক্ষীকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে নরাধম জানিয়াও সাক্ষ্য প্রদান না করে সেই কূট সাক্ষীকে পাপীর সহিত তুল্যদণ্ডভাগী করা কর্ত্তব্য। বাদী এবং প্রতিবাদীর সন্নিধিতে সাক্ষীদিগকে এইরূপ সত্য শ্রবন করাইবে। উপপাতক ও মহাপাতককারী, অগ্নিদ এবং স্ত্রীবালকঘাতীদিগের যে লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে সে সেই লোক প্রাপ্ত হয়। তুমি শত জন্মান্তরে যে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছ, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিয়া যাহাকে পরাজিত করিতেছ, সেই তোমার সমস্ত সুকৃতি প্রাপ্ত হইবে।

সাক্ষী দ্বৈধ উপস্থিত হইলে, বহুব্যক্তি যাহা বলিবেন, তাহাই গ্রাহ্য হইবে। উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে গুণবান্দিগের কথা গ্রাহ্য। গুণবান্‌দিগের মধ্যে দ্বৈধ উপস্থিত হইলে গুণবত্তরের বচন গ্রাহ্য। সাক্ষীগণ যাহার বিষয়ে সত্য কথা বলেন, সেই জয়ী হয় এবং যাহার বিষয়ে অন্যথা বাক্য বলেন, সে নিশ্চিত পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রদান করিলে, যদি অপর কোন অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তদিগের বিপরীত কথা বলেন,তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সাক্ষিগণই মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইবেন।

যে ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহা প্রমাণ করাইবার নিমিত্ত ধনদানাদি দ্বারা কূট সাক্ষ্য দেওয়ায় সে পরাজিত হইলে যে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, কূট সাক্ষীও তত্তুল্য দণ্ডভাগী হইবে সন্দেহ নাই। যদি ব্রাহ্মণ এইরূপ কূটসাক্ষ্য দান অপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে তাহাকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিবে।

যে ব্যক্তি সাক্ষিত্ব অঙ্গীকার করিয়া সাক্ষ্যদান কালে ক্রোধ অথবা অসন্তোষ বশতঃ আমি সাক্ষী নহি, কিছুই অবগত নহি ইত্যাদি বলিয়া অপলাপ করে, তাহার এই মিথ্যা ব্যবহার প্রকাশ হইলে সে দোষী অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক দণ্ডনীয় হইবে। ব্রাহ্মণ হইলে নির্ব্বাসিত করাই কর্ত্তব্য।

যে স্থলে সত্য বলিলে কাহারও বধ সম্ভাবনা হয়, তথায় সাক্ষী তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবে। রাজা অনুমান করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করিবেন। যদি এরূপ স্থলে মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে, সেই মিথ্যাকথন নিমিত্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সারস্বত চরু দান করিয়া সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

দানাদান বিষয়ে ধনী এবং অধমর্ণের পরস্পর যেরূপ প্রতিজ্ঞা থাকে, কালান্তরে তাহার বিপ্রতিপত্তি নিবারণের নিমিত্ত লেখ্য, কর্ত্তব্য। উক্ত লেখ্যে প্রথমে ধনীর নাম এবং শেষে সাক্ষীদিগের নাম লিখিতে হইবে। বৎসর, মাস, পক্ষ এবং

দিন উল্লিখিত হইবে। ধনী এবং অধমর্ণের নাম, জাতি, গোত্র এবং পিতার নাম চিহ্নিত থাকিবে।

সাক্ষিগণ সেই লেখ্যে স্বহস্তে লিখিবেন যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক জাতি। অমুকের পুত্র, অমুক, এই লেখ্যে যাহা লিখিলেন, তাহা আমি অবগত আছি। যদি ঋণী, লিপিজ্ঞ না হয়েন,তাহা হইলে যিনি লিখিবেন তাঁহার এইরূপ লেখা কর্ত্তব্য। আমি উত্তমর্ণ অমুক এবং অধমর্ণ অমুক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই লেখ্য লিখিলাম।

স্বহস্ত লিখিত লেখ্য, যদি বলপ্রয়োগ দ্বারা ছলদ্বারা, লোভ প্রদর্শন দ্বারা এবং ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক লেখান না হয়, তাহা হইলে সাক্ষী ব্যতীত ও প্রমাণ হইবে।

লেখ্যকৃত ঋণে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত দায়ী থাকিবে, কিন্তু বন্ধককৃত ঋণ যত দিন পরিশোধ না করিবে ততদিন উত্তমর্ণ বন্ধক দ্রব্য উপভোগ করিতে পারিবেন। যদি লেখ্য দেশান্তরে পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ সহজে পাওয়া না যায়,কিম্বা তাহার অক্ষর সকল কালবশে অস্পষ্ট হইরা যায়, অথবা নষ্ট, তস্করাদি কর্ত্তৃক হৃত, ছিন্ন এবং অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তাহা হইলে অর্থী প্রত্যর্থী উভয়ের সম্মতি-ক্রমে পুনর্ব্বার লেখ্য প্রস্তুত করিবে। লেখ্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ এই লেখ্য অমুকের হস্ত লিখিত নহে, এইপ্রকার সন্দেহস্থলে, উত্ত-মর্ণের স্বহস্তলিখন, যুক্তি ক্রিয়াচিহ্ন এবং অর্থী প্রত্যর্থীর পরস্পর বিশ্বাসহেতু দান গ্রহণাদি সম্বন্ধ, ইত্যাদি দ্বারা সেই সন্দেহ অপনয়ন করিবে।

যদি অধমর্ণ এককালে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে শক্তি অনুসারে যখন যাহা দিবে, তাহা লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উত্তমর্ণও লেখ্যের পৃষ্ঠে স্বহস্তে লিখিবেন যে, আমি এতৎপরিমিত ধন পাইলাম।

সাক্ষিমৎ ঋণ,অর্থাৎ কেবল সাক্ষীদিগের সমক্ষে যে ঋণ গৃহীত হয়, তাহা সাক্ষি সমক্ষেই পরিশোধ করিবে। তুলা, অগ্নি, অপ্ এবং কোশ, এই কয় দ্রব্য সন্দিগ্ধ বিষয়ে সন্দেহ নিবৃত্তির নিমিত্ত শপ-থার্থ ব্যবহার করিবে। গুরুতর অভিযোগ উপ-স্থিত হইলেই উক্ত দ্রব্য সকল অভিযোক্তার শীর্ষোপরি স্থাপন করিয়া দিব্য করিবে।

রাজ দ্রোহাভি শঙ্কাতে, ব্রহ্মহত্যাদি পাতকা-ভিশঙ্কাতে অথবা মহা চৌর্য্যাভিযোগ শঙ্কাতে দিব্যার্থ কল্পিত উক্ত দ্রব্যসকল শীর্ষকস্থ না করি-য়াও, দিব্য করিবে অথবা শুদ্ধির নিমিত্ত বাহন, শাস্ত্র, গোবীজ, ফলক, দেবতা এবং পিতৃপাদ অথবা পুত্র,দারা ও সুহৃদদিগের মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিবে।

পূর্ব্ব দিবস উপবাসী থাকিয়া পরদিন সূর্য্যো-দয় কালে সচেল স্নান করিয়া, দিব্য গ্রাহীকে আহ্বান পূর্ব্বক রাজা, সভ্য এবং ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে সকল প্রকার দিব্য করাইবে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু,ব্রাহ্মণ এবং রোগী দিগের শুদ্ধির নিমিত্ত তুলা, ক্ষত্রিয়ের অগ্নি অথবা তপ্ত লৌহ, বৈশ্যের জল এবং শূদ্রের সপ্ত-যব স্পর্শ পূর্ব্বক দিব্য করিবার বিধান আছে।

সহস্র পণের ন্যূন স্থলে তপ্ত লৌহ, বিষ এবং তুলা দ্বারা দিব্য করিবে না, রাজদ্রোহাভিযোগে অথবা মহাপাতকাভিযোগে ও উপবাসাদি দ্বারা শুচি হইয়া দিব্য করিবে।

তুলা পরীক্ষার নিয়ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুলা যন্ত্রে আরোহণ পূর্ব্বক তুলাবিৎ স্বর্ণকারাদি কর্ত্তৃক প্রতি মাণ মৃত্তিকাদি দ্বারা সমান হইয়া,

যে পর্য্যন্ত তুলাদণ্ড অবনত হইয়াছিল, তথায় রেখাঙ্কিত করিয়া অবতরণ পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিবে।

হে চন্দ্রসূর্য্য! হে অনিল! হে স্বর্গ! হে ভূমি! হে হৃদয়! হে যম! হে দিবারাত্রি! হে সন্ধ্যাদ্বয়! হে ধর্ম্ম! তোমরা মনুষ্যের স্বভাব অবগত আছ। হে তুলে! তুমি সত্যের স্থান। পূর্ব্বে আদি সৃষ্টিকালে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছ। অতএব তুমি এই সন্দিগ্ধার্থের স্বরূপ দেখাইয়া দাও। হে কল্যাণি! শোভনে! এই সংশয় হইতে আমাকে মুক্ত কর। হে মাতঃ! যদি আমি পাপকারী এবং অসত্যবাদী হই, তাহা হইলে আমাকে অধঃপাতিত কর, আর যদি আমি শুদ্ধ ও সত্যবাদী হই, তাহা হইলে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত কর। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া তুলায় আরোহণ করিলে, যদি অধঃপতিত হয়, তাহা হইলে দোষী অন্যথা নির্দ্দোষ স্থির হইবে।

অগ্নিপরীক্ষাস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি হস্তদ্বারা ব্রীহি বিমর্দ্দন করিয়া হস্তস্থ চিহ্নসকল অবলোকন পূর্ব্বক সাতটী অশ্বত্থ পত্র,হস্তের উপর রাখিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। অনন্তর অগ্নি সমীপে উপস্থিত হইয়া অঞ্জলিবদ্ধনপূর্ব্বক বলিবে, হে অগ্নে! তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং স্বেদজ জীবগণের ও উদ্ভিজ্জ সমূহের শরীরাভ্যন্তরে সাক্ষীরূপে বিচরণ করিতেছ। হে পাবক! এই করে আসিয়া আমার পুণ্য পাপ বিষয়ে সত্য বল। অভিযুক্ত এইরূপ বলিলে, পঞ্চাশৎ পল পরিমিত, অগ্নিবর্ণ এক লৌহপিণ্ড তাহার উভয় হস্তের উপর অর্পণ করিবে। সে, তাহা লইয়া ষোড়শাঙ্গুলি পরিমিত এবং ষোড়শাঙ্গুলি অন্তর মণ্ডলে ধীরে ধীরে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিতপ্ত অয়ঃপিণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রীহি মর্দ্দন করিবে। ইহাতে যদি হস্ত দগ্ধ না হয়, তাহা হইলেই শুদ্ধ, অন্যথা অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর যদি প্রদক্ষিণকালে হস্তস্খলিত হইয়া পিণ্ড পতিত হয়, অথবা অনুষ্ঠান বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে পুনর্ব্বার ঐরূপ করিবে।

উদক পরীক্ষাস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি জল সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বলিবে, হে বরুণ! তুমি আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর। হে তোয়! তুমি প্রাণীদিগের প্রাণ, বিধাতার আদি সৃষ্ট, নিখিল দ্রব্যের ও নিখিল দেহীদিগের শুদ্ধির কারণ, অতএব এই শুভাশুভ পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ কর। এই বলিয়া নাভিপ্রমাণ জলে অবতীর্ণ হইয়া উদকস্থ ব্যক্তির ঊরু ধারণ পূর্ব্বক মগ্ন হইবে। মজ্জনসমকালে কোন বেগবান্ ব্যক্তি বাণত্যাগ করিবে। যে স্থলে বাণ পতিত হইবে, তথা হইতে তাহা প্রত্যানয়ন করিয়া, যদি সে জলমগ্ন ব্যক্তিকে তদবস্থ দেখিতে পায়, তাহা হইলেই অভিযুক্ত, শুদ্ধ, অন্যথা অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

বিষপরীক্ষাস্থলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিষ গ্রহণ পূর্ব্বক হে বিষ! তুমি ব্রহ্মার পুত্র এবং সত্য ধর্ম্মে ব্যবস্থিত, আমাকে এই অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ কর এবং সত্য দ্বারা আমার সম্বন্ধে অমৃতময় হও। এই বলিয়া অভিমন্ত্রণ করিয়া হিমশৈলজ, শৃঙ্গপ্রভব বিষ ভক্ষণ করিবে। এইরূপে বিষভক্ষণ করিয়া যদি অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে, তাহা হইলেই সে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

কোশ পরীক্ষাস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দুর্গাদিত্যাদি উগ্র দেবগণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া তিন প্রসৃতি পরিমিত স্নানজল পান করিবে। ইহাতে চতুর্দ্দশ দিবসের

মধ্যে যাহার রাজদৈবক ঘোরতর ব্যসন না ঘটে, সেই পরীক্ষোত্তীর্ণ শুদ্ধ, অন্যথা অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়।

সত্য, বাহন, শস্ত্র, গোবীজ, কনক, দেবতা-গুরুপাদস্পর্শ . এবং ইষ্টপূর্ত্ত কৃত্যাদি অতিশয় সুকর; স্বল্প সংশয়স্থলে এই সকল দিব্য ব্যবহার করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দিব্যপ্রমাণনামক দ্ব্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, অধুনা সীমাবিবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

গ্রামদ্বয় সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রের সীমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে সমস্ত রাজগণ, বৃদ্ধগণ, গোপগণ, সীমাকৃষাণগণ তথায় গমন করিয়া প্রোথিত অঙ্গার তুষ, বৃক্ষ, বল্মীক, অস্থি এবং চৈত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীমানিশ্চয় করিবে।

সীমা চতুর্ব্বিধ। জনপদসীমা, গ্রামসীমা, ক্ষেত্রসীমা এবং গৃহসীমা। এই কয় সীমা আবার পাঁচ লক্ষণে বিভক্ত। ধ্বজিনী, মৎসিনী, নৈধানী, ভয়বর্জ্জিতা এবং রাজশাসন নীতা। বৃক্ষাদি লক্ষিত স্থানকে ধ্বজিনী, জলাশয় সন্নিহিত স্থানকে মৎসিনী, নিখাত তুষাঙ্গারাদিমতী ভূমিকে নৈধাণী, অর্থীপ্রত্যর্থীর পরস্পর সম্প্রতিপত্তির দ্বারা যাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকে ভয়বর্জ্জিতা এবং রাজশাসন দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে রাজশাসন-নীতা সীমা কহে।

এই সীমা লইয়া ন্যূন, আধিক্য, অস্তি নাস্তি, ভুক্তি অভুক্তি প্রভৃতি বহুধা বিবাদ হইয়া থাকে। সেই বিবাদ নিরাকরণার্থে সামন্তগণ এবং সন্নিহিত গ্রামবাসী চারি জন, আট জন, অথবা দশ জন সীমাজ্ঞ ব্যক্তি রক্তাম্বরধারণপূর্ব্বক বিবাদাস্পদী-ভূত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বকৃত চিহ্ন দ্বারা সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন।

সামন্তাদি,যদ্যপি এইরূপ নিষ্পত্তিস্থলে মিথ্যা কথা কহেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যম সাহস অর্থাৎ চত্বারিংশৎ অধিক পঞ্চশত পণ দণ্ড বিধান করিবেন। জ্ঞাতৃচিহ্নাদি না থাকিলে, রাজা, উভয় পক্ষের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। আবাস, আয়তন, গ্রাম, নিপান, উদ্যান, গৃহ এবং প্রবর্ষণোদ্ভূত জলপ্রবাহবিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলেও রাজা তাহাদিগের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিবেন।

ক্ষেত্রের মর্য্যাদা প্রভেদ,সীমা অতিক্রম অথবা ক্ষেত্র হরণ করিলে রাজা যথাক্রমে অধম, উত্তম এবং মধ্যম দণ্ড বিধান করিবেন। পরকীয় ভূমি অপহরণ করিয়া কল্যাণকর সেতু নির্ম্মাণ এবং কূপ, বাপী ও পুষ্করিণ্যাদি খনন করিলে, ভূস্বামী তাহাতে নিষেধ করিবেন না।

ক্ষেত্রস্বামীর অনুমতি না লইয়া যদি কেহ পর ক্ষেত্রে সেতু নির্ম্মাণ করে, তাহা হইলে তদুৎ-পন্ন দ্রব্যে ক্ষেত্রস্বামীরই অধিকার হইবে, তাহার অভাবে রাজা অধিকারী হইবেন। যদি কেহ ক্ষেত্র স্বামীর নিকটে আমি এই ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া আপনাকে কর দিব এই রূপ অঙ্গীকার করে এবং অন্যকে বপন করিতে না দিয়া পশ্চাৎ আপনিও বপন না করিয়া পরিত্যাগ করে, এরূপ স্থলে উক্ত ক্ষেত্র কালাহতমাত্র হইলেই কর্ষকের নিকট হইতে ক্ষেত্রস্বামী যথোচিত কর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যদি মহিষ, গো, অজা এবং মেষাদি পশুগণ শস্যহানি করে, তাহা হইলে মহিষস্বামী অষ্টপণ, গোস্বামী চতুঃপণ এবং অজা ও মেষস্বামী দ্বিপণ দণ্ডনীয় হইবেন। আর যদি পশুগণ পরক্ষেত্রে শস্য ভক্ষণ পূর্ব্বক অনিবারিত হইয়া সেই স্থানেই শয়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে পশুস্বামী যথোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডনীয় হইবেন। পরিরক্ষিত গবাদি চরণস্থানের উপঘাত করিলেও এইরূপ দণ্ডের বিধান আছে। গর্দ্দভ এবং উষ্ট্র যদি শস্য ক্ষতি করে, তাহা হইলে তৎস্বামীগণ, মহিষের যেরূপ দণ্ডবিধান আছে, সেইরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

গবাদি দ্বারা শস্য নষ্ট হইলে, সেই ক্ষেত্রে যে পরিমিত শস্য উৎপন্ন হইতে পারিত,সামন্তগণ তাহা পরিকল্পনা করিয়া ক্ষেত্রস্বামীকে মূল্য দেওয়াইবেন,গোপালককে তাড়না করিবেন এবং গোস্বামীকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দণ্ড প্রদান করিবেন।

যদি পথের নিকটস্থ ক্ষেত্রের শস্য অকামতঃ গবাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে গোপালক এবং গোস্বামী দোষভাগী হইবেন না। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক গবাদি দ্বারা শস্য নষ্ট করাইলে পালক চোরের ন্যায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। বৃষ এবং বৃষোৎসর্গ বিধান দ্বারা দেবতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু, যাহাঁদিগের কেহ পালক নাই তাহারা দণ্ডনীয় নহে। অতএব তাহাদিগকে মোচন করিবে।

গোস্বামী প্রাতঃকালে পালকের হস্তে যতগুলি গো, গণনা করিয়া অর্পণ করিবেন। পালক সন্ধ্যাকালে গণনা করিয়া সেই গুলি প্রত্যর্পণ করিবে। যদি গোপালের অনবধান বশতঃ গো, মৃত অথবা নষ্ট হয় তাহা হইলে পালক উপযুক্ত মূল্য দ্বারা অপর গো ক্রয় করিয়া গোস্বামীকে প্রদান করিবে। পাল দোষে বিনষ্ট হইলে মধ্যস্থগণ পালকের অর্দ্ধাধিক ত্রয়োদশ পণ দণ্ড বিধান করিয়া স্বামীকে গোমূল্য দেওয়াইবেন।

গ্রাম্য জনগণের অথবা রাজার ইচ্ছানুসারে গোপ্রচার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণগণ গবাগ্নি দেবতার্থে সকল সময়ে সকল স্থান হইতে তৃণ, কাষ্ঠ এবং কুসুম আহরণ করিতে পারিবেন। গ্রামের শত ধনু পরিমিত অন্তরে, প্রচুর কণ্টকবিশিষ্ট গ্রামের দ্বিশত ধনু অন্তরে এবং নগরের চতুঃশত ধনু অন্তরে শস্যক্ষেত্র কল্পনা বিধেয়।

নষ্ট কিম্বা অপহৃত আত্মীয় দ্রব্য যদি কোন ক্রেতার হস্তে দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই হর্ত্তাকে এবং ক্রেতাকে স্থান পালাদি দ্বারা ধৃত করিয়া দিবে। যদি দেশকালাদির অতিক্রম সম্ভাবনা হয় এবং স্থানপালাদি সন্নিধানে না থাকে তাহা হইলে রাজপুরুষদিগের গোচর করিবার পূর্ব্বে স্বয়ংই ধরিয়া রাজপুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করিবে।

যদি ক্রেতা বলে, আমি ইহা অপহরণ করি নাই,অমুকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা হইলে বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই সে মুক্তি পাইবে, পুনর্ব্বার অভিযোজ্য হইবে না। যে বিক্রয় করিয়াছিল,তাহার নিকট হইতে ক্রেতা মূল্য প্রাপ্ত হইবেন, স্বামী দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন, রাজা অপহর্ত্তার দণ্ডবিধান করিবেন।

স্বামী, আগম এবং উপভোগ দ্বারা প্রথমে নষ্টসম্পত্তি, আপনার বলিয়া প্রমাণ করিবেন। অনন্তর ক্রেতা চৌর্য্যাভিযোগ পরিহারার্থে বিক্রেতাকে আনয়ন করিবে। যদি বিক্রেতাকে উপস্থিত করিতে না পারে, তাহা হইলেও স্বামীকে দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবে এবং রাজাকে অপহৃত দ্রব্যের পঞ্চমাংশ দণ্ডপ্রদান করিবে।

হৃত অথবা প্রনষ্ট দ্রব্য পর হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইরা রাজার গোচর না করিলে, ষণ্নবতি পণ দণ্ড প্রাপ্ত হয়। শুল্কাধিকারী এবং স্থানরক্ষী কর্ত্তৃক নষ্ট এবং অপহৃত দ্রব্য রাজসমীপে আনীত হইলে যদি সম্বৎসর মধ্যে স্বামী উপস্থিত হয় তবে রাজা তাহাকে অর্পণ করিবেন, অন্যথা স্বয়ংই গ্রহণ করিবেন।

একশফ অশ্বাদি, মনুষ্য, মহিষ, উষ্ট্র, গো এবং অজাদি প্রণষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অধিগত হইলে তৎস্বামী রাজাকে রক্ষণ নিমিত্ত যথাক্রমে অশ্বাদিতে চারিপণ, মনুষ্যতে পাঁচ পণ, মহিষ, উষ্ট্র ও গবাদিতে দ্বিপণ এবং অজাদিতে পাদ পাদ দণ্ড প্রদান করিবে।

আত্মীয় কুটুম্ব ভরণ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয়, যদি স্ত্রী পুত্রাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহা দান করিতে পারে। স্ত্রী পুত্রাদি থাকিলে সর্ব্বস্ব দান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ কথিত আছে, শত অকার্য্য করিয়াও বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা এবং শিশু পুত্রদিগের ভরণ পোষণ করিবে।

আর যাহা দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইবে তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য। কোনমতে তাহার অন্যথা করিবে না। কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিতে হইলে ভবিষ্যতে বিবাদ নিরাকরণের নিমিত্ত তাহা প্রকাশ্যরূপে করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ স্থাবর দ্রব্য প্রতিগ্রহস্থলে প্রকাশ্যরূপে না লইলে বিবিধ বিবাদ সংঘটনের নিতান্ত সম্ভাবনা। দান করিয়া তাহা অপহরণ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রীহি প্রভৃতি বীজ, লৌহ, বলীবর্দ্দাদি বাহন, মুক্তাপ্রবালাদি রত্ন, দাসী, মহিষী আদি দোহ্য এবং দাস ক্রয় করিয়া যদি মনোনীত না হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে দশাহের মধ্যে বীজ, এক দিবসের মধ্যে লৌহ, পাঁচ দিবসের মধ্যে বাহন, সপ্তাহের মধ্যে রত্ন এবং এক মাসের মধ্যে দাস দাসীদিগের পরীক্ষার কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত কাল হইলে প্রত্যর্পণ করিতে পারিবে না।

সুবর্ণ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দ্রবীভূত করিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। অতএব বলয়াদি নির্ম্মাণের নিমিত্ত স্বর্ণকারকে যে পরিমিত সুবর্ণ প্রদান করিবে, সে তৎপরিমিত সুবর্ণ প্রত্যর্পণ না করিলে দণ্ডনীয় হইবে। শত পল পরিমিত রজত উত্তপ্ত করিলে দুই পল মাত্র ক্ষয় হয়। রঙ্গ এবং সীস শত পলে আট পল ক্ষয় হয়। শত পল তাম্র উত্তপ্ত করিলে পাঁচ পল এবং শত পল লৌহ উত্তপ্ত করিলে দশ পল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রঙ্গ এবং তাম্র এই উভয় সংযোগে কাংস্য প্রস্তুত হয়; অতএব তদুভয়ের ক্ষয় পরিমাণানুসারে কাংস্যের ক্ষয় নির্ণয় করিয়া লইবে। শিল্পীগণ ইহার অতিরিক্ত ক্ষয় করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

স্থূল,ঊর্ণাসূত্র এবং কার্পাসসূত্র দ্বারা কম্বলাদি প্রস্তুত করিলে তাহাতে শতপলে দশ পল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা করিলে পঞ্চপল এবং সুসূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা করিলে, ত্রিপল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্রিত এবং রোমবদ্ধ বস্ত্রে ত্রিংশৎভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কৌশেয় বস্ত্রে এবং বল্কলে কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। কুবিন্দদিগকে বয়নের নিমিত্ত যে পরিমিত সূত্র প্রদান হয় তাহাদের তৎপরিমিত বস্ত্র প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য অন্যথা দণ্ডভাগী হইয়া থাকে।

শণ নির্ম্মিত বস্ত্রাদি যদি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহা

হইলে বৃদ্ধি ক্ষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশ, কাল, উপভোগ এবং দ্রব্যের সারাসারতা পরীক্ষা করিয়া, যাহা কল্পনা করিবেন শিল্পীগণকে অসংশয়িত চিত্তে তাহাই প্রদান করিতে হইবে।

যদি কেহ কাহাকেও বলপূর্ব্বক দাস করে, অথবা কেহ চোর কর্তৃক অপহৃত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হয় তাহা হইলে তত্তৎস্বামী তাহাদের মুক্তির চেষ্টা না করিলেও রাজা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন। স্বামীর প্রাণপ্রদ ভক্ত যদি হৃত অথবা দাসীকৃত হয় তবে তিনি হর্ত্তাদিকে নিষ্ক্রয় প্রদান করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া আনিবেন।

যদি কেহ প্রব্রজ্যা হইতে প্রচ্যুত হয় তাহা হইলে সে আমরণান্ত কাল রাজার দাস হইয়া থাকিবে ইহার মধ্যে আর নিষ্কৃতি পাইবে না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুলোমক্রমে দাস্য করিবে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি ব্রাহ্মণের, বৈশ্যাদি ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্র বৈশ্যের দাস্য করিতে পারে। কিন্তু প্রতিলোমে দাসত্ব করিবার বিধান নাই।

শিষ্য আয়ুর্ব্বেদাদি শিল্প শিক্ষার্থে গুরুগৃহে নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বাস করিবে। যতদিন বাস করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে, ততদিন অপ্রমত্তভাবে বাস করা কর্ত্তব্য। যদি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে তাঁহার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন না হয়, তবে স্বয়ং ভোজনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে।

রাজা স্বপুরে সুন্দর গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বাস করাইবেন এবং তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ভূ হিরণ্যাদি বৃত্তি বিধান পূর্ব্বক বলিবেন, আপনারা স্বধর্ম্ম পালন করুন। তাঁহারাও শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত ধর্ম্মের অবিরোধী, সময় ধর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্ম,যত্নপূর্ব্বক পালন করিবেন।

যে ব্যক্তি স্বগ্রামবাসীদিগের অথবা আত্মীয়গণের দ্রব্য হরণ করে এবং প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, তাহাকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। সজাতিদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সমূহ হিতবাদী,সকলেই তাহার বাক্যের অনুসরণ করিবে,যাহারা ইহার অন্যথাচরণ করিবে রাজা তাহাকে গুরুতর দণ্ডপ্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি সাধারণের হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, রাজা তাহাদিগকে দান, মান এবং সৎকারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি সাধারণের কার্য্যের নিমিত্ত মহাজনগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রাজার নিকট গমন করে এবং রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বস্ত্র এবং হিরণ্যাদি দান করেন, তাহা হইলে না জিজ্ঞাসা করিলেও মহাজনগণের নিকট সেবিষয় প্রকাশ করা তাহার কর্ত্তব্য। যদি স্বয়ং প্রকাশ না করে, তাহা হইলে প্রাপ্তবস্তুর একাদশ গুণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

ধর্ম্মজ্ঞ, শুচি এবং লোভহীন ব্যক্তিকে কার্য্য বিচারক পদে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। সাধারণের হিতবাদী বিচারকের আদেশ প্রতিপালন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। শিল্পোপজীবী, কর্ম্মজীবী এবং যাহারা বেদের প্রামাণ্য ইচ্ছা করেন, অথবা যাহারা বেদকে পৌরুষের বলিয়া বহুমান না করে, রাজা এই চতুষ্টয়ের প্রভেদ রক্ষা করিবেন, এবং পূর্ব্বোপাত্ত বৃত্তি পালন করিবেন।

কোন কার্য্য করাইবার আদিতে, মধ্যে অথবা অবসানে বেতন দিবার রীতি আছে। যে ব্যক্তি বেতন গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকৃত কর্ম্ম না করে, সে বেতনের দ্বিগুণ দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বেতন গ্রহণ না করিয়া কার্য্য

করিতে স্বীকৃত হয় এবং সেই কার্য্য না করে, সে বেতনের সমান দণ্ডভাগী হইবে অথবা রাজা বল প্রকাশপূর্ব্বক তাহা দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইবেন। কার্য্যের উপকরণ দ্রব্য সকল ভৃত্যের রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি বেতন নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ভৃত্যের দ্বারা বাণিজ্য, কৃষি অথবা গোরক্ষণাদি কার্য্য করাইয়া লন, তাঁহার তদুৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ ভৃত্যকে দেওয়া কর্ত্তব্য। যে ভৃত্য পণ্য বিক্রয়ের উপযুক্ত দেশকাল অতিক্রম পূর্ব্বক অনুপযুক্ত দূর-দেশে লইয়া গিয়া ব্যয় বাহুল্যের দ্বারা লাভের হ্রাস করে, তাহার বেতন দান বিষয়ে স্বামী ইচ্ছা-অনুসারে যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করিতে পারেন। আর যদি ভৃত্য দেশকালাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অধিক লাভ করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে অধিক বেতন দেওয়া স্বামীর কর্ত্তব্য।

বহুজন মধ্যে কোন কর্ম্মের যদি বেতন নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে, যে, যেরূপ কর্ম্ম করিবে, পরি-শ্রমানুসারে মধ্যস্থগণ তাহাকে সেইরূপ বেতন দিবেন। যদি রাজদৈব ঘটনা ব্যতীত কেবল বাহকের দোষে কোন দ্রব্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে বাহক তাহার উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিবে। যদি কোন বাহক বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে প্রস্থানোপণিক কর্ম্ম করিতে অঙ্গীকার করিয়া, গমনকালে, আমি এখন যাইতে পারিব না, বলিয়া প্রস্থানের বিঘ্ন উৎপাদন করে তাহা হইলে সে যে বেতনে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। আর যে ভৃত্য কর্ম্ম আরব্ধ করিয়া অপূর্ণ অবস্থায় তাহা পরিত্যাগ করে, সে বেতনের সপ্তমভাগ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্যূতক্রীড়াস্থলে, কপট দ্যূতকারী, যদি ধূর্ত্ততা করিয়া অপরকে পরাজিত করে, তাহা হইলে সেই ধূর্ত্ত কিতব নির্দ্ধারিত পণের ষড়্‌গুণ দণ্ডার্হ হইবে। দ্যূতাধ্যক্ষ জিত ব্যক্তিদিগকে স্বয়ং দেয় অর্পণ করিবেন। যদি তিনি দেয় অর্পণ করিতে অসমর্থ হয়েন তাহা হইলে রাজা দণ্ড প্রয়োগাদি দ্বারা তাহা দেওয়াইয়া দিবেন। রাজপুরুষাদি সমন্বিত প্রকাশ্য স্থানে দ্যূতক্রীড়া করিয়া জয়ী হইলে যদি কোন কপটতা প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে রাজা ধূর্ত্তকিতব হইতে রক্ষাকরণ হেতু, স্বকল্পিত ভাগ গ্রহণ করিয়া জিতব্যক্তিকে অব-শিষ্টাংশ দেওয়াইয়া দিবেন। অকপট দ্যূত-ক্রীড়াতে রাজা প্রতিবন্ধকাচরণ করিবেন না। ঈদৃশ দ্যূত ব্যবহারে, জয় পরাজয় নির্ণয় করিবার নিমিত্ত রাজা দর্শক নিযুক্ত করিবেন। দ্যূত-ক্রীড়াভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকেই দর্শক বা সাক্ষী রাখা কর্ত্তব্য। কুটাক্ষক্রীড়কগণ ইহাতে যদি বঞ্চনা করে তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। যাহারা চৌর্য্যাদি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহারাই প্রায় দ্যূতাসক্ত হইয়া থাকে, অতএব দ্যূতকারদিগের চরিত্র পর্য্যা-লোচনা করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণী দ্যূতে, অর্থাৎ মল্ল, মেষ, মহিষাদি দ্বারা যে দ্যূত ক্রীড়া হইয়া থাকে, রাজা তাহাতেই অনুমোদন করিবেন এবং কূটদ্যূতকারদিগকে সর্ব্বদা শাসন করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সীমাবিবাদাদিনামক ত্র্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে বাক্পারুষ্যাদির বিষয় বলিব।

নিষ্ঠুর, অশ্লীল এবং তীব্রাদিভেদে বাক্পারুষ্য তিন প্রকার। গৌরবাদিক্রমে ইহার দণ্ডও তিন প্রকার অভিহিত হইয়াছে। ধিক্ মূর্খ, ধিক্ জাল্ম, ইত্যাদি আক্ষেপ বাক্য প্রয়োগের নাম নিষ্ঠুর, নিকৃষ্ট অঙ্গ উল্লেখ পূর্ব্বক ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগের নাম অশ্লীল এবং তুমি সুরাপ, গোহন্তা, ইত্যাদি আক্রোশ বাক্য প্রয়োগের নাম তীব্র। করচরণাদি বিকল, নেত্রশ্রোত্রাদিরহিত এবং দুশ্চর্ম্মাদি রোগযুক্ত ব্যক্তিদিগকে, তুমি নেত্রযুগল হীন অন্ধ, ইত্যাদি সত্য বাক্য দ্বারা, তুমি চক্ষুষ্মান্ অন্ধ, ইত্যাদি অসত্য বাক্য দ্বারা অথবা তুমি বিকৃতাকৃতি ইত্যাদি নিন্দার্থ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ভর্ৎসনা করিলে, অর্দ্ধাধিক ত্রয়োদশ পণ দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে।

যে ব্যক্তি আমি তোমার ভগিনী, অথবা মাতৃ গমন করি। ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করে রাজা তাহার পঞ্চবিংশতি পণ দণ্ড বিধান করিবেন। পর স্ত্রীকে এবং উত্তম ব্যক্তিকে এইরূপ বর্ৎসনা করিলে, দ্বিগুণ এবং অধম ব্যক্তিকে করিলে ইহার অর্দ্ধদণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে।

বর্ণ, জাতি এবং নীচ শ্রেষ্ঠাদিভেদে, দণ্ড প্রভেদ করা কর্ত্তব্য। যদি প্রতিলোম ক্রমে এই রূপ অপবাদ প্রয়োগ করে, তাহা হইলে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ দণ্ডনীয় হইবে এবং অনুলোম ক্রমে করিলে, অর্দ্ধার্দ্ধ দণ্ডনীয় হইবে। আমি তোমার বাহু, গ্রীবা, নেত্র অথবা সক্থি, ছেদন করিব। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা করিলে শত পণ, এবং পদ, নাসা, কর্ণ ও করাদি ছেদন করিব বলিয়া ভর্ৎসনা করিলে তদর্দ্ধ পঞ্চাশৎ পণ দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। ক্ষীণবল ব্যক্তি যদি সবলের প্রতি উক্তরূপ তোমার বাহু প্রভৃতি ভঙ্গ করিব বলিয়া ভর্ৎসনা করে, তাহা হইলে সে দশ পণ এবং শক্ত ব্যক্তি ক্ষীণের প্রতি এইরূপ করিলে, পূর্ব্বোক্ত শত পণ দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। যদি তৎক্ষণে এই দণ্ডপ্রদানে অশক্ত হয়, তাহা হইলে প্রতিভূ প্রদান করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে। পাতিত্বজনক ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া ভর্ৎসনা করিলে মধ্যম সাহস এবং উপপাতকজনক গোঘ্ন বলিয়া ভর্ৎসনা কবিলে, প্রথম সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

ত্রিবেদজ্ঞদিগের, রাজাদিগের এবং দেবগণের প্রতি এইরূপ ভর্ৎসনা বাক্য প্রয়োগ করিলে উত্তম সাহস এবং ব্রাহ্মণ ও মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতিসমূহের প্রতি অথবা গ্রাম ও দেশের প্রতি এইরূপ উক্ত হইলে, মধ্যম সাহস দণ্ড হইয়া থাকে।

যখন কোন ব্যক্তি গুপ্ত আঘাতে আহত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করে, তখন ব্রণাদি স্বরূপগত চিহ্ন দ্বারা, কারণ পর্য্যালোচনাত্মিকা যুক্তি দ্বারা, জনপ্রবাদ দ্বারা এবং বাক্য দ্বারা, প্রথমে তাহার পরীক্ষা করা, রাজার কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত হইলে, সাধন বিশেষে দণ্ড বিশেষ, বিধান করা উচিত। যদি কাহারও গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক, অথবা ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে দশ পণ দণ্ডনীয় হইবে। অমেধ্য দ্রব্য নিক্ষেপ, পদাঘাত এবং নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিলে, ইহার দ্বিগুণ দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি ভস্ম পঙ্কাদি প্রক্ষেপ করিলে, উক্ত দণ্ডসকল বিহিত হইবে। কিন্তু আপনার অপেক্ষা অধিক শ্রুত বৃত্তাদি সম্পন্নের

প্রতি অথবা পর স্ত্রীর প্রতি হইলে পূর্ব্বোক্ত দশ পণের দ্বিগুণ দণ্ডভাগী হইবে। আর যদি আপনার অপেক্ষা হীন ব্যক্তির প্রতি ঐ সকল প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চ পণ দণ্ডভাগী হইয়া থাকে। মদ্যপান জন্য মত্ত হইয়া অথবা গ্রহাবেশ বশতঃ উপহত চিত্ত বৃত্তি হইয়া উক্তরূপ ব্যবহার করিলে তাহার দণ্ড করা কর্ত্তব্য নহে।

ক্ষত্রিয়াদি, যদি ব্রাহ্মণকে প্রহার করে, তাহা হইলে যে অঙ্গ দ্বারা প্রহার করিবে, তাহার সেই অঙ্গ চ্ছেদন করা কর্ত্তব্য। সেইরূপ বৈশ্যাদি ক্ষত্রিয়কে প্রহার করিলে, অথবা শূদ্র, বৈশ্যকে প্রহার করিলেও অঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়, ব্রাহ্মণ বধের নিমিত্ত দণ্ড উত্তোলন করে, তাহা হইলে উত্তম সাহস দণ্ড এবং বধোদ্দেশে অস্ত্রাদি স্পর্শ করিলে, তদর্দ্ধ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। প্রহারার্থ হস্ত উত্তোলন করিলে, দশ পণ এবং পদোত্তোলন করিলে, বিংশতি পণ দণ্ডার্হ হইবে। স্বজাতিবিরোধে পরস্পর বধকামনায় শস্ত্রাদি উত্তোলন করিলে, সকল বর্ণেরই মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।

সহসা কর, চরণ, বস্ত্র,অথবা কেশাকর্ষণপূর্ব্বক পীড়া জন্মাইলে দশ পণ এবং উক্তরূপ আকর্ষণ দ্বারা গুরুতর পীড়া দিলে শত পণ দণ্ডনীয় হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি দ্বারা এরূপ প্রহার করে যে তাহাতে শোণিতপাত না হয় তাহা হইলে সে ত্রিংশৎ পণ দণ্ড এবং শোণিত পাত হইলে চতুঃষষ্টি পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

হস্ত, পদ এবং দন্ত ভগ্ন করিলে, নাসা, কর্ণ, চ্ছেদন করিলে, আহত ব্যক্তি মৃতকল্প হয় এরূপ প্রহার করিলে, এবং ব্রণোদ্ভেদ করিলে মধ্যম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। গমন, ভোজন এবং কথনাদির ব্যাঘাত জন্মাইলে, চক্ষু এবং জিহ্বা বিদারণ করিলে এবং গ্রীবা, বাহু, ও শক্থি ভঙ্গ করিলেও উল্লিখিত দণ্ড জানিবে।

যদি বহুজন মিলিয়া একের অঙ্গ ভঙ্গাদি করে, তাহা হইলে প্রত্যেকে যথোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডনীয় হইবে। কলহস্থলে যদি কেহ কাহারও কোন দ্রব্য অপহরণ করে, তাহা হইলে রাজা সেই দ্রব্য প্রত্যর্পণ করাইয়া অপহর্ত্তাকে অপহৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করিবেন।

যদি কেহ গুরুতর প্রহার দ্বারা কাহারও গাত্র ক্ষত করিয়া থাকে, তাহা হইলে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা বিষয়ে ঔষধ ও পথ্যাদির নিমিত্ত যে ব্যয় হইবে, তাহা তাহাকেই দিতে হইবে। রাজাও এই অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে যথোক্ত দণ্ড প্রদান করিবেন।

মুদ্গরাদি দ্বারা ভিত্তিতে আঘাত করিলে, ভিত্তি বিদারণ অথবা চ্ছেদন করিলে, রাজা যথাক্রমে পঞ্চ পণ, দশ পণ এবং বিংশতি পণ দণ্ড প্রদান করিবেন এবং ভিত্তিস্বামীকে, ভিত্তি নির্ম্মাণার্থ উপযুক্ত ধন দেওয়াইয়া দিবেন।

পরগৃহে কণ্টকাদি দুঃখজনক দ্রব্য প্রক্ষেপ করিলে, ষোড়শ পণ দণ্ড এবং প্রাণনাশক বিষ ও ভুজঙ্গাদি প্রক্ষেপ করিলে, মধ্যম সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অজা ও হরিণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুদিগকে তাড়ন করিয়া অতিশয় ক্লেশ দিলে, তাহাদিগের অঙ্গ হইতে শোণিতস্রাব করিলে, অথবা তাহাদিগের শাখাঙ্গ চ্ছেদন করিলে, যথাক্রমে দ্বিপণ, চতুঃপণ এবং ষট্‌পণ দণ্ডনীয় হইবে। আর ঐ সকল ক্ষুদ্র পশুদিগের লিঙ্গ ছেদন করিলে, কিংবা তাহা-

দিগকে বধ করিলে, মধ্যম সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে এবং তত্তৎস্বামীকে মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

গো, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি মহাপশুদিগকে উক্তরূপ তাড়ন এবং লোহিত পাতাদি করিলে, পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডার্হ হইবে।

বটাদি বৃক্ষের অথবা উপজীব্য আম্রাদি বৃক্ষের শাখা, স্কন্ধ এবং মূল চ্ছেদন করিলে, যথাক্রমে বিংশতি পণ, চত্বারিংশৎ পণ এবং অশীতি পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। আশ্রমস্থ, শ্মশানস্থ এবং পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষ চ্ছেদন করিলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ জানিবে। গুল্ম, গুচ্ছ, ক্ষুপ, লতা, প্রতান, ওষধি এবং বীরুধ চ্ছেদন করিলেও উল্লিখিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

সাধারণ দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্য বলপূর্ব্বক হরণ করার নাম সাহস। এই প্রকার সাহস কার্য্য করিলে, অপহৃত দ্রব্যের যত মূল্য তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। যদি কেহ এইরূপ কার্য্য করিয়া অপলাপ করে,তাহা হইলে সে তন্মূল্যের চতুর্গুণ দণ্ডনীয় হইবে। যে সাহস কার্য্য করায় সে দ্বিগুণ, এবং যে, তোমাকে অনেক ধন দিব, ইত্যাদি প্রলোভন দেখাইয়া সাহসকার্য্যে প্রবৃত্ত করে, সে চতুর্গুণ দণ্ডনীয় হয়।

যে ব্যক্তি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অতিক্রম করে, ভ্রাতৃভার্য্যাকে তাড়না করে, প্রতিশ্রুত, অর্থ, প্রদান না করে, মুদিত গৃহ উদ্ঘাটন করে, এবং আপনার গৃহ ও ক্ষেত্রের নিকটস্থ গৃহ ও ক্ষেত্রস্বামীদিগের, বান্ধবগণের অথবা গ্রামবাসী ও দেশবাসীদিগের অপকার করে, সে পঞ্চাশৎ পণ, দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

যে, নিয়োগ ব্যতীত, স্বেচ্ছানুসারে বিধবা-গমন করে,কেহ বিপদাপন্ন হইয়া আহ্বান করিলে, সমর্থ হইলেও তাহার রক্ষার নিমিত্ত না যায়, বৃথা আক্রোশ করে, যে, চণ্ডালাদি, ব্রাহ্মণাদিকে স্পর্শ করে, (যদি আমি এই কর্ম্ম করি, তাহা হইলে, মাতাকে গ্রহণ করিব) যে এইরূপ অযুক্ত শপথ করে, যে শূদ্রাদি অযোগ্য অধ্যাপনাদি করে, বলীবর্দ্দ এবং অজাদি ক্ষুদ্র পশুদিগের পুংস্ত্ব চ্ছেদন করে, পরস্বামিক ফল এবং প্রসূন, পাতিত করে, সাধারণ দ্রব্য বঞ্চনা করে, দাসীর গর্ভপাত করে, এবং পাতিত্যাদি দোষহীন, পিতা, পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা, দম্পতি, আচার্য্য ও শিষ্যকে পরিত্যাগ করে, তাহারা শত পণ দণ্ডভাগী হইয়া থাকে।

রজক, যদ্যপি, ধৌতকরণার্থ সমর্পিত বস্ত্র স্বয়ং পরিধান করে, তাহা হইলে তিন পণ দণ্ডনীয় হইবে। আর যদি ধনলোভে অপরকে ব্যবহার করিতে দিয়া ভাটক গ্রহণ করে, অথবা স্বীয় সুহৃৎদিগকে ব্যবহার করিতে দেয়, তাহা হইলে দশ পণ দণ্ডনীয় হইবে।

পিতাপুত্রে বিরোধ উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে নিবারণ না করিয়া, সাক্ষী হইতে অঙ্গীকার করে এবং তাহাদের বিবাদ বৃদ্ধি করিয়া দেয়,সে চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি তোলন দণ্ড, প্রস্থ দ্রোণাদি মাণ এবং মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি দ্রব্য কূট করে, অর্থাৎ কোন দ্রব্য দান কিম্বা গ্রহণকালে তাহার প্রসিদ্ধ পরিমাণের ন্যূনাধিক্য করে, অথবা রজত ও স্বর্ণ-মুদ্রা দিতে তাম্রাদি যোগ করিয়া অব্যবহার্য্য করে, এবং জানিয়া শুনিয়াও যে ব্যক্তি এবম্বিধ মুদ্রাদি ব্যবহার করে, তাহারা প্রত্যেকেই শত পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে, মুদ্রাপরীক্ষক তাম্রাদিগর্ভদূষিত মুদ্রাকে, উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করে, সেও উল্লিখিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি, আয়ুর্ব্বেদাদি না জানিয়াও চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দেয় এবং জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে তির্য্যক্, মনুষ্য ও রাজপুরুষদিগের চিকিৎসা করে, তাহা হইলে; সে যথাক্রমে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে।

যদি কোন রাজপুরুষ রাজাজ্ঞা ব্যতীত, অদণ্ডার্হ নিরপরাধ ব্যক্তিকে বন্ধন করে, এবং দণ্ডার্হ অপরাধীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার উত্তম সাহস-দণ্ড বিধান করিবেন।

যে বণিক,ব্রীহি এবং কার্পাসাদি বিক্রয়কালে, কূটমান এবং কূট তুলা দ্বারা বিক্রেয় দ্রব্যের অষ্টমাংস অপহরণ করে,সে দ্বিশত পণ দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু অপহৃত বস্তুর ন্যূনাধিক্যানুসারে দণ্ডের ও ন্যূনাধিক্য কল্পনা করা কর্ত্তব্য।

ঔষধ দ্রব্যে, ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্যে, উশীর, হিঙ্গু ও মরীচাদি গন্ধ দ্রব্যে এবং গুড় ও লবণাদিতে যদ্যপি অসার বস্তু মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে, বিক্রেতা ষোড়শ পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

যদি মৃত্তিকা, চর্ম্ম, মণি, সূত্র, লৌহ, কাষ্ঠ, বল্কল এবং বস্ত্রাদিতে দ্রব্যান্তরসংযোগ দ্বারা রূপান্তর জন্মাইয়া, ভিন্ন জাতীয় বহু মূল্য দ্রব্য বলিয়া ক্রেতাকে প্রতারণা পূর্ব্বক বিক্রয় করে। অর্থাৎ মৃত্তিকাতে, মল্লিকামোদ সঞ্চার দ্বারা, সুগন্ধ আমলক ফল বলিয়া বিক্রয় করে, মার্জ্জারচর্ম্মে বর্ণোৎকর্ষ বিধান করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম বলিয়া বিক্রয় করে, স্ফটিক মণিতে বর্ণান্তর সংযোগ করিয়া পদ্মরাগ মণি বলিয়া বিক্রয় করে, কার্পাস সূত্রে গুণোৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া পট্টসূত্র বলিয়া বিক্রয় করে, লৌহে উৎকৃষ্ট বর্ণ যোগ করিয়া, রজত বলিয়া বিক্রয় করে, বিল্বকাষ্ঠে চন্দন গন্ধ সঞ্চার পূর্ব্বক চন্দন কাষ্ঠ বলিয়া বিক্রয় করে, নিকৃষ্ট জাতীয় বল্কলকে রূপান্তর করিয়া উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রয় করে, এবং কার্পাসবস্ত্রে গুণোৎকর্ষ দ্বারা কৌশেয় বলিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে বিক্রেতা তত্তৎ পণ্যদ্রব্য যে মূল্যে বিক্রয় করিবে, তাহার অষ্ট গুণ দণ্ডনীয় হইবে।

রাজা পণ্যদ্রব্যের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, বণিক্‌গণ মিলিত হইয়া যদি তাহার হ্রাস বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে সহস্র পণ দণ্ডনীয় হইবে। দেশান্তরাগত পণ্যও স্বেচ্ছাক্রমে মহার্ঘে বিক্রয় করিবে না। পক্ষান্তে বা মাসান্তে, পণ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষ করিয়া মূল্য সংস্থাপন করা রাজধর্ম্ম। অতএব রাজা যে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, তদ্দ্বারা প্রত্যহ ক্রয় বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যাহা উৎপন্ন হইবে, বণিকদিগের তাহাই লাভ।

ক্রয় করিয়া যদি সদ্যই বিক্রয় করে, তাহা হইলে বণিক্, স্বদেশ প্রাপ্ত পণ্যে, শত পণে পাঁচ পণ এবং দেশান্তর হইতে সংগৃহীত পণ্যে, শত পণে দশ পণ লাভ গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি কালান্তরে বিক্রয় করে, তাহা হইলে ইহার অধিক লইতে পারে। পরদেশ হইতে যে পণ্য সংগৃহীত হয়, গমনাগমনের ব্যয়, ভাণ্ড গ্রহণ ব্যয়, শুল্ক প্রদানের ব্যয়, তাহাতে যোগ করিয়া যাহা হইবে, তাহা হইতে শত পণে দশ পণ লাভ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বিক্রেতা, স্বদেশীয় বণিকের নিকট মূল্য গ্রহণ

করিয়া, যদি তৎকালে সে প্রার্থনা করিলেও পণ্য দ্রব্য না দেয় এবং পরে তাহার মূল্য হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্রয়কালে প্রাপ্ত হইলে, ক্রেতার যাহা লাভ হইত, বিক্রেতাকে সেই লাভের সহিত, মূল্য প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। আর যদি কোন পণ্য ক্রয় করিয়া পরে শত্রুতাবশতঃ ক্রেতা তাহা না লয়েন, তাহা হইলে তদ্দ্রব্য পুনর্ব্বার বিক্রীত হইতে পারে।

যদি বিক্রেতা, বিক্রীত দ্রব্য প্রদান করিলেও ক্রেতা তৎকালে না লয়েন এবং পরে তাহাতে হানি হয়, তাহা হইলে ক্রেতাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। বিক্রেতা দোষভাগী হইবেন না।

যদি কোন বস্তু, একজনকে বিক্রয় করিব বলিয়া মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক অপর জনকে বিক্রয় করে অথবা সদোষ বস্তুর দোষ গোপন করিয়া নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে বিক্রেতা সেই সেই পণ্য মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ডনীয় হইবে।

পরীক্ষা পূর্ব্বক কোন পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া যদি পরে তাহাতে ক্ষতি বোধ হয়, তাহা হইলে ক্রেতার অনুতাপ করা বৃথা। আর যদি অল্প মূল্যে বিক্রীত বস্তু, পরে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে বিক্রেতারও লাভের হানি হইল বলিয়া অনুতাপ করা নিষ্ফল।

অনেকে সমবেত হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে, যে উপচয় অথবা অপচয় হয়, তাহাতে সকলেই সমভাগী; কিন্তু যদি অংশীগণ অর্থদান বিষয়ে ন্যূনাধিক্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তদনুসারে লাভালাভের অংশ কল্পনা করা কর্ত্তব্য।

অংশীগণ মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি, সাধারণের অনুমতি নিরপেক্ষ হইয়া কোন পণ্য বিক্রয় করে এবং তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সেই, তাহার দায়ী হইবে। আর যদি কোন অংশী, চৌরাদি কর্ত্তৃক বিপ্লব হইতে পণ্য দ্রব্য রক্ষা করে, তাহা হইলে সে রক্ষিত দ্রব্যের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবে। রাজা পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া মূল্যের বিংশতিভাগ শুল্কার্থ গ্রহণ করিবেন। মাণিক্যাদি রাজযোগ্য দ্রব্য যদি রাজাকে না জানাইয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে রাজা মূল্য না দিয়া, তাহা অপহরণ করিবেন।

যে বণিক, শুল্ক বঞ্চনের নিমিত্ত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ গোপন করে, অথবা শুল্কগ্রহণ স্থান হইতে অপসৃত হয়, এবং যে বণিক্ বিবাদাস্পদীভূত পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহারা পণ্যদ্রব্যের অষ্টগুণ দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

যেখানে অনেকে মিলিত হইয়া বাণিজ্য করে, তথায়, যদি অংশীদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি, দেশান্তরে গিয়া মৃত হয়, তাহা হইলে তাহার অংশ, পুত্রাদি অপত্যবর্গ, মাতুলাদি বান্ধববর্গ, সপিণ্ডবর্গ, অথবা যাহাদিগের সহিত দেশান্তরে আসিযাছিল, তাহারাই গ্রহণ করিবে, এই সকলের অভাবে রাজা গ্রহণ করিবেন।

অংশীদিগের মধ্যে যদি কেহ বঞ্চক হয়, তাহা হইলে তাহাকে লাভের অংশ প্রদান না করিয়া পরিত্যাগ করিবে। যদি কোন অংশী স্বয়ং পণ্যদ্রব্য প্রত্যবেক্ষণ করিতে অথবা আয় ব্যয় পরীক্ষা করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে, তিনি, আপন কার্য্য অপরের দ্বারা করাইবেন। ঋত্বিক, কর্ষক এবং কর্ম্মোপজীবীদিগের পক্ষেও এই বিধি অভিহিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি জনসমাজে চোর বলিয়া বিখ্যাত, এবং যে পূর্ব্বকর্ম্মাপরাধী ও যাহার বাসস্থান কাহারও বিদিত নহে, রাজপুরুষদিগের তাহাকে

ধৃত করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা নাম, ধাম, জাতি ও বংশ গোপন করে, যাহারা দ্যূতাসক্ত, স্ত্রৈণ ও পানাসক্ত হয়, তোমার নিবাস কোথায়, রাজপুরুষেরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যে শুষ্কমুখে এবং ভিন্নস্বরে উত্তর দান করে,যে নিষ্কারণে,ইহার কত ধন ও কিরূপ গৃহ, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে, বেশ পরিবর্ত্তন দ্বারা আপনাকে গোপন করিয়া বেড়ায়, আয় না থাকিলেও বহু ব্যয় করে, বিনষ্ট দ্রব্য, ছিন্নবস্ত্র এবং ভগ্ন পাত্রাদি বিক্রয় করে, এরূপ ব্যক্তিদিগকেও রাজপুরুষদিগের ধৃত করা কর্ত্তব্য।

যদি কেহ চৌর্য্যশঙ্কায় ধৃত হইয়া, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণ প্রদর্শন না করিতে পারে,তাহা হইলে সে চৌরদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।যদি অপহৃত দ্রব্যের সহিত চোর ধৃত হয়, তাহা হইলে হৃতদ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে বিবিধরূপ প্রহার কবিবে। যদি চোর ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে চিহ্ন প্রদানপূর্ব্বক রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

যদি গ্রাম মধ্যে মনুষ্যাদির প্রাণবধ, অথবা ধনাপহরণ সংঘটন হয়, তাহা হইলে গ্রামপাল চোর অপেক্ষা দোষী বলিয়া গণ্য হইবে। সেই দোষ পরিহারের নিমিত্ত স্বয়ং চোরকে ধৃত করিয়া রাজসমীপে অর্পণ করা তাহার কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে অশক্ত হয়, তবে ধনীর যাবৎ ধন হৃত হইয়াছে, তাহাকে তৎপরিমিত ধন অর্পণ করিতে হইবে। যদি চোরের পদচিহ্ন গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে যেখানে সেই পদচিহ্ন প্রবেশ করিতে দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানের অধিকারী অপহৃত ধন অর্পণ করিবেন।

গ্রামের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রদেশে,যদি চৌর্য্যাদি হয়, তাহা হইলেও সেই গ্রামবাসীদিগকে অপহৃত বস্তু অর্পণ করিতে হইবে। যদি অনেক গ্রামের মধ্যসীমায় চুরি হয় এবং জন মর্দ্দনাদি দ্বারা পদচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পঞ্চগ্রামবাসী ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া হৃত বস্তু অর্পণ করিবেন। যদি অন্যের নিকট হইতে দেওয়াইতে না পারেন, তাহা হইলে রাজা স্ব কোশ হইতে তাহা প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি অবরোধ হইতে বন্দিদিগকে হরণ করে, হস্তি ও অশ্ব হরণ করে এবং মনুষ্যের প্রাণ বধ করে, রাজা তাহাকে শূলে অর্পণ করিবেন। বস্ত্রাপহারক এবং গ্রন্থিভেদকের হস্তপদ চ্ছেদনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। ক্ষুদ্র মধ্যম এবং মহৎ দ্রব্য হরণে, দেশ, কাল, বয়স এবং শক্তি বিবেচনা করিয়া, তত্তৎদ্রব্যের মূল্য অনুসারে দণ্ড কল্পনা করিবেন। মৃৎভাণ্ড, আসন, খট্টা, অস্থি, দারু, চর্ম্ম এবং তৃণাদি ক্ষুদ্র দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। কৌশেয় ভিন্ন বস্ত্র, গোভিন্ন পশু, হিরণ্য ভিন্ন ধাতু এবং ব্রীহি ও যব, মধ্যম দ্রব্য বলিয়া অভিহিত। হিরণ্য, রত্ন, কৌশেয় বস্ত্র, গো, গজ, বাজি এবং দেব, ব্রাহ্মণ ও রাজার দ্রব্য উত্তম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

চোর অথবা নরহন্তার দুরভিসন্ধি অবগত হইয়াও, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ভোজন, বাসস্থান, শীতাপনোদনার্থ অগ্নি, তৃষ্ণানিবারণার্থ উদক, চৌর্য্যকার্য্যোপযোগী মন্ত্রণা, দেশান্তর গমনের ব্যয় এবং অস্ত্রাদি উপকরণ প্রদান করে, সে উত্তম সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরগাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলে, গর্ভপাত করিলে অথবা স্ত্রী কিংবা পুরুষকে বিনাশ করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। বিশেষদুষ্টা, পুরুষঘাতিনী, স্বগর্ভপাতিনী এবং সেতুভেদকারিণী স্ত্রীর

গলদেশে শিলা বন্ধনপূর্ব্বক জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

যে স্ত্রী, অপরকে বধ করিবার নিমিত্ত অন্ন পানাদিতে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়, দগ্ধ করিবার নিমিত্ত গ্রামাদিতে অগ্নি প্রদান করে, নিজপতি, গুরু এবং অপত্যদিগকে বধ করে, তাহার নাসা, কর্ণ ও ওষ্ঠ চ্ছেদন করিয়া বধ করা কর্ত্তব্য।

যদি কেহ গুপ্তাঘাতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে এবং কে আঘাত করিল তাহার কোন অনুসন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে রাজা মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের নিকট এবং পরপুরুষগামিনী স্ত্রীদিগের নিকট অনুসন্ধান লইবেন যে, কাহার সহিত ইহার কলহ ছিল, কোন স্ত্রীর প্রতি ইহার অনুরাগ ছিল, কোন দ্রব্যে প্রীতি ছিল এবং কাহার সহিত বিদেশে গিয়াছিল। অনন্তর রাজা, যে স্থানে হত হইয়াছে, তন্নিকটবর্ত্তী জনগণের নিকট এইরূপ বিবিধ প্রশ্নপূর্ব্বক হন্তার নিশ্চয় করিয়া, তাহাকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি অগ্নিসংযোগ দ্বারা পক্কফল, শস্যোপেত ক্ষেত্র, খামার, গৃহ, বন এবং গ্রাম দগ্ধ করে এবং যে ব্যক্তি রাজপত্নীতে অভিগমন করে, তাহাদিগকে তৃণাদি দ্বারা বেষ্টন করত দগ্ধ করা কর্ত্তব্য।

যদি কেহ পরস্ত্রীর সহিত কেশাকেশী করে, তাহা হইলে সে স্বজাতীয়াস্থলে উত্তম দণ্ড এবং অনুলোম জাতা হইলে, মধ্যম দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্ত্রীর পরিধান গ্রন্থিপ্রদেশ, কুচপ্রাবরণ, জঘন ও মূর্দ্ধরুহাদি স্পর্শ করে, অথবা নির্জ্জনে, জনতাকীর্ণ স্থানে, কিম্বা অন্ধকারাবৃত স্থানে, পরস্ত্রীর সহিত আলাপ করে, অথবা পরভার্য্যার সহিত একাসনে উপবেশন করে, সেও উল্লিখিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পতি অথবা পিতা যাহার সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করেন, যে স্ত্রী সেই নিষেধ অতিক্রম করিয়া তাহার সহিত আলাপ করে, সে শত পণ দণ্ডনীয় হইবে। পুরুষও যদি এইরূপ গুরুজন কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া কাহারও সহিত সম্ভাষণাদি করে,তাহা হইলে উক্তরূপ দণ্ডনীয় হইবে।

স্বজাতীয়া, পরস্ত্রীতে বলাৎকার করিলে, চারিবর্ণেরই অশীতি অধিক সহস্রপণ দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয়। অনুলোমজা স্ত্রীতে বলাৎকার করিলে, মধ্যম সাহস দণ্ড এবং প্রতিলোমজা হইলে, বধদণ্ড অভিহিত হইয়াছে। নারী যদি হীনবর্ণ পুরুষের সহিত ব্যভিচার করে, তাহা হইলে তাহাকে নাসা কর্ণ চ্ছেদনরূপ দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রী দূষণে অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যাকে,অপস্মার, রাজযক্ষ্মাদি দীর্ঘ কুৎসিত রোগ সংস্পৃষ্টা বলিলে, এবং মৈথুনদূষিতা বলিয়া,তাহার কন্যকাবস্থার প্রতি দোষারোপ করিলে, শতপণ দণ্ডনীয় হইবে। অবিদ্যমান দোষাদির উল্লেখ করিয়া, মিথ্যা দোষারোপ করিলে দ্বিশত পণ দণ্ডনীয় হইবে। গো ব্যতিরিক্ত পশুগমনে শতপণ, হীনজাতীয়া স্ত্রী এবং গো গমন করিলে মধ্যম সাহস দণ্ডনীয় হইবে।

অবরুদ্ধা দাসী এবং গণিকা গমন করিলে, পঞ্চাশৎ পণ, শুল্কাদি প্রদান না করিয়া, স্বৈরিণ্যাদিতে বলাৎকার করিলে, দশ পণ, অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও যদি বহুজন এক স্ত্রীতে গমন করে, তাহা হইলে প্রত্যেকে চতুর্ব্বিংশতি পণ, চাণ্ডালী গমনে এবং কুৎসিত বন্ধের দ্বারা ভগাকার অঙ্কিত করিয়া গমন করিলে, রাষ্ট্র হইতে বহিষ্করণরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

যে ব্যক্তি ভূমির রাজস্ব গোপন করে এবং যে রাজপুরুষ পারদারিক ও চোরকে ধৃত করিয়া রাজশাসন অতিক্রম পূর্ব্বক ছাড়িয়া দেয়, তাহারা উভয়েই উত্তম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে।

অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড, ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড, বৈশ্যকে দূষিত করিলে, প্রথম সাহস দণ্ড এবং শূদ্রকে দূষিত করিলে প্রথম সাহসের অর্দ্ধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

যে স্বর্ণকার রস বেধাদি দ্বারা বর্ণোৎকর্ষ জন্মাইয়া কূট স্বর্ণাদি বিক্রয় করে এবং যে সৌণিক, কুক্কুরাদি সম্বন্ধীয় কুৎসিত মাংস বিক্রয় করে, তাহাদিগের নাসা, কর্ণ এবং করচ্ছেদন পূর্ব্বক উত্তম সাহস দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অনুপযুক্ত চালককর্ত্তৃক চালিত, শৃঙ্গী অথবা দংষ্ট্রীপশুগণ দ্বারা যদি কেহ হত হয়, তাহা হইলে চালকের দণ্ড করা কর্ত্তব্য।

যে স্ত্রী, বংশ কলঙ্ক ভয়ে উপপতিকে চোর বলিয়া প্রকাশ করে এবং যে রাজপুরুষ পারদারিককে ধৃত করিয়া, উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করে, তাহারা উভয়েই পঞ্চশত পণ দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

রাজার অনভিমত বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজার অপবাদ ঘোষণা করিলে এবং রাজার গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ করিলে, তাহাকে জিহ্বাচ্ছেদন পূর্ব্বক রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি মৃতাঙ্গ লগ্ন বস্ত্রাদি বিক্রয় করে, পিতা এবং আচার্য্যাদি গুরুজনকে তাড়না করে, অথবা রাজার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার যানাসনাদিতে আরোহণ করে, তাহাকে উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য।

যে, ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া কাহারও নেত্রদ্বয় ভেদ করে, যে সর্ব্বদা রাজার প্রতি দ্বেষ করে এবং যে ভোজনের নিমিত্ত যজ্ঞোপবীতাদি ব্রাহ্মণ চিহ্ন ধারণ করিয়া লোকদিগকে প্রতারণা করে, তাহারা অষ্টশত পণ দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি রাজদ্বারে ন্যায়ত পরাজিত হইয়াও ঔদ্ধত্যবশতঃ পরাজয় স্বীকার না করিয়া, কূটলেখ্যাদি উপন্যাস পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হয়, প্রাড়বিবাকগণ তাহাকে পুনর্ব্বার ধর্ম্মতঃ পরাজিত করিয়া দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন।

রাজা অন্যায়পূর্ব্বক যে অর্থ দণ্ড গ্রহণ করেন, দোষশান্তির নিমিত্ত তাহার তিনগুণ অর্থ ঋণ দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম, অর্থ এবং কীর্ত্তি সঞ্চয়, লোকপালন, প্রজাদিগের প্রতি বহুমান এবং ব্যবহার দর্শন, এই কয়টী রাজগুণ, রাজা এই সকল গুণ দ্বারা শাশ্বত স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বাক্‌পারুষ্যাদি প্রকরণনামক চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, রাজর্ষি পুষ্কর রামচন্দ্রকে, ভুক্তি মুক্তিকর যে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব বিধান বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

পুষ্কর কহিলেন, আমি প্রতিবেদোক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয় বলিব। সম্প্রতি ভুক্তিমুক্তিদ ঋক্ বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর।

জলমধ্যে অথবা হোমকালে প্রাণায়ামপূর্ব্বক

গায়ত্রী জপ করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। যে দ্বিজ নক্তভোজী হইয়া দশ সহস্র গায়ত্রী জপ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। যিনি হবিষ্যাশী হইয়া, দশ অযুত গায়ত্রী জপ করেন, তিনি মোক্ষ লাভে অধিকারী হয়েন। প্রণবই পরব্রহ্ম, প্রণব জপ করিলেই সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি নাভিমাত্র জলে অবস্থিত হইয়া শতবার ওংকার জপানন্তর জলপান করে, তাহার অণুমাত্রও পাপ থাকে না। মাত্রাত্রয়, বেদত্রয়, সপ্তমহাব্যাহৃতি এবং সপ্তলোক উল্লেখ করিয়া হোম করিলে, অখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। জলমধ্যে মহাব্যাহৃতি এবং পরমা গায়ত্রী জপ করাকে অঘমর্ষণ কহে।

যিনি বহ্নিদৈবত, অগ্নিমীলে পুরোহিতং। এই সূক্ত, প্রযত হইয়া এক বৎসরকাল নিত্য জপ করেন, তিনি অভিলষিত ইষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মেধা কামনা করেন, তাঁহারা সদসস্পং। এই ঋক্ জপ করিবেন। শুনঃশেফ মৃষিং, এই ঋক্ নিত্য জপ করিলে, মৃত্যু নিবারণ হয়। যিনি নিত্যসুখ, মিত্র, প্রজ্ঞা, আরোগ্য, পাপক্ষয় এবং ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তিনি ষোড়শবার এই ঋক্ জপ করিলে, সিদ্ধকাম হইবেন। হিরণ্য স্তূপং। এই ঋক্ জপ করিলে, শত্রু বিনষ্ট হয়। যে তে পন্থা। এই ঋক্ জপ করিলে, পথে কোন বিঘ্ন ঘটে না। প্রতিদিন ছয়টী রৌদ্রী ঋক্ দ্বারা ঈশানের স্তব করিলে এবং রৌদ্র চরু কল্পনা করিলে, পরা শান্তি লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উদন্ত আদিত্যের উপাসনা করিয়া সপ্ত অঞ্জলী জল প্রদান করে, তাহার মনোদুঃখ নিবারণ হয়। বিপ্রান্ত দ্বিষন্তং। এই অর্দ্ধ ঋক্ জপ করিলে, সপ্ত রাত্রির মধ্যে, অনিষ্টকারী, নিবৃত্ত হয়। আরোগ্যকামী অথবা রোগী, প্রস্কন্নস্মোত্তমং। এই ঋক্ জপ করিবে। মধ্যাহ্নকালে, উত্তমস্তস্য। এই অর্দ্ধ ঋক্ এবং উদয়ত্যায়ুরক্ষ্যয্যং তেজঃ। এই পূর্ণ ঋক্ জপ করিলে, বিবিধ আসন সিদ্ধ হয়।

সূর্য্য অস্তাচলে প্রতিগমন করিলে যদি, নবয়শ্চ। এই সূক্ত জপ করে, তাহা হইলে শত্রু হইতে অনিষ্ট ভয় থাকে না। একাদশ সুপর্ণস্য। এই সূক্ত জপ করিলে সকল কামনা সুসিদ্ধ হয়। আধ্যাত্মিকীঃ কঃ। এই ঋক জপ করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যিনি সমিৎপাণি হইয়া, ত্বং সোম। এই সূক্ত দ্বারা নবোদিত নিশাকরের উপাসনা করেন, তিনি বাঞ্ছিত বস্ত্র লাভ করিয়া থাকেন। আয়ুঃ কামনা করিয়া, এই কৌৎস সূক্ত জপ করিলেও সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। মধ্যবেলায়, আপনঃ শোশুচৎ। এই ঋক্ দ্বারা দিবাকরের স্তব করিলে নিখিল পাপ প্রনষ্ট হয়। পথিমধ্যে জাতবেদস। এই ঋক্ জপ করিলে মহৎ স্বস্ত্যয়ন হয় এবং সকল ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কুশলে গৃহে প্রতিগমন করিতে পারে। রাত্রিকালে ব্যুষ্ঠায়াং। এই সূক্ত জপ করিলে দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হয়। গর্ভিণী, প্রসবকালে, প্রমন্দিন। এই সূক্ত জপ করিলে, গর্ভবেদনা অনুভব না করিয়া সুখে প্রসব করিতে পারে। স্নাত হইয়া, জপন্নিন্দ্রং এবং বৈশ্যদেবং। এই সূক্তদ্বয় উচ্চারণ পূর্ব্বক সপ্ত আজ্যাহুতি প্রদান করিলে সকল কিল্বিষ নাশ হয়। ইমাম্। এই সূক্ত নিত্য জপ করিলে, অভীপ্সিত লাভ হয়।

ত্রিরাত্র উপোষিত ও শুচি হইয়া, মানস্তোক। এই সূক্ত উচ্চারণ পূর্ব্বক আজ্যসংস্কৃত ঔডুম্বরীয় সমিধ দ্বারা হোম করিলে, সকল মৃত্যুপাশ ছেদন করিয়া ও রোগবর্জ্জিত হইয়া জীবিত থাকিতে

পারে। যে মনুষ্য ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, মানস্তোক। এই ঋক দ্বারা শম্ভুর স্তব করে, সে নিঃসংশয় সর্ব্বভূতের অনভিভবনীয় হয়। চিত্রং। এই ঋক্ দ্বারা যে ত্রিসন্ধ্যা, ভাস্করের উপাসনা করে,তাহাকেও কেহ পরাজয় করিতে পারে না। যে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন ও মধ্যাহ্নকালে সমিৎপাণি হইয়া, অথ স্বপ্ন। এই ঋক্ জপ করে, সে অভীষ্ট অর্থ লাভ করিয়া থাকে।

উভেপুগান্। এই ঋক্ একবারমাত্র জপ করিলে দুঃস্বপ্ন নিবারণ এবং উৎকৃষ্ট ভোজন লাভ হয়। উভেবাসা। এই ঋক্ জপ করিলে কামনা পূর্ণ হয়। নসাগন্। এই ঋক্ জপ দ্বারা আততায়ী হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কয়াশুভা। এই ঋক্ জপ করিলে জাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠতালাভ হয়! ইমম্ সোমম্। এই ঋক্ জপ করিলে সকল অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। পথিগমনকালে অগ্নেনয়। এই সূক্ত দ্বারা ঘৃতহোম করিলে নিত্য অর্থ লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বশ্লোকং। এই ঋক্ সর্ব্বদা জপ করেন, তিনি বীরপুত্র লাভ করিয়া থাকেন। কঙ্কন্তোন। এই সূক্ত জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ হইতে রক্ষা পায়। যো জাত। এই সূক্ত জপ করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়। গণানাম। এই সূক্ত জপ করিলে অনুত্তম তেজোলাভ হইয়া থাকে। যে মে রাজন্নিতীমান্। এই সূক্ত জপ করিলে দুঃস্বপ্ন প্রশমন হয়। যদি পথিগমনসময়ে শত্রু উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, কুবিদঙ্গ। এই সূক্ত দ্বাবিংশতিবার জপ করিলেই তাহা হইতে কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। প্রতি পর্ব্বকালে প্রযত হইয়া এই সূক্ত জপ করিলে এবং কৃণুষ্ব। এই সূক্ত দ্বারা সমাহিত হইয়া হোম করিলে ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

যিনি শুচি হইয়া হং সঃ, শুচিঃসৎ এই ঋক্ জপ করিতে করিতে দিবাকারকে নিরীক্ষণ করেন, স্বয়ং বিশ্বতোমুখ বহ্নি বিশ্বসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন। কৃষিকার্য্যার্থে ক্ষেত্রমধ্যে যথাবিধি স্থালীপাক করিয়া, স্বনী স্বাহা, ইন্দ্রায় স্বাহা, মরুদ্ভ্যস্বাহা, ভগায় স্বাহা, এই পঞ্চ ঋক্ দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া, কৃষীবল, লাঙ্গল গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ষণ করিবে। ধান্যের নিমিত্ত এবং সীতার নিমিত্ত গন্ধ মাল্য নমস্কারাদি দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করা কর্ত্তব্য। কর্ষণকালে, বপনকালে এবং ছেদনকালে ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিলে সকল কর্ম্ম অমোঘ হয় এবং সর্ব্বদা কৃষি সংবর্দ্ধিত হয়।

সমুদ্রাৎ এবং বিশ্বানর। এই সূক্ত দ্বয় দ্বারা বহ্নিদেবতার পূজা করিলে, বহ্নি, সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। অগ্নেত্বং। এই সূক্ত দ্বারা স্তব করিলে, বিপুলশ্রী, অনুত্তম জয় এবং বাঞ্ছিত ধন লাভ হয়। প্রজা কামনা করিয়া বরুণদৈবত সূক্তদ্বয় জপ করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে স্বস্তি প্রভৃতি সূক্তত্রয় জপ করিলে মহৎ স্বস্ত্যয়ন হয়। স্বস্তিপন্থা। এই ঋক্ জপ করিলে কুশলে পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। বিজিগীষুর্ব্বনস্পতে। এই সূক্ত জপ করিলে মৃতগর্ভা স্ত্রীদিগের অনায়াসে গর্ভমোক্ষণ হয়।

বৃষ্টিকামনা করিয়া নিরাহারে এবং আর্দ্রবস্ত্রে অচ্ছাবদ। এই সূক্ত জপ করিলে পর্জ্জন্য অচিরে বর্ষণ করিয়া থাকেন। পশুকামী ব্যক্তি, মনসঃকামঃ। এই সূক্ত জপ করিবেন। প্রজাকামী ব্যক্তি শুচিব্রত হইয়া, কর্দ্দমেন। এই সূক্ত জপ করিতে করিতে স্নান করিবেন। যিনি রাজ্যকামনা করেন, তিনি, অশ্বপূর্ব্বা। এই সূক্ত জপ করিয়া

স্নান করিবেন। রোহিতেচর্ম্মণি। ব্রাহ্মণগণের এই সূক্ত জপ করিয়া যথাবিধি স্নান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জপে দশ সহস্র হোম করিবার বিধান আছে।

যে ব্যক্তি,আগার। এই সূক্ত দ্বারা গোষ্ঠমধ্যে লোকমাতা সৌরভেরীর উপাসনা করেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সফল হয়। রাজা, উপেতি, প্রভৃতি ঋকত্রয় দ্বারা দুন্দুভির, অভিভ্রমণ করিলে, তেজ এবং বল লাভ করিয়া, শত্রুনাশে সমর্থ হইয়া থাকেন। দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তৃণপাণি হইয়া, রক্ষঘ্নং। এই সূক্ত জপ করিবে। যেকেচধ্যো,এই সূক্ত জপ করিলে,দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি রাজা, জীমূত সূক্ত দ্বারা সেনাঙ্গ সকলের অভিমন্ত্রণ করেন, তাহা হইলে রণে রিপুক্ষয় করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হয় না।

আগ্নেয় প্রভৃতি সূক্তত্রয় জপ করিলে, অক্ষয় ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষম দুর্গতি উপস্থিত হইলে, বধ অথবা বন্ধন ভয় উপস্থিত হইলে, অমীবহ; এই সূক্ত জপ দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ত্রিরাত্র উপোষিত থাকিয়া, ত্র্যম্বক। এই ঋক্ উচ্চারণপূর্ব্বক মহাদেবের উদ্দেশে পায়স চরুর দ্বারা শত আহুতি প্রদান করিলে, শত বৎসর সুখেজীবিত থাকিতে পারে। যিনি স্নানান্তে,তচ্চক্ষু। এই ঋক্ জপ করিয়া দিবাকরের উপাসনা করেন, তিনিও শতায়ু হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যিনি দীর্ঘ আয়ু এবং জয় ইচ্ছা করেন, তিনি,ইন্দ্রা সোমায়। এই সূক্ত জপ করিবেন। মোহ বশতঃ যাঁহার ব্রত লোপ হয়, অথবা সাবিত্রীভ্রষ্টের সহিত যাঁহার সংসর্গ হয়, তাঁহারা উপোষিত হইয়া ত্বমগ্নে ব্রতপা; এই ঋক্ দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে, ব্রতভঙ্গজনিত ও সংস্রবজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। আদিত্য সূক্ত জপ করিলে,বিবাদেজয় লাভ হইয়া থাকে। মহীতি। সূক্ত জপ দ্বারা মহৎভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়।

বাচংমহী, এবং শন্নোভব। এই সূক্তদ্বয় জপ দ্বারা শুচি হইয়া, পবিত্র অন্ন ভোজন করিলে, আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। যিনি যথাবিধি স্নান এবং হোমাদি কার্য্য সমাধা করিয়া,হস্ত দ্বারা হৃদয় স্পর্শপূর্ব্বক, উত্তমেদম্; এই সূক্ত জপ করেন, তিনি ব্যাধি এবং শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হয়েন না। শন্নোগ্ন। এই সূক্ত দ্বারা হোম করিলে অন্ন লাভ হইয়া থাকে। কন্যা বারর্ষি। এই সূক্ত জপ দ্বারা বিপ্র, দিগ্‌দোষ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যদত্য কয্যেত্যুদিতে। এই সূক্ত জপ করিলে, জগৎ বশীভূত হয়। যদ্বাক্। এই সূক্ত জপ দ্বারা সংস্কৃতা বাণী, লাভ হইয়া থাকে। বাচোবিদমিতি। এই ঋক্ জপ করিলে, অতিশয় পবিত্রতা লাভ হয়। ঋষিগণ, বৈখানসা প্রভৃতি ত্রিংশৎ ঋক্‌কে পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বকল্মষ নাশের নিমিত্ত পবিত্রতার নিমিত্ত ও মঙ্গলের নিমিত্ত, স্বাদিষ্টয় প্রভৃতি সপ্তষষ্টি ঋক্ জপ করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই সকল ঋক্ দশোত্তর শত জপ করিলে এবং ইহা দ্বারা তৎপরিমিত হোম করিলে, ঘোর মৃত্যুভয় নিবারণ হয়।

পাপভয় নিবারণের নিমিত্ত, জলে অবস্থিত হইয়া, আপোহিষ্ঠা, এই ঋক্ জপ করিবে। মরু অথবা ধন্বদেশে পতিত হইলে,নিয়ত,প্রদেবম্ন, এই ঋক্ জপ করিবে। প্রাণান্তিক ভয় উপস্থিত হইলে ও এই সূক্ত জপদ্বারা পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে।

প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে, যদি মা প্রণাম। এই সূক্ত জপ করে, তাহা হইলে দ্যূতে জয় লাভ করিতে পারে। যদি কোন প্রিয় সুহৃৎকে ক্ষীণায়ু বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে, পঞ্চাহ কাল, তাহার মস্তকে, যন্তেয়ং। এই সূক্ত সহস্রসংখ্যক জপ করিলে এবং ইদংমেধ্য, এই সূক্ত দ্বারা সহস্র ঘৃত হোম করিলে, সে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকে। পশু কামনা করিয়া গোষ্ঠে, এবং অর্থ কামনা করিয়া চতুষ্পথে, বযং সুপর্ণং। এই ঋক্ জপ করিলে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারে।

হং ন্যস্তীয়ং। এই ঋক্ বারম্বার জপ করিলে, সকল পাপ ধ্বংস এবং সকল রোগ শান্তি হইয়া থাকে। বৃষ্টি কামনা করিয়া, বৃহস্পতে অতীত্য। এই সূক্ত জপ করিবে। সূতসংকাশ্যপং। এই সূক্ত নিত্য জপ করিলে, সর্ব্বতঃ শান্তি, এবং সুপ্রজা লাভ হইয়া থাকে। অহং রুদ্র। এই সূক্ত জপ করিলে, বাগ্মী হইতে পারে। রাত্রিকালে রাত্রিসূক্ত জপ করিলে, সুখে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া থাকে। কল্পয়ন্তী। এই ঋক্ প্রতিদিন জপ করিলে, অরি নাশ হইয়া থাকে।

যিনি ধৃতব্রত হইয়া, আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং, এই দাক্ষায়ণ মহৎ সূক্ত এবং উতদেবী, এই আময়ঘ্ন সূক্ত, জপ করেন, তিনি নিরাময় হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন। অগ্নি ভয় উপস্থিত হইলে, অযমগ্নেজনিতি। এই সূক্ত, এবং বনমধ্যে ভয়ের বিষয় উপস্থিত হইলে, অরণ্যানী। এই সূক্ত জপ করিবে। ব্রাহ্মী আদি সূক্তদ্বয় জপ করিলে, মেধা এবং লক্ষ্মী লাভ হয়। সংগ্রামে জয়লাভেচ্ছু ব্যক্তি, মাস। এই অসপত্নঘ্ন ঋক্ জপ করিবেন। ব্রহ্মাণোগ্নিঃ সম্বিদানং। এই সূক্ত জপ করিলে, গর্ভক্লেশ এবং মৃত্যু নিবারণ হয়।

শুচি হইয়া, অপৈহি। এই সূক্ত জপ করিলে দুঃস্বপ্ন নিবারণ হয়। যে নেদং। এই সূক্ত জপ করিলে, উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়। গোগণের মঙ্গল কামনা করিয়া, মগোভূর্ব্বাত। এই সূক্ত জপ করা কর্ত্তব্য। শাম্বরীং, অথবা ইন্দ্রজালং। এই সূক্ত জপ করিলে, মায়া নিবারণ হয়। পথের মঙ্গল কামনা করিয়া, মহীত্রীণামবরস্ত। এই সূক্ত জপ করিবে। অগ্নয়ে বিদ্বিষৎ। এই সূক্ত জপ করিলে, রিপুনাশ হইয়া থাকে। বাস্তোষ্পত মন্ত্র দ্বারা গৃহদেবতাগণের পূজা করা বিধেয়।

জপ এবং হোমের এই বিধি বলিলাম। হোমান্তে পাপ শান্তির নিমিত্ত দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ন এবং হেমাদি প্রদান করিয়া, হোম শেষ করিতে হয়। সকল কার্য্যেই স্নানান্তে বিপ্রগণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা উচিত। সিদ্ধার্থক, যব, ধান্য, পয়, দধি, ঘৃত এবং ক্ষীর ও বৃক্ষজ কাষ্ঠ এই সকল দ্বারা হোম করিলে, সকল কামনা সুসিদ্ধ হয়। অভিচার বিষয়ে সমিধ, কণ্টকি, রাজিকা, রুধির, বিষ, দধি এবং ফল ও মূল দ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে ঋগ্বিধান নামক পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, রাম! অধুনা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ যজুর্ব্বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বুধগণ সর্ব্বকল্মষনাশন, সর্ব্বকামপ্রদ, মহা-

ব্যাহৃতি সকল ওংকার পূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া সহস্র আজ্যাহুতি দ্বারা দেবগণের আরাধনা করিবেন। এইরূপে দেবারাধনা করিলে, দেবগণ মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। শান্তির নিমিত্ত যব দ্বারা, পাপাপনোদনের নিমিত্ত তিল দ্বারা, সর্ব্বকামনা সিদ্ধির নিমিত্ত ধান্য এবং সিদ্ধার্থক দ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য। পশুকামী ব্যক্তির ঔডুম্বর কাষ্ঠ দ্বারা হোম করাই প্রশস্ত। অন্ন কামনা করিয়া দধি দ্বারা, শান্তি ইচ্ছা করিয়া, পয়দ্বারা, এবংবহুকনক কামনা করিয়া, অপামার্গ সমিধ দ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য। কন্যার্থী,যুগ্মক্রমে গ্রথিত ঘৃতাক্ত, জাতী পুষ্পদ্বারা এবং গ্রামার্থী, তিলতণ্ডুল দ্বারা, হোম করিবেন। বশ্যকর্ম্মে শাখোট ও অপামার্গ দ্বারা, এবং ব্যাধিনাশ কার্য্যে, বিষ ও অসৃক্‌মিশ্রিত সমিধ দ্বারা, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি শত্রুবধ কামনা করিয়া, সর্ব্বব্রীহিময়ী রাজপ্রতিকৃতি দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে সহস্র হোম করিলে, রাজা বশীভূত হইয়া থাকেন। পুষ্প দ্বারা হোম করিলে বস্ত্র লাভ হয় এবং দুর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে, ব্যাধিনাশ হইয়া থাকে। যিনি ব্রহ্মবর্চ্চস্বী হইতে কামনা করেন,তাঁহার, তুষ, কণ্টক এবং ভস্ম দ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য। বৈরসাধন বিষয়ে কাক ও পেচক পক্ষ দ্বারা, হোম করিতে হয়। চন্দ্রশুদ্ধির নিমিত্ত কাপিল ঘৃত দ্বারা হোম করা বিধেয়; বচা চূর্ণদ্বারা হোম করিয়া হুতশেষ ভোজন করিলে অতিশয় মেধাবী হয়।

দ্বিষতো বধোসীতি, এই মন্ত্র জপ করিয়া, একাদশাঙ্গুল পরিমিত লৌহ,অথবা খাদির কিলক শত্রুগৃহে প্রোথিত করিলে,শত্রুনাশ হইয়া থাকে। ইহাকে উচ্চাটন কর্ম্ম কহে। চক্ষুষ্যা, এই মন্ত্র জপ করিলে, বিনষ্ট চক্ষু ব্যক্তি, চক্ষু লাভ করিয়া থাকেন। উপযুঞ্জত এবং তনূনপাগ্নে, সৎ, এই মন্ত্র দ্বয় উচ্চারণ পূর্ব্বক দুর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে, আর্ত্তি শূন্য হইয়া দিন যাপন করিতে পারে। ভেষজমসি। এই সূক্ত জপ করিয়া,দধি এবং আজ্য দ্বারা হোম করিলে, পশুগণের উৎপাত নিবারণ হয়। ত্রিয়ম্বকং যজামহে, এই সূক্ত পাঠ করিয়া হোম করিলে, সৌভাগ্য বর্দ্ধন হয়। সঘৃত ধুস্তুর পুষ্প দ্বারা হোম করিলে, সর্ব্বকামভাক্ হয়। গুগ্গুল দ্বারা হোম করিলে, স্বপ্নে শঙ্করের সন্দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

যুঞ্জতে মনোনুবাকং; এই সূক্ত জপ করিলে, দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। বিষ্ণোরবাটং। এই মন্ত্র জপ করিলে, সকল বাধা অতিক্রম করিতে পারে। অয়ম্নো অগ্নিঃ। এই মন্ত্র পাঠ করিলে, সংগ্রামে জয় লাভ হয়, যশ লাভ হয় ও রাক্ষস ভয় নিবারণ হয়; স্নানকালে ইদমাপঃ প্রবহত। এই মন্ত্র পাঠ করিলে, কিছুমাত্র পাপ থাকে না। হে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজোত্তম! অগ্নিতে স্বাহামন্ত্র পাঠ করিয়া তিল, যব, অপামার্গ এবং তণ্ডুল দ্বারা হোম করিলে, বল লাভ হইয়া থাকে।

পায়স এবং ঘৃত দ্বারা রুদ্রহোম করিলে, অজা, অশ্ব, কুঞ্জর এবং গোগণের বিঘ্ননাশ হয়, মনুষ্য, রাজা, বালক ও যোষিৎগণের মঙ্গল হয়, গ্রাম, নগর এবং দেশের কুশল হয়, উপদ্রুত ও ব্যাধিতের মুক্তি লাভ হয় এবং মরক অথবা রিপু ভয়ের শান্তি হইয়া থাকে। নক্তব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক, ভিক্ষালব্ধ শক্তু অথবা যবমাত্র ভোজন করিয়া কুষ্মাণ্ড ও ঘৃত দ্বারা হোম করিলে, সকল পাপ অপগত হয়। একমাস কাল বহিঃস্নান ব্রত হইয়া, মধুবাতা মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে

পারে। দধিক্রান্তা, এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, পুত্র লাভ বিষয়ে সংশয় থাকে না। ঘৃতবতী, মন্ত্র দ্বারা ঘৃতহোম করিলে,পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্বস্তিন ইন্দ্র; এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, সর্ব্ব-বাধা বিনষ্ট হয়। ইহগাবঃ প্রজায়ধ্বং; এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, পুষ্টিবর্দ্ধন হয়।

অপামার্গ এবং তণ্ডুল দ্বারা সহস্র ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে, অলক্ষ্মী বিনাশ হয়। রুদ্রঃপাতু, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পলাশ সমিধ দ্বারা হোম করিলে অভিচারজনিত বিকৃতি হইতে শীঘ্র মুক্তি-লাভ করিতে পারে। অগ্ন্যুৎপাত হইলে শিবোভব। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ব্রীহি দ্বারা হোম করিবে। যাঃ সেনা; এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে তস্কর ভয় থাকে না। যো অস্মভ্যমবাতীয়াৎ; এই মন্ত্রে কৃষ্ণ তিল দ্বারা হোম করিলে, সহস্র অভিচার জন্য বিকৃতি হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়। অন্নে নান্ন পততি; এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, অন্ন লাভ হয়। জলমধ্যে হং সঃ শুচিঃ সৎ। এই মন্ত্র জপ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। চত্বারিভৃঙ্গ; এই সর্ব্বপাপহর মন্ত্রও জলমধ্যে জপ করা কর্ত্তব্য। দেবাযজ্ঞে; এই মন্ত্র জপ করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

ওং বসন্ত এবং সুপর্ণোঽসি; এই মন্ত্রে আজ্য দ্বারা হোম করিলে, আদিত্য হইতে বর লাভ করিতে পারে। নমঃ স্বাহা। এই মন্ত্র তিন বার জপ করিলে, বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়। অন্তর্জ্জলে,দ্রুপদয়। এই মন্ত্র তিন বার আবৃত্তি করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। ইহগাবঃ প্রজায়ধ্বং। এই মন্ত্রে ঘৃত, দধি, দুগ্ধ এবং পায়স দ্বারা হোম করিলে বুদ্ধিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ওষধীঃ প্রতিমেদধ্বং। শস্য বপন এবং চ্ছেদন কালে এই মন্ত্র পাঠ করিলে অধিক লাভ হইয়া থাকে। অশ্ববতী। এই মন্ত্রে পায়স দ্বারা হোম করিলে শান্তি লাভ হয়। তন্মা। এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে বন্ধনস্থ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারে। যুবা সুবাসা। এই মন্ত্র জপ করিলে উত্তম বস্ত্র লাভ হয়। মুঞ্চন্তুমাশপথ্যানি। এই মন্ত্র পাঠ করিলে সর্ব্বকিল্বিষ নাশ হয়। মা মাহিংসীঃ। এই মন্ত্রে তিল ও আজ্য দ্বারা হোম করিলে রিপুনাশ হয়। নমোস্তু সর্ব্বসর্পেভ্যঃ এবং কৃণুধ্বংরাজ, এই মন্ত্রে ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিলে অভিচার নিবারণ হয়। দূর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা হোম করিলে, গ্রামে অথবা নগরে মরক ভয় থাকে না। মধুমান্নোবনস্পতিঃ। এই মন্ত্রে ঔডুম্বরীয় সমিধ দ্বারা হোম করিলে, রোগী রোগমুক্ত হয়। দুঃখিত ব্যক্তি দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে, নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হয়, দুর্ভাগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্য লাভ করে এবং ব্যবহারে জয় লাভ হয়।

অপাং গর্ভং এবং অপঃপিব। এই মন্ত্রে দধি, ঘৃত ও মধু দ্বারা হোম করিলে, মেঘ, বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। নমস্তে রুদ্রঃ, এই মন্ত্রে হোম করিলে সকল উপদ্রব বিনষ্ট হয়। অধ্যবোচৎ, এই মন্ত্রে হোম করিলে সর্ব্বতঃ শান্তি হয়, মহাপাতক বিনষ্ট হয় ব্যাধিত ব্যক্তির ব্যাধি নিবারণ হয়, যশ লাভ হয়, চিরায়ুঃ হয়, এবং পুষ্টি বর্দ্ধন হয়। অসৌযস্তাম্র, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, নিত্য অতন্দ্রিত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে দিবাকরের উপাসনা করিলে অক্ষয় অন্ন এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। প্রমুঞ্চধন্বন্, ইত্যাদি ছয় মন্ত্র দ্বারা আয়ুধাভিমন্ত্রণ করিলে, যুদ্ধে রিপুগণ অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। মনোমহাস্ত। এই মন্ত্র বালকদিগের অতিশয় শান্তিকারক। নমোহিরণ্য-

বাহবে। ইত্যাদি অনুবাক্‌সপ্তক পাঠ করিয়া হোম করিলে শত্রু নাশ হয়। নমোবঃ কিরিকেভ্যশ্চঃ; এই মন্ত্রে লক্ষ পদ্ম দ্বারা হোম করিলে রাজ্যলক্ষ্মী লাভ হয় এবং বিল্বদ্বারা হোম করিলে সুবর্ণ লাভ হয়। ইমারুদ্রায়, এই মন্ত্রে তিল দ্বারা হোম করিলে, প্রভূত ধন লাভ হয় এবং দূর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে সর্ব্বব্যাধি নিবারণ হয়।

আয়ুধ রক্ষণ কালে, আশুঃ নিশান, এই মন্ত্র পাঠ করিলে সংগ্রামে সর্ব্বশত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রাজসাম, এই মন্ত্রে পঞ্চ সহস্র ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে চক্ষুরোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। শন্নোবনস্পতে। এই মন্ত্র দ্বারা গৃহে হোম করিলে বাস্তুদোষ নিবারণ হয়। অগ্ন আয়ুংসি, এই মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে কাহারও সহিত শত্রুতা হয় না। অপাং ফেন। এই মন্ত্র দ্বারা লাজাহুতি প্রদান করিলে, যুদ্ধে জয় লাভ হয়। ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তি, ভদ্রা। এই মন্ত্র জপ করিলে সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইতে পারে। অগ্নিশ্চ পৃথিবীচ। এই দুইটী উত্তম বশীকরণ মন্ত্র। অধ্বন। এই মন্ত্র জপ করিলে, ব্যবহারে জয় লাভ হইয়া থাকে।

কর্ম্মারম্ভে ব্রহ্মরাজন্যং। এই মন্ত্র জপ করিলে, কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। সংবৎসরোসি, এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা লক্ষ হোম করিলে অরোগী হইতে পারে। কেতুং কৃণ্বন্নি, এই মন্ত্র পাঠ করিলে সংগ্রামে জয় লাভ হয়, এবং ইন্দ্রোগ্নির্ধর্ম্ম। এই মন্ত্র পাঠ করিলে রণে ধর্ম্মবর্দ্ধন হয়। ধনুর্গ্রহণে, ধন্বানাগ। এই মন্ত্র এবং অভিমন্ত্রণে, যজীতিঃ। এই মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। শরাভিমন্ত্রণে আহিরথে, এবং তূণাভিমন্ত্রণে, বহ্বীনাংপিতরি, এই মন্ত্র দ্বয়, অভিহিত হইয়াছে। অশ্বযোজনে যুঞ্জন্তি এবং যাত্রারম্ভে আশুর্নিশান; এই মন্ত্রদ্বয় নির্দ্দিষ্ট আছে। রথারোহণকালে বিষ্ণোঃক্রম; এই মন্ত্র, এবং অশ্বতাড়নকালে আজঙ্ঘেতি, মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যুদ্ধকালে, পরসৈন্যমুখে, যা সেনা অভিত্বরী। এই মন্ত্র জপ করিয়া দুন্দুভ্যঃ; এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দুন্দুভি তাড়ন করিবে। এই রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জয় লাভ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র থাকিবে না।

শিবসংকল্প জপ দ্বারা মনঃ সমাধি করিয়া পঞ্চ লক্ষ হোম করিলে লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। রাত্রিকালে ইমং জীবেভ্যঃ; এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে শিলা এবং লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে চোরের ভয় থাকে না। পরিমেগামনেন; এই উৎকৃষ্ট বশীকরণ মন্ত্র পাঠ করিলে, যথার্থ আগত ব্যক্তিও বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্ষ, তাম্বুল এবং পুষ্পাদি উক্ত মন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া যাহাকে প্রদান করা যায়, সেই শীঘ্র বশীভূত হইয়া থাকে। সন্নোমিত্র। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুষ্পথে গণপতির আরাধনা করিলে সকল সময়ে সকল স্থানেই শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সকল প্রকার ধান্য দ্বারা হোম করিলে, সকল জগৎ বশীভূত হইতে পারে। অভিষেক বিষয়ে হিরণ্যবর্ণা শুচয়ঃ; এই মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শন্নোদেবী রভিষ্টয়ে; এই মন্ত্র শান্তিকার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এক চক্র; এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আজ্য দ্বারা হোম করিলে গ্রহগণ প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বশান্তি বিধান করিয়া থাকেন। গাবঃ, ভগঃ; এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আজ্যাহুতি প্রদান করিলে বহু গো লাভ হইয়া থাকে। গৃহযজ্ঞে প্রবদাংশঃ সোপৎ, এবং ক্রম যজ্ঞে দেবেভ্যঃ বনস্পতে; এই মন্ত্র দ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য।

গায়ত্রীই সেই বিষ্ণুর পরমপদ অতএব গায়ত্রী জপ দ্বারা সর্ব্বপাপ প্রশমন এবং সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যজুর্ব্বিধাননামক ষড়ধিক-দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সাম বিধানং।

পুষ্কর কহিলেন, যজুর্ব্বিধান বলিলাম, এখন সামবিধান বলিব। বৈষ্ণবীসংহিতা জপ, এবং তদুক্ত হোম করিলে, সকল কামনা পূর্ণ হয়। যিনি ছান্দসীসংহিতা অনুসারে শঙ্করের উপাসনা করেন, তিনি তৎপ্রসন্নতা লাভে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। যত ইন্দ্র ভজামহে। এই মন্ত্র জপ করিলে হিংসা দোষ বিনষ্ট হয়। অগ্নিস্তিগ্ম। এই মন্ত্র জপ করিয়া অবকিণী, ব্রতোল্লঙ্ঘনজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। পরিতোয়ং তাস্থ। এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। নিষিদ্ধ বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, তদ্দোষ শান্তির নিমিত্ত, ঘৃতবতী; এই মন্ত্র জপ করিবে। অয়ানো দেব সবিতঃ। দুঃস্বপ্ন নিবারণের নিমিত্ত এই মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। যে সকল স্ত্রীর গর্ভপাত হয়, তাহারা যদি অবোধ্যগ্নি। এই মন্ত্র দ্বারা ঘৃত অভ্যুক্ষণ করিয়া, ঘৃতশেষ দ্বারা মেখলা বন্ধন করে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ গর্ভরক্ষা হইবে। বালক জন্মিলে কণ্ঠে, সোমং রাজানং; এই মন্ত্র দ্বারা মণি বন্ধন করিয়া দিলে, সে সকল প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারে।

যে বিপ্র সর্পসাম প্রয়োগ করেন এবং মাদ্যস্থা বাদ্যত। এই মন্ত্র দ্বারা সহস্র হোম করেন, তাঁহার সর্পভয় থাকে না। শতারুরি মণি ধারণ করিলে, শত্রুভয় নিবারণ হয়। দীর্ঘতমসোর্ক, এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে বহু অন্ন লাভ হইয়া থাকে। স্বমধ্যায়ন্তী। এই মন্ত্র জপ করিলে, পিপাসাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করে না। ত্বমিমা ওষধীহি। এই মন্ত্র জপ করিলে কোন ব্যাধি হয় না। পথিদেব ব্রতং। এই মন্ত্র জপ করিলে, সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যদিন্দ্রো মুনয়েত্বু। এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ভগোনচিত্র। এই মন্ত্র জপ করিলে দর্শনশক্তি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইন্দ্রবর্গ জপ করিলেও সৌভাগ্যশালী হয়।

কোন স্ত্রীকে, পরিপ্রিয়া হিবঃ কারিঃ। এই মন্ত্র শুনাইলে সে নিঃসন্দেহ বশীভূতা হইয়া থাকে। বাসুদেব সম্বন্ধীয় সামগান করিলে, বেদাধ্যয়নজনিত তেজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে বালক নিত্য ঘৃতপ্লুত বচাচূর্ণ, ভক্ষণ এবং ইন্দ্র-মিদ্রাথিনং; এই মন্ত্র জপ করে, সে শ্রুতিধর হয়। রথন্তর মন্ত্র জপ এবং হোম করিয়া নিঃসন্দেহ পুত্রবান্ হইয়া থাকে। শ্রীবিবর্দ্ধন, ময়িশ্রী; এই মন্ত্র জপ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গব্যেবুণ; এই মন্ত্র দ্বারা গোগণের উপাসনা করে, তাহার বহু গো লাভ হইয়া থাকে। যে দ্রোণ পরিমিত যব, ঘৃতাক্ত করিয়া, বাত আবাতু ভেষণং; এই মন্ত্র দ্বারা বিধিবৎ হোম করে, সে সর্ব্বপ্রকার মায়াপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়। প্রদেবো দাসেন; এবং বষট্কার সমন্বিত, অভিত্বা পূর্ব্বপীতয়ে; এই মন্ত্র দ্বারা তিল হোম করিলে, অতিশয় কর্ম্ম-দক্ষ হইয়া থাকে। পিষ্টময় হস্তী, অশ্ব এবং

পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া, বাসকেশ্ব ; এই মন্ত্র দ্বারা সহস্র হোম করিলে, যুদ্ধে জয় লাভ হয়। শত্রু-পক্ষীয় প্রধান পুরুষের উদ্দেশে পিষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদন করিবে। অনন্তর সেই সকল খণ্ড সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া অভিত্বা শূরণোমুখো ; এই মন্ত্র দ্বারা ক্রোধপূর্ব্বক হোম করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, সংগ্রামে অনায়াসে জয় লাভ হইয়া থাকে। গারুড়, বামদেব্য এবং সামমন্ত্রসকল সর্ব্বপাপঘ্ন,ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সামবিধান নামক সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অথর্ব্ব বিধান।

পুষ্কর কহিলেন, সামবিধান বলিলাম। অধুনা অথর্ব্ব বিধান বলিব।

মানবগণ শান্তাতীয়গণের হোম করিলে, শান্তি লাভ করিতে পারে। ভৈষজ্যগণের হোম করিলে, সকল রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ত্রিসপ্তীয়গণের হোম করিলে, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। অভয়গণের হোম করিলে কখন ভয় প্রাপ্ত হয় না। আয়ুষ্যগণের হোম করিলে, অপমৃত্যু নিবারণ হয়। স্বস্ত্যয়নগণের হোম করিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়। শর্ম্ম বর্ম্মগণের হোম করিলে, শ্রেয়োলাভ হয়। বাস্তোষ্পত্যগণের হোম করিলে বাস্তুদোষ নিবারণ হয়। রৌদ্রগণের হোম করিলে সকল দোষ দূর হয়। অষ্টাদশ শান্তিতে এই সকলের দশগুণ হোম করা কর্ত্তব্য। গণহোম করিয়া কেহই পরাভব প্রাপ্ত হয় না।

বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, বায়ব্যা, বারুণী, কৌবেরী, ভার্গবী, প্রাজাপত্যা, ত্বাষ্ট্রী কৌমারী, বহ্নিদেবতা, মারুদগণা, গান্ধারী, নৈর্ঋতকী, আঙ্গীরসী, যাম্যা এবং পার্থিবী, এই অষ্টাদশ শান্তি, সর্ব্বকামদা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

যন্ত্বাং মৃত্যু। এই মন্ত্র জপ করিলে, অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সুপর্ণস্ত্ব। এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, ভুজগ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয় না। ইন্দ্রেণদত্তং। এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, সর্ব্ববাধা বিনাশন ও সর্ব্বকামনা পূরণ হয়। ইমাদেবী। এই মন্ত্র জপ করিলে সকল অনিষ্ট শান্তি হয়। দেবামরুত। এই মন্ত্র জপ করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়। যমস্যলোকাৎ, এই মন্ত্রে দুঃস্বপ্ন প্রশমন হয় ; ইন্দ্রস্য পঞ্চবণিজ, এই মন্ত্র জপ করিলে, পণ্যদ্রব্যে যথেষ্ট লাভ হয়। কামোমে বাজী ; এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে স্ত্রীদিগের সৌভাগ্য বর্দ্ধন হয়। তুভ্যসের জবীমন্ ; এই মন্ত্রে অযুত হোম করিয়া অগ্রে গোভিন্ন ; এই মন্ত্র জপ করিলে অতিশয় মেধা বৃদ্ধি হয়। ধ্রুবংধ্রুবেণ এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে, স্থান লাভ হয়। অলক্তজীব ; এই মন্ত্র জপ করিলে কৃষিকার্য্যে মঙ্গল হয় ; অহস্তে ভগ্ন। এই মন্ত্র জপ করিলে সৌভাগ্যবান হয় ; যে সে পাশাস্তথাপি ; এই মন্ত্র জপ করিলে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে ; শপত্যহন্। এই মন্ত্র জপ ও হোম দ্বারা রিপু বিনাশ হয়।

ত্বমুত্তমম্ ; এই মন্ত্র জপ করিলে, যশ এবং বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; স্ত্রীগণ, যথা মৃগমতীত্য ; এই মন্ত্র জপ করিলে, সৌভাগ্যশালিনী হয়েন ; যেন চেহৎ ; এই মন্ত্র জপ করিলে, বন্ধ্যাদোষ

অপগত হইয়া গর্ভ লাভ হয়। অয়ন্তে যোনিঃ; এই মন্ত্র জপ করিলে, পুত্র লাভ হয়। শিবঃ শিবাভিঃ; এই মন্ত্র জপ করিলে, প্রভূত সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। বৃহস্পতির্নঃ পরিপাতু এই মন্ত্র জপ করিলে পথে মঙ্গল লাভ হয়। মুঞ্চামিত্বাং; এই মন্ত্র পাঠ করিলে, অপমৃত্যু নিবারণ হয়; অথর্ব্বমন্ত্রোক্ত কর্ম্মের বিষয় প্রাধান্যক্রমে কিঞ্চিৎ বলিলাম, এই সকল মন্ত্র জপ হোম দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। যজ্ঞীয় বৃক্ষের সমিধ, হবিঃ, ব্রীহি, গৌরসর্ষপ, অক্ষত, তিল, দধি, ক্ষীর, দর্ভ, দূর্ব্বা, বিল্ব এবং কমল, এই সকল দ্রব্য পরম শান্তি ও পুষ্টিকর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিনিয়োগজ্ঞ ব্যক্তি তৈলকণ, রাজিকা, রুধির, বিষ এবং কণ্টকযুক্ত সমিধ, আর্ষ ও দৈবচ্ছন্দ,অভিচার বিষয়ে প্রয়োগ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে অথর্ব্ববিধান নামক অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

উৎপাত শান্তিঃ।

সকল বেদেই,লক্ষ্মীর প্রীতির নিমিত্ত, শ্রীসূক্ত জপ ও হোম করিবার বিধান আছে। হিরণ্যবর্ণা হরিণী, প্রভৃতি পঞ্চদশ মন্ত্র, ঋক্ বেদোক্ত শ্রীসূক্ত। রথেষক্ষেষু বাজ, প্রভৃতি চারিটী মন্ত্র, যজুর্ব্বেদোক্ত শ্রীসূক্ত। শ্রাবন্তীয়ং এবং সাম; এই মন্ত্রদ্বয় সামবেদোক্ত শ্রীসূক্ত। এবং শ্রিয়ং ধাতর্ম্ময়ি ধেহি, এই একমাত্র মন্ত্র, অথর্ব্ব বেদোক্ত শ্রীসূক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীসূক্ত জপ অথবা হোম করে, সে অচলা শ্রীলাভ করিয়া থাকে। একমাত্র পৌরুষসূক্ত পাঠ করিয়া, পদ্ম, বিল্ব, অথবা তিল দ্বারা লক্ষ্মীর উদ্দেশে হোম করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। নিত্য স্নানান্তে নিষ্পাপ হইয়া, পুরুষসূক্ত পাঠ পূর্ব্বক, বিষ্ণুর উদ্দেশে এক এক অঞ্জলি জল এবং এক একটী পুষ্প, প্রদান করিলে, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এক একটী ফল প্রদান করিলে, সকল কামনা পূর্ণ হয়, এবং এক একবার জপ করিলে, মহাপাতক ও উপপাতকাদি নাশপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শান্তি অষ্টাদশ প্রকার। তন্মধ্যে অমৃতা, অভয়া এবং সৌম্যা এই তিনটীই সর্ব্বোৎপাতবিমর্দ্দিনী প্রধানা শান্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অমৃতা এবং সৌম্যাকে সর্ব্বদৈবত এবং অভয়াকে ব্রাহ্মদৈবত শান্তি কহে। দিব্য, অন্তরীক্ষ এবং ভৌম এই ত্রিবিধ উৎপাত স্থলে, ত্রিবিধ অদ্ভুত শান্তির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জনিত উৎপাতকে দিব্য, উল্কাপাত, দিগ্দাহ, ও চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলস্থ উৎপাতকে অন্তরীক্ষ, ভূকম্প প্রভৃতি ভূমিজ উৎপাতকে ভৌম কহে।

দেবার্চ্চনা সময়ে, যদি দেবমূর্ত্তি নৃত্য করে, কম্পিত হয়, প্রজ্বলিত হয়, কথা কহে, রোদন করে, খেদযুক্ত হয়, অথবা হাস্য করে, তাহা হইলে, এই অর্চ্চা বিকার উপশমের নিমিত্ত,প্রজাপতির হোম করা কর্ত্তব্য।

যে রাষ্ট্রে, অগ্নি ব্যতীত দীপ্তি হয়, সর্ব্বদা অতিশয় শব্দ হয়, ইন্ধন প্রদান করিলেও অগ্নির দীপ্তি না হয়, সেই রাষ্ট্রে অচিরে রাজপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অগ্নি বৈকৃত্য শমনের নিমিত্ত অগ্নি মন্ত্র দ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য।

যদি অকালে বৃক্ষ সকল ফলিত হয়,এবং তাহা হইতে রক্তবর্ণ ক্ষীর নির্গত হয়, তাহা হইলে এই

বৃক্ষোৎপাত শান্তির নিমিত্ত, শিবপূজা করা কর্ত্তব্য।

যদি দুর্ভিক্ষজনক, অতিবৃষ্টি, এবং অনাবৃষ্টি হয়, অকালে ত্রিদিনব্যাপিণী বৃষ্টিধারা পতিত হয়, তাহা হইলে, অতিশয় ভয়ের বিষয় জানিবে। এই বৃষ্টি বৈকৃত্য নাশের নিমিত্ত পর্জ্জন্য, ইন্দু ও অর্কের পূজা করা বিধেয়।

যে নগর হইতে নদী, হ্রদ ও প্রস্রবণ সকল অপসৃত হয়, অথবা শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তথায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সলিলাশয় বৈকৃত্য শান্তির নিমিত্ত বারুণমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য।

যদি নারীগণ অকালে প্রসব করে, অথবা প্রসূতা না হয়, কিম্বা বিকৃত ও যুগ্ম প্রসব করে, তাহা হইলে, স্ত্রীদিগের প্রসব বৈকৃত্য শান্তির নিমিত্ত, স্ত্রী ও বিপ্রাদির পূজা করা কর্ত্তব্য।

যদি বড়বা, হস্তিনী, অথবা গোগণ, যুগ্ম, বিজাত্য এবং বিকৃত প্রসব করে, কিম্বা ছয়মাসের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে, পরচক্রভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রসূতি বৈকৃত্য-শান্তির নিমিত্ত, জপ, হোম ও বিপ্রদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য।

যখন আকাশে আকস্মিক তূর্য্যনাদ হয়, আরণ্য মৃগ পক্ষী সকল গ্রামে প্রবেশ করে, এবং গ্রাম্য প্রাণীগণ অরণ্যে গমন করে, স্থলচরেরা জলমধ্যে, এবং জলচরেরা স্থলে গমন করে; শিবাসকল রাজদ্বারে প্রবেশ করে। গৃহমধ্যে প্রদোষ সময়ে কুক্কুট এবং সূর্য্যোদয়কালে, শিবা ও কপোতসকল প্রবেশ করে, মাংসাশী পক্ষীগণ মস্তক স্পর্শ করে, মক্ষিকাগণ গৃহমধ্যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, কাকের মৈথুনভাব দৃষ্টিগোচর হয়, অকারণে প্রাসাদ, তোরণ, উদ্যানদ্বার, প্রাকার এবং গৃহাদি পতিত হইয়া, রাজার মৃত্যু হয়। ধূলি অথবা ধূম দ্বারা দিকসকল সমাকুল হয়, কেতু উদিত হয়, গ্রহণকালে, চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যের মধ্যে ছিদ্র দৃষ্টি হয়, এবং গ্রহনক্ষত্রাদির বিকৃতি উপস্থিত হয়। তখন মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যেখানে অগ্নি প্রদীপ্ত না হয়, এবং উদককুম্ভ হইতে বারি নিঃসৃত হয়, সেস্থানেও ভয়ের বিষয় সন্দেহ নাই। এই সকল দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইলে মরক এবং দুর্ভিক্ষাদি ঘটিয়া থাকে। ইহার শান্তির নিমিত্ত দ্বিজ ও দেবগণের পূজা এবং হোম করা কর্ত্তব্য।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে উৎপাতশান্তি নামক নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দেবপূজা বৈশ্বদেব বলিঃ।

পুষ্কর কহিলেন, উৎপাতমর্দ্দন দেবপূজাদি কর্ম্ম বলিব।

স্নানান্তে আপোহিষ্ঠা, এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া বিষ্ণুকে অর্ঘ প্রদান করিবে, হিরণ্যবর্ণা, এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পাদ্য দান করিবে। শন্ন আপ; এই মন্ত্র দ্বারা আচমনার্থ জল প্রদান করিবে। রথে, অক্ষে, এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া গন্ধ এবং বস্ত্র দান করিবে। পুষ্পবতী; এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্প, ধূপোসি এই মন্ত্র দ্বারা ধূপ, তেজোসি শুক্রং; এই মন্ত্রে দীপ, এবং দধীতি, এই মন্ত্রে মধুপর্ক প্রদান করিবে। অন্ন এবং পানীয় নিবেদনে, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি অষ্ট, ঋক্ পাঠ করা কর্ত্তব্য। চামর ব্যজন এবং উপানৎ, ছত্র, যান, আসনাদি যে কোন বস্তু

দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, তাহা সাবিত্রী মন্ত্র দ্বারা নিবেদন করা বিধেয়। পূজা সমাপন করিয়া পুরুষ সূক্ত জপ এবং হোম করিবে।

বেদিতে, জলে, পূর্ণঘটে, নদীতীরে, অথবা কমলে বিষ্ণুর পূজা করিলে, শান্তিলাভ হয়।

পরিমার্জ্জিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে, বিস্তৃত কুশোপরি দীপ্যমান বিভাবসুতে হোম করা কর্ত্তব্য। অনন্তর বাসুদেবায় নমঃ, দেবায় নমঃ, প্রভবে নমঃ, অব্যয়ায় নমঃ, অগ্নয়ে নমঃ, সোমায় নমঃ, মিত্রায় নমঃ, বরুণায় নমঃ, ইন্দ্রায় নমঃ, ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং নমঃ। বিশ্বদেবে ভ্যো নমঃ; প্রজাপতয়ে নমঃ; অনুমৈত্যৈ নমঃ; ধন্বন্তরয়ে নমঃ; বাস্তোস্পত্যৈ নমঃ; দেব্যৈ নমঃ; স্বিষ্টিকৃতে অগ্নয়ে নমঃ। এই বাক্যে প্রত্যেকে ঘৃতযুক্ত অক্ষত দ্বারা বলিপ্রদান করিবে।

অনন্তর সম্মুখে তক্ষ, উপতক্ষ, পূর্ব্বদিকে অশ্ব, ঊর্ণা, নিরুন্ধী, ধুম্রিনীকা, অশ্বপত্নী, মেঘপত্নী প্রভৃতি শক্তিগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিতে হইবে। পরে নন্দিনী, সুভাগ্যা, সুমঙ্গলা, ভদ্রকালী, শ্রী, হিরণ্যকেশী এবং ধনস্পাতিকে বলিদান করিবে।

পরে দ্বারদেশে ধর্ম্মাধর্ম্মকে, গৃহমধ্যে ভৃগুকে, বহির্দ্বারে মৃত্যুকে, উদকাশয়ে, বরুণকে, বহির্ভাগে ভূতগণকে এবং গৃহাভ্যন্তরে ধনদকে বলি প্রদান করিবে।

মানবগণ, ইন্দ্র এবং ইন্দ্রপুরুষদিগকে বলিপ্রদান করিবে। যম এবং যমপুরুষদিগের উদ্দেশে দক্ষিণদিকে বলিপ্রদান করিবে। বরুণ এবং বরুণপুরুষগণের উদ্দেশে পশ্চিমদিকে বলিপ্রদান করিবে। অনন্তর সোম এবং সোমপুরুষদিগের উদ্দেশে জল দান করিবে। আকাশে, ঊর্দ্ধে, স্থণ্ডিলে এবং ক্ষিতিতে, দিবসে দিবাচরদিগের উদ্দেশে এবং রাত্রিতে রাত্রিচরদিগের উদ্দেশে প্রতিদিন বলি প্রদান করিবে।

নিত্য শ্রাদ্ধে, প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে পিণ্ড নির্ব্বাপন করিবে না। প্রথমে পিতার উদ্দেশে তৎপরে পিতামহের উদ্দেশে তদনন্তর প্রপিতামহের উদ্দেশে তাহার পর মাতা এবং পিতামহীর ও প্রপিতামহীর উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। দক্ষিণাগ্র কুশের উপর এই সকল পিণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর হে কাকসকল! মদ্দত্ত এই পিণ্ড গ্রহণ কর। এই বলিয়া কাকদিগকে পিণ্ডদান করিয়া, কুক্কুরের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। বিবস্বতকুলে শ্যাব ও শবল নামে দুইটি কুক্কুর জন্মিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগের উদ্দেশে এই পিণ্ড দান করিতেছি, তাঁহারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

হে সর্ব্বহিতকারিণী সৌরভেয়ি! তুমি পরম পবিত্রা এবং পাপনাশিনী। ত্রৈলোক্য মাতঃ মদ্দত্ত এই গ্রাস গ্রহণ কর। এই বলিয়া গো-গ্রাস প্রদান করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি, অতিথি এবং দীনব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন।

অনন্তর ওঁ ভূঃ স্বাহা; ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্ব স্বাহা; ওঁ ভূর্ভুবস্ব স্বাহা। ওঁ দেবকৃত স্যৈনসোঽব যজনমসি স্বাহা। ওঁ পিতৃকৃতস্যৈন সোঽব যজনমসি স্বাহা। ওঁ আত্মকৃতস্যৈন সোঽব যজনমসি স্বাহা। ওঁ মনুস্যকৃত স্যৈনসোঽব যজনমসি স্বাহা। ওঁ এনসঃ এনসোঽব যজনমসি স্বাহা। যচ্চাহমেনো বিদ্বাংশ্চকার যচ্চাবিদ্বাংস্তস্য সর্ব্বস্যৈনসোঽব যজনমসি স্বাহা।

অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ওঁং প্রজাপতয়ে স্বাহা। এই সকল মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। বিষ্ণুপূজা এবং বৈশ্বদেব বলির বিষয় এই কীর্ত্তন করিলাম।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দেবপূজা বিশ্বদেব বলির্নাম দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বিনায়ক স্নান।

পুষ্কর কহিলেন, সর্ব্বমঙ্গলকর বিনায়ক স্নান বলিব।

পিতামহ, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, বিনায়ককে কর্ম্ম বিঘ্ন বারণের নিমিত্ত গণাধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব সকল কর্ম্মের আদিতে গণপতির অর্চ্চনা আবশ্যক। না করিলে, নানাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। সকল উদ্যম বিফল হয়, অকারণে শারীরীক ও মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হয়, কন্যা বর লাভ করিতে পারে না; বরাঙ্গনাগণ অপত্যলাভে বঞ্চিত হয়েন; শ্রোত্রিয়, আচার্য্যত্ব লাভ করিতে পারেন না; শিষ্য অধ্যয়ন করিতে পান না; ধনী ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিতে পারেন না। এই হেতু আদৌ গণপতির স্নান ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

আশ্বিনমাসে বুধবারে দ্বাদশী তিথিতে হস্তা এবং পুষ্যানক্ষত্রে শুভ স্থানে, গণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আজ্যমিশ্রিত গৌরসর্ষপ কল্ক দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিয়া মস্তকে সর্ব্বৌষধি এবং সর্ব্বগন্ধ লেপন পূর্ব্বক চারি কলস জল প্রদান করিবে; অনন্তর অশ্বস্থান মৃত্তিকা, গজস্থান মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা হ্রদ, মৃত্তিকা, গোরোচনা, কুঙ্কুম গুগ্‌গুলাদি প্রদান করিয়া, বলিবে;—তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে এবং ঋষিগণকে পবিত্র করিয়াছ; আমি তোমাকে স্নান করাইতেছি, আমাকেও সেইরূপ পবিত্র কর। তোমার প্রসাদে বরুণ, সূর্য্য, বৃহস্পতি ইন্দ্র, বায়ু এবং সপ্তর্ষিগণ আমাকে ষড়ৈশ্বর্য্য প্রদান করুন। আমার মস্তকে, কেশে, সীমন্তে, ললাটে, কর্ণে এবং অক্ষিতে যে দুর্ভাগ্য সঞ্চিত হইয়াছে, এইজল তাহা বিনষ্ট করুন।

অনন্তর বামহস্তে দর্ভপাত্র গ্রহণ করিয়া কুশাগ্র ধারণ পূর্ব্বক ঔডুম্বরীয় শ্রুব দ্বারা হোম করিবে। নমস্কারযুক্ত নাম, বলি,মন্ত্র এবং দ্রব্যাদি দ্বারা স্বাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে।

চতুষ্পথে শূর্পের উপর কুশ বিস্তার করিয়া ধান্য; তণ্ডুল,পলল পক্ক ও অপক্ক ওদন,মৎস্য,পুষ্প, ত্রিবিধ সুরা, পুরি, পিষ্টক, দধি, অন্ন, পায়স, মোদক এবং গুড় অর্পণ পূর্ব্বক বিনায়ক জননী অম্বিকার উপাসনা করিবে।

অনন্তর দূর্ব্বা এবং সর্ষপ পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে, সুভগে! আমাকে রূপ, যশ, সৌভাগ্য, পুত্র, ধন এবং সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান কর। এইরূপে বিনায়কের আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট ভোজন এবং বস্ত্র যুগ্ম দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে সকল কর্ম্মফল লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বিনায়কস্নান নামক একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দিক্‌পালাদি স্নান।

অগ্নি কহিলেন, সর্ব্বার্থসাধন শান্তিকর স্নানের বিষয় বলিব।

বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, সরিত্তীরে গ্রহগণকে এবং বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। গ্রহপীড়িত হইলে, অথবা জ্বরাদি রোগে পতিত হইলে, দেবালয়ে, বিদ্যাকামনা করিয়া হ্রদে, জয়কামনা করিয়া তীর্থে এবং যে সকল স্ত্রীদিগের গর্ভস্রাব হয়; তাঁহারা গর্ভরক্ষার নিমিত্ত পদ্মবিশিষ্ট জলাশয়ে গ্রহগণ ও বিষ্ণুকে স্নান করাইলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

যাঁহার পুত্র জন্মিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তিনি তরু সন্নিধানে স্নান করাইবেন। পুষ্পার্থী ব্যক্তি পুষ্পাঢ্যস্থানে এবং পুত্রার্থী ব্যক্তি সাগরে, অনুরাধা, রেবতী এবং পুষ্যানক্ষত্রযোগে যথাবিধি গ্রহগণের স্নানকার্য্য সম্পাদন করিলে সিদ্ধমনোরথ হইয়া থাকেন।

যিনি সর্ব্বার্থমঙ্গলের নিমিত্ত গ্রহস্নান করাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহার সপ্তাহ পূর্ব্বে যতব্রত হইয়া পুনর্ণবা, রোচনা, শতাঙ্গ, মধূক তগর, রজনী, নাগকেশর, অম্বরী, মঞ্জিষ্ঠা মাংসী, প্রিয়ঙ্গু, সর্ষপ, কুঙ্কুম এবং শক্তুমিশ্র পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করান কর্ত্তব্য। পত্রে সায়ুধ সবাহন ইন্দ্রাদি দেবগণের মূর্ত্তি লিখিয়া প্রদক্ষিণ প্রণামাদিপূর্ব্বক স্নানার্থ জল দান, পূজা এবং হোম করা কর্ত্তব্য। অনন্তর বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ঈশ, শক্র এবং তাঁহাদিগের অস্ত্রসকলের পূজা ও তদুদ্দেশে হোম করিবে।

প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে অষ্টশত ঘৃতযুক্ত সমিধ এবং তিল দান করিবে। ভদ্র, সুভদ্র, সিদ্ধার্থ, চিত্রভানু, পর্জ্জন্য, সুদর্শন, রুদ্র, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ, দৈত্যগণ, বসুগণ, ঔষধীনিক্ষেপ এবং জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া, শতাবরী, শতপুষ্প অপরাজিতা, জ্যোতিষ্মতী, অতিবলা, চন্দন, উশীরকেশর, কস্তুরিকা, কর্পূর, বালক, পত্রক, জাতীফল, লবঙ্গ, মৃত্তিকা ও পঞ্চগব্য প্রদানপূর্ব্বক ভদ্রপীঠস্থিত উল্লিখিত দেবগণকে স্নান করাইবে। অনন্তর রাজাভিষেক মন্ত্রোক্ত দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ পূজা এবং হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র গুরুকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দিক্‌পাল স্নান এবং সংগ্রাম জয়াদির বিষয় বলিয়াছিলেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দিকপালাদি স্নান নামক দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পুষ্কর কহিলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ উশনা দানবেন্দ্র বলিকে রাজাদিগের জয়বর্দ্ধন মহেশ্বর স্নানের বিষয় যেরূপ বলিয়াছিলেন, এখন তাহা বলিব।

প্রাতে ভাস্কর উদিত না হইতে, পীঠোপরি ওঁং নমো ভগবতে রুদ্রায় বলায়চ। এই মন্ত্রে জলপূর্ণ ঘটদ্বারা মহেশ্বরকে স্নান করাইবে। পরে হে ভস্মানুলিপ্তগাত্র ভগবান্ রুদ্র! আমাদিগের জয় বিধান করুন, শত্রুসকলকে বিনাশ করুন এবং কলহ, বিগ্রহ, ও বিবাদ ভঞ্জন করুন। এই রূপ প্রার্থনা করিয়া, ওঁং মথ মথ হে সম্বর্ত্তকাগ্নি তুল্য ত্রিপুরান্তকর শিব! তুমি প্রলয়কালে সহস্রাংশুমান্ শুক্লবর্ণ রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগৎ দগ্ধ করিয়া থাক। তুমি আমাদিগকে রক্ষা

কর। লিখি লিখি খিলি স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা পুনঃস্নান করাইয়া তিল তণ্ডুলদ্বারা হোম করিবে।

অনন্তর পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া শূলপাণির পূজা করিবে। বিজয় লাভার্থে অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইবার যে বিধান আছে তাহা বলিতেছি।

ঘৃত দ্বারা স্নান করাইলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়, গোময় দ্বারা স্নান করাইলে, লক্ষ্মী লাভ হয়; গোমূত্র দ্বারা স্নান করাইলে, পাপ বিনষ্ট হয়। ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইলে বল এবং বুদ্ধি লাভ হয়। দধি দ্বারা স্নান করাইলে লক্ষ্মী বিবর্দ্ধিতা হয়। কুশোদক দ্বারা স্নান করাইলে কিছুমাত্র পাপ থাকে না। পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। শত মূল দ্বারা স্নান করাইলে, যাহা অভিলাষ করে, তাহাই লাভ করিতে পারে। গোশৃঙ্গ দ্বারা স্নান করাইলে, রাজ্য জয় করিতে পারে। পলাশ, বিল্ব, কমল, এবং কুশ দ্বারা স্নান করাইলে, কোন অভাব থাকে না। বচা, হরিদ্রা এবং মুস্তা দ্বারা স্নান করাইলে, রক্ষ ভয় নিবারণ হয় এবং আয়ু, যশ, ধর্ম্ম ও মেধা বিবর্দ্ধিত হয়। হেম রৌপ্য ও তাম্রোদক দ্বারা স্নান করাইলে পরম মঙ্গল লাভ হয়। রত্নোদক দ্বারা স্নান করাইলে বিজয় লাভ হয়। সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বারা স্নান করাইলে সৌভাগ্য লাভ হয়। আমলকী ফলের জল দ্বারা স্নান করাইলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। তিল এবং সিদ্ধার্থকজলের দ্বারা স্নান করাইলে, সৌভাগ্য লক্ষ্মী লাভ হয়। উৎপল এবং কদম্বোদক দ্বারা স্নান করাইলে বল বৃদ্ধি হয়। বিষ্ণু পাদোদক দ্বারা স্নান, সকল প্রকার স্নান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যিনি একাকী একচিত্ত হইয়া, করে মণি বন্ধন পূর্ব্বক "অক্রন্দয়তি" এই সূক্ত দ্বারা বিধিবৎ অর্কের উপাসনা করেন এবং বচা, শুণ্ঠী, শঙ্খ, লৌহ ও মণি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা করেন, ভগবান্ অর্ক তাঁহার সকল মনোরথ সফল করিয়া থাকেন। সূর্য্যের পূজা এবং স্নান দ্বারা সকল কামনাই পূর্ণ হয়। ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃত এবং ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইয়া এবং পিত্তহা পঞ্চমুদ্গ বলি দ্বারা পূজা করিয়া মানবগণ অতিসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইলে বাত ব্যাধি এবং দ্বিস্নেহ দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইলে, শ্লেষ্মারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ঘৃত, তৈল এবং মধু এই ত্রিরস দ্বারা স্নান অতি প্রশস্ত। ঘৃত এবং অম্বু, অথবা ঘৃত ও তৈল কিম্বা মধু ইক্ষুরস ও ক্ষীর এই ত্রিবিধ মধুর দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইলে সূর্য্যদেব অতিশয় প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

কর্পূর, উশীর এবং চন্দন এই ত্রিবিধ শুক্লদ্রব্য অথবা চন্দন, অগুরু, কর্পূর, মৃগদর্প এবং কুঙ্কুম এই পঞ্চবিধ দ্রব্য দ্বারা বিষ্ণুর অনুলেপন করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সফল হয়। কর্পূর, চন্দন, কুঙ্কুম, এই তিন প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা অনুলেপন করিলেও অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। কর্পূর এবং চন্দনমিশ্রিত জাতীফল এবং শুক্ল, পীত, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল এই পঞ্চ বর্ণের রত্ন, রক্তোৎপল কুঙ্কুম ও ধূপাদি দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে, মনুষ্যদিগের সকল শান্তি হইয়া থাকে। চারি হস্ত পরিমিত, চতুরস্র কুণ্ডে, গ্রহগণের অর্চ্চনা করিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে তিল, আজ্য, যব এবং ধান্য দ্বারা আট জন ব্রাহ্মণে লক্ষ এবং ষোল জন ব্রাহ্মণে কোটি কোটি হোম করিলে সকল আপৎ শান্তি হয়।

———

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নীরাজনা বিধি।

পুষ্কর কহিলেন, প্রতিমাসে, জন্মনক্ষত্রে চন্দ্র-সূর্য্যের সংক্রমণকালে রাজাদিগের, তত্তৎ দেবতাগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। রাজা, অগস্ত্যোদয়ে, অগস্ত্যের এবং চাতুর্ম্মাস্যব্রতে হরির পূজা করিবেন। হরিশয়নে এবং উত্থাপনে শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ আদি পাঁচদিন মহোৎসব কার্য্য করিবেন। শিবিরের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে শক্রার্থ গৃহ স্থাপন করিয়া তাহাতে ধ্বজারোপণপূর্ব্বক শচী এবং শক্রের পূজা করিবেন। অষ্টমীতে বাদ্যঘোষণা দ্বারা সেই ধ্বজা প্রবেশ করাইয়া একাদশীতে উপোষিত থাকিয়া দ্বাদশীতে, কেতু উত্থিত করিবে।

অনন্তর বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া ঘটস্থ শচী এবং ইন্দ্রের পূজা করিয়া কহিবে।

হে জিতামিত্র! হে ইন্দ্র! হে বৃত্রহন্! হে পাকশাসন! তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। হে দেবদেব মহাভাগ! তুমি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি প্রভু, তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বভূতের হিতবিষয়ে রত। তুমি অনন্ততেজা এবং দীপ্তিমান্। তুমি মনুষ্যদিগের যশ এবং জয়বর্দ্ধন করিয়া থাক। হে শক্র! দেবগণ তোমার তেজবৃদ্ধি করুন, তুমি সুবৃষ্টিকৃৎ হও।

হে শচীপতে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, বিনায়ক, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, ভৃগুগণ, দিক্‌পালগণ, মরুৎগণ, লোকপালগণ, গ্রহগণ, যক্ষগণ, অদ্রিগণ, নদীগণ, সমুদ্রগণ এবং শ্রী, মহী, গৌরী, চণ্ডিকা ও সরস্বতী তোমাকে তেজ প্রদান করুন। তুমি জয়যুক্ত হও। তোমার জয় হইলেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে।

তুমি রাজা প্রজা এবং বিপ্রগণের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার প্রসাদে পৃথিবী নিত্য শস্যবতী হউক, সকলে নির্ব্বিঘ্নে মঙ্গল লাভ করুক এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হউক। রাজগণ, এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রের আরাধনা করিলে, পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারেন।

জয়ার্থী হইযা, আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমীতে পটে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি লিখিয়া এবং আয়ুধ কার্ম্মুকাদি শস্ত্রসকল ও ধ্বজাছত্রচামরাদি রাজচিহ্নসকল স্থাপন করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া বলিপ্রদান পূর্ব্বক পর দিবস পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে। হে ভদ্রকালি! হে মহাকলি! হে দুর্গে! হে দুর্গতিহারিণি! হে ত্রৈলোক্যবিজয়ে! হে চণ্ডি! মাতঃ! প্রসন্না হইয়া আমার শান্তি এবং যশ বিধান করুন।

এক্ষণে নীরাজনা বিধি বলিব। ঈশানদিকে তোরণত্রিতয়বিশিষ্ট এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যে দিন সূর্য্য চিত্রানক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বাতীতে গমন করিবেন, সেই দিন হইতে যে কয় দিন স্বাতীতে অবস্থিতি করিবেন, সে কয় দিন উক্ত মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু, শক্র, অনিল বিনায়ক, কুমার, বরুণ, ধনদ, যম, বিশ্বেদেবগণ, বৈশ্রবণগণ এবং কুমুদ, ঐরাবণ, পদ্ম, পুষ্পদন্ত, বামন, সুপ্রতীক, অঞ্জন, নীল, এই অষ্টগজের পূজা করিবে। পুরোহিত সমিৎ, সিদ্ধার্থক, এবং তিল মিশ্রিত আজ্য দ্বারা উক্ত দেবগণের উদ্দেশে হোম করিবেন। অনন্তর অষ্টকুম্ভের অর্চ্চনাপূর্ব্বক কুম্ভস্থ

জল দ্বারা অশ্ব ও গজদিগকে স্নান করাইয়া তাহাদিগকে গ্রাস প্রদান করিবেন। গৃহমধ্যে রাজচিহ্নাদির পূজা করিয়া বিজয়ার্থ নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য।

রাজা শতভিষা নক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে বরুণের অর্চ্চনা করিয়া রাত্রিতে ভূতবলি প্রদান করিবেন। বিশাখানক্ষত্রে সূর্য্য গমন করিলে, রাজা গৃহে বাস করিবেন এবং তদ্দিনে বাহনদিগকে বিশেষরূপে অলঙ্কৃত করিবেন। হস্তি, অশ্ব, ছত্র, খড়্গ, চাপ, দুন্দুভি, ধ্বজা, পতাকা প্রভৃতি রাজচিহ্ন সকল অভিমন্ত্রিত করিয়া বিজয় যাত্রা করিবেন। যাত্রাকালে অস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণ সকল, হস্তির পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক, স্বয়ং হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, চতুরঙ্গ বলের সহিত পুরদ্বার দিয়া, নির্গত হইবেন। অনন্তর সুসমাহিত হইয়া তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিবেন। ইহাকেই মঙ্গলদায়িনী রিপুমর্দ্দনী নীরাজনাখ্য শান্তি কহে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নীরাজনাবিধ নামক চতুর্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ছত্রাদি মন্ত্রাদয়।

পুষ্কর কহিলেন, ছত্রাদির মন্ত্র সকল বলিব। এই মন্ত্রে পূজা করিলে পৃথিবীপালগণ জয়াদি লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

হে ছত্র! তুমি তুষার, কুন্দ এবং ইন্দুর ন্যায় শুভ্রবর্ণ। হে মহামতে! অম্বুদ যেমন মঙ্গলের নিমিত্ত এই বসুন্ধরাকে আচ্ছাদন দ্বারা রক্ষা করেন। তুমি সেইরূপে বিজয় ও আরোগ্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত রাজাদিগকে আচ্ছাদন প্রদান কর। তুমি ভগবান্ সূর্য্যের প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হও।

হে তুরঙ্গম! তুমি গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, দেখিও, যেন, কুলদূষক হইও না। ব্রহ্মার সত্যবাক্যে, সোম, বরুণ এবং হুতাশনের প্রভাবে, সূর্য্যের তেজে, মুনিগণের তপস্যায়, রুদ্রের ব্রহ্মচর্য্যায় এবং পবনের বলে, তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। ব্রহ্মহা, পিতৃহন্তা, মাতৃহন্তা, ভূমিলাভের নিমিত্ত মিথ্যাবাদী এবং পরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয়দিগের যে পাপ এবং যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সে পাপ এবং সে গতি প্রাপ্ত হইও না। যুদ্ধার্থ পথিগমনকালে, বিকৃতি প্রাপ্ত হইও না। সমরে শত্রুনাশ করিয়া ভর্ত্তার সহিত সুখে অবস্থিতি কর।

হে শক্রকেতো! তুমি নারায়ণধ্বজ, তুমি বিষ্ণুর বাহন, পতত্রিরাট্ বৈনতেয়! তুমি কাশ্যপেয়, নাগারি এবং অমৃতের আহর্ত্তা। তুমি অপ্রমেয়, দুরাধর্ষ এবং দেবারিনিসূদন। তুমি মহাবল, মহাবেগ, মহাকায় এবং অমৃতাশন। তুমি গরুত্মান্ এবং মারুতগতি। শক্রের নিমিত্ত দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে স্থাপন করিয়াছেন। তুমি সদয় হইয়া আমার জয় বিধান কর, বলবৃদ্ধি কর, অশ্ব, বর্ম্ম, আয়ুধ ও যোধদিগকে রক্ষা কর এবং আমার রিপুদিগকে দগ্ধ কর।

কুমুদ, ঐরাবণ, পদ্ম, পুষ্পদন্ত, বামন, সুপ্রতীক, অঞ্জন এবং নীল, এই অষ্টদেবগজ এবং ইহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি, ভদ্র, মন্দ, মৃগ এবং সংকীর্ণ প্রভৃতি বনপ্রসূত মহাগজদিগকে, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ এবং মরুদ্গণ রক্ষা করুন। হে নাগেন্দ্র! তুমি তোমার ভর্ত্তাকে রক্ষা কর এবং সময় পালন কর। ঐরাবতাধিরূঢ়, বজ্রহস্ত দেবরাজ শতক্রতু, তোমার পৃষ্ঠগত হইয়া, সর্ব্বদা

তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সুস্থচিত্তে গমন কর। তুমি সোম হইতে শ্রী, বিষ্ণু হইতে বল, সূর্য্য হইতে তেজ, অগ্নি হইতে গতি, গিরি হইতে স্থৈর্য্য, রুদ্র হইতে জয় এবং দেবরাজ পুরন্দর হইতে যশ লাভ কর। দেবতাদিগের সহিত দিগ্‌নাগগণ তোমাকে রক্ষা করুন। গন্ধর্ব্বগণের সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাকে রক্ষা করুন। আদিত্যের সহিত মনু, বসু, রুদ্র, সোম, বায়ু, মহর্ষি, নাগ, কিন্নর, ভূতগণ, গ্রহগণ এবং প্রমথগণ ও মাতৃগণের সহিত ভূতনাথ তোমার মঙ্গল করুন। শক্র, সেনাপতি কার্ত্তিকেয় এবং বরুণদেব, তোমাতে আশ্রয় করিয়া রিপুগণকে দগ্ধ করুন। তোমার শত্রুগণ, তোমার প্রতি যে সকল অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তাহা তোমার তেজে আহত হইয়া, তাহাদিগের সহিত পতিত হউক। কালনেমী, বধকালে, ত্রিপুর ঘাতন সময়ে, হিরণ্যকশিপুর যুদ্ধে এবং অসুর নাশকালে, তুমি যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলে, অদ্য সেইরূপ সুশোভিত হও।

হে পতাকে! আমরা তোমার উপাসনা করিতেছি, তুমি বিবিধ অস্ত্র এবং ঘোরতর ব্যাধি দ্বারা রাজাদিগের অরিগণকে বিনাশ কর। তুমি পূতনা, রেবতী, লেখা এবং কালরাত্রি নামে অভিহিত হইয়াছ। সর্ব্বমেধ মহাযজ্ঞে দেবদেব ত্রিশূলীকর্ত্তৃক জগতের সকল সারভূত দ্রব্যের দ্বারা তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ। এক্ষণে আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর।

হে খড়্গ! তুমি নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যাম এবং কৃষ্ণবর্ণ। তুমি দুঃস্বপ্ন সকল বিনষ্ট করিয়া থাক। পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, তোমার অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় এবং ধর্ম্মপাল, এই অষ্ট নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে নিস্ত্রিংশ! কৃত্তিকা তোমার নক্ষত্র, মহেশ্বর তোমার গুরু, হিরণ্য তোমার দেহ এবং জনার্দ্দন তোমার দেবতা। তুমি রাজাদিগকে বলের সহিত রক্ষা কর।

হে বর্ম্মন্! তুমি সমরে মঙ্গল বিধান করিয়া থাক। তোমার প্রসাদেই সৈন্যগণ যশ লাভ করে। হে অনঘ! আমি তোমার রক্ষণীয়, অতএব আমাকে সকল প্রকার আপৎ হইতে রক্ষা কর। তোমাকে নমস্কার।

হে দুন্দুভে! তুমি নির্ঘোষ দ্বারা শত্রুদিগের হৃদয় প্রকম্পিত করিয়া থাক। রাজার সৈন্যগণের যাহাতে জয় লাভ হয়, তুমি কৃপা করিয়া তাহা কর। মেঘ গর্জ্জন করিলে প্রধান হস্তিগণ যেমন আনন্দিত হয়, তোমার শব্দে আমাদিগের সেইরূপ হর্ষ বর্দ্ধন হউক। জীমূতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, স্ত্রীগণ যেমন ত্রাসযুক্ত হয়, তোমার শব্দে আমাদিগের শত্রুগণ সেইরূপ সন্ত্রাসিত হউক।

দৈবজ্ঞ পুরোহিত জয়াদি কার্য্যে এই সকল মন্ত্রযোগে রাজাদিগের অভিষেক করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পুত্রাদিমন্ত্র নামক পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গৌরীপ্রতিষ্ঠা কথন।

ঈশ্বর কহিলেন, হে গুহ! এক্ষণে গৌরীপ্রতিষ্ঠা এবং তৎপূজার বিষয় বলিব শ্রবণ কর।

পুরোভাগে বেদিকা নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে শয্যাবিন্যাসপূর্ব্বক তাহার উপর হরগৌরী মূর্ত্তি

সংস্থাপন করিবে। অনন্তর শক্তিমন্ত্র দ্বারা ক্রিয়া-শক্তি স্বরূপিণী দেবীর ধ্যান, হোম এবং জপাদি করিয়া, বেদিকার উপর রত্নাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক সদেশব্যাপিকা, শিব নাম্নী অম্বিকার আবাহন করিয়া, পূজা করিবে।

ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ; ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ; ওঁ স্কন্দায় নমঃ; ওঁ হ্রীং নারায়ণায় নমঃ; ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ; ওঁ অং অধচ্ছদায় নমঃ; ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ; ওঁ ঊর্দ্ধচ্ছদায় নমঃ; এই রূপ পূজা করিয়া ওঁ কেশবায় নমঃ; ওঁ হ্রীং কর্ণিকায় নমঃ; ওঁ ক্ষং পুষ্করেভ্যো নমঃ; ওঁ হাং পুষ্ট্যৈ নমঃ; হ্রীং চ জ্ঞানায়ৈ নমঃ; হুং ক্রিয়ায়ৈ নমঃ; ওঁ নালায় সমঃ; ধং ধর্ম্মায় নমঃ; বাং জ্ঞানায় বৈ নমঃ; ওং বৈরাগ্যায় নমঃ; ওং বৈ অধর্ম্মায় নমঃ; রুং জ্ঞানায় বৈ নমঃ; বাচে নমঃ হুং চ রাগিণ্যৈ নমঃ; অং অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ; ক্রৈং জ্বালিন্যৈ নমঃ; ওঁ ভ্রৌং শমায়ৈ নমঃ; ভ্রং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ; ওঁ হ্রৌং রৌং ক্রৌং নবশক্ত্যৈ নমঃ; গৌ গৌর্য্যাসনায় নমঃ; গৌং গৌরীমূর্ত্তয়ে নমঃ; অনন্তর গৌরীর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ওঁ হ্রীং সঃ; মহাগৌরী রুদ্রদয়িতে স্বাহা। গৌর্য্যৈ নমঃ; গ্নাং হুং হ্রীং শিবৌ গুং শিখায়ৈ কবচায় নমঃ; গৌং নেত্রায় নমঃ; গেং অস্ত্রায় নমঃ; ওঁ গৌং বিজ্ঞানশক্তয়ে নমঃ; ওঁ গুং ক্রিয়া-শক্তয়ে নমঃ। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে ওঁ সুং সুভগায়ৈ নমঃ। কামশালিনী মন্ত্র দ্বারা গৌরী প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা এবং জপ করিলে, সর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে গৌরীপ্রতিষ্ঠা নামক ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূর্য্যপ্রতিষ্ঠা কথন।

ঈশ্বর কহিলেন, সূর্য্যপ্রতিষ্ঠার বিষয় বলিব। পূর্ব্ববৎ মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করাইয়া পূর্ব্ববিধানানুসারে স্নান এবং পূজা করিবে। অনন্তর শয্যা এবং আসনোপরি ভাস্করমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া তাহাতে ত্রিতত্ত্ব এবং স্বাদি পঞ্চক বিন্যাস করিবে। পূর্ব্ববৎ আসনাদি শুদ্ধি ও ভাস্কর-মূর্ত্তির শোধন করিয়া, সদেশপদ পর্য্যন্ত পঞ্চতত্ত্ব-বিন্যাসপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে অগ্নি সংস্থাপন করিবে।

অনন্তর গুরু আবরণ দেবগণ এবং শক্তিগণের সহিত বিধিবৎ সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া আদিত্য-মন্ত্র দ্বারা পূজাদি কার্য্য সমাধা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সূর্য্যপ্রতিষ্ঠা নামক সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

প্রতিষ্ঠা সামগ্রী বিধান।

ঈশ্বর কহিলেন, প্রাসাদ মধ্যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ণন করিব। দেবদিন উপস্থিত হইলে মানবগণ মুক্তি ও ভুক্তি কামনা করিয়া, এই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

চৈত্রমাস পরিত্যাগ করিয়া, মাঘাদি মাস-পঞ্চকে গুরু এবং শুক্রের উদয়কালে, বব, বালব এবং কৌলবকরণে শুক্লপক্ষে প্রতিষ্ঠা কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী, নবমী, ষষ্ঠী এবং চতুর্দ্দশী ও ক্রূরবার বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট তিথি ও বারে করিতে পারে।

কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চম দিবস পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

শতভিষা, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা, অনুরাধা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী ও শ্রবণা নক্ষত্র প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রশস্ত। কুম্ভ, সিংহ, বৃশ্চিক, তুলা, কন্যা, বৃষ ও ধনুর্লগ্নের যদি নবম ও সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি, চতুর্থ ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম ও দশম স্থানে বুধ, প্রথম তৃতীয় ষষ্ঠ সপ্তম ও দশম স্থানে চন্দ্র, তৃতীয় ষষ্ঠ ও দশম স্থানে রবি, তৃতীয় ষষ্ঠ ও দশমস্থলে রাহু, তৃতীয় ও ষষ্ঠগত শনি মঙ্গল সূর্য্য ও কেতু হইলে, প্রশস্ত হয়। একাদশস্থিত ক্রূরগ্রহ ও পাপগ্রহ সকলেই শুভদায়ক হন। আর ঐ সকল গ্রহের সপ্তম স্থানে পূর্ণদৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে অর্দ্ধদৃষ্টি, তৃতীয় ও দশম স্থানে পাদদৃষ্টি এবং চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি। মীন ও মেষের ভোগ্যমান চারি দণ্ড, পাদহীন চতুর্নাড়ী বৃষ ও কুম্ভের ভোগ্যকাল, মকর ও মিথুনের পঞ্চ, ধনু বৃশ্চিক সিংহ কর্কট রাশীরমান পাদন্যূন ষড়দণ্ড, তুলা কন্যা রাশীর অর্দ্ধাধিক পঞ্চনাড়ী পরিমাণ জানিবে। বৃষ সিংহ ও কুম্ভ স্থিরলগ্ন, ধনু তুলা মেস চরলগ্ন এবং তৃতীয় দ্ব্যাত্মক লগ্ন সকল সিদ্ধিদায়ক। শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট ও শুভগ্রহযুক্ত লগ্ন প্রশস্ত। গুরুশুক্র ও বুধযুক্ত লগ্ন রাজ্য শৌর্য্যপুত্র ধর্ম্মাদি দায়ক এবং প্রথম চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র কহে। ঐ কেন্দ্র স্থানে যদি গুরু শুক্র এবং বুধ থাকেন, তাহা হইলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। লগ্ন হইতে তৃতীয় চতুর্থ ও একাদশ স্থানস্থ পাপগ্রহ সকলে শুভদায়ক হয়েন। অতএব পণ্ডিতগণ শুভকার্য্য সম্পাদনার্থ তিথ্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ সোপান শিবধামের পুরোভাগে ধামের পঞ্চগুণ বা ধাম পরিমিত ভূমিত্যাগ করিয়া চতুষ্কোণ চতুর্দ্বারবিশিষ্ট দ্বাদশ অথবা দশহস্ত পরিমিত মণ্ডপ করিবে। তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণ অথবা পশ্চিমদিকে ঐ মণ্ডপের অর্দ্ধ পরিমাণে একাস্য বা চতুরাস্য মণ্ডপ স্নানের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে। উত্তরোত্তর দ্বিহস্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া অপর আটটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ সকল মণ্ডপ মধ্যে চতুর্হস্ত পরিমিত কোণস্তম্ভযুক্ত বেদী হইবে। বেদী পাদান্তর ভূমি ত্যাগ করিয়া নব বা পঞ্চকুণ্ড প্রস্তুত করিবে। অথবা ঈশান কোণে বা প্রাচীদিকে একমাত্র কুণ্ড করিবে।

পঞ্চাশত হোমে কুণ্ড পরিমাণ মুষ্টিমাত্র হইবে। শত সংখ্যক হোমে অরত্নি পরিমাণ, সহস্র হোমে হস্ত পরিমিত, নিযুত হোমে দ্বিহস্ত, লক্ষ হোমে চতুর্হস্ত, কোটি হোমে অষ্ট হস্ত পরিমিত কুণ্ড হইবে। অগ্নি কোণে যোন্যাকার, দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার, নৈঋতে ত্রিকোণ, বায়ুকোণে ষট্‌কোণ, উত্তর দিকে পদ্মসদৃশ, ঈশানে অষ্টকোন কুণ্ড করিবে। কুণ্ডর তির্য্যক্‌পাত রূপে খাত ও উপরিভাগ মেখলাযুক্ত হইবে, তন্মেখলার বহির্ভাগে চতুরঙ্গুল তিন অঙ্গুল ও দুই অঙ্গুল পরিমাণে অপর তিনটী মেখলা হইবে, অথবা ছয় অঙ্গুল পরিমিত একটী মেখলা করিবে এবং যে কুণ্ডের যে মেখলা সে মেখলা সেই কুণ্ডাকারা হইবে। ঐ সমস্ত মেখলার উপর মধ্যভাগে এক অঙ্গুল উর্দ্ধ ও অষ্টাঙ্গুল বিস্তার কুণ্ডার্দ্ধ পরিমিত দীর্ঘ অশ্বত্থদলাকার কুণ্ডকণ্ঠসম অধর যোনি থাকিবে। পূর্ব্ব, অগ্নি ও দক্ষিণদিকস্থিত কুণ্ডের যোনি উত্তরাননা হইবে। অপরদিকস্থিত কুণ্ড সকলের যোনি পূর্ব্বাননা হইবে এবং ঈশান

কোণের কুণ্ডস্থ যোনি উত্তরাননা বা পূর্ব্বাননা উভয় প্রকারই হইতে পারে। এস্থলে অঙ্গুল শব্দে কুণ্ডের চতুর্ব্বিংশ ভাগ জানিবে।

মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাদিক্রমে পাকুড়, উডুম্বর, অশ্বত্থ ও বটকাষ্ঠ নির্ম্মিত পঞ্চ ষষ্ঠ বা সপ্ত হস্ত দীর্ঘ এক হস্ত খাতস্থ উপরিস্থিত দীর্ঘের অর্দ্ধ প্রশস্ত আম্রদলাদিযুক্ত শান্তি, ভূতি, বল ও আরোগ্য নামক তোরণ চতুষ্টয় করিবে। রামধনুবর্ণা, রক্তবর্ণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, শশিপ্রভা, শুক্লবর্ণা, স্বর্ণবর্ণা স্ফটিকপ্রভা ধ্বজা পূর্ব্বাদিক্রমে এবং ঈশান কোণ ও পূর্ব্বদিকের মধ্যে ব্রহ্মদৈবত রক্তবর্ণা আর নৈঋত পশ্চিমের মধ্যে অনন্তদৈবত নীলবর্ণা পতাকা দিবে। ঐ সকল ধ্বজা পঞ্চহস্ত লম্বমান ও তদর্দ্ধ বিস্তীর্ণা হইবে; ধ্বজা সকলের দণ্ড পঞ্চ হস্ত পরিমিত করিবে।

বল্মীক, হস্তিদন্ত, বৃষশৃঙ্গ, পদ্মাকর, বরাহ, গোষ্ঠ চতুষ্পথাদি হইতে বিষ্ণুবিষয়ে দ্বাদশ মৃত্তিকা ও শিববিষয়ে অষ্টবিধ মৃত্তিকা, বট, উডুম্বর, অশ্বত্থ, আম্র ও জম্বু ত্বচসম্ভূত পঞ্চকষায় ও তত্তৎ ঋতুজাত অষ্টবিধ ফল, সুগন্ধি তীর্থজল, সর্ব্বৌষধি জল প্রশস্ত পুষ্প ফল জল রত্নবারি ও গোশৃঙ্গজল, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও সহস্রচ্ছিদ্রযুক্ত কুম্ভ স্নান নিমিত্ত আহরণ করিবে; সীসক নির্ম্মিত বজ্রাদি দ্রব্য নির্ম্মথন নিমিত্ত আহরণ করিবে। রোচনা দ্বারা মণ্ডল করিয়া শতমূলী, বিজয়া, লক্ষ্মণা, বলা, গুড়ূচী, অতিবলা, পাঠা, সহদেবা, শতাবরী, সিদ্ধি, সুবর্চ্চসা ও বৃদ্ধি দ্বারা পৃথক পৃথক স্নান করাইবে। তিল দর্ভ দ্বারা সংরক্ষণ ও কেবল ভস্ম দ্বারা স্নান করাইবে। যব, গোধূম ও বিল্বচূর্ণ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া স্নান করাইবে। বিভবানুসারে বস্ত্রাদিযুক্ত শয্যা সহিত খট্বা শয়নার্থ প্রস্তুত করিবে। ঘৃত ও মধুপাত্র, স্বর্ণশলাকা ও সম্মার্জ্জনী আহরণ করিবে। শিব কুম্ভ ও লোকপাল ঘট স্থাপন করিবে। আর নিদ্রার্থ একটী কুম্ভ ও কুণ্ড সংখ্যানুসারে শান্তিকুম্ভ, দ্বারপালাদি ধর্ম্মাদি প্রশান্তাদি বাস্তু লক্ষ্মী ও গণেশ ঘট আবশ্যক। ঐ সমস্ত ঘট ধান্যপুঞ্জোপরি বস্ত্রমাল্যগন্ধহিরণ্যাদিযুক্ত, পানীয়পূর্ণ ফলসহিত পূর্ণপাত্র ও সুলক্ষণ পল্লবাদি যুক্ত ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে। বিকিরার্থ শ্বেতসর্ষপ, লাজ ও খড়্গ আহরণ করিবে। তাম্রনির্ম্মিত সাচ্ছাদন চরুস্থালী ও দর্ব্বী পাদাভ্যঙ্গ জন্য ঘৃত ও মধুপরিপূর্ণ পাত্র, ত্রিশত দর্ভদল নির্ম্মিত বাহুপ্রমাণ, চতুর্দ্দিকে পলাশ পত্র বেষ্টনযুক্ত আসন সকল প্রস্তুত করিবে। অষ্টাবিংশতি পল পরিমিত পবিত্র তিল পাত্র, হবিঃপাত্র ও অর্ঘ্য পাত্র ধূপপ্রদানার্থ ঘণ্টা, শ্রুক, শ্রুব, কুলা, ধুচনী, পীঠ, ব্যজন, শুষ্ককাষ্ঠ, পুষ্প, পত্র, গুগ্‌গুল, ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ, অক্ষত, যজ্ঞোপবীত, গব্য ঘৃত, যব, তিল, কুশা ও শান্তি নিমিত্ত ত্রিমধুর (দধি, দুগ্ধ ঘৃত) দশ পর্ব্ব পরিমিত সমিধ বাহুপরিমাণ শ্রুব ও হাতা এবং আদিত্যাদি নবগ্রহ শান্তির জন্য যথাক্রমে অর্ক, পলাস, খদির, অপামার্গ, পিপুল, উডুম্বর শমী, দূর্ব্বা ও কুশানির্ম্মিত সমিধ প্রত্যেকে অষ্টোত্তর শত সংখ্যক হইবে। অভাবে যব, তিল দ্বারা হোম করিবে। গৃহসাম গ্রীস্থালী দর্ব্বী ঢাকনী প্রভৃতি দেবাদির উদ্দেশে যুগ্ম বস্ত্র এবং হীরক সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, অতিনীলকান্ত, মুক্তাফল, পুষ্পরাগ, পদ্মরাগ এবং বৈদূর্য্য এই অষ্টবিধ রত্ন; উষীর বিষ্ণুক্রান্তা, রক্তচন্দন, অগুরু, শ্বেতচন্দন, সারিক, কুড়, শঙ্খিনী এই অষ্ট গন্ধ; সুবর্ণ, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, রজত, কাংস্য, শীসক এই কয়েকটী লোহ, হরিতাল,

মনঃশিলা, গৈরিক, হেমমাক্ষিক, পারদ, বহ্নিগৈরিক, গন্ধক, অভ্রক এই অষ্ট বিধ ধাতু এবং ব্রীহি, গোধূম, তিল, মাষকলাই, মুগ, যব, নীবার শ্যামাক এই অষ্টপ্রকার ব্রীহি আহরণ করিবে। আর বিভবানুসারে মুদ্রা, মুকুট বস্ত্র হার কুণ্ডল কঙ্কণ প্রভৃতি দ্রব্যজাত দ্বারা আচার্য্যের অর্চ্চনা করিবে। বিত্তশাঠ্য কদাচ করিবে না। আচার্য্যের চতুর্থাংশ চতুর্থাংশ ন্যূনক্রমেতে মূর্ত্তিভৃৎ ও অস্ত্রজাপিদিগের পূজাসামগ্রী হইবে এবং বিপ্রদৈবজ্ঞ ও শিল্পিদিগের ও পূজাজাপকদিগের তুল্যই কর্ত্তব্য।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে প্রতিষ্ঠা সামগ্রী বিধাননামক অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অধিবাসন বিধি।

ঈশ্বর বলিলেন, গুরু স্নান ও নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অর্ঘ্য হস্তে পুরোহিত ও বিপ্রগণের সহিত যাগস্থলে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত্যাদি তোরণে ক্রমে পূজা করিবে এবং প্রদক্ষিণ ক্রমে উহার শাখায় দ্বার দেবতাগণের পূজা করিবে; অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে নন্দী ও মহাকাল, দক্ষিণে ভৃঙ্গি ও বিনায়ক, পশ্চিমে বৃষ ও কার্ত্তিকেয়, উত্তরে দেবী এবং চণ্ডর অর্চ্চনা করিবে। সেই সেই শাখার মূলদেশস্থ ঘটদ্বয়ে যথাক্রমে প্রশান্ত ও শিশির পর্জ্জন্য এবং অশোক সঞ্জীবন ও অমৃত ধনদ ও শ্রীপ্রদ, এই দুই দুই দেবতার পূজা করিবে। বিহিত দেবগণের প্রণবাদি চতুর্থ্যন্ত নাম দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য। লোকপাল গ্রহ বসু দ্বার দেবতা প্রভৃতি দেবগণের দুই দুই দ্বাদশাদিত্যের তিন তিন বেদদ্বয় লক্ষ্মী গণপতি এই সমস্ত দেবতা যাগ মণ্ডপের প্রতি তোরণে সন্নিহিত থাকেন। পূর্ব্বাদি পতাকার উপরে বিঘ্ন সমূহ বিনাশ বাসনায় যজ্ঞ রক্ষার্থ বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, ধ্বজ, গদা, ত্রিশূল, চক্র, পদ্ম ওঁ হূং ফট্ নমঃ ওঁ হূং ফট্ বাঃস্থ শক্তয়ে হূং ফট্ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টধ্বজাতে কুমুদ কুমুদাক্ষ পুণ্ডরীক বামন শঙ্কুকর্ণ সর্ব্বনেত্র সুপ্রতিষ্ঠিত সুমুখ এই অষ্টদেবতা ও কোটিভূতের ওঁ কৌং কুমুদায় নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ঐরূপ পূর্ব্বাদিক্রমে হেতুক ত্রিপুরঘ্ন শক্ত্যাখ্য,যমজিহ্বক,কাল করালী, একাঙ্ঘ্রি ভীম নামক এই অষ্ট ক্ষেত্রপালগণকে পূজা ও বলি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। সদাশিবের আস্পদ শঙ্করধাম স্বরূপ মণ্ডপের তৃণ বংশ ও স্তম্ভেতে সদ্যোজাতাদি মন্ত্র দ্বারা ক্ষিত্যাদি পঞ্চ তত্ত্বের অর্চ্চনা করিবে এবং তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা ঐ পতাকাশক্তি সংযুক্ত শাঙ্করধাম অবলোকন করত দিব্যান্তরীক্ষ ভূমিষ্ঠ বিঘ্ন অপসারণপূর্ব্বক পশ্চিম তোরণ দ্বারা প্রবেশ করিয়া অবশিষ্ট দ্বার সকল অবলোকন করত প্রদক্ষিণ ক্রমে বেদি দক্ষিণে গমন করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভূতশুদ্ধি অন্তর্যাগ বিশেষার্ঘ্য মন্ত্র দ্বারা দ্রব্যাদি শোধন করিয়া আত্ম পূজা করিবে। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চগব্যাদি ও সাধার কলস তথায় সংস্থাপন করিয়া তত্ত্ব ন্যাস করিবে। যথা বিশেষ রূপে শিবতত্ত্ব সম্পাদনার্থ ললাট স্কন্ধপাদান্ত শরীরে ক্রমশ পরম শিববিদ্যাত্মক রুদ্র নারায়ণ ব্রহ্মদৈবত মূর্ত্তি ওঁ হঁ হাঁ এই মন্ত্র দ্বারা বিন্যাস করিবে। তদ্রূপ ব্যাপক ন্যাস, শিবাঙ্গ শিব-

করাঙ্গ ন্যাস করিবে; পরে মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্র-প্রবিষ্ট তেজ দ্বারা বাহ্যাভ্যন্তর্গত তমঃপটল নিরাকরণ করত দেদীপ্যমান আত্মাকে মূর্ত্তিপদিগের সহিত বস্ত্রমালা কুসুমাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া শিবোঽস্মি এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানখড়্গ উত্থাপন করিবে। পুনর্ব্বার চতুষ্পাদান্ত সংস্কার মন্ত্র দ্বারা যাগ মণ্ডপ সংস্কার করিয়া, বিকিরাদি বিক্ষেপ কুশমুষ্টি আহরণ, আসনগ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় ঘটে বাস্ত্বাদি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া স্থিরাসনে থাকিয়া শিবঘট ও অস্ত্রঘট পূজা করিবে। অনন্তর স্ব স্ব দিকস্থ কলসে যথাক্রমে সবাহন সায়ুধ ইন্দ্রাদি লোকপালগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। ঐরাবতগজারূঢ় স্বর্ণবর্ণ কিরীটভূষিত সহস্রনয়ন বজ্রহস্ত ইন্দ্র ধ্যান করিবে। অগ্নির ধ্যান। সপ্তশিখ অক্ষমালা ও কমণ্ডলুধারী জ্বালামালাকুল রক্তবর্ণ শক্তিহস্ত ছাগবাহন। মহিষারূঢ় দণ্ডহস্ত কালানল স্বরূপ যমকে চিন্তা করিবে। রক্তনেত্র গর্দ্দভ বাহন খড়্গপাণি নৈঋর্তের ধ্যান করিবে। মকরস্থ নাগপাশধারী শ্বেতবর্ণ বরুণকে চিন্তা করিবে। হরিণারূঢ় নীলবর্ণ বায়ুর ধ্যান। নরবাহন কুবের। ত্রিশূলধারী বৃষারূঢ় ঈশ। চক্রহস্ত কূর্ম্মাধিষ্ঠিত অনন্ত। হংসবাহন চতুরানন ব্রহ্মার চিন্তা করিবে। স্তম্ভমূলস্থ কুম্ভে ও বেদিতে ধর্ম্মাদি পূজা ও পূর্ব্বদিকস্থ কুম্ভে কেহ কেহ অনন্তাদির পূজাও করিয়া থাকেন। শিবাজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া আত্মপৃষ্ঠ দিক দিয়া কলসভ্রমণ করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদৌ কুম্ভ পরে ঘট স্থাপন করিবে। স্থিরাসন শিবপূজা কুম্ভে ও ধ্রুবাসন শস্ত্র ঘটে পূজা করিয়া উদ্‌ভাব মুদ্রা দ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক হে জগদীশ্বর! ভক্তজনে অনুকম্পা প্রকাশ করত নিজ যজ্ঞ সংরক্ষণ করুন, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া রক্ষার নিমিত্ত কুম্ভ মধ্যে খড়্গ নিক্ষেপ করিবে। দীক্ষা ও প্রতিষ্ঠা কার্য্যে কুণ্ডে স্থণ্ডিলে ও মণ্ডলে অথবা কেবলমাত্র মণ্ডলে দেবদেবেশ মহাদেবের পূজা করিয়া কুণ্ডসন্নিধানে গমন করিবেন। মূর্ত্তিধারীগণ কুণ্ডনাভি পুরোবর্ত্তী করিয়া গুরুর আদেশক্রমে নিজ নিজ কুণ্ড সংস্কার করিবেন। জাপকগণ যথাসংখ্যক মন্ত্র জপ এবং বেদপারগ অপরাপর ব্রাহ্মণগণ সংহিতা পাঠ করিবেন। তন্মধ্যে ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ স্বশাখোক্ত শান্তিমন্ত্র, শ্রীসূক্ত, পাবমানি সূক্ত মৈত্রক বৃষাকপিসূক্ত পূর্ব্বদিগভাগে পাঠ করিবেন। সামবেদী দক্ষিণদিকে দেবব্রত, ভারুণ্ড, জ্যেষ্ঠসাম রথন্তর ও পুরুষাখ্য সামগান করিবেন। পশ্চিমদিকে যজুর্ব্বেদী রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত, শ্লোকাধ্যায় ও ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ মন্ত্রভাগ) পাঠ করিবেন। উত্তরদিগ্‌ভাগে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ নীলরুদ্র, সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম এবং অথর্ব্বশীর্ষ তৎপর হইয়া সমুচ্চারণ করিবেন।

আচার্য্য বহ্নিস্থাপন করিয়া অগ্নির পূর্ব্বাদি দিক হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া ধূপ, দীপ ও চরু ও হবনাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ পূর্ব্বাদিস্থ প্রত্যেক কুণ্ডে প্রদান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শিবার্চ্চনা করিয়া শিবাগ্নিতে মন্ত্র দ্বারা তর্পণ করত দেশকালাদি সম্পত্তি নিমিত্ত ও দুর্নিমিত্ত শান্তির জন্য মন্ত্রজ্ঞ বিপ্র হোম করিয়া শুভাবহ পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি কুণ্ডে চরু প্রদান করিবেন।

যজমানগণ অলংকৃত হইয়া স্নানমণ্ডপে গমন করিয়া সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলোপরি শিবসংস্থাপন করিয়া তাড়ন, অবগুণ্ঠন ও পূজা করিয়া মৃত্তিকা, কাষায় বারি গোমূত্র, গোময় ও মধ্যে মধ্যে জল দ্বারা ও ভস্ম গন্ধতোয় দ্বারা স্নান করাইবে। পরে

যজমান মূর্ত্তিপ ঋত্বিকগণের সহিত ফড়ন্ত অস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করত জল দ্বারা আকার শোধন করিয়া ধর্ম্মজপ্ত পীত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক শুক্লবর্ণ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া উত্তরবেদিকায় লইয়া যাইবে। তথায় প্রদত্ত আসন শয্যায় সংস্থাপন করিয়া গুরু কুঙ্কুমলিপ্ত সূত্র দ্বারা বিভাগ করত সুবর্ণ শলাকা দ্বারা শাস্ত্রানুসারে চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত করিয়া যথাবিধি অঙ্কিত করিবে। কার্য্যদক্ষ শিল্পী শস্ত্র দ্বারা মূর্ত্তিকারণ প্রস্তরাদি ত্রিভাগ করিয়া একাংশের অর্দ্ধাংশে মূর্ত্তি শোভা করিবে। দ্বিতীয়াংশের একপাদে ও তৃতীয়াংশের পাদার্দ্ধে মূর্ত্তি শোভা করিবে। এইরূপে চিহ্ন সকল অবতারিত হইলে, সাধকের সর্ব্বকাম সিদ্ধি ও মঙ্গল হয়। ত্রিধাবিভক্ত ভাগ বর্ণনা থাকায় লিঙ্গ দীর্ঘ বিকারাংশে বিস্তার করিবে এবং দেহ চিহ্নসকল লিঙ্গের সর্ব্বত্র দিবে। নববিভক্ত যবের অষ্টভাগ বিস্তীর্ণ গম্ভীরেরখা হস্তপ্রমাণ লিঙ্গে হইবে, এইরূপে সার্দ্ধহস্ত পরিমিতাদি লিঙ্গে অষ্টাংশ বৃদ্ধিক্রমে সম্পাদন করিবে এবং হস্তপরিমিত লিঙ্গের গম্ভীরা ক্ষিতিমূর্ত্তি অষ্টযবা হইবে ও সার্দ্ধহস্তাদি পরিমিত লিঙ্গে অষ্টাংশ বৃদ্ধিক্রমে সম্পাদন করিবে। ঐরূপ নবহস্ত পরিমিত লিঙ্গের গম্ভীরা ক্ষিতিমূর্ত্তি অষ্টযবা হইবে। এবম্প্রকারে সর্ব্বত্র শিবলিঙ্গের পাদবৃদ্ধি স্থলে মূর্ত্তি চিহ্নের বিস্তার যব বৃদ্ধি হইবে এবং রেখার গাম্ভীর্য্য ও স্থূলত্বও ত্রিভাগ বৃদ্ধিক্রমে সম্পাদন কর্ত্তব্য। এক হস্তাদি পরিমিত সমস্ত লিঙ্গেরিই মস্তক সূক্ষ্ম হইবে। অষ্টধা বিভক্ত দেশে অর্থাৎ অষ্টমূর্ত্তি চিহ্নিতক্ষেত্রে মস্তকস্থ শুভদায়ক ভাগদ্বয় অপর অধোভাগদ্বয় ত্যাগ করিয়া ষড়ভাগ পরিবর্ত্তরেখাত্রয় দ্বারা পৃষ্ঠদেশে সম্বদ্ধ হইবে। রত্ননির্ম্মিত ও হেমসম্ভব লিঙ্গে যবদ্বয় পরিমাণে চিহ্নোদ্ধার হইবে, রত্নাদি নির্ম্মিত লিঙ্গের এইরূপই স্বরূপ লক্ষণ, যেহেতুক রত্নাদি নির্ম্মিত লিঙ্গের নির্ম্মলপ্রভা হয়। সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গেরই বক্তে নয়নোন্মীলন আবশ্যক, যেহেতুক ঐ নেত্রচিহ্ন দেবতার সান্নিধ্যর কারণ।

পরে চিহ্নোদ্ধার ও রেখা কারণ শিল্পিদোষ পরিহারার্থ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃত ও মধু দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে লিঙ্গ পূজা করিয়া মৃদাদি দ্বারা স্নান করাইয়া শিল্পিতোষণপূর্ব্বক গুরুকে গোপ্রদান করিবে। পুনরায় ধূপ দীপাদি দ্বারা লিঙ্গ পূজা করিলে, ভর্তৃগামিনী স্ত্রীগণ মঙ্গল ধ্বনি (উলুধ্বনি) সূচক গান করিবে। অনন্তর সব্যাপসব্যক্রমে অর্থাৎ বামদিক হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে সূত্র বা কুশা দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক গোরোচনা দান করিয়া নির্ম্মঞ্ছন (আরতি) করিবে। পরে ঐ সকল ভর্তৃগামিনী স্ত্রীদিগকে গুড় লবণ ধান্যাক প্রভৃতি প্রদান করিয়া বিদায় করিবে।

পশ্চাৎ গুরু মূর্ত্তিধরপুরোহিতের সহিত নমঃ পদ বা প্রণব উচ্চারণ করতঃ মৃত্তিকা গোময় ভস্ম পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত পঞ্চকষায় সর্ব্বৌষধিজল শুক্ল পুষ্পোদক, ফলোদক, স্বর্ণোদক, রত্নজল, শৃঙ্গোদক, যবোদক, সহস্রধারা জল, দিব্যৌষধি জল, তীর্থবারি, গঙ্গাজল, চন্দন জল, সমুদ্র জলপূর্ণ কুম্ভ ও শিবকুম্ভ জল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে সুগন্ধি চন্দনাদি লেপন করিয়া, ব্রহ্মমন্ত্রোচ্চারণ করত পুষ্প রক্তবস্ত্র ও বর্ম্ম দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর বহুরূপে নীরাজনা (আরতি) করিয়া ঘৃত জল দুগ্ধ ও কুশাদি দ্রব্য দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক স্তুতিপাঠ দ্বারা স্তুত দেবতাকে পুরুষ সূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আচমন করিয়া নমঃ শব্দ উচ্চারণ-

পূর্ব্বক হে প্রভো! গাত্রোত্থান করুন, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণবাহিত রথ দ্বারা দেবতা ও দ্রব্য সকল বহন করিয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া আসনে দেবতাকে সন্নিবিষ্ট করিয়া শক্ত্যাদি মূর্ত্তি পর্য্যন্ত শুভাসনে পশ্চিমভাগে পিণ্ডিকা সংস্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মশিলা সংরক্ষণ করিবে। পরে ফটমন্ত্র শত-সংখ্যক জপ করত নিদ্রাকুম্ভ ও ধ্রুবাসন ঈশান কোণে কল্পনা করিয়া নম মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা উত্থাপন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক উক্ত ধ্রুবাসনে লিঙ্গরূপী মহাদেব আরোপণ করিয়া তদুপরি ভূতশুদ্ধি ও ধর্ম্মাদিন্যাস করিবে। অনন্তর যথাশক্তি গন্ধপুষ্প ধূপ বস্ত্র বর্ম্ম গৃহোপকরণ নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া দেশিক (গুরু) তথায় উপস্থিত থাকিয়া ঘৃত ও মধুপূর্ণ পাত্র অভ্যঙ্গর নিমিত্ত চরণ সন্নিধানে সংস্থাপন করিয়া মূলপ্রকৃতি প্রভৃতি পৃথিব্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং ঐ তত্ত্বের বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে চৈতন্যের জীব ও পরমরূপ দ্বৈবিধ্যবশত তত্ত্বদ্বয় নিবন্ধন ষড়বিংশতি তত্ত্ব ন্যাস করিয়া পুষ্পমালা দ্বারা লিঙ্গমূর্ত্তি ত্রিধা বিভক্ত করত উহার এক এক ভাগে ক্রমে ব্রহ্ম বিষ্ণু ও শিবদৈবত আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিব-তত্ত্ব সৃষ্টি অনুসারে ন্যাস করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে মূর্ত্তি ও মূর্ত্তীশ অর্থাৎ সর্ব্বদৈবত ক্ষিতিমূর্ত্তি, পশু-পতি দৈবত বহ্নিমূর্ত্তি * উগ্রদৈবত যজমান মূর্ত্তি, রুদ্রদৈবত সূর্য্যমূর্ত্তি, ভবদৈবত জলমূর্ত্তি, যজ্ঞেশ্বর দৈবত বায়ুমূর্ত্তি, মহাদেবদৈবত সোমমূর্ত্তি, ভীম-দৈবত আকাশ মূর্ত্তি ন্যাস করিবেন। ঐ সকল দেবতাবাচক মন্ত্র যথাক্রমে ল ব শ ষ চ ষ স ও ত্রিমাত্রিক হকার, অথবা প্রণব ও হৃন্মন্ত্র, কোন কোন স্থলে মূল মন্ত্রও হইয়া থাকে। অথবা পঞ্চ কুণ্ডাত্মকযাগে পঞ্চমূর্ত্তি ন্যাস করিবে, অর্থাৎ ব্রহ্ম দৈবত পৃথিবীমূর্ত্তি, ধরণীধরদৈবত জলমূর্ত্তি, রুদ্র-দৈবত অগ্নিমূর্ত্তি, ঈশদৈবত বায়ুমূর্ত্তি, সদাখ্যদৈবত আকাশমূর্ত্তি, সৃষ্টি ন্যায় ক্রমে ন্যাস করিবে। অথবা মুমুক্ষুব্যক্তিগণ অজাতাদি দৈবত নিবৃত্ত্যাদি ত্রিতত্ত্ব ন্যাস করিবে অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণময় বিষ্ণু ব্রহ্মশিব দৈবত নিবৃত্ত্যাদি ত্রিতত্ত্বে জগদ্ব্যাপ্তি হেতুক আত্মকারণ হইয়াছে, অতএব সর্ব্বত্র এই ত্রিতত্ত্ব ন্যাস কর্ত্তব্য। কারণ শুদ্ধাত্মাতে সত্ত্বরজ স্তমোগুণরূপ ত্রিতত্ত্বাত্মিকা ঈশা প্রকৃতি বিদ্যারূপা হইয়া অশুদ্ধাত্মাতে লোকনায়ক অর্থাৎ ইন্দ্রাদি লোকপালরূপ অবিদ্যা হইয়াছেন, অতএব মূর্ত্তিপগণ ভোগীদিগের সম্বন্ধে মন্ত্রনায়ক বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিবেন। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অষ্টতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব ও ত্রিতত্ত্ব ঐ ঈশা শক্তি হইতে হইয়া পরে ইন্দ্রাদি লোকপালের অধিকৃত হই-য়াছে। ঐ সকল মন্ত্রপ্রয়োগ এইরূপে হইবে। যথা, ওঁ হাং শক্তিতত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি, ওঁ হাং শক্তি-তত্ত্বাধিপায় নমঃ ইত্যাদি, ওঁ হাং ক্ষ্মা মূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যাদি, ওঁ হাং ক্ষ্মামূর্ত্ত্যধীশায় শিবায় নমঃ ইত্যাদি, ওঁ হাং পৃথিবী মূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ হাং পৃথিবীমূর্ত্ত্যধি-পায় ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ হাং শিবতত্ত্বায় নমঃ, ওঁ হাং শিবতত্ত্বাধিপায় রুদ্রায় নমঃ ইত্যাদি। এই সকল মন্ত্র নাভিকন্দ হইতে উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মাদি-কারণ মূলপ্রকৃতি ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদ-স্থান দ্বিদল চক্র পর্য্যন্ত সঞ্চার করত দ্বাদশারে সংস্থাপনপূর্ব্বক মনের সহিত অভিন্ন অর্থাৎ মনো-ময় হইলে প্রাপ্তানন্দরসোপম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান

*এই স্থলে অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত প্রচলিত মূর্ত্তি ও মূর্ত্তীশ যেরূপ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। যথা প্রচলিত পশুপতি দৈবত যজমান মূর্ত্তি ইত্যাদি

সদৃশ হইবে। পরে ঐ সকল মন্ত্র দ্বাদশার হইতে সমানয়নপূর্ব্বক নিষ্কলসর্ব্বব্যাপক ও অষ্টত্রিংশত কলাযুক্ত সর্ব্বশক্তিময় সাঙ্গ শিবরূপ ধ্যান করিয়া লিঙ্গে নিবেশ করিবেক। এইরূপ লিঙ্গে জীব ন্যাস করিলে, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

অনন্তর পিণ্ডিকা শিলাকে স্নান করাইয়া গন্ধাদি লেপন উৎকৃষ্ট বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ভগলক্ষণ রন্ধ্রে পঞ্চরত্নযুক্ত করিয়া লিঙ্গের উত্তরভাগরূপে অর্থাৎ মূলপ্রদেশস্থভাবে লিঙ্গের ন্যায় বিন্যাস করিয়া বিধিবৎ পূজা করিবে এবং স্নানাদি সংস্কারে সংস্কৃত শক্তি প্রভৃতি বৃষভ পর্য্যন্ত বিন্যাস করিবে। প্রণবপূর্ব্বক হুঁ যুঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র পিণ্ডিকাদি বৃষভ পর্য্যন্ত সংস্থাপনে উক্ত হইয়াছে। পিণ্ডিকা ক্রিয়াশক্তিযুক্তা ও শিলা আধাররূপিণী। অতএব ওঁ হূঁ হূং ক্রিয়াশক্তয়ে নমঃ, ওঁ হূঁ হ্রাং হঃ মহাগৌরী রুদ্রদয়িতে স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা পিণ্ডিকায় পূজা করিবে। ওঁ হাঁং আধারশক্তয়ে নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা শিলায় ও হাং বৃষভায় নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা বৃষভে পূজা করিবে। পরে রক্ষার্থ ভস্মদর্ভ ও তিলের দ্বারা প্রাকার ত্রিতয় নির্ম্মাণ ও সায়ুধ লোকপালগণের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ধারিকা, দীপ্তিমতী, উগ্রা, জ্যোৎস্না, চৈতা, বলোৎকটা, ধাত্রী, বিধাত্রী এই অষ্ট নায়িকা, অথবা বামা, জ্যেষ্ঠা, ক্রিয়া, জ্ঞানা, বেধা এই পঞ্চ নায়িকা, কিম্বা ক্রিয়া, জ্ঞানা, ইচ্ছা এই তিন নায়িকা পূর্ব্বের ন্যায় শান্তিমূর্ত্তিতে বিন্যাস করিবে। অথবা তমী, মোহা, ক্ষমী, নিষ্ঠা, মৃত্যু এই পঞ্চ বা মায়া, ভবজ্বরা, মহা, মোহা, ঘোরা, এই পঞ্চক অথবা ক্রিয়া, জ্ঞানা, বাধা এই ত্রিতয় অধিনায়িকা তীব্রমূর্ত্তি আত্মাদি ত্রিতত্ত্বে বিন্যাস করিবে এবং পিণ্ডিকা ও ব্রহ্মশিলাদিতে গৌর্য্যাদি মাতৃকার সম্যক বরণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। এইরূপ ন্যাস সমস্ত সম্পাদন করিয়া কুণ্ড সমীপে গমনপূর্ব্বক কুণ্ডমধ্যে মহেশান, মেখলোপরি মহেশ্বর যোনিসকলে ও নাদমধ্যে ক্রিয়াশক্তি বিন্যাস করিয়া, মেখলাসন্নিধানে স্থণ্ডিলবহ্নির ঈশানকোণে নাড়ীসন্ধানক ঘট সংস্থাপন করিবে।

অনন্তর মূর্ত্তিপগণ পরস্পর পদ্মতন্তুসম সূক্ষ্মা বায়ু দ্বারা উত্তোলিতা শক্তি ইড়ামার্গ অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা প্রবিষ্টা ও নিঃসৃতা এবং পুনর্ব্বার নিজ শক্তি ইড়ামার্গ দ্বারা প্রবিষ্টা চিন্তা করিবেন। এইরূপে মূর্ত্তিপগণ সর্ব্বত্র পরস্পর সন্ধান করিয়া কুণ্ডে ধারিকাশক্তি তত্ত্ব তত্ত্বেশ্বর মূর্ত্তি ও মূর্ত্তীশগণের পূজা তর্পণ ও যথোক্ত সংহিতামন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘৃতাদি দ্বারা অর্দ্ধশত শত বা সহস্রসংখ্যক হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। নিকটবর্ত্তী মূর্ত্তিপগণও ঐরূপে মূর্ত্তিমূর্ত্তীশ তত্ত্ব তত্ত্বেশ্বর ও করেণুগণের সন্তর্পণ করিয়া হোম করিবে। পরে ব্রহ্মমন্ত্র অর্থাৎ প্রণব ও অঙ্গমন্ত্র অর্থাৎ দ্রব্যদেবতা ত্যাগাদি প্রকাশক মন্ত্র দ্বারা দ্রব্য কালানুসারে শক্তি পূজা করিয়া কুম্ভান্তঃপ্রোক্ষিত কুশমূল দ্বারা লিঙ্গমূল স্পর্শ করত হোমসংখ্যক জপ করিবে। হৃন্মন্ত্র (নমঃ) দ্বারা সন্নিধাপন বর্ম্মমন্ত্র (হুঁ) দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া ব্রহ্মাদি নারায়ণান্ত প্রভৃতি শোধনার্থ পূর্ব্বের ন্যায় হোমসংখ্যক জপাদি বিধান করিয়া কুশমধ্যাগ্রভাগ যোগে লিঙ্গ মধ্যাগ্রভাগ স্পর্শ করত যে যে রূপে সন্ধান করিতে হইবে তৎসমুদায় বলা যাইতেছে।

ওঁ হাঁ হুঁ ওঁ ওঁ ওঁ এঁ ওঁ ভূঁ ভূঁ ক্ষ্মা মূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ হাঁং বাঁং আঁং ওঁ আঁ ষাঁ ওঁ ভূ ভূঁ বাঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। এইরূপে যজমানাদি মূর্ত্তির অভিসন্ধান করিবে এবং পঞ্চমূর্ত্তি স্থলেও

এইরূপে হৃদয়াদির সহিত সন্ধান করিবে। তত্ত্বত্রয়াত্মক বিষয়ে মূলমন্ত্র দ্বারা অথবা স্বীয় বীজ দ্বারা সম্পাদন করিবে এবং শিলা পিণ্ডিকা বৃষভতেও ঐরূপে সন্ধান করিয়া ভাগাভাগ বিশুদ্ধির নিমিত্ত শতাদিসংখ্যক হোম কর্ত্তব্য। ন্যূনাদি দোষ পরিহারার্থ শিবমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিয়া নিষ্পাদিত কর্ম্ম সমস্ত শিবসন্নিধানে নিবেদন করিবে। হে প্রভো! এই সমস্ত কর্ম্ম তোমার শক্তিতে সমর্পণ করিলাম। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় রুদ্র নমোস্তুতে। হে জগদীশ্বর! মৎসম্পাদিত কার্য্য বিধিবৎ পূর্ণ হউক বা অপূর্ণ হউক, নিজ শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করুন। ওঁ হ্রীঁ শাঙ্করি পূরয় স্বাহা। এই মন্ত্র পিণ্ডিকায় প্রয়োগপূর্ব্বক জ্ঞানীসাধক লিঙ্গে পীঠবিগ্রহে ক্রিয়াখ্য ন্যাস করিয়া ব্রহ্মশিলায় আধার শক্তি ন্যাস করিবে।

সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র, একরাত্র ব্যাপিয়া অথবা সদ্যই অধিবাস কার্য্য অবশ্যই করিবে। অধিবাস ব্যতিরেকে যাগ করিলে, সমস্ত নিষ্ফল হয়। প্রত্যহ নিজ নিজ মন্ত্র দ্বারা শত শত সংখ্যক আহুতি প্রদান, শিবকুম্ভ পূজন ও দিক্পালদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং নিয়মপূর্ব্বক রাত্রিকালে গুরু প্রভৃতি বিপ্রগণের সহিত বাস করিবে। অধিবাস শব্দ অধিপূর্ব্বক বস ধাতু ভাব বাচ্যে ঘঞ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে অধিবাসনবিধি নামক ঊনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন, প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দ্বারদেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্ববিধানানুসারে যাগ মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া ভূতশুদ্ধ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিকপাল শিবকুম্ভ ও অন্যান্য ঘটে পূজা করিয়া অষ্টমূর্ত্তির সহিত শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া হোম করিবেক। অনন্তর শিবাজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক অস্ত্র মন্ত্র (ফট) উচ্চারণ করত প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফট হুঁ ফট্ মন্ত্র দ্বারা তত্রত্য বিঘ্ন অপসারণ করিয়া বেধদোষ আশঙ্কায় যবার্দ্ধ বা যবপরিমাণে মধ্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ঈশান কোণ অবলম্বন করিয়া মূলমন্ত্র অথবা ওঁ নমো ব্যাপিনি ভগবতি স্থিরে অচলে ধ্রুবে হ্রূঁ লং হ্রীঁ স্বাহা, এই মন্ত্র দ্বারা সেই অনন্তাখ্যা সর্ব্বাধার স্বরূপীণী সর্ব্বগতা অচলা শিবের আধারস্বরূপা শিলা সৃষ্টি যোগানুসারে বিন্যাস করিবে। হে শক্তে! শিবাজ্ঞানুসারে এস্থলে আপনি সতত অবস্থান করুন। এইরূপ আবেদন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া রৌদ্র মুদ্রা দ্বারা নিরোধ করিবে। প্রভারাগত্ব দেহত্ব ও বীর্য্যশক্তিময় করকণার্থ পূর্ব্বোক্ত হীরকাদি রত্ন উষীরাদি ওষধী হেমাদি কাংস্যান্ত লোহ হরিতালাদি ধাতু ও ধান্য প্রভৃতি শস্য সমস্ত লোকপাল ঈশ ও সম্বরের সহিত ঐক্য চিন্তা করিয়া পূর্ব্বাদি দিকস্থ গর্ত্তে ক্রমে এক একটী কয়িয়া বিন্যাস করিবে। হেমজ বা রৌপ্য নির্ম্মিত কূর্ম্ম বা বৃষভ দ্বারাভিমুখ করিয়া নদীতট মৃত্তিকা বা পর্ব্বতাগ্র মৃত্তিকার সহিত মধ্যগর্ত্তাদিতে নিক্ষেপ করিবে। অথবা মধুক অক্ষত ও অঞ্জনযুক্ত রজত বা সুবর্ণনির্ম্মিত পৃথবী বা সুবর্ণজমেরু সর্ব্ববীজ

স্বরূপ সুবর্ণ খণ্ডদ্বয়ের সহিত নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর স্বর্ণজ রজতনির্ম্মিত বা অষ্টধাতুময় পদ্মনাল সুবর্ণ ও কুশরার সহিত তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবেক। অনন্তর দেবদেবের শক্ত্যাদি মূর্ত্তি পর্য্যন্ত আসন কল্পনা করিয়া পায়স বা গুগ্গুল দ্বারা লেপন করিয়া তন্সুত্র বস্ত্র দ্বারা অস্ত্র মন্ত্র সংরক্ষিত গর্ত্ত আচ্ছাদন করিবেক। অনন্তর গুরু আচমন করিয়া দিকপালদিগের উদ্দেশে বলি প্রদানপূর্ব্বক শস্ত্রের সহিত শিব শিলারন্ধ্র সঙ্গদোষ শান্তির নিমিত্ত শতসংখ্যক হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে এবং বাস্তুদেবতাগণের এক এক আহুতি প্রদান করিয়া মাঙ্গলিক ধ্বনি ও হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত আসনে দেবতা উত্তোলন করিয়া দেবসম্মুখে সমাসীন হইয়া মূর্ত্তিপ চতুষ্টয়ের সহিত যাগ মণ্ডপের পৃষ্ঠদেশ দিয়া প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া লিঙ্গ ভদ্রাখ্য দ্বারাভিমুখ সংস্থাপনপূর্ব্বক অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া প্রাসাদে সন্নিবেশ করিবে। শিখাশূন্য অর্থাৎ দ্বার কাষ্ঠ চতুষ্টয়ের উপরিস্থ কাষ্ঠশূন্য দ্বারের এক কপাটবদ্ধ ও অপর কপাট মুক্তপ্রদেশ দিয়া অর্থাৎ অর্দ্ধ দ্বারভাগ দিয়া দ্বার সংস্পর্শ শূন্যভাবে লোকপালের সহিত মহেশ্বরকে প্রবেশ করাইবে। দেবগৃহ সর্ব্বত্রই এইরূপে নির্ম্মাণ করিবে। বিহিত দ্বার রহিত মন্দিরে প্রবেশ করাইলে গোত্র ক্ষয় হয়। অনন্তর পীঠোপরি দ্বারাভিমুখ লিঙ্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক তূর্য্য মঙ্গলধ্বনি করত দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়া গাত্রোত্থান করুন এইরূপ বলিয়া হৃন্মন্ত্র ও মহাপাশুপত অর্থাৎ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর গুরু মূর্ত্তিপগণের সহিত তথা হইতে ঘট অপনীত করিয়া মন্ত্র সঞ্চারণ করত কুমকুমাদিলিপ্ত করিয়া শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্য চিন্তা করিয়া লয়ান্তমূল মন্ত্র অর্থাৎ হৌং হূং সঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত স্পর্শপূর্ব্বক সমস্ত ব্রহ্মভাগের অষ্টমাংশ অষ্টমাংশদ্বয় অথবা অর্দ্ধাংশ প্রবেশ করাইবে। পরে সুসমাহিত হইয়া বালুকা দ্বারা রন্ধ্র পূরণ করিয়া সীসক দ্বারা দীর্ঘনাভি আচ্ছাদন পূর্ব্বক "স্থিরীভব" এই কথা বলিয়া লিঙ্গ স্থিরীকরণ করিবেক। অনন্তর মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শক্ত্যন্ত নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ লিঙ্গের সৃষ্টিক্রমে কলা যুক্ত চিন্তা করিয়া ন্যাস করিবে। স্থাপ্যমান ঐ লিঙ্গ দক্ষিণ দিক আশ্রয়রূপে রাখিয়া তত্তৎ দিকপালগণের হোম পূর্ণাহুতি প্রদান ও দক্ষিণান্ত কার্য্য সমাধা করিয়া বামভাগস্থ বক্র ভাবগত চলিত স্ফুটিত বা অন্য যে কোন দোষ ঘটিবে, তৎশান্তির নিমিত্ত বহুরূপ মন্ত্র বা মূলমন্ত্র দ্বারা শতসংখ্যক হোম করিয়া শিব শান্তি করিবেক। অধঃপ্রদেশে চিহ্নের চিহ্নাংশরূপ পীঠবন্ধ করিয়া ন্যাসাদিযুক্ত করিলে, কোন দোষ থাকে না। গৌরীমন্ত্রসহ লয়মন্ত্র অর্থাৎ হ্রীঁ হঁ সঃ এই মন্ত্র দ্বারা সুষুম্নাবর্ত্ম হইতে মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টিক্রমে পিণ্ডীন্যাস করিয়া, বালুকা বজ্র লেপ দ্বারা পার্শ্ব সিদ্ধি সম্পূর্ণ করিবেক।

অনন্তর গুরু মূর্ত্তিপগণের সহিত অন্য শান্তিকলস সকল সংস্থাপন করিয়া ঘটের ঊর্দ্ধদেশে পঞ্চামৃতাদি লেপনপূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া উমা মহেশ মন্ত্র অর্থাৎ হ্রীঁ হোঁ মন্ত্র উচ্চারণ করত লিঙ্গ মুদ্রা দ্বারা তদুভয় অর্থাৎ পিণ্ডীকা ও লিঙ্গ স্পর্শ করিবে। অনন্তর ষড়ঙ্গাদি ন্যাস করিয়া ত্রিতত্ত্ব ন্যাস অর্থাৎ রজোগুণময় আত্মতত্ত্ব সত্ত্বগুণময় বিদ্যাতত্ত্ব ও তমোগুণময় শিবতত্ত্ব এই গুণত্রয়াত্মিকা মূলপ্রকৃতি বিন্যাস করিয়া জ্ঞানীপুরুষ মূর্ত্তি মূর্ত্তীশ ব্রহ্মশিলা ও তদঙ্গ

দেবতার ক্রিয়াপীঠে অর্থাৎ পিণ্ডিকায় ও লিঙ্গে বিন্যাস পূর্ব্বক স্নান করাইয়া গন্ধ লেপন ও ধূপ প্রদান করিয়া ব্যাপক ন্যাস শিবলিঙ্গে করিবে। অনন্তর মাল্য ধূপদীপ নৈবেদ্য ফল মূলাদি যথা শক্তি নমঃ মন্ত্র দ্বারা নিবেদন করিয়া আচমন পূর্ব্বক শিব মন্ত্র জপ করিয়া বরদ শিব করে জপ সমর্পণপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য দ্বারা আত্ম সমর্পণ করিবে। "হে নাথ! চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাগণ গগনমণ্ডলে যাবত থাকিবেক, শিবমূর্ত্তিপগণের সহিত আপনি স্বেচ্ছানুসারে এই মন্দিরে তাবৎকাল বিরাজ করুন," এইরূপ প্রার্থনা করত নমস্কার করিয়া বহির্গমন করিবে; অনন্তর নমঃ মন্ত্র বা প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক বৃষভ সংস্থাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলি প্রদান করিবে। পরে ন্যূনাদি দোষ পরিহারার্থ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রকরণক শতশংখ্যক হোম ও শান্তির নিমিত্ত পায়স দ্বারা হোম করিবে। পশ্চাৎ "হে বিভো! জ্ঞানাজ্ঞানকৃত এই সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করুন" এইরূপ প্রার্থনা করত ভবানীপতির উদ্দেশে হিরণ্য পশু ভূম্যাদি যথাশক্তি উৎসর্গ করিয়া দিন চতুষ্টয় ব্যাপিয়া দান গীতবাদ্যাদি ও মহোৎসব করিবে, তম্মধ্যে তিন দিবস মন্ত্রী (আচার্য্য) মূর্ত্তিপ ঋত্বিক্ গণের সহিত ত্রিসন্ধ্যা হোম করিয়া চতুর্থ দিনে সমস্ত কুণ্ডে বহুরূপ চরুদ্বারা হবন কার্য্য সম্পাদন করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন এবং তত্রপরিস্থ নির্ম্মাল্য অপনয়নপূর্ব্বক স্নান করাইয়া পূজা করিবেন। সাধারণ লিঙ্গে সাধারণ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া লিঙ্গ চৈতন্য ব্যতীত অর্থাৎ চৈতন্যময় লিঙ্গ ভিন্ন স্থাণুকে বিসর্জ্জন করিবে। অসাধারণ লিঙ্গে "ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। যেহেতুক আবাহন, অভিব্যক্তি অর্থাৎ চিহ্নাদি দ্বারা মূর্ত্তিপ্রকাশ, এবং বিসর্জ্জন; এতত্ত্রিতয় শক্তিরূপত্বে নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে প্রতিষ্ঠান্তে স্থিরাদি আহুতি সপ্তক প্রদান উক্ত আছে, স্থিরাদি যথা স্থির, অপ্রমেয়, অনাদি বোধ, নিত্য, সর্ব্বগ, অবিনাশী ও তৃপ্ত এই সকল গুণ মহেশ্বরের সন্নিধানের কারণ, অতএব "ওঁ নমঃ শিবায় স্থিরোভব" ইত্যাদি রূপে আহুতি প্রদান করিবে। এবম্প্রকার সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া শিব কুম্ভের ন্যায় অপর কুম্ভদ্বয় সংস্থাপন করিয়া এক কুম্ভের জল দ্বারা মহেশ্বরের স্নান সম্পাদন করিয় অপর কুম্ভ কর্ত্তার স্নানের নিমিত্ত রাখিবে। অনন্তর বলি প্রদানপূর্ব্বক আচমন করিয়া শিবের আজ্ঞা গ্রহণ করত বহির্গমন করিবে। পরে মন্দিরের বহির্ভাগে ঈশান কোণে ধামগর্ভ প্রমাণ সুন্দর পীঠে আসন কল্পনা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ন্যাসহোমাদি বিধান করত পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরের অঙ্গদেবতা ব্রহ্মাণীর সহিত চণ্ডমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক ধ্যান করত যথা বিধি সদ্যো জাতায় ওঁ হুঁ ফট নমঃ। ওঁ বিঁ বামদেবায় হুঁ ফট নমঃ। ওঁ বুঁ অঘোরায় হুঁ ফট নমঃ। ওঁ তৎপুরুষায় বৌমীশানায় হুঁ ফট। এই সকল মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া জপ সমর্পণ ও প্রণতিপূর্ব্বক "হে চণ্ডেশ! যাবৎকাল মহাদেব এই মন্দিরে সন্নিহিত থাকিবেন, তাবৎ আপনি এই স্থলে অবস্থান করুন এবং অজ্ঞানবশত আমাকর্ত্তৃক যে কোন কার্য্য ন্যূনাধিকরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায় আপনার প্রসাদে পূর্ণ হউক" এইরূপ প্রার্থনা করিবেক।

বান লিঙ্গে চল লিঙ্গে লোহ নির্ম্মিত লিঙ্গে সিদ্ধ লিঙ্গে স্বয়ম্ভু লিঙ্গে এবং আর আর সমস্ত প্রতিমাতে চণ্ডর অধিকার নাই। স্নাপক অর্থাৎ গুরু স্বয়ং অদ্বৈতভাবনাযুক্ত স্থণ্ডিল সন্নিধানে চণ্ডর অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত কুম্ভ দ্বারা পুত্র ও

ভার্য্যার সহিত যজমানকে স্নান করাইবেন। কৃত-স্নান যজমানও মহেশ্বরের ন্যায় গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক ভূমি হিরণ্যাদি দক্ষিণা দান করিবে। অনন্তর মূর্ত্তিপ জাপক ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ ও শিল্পিদিগকে যথোচিত অর্চ্চিত করিয়া দীন ও অনাথাদিগকে ভোজন করাইবে। পরে "হে ভগবন্! হে করুণানিধে! হে নাথ! এই উপস্থিত কার্য্যে আপনাকে আমি যে কষ্ট দিলাম, তাহা মহাশয় নিজগুণে ক্ষমা করুন।" যজমান এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলে, সদ্গুরু স্বহস্তে স্ফুরত্তারক সদৃশ প্রতিষ্ঠাপুণ্য কুশপুষ্পাক্ষতে নিহিত চিন্তা করিয়া যজমান করে সমর্পণ করিবেন। অনন্তর পাশুপত মন্ত্র জপ করিয়া প্রণাম করিবে। পরে বলি-দ্বারা ভূতগণকে সন্নিহিত করিয়া "যাবৎকাল মহাদেব এস্থলে সন্নিহিত থাকিবেন, তাবৎ আপনারা এই প্রদেশে অবস্থান করুন," এইরূপ বিজ্ঞাপন করিবেন। পরে গুরু বস্ত্রাদিসংযুক্ত যাগমণ্ডপ ও শিল্পকর সমস্ত উপকরণ এবং স্নানমণ্ডপ গ্রহণ করিবেন। অনন্তর আগমোক্ত মন্ত্র দ্বারা অথবা প্রণবাদি নমোন্ত চতুর্থন্ত সে সে দেবতার নাম দ্বারা নন্দি-কেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ নিজ নিজ অধিকারে ব্যাপ্ত চিন্তা সহকারে স্থাপনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। ঐ রূপে পৃথিবী তত্ত্বাশ্রিত সাধ্য প্রভৃতি দেবগণ, সরিৎ, ওষধি, ক্ষেত্রপাল এবং কিন্নরাদি স্থাপন করিবেন। কোন কোন স্থলে সরস্বতী ও পদ্মা নদীর জলে স্নান উক্ত আছে।

ভুবনাধিপতিদিগের যে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বলা হইতেছে, অশুবৃদ্ধি প্রধানান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডারম্ভক পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শকগণ বিকাররূপ একতত্ত্ব, মহৎ অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্তকগণ প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়াত্মক তত্ত্ব, এবং মূলপ্রকৃতিরূপ তত্ত্ব এই ত্রি-তত্ত্ব ব্রহ্মার আস্পদ জানিবে। তন্মাত্রাদি প্রধানান্ত অর্থৎ পঞ্চতন্মাত্র রূপতত্ত্ব, মহৎ ও অহংকার রূপতত্ত্ব এবং প্রকৃতি এই ত্রিতত্ত্ব ভগবান্ হরির আস্পদ। ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বরের প্রমথ-গণের মাতৃকাগণের যক্ষেশ অর্থাৎ কুবেরের ও কার্ত্তিকেয়র অশুদ্ধ হইতে শুদ্ধবিদ্যান্ত সমস্ত আস্পদ। গণপতির আস্পদ মায়াংশ প্রদেশ হইতে শক্তি পর্য্যন্ত। শিবাশিব সম্ভূত তেজঃ-পুঞ্জের আস্পদ ব্যক্তপ্রতিমা হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত জানিবে।

কূর্ম্মাদি পঞ্চক ও রত্নাদি পঞ্চক যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ব্রহ্মশিলা ব্যতিরেকে পীঠগর্ত্তে প্রক্ষেপপূর্ব্বক গর্ত্ত ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের এক ভাগ পরিত্যাগ করত অপর পঞ্চ ভাগে প্রতিমা স্থাপন করিবে। অথবা অষ্টভাগে বিভক্ত গর্ত্তের ঐরূপ পৃষ্ঠদেশের এক ভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর সপ্ত ভাগে সংস্থাপন করিবে। লেপ ও চিত্র স্থাপন বিষয়ে ধারণা দ্বারা বিশুদ্ধি হয় এবং শিলারত্নাদি প্রক্ষেপ ও স্নানাদি মানসে সম্পাদন করিবে, নেত্রোদ্ঘাটন এবং আসনাদি প্রদান মন্ত্র দ্বারা কর্ত্তব্য চিত্রপূজা বিষয়ে জল রহিত কেবল পুষ্প দ্বারা করিলে কোন দোষ হয় না।

সম্প্রতি চল লিঙ্গ অর্থাৎ যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠান্তে স্বেচ্ছানুসারে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে, তাহার স্থাপনবিধি বলা যাইতেছে। পঞ্চ বা ত্রিধা বিভক্ত পৃথক পীঠে ভাগত্রয় বা ভাগদ্বয় অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ পীঠে এবং স্ফটিকাদি নির্ম্মিত লিঙ্গে তত্ত্ব ভেদানুসারে সৃষ্টি মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি সংস্কার করিবে। আর রত্নসম্ভূত ব্রহ্ম-

শিলায় অধিবেশন ও পিণ্ডিকার সহিত যোজন স্নান দ্বারা সম্পাদন করিবে এবং স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ ও বান লিঙ্গাদি বিষয়ে সংস্কারের নিয়ম নাই। সংহিতা মন্ত্র দ্বারা স্নান পূজা ও হোমাদি করাইবে। নদী এবং সমুদ্রজলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বের ন্যায় করিবে। মৃণ্ময় বা পিষ্টকাদি নির্ম্মিত লিঙ্গ ঐহিক ফল সিদ্ধি বাসনায় যাগাদি বিধানানুসারে শুদ্ধরূপে পূজা করিয়া মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক আত্ম সন্নিধান করত তজ্জলে বিসর্জ্জন করিলে, সংবৎসর মধ্যে কার্য্য সিদ্ধি হয়। ঐরূপ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি স্থাপন পৃথক্ মন্ত্র দ্বারা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে শিব প্রতিষ্ঠাবিধি নামক বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দ্বারপ্রতিষ্ঠা কথন।

ঈশ্বর বলিলেন, অনন্তর দ্বারপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয় বিধি বলিব। দ্বারাঙ্গসকল কষায়াদি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া শয্যার উপর বিন্যাস করত মূল মধ্য ও অগ্রভাগে আত্মবিদ্যা ও শিবরূপ ত্রিতত্ত্ব ন্যাসপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে হোম জপ করিয়া দ্বারের পরভাগে অনন্ত মন্ত্র দ্বারা বাস্তু পূজা পূর্ব্বক রত্নাদিপঞ্চক বিন্যাস করত শান্তি হোম করিয়া যব সিদ্ধার্থ বিষ্ণুক্রান্তা ঋদ্ধি নামক ওষধি বিশেষ বৃদ্ধি নামক মাঙ্গল্য বিশেষ মহাতিল গোষ্ঠ মৃত্তিকা সর্ষপ প্রভৃতি এবং গোরোচনা এবং দূর্ব্বা এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া একটি পোটলী বদ্ধ করিয়া প্রাসাদের অধোভাগে রক্ষার নিমিত্ত উড়ুম্বর কাষ্ঠে প্রণব উচ্চারণ করত ঝুলাইয়া দিবে। পরে কিঞ্চিৎ উত্তর দিক অবলম্বন করত দ্বার সন্নিবেশ করিয়া নিম্নদেশে আত্মতত্ত্ব পার্শ্বস্থ কাষ্ঠদ্বয়ে বিদ্যাতত্ত্ব এবং আকাশস্থ অর্থাৎ উপরিস্থিত কাষ্ঠে শিবতত্ত্ব ন্যাস ও মূল মন্ত্র দ্বারা মহেশনাথ সর্ব্বত্র ব্যাপক ন্যাস করিবে। অনন্তর দ্বারাশ্রিত নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণের স্ব স্ব নাম দ্বারা শত অর্দ্ধশত বা যথাশক্তি হোম করিবে। পরে ন্যূনাদিদোষ পরিহারার্থ শতসংখ্যক হোম করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিকপালগণের উদ্দেশে বলি প্রদান পূর্ব্বক দক্ষিণাদি প্রদান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে দ্বারপ্রতিষ্ঠানামক একবিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন, অধুনা প্রাসাদ স্থাপন ও আত্মযোগে তাহার চৈতন্য বিধান ব্যক্ত করিব। পূর্ব্ববেদীর মধ্যভাগে অষ্টদল পদ্মর আধারশক্তিরূপ কর্ণিকোপরি স্বর্ণাদি নির্ম্মিত পঞ্চগব্য ও মধুক্ষীরযুক্ত কুম্ভ পঞ্চরত্ন গন্ধমাল্য সুরভি পুষ্প আম্রাদি পল্লব ও বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত করত স্থাপন করিয়া গুরু সকলীকৃত বিগ্রহ হইয়া দেদীপ্যমান বহ্নিকণা সদৃশ সর্ব্বাত্ম ভিন্ন আত্মাকে নিজ মন্ত্র দ্বারা পূরক যোগে হৃদয়স্থ দ্বাদশদল অনাহত পদ্ম হইতে গ্রহণ করত স্বান্ত মারুত হইয়া ভগবান্ সম্ভুকে বিজ্ঞাপন করত আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক রেচকযোগে কুম্ভগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। পরে ন্যস্ততন্ত্র আতিবাহিক শরীর, তাহার গুণবোধক কলাদি, ক্ষান্ত বাগীশ্বর ও ব্রাত তন্মধ্যে ইড়াদি দশ নাড়ী প্রাণাদি দশ বায়ু, ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিপতি প্রণবাদি নিজ নিজ নাম দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য কারণভাবে যোজনা করিয়া

ন্যস্ততন্ত্র আতিবাহিক শরীর, তাহার গুণবোধক কলাদি, কান্ত বাগীশ্বর ও ব্রাত তন্মধ্যে নিবেশ করত ইড়াদি দশ নাড়ী প্রাণাদি দশ বায়ু ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিপতি প্রণবাদি নিজ নিজ নাম দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য কারণভাবে যোজনা করিয়া, মায়াকাশ নিয়ামক বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বিশ্বেষ,সর্ব্বব্যাপি শম্ভু এবং অঙ্গসকল নিক্ষেপ করিয়া রোধ মুদ্রা দ্বারা রুদ্ধ করিবেক। অথবা শয্যার উপর কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক স্বর্ণাদি দ্বারা পুরু ও পুরুষানুচর নির্ম্মাণ করিয়া পঞ্চগব্য ও পঞ্চ কষায়াদি দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় সংস্কার করত ত্রিভাগ বিভক্ত সেই পুরুষে উমাপতি ভগবান্ রুদ্রের ধ্যান করিয়া, শিবমন্ত্র দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করত সন্নিধানের নিমিত্ত হোম প্রোক্ষণ স্পর্শন জপ সান্নিধ্যাত্মবোধন এই সমস্ত কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিয়া প্রকৃতির সহিত কুম্ভে সন্নিবেশ করাইবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে প্রাসাদকৃত্যপ্রতিষ্ঠা নামক দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধ্বজারোপণ।

ঈশ্বর বলিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! দেবমন্দিরের চূড়া ধ্বজদণ্ড ও ধ্বজা প্রতিষ্ঠায় যেরূপ বিধান আছে তাহা বলিতেছি। বৈষ্ণবাদি মন্দিরের মূর্ত্তিপ্রমাণ চূড়া কুম্ভচক্র দ্বারা শোভিত করিবে এবং শৈবাদি মন্দিরের অগ্রচূড়া ত্রিশূলযুক্ত হইবে। উপরিভাগে লিঙ্গযুক্ত বা বীজপূরকান্বিত ঈশ শূল নামে বিখ্যাত শিবশাস্ত্রে বিহিত আছে। চিত্রধ্বজ জঙ্ঘপরিমিত জঙ্ঘার্দ্ধ পরিমিত দণ্ডপ্রমাণ বা স্বেচ্ছানুসারে করিবে। যে ধ্বজা দ্বারা পীঠবেষ্টন করা যাইতে পারে ও যাহার দণ্ড উত্তম মধ্যম অধমরূপে চতুর্দ্দশ হস্ত নবহস্ত বা ষড়হস্ত পরিমিত ব্যবস্থিত আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকে মহাধ্বজ বলিয়া জানেন। বংশনির্ম্মিত বা শালকাষ্ঠজাত ধ্বজদণ্ড সর্ব্বকামপ্রদ আর আরোপ্যমান ঐ দণ্ড যদি দৈবাৎ ভগ্ন হয়, তাহা হইলে যজমান ও রাজার বিশেষরূপ অমঙ্গল হয়, অতএব পূর্ব্বের ন্যায়, বহুরূপ মন্ত্র দ্বারা শান্তি করিবে। অনন্তর দ্বারপালাদি পূজা মন্ত্র দ্বারা তর্পণ অনুষ্ঠান করিয়া অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা চূড়াধ্বজা স্নান করাইয়া গুরু ঐ মন্ত্র দ্বারাই ধ্বজায় সংপ্রোক্ষণ করত মৃত্তিকা ও কষায়াদি দ্বারা স্নাত ও অলঙ্কৃত করিয়া বিলেপনানন্তর রসগ্রহণ অর্থাৎ শুষ্ক করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শয্যায় সংস্থাপন করত চূড়োপরি লিঙ্গের ন্যায় বিন্যাস করিবে এবং উহাতে জ্ঞান ক্রিয়া বিশেষার্থক চতুর্থী প্রয়োগ বা কুণ্ড কল্পনার আবশ্যক করে না এবং দণ্ডে আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও সদ্যো জাতাদি মন্ত্রাত্মক শিবতত্ত্ব ন্যাস করিয়া পুনরায় ধ্বজার নিষ্ফল শিবতত্ত্ব ন্যাস ও অঙ্গ ন্যাস করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর মন্ত্রীসংহিতা মন্ত্র দ্বারা সান্নিধ্য সম্পাদন করিয়া হোম করিবে এবং ধ্বজার প্রত্যেক অংশে ফড়ন্ত সে সে মন্ত্র দ্বারা বা অন্যত্র অন্য যে কোন রূপে কথিত আছে, তদনুসারে ধ্বজসংস্কার করিবে। অস্ত্রযাগ বিধান ও এইরূপ তৎসমস্তও প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্ত্র মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত প্রসাদপ্রদেশের ঊর্দ্ধভাগে জঙ্ঘাবেদীতে ত্রিতত্বাদি অর্থাৎ আত্মবিদ্যা ও শিবতত্ত্ব ন্যাস করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শিবপূজা ও হবনাদি ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক শিব সর্ব্বতত্ত্বময় চিন্তা করিয়া, ব্যাপক

ন্যাস করিবে। অনন্তর ভগবচ্চরণারবিন্দে কাল রুদ্র চিন্তা করিয়া পীঠোপরি কষ্মাণ্ড নামক শিবানুচর স্বর্গ, পাতাল, নরকাদির সহিত ত্রিভুবন লোকপালগণ ও শত শত রুদ্রাদি পরিবৃত এই ব্রহ্মাণ্ড চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুদ্বোম এই পঞ্চভূতের সহিত সর্ব্বাবরণ নামক বুদ্ধযোনির অন্তকযুক্ত অষ্টাঙ্গ যোগসহ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ গুণত্রয়, পটস্থ পুরুষ, সিংহ এবং রাগ চিন্তা করিবেক। মঞ্জরী বেদিকাতে বিদ্যাদি চতুষ্টয়, কণ্ঠে মহামায়ার সহিত ভগবান্ রুদ্রদেব, অমলসারকে বিদ্যা, কলসে জটাজূটশোভিত অর্দ্ধচন্দ্র ও শূলধারী ঈশ্বর বিন্দু ও বিদ্যেশ্বরযুক্ত এবং ঐ স্থলেই শক্তিত্রয় চিন্তা করিয়া, দণ্ডে নাদরূপ ধ্বজায় কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এইরূপে ধামের সর্ব্বত্র চিন্তা করিবে। অথবা জগতে পিণ্ডিকার সহিত লিঙ্গ সন্ধান করত নিজ মন্ত্র দ্বারা উত্থাপন করিয়া নিজ আধারস্বরূপ শক্তিপঙ্কজে রত্নাদি নিক্ষেপ করত তন্মধ্যে লিঙ্গ নিবেশ করিবে। অনন্তর যজমান পুত্র মিত্রাদির সহিত দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিলে অভিলষিত ফল লাভ করেন। পরে গুরু মন্ত্রাধিপের সহিত পাশুপত মন্ত্র ধ্যান করত শস্ত্রধারী অধিপতিগণ রক্ষার্থ নিবেদন করিবে। অনন্তর ন্যূনাদি দোষ পরিহারার্থ হবনাদি ক্রিয়া সম্পাদন ও দিক্‌পালদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিলে যজমান গুরুকে দক্ষিণাপ্রদান করিবেন। এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলে ভোগাভিলাষী কর্ত্তার প্রতিমা লিঙ্গ ও বেদীতে যাবৎ পরিমাণে পরমাণু আছে, তাবদ্যুগ সহস্র স্বর্গাদি ভোগরূপ ফললাভ করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ধ্বজারোহণাদি বিধি নামক ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জীর্ণোদ্ধার।

ঈশ্বর বলিলেন, অধুনা জীর্ণাদি শিবলিঙ্গের যথাবিধি পুনরুদ্ধারের বিষয় বলিব। লুপ্তচিহ্ন ভগ্ন স্ফীত বজ্রহত স্ফুটিত ইত্যাদিরূপ দোষযুক্ত লিঙ্গের পিণ্ডিকা ও বৃষভ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে এবং অন্য কর্তৃক চালিত বা স্বয়ং স্বস্থান হইতে চলিত অত্যন্ত নিম্ন বিষমস্থ বা দিঙ্মূঢ় অর্থাৎ বিপরীত দিকগত অন্য কর্তৃক পাতিত মধ্যস্থ বা স্বয়ং পতিত লিঙ্গ যদি নির্ব্রণ অর্থাৎ ভগ্নাদি দোষশূন্য হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ পুনরায় যথাবিধি সংস্থাপন করিবে। আর যদি নদ্যাদি প্রবাহ দ্বারা লিঙ্গস্থান ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে বিধিপূর্ব্বক অন্যত্র স্থাপন করিবে। সুন্দর রূপেই থাকুন বা মন্দভাবেই থাকুন, শিবলিঙ্গ কদাচ চালিত করিবে না। শত দোষে স্থাপন ও সহস্র দোষে চালন করিবে। পূজাদিযুক্ত জীর্ণাদি শিবলিঙ্গ ও সুস্থিত অর্থাৎ সুন্দররূপে অবস্থিত বলা যায় আর পূজাদি রহিত সুন্দর লিঙ্গ ও দুঃস্থিত বলিয়া গণ্য হয়, জানিবে।

দক্ষিণদিকে বা ঈশান কোণে প্রত্যেক দ্বার এক তোরণযুক্ত মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া গুরু দ্বার পূজাদি করিয়া, মন্ত্র দ্বারা দেবদেব ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা স্থণ্ডিলে হবনাদি ক্রিয়া ও তর্পণ সম্পাদন পূর্ব্বক বাস্তুদেবতার অর্চ্চনা করিয়া বহিঃপ্রদেশে দিক্‌পালদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান ও ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পাদন করিয়া কৃতাচমন গুরু স্বয়ং ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির সন্নিধানে বক্ষ্যমাণরূপে বিজ্ঞাপন করিবেন। "হে শিব! আপনার এই লিঙ্গ দূষিত হইয়াছে, অতএব ইহার

উদ্ধরণের নিমিত্ত যথাবিধি শান্তিকার্য্যে যদি আপনার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আমাতে অধিষ্ঠান করুন।” এইরূপে মহেশ্বর সমীপে নিবেদন করিয়া মধু আজ্য ক্ষীর দূর্ব্বা দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদানরূপ শান্তিহোম করিবে। অনন্তর লিঙ্গ সংস্থাপনপূর্ব্বক স্থণ্ডিলে বক্ষ্যমাণ প্রকারে পূজা করিবে। ওঁ ব্যাপকেশ্বরায় এই মন্ত্র দ্বারা ব্যাপক ন্যাস, ওঁ ব্যাপকেশ্বরায় হৃদয়ায় নমঃ; ওঁ ব্যাপকেশ্বরায় শিব মে স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। পরে ফট মন্ত্র ঐ লিঙ্গাশ্রিত সত্বগণকে শ্রবণ করাইয়া “এই স্থলে লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া যে কোন সত্ব আছেন, তাঁহারা মহাদেবের আজ্ঞানুসারে লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বাভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করুন। বিদ্যা বিদ্যেশ্বরের সহিত সেই ভগবান্ ভবানীপতি ইহাতে অধিষ্ঠান করিবেন।” এইরূপে তত্রস্থ সত্বগণ অপসারণ পূর্ব্বক পূজা হোম ও শান্তিজল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া প্রতিভাগে কুশা দ্বারা স্পর্শ করত সহস্র সংখ্যক পাশুপত মন্ত্র জপ করিয়া বিলোম মাতৃকা দ্বারা অর্ঘ প্রদানপূর্ব্বক তত্ব ও তত্বাধিপ অষ্টমূর্ত্তীশ্বর লিঙ্গে ও পিণ্ডিকায় অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিয়া বৃষস্কন্ধস্থিত স্বর্ণপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া জনসমূহ কর্ত্তৃক শিবমন্ত্র উচ্চারণ করত জলসমীপে নীত হইলে গুরু তজ্জলে নিক্ষেপ করিয়া পুষ্টির নিমিত্ত শতসংখ্য হোম দিক্‌পালদিগের পরিতোষার্থ এবং বাস্তুশুদ্ধির নিমিত্ত শত শত হোম করিয়া মহাপাশুপত মন্ত্র দ্বারা সেই শিবধামে রক্ষা বিধান করত গুরু অন্য শিবলিঙ্গ যথাবিধি সেই স্থলে স্থাপন করিবেন। অসুর মুনি এবং গোত্রতত্ববিৎ জনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ জীর্ণ বা ভগ্ন হইলেও চালিত করিবে না। জীর্ণধাম পুনরুদ্ধার বিষয়ে এইরূপই বিধি আছে। খড়্গ মন্ত্রসমূহ বিন্যাস করিয়া, মন্দিরান্তর নির্ম্মাণ করাইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কোচ করিলে কর্ত্তার মৃত্যু হয় এবং বিস্তার করিলে ধনক্ষয় হয়। তদ্রূপ দ্রব্য বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্রব্য দ্বারা তৎপ্রমাণক তৎসমান কর্য্য করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে জীর্ণোদ্ধার নামক চতুর্ব্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

প্রাসাদ লক্ষণ।

ঈশ্বর বলিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! প্রাসাদসামান্যের লক্ষণ সম্প্রতি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। চতুর্ভাগে বিভক্ত ক্ষেত্রের এক একভাগ বিস্তীর্ণ ভিত্তি হইবে, অপর ভাগদ্বয় অর্থাৎ ঐ সমুদায় ক্ষেত্রের অর্দ্ধভাগ মন্দিরগর্ভ হইবে এবং ঐ মন্দিরগর্ভ প্রদেশ চতুর্বা পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যভাগে পিণ্ডিকা প্রস্তুত হইবে। মধ্যভাগদ্বয় মন্দিরগর্ভ ও পার্শ্বস্থ ভাগদ্বয়ে গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্য হইতে বিস্তাররূপে ভিত্তি উত্থিত হইবে। কোন কোন স্থলে ত্রিভাগ গর্ভ ও অবশিষ্ট ভাগ ভিত্তি কোথাও বা ছয়ভাগে বিভক্ত ক্ষেত্রের একভাগ বিস্তীর্ণ ভিত্তি ভাগদ্বয় ব্যাপিনী পিণ্ডিকা এবং অবশিষ্টভাগ বিস্তীর্ণগর্ভ উক্ত হইয়াছে। বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ সপাদ দ্বিগুণ অর্দ্ধাধিক দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ উন্নত করিবে। কোন কোন প্রদেশে ভূমির বিস্তারের অর্দ্ধপরিমাণে কোথাও বা ত্রিভাগ পরিমাণে উন্নত হইবে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পাদোনভাগ বিস্তীর্ণ নেমি

অর্থাৎ প্রাকার প্রস্তুত করিবে। ত্রিধা বিভক্ত পরিধি মধ্য প্রদেশে মূর্ত্তিসকল প্রস্তুত করাইয়া উহাতে চামুণ্ড ভৈরব ও নাট্যেশ সন্নিবেশ করাইবে। প্রাসাদের অর্দ্ধপরিমাণ প্রদেশে বহির্ভাগে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্বদিকে আদিত্যগণ অগ্নিকোণে কার্ত্তিকেয়ও তাহার বামে অগ্নি এইরূপে নিজ নিজ দিকে যমাদি স্থাপন করিবে।

দেবপ্রাসাদ নানাবিধ বিহিত আছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ চতুষ্কোণ দ্বিতীয় চতুষ্কোণায়ত, তৃতীয় বৃত্ত অর্থাৎ গোলাকার চতুর্থ বৃত্তায়ত এবং পঞ্চম অষ্টকোণ ইহারা প্রত্যেকে নয়প্রকার ভিন্নাকারে নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহাতে সমুদায়ে পঞ্চচত্বারিংশত প্রকার হইবে। উক্ত সর্ব্বপ্রকার প্রাসাদের যথাক্রমে নাম ও বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, প্রথম প্রকার প্রাসাদের নাম মেরু দ্বিতীয় মন্দর এইরূপে ক্রমে তৃতীয়াদির নাম বিমান, ভদ্র, সর্ব্বতোভদ্র, চরুক, নন্দিক, নন্দি, বর্দ্ধমান, শ্রীবৎস এই কয়প্রকার বৈরাজজয়তিতে সমুৎপন্ন। বলভী গৃহরাজ শালাগৃহ মন্দির বিশাল ব্রহ্মমন্দির, ভুবন শিবিকা বেশ্ম এই নয়টী পুষ্পক সম্ভূত। বলয় দুন্দুভি পদ্ম মহাপদ্মক বর্দ্ধনী উষ্ণীষ শঙ্খ কলস খবৃক্ষ এই কয় প্রকার বৃত্ত কৈলাস সম্ভব। গজ বৃষভ হংস গরুড় ঋক্ষনায়ক ভূষণ ভূধর শ্রীজয় পৃথিবীধর এই কয়েকটী মণিক নামক বৃত্তায়ত সম্ভূত। বজ্র চক্র স্বস্তিক বজ্রস্বস্তিক চিত্রস্বস্তিক খড়্গ গদা শ্রীকণ্ঠ বিজয় নামক এই কয়েকটী ত্রিবিষ্টপ জাত। নগরাদির এবং নাট্যমন্দির প্রভৃতিরও এইরূপ নাম জানিবে। চূড়া গ্রীবার্দ্ধ পরিমাণে উন্নত ও বিভাগানুসারে স্থূল হইবে। ঐ সকল মন্দিরের দশটী বেদিকা হইবে, তন্মধ্যে পাঁচটীর দ্বারা স্কন্ধ বিস্তার তিনটী দ্বারা কণ্ঠ উহার মধ্যে দুই ও অপর দুই এই চারিটী দ্বারা দণ্ড করা হইবে। প্রাচ্যাদি দিকে দ্বার কর্ত্তব্য বিদিকে অর্থাৎ কোণে কদাচ দ্বার করিবে না।

পিণ্ডিকা কোণ হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা হইবে। কোন স্থলে পঞ্চমভাগ বা গর্ভপাদ পরিমাণে হইবে উহাদিগের উচ্ছ্রায় দ্বিগুণ হইবে আর ষষ্ট্যধিক শত অঙ্গুল পরিমাণে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দশ দশ অঙ্গুল ন্যূনরূপে উৎকৃষ্ট চারিটী দ্বার উত্তম মন্দিরের হইবে। মধ্যম ধামের দ্বার তিনটী হইবে। ন্যূনকল্পে দ্বার অন্য রূপে করিতে পারে। দ্বারের উচ্ছ্রায়ের অর্দ্ধপরিমাণে বিস্তার হইবে; বা বিস্তার অপেক্ষা তিন গুণ উচ্ছ্রায় করিবে। অথবা তদপেক্ষা চারি অষ্ট বা দশাঙ্গুল বর্দ্ধিতভাবে উচ্ছ্রায় করিবে কিম্বা উচ্ছ্রায় প্রমাণের চতুর্থাংশ পরিমিত বিস্তীর্ণ হইবে। উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত সেই সমস্ত দ্বারের বিস্তারের অর্দ্ধ পরিমাণে বাহুল্যরূপে অর্গল করিবে। দুই পাঁচ সাত বা নব শাখা দ্বারা দ্বার নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। নিম্নস্থ কাষ্ঠের চতুর্থাংশে প্রতীহারীদ্বয় সন্নিবেশকরিবে। অবশিষ্ট শাখাসমস্ত স্ত্রী পুরুষ ও লতাদি অঙ্কিত করিয়া শোভিত করিবে।

স্তম্ভবেধ ঘটিলে কর্ত্তার দাসত্ব হয়। বৃক্ষ বিদ্ধ হইলে ঐশ্বর্য্য নাশ, কূপবিদ্ধ হইলে, নানাপ্রকার ভয় উপস্থিত হয়। দ্বার এবং ক্ষেত্র বেধ ঘটিলে ধন হানি হয় এবং প্রাসাদ গৃহ শালাদি ও মার্গবেধ হইলে বন্ধন সভায় বিদ্ধে দারিদ্র্য বর্ণবেধে নিরাকৃতি উলূখল বিদ্ধে দারিদ্র্য শিলা বিদ্ধ হইলে শত্রুতা এবং ছায়া বিদ্ধ হইলে দারিদ্র্য হয়। ছেদ, উৎপাটন এবং প্রাকাররূপ সীমা হইতে দ্বিগুণ স্থান পরিত্যাগ করিলে বেধ দোষ শান্তি হয়।

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গৃহাদিবাস্তু কথনং।

ঈশ্বর বলিলেন, নগর গ্রাম দুর্গাদিতে গৃহ প্রাসাদাদি বৃদ্ধির নিমিত্ত একাশীতি-পদপীঠে বাস্তুদেবের অর্চ্চনা করিলে নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হয়। প্রথমে শান্তা যশোবতী কান্তা বিশালা প্রাণবাহিণী সতী বসুমতী নন্দা সুভদ্রা ও মনোরমা নাম্নী দশ প্রকার নাড়িকাসূত্র পূর্ব্বাস্যভাবে সম্পাত করিয়া পরে হরিণীদ্বয় সুপ্রভা লক্ষ্মী বিভূতি বিমলা প্রিয়া জয়া জ্বালা ও বিশোকা নাম্নী অপরা দশ নাড়িকা উত্তরাস্যভাবে সম্পাত করত একাশীতি পদ প্রস্তুত করিবে। ইহার পূর্ব্বদিকে ঈশ ধনঞ্জয় ইন্দ্র সূর্য্য সত্য ভৃশ ও ব্যোমাক্ষদেবের দক্ষিণে কৃতান্ত গন্ধর্ব্ব ভৃঙ্গ মৃগ ও পিতৃদেবের পশ্চিমে দ্বারপাল সুগ্রীব পুষ্পদন্তক বরুণ দৈত্য ও শেষ দেবের উত্তরে যক্ষ রোগ মোক্ষ অহিমোক্ষ ভল্লাট সৌভাগ্য অদিতি ও দিতির অর্চ্চনা করিবে। পরে ঊর্দ্ধে মধ্যস্থিত নবপদগত ষড়ঙ্গক ব্রহ্মার পূজা কর্ত্তব্য এবং ব্রহ্মার ও ঈশানের মধ্যকোষ্ঠস্থ পদদ্বয়ে মায়া দেবীর, উহার অধোদেশে কেন্দ্র মধ্যস্থ ষট্‌পদে অপবৎসাখ্যদেবের পূজা করিবে। মরীচি ও অগ্নির মধ্যস্থ পদদ্বয়ে সবিতা উহার অধোভাগে অংশদ্বয়ে সাবিত্রী, উহার অধোদেশস্থ ষট্‌পদে বিবস্বান্ এবং পিতৃদেব ও ব্রহ্মার মধ্যে বিষ্ণু চন্দ্রমা ও ইন্দ্রের পূজা করিয়া উহার অধোভাগে জয় নামক দেবের এবং বরুণ ও ব্রহ্মার মধ্যে ষট্‌পদে মিত্রাখ্যদেবের যজন করিবে। রোগ মোক্ষ ও ব্রহ্মার মধ্যস্থিত কোষ্ঠদ্বয়ে রুদ্রদাস, উহার অধোদেশে পদদ্বয়গত যক্ষ্মার এবং উত্তরদিকস্থ ষট্‌পদে যথাক্রমে ধরাধর চরকীস্কন্ধবিকট বিদারী ও পূতনার অর্চ্চনা করিবে। পরে ঈশানাদিকোণ বহির্ভাগে জম্ভ পাপ ও পিলিপিচ্ছর পূজা করিবে। এইরূপে একাশীতি পদযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া শতপদ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। উহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় দেবগণের পূজা কর্ত্তব্য, কেবল এইমাত্র বিশেষ ব্রহ্মা এবং মরীচি বিবস্বান মিত্র ও পৃথ্বীধর ষোড়শাংশে পূজনীয় হন এবং অপরাপর দেবগণ দশদিকস্থিত দশকোষ্ঠ বা ঈশাদিকোণপদে পূজিত হইবেন এবং দৈত্যমাতা ঈশ অগ্নি মৃগ নামক পিতৃদ্বয় পাপ যক্ষ্ম ও অনিল এই সমস্ত দেবগণ সার্দ্ধাংশকে অবস্থিত থাকেন।

হে কার্ত্তিকেয়! এক্ষণে যাগাদির মণ্ডপ সংক্ষেপে ক্রমশ বলিব। ত্রিংশৎ হস্ত দৈর্ঘ্য, ও অষ্টাবিংশতি হস্ত পরিমিত বিস্তীর্ণ সাধারণ যাগমণ্ডপ হইবে। শিবাখ্য শিবাশ্রমের উভয় দিকে একাদশ একাদশ হস্তবিহীন অর্থাৎ ঊনবিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও সপ্তদশ হস্ত প্রস্থ করিবে। সবিতার আলয় অষ্টাদশ হস্ত দীর্ঘ ও পঞ্চদশ হস্ত বিস্তীর্ণ হইবে। অন্যান্য দেবগণের আলয়ের ত্রিংশাংশ পরিমিত ভিত্তি পৃথকরূপ সংস্থাপিত করিবে। ভিত্তির পৃথুজঙ্ঘার উপরিভাগ তদপেক্ষা ত্রিগুণোন্নত হইবে। কুড্যর সমসূত্র পৃথ্বী করিবে এবং দেবালয় বীথি ভেদে নানা প্রকার হয়। তুল্য বীথি যুক্ত ভদ্রাক্ষ আলয়ের দ্বারবীথি অগ্রভাগশূন্য হইবে। শ্রীজয় নামক আলয়ের পৃষ্ঠদেশ বীথি বিহীন ও উহারও পার্শ্বদ্বয় বীথি বিহীন হইলে ভদ্রনামে খ্যাত হয়। গর্ভবিস্তারসমা বীথি বা কোন কোন স্থানে উহার অর্দ্ধার্দ্ধ পরিমাণে বীথি হয়, কোথাও বা বীথির অর্দ্ধ পরিমাণে এক দ্বি বা ত্রি পুরান্বিত উপবীথ্যাদি হয় ইত্যাদিরূপে দেবালয় নানা প্রকারে উক্ত হয়। অনন্তর সর্ব্বকাম-

প্রদ সর্ব্বদেব সাধারণ এক দুই তিন চারি ও অষ্টশালা গৃহর বিষয় যথাক্রমে বর্ণন করিব। একশালা গৃহ দক্ষিণ দিকে উত্তরাস্য নির্ম্মাণ করিবে। দ্বিশাল গৃহ হইলে সম্মুখ ও পশ্চাতে উত্তরাস্যভাবে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। চতুঃশাল গৃহ উক্ত গৃহদ্বয়ের সম্মুখে পূর্ব্বদিক মুক্ত রাখিয়া পশ্চিমাস্য ও পূর্ব্বাস্য ভাবে নির্ম্মাণ করিবে। পূর্ব্ব ও উত্তর দিক স্থিতগৃহর নাম দণ্ড পূর্ব্ব ও দক্ষিণ গত গৃহর নাম বাত পশ্চিম ও উত্তর দিক স্থিত গৃহ গৃহবল্যাখ্য জানিবে এই সমস্ত গৃহ ত্রিশূল ব্যতিরেকে সমৃদ্ধি-দায়ক হয়। পূর্ব্বশালা বিহীন শোভন ক্ষেত্র বৃদ্ধি দায়ক জানিবে। দক্ষিণশালাহীনশূলবিশিষ্ট ত্রিশাল গৃহ বৃদ্ধি জনক। জলহীন দেবাবাস যজ্ঞস্থ সুত নাশক এবং শত্রু বর্দ্ধন অতএব দেবালয় কদাচ জলাশয় শূন্য করিবে না।

অধুনা পূর্ব্বাদি ক্রমে ধ্বজাদি ও অষ্টশালা গৃহর বিষয় বলিতেছি। প্রক্ষালানুস্রগাবাস নামক অষ্টশালা গৃহর অগ্নিকোণে পাকশালা, দক্ষিণ দিকে রসক্রিয়া ও শয্যা গৃহ, নৈঋতে ধনু ও শস্ত্রাগার, পশ্চিম দিকে ধনভোগ গৃহ, বায়ু-কোণে শস্য মঞ্চ, উত্তর দিকে ধন, ও পশুশালা, ঈশানকোণে দীক্ষা গৃহ করিবে। গৃহর দৈর্ঘ্য বিস্তার ও পিণ্ডিকা পরিমাণ স্বামি হস্ত দ্বারা যাহা হইবে তাহা তিন দিয়া গুণ করিয়া অষ্টমাংশ দ্বারা হরণ করিবে তাহার শেষ যাহা থাকিবে। তৎপরিমাণে বায়সান্ত ধ্বজাদি করিবে। দ্বি ত্রি চতুর ষট্ সপ্ত ও অষ্টমাংশে মধ্যে এবং অন্তে স্থিত গৃহ সর্ব্বনাশকর হয়। অতএব নবমভাগে নিলয় প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে মণ্ডপ সম বা দ্বিগুণভাবে নির্ম্মাণ করা অতি প্রশস্ত। পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিকে হট্টার্থ গৃহ নির্ম্মিত রাখিবে। পূর্ব্বাদি প্রত্যেক দিকস্থিত গৃহই ঈশাদি পূর্ব্বান্ত অষ্টদিগাশ্রিত দ্বার যুক্ত বিধায় অষ্ট বিধ হইতে পারে অতএব ঐ প্রত্যেক দিকস্থ ঈশাদিপূর্ব্বান্ত দ্বারযুক্ত অষ্ট প্রকার গৃহর যথা-ক্রমে ফল কীর্ত্তন করিতেছি। ভয় স্ত্রীবিয়োগ জয় বৃদ্ধি প্রতাপ ধর্ম্ম কলহ দারিদ্র্য এই অষ্টবিধ ফল পূর্ব্বদিকস্থ অষ্ট বিধ গৃহর যথাক্রমে জানিবে। দাহ অসুখ সুহৃন্নাশ ধননাশ মরণ ধনলাভ শিল্পিত্ব ও সন্তান লাভ এই অষ্ট প্রকার দক্ষিণ দিকস্থিত অষ্টবিধ গৃহর ফল নির্ণীত আছে। আয়ুঃ প্রব্রজ্যা শস্যবৃদ্ধি ধনলাভ শান্তি অর্থক্ষয় শোষ ও ভোগ এবং সন্তান লাভ এই অষ্টবিধ পশ্চিমদিকস্থিত অষ্টপ্রকার গৃহর ফল লাভ হয়। রোগ মত্ততা পীড়া অর্থ লাভ, আয়ুর্বৃদ্ধি কৃশতা জ্ঞান ও মান এই অষ্ট প্রকার ফল উত্তর দিকস্থ ঈশানাদি পূর্ব্বান্তদিকস্থিত দ্বার যুক্ত গৃহর ফল জানিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে গৃহাদি বাস্তু নামক পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন, নগরাদি বাস্তুর বিষয় রাজ্যাদি বৃদ্ধির নিমিত্ত বলিব। যোজন যোজনার্দ্ধ বা তদর্দ্ধ পরিমিত স্থান আশ্রয় করিয়া নগরাধিষ্ঠিত বাস্তুদেবের অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রাকারাদি দ্বারা আবৃত করিবে। ঈশান কোণাদি ত্রিংশত স্থানের মধ্যে পূর্ব্বদ্বার সূর্য্যযুক্ত দক্ষিণ দিকে কুবেরাশ্রিতদ্বার পশ্চিমে বরুণাধিষ্ঠিত দ্বার উত্তর দিকে কুবেরা-শ্রিত দ্বার এবং বহুতর হট্টাদি নির্ম্মাণ করিবে। হস্তীপ্রভৃতি অনায়াসে গমন করিতে পারে এইরূপ ভাবে ছয়হস্ত পরিমাণে দ্বার সকল নির্ম্মাণ করিবে।

ছিন্নকর্ণ ভগ্নকায় বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার নগর নির্ম্মাণ করিবে না ও বজ্র সূচী মুখ পুর শুভদায়ক হয় না এক দুই বা তিন দ্বার বিশিষ্ট, চাপ সদৃশ বজ্রনাসাভ নগর নির্ম্মাণ করিবে। বলবান্ রাজা শান্তি জনক বিষ্ণু মহেশ্বর ও সূর্য্যাদি দেবগণকে প্রণতি ও স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বলি প্রদানপূর্ব্বক পুরারম্ভ করিবেন। নগরের অগ্নিকোণে স্বর্ণকারাদি সন্নিবেশ দক্ষিণ দিকে নৃত্যগীতাদি ব্যবসায়ী ও বার নারীগণের আবাস সংস্থাপন নৈঋতে নট বাহ্লিকাদি ও কৈবর্ত্তাদিরবাসস্থান পশ্চিমে রথ আয়ুধ খড়্গাদি ব্যবসায়ীর বাস বায়ুকোণে শৌণ্ডিক কর্ম্মাধিকৃত ভৃত্যাদি পরিকর্ম্মীর অর্থাৎ বেশ ভূষাদি সম্পাদনকারীর বসতি উত্তর দিকে ব্রাহ্মণ যতি সিদ্ধ প্রভৃতি পুণ্যবান ব্যক্তিগণের বাসভূমি ঈশান কোণে ফলাদি বিক্রয় ব্যবসায়ী বণিকগণের বাস ও পূর্ব্বদিকে বলাধ্যক্ষগণের বাসভূমি হইবে। অগ্নিকোণে বিবিধ সৈনিক পুরুষ। দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকদিগের নিদেশকর্ত্তা। নৈঋতে অধমজনগণ পশ্চিমে অমাত্যবর্গ কোষাধ্যক্ষ ও শিল্পিগণ বাস করিবে। উত্তর দিক দণ্ডনাথ অর্থাৎ বিচার কর্ত্তা নায়ক ও দ্বিজগণ সঙ্কুল হইবে। পূর্ব্ব দিকে ক্ষত্রিয়, দক্ষিণে বৈশ্য, পশ্চিমে শূদ্র ও বৈদ্য এবং অশ্ব সৈন্য চতুর্দ্দিকে সংস্থাপন করিবে। পূর্ব্ব দিকে চরলিঙ্গী অর্থাৎ ছদ্মবেশী রাজপুরুষপ্রভৃতি, দক্ষিণ দিকে শ্মশান ভূমি, পশ্চিমে গোধনাদি, উত্তরে কৃষিকার্য্যব্যবসায়িদিগের বাস স্থান নির্দ্দেশ করিবে। কোণ সকল স্থিত গ্রামাদিতে ম্লেচ্ছগণের বাস করাইবে পূর্ব্বদিকে সম্পত্তির অধিদৈবত কুবেরের আলয় পশ্চিমাস্য করিবে। পশ্চিমদিকে অন্যান্য দেবতাদিগের পূর্ব্বাস্য আলয় সংস্থাপিত হইবে। দক্ষিণ দিকে উত্তর মুখ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। নগর রক্ষার্থ ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতির ধাম প্রস্তুত কর্ত্তব্য যেহেতুক দেবালয় শূন্যনগর গ্রাম দুর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্ত্তৃক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত হয়। নগরাদি এইরূপে নির্ম্মাণ করিলে জয় ভোগ ও মোক্ষপ্রদ হয়। প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে ধনাগার অগ্নিকোণে পাকশালা দক্ষিণে শয়নাগার নৈঋত কোণে আয়ুধাগার পশ্চিমে ভোজন গৃহ বায়ুকোণে ধান্যাগার উত্তরে গৃহসামগ্রী রক্ষার্থ গৃহ ঈশান কোনে দেবালয় প্রস্তুত করিবে। নগরাদিতে চতুঃশাল ত্রিশাল দ্বিশাল বা এক শাল গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। চতুঃশাল গৃহর শালা ও অলিন্দ (বারাণ্ডা) ভেদে দুই শত বা পঞ্চাশৎ প্রকার হইতে পারে ও তন্মধ্যে পঞ্চবিধ প্রধান গৃহ হইতেপারে। ত্রিশাল গৃহ চারি প্রকার দ্বিশাল গৃহ পঞ্চবিধ এবং একশাল গৃহ এক অলিন্দ যুক্ত চারিপ্রকার হইতে পারে। পঞ্চপঞ্চাশৎ অষ্টাবিংশতি ষড়্বিংশতি অষ্ট সপ্ত বা চতুর লিন্দ যুক্ত গৃহ হইবে এইরূপে অষ্ট প্রকারে গৃহ বিভক্ত নগরাদিতে প্রস্তুত করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে নগরাদি বাস্তু নানক ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পবিত্রারোহণ কথন।

ঈশ্বর বলিলেন পূজাদি বিষয়ে ক্রিয়া পূরণকারি নিত্য ও নৈমিত্তিক পবিত্রারোহণ বিধি সম্প্রতি বলিব। আষাঢ়াদি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রতিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে বা শ্রাবণ ভাদ্রমাসে উভয় পক্ষীয় চতুর্দ্দশী অষ্টমী তিথিতে অথবা প্রতিপদাদি কার্ত্তিকী

পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত তিথি সকলে উক্ত কার্য্যের অনু-ষ্ঠান করিবে। অগ্নি ব্রহ্মা অম্বিকা গণেশ নাগ কার্ত্তি-কেয় সূর্য্য শূলপানি দুর্গা যম ইন্দ্র গোবিন্দ কন্দর্প শম্ভু ও স্বধাভুজ ইত্যাদি দেবগণের পবিত্র সত্যযুগে স্বর্ণ নির্ম্মিত ত্রেতাযুগে রজতময় দ্বাপরে তাম্রজ এবং কলিতে কার্পাস পট্ট বা পদ্মাদি সূত্রে নির্ম্মিত হইবে। উহার নব তন্তুতে প্রণব চন্দ্রমা বহ্নি ব্রহ্মা নাগ কার্ত্তিকেয় হরি সর্ব্বেশ এবং সর্ব্ব দেব এই নব দেবতা যথাক্রমে বিন্যস্ত হইবে। অষ্টোত্তর শত তদর্দ্ধ বা পাদ পরিমিত সূত্রে উত্তমাদি পবিত্রারোহণ হয়। অথবা একাশীতিপঞ্চা-শৎ বা অষ্টত্রিংশৎ সূত্রে তুল্য গ্রন্থি ও অন্তরালক ভাবে দ্বাদশাঙ্গুল বা অষ্টাঙ্গুল ব্যাস পরিমাণে লিঙ্গ বিস্তার পরিমাণে পিণ্ডিকাস্পর্শমাণে বা চতুর্থ সর্ব্বদৈবত চতুরঙ্গুল প্রমাণে করিবে। সুজাত ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গঙ্গাজল করণক সুন্দররূপে ধৌত করিয়া বাম ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গ্রন্থি দিয়া অঘোর ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা শোধন করত রক্তচন্দন কুঙ্কুম কস্তুরী গোরোচনা কর্পূর হরিদ্রা এবং গৈরিকাদি দ্রব্য দ্বারা পুরুষ সূক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করত রঞ্জিত করিবে। দশ বা তন্তু সংখ্যা পরিমাণে এক দ্বি বা চতুরঙ্গুল অন্তরাল ভাবে যথাযোগ্য শোভমান-রূপেপ্রকৃতি পৌরুষী বীরা অপরাজিতা জয়া বিজয়া অজিতা সদাশিবা মনোন্মনী ও সর্ব্বমুখী নামক শুভ গ্রন্থি দিবে। অথবা সোম সূর্য্যাগ্নি দৈবত শিব সদৃশ পবিত্র হৃদয়ে বিন্যাস কর্ত্তব্য। কিংবা নিজ মূর্ত্তি বা গুরুগণে এক একটী বিন্যাস করিবে। ঐরূপে দ্বারস্থিত দিকপাল কলসাদিতে এক একটী প্রদান করিবে। লিঙ্গর পবিত্র পরিমাণ এক হস্ত হইতে নব হস্ত পর্য্যন্ত হইবে। অষ্টাবিংশতি হইতে ক্রমে দশ দশটী বৃদ্ধি হইয়া দ্ব্যঙ্গুল পরিমাণে একাঙ্গুল অন্তর ঐ সকল পবিত্রর গ্রন্থি হইবে এবং ঐ সকলের পরিমাণ লিঙ্গ বিস্তার সম্মিত হইবে। সপ্তমী বা ত্রয়োদশী তিথিতে কৃত নিত্য ক্রিয় ও পবিত্র হইয়া সায়ংকালে যাগমণ্ডপ পুষ্প ও বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া নৈমিত্তিক সন্ধ্যা ও তর্পণ সম্পাদন করিয়া পবিত্র ভূমিভাগ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর কৃতাচমন গুরু সকলীকরণ করিয়া প্রণব উচ্চারণ করত অর্ঘহস্ত হইয়া অস্ত্র মন্ত্র (ফট) দ্বারা দ্বার সকল প্রোক্ষণ করিয়া পূর্ব্বাদি ক্রমে বক্ষ্য মাণ রূপে অর্চ্চনা করিবে হাংশান্তি কলা দ্বারায় বিদ্যা কলাত্মনে এবং নিবৃত্তি কলা দ্বারায় প্রতিষ্ঠাখ্য কলাত্মনে এইরূপে প্রতিদ্বারে ও তৎ শাখাদ্বয়ে দুই দুই দ্বারাধিপর অর্চ্চনা করিবে। নন্দিনে মহাকালায়। ভৃঙ্গিণে গণায়! বৃষভায় স্কন্দায়। দেব্যৈ চণ্ডায়। এই-রূপে ক্রমে দ্বারপালগণের পূজা করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক বাস্তযাগ ভূতশুদ্ধি বিশেষার্ঘ সংস্থাপন ও প্রোক্ষণাদি সম্পাদন করিয়া গৃহীত যজ্ঞ সম্ভার পুরুষ দর্ভ দূর্ব্বা পুষ্পাদি করণক হৃন্মন্ত্রা-দিদ্বারা শিব হস্ত সম্পাদন করত স্বীয় মস্তকে অধিরোপণ করিবে। অনন্তর জ্ঞান খড়্গহস্ত সর্ব্বজ্ঞ গুরু "শিবোহং আমার যজ্ঞের প্রাধান্য" ইত্যাদি চিন্তা করত গাঢ় রূপে দেব চিন্তা করিবে। পরে গুরু নৈঋত দিক আশ্রয় করিয়া উত্তরাস্য হইয়া অর্ঘ্য জল পঞ্চগব্য মথ মণ্ডপে প্রক্ষেপ করত চতুষ্পথান্ত সংস্কারে ও বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত বিকির সমস্ত তথায় বিক্ষেপ করিয়া,কুশ মুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক ঈশান কোণস্থিত ঘটের আসন কল্পনা করিবে। অনন্তর নৈঋত কোণে বাস্তু দেবসকল ও দ্বারদেশে লক্ষ্মীর পূজা করিবে।

পশ্চিমাভিমুখ ধান্যোপরিস্থিত কুম্ভে সাঙ্গ বৃষারূঢ় ভগবান শিবের ও ঘটে সিংহবাহিনীর এবং অস্ত্র সকলের প্রণবদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে পূর্ব্বাদি দিকে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণের পূজা পূর্ব্বক মন্ত্রী অর্থাৎ গুরু সম্যক রূপে ঘট গ্রহণ করত ঘটপৃষ্ঠানুগামিনী শিবাজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাদি ঈশান কোন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন জল ধারা দ্বারা বেষ্টন করত শস্ত্র রূপিণী ঐ বর্দ্ধনী (ঘট) রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাইবে। পূর্ব্বদিকে কলস সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার বামে রক্ষার্থ বর্দ্ধনী (ঘট) সংস্থাপন করিয়া সমস্ত দেবগণের আধার স্বরূপ কুম্ভে স্থিরাসনে দেবতার অর্চ্চনা করত প্রণব স্থিত বর্দ্ধনীতে আয়ুধের পূজা সম্পাদন করিয়া লিঙ্গ-মুদ্রা দ্বারা ভগ লিঙ্গ সমাযোগ সমাধা করিয়া কুম্ভে জ্ঞান খড়্গ নিবেদন করত মূলমন্ত্র জপ করিয়া তাহার দশাংশ রূপে বর্দ্ধনীতে রক্ষা মন্ত্র জপ করিবে। পরে বায়ুকোণে গনেশ পূজা করিয়া পঞ্চামৃতাদিদ্বারা মহাদেবের স্নান ও প্রকৃষ্ট রূপে পূজন পুর্ব্বক কুণ্ডে শিব বহ্নি সংস্থাপন করিয়া সম্পাতাহুতি শোধিত যথাবিধি সম্পাদিত চরু দেব অগ্নি ও আত্ম ভেদে দর্ব্বী দ্বারা ত্রিধা বিভক্ত করিয়া শিব ও অগ্নির উদ্দেশে ভাগ দ্বয় প্রদান পূর্ব্বক আত্মার্থ এক ভাগ রক্ষা করিবে। পূর্ব্ব দিকে হুঁ মন্ত্র উচ্চারণ করত শরদ্বারা দন্ত ধাবন কাষ্ঠ প্রদান করিবে তথা হইতে বা ঘোর শিখাদ্বয় হইতেদক্ষিণে ও পশ্চিমে মৃত্তিকা দিবে। অনন্তর সদ্যোজাত ইত্যাদি মন্ত্র ও হৃন্মন্ত্র দ্বারা উত্তর দিকে বামনীকৃত ফল ও বামাবর্ত্তে ঈশান কোণে মস্তক দ্বারা গন্ধযুক্ত জল এবং চতুর্দ্দিকে পঞ্চ গব্য ও পলাশ পত্রাদি নির্ম্মিত পাত্র প্রদান করিবে এবং ঈশান কোণে কুঙ্কুম অগ্নিকোণে গোরোচনা নৈঋত কোণে অগুরু বায়ুকোণে চতুঃসম নামক ঔষধি বিশেষ হোম দ্রব্য সমস্ত নবীনকুশাদণ্ড জপমালা কৌপীন ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিবে এবং উত্তর দিকে কজ্জল কুঙ্কুম তৈল কেশ শোধিনী শলাকা তাম্বুল দর্পণ এবং গোরোচনা দিবে। ঈশান কোণে ভগবান্ ঈশানের তুষ্টির নিমিত্ত ঈশ মন্ত্র দ্বারা আসন পাদুকা পাত্র যোগপট্ট ও ছত্র প্রদান করিবে। পূর্ব্বদিকে সাজ্যচরু এবং নূতন পাত্রে গন্ধাদি দান করিবে। অনন্তর অর্ঘবারি দ্বারা প্রোক্ষিত ও সংহিতা মন্ত্র পূত পবিত্র অগ্নিসন্নিধানে আনয়ন করত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সম্বৎসরাত্মক কালস্বরূপ সর্ব্বকার্য্য সাক্ষী রক্ষা কর্ত্তা অব্যয় শিব স্মরণ করত একবিংশতি বার স্বেতি হেতি প্রয়োগ মন্ত্র সংহিতা দ্বারা পুনরায় পবিত্র সকল শোধন করিয়া সূত্র দ্বারা গৃহাদি বেষ্টন করত গন্ধাদি দ্রব্য সকল ভগবান্ রবির উদ্দেশে প্রদান করিবে। পূজনার্থ আচমন করিয়া ন্যাস ও অর্ঘ্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক নন্দ্যাদির উদ্দেশে গন্ধাদি দান ও বাস্তু পূজা করিয়া প্রবেশ করত শিব কুম্ভে শস্ত্র ও লোকপাল গণের স্ব স্ব নাম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বর্দ্ধনীতে বিঘ্নরাজ গুরু ও আত্মার উদ্দেশে পূজা করিবে। অনন্তর সর্ব্বৌষধি লিপ্ত ধূপিত পুষ্প ও দূর্ব্বাযুক্ত পবিত্র আমন্ত্রণ করত অঞ্জলি মধ্যগত করিয়া হে জগদুৎপত্তি-কারণ! সমস্ত বিধিচ্ছিদ্র পুরণার্থ তোমায় আমন্ত্রন করি হে চৈতন্যাচৈতন্য পতে! তোমার ইচ্ছা লাভ জনিকা অতএব যজন কর্ত্তার সিদ্ধিলাভ অনুমোদন করুন হে শম্ভো সতত সর্ব্বতোভাবে তোমাকে নমস্কার তুমি প্রসন্ন হও হে দেবেশ! দেবী গণে-

শ্বর মন্ত্রেশ লোকপাল ও পরিবারগণের সহিত আপনি আমন্ত্রিত হইয়াছেন হে পরমেশ তোমার আজ্ঞাক্রমে প্রভাতে পবিত্রক ও নিয়ম গ্রহণ করিব। অতএব আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি” এইরূপে দেবদেব মহেশ্বরের আমন্ত্রণ করিয়া প্রাণায়াম রেচক দ্বারা অমৃতীকরণ করত শিবাস্ত্র মূলমন্ত্র জপ ও জপসমর্পণ স্তোত্র প্রণাম করিয়া ‘ক্ষমস্ব’ এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। পরে চরুর তৃতীয়াংশ দ্বারা শিবাগ্নিতে হোম করিয়া দিগ্‌বাসীগণ দিক্‌পাল ভূতগণ মাতৃগণ একাদশ রুদ্র ক্ষেত্রপাল ও দিঙ্‌নাগ সকলের উদ্দেশে পূর্ব্বাদিক্রমে নমঃ স্বাহা উচ্চারণ করত হোমরূপ বলিপ্রদান করিয়া আচমন পূর্ব্বক বিধি ছিদ্রপূরক হোম মহাধ্যাহুতি হোম ও পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া পাবক রোধ করিবে। অনন্তর ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা স্বাহা সোমায় ওঁ অগ্নি সোমাভ্যাং স্বাহা অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে এই মন্ত্র দ্বারা আহুতি চতুষ্টয় প্রদান করিয়া বহ্নিকুণ্ডে পূজিত দেবকে মণ্ডলে অর্চ্চিত শিবে নাড়ীসন্ধানরূপ বিধি অনুসারে যোজিত করত বংশাদি পাত্রে পবিত্র সকল বিন্যাস করিয়া অস্ত্র (ফট) মন্ত্র ও হৃদয় (নমঃ) মন্ত্র উচ্চারণ করত কলা সমস্ত দ্বারা মন্ত্রিত করিবে পরে ষড়ঙ্গ মন্ত্র মূলমন্ত্র হৃন্মন্ত্র কবচ (হুঁ) মন্ত্র অস্ত্র মন্ত্রর সহিত যোজিত করিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টিত করত শিবপূজনপূর্ব্বক ভক্তি নম্র ভাবে রক্ষার্থ উক্ত পবিত্র জগদীশ্বরে সমর্পণ করিবে। পরে পুষ্প ধূপাদি দ্বারা পূজিত হইলে সিদ্ধান্ত পুস্তক দ্বয় প্রদান করিয়া গুরুর চরণ সমীপে গমন করত ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পবিত্র প্রদান করিবে। অনন্তর তথা হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে আচমন করিয়া গোময় লিপ্তমণ্ডলত্রয়ে পঞ্চগব্য চরু ও দন্তধাবন যজন ক্রমশ সম্পাদন করিয়া কৃতাচমন যজমান মন্ত্র সম্বদ্ধ হইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা জাগরণ করিয়া অবশেষে ভোগাভিলাষী যজমান মনে মনে ভগবান্ মহেশ্বরের স্মরণ করত দর্ভ শয্যায় শয়ন করিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তিরও এইরূপ বিধান কেবল উহাঁরা সমাহিত চিত্তে উপবাস করত ভস্ম শয্যায় শয়ন করিবেন, এইমাত্র বিশেষ।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পবিত্রাধিবাসন বিধি নামক সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পবিত্রারোহণ বিধি।

ঈশ্বর বলিলেন, অনন্তর প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সমাহিতচিত্তে স্নান সন্ধ্যার্চ্চনাদি সম্পাদনপূর্ব্বক যাগমণ্ডপে প্রবেশ করত পবিত্র সকল গ্রহণ করিয়া ঈশান কোণে মণ্ডলোপরি পূর্ব্বস্থাপিত দেবসমীপে শুদ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর দেবদেবেশ ভগবান্ মহেশ্বরের বিসর্জ্জন করিয়া নির্ম্মাল্য অপনয়ন করত পর্ব্বের ন্যায় শুদ্ধ ভূতলে আহ্নিকদ্বয় অনুষ্ঠান করিয়া আদিত্য দ্বারপাল দিক্‌পাল স্কন্দ ও ঈশানের নৈমিত্তিক অর্চ্চনা শিবাগ্নিতে বিস্তাররূপে করিবে। পরে মন্ত্রতর্পণ শরমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত প্রায়শ্চিত্ত হোম ও পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক সূর্য্যকে পবিত্র প্রদান ও আচমন করত দ্বারপাল ও দিক্‌পালাদি কুম্ভ ও বর্দ্ধনিকাদিতে এক একটী পবিত্র দিবে। অনন্তর শম্ভুর সন্নিধানে নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া আত্মা প্রমথগণ গুরু ও বহ্নির উদ্দেশে পবিত্র প্রদান করিবে। “হে দেব! কালরূপী তোমা কর্তৃক মদীয় বিধি সম্বন্ধে যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে যে যে কার্য্য ক্লিষ্ট সমুৎসৃষ্ট ও তপ্তরূপে সম্পাদিত হইয়াছে,সেই

সমস্ত ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট হউক। হে শম্ভো! তোমার ইচ্ছায় এই পবিত্র সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হউক।” এই প্রার্থনামন্ত্র এবং ওঁ পূরয় মখব্রত নিয়মেশ্বরায় স্বাহা’ এই মন্ত্র এবং ব্রহ্মপালিত প্রকৃত্যন্ত আত্ম-তত্ত্বে লয়ান্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত পবিত্র দ্বারা পিবপূজা বিষ্ণু কারণ পালিত বিদ্যান্ত বিদ্যাতত্ত্বে ঈশ্বরান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত পবিত্রে অধিরোপণ ও রুদ্রকারণ পালিত শিবান্ত শিবতত্ত্বে শিবান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত তাঁহাকে পবিত্র প্রদান করিবে। সর্ব্বকারণ পালে শিবপদ উচ্চারণ পূর্ব্বক লয়ান্ত মূল-মন্ত্র উচ্চারণ করত গঙ্গাবতারককে ঐরূপ পবিত্র প্রদান করিবে। আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ব ও শিব তত্বদ্বারা মুমুক্ষুদিগের পবিত্র উক্ত হইয়াছে। ভোগাভিলাষী-দিগের শিবতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব ক্রমে পবিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং স্বাহান্ত বা নমোন্তমন্ত্র উহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চারণ ব্যবস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ ওঁ হাং আত্মতত্ত্বাধিপতয়ে শিবায় স্বাহা। ওঁ হাং বিদ্যা তত্ত্বাধিপতয়ে শিবায় স্বাহা ওঁ হৌঁ শিব তত্ত্বাধিপতয়ে শিবায় স্বাহা। ওঁ হৌঁ সর্ব্বতত্ত্বাধি-পতয়ে শিবায় স্বাহা। এবম্প্রকার মন্ত্র সকল জ্ঞাত হইবে। অনন্তর গঙ্গাবতারক কে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে তৎসমীপে বক্ষ্যমানরূপে প্রার্থনা করিবে। “হে পরেমশ্বর! তুমিই সর্ব্ব প্রাণীর গতি তুমিই চরাচর জগতের স্থিতিহেতু হে প্রভো! তুমিই জীবগণের অন্তশ্চররূপে অবস্থিত হইয়া দ্রষ্টা হইয়াছ কার্য্যে মনে ও বাক্যে প্রকাশ করিতেছি যে তুমি ভিন্ন অন্য আমার গতি নাই। হে মহেশ্বর! মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন দ্রব্যহীন জপহোম ও অর্চ্চনা বিহীন ভবদীয় যে সমস্ত কার্য্য আমি সম্পন্ন করিয়াছি ও যে সমস্ত কার্য্য করা হয় নাই এবং মন্ত্রবিহীন যাহা যাহা করা হইয়াছে তৎ সমুদয় পূর্ণ করুন। হে পরেশান! তুমিই সুপূত পবিত্র ও পাপনাশন তুমিই চরাচর সমুদয় জগৎ পবিত্র করিতেছ। হে দেব! আমা কর্ত্তৃক বৈকল্যযোগে এই ব্রত যে খণ্ডিত হইয়াছে তোমার আজ্ঞারূপ সূত্রদ্বারা গ্রথিত হইয়া তৎসমুদয় একত্রিত হউক।” পরে জপ সমর্পণ ও ভক্তি পূর্ব্বক স্তব ও নমস্কার করিয়া গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মনুষ্যগণ মাসচতুষ্টয় মাসত্রিতয় ত্র্যহ বা একাহ সাধ্য নিয়ম গ্রহণ করিবে। অনন্তর ব্রতী দেবদেবেশর প্রণতি পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিয়া কুণ্ড সমীপে গমন করত বহ্নি স্থিত শিবেও এইরূপে পবিত্র চতুষ্টয় সমারোপ করিয়া পুষ্প ধুপাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক অন্তর্বলি ও পবিত্র রুদ্রাদির উদ্দেশে নিবেদন ও অন্তঃ প্রবেশ পূর্ব্বক শিবের স্তব ও প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। অনন্তর পায়স দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম ও পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক বহ্নিস্থ শিব বিসর্জ্জন করিবে। পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া অগ্নিরোধ পূর্ব্বক অগ্ন্যাদির উদ্দেশে আহুতি চতুষ্টয় প্রদান করিয়া দিক পালের উদ্দেশে পবিত্রর সহিত বহির্বলি এবং প্রমাণ ও পবিত্রয় সহিত সিদ্ধান্ত পুস্তক দ্বয় প্রদান করিবে। ওঁ হাঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ হাঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ হাঁ স্বঃ স্বাহা ওঁ হাঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। এইরূপে মহা-ব্যাহৃতি হোম করিয়া ওঁ হাঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ হাঁ সোমায় স্বাহা ওঁ হাঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা ওঁ হাঁ অগ্নয়েস্বিষ্ট কৃতে স্বাহা এই সকল মন্ত্র দ্বারা আহুতি চতুষ্টয় প্রদান করিবে।

অনন্তর বস্ত্রভূষণাদিদ্বারা বিস্তার রূপে শিবের ন্যায় গুরুর অর্চ্চনা করিবে। যেহেতুক পরমে-শ্বর বলিয়াছেন যে যাহার প্রতি গুরু সম্যক রূপে সন্তুষ্ট থাকেন তাহার সম্বৎসরকৃত সমস্ত

ক্রিয়া কাণ্ড সফল হয়। এইরূপে গুরুর হৃদয়াক্ষিত ভাবে পবিত্রক সমারোপ করিয়া ব্রাহ্মণাদি ভোজন ও তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি দান করিয়া "হে শিব! এই দানে আপনি আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকুন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাতঃকালে ভক্তিপূর্ব্বক স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অষ্টসংখ্যক পবিত্রক ভগবান্ শম্ভুর নিমিত্ত আহরণ এবং পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার পূজন সম্পাদন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় বিস্তাররূপে পবিত্র সমারোপ ও প্রণাম করিয়া অগ্নিকুণ্ডে শিবযজ্ঞ সম্পাদন করিবে। অনন্তর অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। পরে ভোগাভিলাষী মহেশ্বরের কর্ম্ম সমর্পণ করত "হে নাথ তোমার প্রসাদে এই সম্পাদিত কার্য্য আমার সম্বন্ধে ফল সাধক হউক" মোক্ষাভিলাষী "হে জগদীশ্বর! এই নিষ্পাদিতকর্ম্ম আমার সম্বন্ধে যেন বন্ধন হেতু না হয়" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বহ্নিস্থ শিব হৃদয়স্থ শিবে নাড়ী যোগে সংস্থাপন করত অগ্নিবিসর্জ্জন করিবে। পরে আচমন করিয়া কুম্ভস্থিত জলমধ্যে হস্ত প্রবেশ পূর্ব্বক শিবে সংযোজন করত আক্ষেপের সহিত ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। পরে লোকপালাদি বিসর্জ্জন করিয়া শিব সমীপ হইতে পবিত্র গ্রহণ করত যদি চণ্ডেশ্বর থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পূজা পূর্ব্বক পবিত্র দান করিয়া পবিত্রের সহিত সেই নির্ম্মাল্যাদি তাঁহাতে সমর্পণ করিবে। অথবা স্থণ্ডিলে যথাবিধি চণ্ডের অর্চ্চনা করিয়া "হে চণ্ডনাথ! বর্ষনিষ্পন্ন যে কোন কার্য্য আমাকর্ত্তৃক ন্যূনাধিক রূপে কৃত হইয়া থাকে তৎসমুদয় তোমার আজ্ঞা ক্রমে পরিপূর্ণ হউক" এইরূপে দেবেশ চণ্ডেশ্বরকে বিজ্ঞাপন করত প্রণাম ও স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। পরে ত্যক্ত নির্ম্মাল্য ও শুদ্ধ হইয়া মহেশ্বরের স্নান সম্পাদন করিয়া পঞ্চযোজন সংস্থ হইয়াও গুরুসন্নিধানে পবিত্র যাজন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে পবিত্রারোহণ নামক অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দমনকারোহণ বিধি।

ঈশ্বর বলিলেন দমনকারোহণ বিধি পূর্ব্বের ন্যায় যে প্রকার আচরণ করিবে তাহা বলিব। পুরাকালে হরকোপ সমুদ্ভূত ভৈরব দেবগণের দমন করিলে ভগবান্ ত্রিপুরারি "তুমি বৃক্ষ হও" এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলে তৎকর্ত্তৃক প্রসাদিত মহেশ্বর বলিলেন যে মনুষ্য তোমার পূজা করিবে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে কথনই ইহার অন্যথা হইবেক না। সপ্তমী বা ত্রয়োদশী তিথিতে সংযতাত্ম হইয়া দমনকের পূজা করিয়া মন্ত্রবিৎ যজমান ভব বাক্য দ্বারা বৃক্ষের বোধন করিবে। হর প্রসাদ সম্ভূত আপনি এই স্থলে সন্নিধান করুন শিবকার্য্যের উদ্দেশে শিবাজ্ঞা অনুসারে আপনাকে লইয়া যাইব" এইরূপে বোধন করিয়া গৃহে আমন্ত্রণ ও সায়াহ্নে অধিবাসন করত সূর্য্য শঙ্কর ও পাবকের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া দেবতার পশ্চিমদিকে ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকাযুক্ত করিয়া সংস্থাপন করিবে। বামদিকে বা মস্তক সমীপে নাল উত্তরদিকে ধাত্রী দক্ষিণে ভগ্নপত্র পূর্ব্বদিকে পুষ্প এবং এলাফল সহিত ফল মূলাদি রক্ষা করিবে। অনন্তর ঈশানকোণে শিবপূজা পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের শাখা অর্থাৎ মূল জাল

পত্র পুষ্প ও ফল অঞ্জলি সংস্থ করিয়া আমন্ত্রন করত শিবমস্তকে বিন্যাস করিবে। 'হে দেবেশ! প্রাতঃকালে আমাকর্ত্তৃক আপনি আমন্ত্রিত হইয়াছেন হে প্রভো! তোমার আজ্ঞাক্রমে যেন আমি তপস্যার ফল সম্পূর্ণ লাভ করিতে পারি" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা পাত্রস্থ শেষ পবিত্র সমস্ত আচ্ছাদন করত পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাদি সম্পাদন পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা জগদীশ্বরের অর্চ্চনা ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করিয়া দমনক দ্বারা পূজা করিবে। পরে অঞ্জলি গৃহীত অবশিষ্ট দমনক দ্বারামূলাদি চতুর্থ্যন্তঈশ্বরান্ত আত্ম বিদ্যা ও শিব তত্ত্বে অর্চ্চনা এবং ওঁ হেঁৗ মথেশ্বরায় মথং পূরয় পূরয় শূলপাণয়ে নমঃ। এই বলিয়া চতুর্থ দমনকাঞ্জলি প্রদান করিবে। অনন্তর শিববহ্নি ও গুরুর বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিয়া 'হে ভগবন্! মৎকর্ত্তৃক যে সমস্ত কার্য্য হীন বা অতিরিক্ত রূপে কৃত হইয়াছে তৎসমস্ত দামনক কার্য্য সম্পূর্ণ হউক" এইরূপ প্রার্থনা করিবে। এবম্প্রকারে কার্য্য সম্পাদন করিলে সমস্ত চৈত্রমাসোত্থ ফল লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দমনকারোহণ বিধি নামক উনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সময় দীক্ষা বিধান।

ঈশ্বর বলিলেন, ভোগ ও মোক্ষপ্রদ সর্ব্বপাপ প্রণাশন দীক্ষা কার্য্য বলিব যাহাতে মনুষ্যগণ চিত্তের মল ও মায়াদি পাশ হইতে বিশ্লেষী কৃত হয়। যাহা দ্বারা শিষ্যের জ্ঞান জন্মায় তাহাই ভোগ ও মোক্ষপ্রদা দীক্ষা জানিবে। শাস্ত্রে অনুগ্রাহ্য অর্থাৎ শিষ্য ত্রিবিধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে প্রথম বিজ্ঞাতকল নামক দ্বিতীয় প্রলয়াকল তৃতীয় সকলনামক জানিবে তন্মধ্যে প্রথম মল মাত্রযুক্ত দ্বিতীয় মলকর্ম্ম হইতে মুক্ত অপর সকল নামক সাধক কলাদি ভূমি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তত্ত্বাদি যুক্ত হন। দীক্ষা ও দ্বিবিধা নিরাধারা ও সাধারা তন্মধ্যে নিরাধারা বিজ্ঞাতকল ও প্রলয়াকল উভয়েরই হয় এবং সাধারা কেবল সকলেরই হইতে পারে। আধার নিরপেক্ষ শম্ভু পরিচর্য্যা ও তীব্রশক্তি নিপাতন দ্বারা যে দীক্ষা হয় তাহাকে নিরাধারা বলে। গুরু মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মায়া তীব্রাদি ভেদে শক্তিদ্বারা যে দীক্ষা মহেশ্বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাকে সাধিকরণা বলে। এই দীক্ষা পুনরায় সবীজা ও নির্ব্বীজা সাধিকারা ও অনধিকারা রূপে বিভক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধা হইয়াছে। সময় ও আচার যুক্তাসবীজা দীক্ষা মনুষ্যগণের হয়। অসমর্থ ব্যক্তির সময় ও আচার রহিতা যে দীক্ষা তাহাকে নির্ব্বীজা বলে। সাধক এবং আচার্য্য উভয়েরই নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মে যে দীক্ষা দ্বারা অধিকার জন্মায় তাহার নাম সাধিকারাদীক্ষা নির্ব্বীজদীক্ষিত ব্যক্তির আমার এবং মৎপুত্রদ্বয়ের নিত্য কার্য্যমাত্রে অধিকারিত্ব হেতুক নিরধিকারিকা নামক দীক্ষা হয়। এই দ্বিধা দীক্ষা প্রত্যেকে দ্বিরূপা হয় তন্মধ্যে একা ক্রিয়াবতী কুণ্ড মণ্ডল পূর্ব্বিকা অপরা মনোব্যাপার মাত্রসাধ্যা জ্ঞানবতী নামে প্রসিদ্ধা। লব্ধাধিকার আচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপে দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়। হে কার্ত্তিকেয়! গুরু যেরূপে দীক্ষিত করিবেন তাহা বলা হইতেছে। কৃত নিত্য ক্রিয় প্রণবার্ঘকর গুরু দ্বারদেবতাগণের অর্চ্চনা বিঘ্নাপসারণ ও দ্বারাগ্রভূমি অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট

হইয়া ভুত শুদ্ধ্যাদি মন্ত্র যোগ যথাবিধি সম্পাদন করিয়া তিল তণ্ডুল সিদ্ধার্থ কুশ দূর্ব্বা অক্ষত উদক ও ক্ষীরাদি দ্বারা বিশেষার্ঘ্য স্থাপন এবং তজ্জল দ্বারা দ্রব্য আসন ও আত্মশুদ্ধি তিলক সম্পাদন পূজা মন্ত্রশুদ্ধি ও পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চগব্য শোধনকরিয়ালাজচন্দন সিদ্ধার্থ ভস্ম দুর্ব্বা অক্ষত ও কুশরূপবিকির এবং সধূপ শুদ্ধ লাজ অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত ও অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত কবচ (হুঁ) মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠিত নানা প্রহরণাকার বিঘ্ন সমূহ বিনিবারক এই সমস্ত দ্রব্য সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত করিবে। তাল পরিমিত অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার বিস্তার দেশ পরিমিত ষট্‌ত্রিংশত্ দর্ভদল নির্ম্মিত শিবাস্ত্রমন্ত্র দ্বারা সপ্ত জপ্ত বেণী জ্ঞান খড়্গ ও শিবরূপ,আত্মাতে বিন্যাস করিয়া আধার পদ্মে সৃষ্টি ক্রমে অভীপ্সিত নিষ্কল শিব বিন্যাস করিয়া শিবোঽহং এই রূপ চিন্তা করিবে। পরে মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ী) বদ্ধ করিয়া নিজ দেহ গন্ধ ও অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া যথাবিধি শিবপূজা করিবে ঐ রূপ ভাস্বর শিব মস্তক শিবমন্ত্র দ্বারা নিজ মস্তকে বিন্যাস করিয়া শিব হইতে অভিন্ন আত্মা ও কর্ত্তা চিন্তা করিয়া মণ্ডলে কর্ম্ম সাক্ষী,কলসে যজ্ঞ রক্ষক, বহ্নিতে হোমাধিকরণ, শিষ্যে পাশ বিমোচক, স্বীয় আত্মাতে অনুগ্রহকর্ত্তা এইরূপ ষড়াধার ঈশ্বর আমি এবম্প্রকার স্থিরতরভাবে চিন্তা করিয়া জ্ঞানখড়্গ হস্তে নৈঋতাভিমুখ হইয়া অর্ঘ্য জল ও পঞ্চ গব্য দ্বারা যাগমণ্ডপ প্রোক্ষণ ও চতুষ্পথান্ত সংস্কারক ঈক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া তথায় বিকির সকল বিক্ষেপ করত কুশ মুষ্টি গ্রহণ করিয়া উহা ঈশান কোণে বর্দ্ধনীর আসন কল্পনার্থ বিন্যাস করিবে। অনন্তর নৈঋতে বাস্তুদেবের দ্বারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে পশ্চিম দিকে রত্ন পূরিকা মণ্ডপরূপিণী সজলবস্ত্র ও সরত্ন ধান্যোপরি পশ্চিমাস্য স্থিতা দেবীর পূজা ঈশান কোনস্থ কুম্ভে শম্ভুর ও কুম্ভের দক্ষিণে শক্তির পশ্চিমে সিংহস্তা খড়্গরূপিণী বর্দ্ধনীর এবং পূর্ব্বাদি দিকে প্রণবস্থ বিষ্ণুস্ত ইন্দ্রাদি দিকপালের বাহন ও আয়ুধর সহিত প্রণবাদি নমোন্ত স্ব স্ব নাম দ্বারা পূজা করিয়া কুম্ভের অগ্রভাগে অবিচ্ছিন্ন জলধারা দ্বারা প্রদক্ষিণ ক্রমে বেষ্টন করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করত লোকপালগণকে শিবাজ্ঞা শ্রবণ করাইবে "যথাযোগ্য কুম্ভ রক্ষা করুন" কুম্ভ ও বর্দ্ধনী ধারণ করিয়া এইরূপ বলিবে। অনন্তর স্থিরাসন কুম্ভে অঙ্গদেবতার সহিত শঙ্করের পূজা করিয়া পথসংশোধন পূর্ব্বক বর্দ্ধনীতে অস্ত্র পূজা করিবে। ওঁ হঃ অস্ত্রাসনায় হুঁ ফট। ওঁ ওঁ অস্ত্র মূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ হুঁ ফট পাশুপতাস্ত্রায় নমঃ। ওঁ ওঁ হৃদয়ায় হুঁ ফট নমঃ। ওঁ শ্রীঁ শিরসে হুঁ ফট নমঃ। ওঁ যঁ শিখায়ৈ হুঁ ফট্ নমঃ। ওঁ গঁ কবচায় হুঁফট নমঃ। ওঁ ফট অস্ত্রায় হুঁ ফট নমঃ। সদংষ্ট্র চতুর্বক্ত্র শক্তি মুদ্গর ত্রিশূল ও অসির সহিত কোটি সূর্য্যসম প্রভ অস্ত্র চিন্তা করিয়া লিঙ্গ মুদ্রা দ্বারা ভগলিঙ্গ সমাযোগ বিধান করিবে।

পরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুম্ভ এবং হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত মুষ্টি দ্বারা অস্ত্রবর্দ্ধনী স্পর্শ করিবে। ভোগ ও মোক্ষার্থ প্রথমে মুষ্টি দ্বারা বর্দ্ধনী স্পর্শ অবশ্য কর্ত্তব্য। কুম্ভের মুখ রক্ষার নিমিত্ত জ্ঞান খড়্গ সমর্পণ ও শতসংখ্যক মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে তদ্দশাংশ বর্দ্ধনীতে জপ করিয়া রক্ষা মন্ত্র দ্বারা বিজ্ঞাপন করিবে। "হে ভগবন্! হে জগন্নাথ! হে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর! আপনি যত্নপূর্ব্বক এই যজ্ঞমন্দির রক্ষা করুন।" অনন্তর বায়ুকোণে প্রণ-

বস্থ চতুর্বাহু প্রমথগণের অর্চ্চনা করিবে। স্থণ্ডিলে শিবপূজা করিয়া অর্ঘের সহিত কুণ্ডে গমন করিয়া তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া মন্ত্রতৃপ্তির নিমিত্ত অর্ঘ্যগন্ধ ও ঘৃতাদি বিন্যাস ও বামে এবং দক্ষিণে সমিধ দর্ভ ও তিলাদি রক্ষা করিবে। কুণ্ডবহ্নিতে শ্রুগাজ্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় সংস্কার করিয়া ঊর্দ্ধবক্ত্রের মুখ্যতা চিন্তা করিবে। পরে বহ্নিহৃদয়ে শিবযজ্ঞ করিয়া নিজমূর্ত্তি শিবকুম্ভ স্থণ্ডিল অগ্নি এবং শিষ্যতে সৃষ্টি ন্যাস দ্বারা বিন্যাসকরত যথাবিধি শোধনচিন্তা করিবে। দেবমুখস্বরূপ কুণ্ড চিন্তা করত হৃন্মন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিবে। অগ্নির সপ্ত জিহ্বার বীজ সকল হোমার্থ উক্ত হইয়াছে। বিরেফ অন্তিম বর্ণদ্বয় রেফ ও ষষ্ঠ স্বরান্বিত চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার যথাক্রমে বীজ জানিবে। হিরণ্যা, কণকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, অতিরিক্তা ও বহুরূপা এই অগ্নির সপ্তজিহ্বা ঈশান কোণ পূর্ব্বদিক অগ্নিকোণ ও পশ্চিমবক্ত্রা নির্দ্দিষ্টা আছে। শান্তিক ও পৌষ্টিক কার্য্যে ক্ষীরাদি মধুর দ্রব্য দ্বারা হোম কর্ত্তব্য। অভিচার কার্য্যে পিণ্যাক ফল সক্তু কঞ্চুক অর্থাৎ ক্ষীরিশ বৃক্ষ, কাঞ্জিক (লতা বিশেষ) লবণ রাজিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ সরিষা তক্র (ঘোল) কটুতৈল ও কণ্টকবৃক্ষোদ্ভব বক্র সমিধ দ্বারা ক্রোধভাষণ মন্ত্রোচ্চারণ করত হবন কার্য্য সম্পাদন করিবে। কদম্ব কলিকাদি দ্বারা হোম করিলে নয়ন সিদ্ধিলাভ হয়। বশীকরণ ও আকর্ষণ কার্য্যে বন্ধূক ও কিংশুকাদি দ্বারা হোম কর্ত্তব্য। রাজ্যকামী ব্যক্তি বিল্ব সমিধে হোম করিবে। লক্ষ্মী অভিলাষী জনগণ পাটল ও চম্পক সমিধ দ্বারা হোম কার্য্য করিবে। চক্রবর্ত্তিত্ব কামনায় পদ্মকাষ্ঠ সমিধ দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। সম্পত্তিকামী ব্যক্তি ভোক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা হবন ক্রিয়া করিবে। ব্যাধি বিনাশ বাসনায় দূর্ব্বা সমিধে হোম কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রাণী বশীকরণার্থ প্রিয়ঙ্গু ও পাটলী পুষ্পদ্বারা হোম করিবে। আম্র পত্র হোমে জ্বরনাশ হয়। মৃত্যুঞ্জয় হোমে মৃত্যু জয় হয়। তিল হোম করিলে বৃদ্ধি হয় সর্ব্ব শান্তির নিমিত্ত রুদ্র শান্তি কর্ত্তব্য। অনন্তর প্রস্তুত বিষয় বলা হইতেছে অষ্টোত্তর শত আহুতি দ্বারা মূল দেবতার হবন কার্য্য সম্পাদন ও অঙ্গদেবতার হোমে তাহার দশাংশ আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর বক্ষ্যমান মন্ত্র দ্বারা সন্তর্পণ ও পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণাহুতি প্রদান এবং শিষ্যের প্রবেশার্থ প্রতি শিষ্যে শত সংখ্যক জপ দুর্নিমিত্ত নিবারণ ও সুনিমিত্ত বিধানার্থ পূর্ব্বের ন্যায় মূলমন্ত্র দ্বারা শতদ্বয় হোম মূলাদি স্বাহান্ত অষ্ট অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা এক বার তর্পণ শিখাসম্পুটিত হুঁমন্ত্র ফড়ন্ত বীজ দ্বারা দীপন করিবে। ওঁ হৌঁ শিবায় স্বাহা ইত্যাদি তর্পণ মন্ত্র। ওঁ হুঁ হৌঁ স্ত্রীঁ শিবায় হুঁ ফট্ ইত্যাদি দীপন মন্ত্র। অনন্তর শিবচরণামৃত প্রক্ষালিত বর্ম্ম (হুঁ) মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠিত স্থালী অর্থাৎ চরুপাকপাত্র চন্দনাদি লিপ্ত করিয়া চরু পাকসিদ্ধির নিমিত্ত হুঁ ফট্ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কুশপত্রদ্বয় কটকের (পদকের) ন্যায় গলায় বন্ধন করত অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডলোপরি দত্তাসনে উক্ত মন্ত্র দ্বারা বিন্যস্ত ও মূর্ত্তী ভূত চিন্তা করত মানস পুষ্প দ্বারা বা বস্ত্র বদ্ধমুখ স্থালীতে বাহ্য পুষ্প দ্বারা শিবার্চ্চনা করিয়া কুণ্ড দক্ষিণে ন্যস্তা পশ্চিমাস্যা ন্যস্তাহঙ্কার বীজা বীক্ষণাদিদ্বারা শুদ্ধা ধর্ম্মাধর্ম্ম শরীরা মানুষাত্মক মন্ত্রাভিমন্ত্রিতা চুল্লীতে গোময় ও জলদ্বারা মার্জ্জিত স্থালী অস্ত্রমন্ত্র জপ করত আরোপ করিয়া অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত প্রাসাদ (হৌঁ)

মন্ত্র শতাভিমন্ত্রিত গব্য দুগ্ধ ও এক শিষ্য বিধানার্থ উহার পঞ্চ প্রসৃতি (হস্তকোষ) পরিমিত এবং তদধিক শিষ্যবিধানে শিষ্য সংখ্যানুসারে এক এক প্রসৃতি বর্দ্ধিতভাবে শ্যামাকাদিতণ্ডুল তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিমন্ত্র (রং) ও কবচ (হুঁ) মন্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত পূর্ব্বাস্য হইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত শিবাগ্নিতে চরু পাক করিবে পরে চরু সুসিদ্ধ হইলে শ্রুব ঘৃতপূর্ণ করিয়া স্বাহান্ত সংহিতা মন্ত্র উচ্চারণ করত ঐ চুল্লীতে তপ্ত ঘৃত প্রদান করিয়া মণ্ডলে পবিত্র দর্ভোপরি অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা স্থালী সংস্থাপন করিয়া প্রণব দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিয়া হৃন্মন্ত্র (নমঃ) করণক তদ্দেহলেপন করিবে। এইরূপে শীতলঘৃত সংযোগে সুশীতল হইলে প্রতি শিষ্যে এক এক বার সংহিতা মন্ত্র দ্বারা কুণ্ড মণ্ডল পশ্চিমে ধর্ম্মাদি আসনে হোম করিবে। স্রুকদ্বারা সম্পাত হোম ও সংহিতা মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধি বিধান করত বষড়ন্ত উক্ত মন্ত্র দ্বারা একবার চরুস্পর্শ ও ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীভূত করিয়া স্থণ্ডিলস্থ ঈশ সমীপে আনয়ন করিবে। অনন্তর নিজ শিষ্য দিগের প্রত্যেকের চরু ভাগ দেবতা বহ্নি ও লোকপালাদির নিমিত্ত সাজ্য মধুযুক্ত করত ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া নমোস্ত হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত আচমনীয় প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করত সাজ্য চরুর দ্বারা অষ্টোত্তর শত হবন কার্য্য সম্পাদন ও যথাবিধি পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর কুণ্ডের পূর্ব্বে অথবা শম্ভু ও কুম্ভের মধ্যদেশে রুদ্র ও মাতৃগণাদির মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত অন্তর্বলি প্রদান পূর্ব্বক দেবতার সহিত আত্মার একত্ব চিন্তা করত আমি সর্ব্বব্যাপি ও সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণসম্পন্ন আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবোহহং এবং প্রকারে অহংকারী হইয়া যাগমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইবে। শস্ত্র মন্ত্র সম্পাদিত মণ্ডলোপরি পূর্ব্বাগ্র দর্ভে প্রণবাসনে কৃত স্নান শুক্লবস্ত্র পরিধায়ি মোক্ষকামী উদঙ্মুখ ও ভোগাভিলাষী শিষ্য পূর্ব্বাস্য উপবিষ্ট হইলে গুরু মোক্ষার্থী শিষ্যর চরণাদি শিখা পর্য্যন্ত ও ভোগাভিলাষির বিলোম ক্রমে অর্থাৎ শিখাদি-চরনান্ত প্রসাদ দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করত শিষ্য শরীরে শৈবধাম বিস্তার পূর্ব্বক মন্ত্র স্নান সম্পাদন নিমিত্ত অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ করত পয়ঃ প্রোক্ষণ এবং পাপক্ষয় ও বিঘ্ন বিনাশ বাসনায় ভস্ম স্নান বিধানার্থ অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ করত সৃষ্টি সংহার যোগানুসারে ভস্ম দ্বারা তাড়ন পুনরায় অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা সকলী করণার্থ জলপ্রোক্ষণ অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ করত কুশাগ্র দ্বারা নাভির উর্দ্ধমার্জ্জন এবং অঘমর্ষণার্থ কুশ মূল দ্বারা নাভির অধোদেশ বারত্রয় স্পর্শ ও পাশের দৈবিধ্য বশতঃ অস্ত্র মন্ত্রে স্পর্শ করিয়া তাঁহার শরীরে আসনের সহিত সাঙ্গ শিব বিন্যাস পূর্ব্বক পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর দশাযুক্ত আমন্ত্রিত শ্বেত বস্ত্র দ্বারা নেত্র (বৌষট্) মন্ত্র বা হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত শিষ্য নেত্র বন্ধন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ক্রমে উহাকে শিবদক্ষিণে প্রবেশ করাইয়া সবস্ত্র আসন ও সুবর্ণ নিবেদন করাইয়া হৃৎপদ্মে সংহার মুদ্রাদ্বারা আত্মাতে শিব মূর্ত্তি নিরোধ পূর্ব্বক শোধিত শিষ্য শরীরে ন্যাসাদি বিধান করিয়া অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর গুরু পূর্ব্বাস্য শিষ্যর মস্তকে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করত শিব পদ দায়ক কল্যাণ জনক হস্ত প্রদান পূর্ব্বক উহাকে শিব সেবা গ্রহণোপায়স্বরূপ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করাইয়া শিব-

মন্ত্রে শিবে প্রক্ষেপ করাইবে। পরে শিষ্যের নেত্র বন্ধন অপনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যথাক্রমে শিব দেবগণানুগত সেই সেই পাত্রস্থান এবং মন্ত্রাঢ্য নাম অথবা স্বেচ্ছানুসারে নাম করণ সম্পাদন করিয়া কুম্ভ ও বর্দ্ধনীতে প্রণাম করাইয়া অনল-সমীপে দক্ষিণভাগে আসনোপরি উত্তরাস্য উপ-বেশন করাইবেন। পরে গুরু শিষ্যদেহ বিনি-ক্রান্তা সুষুম্না নাড়ী নিজ শরীরলীনা চিন্তা করত দর্ভ মূলদ্বারা অভিমন্ত্রিত দর্ভাগ্র তাহার দক্ষিণ করে বিন্যাস করিয়া তন্মূল আত্মজঙ্ঘায় ও তদগ্র ভাগ অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক শিবমন্ত্র উচ্চারণ করত রেচকসহকারে শিষ্যহৃদয়ে গমন করিয়া পূরকযোগে স্বকীয় হৃদয়ে আগমন ও পুনরায় শিব বহ্নিতে গমন এইরূপে নাড়ীসন্ধান করিবেন। অনন্তর শিবসন্নিধানার্থ হৃন্মন্ত্র দ্বারা আহুতিত্রয় প্রদানানন্তর শিবহস্ত স্থিরত্ব সম্পাদনার্থ মূলমন্ত্রকরণক শত সংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপ নিয়মে দীক্ষিত হইলে শিবার্চ্চনের যোগ্য হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সময়দীক্ষা কথন নামক
ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সংস্কারদীক্ষা কথন।

ঈশ্বর বলিলেন, হে ষড়ানন! অধুনা সংস্কার দীক্ষা বিধান বলিব। বহ্নিস্থ শিব নিজহৃদয়ে আবাহন করত হৃদয় সংশ্লিষ্ট আত্মা ও শিব উভয়ের অর্চ্চনা করিয়া হৃন্মন্ত্র দ্বারা তর্পণ করিবে। এবং উহাঁদিগের সন্নিধানার্থ ঐ মন্ত্র দ্বারা আহুতি পঞ্চক প্রদান পূর্ব্বক হৃন্মন্ত্র দ্বারা অস্ত্রাভিমন্ত্রিত কুসুম করণক শিশুরূপী আত্মার তাড়ন করিয়া দেদীপ্যমান তারকাকার চৈতন্য তথায় চিন্তা করত রেচক যোগে হুঁকার রব সহকারে যুক্ত চৈতন্য সংহার মুদ্রা দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক পূরকসহকারে হৃৎপদ্মে বিন্যাস করিয়া উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা হৃন্মন্ত্র সম্পুটিত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত রেচক সহকারে বাগীশ্বরী যোনিতে উহা নিক্ষেপ করিবে। ওঁ হাঁ হাঁ হাঁ আত্মনে নমঃ। এই মূলমন্ত্র এস্থলে নির্দ্দিষ্ট আছে।

জাজ্বল্যমান প্রদীপ্ত নির্ধূম পাবকে হবন কার্য্য সম্পন্ন হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয়। অপ্রবৃদ্ধ সধূম বহ্নিতে হোম করিলে কার্য্যসিদ্ধি কদাচ হয় না। স্নিগ্ধ প্রদক্ষিণাবর্ত্ত সুগন্ধি অনল হোমকার্য্যে শুভ-সূচক এবং বিপরীত স্ফুলিঙ্গবিশিষ্ট ও ভূমিস্পৃষ্ট শিখ অর্থাৎ অবনত শিখবহ্নি প্রশস্ত ফলসাধক। এবমাদি চিহ্নিত বহ্নিতে হোম করিলে শিষ্যের পাপক্ষয় অথবা বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত পাবকে আহুতি প্রদান করিলে শিষ্য ক্ষয় হয়। দ্বিজত্ব সম্পাদনার্থ রুদ্রাংশ ভাবনার্থ আহারবীজসংশুদ্ধি বিধানার্থ ও গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনার্থ মূলমন্ত্র দ্বারা পঞ্চশত হোম করিবে। এস্থলে শিথিলীভূত বন্ধ আত্মার রুদ্রপুত্রত্ব সম্পাদনার্থ শক্তিতে যে উৎকর্ষণ বিধান তাহার নাম গর্ভাধান, নিজ অন্তঃ-করণে আত্মগুণত্রয়ের যে প্রকাশ তাহাকে পুংসবন বলে। মায়া ও আত্মার বিবেকজ্ঞানের নাম সীমন্ত বর্দ্ধন। শিবাদি তত্বশুদ্ধির স্বীকার তাহাকে জনন বলে। শিবত্বের যোগ্য আত্মায় যে শিব বোধ-রূপ নামকরণ করিবে।

অনন্তর সংহার মুদ্রা দ্বারা স্ফুরদ্ বহ্নি কণো-পম আত্মাকে গ্রহণ করিয়া নিজ হৃৎপদ্মে সংস্থা-পন করিয়া কুম্ভকযোগে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত

হৃদয়ে আত্ম ও শিবের সমবশীভাব করিবে। পরে উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করিয়া রেচক সহকারে ব্রহ্মাদি কারণ ত্যাগক্রমে শিবান্তে লইয়া যাইবে। অনন্তর বিধানজ্ঞ গুরু হৃন্মন্ত্র সম্পুটিত মূল মন্ত্রোচ্চারণ করত রেচক সহকারে শিষ্যের হৃদয়াম্ভোজ কর্ণিকায় নিক্ষেপ করিবে। তৎকালে গুরু শিব ও বহ্নির যথোচিত পূজা করিয়া শিষ্য কর্ত্তৃক স্বয়ং প্রণাম প্রাপ্ত হইয়া নিয়ম সকল শিষ্যকে শ্রবণ করাইবে। দেব ও শাস্ত্রনিন্দা কদাচ করিও না, নির্ম্মাল্যাদি লঙ্ঘন অত্যন্ত নিষিদ্ধ, শিব অগ্নি ও গুরু পূজা যাবজ্জীবন করিবে। বালক, মূর্খ, বৃদ্ধ, স্ত্রী, ভোগী, ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে যথাশক্তি ধন ও অন্নাদি প্রদান করিবে। ইত্যাদি নিয়ম গুরু বক্তু হইতে শিষ্য শ্রবণ করিয়া সতর্কভাবে প্রতিপালন করিবে। এবং সমর্থ হইলে ভূতাঙ্গ জটাভস্মদণ্ড কৌপান ও সংযম অর্থাৎ রজ্জু প্রদান করিবে। অনন্তর ঈশানাদি অর্থাৎ হৌঁ এই বীজাদি বা হৃদাদি মূল মন্ত্র যথাক্রমে জপ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাহান্ত সংহিতামন্ত্র পাঠ করত হোম করিয়া পাত্রে আরোপ করত স্থণ্ডিলে শ্বরকে দর্শন করাইয়া রক্ষার্থ ঘটের নিম্নদেশে ক্ষণকাল স্থাপন করিয়া গুরু শিব সন্নিধানে আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ব্রতীকে মন্ত্র প্রদান করিবেন। এইরূপে সময় দীক্ষায় দীক্ষিত মানগণ বহ্নিহোম ও আগম জ্ঞানাধিকারি হয়েন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে সংস্কারদীক্ষা কথন নামক একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নির্ব্বাণদীক্ষা কথন।

ঈশ্বর বলিলেন নির্ব্বাণ দীক্ষায় পাশবন্ধন শক্তি রক্ষার্থ বা তাড়নাদি নিমিত্ত মূল মন্ত্রাদি দ্বারা দীপন করিবে। প্রত্যেক কার্য্যে মন্ত্র দ্বারা এক এক বা তিন তিন আহুতি প্রদান করিবে। প্রণবাদি বীজগর্ভ শিখার্দ্ধ হুঁ ফড়ন্ত মন্ত্র অর্থাৎ ওঁ হূ হেঁী হেঁী হুঁ ফট এই মূল মন্ত্র দ্বারা দীপন, সমস্ত ক্রূর কার্য্যে হৃদয়মুখ ও শিরোদেশে প্রত্যেকে ওঁ হুঁ হেঁী হেঁী হূ ফট এই মন্ত্র দ্বারা দীপণ করিবে। শান্তিক এবং পৌষ্টিক কার্য্যে ঐ মন্ত্রের আদ্যন্তে বষট যুক্ত করিরা দীপন কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকার কাম্যকর্ম্মে ও আপ্যায়নাদিসমস্ত কার্য্যে বষট ও বৌষট মন্ত্র সম্বর দ্বারা হবন কার্য্য করিবে। অনন্তর নিজ বাম ভাগস্থ মণ্ডলে উপবিষ্ট পবিত্র শরীর শিষ্যকে পূজা করিয়া সুষুম্নানাড়ী রূপ চিন্তিত সূত্র মূলমন্ত্রদ্বারা তাহার শিখা হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তার করত সংহার মুদ্রাদ্বারা মুমুক্ষুপুরুষশিষ্যর শরীর দক্ষিণ ভাগে ও স্ত্রী শিষ্যর শরীর বামভাগে বন্ধন করিবে। অনন্তর শিষ্য মস্তকে শক্তি মন্ত্র দ্বারা শক্তি পূজা করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত সংযোজিত করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা নাড়ী গ্রহণ করত সূত্রে বিন্যাস পূর্ব্বক হৃন্মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চন ও রুদ্র (হেঁী) মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া সন্নিধানার্থ হৃন্মন্ত্র দ্বারা আহুতিত্রয় প্রদান করিবে। শক্তি বিষয়েও এইরূপ জানিবে। ওঁ হা বর্ণাধ্বনে নমো হাঁ ভবনাধ্বনে নমঃ। ওঁ হাঁ কলাধ্বনে নমঃ এই মন্ত্রে পথশোধন করিয়া সূত্রোপরি উপবিষ্ট শিষ্যকে অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণকরত জলপ্রোক্ষিত করিবে।

অনন্তর গুরু পুষ্পদ্বারা শিষ্যহৃদয় তাড়ন করিয়া তদ্দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক হংসবীজস্থ চৈতন্য ওঁ হৌঁ হুঁ ফট এই মন্ত্রে রেচক যোগে বিশ্লিষ্ট করিয়া "হ্রাঁ হ্রঁ স্বাহা" এই মন্ত্রে শক্তিসূত্র দ্বারা আচ্ছেদ করত নাড়ীভূত-সূত্রে সংহার মুদ্রা দ্বারা নিযোজিত করিবে। পরে ওঁ হ্রাঁ হ্রঁ হ্রাঁ অত্মনে নম এই মন্ত্র শিষ্যশরীরে ব্যাপক ন্যাস ও কবচ (হুঁ) মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিবে। পরে সন্নিধি হেতুক হৃন্মন্ত্রদ্বারা আহুতিত্রয় প্রদান করিয়া বিদ্যাদেহ বিন্যাস করত শান্ত্যতীতাবলোকন করিবে। অনন্তর তৎশরীরে ইতর তত্ত্বাদি মন্ত্র ভূত চিন্তা করিয়া ওঁ হ্রাঁ শান্ত্যতীত কলাপাশায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা অবলোকন কর্ত্তব্য। সিতা শান্ত্যতীতা হইলে দুই তত্ত্ব মন্ত্র ও পদ এক ষোড়শ বর্ণ অষ্ট ভুবন বীজনাড়ী দ্বয় বিষয় এবং গুণ এক সদাশিব রূপ কারণ অন্তর্ভাবনা করিয়া প্রপীড়ন করিবে। ওঁ হৌঁ শান্ত্যতীত কলাপাশায় হুঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত সংহারমুদ্রাদ্বারা সূত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে বিধান ও পূজা করিয়া সন্নিধানের নিমিত্ত আহুতিত্রয় প্রদান করিবে। কৃষ্ণা শান্ত্যতীতা হইলে দুই তত্ত্ব অক্ষরদ্বয় বীজনাড়ীদ্বয় গুণদ্বয় মন্ত্রদ্বয় ও অজস্থ এক ঈশ্বর বিষ্ণু কারণ দ্বাদশ পদ সপ্তদশ ভুবন এক বিষয় চিন্তা করিয়া প্রপীড়ন করত গ্রহণ করিয়া মুখ সূত্রে নিয়োজিত করিবে। পরে সান্নিধ্য হেতুক নিজ বীজ দ্বারা আহুতিত্রয় প্রদান করিবে। বিদ্যা শান্ত্যতীতা হইলে সপ্ত তত্ত্ব এক-বিংশতি পদ ষড় বর্ণ এক সঞ্চর নাড়িকা পঞ্চবিংশতি ভুবন গুণত্রয় এক বিষয় রুদ্ররূপ কারণ অন্তর্ভাবনা করিবে। এতদতিরিক্তা শান্ত্যতীতা হইলে বীজ নাড়ীদ্বয় দ্বাবিংশতিপদ ষষ্টিসংখ্যক ভুবন ও কলা গুণচতুষ্টয় মন্ত্রত্রয় এক বিষয় কারণ হরি অন্তর্ভাবনা করিয়া গুরু প্রতিষ্ঠা বিহিত তাড়নাদি করত সন্নিধানার্থ আহুতিত্রয় প্রদান করিবে। নিবৃত্তি পীত বর্ণা হইলে হ্রঁ বীজাত্মক শত সংখ্যক ভুবন অষ্টাবিংশতিপদ বীজনাড়ীদ্বয় ইন্দ্রিয়দ্বয় বর্ণ তত্ত্ব ও বিষয় এক এক পঞ্চগুণ মন্ত্রস্থ ব্রহ্মাণ্ড কারণ ও শম্বর চতুষ্টয় অন্তর্ভাবনা করিয়া তাড়ন করিবে। প্রথমে তত্ত্বভাগান্ত সূত্রে দেবতা বিন্যাস করিয়া পূজা ও সন্নিধানার্থ পাবকে আহুতিত্রয় প্রদান করিবে। অনন্তর গুরু শিষ্য শরীর হইতে এইরূপে কলা সূত্রগ্রহণ পূর্ব্বক সবীজা দীক্ষা বিষয়ে সময়াচার যথানুসারে যোজিত করিবে। দেহারম্ভক বীজ রক্ষার্থ, মন্ত্র সিদ্ধি ফল হেতুক, ইষ্টাপূর্ত্তাদিধর্ম্মার্থ ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত চৈতন্যবোধক সূক্ষ্ম পরমাত্মাকে কলান্তরে চিন্তা করিয়া এইরূপে তর্পণ ও দীপন করত স্ব স্ব মন্ত্রে তিনতিন আহুতি প্রদান করিবে। ওঁ হৌঁ শান্ত্যতীত কলাপা-শায় স্বাহা ইত্যাদি তর্পণ মন্ত্র। ওঁ হ্রাঁ হ্রঁ হ্রাঁ শান্ত্যতীত কলাপাশায় হুঁ ফট ইত্যাদি দীপন মন্ত্র ব্যাপ্তি বোধের নিমিত্ত ঐ সূত্র কুঙ্কুম ও আজ্য লিপ্ত করিয়া পঞ্চকলা স্থানে বিন্যাস পূর্ব্বক তদু-পরি সাঙ্গ শিব পূজা করিবে। অনন্তর হুঁ ফড়ন্ত কলা মন্ত্র দ্বারা পাশ সকল যথাক্রমে ভেদ করিয়া নমোন্ত তন্মন্ত্র দ্বারা অন্তঃপ্রবেশ করিয়া ওঁ হুঁ হ্রাঁ হৌঁ হ্রাঁ হুঁ ফট্ শান্ত্যতীত কলাং গৃহ্লামি এই মন্ত্র দ্বারা গ্রহণ ওঁ হুঁ হ্রাঁ হৌঁ হ্রাঁ হুঁ ফট শান্ত্যতীত কলাং বধ্নামি এই মন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। অনন্তর পুনঃ পাশাদির স্বীকার গ্রহণ ও বন্ধন করিবে। পরে পুরুষের প্রতি অশেষ ব্যাপার সিদ্ধির নিমিত্ত উপবেষণ পূর্ব্বক ঐ সূত্র শিষ্যস্কন্ধে নিবেশিত করিয়া বিস্তৃত পাপ

ক্ষয়ার্থ মূলমন্ত্র দ্বারা শত সংখ্যক হোম করিবে। পুরুষের সরাবে ও স্ত্রীলোকের প্রণীতা (যজ্ঞপাত্র বিশেষ) মধ্যে হৃম্মন্ত্র ও অস্ত্র মন্ত্র সম্পুটিত হৃন্মন্ত্রে অভ্যর্চ্চিত সাঙ্গ শিব সহিত সূত্র কলসের অধোদেশে নিধানানন্তর রক্ষার্থ বিজ্ঞাপন করিবে। শিষ্য হস্তে পুষ্প প্রদান করিয়া কলসাদিতে পূজা করত প্রণাম করাইয়া যাগমন্দির হইতে বহির্গত হইবে। অনন্তর গুরু মণ্ডল ত্রিতয় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় মুমুক্ষু শিষ্যকে উদঙ্মুখ ও ভোগাভিলাষি শিষ্যকে পূর্ব্বাস্য নিবিষ্ট করাইয়া প্রথমে কুশযুক্ত হস্তদ্বারা অর্চ্চিতানন্তরিত রূপে চুল্লকত্রয় পঞ্চগব্য প্রাশন করাইবে। পরে তৃতীয় মণ্ডপে গ্রাস ত্রিতয় বা অষ্ট গ্রাস পরিমিত দশন স্পর্শ বর্জ্জিতভাবে মোক্ষার্থী পলাশপুটকে এবং ভোগী পিপ্পল পত্রে হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত সম্যক ভোজন করাইয়া পবিত্র জলদ্বারা আচমন ও হৃন্মন্ত্র দ্বারা দন্তকাষ্ঠ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া শোভন প্রদেশে প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর ন্যূনাদি দোষ পরিহারার্থ মূল মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া স্থণ্ডিলেশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও বিসর্জ্জন করিবে। পরে চণ্ডেশর পূজা করিয়া নির্ম্মাল্য অপনয়ন পূর্ব্বক চরুশেষ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে অনন্তর কলসের ও লোকপালের পূজা করিয়া প্রমথগণ ও অগ্নির সহিত কলস ও লোক পালের বিসর্জ্জন করিবে। পরে যদি বাহ্য প্রদেশ লোকপাল রক্ষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বহিঃপ্রদেশে লোকপালের উদ্দেশে সংক্ষেপে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর ভস্মদ্বারা বা পবিত্র জলদ্বারা স্নান করিয়া যাগ মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্থ শিষ্যকে দর্ভশয্যায় পূর্ব্বশীর্ষ ও সুরক্ষিত ভাবে এবং যতি শিষ্যকে সভস্ম শয্যায় দক্ষিণ মস্তক বদ্ধ শিখ অস্ত্র ও সপ্তমানবকের সহিত স্থাপন করত স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার বহির্গমন করিবে। ওঁ হিলি হিলি ত্রিশূল পাণয়ে স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য ও চরু ভক্ষণ করিয়া দন্ত ধাবন করত আচমন করিয়া শিব চিন্তা করত পবিত্র শয্যা গ্রহণ পূর্ব্বক গুরু দীক্ষা গত ক্রিয়া কাণ্ড স্মরণ করত সমাবেশ করিবেন। এই সংক্ষেপে দীক্ষা ও অধিবাস বিধি কীর্ত্তিত হইল।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে নির্ব্বাণদীক্ষা প্রকরণে অধিবাসন নামক দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নির্ব্বাণ দীক্ষা বিধান।

ঈশ্বর বলিলেন, স্বপ্নে দধি আর্দ্র মাংস ও মদ্যাদি পান ভোজন গজাশ্বারোহণ ও শুক্লাংশুকাদি ধারণ শুভফল দায়ক এবং তৈলাভ্যঙ্গাদি হীন কার্য্য ও ঘোরদর্শন প্রভৃতি স্বপ্নে অশুভ ফলজনক জানিবে। অনন্তর গুরু প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি নিত্য কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক যাগমণ্ডপে প্রবেশ করত আচমন ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া আত্মশোধন ও শিবহস্ত আত্মাতে বিন্যাস করিয়া কুম্ভস্থ দেবগণের ইন্দ্রাদি লোক পালগণের যথাক্রমে অর্চ্চনা করিয়া মণ্ডলে বা স্থণ্ডিলে শিব পূজা ও তর্পণ বহ্নির অর্চ্চন মন্ত্র তর্পণ ও পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর দুঃস্বপ্ন দোষ পরিহারার্থ শস্ত্রমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া হুঁ সম্পুটিত মন্ত্র দ্বারা মন্ত্র দীপন করত স্থণ্ডিল ও কুম্ভের মধ্যে অন্তর্বলি বিধান পূর্ব্বক শিষ্য প্রবেশ নিমিত্ত লব্ধানুজ্ঞ হইয়া বহির্গমন করিবে। অনন্তর

তথায় নিয়মানুসারে মণ্ডলাদি প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্ববৎ নাড়ীরূপ দর্ভহস্তে সম্পাতহোম সম্পাদন করত তাঁহার সন্নিধানের নিমিত্ত মূল মন্ত্র দ্বারা আহুতিত্রয় প্রদানপূর্ব্বক কুম্ভস্থশিবের অর্চ্চনা করিয়া পাশসূত্র সমাহরণ করত নিজ দক্ষিণস্থ উর্দ্ধকায় অর্থাৎ দণ্ডায়মান অভ্যর্চ্চিত শিষ্যর শিখায় পাদাঙ্গুষ্ঠাবলম্বিতভাবে বন্ধন করিবে। পরে নিবৃত্ত্যাত্মক জগদীশ্বরের জগদ্ব্যাপ্তিস্থচিত্তে চিন্তা করত তাঁহাতে অষ্টাধিক শতভুবন বক্ষ্যমাণরূপে চিন্তা করিবে। কপাল অজ বুদ্ধ বজ্রদেহ প্রমর্দ্দন বিভূতি অব্যয় শাস্তা পিনাকী এবং ত্রিদশাধিপ এই দশটী পূর্ব্বদিকে। অগ্নি রুদ্র হুতাশী পিঙ্গল খাদক হর জ্বলন দহন বভ্রু ভস্মান্তক ও ক্ষপান্তক এই দশটী অগ্নি কোণে। মৃত্যুহর ধাতা বিধাতা কার্য্যরঞ্জক কাল ধর্ম্ম অধর্ম্ম সংযোক্তা ও নিয়োজক এই দশটী দক্ষিণদিকে। মারণহন্তা ক্রূর দৃষ্টি ভয়ানক উর্দ্ধাংশক বিরূপাক্ষ ধূম্র লোহিত ও দংষ্ট্রবান্ এই দশটী নৈঋতে। বল অতিবল পাশহস্ত মহাবল শ্বেত জয়ভদ্র দীর্ঘবাহু জলান্তক বড়বাস্য এবং ভীম এই দশটী বারুণে। শীঘ্র লঘু বায়ুবেগ সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ক্ষপান্তক পঞ্চান্তক পঞ্চশিখ কপর্দ্দী ও মেঘবাহন এই দশটী বায়ু কোণে। জটামুকুটধারী নানা রত্নধর নিধীশ রূপবান্ ধন্য সৌম্যদেহ প্রসাদকৃৎ প্রকাশ লক্ষ্মীবান্ ও কামরূপ এই দশটী উত্তরে। বিদ্যাধর জ্ঞানধর সর্ব্বজ্ঞ বেদপারগ মাতৃবৃত্ত পিঙ্গাক্ষ ভূতপাল বলিপ্রিয় সর্ব্ববিদ্যা ও বিধাতা সুখ দুঃখহর* এই দশটী ঈশানে। অনন্ত পালক ধীর পাতালাধিপতি বৃষ বৃষধর বীর্য্যগ্রসন সর্ব্বতোমুখ লোহিত এই দশ রুদ্র ফণিস্থিত অর্থাৎ অধোদিকে। শম্ভু বিভু গণাধ্যক্ষ ত্র্যক্ষ ত্রিদশবন্দিত সংহার বিহার লাভ লিপ্সু বিচক্ষণ অত্তা কুহক কালাগ্নিরুদ্র হাটক কুষ্মাণ্ড সত্য ব্রহ্মা এবং সপ্তম বিষ্ণু এই অষ্টাদশ রুদ্র কটাহাভ্যন্তরে স্থিত এই রুদ্রগণের নামই অষ্টোত্তরশত ভুবনের নাম জানিবে। পরে ভবোদ্ভব সর্ব্বভূত সর্ব্বভূতসুখপ্রদ সর্ব্বসান্নিধ্যকৃৎ ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র শরার্চ্চিত সংস্তুত পূর্ব্বস্থিত ওঁ সাক্ষিন্! ওঁ রুদ্রান্তক! ওঁ পতঙ্গ! ওঁ শব্দ! ওঁ সূক্ষ্ম! ওঁ শিব সর্ব্ব সর্ব্বদ! সর্ব্বসান্নিধ্যকর! ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র কর! ওঁ নমঃ শিবায় ওঁ নমোনমঃ। ইত্যাদি রূপে স্তবাদি করিবে। হে কার্ত্তিকেয়! অষ্টাবিংশতি পাদ ব্যোমব্যাপি মন্ত্র সদ্য হৃদ্ অস্ত্র নেত্র অর্থাৎ হৌঁ নমঃ ফট্ বৌ বট্ এই মন্ত্র। প্রণব ও মকার বীজ। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী প্রাণাপান উভয় বায়ু। ঘ্রাণ ও উপস্থ ইন্দ্রিয়। গন্ধাদি গুণ পঞ্চকের মধ্যে গন্ধ বিষয়। পীতবর্ণ বজ্রাঙ্ক চতুরস্র পার্থিব মণ্ডল ইহার বিস্তার কোটী যোজন। ইহারই অন্তর্গতা চতুর্দ্দশযোনি জানিবে তন্মধ্যে প্রথমা সর্ব্বদেব গণের দ্বিতীয়া মন্বাদি দেবযোনির তৃতীয়ামৃগ পক্ষী পশুর, সরীসৃপ গণের চতুর্থযোনি স্থাবর প্রভৃতি সমস্ত জীবগণের পঞ্চমযোনি, ষষ্ঠী অনামুষীযোনি, পৈশাচী রাক্ষসী যক্ষ বম্বন্ধীয়া ও গান্ধর্ব্বী সপ্তমযোনি ঐন্দ্র সৌম্য প্রাণেশ্বর ও ব্রাহ্ম অষ্টম যোনি। এই অষ্ট যোনির অধিকার স্থান পার্থিব তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় বুদ্ধিতে ভোগ এবং ব্রহ্মাকারণ জানিবে। অনন্তর জাগ্রদবস্থ সমস্ত ভুবনাদি গর্ভিতা নিবৃত্তি চিন্তা ও স্বমন্ত্রে নিয়োজিতা করিবে। ওঁ হাঁ হূঁ হাঁ নিবৃত্তিকলাপাশায় হূঁ ফট্। অনন্তর ওঁ হাঁ হাঁ। নিবৃত্তি কলাপাশায় স্বাহা এই মন্ত্রে পূরক সহকারে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা আকর্ষণ করত ওঁ হূঁ হূঁ।

* (সুখ দুঃখ জন্মমরণাদি সংসার বন্ধন নাসক অর্থাৎমোক্ষপ্রদ)

হূঁ নিবৃত্তি কলাপাপায় হূঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত সংহার মুদ্রা দ্বারা কুম্ভকযোগে অধঃস্থান হইতে গ্রহণ করিয়া ওঁ ওঁ হূঁ হাঁ নিবৃত্তি কলা-পাশায় নমঃ এই মন্ত্রে উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা রেচক সহকারে কুম্ভে সংস্থাপন করিয়া ওঁ হাঁ নিবৃত্তি কলাপাশায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ প্রদান পূর্ব্বক পূজা করত সন্নিধানের নিমিত্ত স্বাহান্ত উক্ত মন্ত্র দ্বারা বিমুখভাবে আহুতিত্রয় প্রদান ও সন্তর্পণাহুতিত্রয় প্রদান পূর্ব্বক ওঁ হাঁ ব্রহ্মণে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার আবাহন পূজা ও স্বাহান্ত উক্ত মন্ত্র দ্বারা সন্তর্পণ করিয়া হে ব্রহ্মণ! তোমার এই অধিকারে মুমুক্ষু এই তিষ্যকে দীক্ষিত করিব এই বিষয়ে আপনি অনুকূল হউন। এইরূপে ভগবান্ বিধি সন্নিধানে বিজ্ঞাপন করিবে। অনন্তর হৃন্মন্ত্র দ্বারা দেবী রক্ষা বাগী-শ্বরী ইচ্ছাজ্ঞানা ক্রিয়ারূপা ষড়বিধা এক কারণাত্মিকা দেবীর আবাহন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া অশেষ যোনি বিক্ষোভ কারণীভূতা বাগীশ্বরী দেবীর ঐরূপে পূজা ও তর্পণ করিবে। পরে হৃন্মন্ত্র সম্পুটীত অর্থ বীজাদি হূঁ ফড়ন্ত অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা শিষ্য হৃদয়ে তাড়ন করিয়া বিধানজ্ঞ গুরু তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করত তত্রস্থ বহ্নিকণোপম চৈতন্য নিবৃত্তিস্থ চৈতন্যের সহিত যুক্ত করিয়া পাশ-দ্বারা জ্যেষ্ঠের সহিত বক্ষ্যমানরূপে বিভিন্ন করিবে। ওঁ হাঁ হূঁ হঃ হূঁ ফট্। ওঁ হাঁ স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করত অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা পূরক সহকারে উহা আকর্ষণ করিয়া নিজ মন্ত্র দ্বারা গ্রহণ করত আত্মাতে যোজিত করিবে। ওঁ হাঁ হঁ হাঁ আত্মনে নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা পিতা মাতার সংযোগ চিন্তা করিয়া রেচক যোগে ঐ চৈতন্য ব্রহ্মাদিকারণ ত্যাগ ক্রমে শিবাস্পদে আনয়ন করিয়া গর্ভাধানার্থ উহা এক কালীন সর্ব্ব-যোনিহইতে গ্রহণ করত বামহস্তকৃত উদ্ভব মুদ্রাদ্বারা বাগীশ্বরী যোনিতে নিক্ষেপ করিবে। ওঁ হাঁ হাঁ হাঁ আত্মনে নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা পূজন ও পঞ্চধা তর্পণ করিয়া অন্য সমস্ত যোনিতে হৃন্মন্ত্র দ্বারা দেহ শুদ্ধি করিবে। ইহাতে স্ত্রী শরীরাদির ও সম্ভব হেতুক পুংসবন ক্রিয়া করিতে হয় না। সীমন্তোন্নয়ন ও করিতে হয়না যে হেতুক দৈব অঙ্গে দেহোৎপত্তি হয়। সর্ব্বপ্রাণির ঘৃণিত অপর অঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তক হইতে জন্ম চিন্তা করিবে। এবম্প্রকারে শিবমন্ত্রে উহাদিগের অধিকার চিন্তা করিয়া মোহরূপ বিষয়াত্মক শস্ত্র মন্ত্রের সহিত কবচ মন্ত্রের অভেদ চিন্তা করত লয় ভাবনা করিয়া শিবমন্ত্র উচ্চারণ করত ইন্দ্রিয় শুদ্ধি ও হৃন্মন্ত্র দ্বারা তত্ব শুদ্ধি করিবে। অনন্তর গর্ভা ধানাদি কার্য্যে ক্রমে পাঁচ পাঁচটি আহুতি প্রদান করিয়া মায়ামন্ত্র (স্ত্রাঁ) দ্বারা মলত্যাগাদি এবংপাশ বন্ধ নিবৃত্তির নিমিত্ত নিষ্কৃতিরূপ হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত শত সংখ্যক আহুতি প্রদান করিয়া মল শক্তি নিরোধ ক্রমে পাশ বিমুক্ত করত স্বাহান্ত অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পাঁচ পাঁচটি আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর অস্ত্র মন্ত্রে সপ্তাভি মন্ত্রিত কর্ত্তরীদ্বারা আদ্যন্তে মায়াযুক্ত পাশ বক্ষ্যমাণরূপে ছেদন করিবে। ওঁ হূঁ নিবৃত্তি কলাপাশায় হূঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত হস্তদ্বয় দ্বারা বন্ধকত্ব নির্ব্বাহ করিয়া অস্ত্র মন্ত্রে বর্ত্তুলী করণ করত বিসর্জ্জন করিয়া ঘৃত পূর্ণ স্রুব ধারণ করিবে। অনন্তর কলাস্ত্রদ্বারা দহন করত কেবল অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া পাশাঙ্কুশ নিবৃত্তির নিমিত্ত ওঁ হঃ অস্ত্রায় হূঁ ফট্। এই মন্ত্র দ্বারা পঞ্চাহুতি প্রদান্ পূর্ব্বক অষ্টসংখ্যক অস্ত্র মন্ত্র

দ্বারা আহুতি প্রদান রূপ প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে।

অনন্তর বিধাতার অবাহন করিয়া পূজা ও তর্পণ করত ওঁ হাঁ শব্দ স্পর্শ শুদ্ধ ব্রহ্মন্! গৃহাণ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা আহুতিত্রয় প্রদান পূর্ব্বক উহাঁর অধিকার উহাঁতে সমর্পণ করিবে। পরে হে ব্রহ্মন্! আপনি দগ্ধাশেষপাপ এই পশুর পুনরায় বন্ধনের কারণ হইবেননা.এই শিবাজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া বিধাতার বিসর্জ্জন করত পিঙ্গলানাড়ীযোগে পূরকসহকারে শনৈঃসংহার মুদ্রাদ্বারা উহাঁর আত্মা নিজাত্মাতে যুক্ত করিয়া কুম্ভকযোগে রাহুযুক্ত চন্দ্রমাসদৃশ ঐ আত্মাদ্বারা গ্রহণ করত উদ্ভব মুদ্রা গ্রহণ করত রেচক যোগে সূত্রে যোজিত করিয়া পূজন পূর্ব্বক সুধাসদৃশ অর্ঘপাত্রস্থ তোয় বিন্দু আপ্যায়নার্থ শিস্যশিরে বিন্যাস করত পিতৃযুগল বিসর্জ্জন করিয়া বৌষড়ন্ত শিব মন্ত্র দ্বারা সর্ব্ব কার্য্য পূরণার্থ পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নির্ব্বাণদীক্ষা প্রকরণে নিবৃত্তি কলাশোধন নামক দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

প্রতিষ্ঠা কলাশোধনোক্তি।

ঈশ্বর কহিলেন, অনন্তর নাদ নাদান্ত সঙ্গি ওঁ হাঁ হূঁ হাঁ এই মন্ত্রের হ্রস্ব দীর্ঘ প্রয়োগ দ্বারা শুদ্ধ ও বিশুদ্ধরূপ তত্বদ্বয়ে সন্ধান করিবে। ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশ পঞ্চতন্মাত্র একাদশ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি গুণত্রয় অর্থাৎ প্রকৃতি ও অহংকার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ব এবং পুরুষ প্রতিষ্ঠা কার্য্যে নিবিষ্ট চিন্তা করিয়া থকারাদি যকারান্ত পঞ্চ বিংশতি অক্ষর এবং পঞ্চাধিক ষষ্টি সংখ্যক ভুবন তৎসংখ্যক ও তৎসংজ্ঞক রুদ্রও তৎকার্য্যে নিবিষ্ট জানিবে। ঐ সকল ভুবন ও রুদ্রের নাম অমরেশ প্রভাব নৈমিষ পুষ্কর অপাদি দণ্ডি ভাবভূতি নকুলীশ, হরিশ্চন্দ্র শ্রীশৈল অম্বীশ অম্রাতিকেশ মহাকাল কেদার ভৈরব গয়া কুরুক্ষেত্র খল অনাদিক নাদিক বিমল অট্টহাস মহেন্দ্র ভীম বস্ত্রাপদ রুদ্রকোটি অবিযুক্ত মহাবল গোকর্ণ ভদ্রকর্ণ স্বর্ণাক্ষ স্থাণু অজেশ সর্ব্বজ্ঞ ভাস্বর সূদনান্তর সুবাহু মত্তরূপী বিশাল জটিল রৌদ্র পিঙ্গলাক্ষ কালদংষ্ট্রী বিদুর ঘোর প্রাজাপত্য হুতাশন কামরূপী কাল কর্ণ ভয়ানক মতঙ্গ পিঙ্গল হর ধাতা শঙ্কুকর্ণ বিধান শ্রীকণ্ঠ চন্দ্রশেখর এই সকল রুদ্রের নামে উহাঁদিগের আস্পদ স্বরূপ ভুবন সকল কথিত হয়। ব্যাপিন্! ওঁ অরূপ ওঁ প্রমথ ওঁ তেজঃ ওঁ জ্যোতিঃ ওঁ পুরুষ! ওঁ অগ্নে! ওঁ অধুম! ওঁ অভস্ম! ওঁ অনাদি ওঁ নানা ওঁ ধূ ধূ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ অনিধন নিধনোদ্ভব! শিব! শর্ব্ব! পরমাত্মন্! মহেশ্বর! মহাদেব! সদ্ভাবেশ্বর! মহাতেজঃ! যোগাধিপতে! মুঞ্চ প্রথম সর্ব্ব সর্ব্বে সর্ব্ব এই দ্বাত্রিংশত পদ, বীজ ভাবে মন্ত্রত্রয়,বামদেব শিবরূপ শিখা,গান্ধারী ও সুষুম্নাখ্য নাড়ী দ্বয় সমান ও উদান নামক মারুতদ্বয়, রসনা ও পায়ু ইন্দ্রিয়, রস বিষয়, রূপ শব্দ স্পর্শ রসগুণ, পুণ্ডরীকাঙ্ক্ষিত সিত বর্ত্তুল মণ্ডল,স্বপ্নাবস্থ প্রতিষ্ঠায় গরুড় ধ্বজ কারণ জানিবে। প্রতিষ্ঠান্তে কৃত সমস্ত ভুবনাদি চিন্তা করিয়া স্বমন্ত্র দ্বারা দেহে সূত্র প্রবেশ করাইয়া উহা বিযুক্ত করিয়া ওঁ হঁা খীঁ হঁা প্রতিষ্ঠাকলাপাশায় ওঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পূরক সহকারে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সমাকর্ষণ করিয়া ওঁ হাঁ হূঁ হাঁ হূঁ প্রতিষ্ঠাকলাপাশায় হূঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সংহার মুদ্রা দ্বারা কুম্ভকযোগে হৃদয়ের

অধোদেশস্থ নাড়ী সূত্র হইতে উহা গ্রহণ করিয়া ওঁ হাঁ হূঁ হূঁ হাঁ প্রতিষ্ঠাকলাপাশায় নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা রেচক যোগে কুম্ভে সমারোপ পূর্ব্বক ওঁ হাঁ হ্রী প্রতিষ্ঠাকলাপাশায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া স্বাহান্ত উক্তমন্ত্রদ্বারা সন্নিধানার্থ আহুতিত্রয় প্রদান করিবে।

অনন্তর ওঁ হাঁ বিষ্ণবে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আবাহন অর্চ্চন ও তর্পণ করিয়া হে বিষ্ণো! তোমার এই অধিকারে মুমুক্ষু শিষ্যকে আমি দীক্ষিত করিব আপনি এবিষয়ে অনুকূল হউন এইরূপে বিজ্ঞাপন করিবে। পরে বাগীশ্বরীদেবী ও বাগীশ্বরের পূর্ব্বের ন্যায় আবাহন অর্চ্চন ও সন্তর্পণ করিয়া শিষ্য বক্ষঃস্থলে তাড়ন করিবে। ওঁ হাঁ হাঁ হঁ ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রবেশ করিয়া জ্যেষ্ঠাঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা শস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করত পাশ সংযুত চৈতন্য বিভাগ করত ওঁ হাঁ হঁ হৌঁ হূঁ ফট স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা আকর্ষণ করিয়া হৃন্মন্ত্র পুটিত উক্ত মন্ত্র দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক নামোন্ত ঐ মন্ত্র দ্বারা নিজাত্মায় নিয়োজিত করিবে। ওঁ হাঁ হঁ হৌঁ আত্মনে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় পিতৃসংযোগ চিন্তা করিয়া উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত বামহস্তকৃত উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা দেবীগর্ভে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ওঁ হাঁ হঁ হাঁ আত্মনে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা দেহোৎপত্তি ও হৃন্মন্ত্র দ্বারা শিরোদেশ হইতে জন্ম অথবা ভোগাধিকারের নিমিত্ত কবচ মন্ত্র (হুঁ) উচ্চারণ করত শিখা হইতে জন্ম চিন্তা করিবে। অনন্তর হৃন্মন্ত্র দ্বারা তত্ত্ব শুদ্ধি এবং পূর্ব্বের ন্যায় গর্ভাধানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া পাশ শৈথিল্যার্থ এইরূপে শতসংখ্যক নিষ্কৃতি মন্ত্র জপ করিবে। পাশ বিয়োগেও এইরূপ কর্ত্তব্য। অনন্তর শস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত কলাবীজ বিবিষ্ট কর্ত্তরীদ্বারা ওঁ হ্রীঁ প্রতিষ্ঠা কলাপাশায় হঃ ফট এই মন্ত্রে ছেদ করিবে। পরে বিসর্জ্জন করিয়া পাশমন্ত্র দ্বারা বর্ত্তুলাকার করত ঘৃত পূর্ণ শ্রুব দ্বারা কলাস্ত্র মন্ত্রে হোম করিবে। অনন্তর পাশাঙ্কুর নিবৃত্তির নিমিত্ত অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পঞ্চাহুতি প্রদান করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ ওঁ হঃ অস্ত্রায় হুঁ ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা অষ্টাহুতি প্রদান করিবে। পরে হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত হৃষীকেশের আবাহন পূজন ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে ওঁ হাঁ রস শুল্কং গৃহাণ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা অধিকার সমর্পণ পূর্ব্বক হে হরে! নিঃশেষ রূপে দগ্ধপাশ এই পশুর বন্ধকত্বরূপে আপনি থাকিবেন না এই শিবাজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া গোবিন্দ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিদ্যাত্মাতে নিযুক্ত করিয়া রাহু মুক্তার্দ্ধদৃশ্য চন্দ্র বিম্ব সদৃশ আত্মার সংহার মুদ্রা দ্বারা স্বস্থ বিধান করত উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা সূত্রে সংযোজন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তোয় বিন্দু বিন্যাস পূর্ব্বক কুসুমাদি দ্বারা পূজিত পিতৃযুগল বিসর্জ্জন করত যথাবিধি বহ্নি হোম ও পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে নির্ব্বাণদীক্ষাপ্রকরণে প্রতিষ্ঠাকলাশোধন নামক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিদ্যা বিশোধন বিধান।

ঈশ্বর বলিলেন, অনন্তর প্রাচীন কলার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যার সন্ধান করিয়া বক্ষ্যমান প্রকারে তত্ত্ব বর্ণন করিবে। ওঁ হৌঁ ক্ষ্মাঁ এই

মন্ত্র দ্বারা সন্ধান করত রাগ শুদ্ধবিদ্যা নিয়তি কলা কাল মায়া ও অবিদ্যা এই তত্ত্বসপ্তক রলব শষস এই ষড়বর্ণ এবং ওঁ নমঃ শিবায় সর্ব্বপ্রভবে হং শিবায় ঈশানমূর্দ্ধায় তৎপুরুষবক্ত্রায় অঘোরহৃদয়ায় বামদেবগুহ্যায় সদ্যোজাত মূর্ত্তয়ে ওঁ নমো নমো গুহ্যাতিগুহ্যায় গোপ্ত্রে অনিধনায় সর্ব্বাধিপায় জ্যোতীরূপায় পরমেশ্বরায়ভাবেন ওঁ ব্যোম। প্রণবাদি এই একবিংশতি পদ বিদ্যাবিষয়ে কীর্ত্তিত হইযাছে। অনন্তর রুদ্র এবং ভুবনের স্বরূপ বলা হইতেছে। বামদেব সর্ব্বভবোদ্ভব বজ্রদেহ প্রভু ধাতা ক্রম বিক্রম সুপ্রভ বটু প্রশান্ত নামা পরমাক্ষর শিব সশিব বজ্র অক্ষয় শম্ভু অদৃষ্ট রূপ অদৃষ্ট নাগ রূপবর্দ্ধন মনোন্মন মহাবীর্য্য চিত্রাঙ্গ ও কল্যাণ এই পঞ্চবিংশতি সংখ্যক রুদ্র এবং ভুবন জানিবে। ঘোর ও অমর মন্ত্র সূর্য্য ও হস্তিজিহ্ব নাড়ীদ্বয় ব্যান ও নাগ বায়ু একমাত্র রূপ বিষয় চরণ ও চক্ষু ইন্দ্রিয়দ্বয় শব্দ ও স্পর্শরূপ এই তিনটী গুণ সুষুপ্তি অবস্থা রুদ্রদেব কারণ এবং বিদ্যা মধ্যগত সমস্ত ভুবনাদি ভাবনা করিবে। উক্ত বিষয়ে বিদ্যা দ্বারা হৃৎপ্রদেশে তাড়ন ছেদন প্রবেশ যোজন ও আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। পরে আত্মাতে কলা আরোপ পূর্ব্বক গ্রহণ করত কুণ্ডে নিবেশ করিয়া কারণরুদ্রের আবাহন ও শিশুবিষয়ক বিজ্ঞাপন করত পিতৃযুগলের আবাহন করিয়া শিশুহৃদয়ে তাড়নপূর্ব্বক পূর্ব্বমন্ত্র দ্বারা তাহার আত্মাতে প্রবেশ করাইয়া যুক্ত করত আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে আত্মাতে যোজিত করত দ্বাদশদল হৃৎপদ্ম মধ্য হইতে গ্রহণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা রেচকযোগে যোনিতে যোজনা করিয়া দেহসম্পত্তি জন্মাধিকার ভোগ লয় ইন্দ্রিয়শুদ্ধি ও তত্ত্বশুদ্ধি করিবে। পরে অশেষ মলকর্ম্মাদি ও পাশবন্ধ নিবৃত্তির নিমিত্ত নিষ্কৃতি বিধানানুসারে শতসংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পাশ শৈথিল্য মলশক্তি তিরোহিত এবং উহাদের ছেদন মর্দ্দন বর্ত্তুলীকরণ দাহ তদক্ষরা ভাব প্রায়শ্চিত্ত রুদ্রাবাহন ও পূজা করিয়া ওঁ হ্রীঁ রূপগন্ধৌ শুল্কং রুদ্রগৃহাণ স্বাহা। এই মন্ত্র উচ্চারণ করত রূপ ও গন্ধ সমর্পণপূর্ব্বক শিবাজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কারণ রুদ্র বিসর্জ্জন করত আত্মাতে চৈতন্য বিধান করিয়া পাশসূত্রে নবেশ ও মস্তকে বিন্দু বিন্যাস করিয়া পিতৃযুগল বিসর্জ্জন করিবে। পরে সমস্ত বিধি পূরণার্থ যথাবিধি পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে বিদ্যা বিষয়ে বিশেষরূপে স্ববীজের তাড়নাদি করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে নির্ব্বাণদীক্ষা প্রকরণে বিদ্যাশোধন নামক চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শান্তিশোধন কথন।

ঈশ্বর বলিলেন, অধুনা শান্তির সহিত যথাবিধি বিদ্যাসন্ধান যেরূপে করিবে তাহা বলিতেছি। শান্তিতে লীন তত্ত্বদ্বয় ভাবেশ্বর ও সদাশিবদেব হকার এবং ক্ষকাররূপ বর্ণদ্বয় ও ভুবনৈক নামকরুদ্রগণ বক্ষ্যমাণরূপে জানিবে। প্রভব সময় ক্ষুদ্রবিমল শিব নিরঞ্জনাকার স্বশিব দীপ্তিকারণ ধননামক রুদ্রদ্বয় ত্রিদশেশ্বর নামা ত্রিদশ কালসংজ্ঞক সূক্ষ্ম অম্বুজেশ্বর এতন্নামক ভুবন ও রুদ্রগণ শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ব্যোমব্যাপিনে ব্যোমব্যাপ্যরূপায় সর্ব্বব্যাপিনে শিবায় অনন্তায় অনাথায় অনাশ্রিতায় ধ্রুবায় শাশ্বতায়

যোগপীঠ সংস্থিতায় নিত্যযোগিনে ধ্যানাহারায় এই দ্বাদশপদ পুরুষ ও কবচরূপ মন্ত্রদ্বয় বিন্দু ও উপকারকাখ্য বীজদ্বয় অলম্বুষ ও আয়স নাড়ীদ্বয় কৃকর ওকূর্ম্ম বায়ুদ্বয় ত্বক্ ও কর ইন্দ্রিয়দ্বয় স্পর্শ বিষয় শব্দ ও স্পর্শ গুণদ্বয় তুরীয়াবস্থ এক ঈশ্বর কারণ এই সমস্ত শান্তিতে ভাবনা করিয়া উহার বদনসূত্রে তাড়ন ভেদ প্রবেশ বিয়োগ আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করত আত্মাতে আরোপ ও তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া কুণ্ডে কলা নিবেশ পূর্ব্বক হে জগদীশ্বর! তোমার এই অধিকারে মুমুক্ষু শিষ্যকে দীক্ষিত করিব এ বিষয়ে আপনি অনুকূল হউন এইরূপ বিজ্ঞাপন করিবে। পরে পিতৃযুগলের আবাহনাদি করিয়া শিষ্যর তাড়নাদি বিধান করত আত্মাতে যথাবিধি চৈতন্য যোজিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পিতৃসংযোগ চিন্তা করিয়া হৃন্মন্ত্র সম্পুটিত আত্মমন্ত্র উচ্চারণ করত উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা দেবীগর্ভে নিয়োজিত করিবে। অনন্তর দেহোৎপত্তি এবং পঞ্চসংখ্যক হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত শিরঃ বা শিখা হইতে ভোগাধিকারার্থ কবচ মন্ত্র (হুঁ) বা মোক্ষার্থ শস্ত্রমন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ করত জন্ম চিন্তা করিয়া শিব মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হৃন্মন্ত্র দ্বারা তত্ত্বশুদ্ধি করিবে। এইরূপে পূর্ব্বের ন্যায় গর্ভাধানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া কবচ মন্ত্র দ্বারা পাশ শৈথিল্য ও নিষ্কৃতির নিমিত্ত ঐ মন্ত্র শতসংখ্যক জপ করত মলশক্তি তিরোধানার্থ শস্ত্রমন্ত্র দ্বারা আহুতি পঞ্চক প্রদান কর্ম্মপাশবিয়োগেও ঐরূপ করিবে। অনন্তর সপ্তসংখ্যক অস্ত্র মন্ত্রাভিমন্ত্রিত কর্ত্তরী দ্বারা বীজ বিশিষ্ট অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ ওঁ হোঁ শান্তিকলাপাশায় হঃ হূ ফট এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পাশসকল ছেদন করিবে। পরে বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা পাশ বর্ত্তুলাকরণ করত ঘৃতপূর্ণ শ্রুবদ্বয় দ্বারা কলাস্ত্র মন্ত্রউচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিয়া পাশাঙ্কুশ নিবৃত্তির নিমিত্ত অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পঞ্চাহুতি প্রদান করত ওঁ হঃ অস্ত্রায় হুঁ ফট এই মন্ত্রদ্বারা প্রায়শ্চিত্তার্থ অষ্টাহুতি প্রদানপূর্ব্বক হৃন্মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের আবাহন করিয়া পূজন ও তর্পণ সম্পাদন করত ওঁ হাঁ ঈশ্বর বুদ্ধ্যহংকারৌ শুল্কং গৃহাণ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি ঈশ্বরে শুল্ক সমর্পণ করিয়া হে জগদীশ্বর! নিঃশেষরূপে দগ্ধপাপ এই পশুর বন্ধকত্বরূপে আপনি থাকিবেন না এই শিবাজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া ঈশ্বর বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর শশিকলা সদৃশ রুদ্রাত্মা আত্মাতে নিয়োজিত করিয়া শুদ্ধ উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা উহাঁকে সূত্রে সংযোজিত করত মূলমন্ত্র দ্বারা শিষ্য শিরে অমৃত বিন্দু বিক্ষেপ পূর্ব্বক কুসুমাদি দ্বারা পূজিত পিতৃযুগল বিসর্জ্জন করিয়া বিধানজ্ঞ গুরু অশেষবিধি পূরণার্থ বহ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে এই বিষয়েও পূর্ব্বের ন্যায় তাড়নাদি বিধান করিয়া বিশেষরূপে নিজবীজ অপীড়িতা হইলে শান্তি শুদ্ধি হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে নির্ব্বাণদীক্ষা প্রকরণে শান্তিশোধন নামক পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নির্ব্বাণদীক্ষা কথন।

ঈশ্বর বলিলেন, বিশুদ্ধা শান্তির সহিত পূর্ব্বের ন্যায শান্ত্যতীতার সন্ধান ও বক্ষ্যমাণরূপে তাহাতে তত্ত্ব বর্ণাদি চিন্তা করিবে। ওঁ হোঁ ক্ষৌঁ হোঁ হাঁ এই সন্ধান মন্ত্র শক্তি ও শিব উভয়তত্ত্ব সিদ্ধিক দীপক রোচিক মোচক ঊর্দ্ধগামি ব্যোমরূপ অনাথ

এবং অনাশ্রিত এই অষ্টসংখ্যক ভুবন ওঙ্কার পদ ঈশানমন্ত্র অকারাদি বিসর্গান্ত ষোড়শ বর্ণ বীজের সহিত দেহকারকদ্বয় কুহু ও শঙ্খিনী নাড়ীদ্বয় দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় মারুতদ্বয় স্পর্শএবং শ্রোত্র ইন্দ্রিয়দ্বয় আকাশ বিষয় শব্দগুণ তুরীয়াতীতা পঞ্চমী অবস্থা সদাশিব দেব কারণ এইরূপে তত্ত্বাদিসঞ্চয় চিন্তা করত শান্ত্যতীতাখ্য তাড়নাদি বিধান করিয়া কলাপাশ তাড়ন ও ফড়ন্ত মন্ত্রে ভেদ করিয়া নমোন্তমন্ত্র দ্বারা প্রবেশপূর্ব্বক ফড়ন্ত মন্ত্র দ্বারা বিয়োজিত করিবে। পরে শিখাও হৃন্মন্ত্র সম্পুটিত স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত সৃণি মুদ্রা দ্বারা পূরকসহকারে পাশ আকর্ষণ করিয়া মস্তকসূত্র হইতে কুম্ভকযোগে উহা গ্রহণ করত উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা রেচকসহকারে হৃন্মন্ত্র সম্পুটিত নমোন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত বহ্নিকুণ্ডে নিবেশ করাইবে। অনন্তর ইহার পূজাদি সমস্ত নিবৃত্তির ন্যায় সম্পাদন করিয়া সদাশিবের আবাহনপূর্ব্বক অর্চ্চন ও তর্পণ সম্পাদন করিয়া হে সদাশিব! আপনার এই অধিকারে মুমুক্ষু শিষ্যকে দীক্ষিত করিব এ বিষয়ে আপনি অনুকূল হউন। ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ বিজ্ঞাপন করিবে। পরে পিতৃযুগলের আবাহন অর্চ্চন তর্পণ ও সন্নিধাপন করিয়া হৃন্মন্ত্র সম্পুটিত আত্মমন্ত্র দ্বারা শিষ্যবক্ষে তাড়নপূর্ব্বক ওঁ হ্রাঁ হূঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রবেশ করত জ্যেষ্ঠাঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা শস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করত পাশ সংযুক্ত চৈতন্য বিভাগ করিয়া ওঁ হ্রাঁ হঃ হুঁ ফট্ স্বাহান্ত এই মন্ত্র দ্বারা উহা আকর্ষণ করত উহা দ্বারা সম্পুটিত উক্তমন্ত্রে গ্রহণ করিয়া নমোন্ত উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত নিজাত্মাতে নিয়োজিত করিবে। ওঁ হ্রাঁ হুঁ হ্রীঁ আত্মনে নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পূর্ব্বের ন্যায় পিতৃসংযোগ চিন্তা করিয়া উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা বাম নাসিকায় রেচকসহকারে দেবীগর্ভে নিয়োজিত করিবে। পরে গর্ভাধানাদি সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে সম্পাদন করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা পাশ শৈথিল্য করত নিষ্কৃতির নিমিত্ত উক্ত মন্ত্র শতসংখ্যক জপ করিবে। মল শক্তি তিরোধানার্থ এবং পাশ সকল বিয়োগের নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করত পাঁচ পাঁচটি আহুতি প্রদান পূর্ব্বক কলাবীজ বিশিষ্ট অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ ওঁ হ্রাঁ শান্ত্যতীত কলাপাশায় হঃ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত সপ্তসংখ্যক অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত কর্ত্তরী দ্বারা পাশ সকল ছেদন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পাশ সকল বিসর্জ্জন ও অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা বর্ত্তুলীকরণ করত ঘৃতপূর্ণ স্রুবদ্বয় দ্বারা কলাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করত হোম ও পাশাঙ্কুশ নিবৃত্তির নিমিত্ত অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পঞ্চসংখ্যক আহুতি প্রদান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তার্থ অষ্টসংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে। পরে হৃন্মন্ত্র দ্বারা সদাশিবের আবাহন ও পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে পূজন ও তর্পণ করিয়া ওঁ হাং সদাশিবো মনোবিন্দুং শুল্কং গৃহাণ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা অধিকার সমর্পণপূর্ব্বক হে সদাশিব! অশেষ রূপে দগ্ধ পাপ এই পশুর সম্বন্ধে আপনি বন্ধকত্ব রূপে থাকিবেন না এই শিবাজ্ঞা শ্রবণ করাইবে। অনন্তর মূল মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া সদাশিবের বিসর্জ্জন করিবে। পরে গুরু সংহার মুদ্রা দ্বারা উদিত শরচ্চন্দ্র সদৃশ বিশুদ্ধ আত্মা রৌদ্রীর সহিত নিজাত্মাতে নিয়োজিত করিয়া উদ্ভব মুদ্রা দ্বারা উহাউদ্ধার করত শিষ্যদেহস্থ করিয়া আপ্যায়নার্থ শিষ্যমস্তকে অর্ঘ্যাম্বুবিন্দু প্রক্ষেপপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে হে পিতৃযুগল! শিষ্যদীক্ষার্থ আমি আপনাকে যে কষ্ট দিয়াছি, অনুকম্পা প্রকাশ করত তৎসমস্ত ক্ষমা করিয়া

স্বস্থানে প্রস্থান করুন। এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করত পিতৃযুগল বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর শিখামন্ত্রে (বষট্) অভিমন্ত্রিত কর্ত্তরী দ্বারা জ্ঞানশক্তিস্বরূপিনী শিষ্য শিখা শিবাস্ত্রমন্ত্রে (হৌং-ফট) চতুরঙ্গুল প্রমাণ ছেদ করিয়া ওঁ ক্লীং শিখায় হুং ফট ওং হঃ অস্ত্রায় হুং ফট এই মন্ত্র দ্বারা ঘৃতক্ষরিতা শিখা গোময় পিণ্ডমধ্যগতা করিয়া হুঁফড়ন্ত অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। ওঁ হৌং হঃ অস্ত্রায় হুং ফট এই মন্ত্র দ্বারা স্রুক স্রুব প্রক্ষালন করিয়া শিষ্যকে স্নান করাইয়া স্বয়ং আচমন করত শিষ্যহৃদয়স্থ দ্বাদশদল কমলস্থ আত্মাকে শস্ত্র মন্ত্র দ্বারা তাড়ন,বিয়োগ,আকর্ষণ ও পূর্ব্বের ন্যায় গ্রহণ করিয়া স্বকীয় হৃদয়াম্ভোজ কর্ণিকায় নিবেশিত করিবে। পরে অন্তঃপর ভাবযুক্ত গুরু অধোমুখ বিহিত স্রুকদ্বারা আজ্যপূরিত স্রুব নিত্যোক্ত বিধানানুসারে গ্রহণ করিয়া প্রসারিত শিরোগ্রীব হইয়া শিবের প্রতি সমদৃষ্টিপাত করত শঙ্খ মুদ্রা দ্বারা নাদোচ্চারানুসারে কুম্ভমণ্ডল বহ্নি শিষ্য এবং নিজাত্ম হইতে ষড়বিধ পথবিশিষ্ট প্রাণনাড়ি গ্রহণ পূর্ব্বক স্রুগাগ্রে চিন্তা ও বিন্দু সদৃশ ক্রমশ বক্ষ্যমাণ প্রকারে সপ্তধা ধ্যান করিবে। প্রথমপ্রাণসংযোগ স্বরূপ অপর হৃদয়াদি উচ্চারণক্রমে বিস্তৃত রূপ মন্ত্র তৃতীয় পূরক ও কুম্ভক করিয়া কিঞ্চিৎ মুখ ব্যাদান করত সুষুম্নানুগত নাদস্বরূপ চিন্তা পরে সপ্তম কারণে ত্যাগনিমিত্তক প্রশান্ত ও বিস্বর লয়, নাদের সহিত শক্তির ঊর্দ্ধসঞ্চার হয় ঐ শক্তির নাম বিশ্বর, নিখিল প্রাণের শক্তি প্রমেয় বর্জ্জিত তৎকালে বিশ্বর ষষ্ঠ শক্ত্যতীত সপ্তম এই সমস্ত যোজনাস্থান তত্ত্বসংজ্ঞক বিস্বর পূরক ও কুম্ভক করিয়া কিঞ্চিৎ বদন ব্যাদান করত শনৈঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শিষ্যাত্মা লয় করিয়া ষড়ধ্ব প্রাণরূপি তড়িদাকার হকারে নাভির উপরিভাগে বিতস্তি মাত্রপ্রদেশে ব্যাপ্ত উকার পরে হৃদয় হইতে চতুরঙ্গুল বিস্তৃত মকার তদূর্দ্ধে কণ্ঠদেশে অষ্টাঙ্গুল বিস্তৃত বিষ্ণুবাচক ওঁকার পরে তালুস্থ চতুরঙ্গুল বিস্তৃত রুদ্রবাচক মকার ঐরূপ ললাট মধ্যস্থ ঈশ্বর বাচক বিন্দু অনন্তর ব্রহ্মরন্ধ্রাবসানক সদাশিব বাচক নাদ পরে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ শক্তি এই সমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্যাগে যথানুক্রমে চিন্তা করিয়া তথায় দিব্য পিপীলিকা স্পর্শ অনুভব করত পরমানন্দ লক্ষণ ভাবশূন্য মনোতীত নিত্যগুণোদয় দ্বাদশদলকমল মধ্যস্থ পরতত্ত্ব শিবে মন বিলীন করিয়া তথায় শিষ্যাত্মা চিন্তা করিবে। অনন্তর যোজনিকা স্থিরত্ব সম্পাদনার্থ বৌষড়ন্ত শিবমন্ত্র (হৌঁ) দ্বারা জ্বালা মধ্যগত পরশিবেঘৃতধারা মোচন করত যথাবিধি পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে গুণাপাদন করিবে। ও হাঁ আত্মনে সর্ব্বজ্ঞোভব স্বাহা, ও হীঁ আত্মনে পরিতৃপ্তোভব স্বাহা ওঁ হূঁ আত্মনে অনাদিবোধোভব স্বাহা, ওঁ হৈঁ আত্মনে স্বতন্ত্রোভব স্বাহা, ওঁ হৌঁ আত্মন্ অলুপ্ত শক্তির্ভব স্বাহা ওঁ হঃ আত্মনে অনন্ত শক্তির্ভব স্বাহা, চিন্তাযুক্ত গুরু পরমাক্ষর হইতে এইরূপে ষড়্গুণ আত্মা গ্রহণ করিয়া যথাবিধি শিষ্য শরীরে নিয়োজিত করিবেন। পরে তীব্র মন্ত্র শক্তি সম্পাত জনিত শ্রমশান্তির নিমিত্ত শিষ্যশীর্ষে অর্ঘপাত্র হইতে অমৃত বিন্দু বর্ষণ করিয়া শিষ্যকে ঈশ কুম্ভাদিতে প্রণাম করাইয়া শিবের দক্ষিণ মণ্ডলে নিজ দক্ষিণে শিষ্যকে উত্তরাস্যে ব্যবস্থিত করিয়া হে দেবেশ! তোমার অনুগৃহীত এই শিষ্য মদীয়া মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়াছে অতএব দেব বহ্নি ও গুরুর প্রতি ইহার ভক্তি বর্দ্ধন করুন এইরূপ বিজ্ঞাপন করিয়া গুরু

স্বয়ং প্রণাম করিবেন পরে শিষ্য গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে তোমার মঙ্গল হউক এই বলিয়া আদর সহকারে শিষ্যে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিবেন। অনন্তর পরম ভক্তিযোগে দেবোদ্দেশে দক্ষিণা প্রদান করিয়া শিবকুম্ভজলে স্নান করাইয়া যজ্ঞ সমাপন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অভিষেকাদিকথন নামক ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

একতত্ত্বদীক্ষাকথন।

ঈশ্বর কহিলেন, অনন্তর সংক্ষেপ হেতুক একতাত্ত্বিকী দীক্ষার উপদেশ করিতেছি; গুরু নিজাত্মার সহিত যথাযোগ্য সূত্রবন্ধাদি করিয়া কালাগ্নিতে শিবান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব আবাহন করত পূর্ব্বের ন্যায় গর্ভাধানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা সমস্ত শুল্ক সমর্পণ করত তত্ত্বসমূহ মধ্যবস্থিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে, এক পূর্ণা যোজনা দ্বারা শিষ্য নির্ব্বাণপদ লাভ করিবে এবং স্থিরত্বাপাদনার্থ শিবে অপরা পূর্ণা প্রদান করত শিবকুম্ভাভিষেচণ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে একতত্ত্বদীক্ষা কথন নামক সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অভিষেকাদি কথন।

ঈশ্বর বলিলেন, গুরু শিবার্চ্চনা করিয়া শিষ্যাদি অভিষেক করিবেন। ঈশাদি দিকে নবমসংখ্যক কুম্ভ ক্রমশঃ বিন্যাস করিয়া ঐ সকল কুম্ভে লবণসমুদ্র ক্ষারোদ দধিসমুদ্র ঘৃতসাগর ইক্ষুসমুদ্র কাদম্বরী সাগর স্বাদু সমুদ্র মধূদ এই অষ্ট সমুদ্র যথাসংখ্যানুসারে নিবেশিত করিয়া শিখণ্ডীরুদ্র শ্রীকণ্ঠ ত্রিমূর্ত্ত এক রুদ্রাখ্য একনেত্র শিবোত্তম সূক্ষ্ম রুদ্র অনন্ত রুদ্র এই অষ্ট বিদ্যেশ্বর রুদ্র ও মধ্যে শিব সমুদ্র ও শিবমন্ত্র বিন্যাস করিবে। পরে পূর্ব্বরচিত স্নান মণ্ডপে দিক্‌পালগণের যাগালয় এবং করদ্বয় পরিমিত অষ্টাঙ্গুলোচ্ছিত বেদী প্রস্তুত করিয়া তথায় পদ্মাসন নির্ম্মাণ করত তদুপরি অনন্তাসন বিন্যাসপূর্ব্বক শিষ্যকে পূর্ব্বাস্যভাবে নিবিষ্ট করিয়া সকলীকরণ করত পূজা করা হইলে কাঞ্জিক ওদন মৃত্তিকা ভস্ম দূর্ব্বা গোময়পিণ্ড সিদ্ধার্থ দধি এবং তোয় দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করিবে। অনন্তর হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত লবণসাগরানুক্রমে বিদ্যেশকলসসলিলে স্বধারণাবিশিষ্ট অর্থাৎ মায়ামন্ত্রে দত্তাভিনিবেশ শিষ্যকে স্নান ও শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া শিবদক্ষিণে পূর্ব্বোক্তাসনে সন্নিবেশিত শিষ্যকে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার অর্চ্চনা করিয়া উষ্ণীষ যোগপট্ট মুকুট কর্ত্তরী কমণ্ডলু অক্ষমালা পুস্তকাদি ও শিবিকাদি প্রদানপূর্ব্বক অদ্যপ্রভৃতি তুমি দীক্ষা মন্ত্রব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠাদি বিজ্ঞাত হইয়া সুন্দররূপে পরীক্ষা করিয়া অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ শিবাজ্ঞা শ্রবণ অভিবাদন ও পরমেশ্বরে প্রণাম করাইয়া হে শিব! তোমা কর্ত্তৃক অভিষেকার্থ আমি আদিষ্ট হইয়া সংহিতাপারগ এই শিষ্যকে অভিষিক্ত করিলাম। গুরু বিঘ্নজালাপনোদনার্থ এইরূপ বিজ্ঞাপন করিয়া মন্ত্রচক্রের তৃপ্তির নিমিত্ত পাঁচ পাঁচটী আহুতি প্রদান করত পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর শিষ্যকে নিজ দক্ষিণে স্থাপন করত শিষ্য দক্ষিণ পাণিস্থ অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলি ক্রমে দগ্ধ দর্ভাগ্র তোয় দ্বারা চিহ্নিত করিয়া শিষ্য করে কুসুম

প্রদান করত কুম্ভে অনলে শিবে ও আপনাতে প্রণাম করাইয়া আং প্রাং প্রৌং পশুং হুং ফট এই মন্ত্র উচ্চারণ করত তৎতৎকার্য্যে আবেশ করিবে। অনন্তর হে জগদীশ্বর! শাস্ত্রে সুপরীক্ষিত শিষ্য-সকল আপনার অনুগ্রহের পাত্র; অতএব অভি-ষেক হেতুক শাস্ত্রজ্ঞমানবগণের অভীষ্টসিদ্ধি হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অভিষেকাদিকথন নামক অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বিবিধ মন্ত্রাদিকথন।

ঈশ্বর বলিলেন, যে মানবগণ অভিষিক্ত হইয়া শিব বিষ্ণু ও ভাস্করাদির পূজা করিয়া শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি ধ্বনি করত পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করান, তাঁহারা নিজকুল উদ্ধার করত দেবলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি দেবমূর্ত্তি ঘৃতাভ্যঙ্গ করান, তাঁহার কোটিসহস্রবর্ষসমুৎপন্ন পাপ পাবকে ভস্মী-ভূত হয়। যে ব্যক্তি ঘৃতাদিপূরিত আঢক অর্থাৎ চতুঃপ্রস্থ পরিমিত পাত্র দ্বারা দেবগণের স্নান করান, তিনি সুরদেহ প্রাপ্ত হন। যে পুরুষ দেব-মূর্ত্তি চন্দনাদি লিপ্ত করিয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করত স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, দেবগণ তাহার সম্বন্ধে অতীতানাগত জ্ঞানপ্রদ মন্ত্র ধীশক্তি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন।

প্রশ্ন সূক্ষ্মবর্ণ গ্রহণ করিয়া দ্বিসংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে শুভাশুভ জ্ঞান হয়। ত্রিসংখ্যা দ্বারা জীব মূলধাতু,চারি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জ্ঞান,পঞ্চাদিতে ভূততত্ত্বাদিবিষয়ক জ্ঞান এরূপে পরিশেষে জপাদি বোধ জন্মে। দ্বিপদ কান্ত এক ত্রিক অতিত্রিকান্ত পদে অশুভ, মধ্যে ইন্দ্র মধ্যম,তিনে নৃপ শুভ ফল জানিবে। সপ্ত্যাবৃন্দে জীবিতাব্দ জানিবে ও যম-নিশ্চয় দশবর্ষাপহারী। সূর্য্য গণেশ শিব দুর্গা লক্ষ্মী ও বিষ্ণুমন্ত্রাভিমন্ত্রিত লেখনী দ্বারা গোমূত্রা-কৃতি রেখায়, এক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিচতুষ্কাবসানক মরুদ্ব্যোম মরুদ্বীজ দ্বারা চতুষষ্টি পদ লিখিয়া তাহাতে অক্ষপতন ও স্পর্শন হেতুক বিষমাদিতে শুভাদি ফল জানিবে এবং এক-ত্রিকাদি আরম্ভ করিয়া অষ্টত্রিকান্ত ধ্বজাদির সম হীন অর্থাৎ অশুভ ফলদায়ক এবং বিষম শোভনাদি ফলদায়ক।

অকারাদি স্বরবর্ণযুক্ত ককারাদি বর্ণের সহিত ত্রিপুরানামাত্মক মন্ত্র ত্রিপুরাদেবীর জানিবে হ্রীঁ বীজ ও যে মন্ত্র পূজা বিষয়ে প্রণবাদিনমোন্ত বিহিত হইয়াছে,তাহার ষষ্ট্যধিকবিংশতিশতসহস্র জপরূপ পুরশ্চরণ জানিবে। চণ্ডিকা সরস্বতী গৌরী এবং দুর্গার আং হ্রীং এই মন্ত্র। লক্ষ্মী দেবীর আং শ্রীঁ এই মন্ত্র। সূর্য্যদেবের মন্ত্র ক্ষৌ ক্রৌঁ। শিব মন্ত্র অঁা হৌঁ। গণেশ মন্ত্র অঁা গৌঁ। হরি মন্ত্র অঁা এবং স্বরসহিত ককারাদি একপঞ্চাশত বর্ণ এবং সস্বর ককারাদি ও ককারান্ত বর্ণে অখিল মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। সূর্য্য শিব ভগবতী বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের আকাশ সমুদ্র দেব ইন্দ্রাদি বিদ্যমান থাকায় প্রত্যেকের ষষ্ট্যধিক শতত্রয় মণ্ডল হইবে। গুরু অভিষিক্ত হইয়া জপ ধ্যান ও শিষ্যাদি দীক্ষিত করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নানামন্ত্রাদিকথননামক ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

প্রতিষ্ঠাবিধি কথন।

ঈশ্বর বলিলেন, হে কার্ত্তিকেয়! সম্প্রতি ক্রমশঃ সংক্ষেপে প্রতিষ্ঠাকার্য্য বলিব। পীঠ শক্তি শিব লিঙ্গ ও শিবমন্ত্রের সহিত তাহার সংযোগ প্রতিষ্ঠাকার্য্যের এই পঞ্চপ্রকার ভেদ ঐ সকলের স্বরূপ তোমাকে বলিতেছি, বিশেষ যে স্থলে ব্রহ্মশিলা যোগ হয়, সেই প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা ভিন্ন পীঠের যথাযোগ্য স্থাপন ও পীঠে সন্নিবেশনের নাম স্থিত স্থাপন লিঙ্গোদ্ধারপুরঃসরা প্রতিষ্ঠাকে উত্থাপন বলে, যে প্রতিষ্ঠাতে লিঙ্গ আরোপপূর্ব্বক সংস্কার করা হয়, তাহাকে আস্থাপন বলে। বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণের উহা দুই প্রকার হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠাতে পর শিব রূপ চৈতন্য নিযোজিত করিবেক। আধারাদি ভেদে প্রাসাদের পঞ্চপ্রকার ভেদ হয়; অতএব প্রাসাদকরণেচ্ছুক ব্যক্তি প্রথমে ভূভাগ পরীক্ষা করিবে। শুক্লবর্ণা আজ্যগন্ধা ভূমি, রক্তগন্ধা রক্তবর্ণা ভূমি, সুগন্ধা পীতবর্ণা পৃথিবী এবং সুরাগন্ধা কৃষ্ণবর্ণা মহী এই চারিপ্রকার ভূমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ে যথাক্রমে বিহিত। পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগস্থ প্রাসাদ সর্ব্বত্র প্রশস্ত। অকৃত্রিম জলাশয়তীরে অধিকতর মৃত্তিকাপূর্ণ ভূভাগ বা সামান্য জলপ্রোক্ষিত প্রদেশ প্রশস্ত জানিবে। গুরু অস্থি অঙ্গারাদি দুষ্টা ভূমি সম্যকরূপে শোধিত করিবেন। নগর গ্রাম দুর্গ গৃহ ও প্রাসাদাদি করণার্থ খনন গোগণের আবাস এবং মুহুর্মুহু কর্ষণ দ্বারা ভূমি শোধন করিয়া মণ্ডপে দ্বার পূজাদি মন্ত্র তৃপ্তিপর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অঘোরাস্ত্র মন্ত্র যথাবিধি সহস্রসংখ্যক জপ করিয়া ভূমি সমীকরণ ও উপলেপন করত বক্ষ্যমান প্রকারে চতুর্দ্দিক সংশোধন করিবে। স্বর্ণ দধ্যক্ষত দ্বারা প্রদক্ষিণ ক্রমে রেখা সম্পাত করিয়া মধ্যভাগে ঈশান কোষ্ঠস্থ পূর্ণকুম্ভে শিবার্চ্চন ও বাস্তু পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক তত্তোয় দ্বারা কুদ্দালকাদির (কোদাল) অভিসিঞ্চন করিয়া বহিঃপ্রদেশে রক্ষকগণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক দিকপালদিগের উদ্দেশে যথাবিধি বলি প্রদান করিবে। পরে ভূমি সেচন ও মার্জ্জন করিয়া কুদ্দালাদির পূজা করিবে। অনন্তর বস্ত্রযুগাচ্ছন্ন অপর এক কুম্ভ ব্রাহ্মণস্কন্ধে আরোপ করিয়া ব্রহ্মঘোষণা করত গীতবাদ্যাদিসহকারে কুম্ভে পূজাগ্রহণপূর্ব্বক শুভ লগ্নে মধ্বক্ত অভিষিক্ত কুদ্দালক দ্বারা অগ্নিকোষ্ঠকে খানিত করিয়া নৈঋত কোণে মৃৎস্থা অর্থাৎ সুগন্ধি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করত খাতমধ্য কুম্ভজল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নগরের পূর্ব্বসীমাপর্য্যন্ত অভিলাষানুসারে লইয়া যাইবে। তথায় ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া নগরের সর্ব্বত্র ঈশান কোণ পর্য্যন্ত সীমান্তচিহ্ন সিঞ্চন করত ভ্রমণ করাইবে। তৎপ্রদেশে কুম্ভ পরিভ্রমণহেতুক ইহাকে অর্ঘ্যদান বলে। এইরূপে ভূমিপরিগ্রহ করিয়া শল্যদোষ নিবারণার্থ কুমারী দ্বারা কর্করান্ত বা জলান্ত ভূমি খনন করাইয়া যথাবিধি শল্যোদ্ধার করাইবে। মানবশল্য হইলে অ ক চ ট ত প য় শ হ এই নয়টি প্রশ্নাক্ষর হয়; ধূমাদি সম্পাত বশত শল্য স্থান প্রকাশ হয়। কর্ত্তার অঙ্গবিকার পশ্বাদির প্রবেশ কীর্ত্তন ও দিকবিদিকে বিকট রব দ্বারা শল্য নির্ণয় করিবে। অথবা ভূফলকে অষ্টবর্গাঢ্য মাতৃকাচক্র লিখন করিয়া পূর্ব্বাদি ঈশান কোনপর্য্যন্ত ক্রমশঃ বর্গব শত শল্য নির্ণয় করিবে। পূর্ব্বদিকে অবর্গে লৌহশল্য অগ্নিকোণে কবর্গে অঙ্গার দক্ষিণদিকে চ বর্গ

হইলে ভস্ম নৈঋতে টবর্গে অস্থি পশ্চিমদিকে ত বর্গে ইষ্টকা বায়ুকোণে পবর্গে কপাল, উত্তরে য বর্গে শব কাটাদি, ঈশানকোণে শবর্গে লৌহশল্য হবর্গে রজত ঐরূপ অবর্গে অনর্থকর শল্য নির্ণয় করিবে। গুরুঅষ্টাঙ্গুলমৃদন্তর করাপূরজল প্রোক্ষণ করিয়া পাদোন খাত পূরণ করত সজল মৃদ্‌গবা ঘাত দ্বারা ভূমিসমগ্রবা ও লিপ্তা করাইয়া সামান্যার্ঘ হস্তে বক্ষ্যমাণপ্রকারে মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন। প্রতি তোরণ দ্বার অর্চ্চনা পূর্ব্বক পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করত আত্মশুদ্ধ্যাদি সম্পাদন করিয়া কুণ্ড ও মণ্ডপ সংস্কারপূর্ব্বক লোকপাল ও শিবপূজার্থ কলস ও ঘট স্থাপন করত বহ্নিস্থাপনাদি সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় সম্পাদন করিবে। অনন্তর গুরু যজমানের সহিত শিলানির্ম্মিত স্নানমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন। প্রাসাদ ও লিঙ্গের পাদধর্ম্মাদি নামক অষ্টাঙ্গুল উচ্ছ্রিত এক হস্ত পরিমিত চতুরস্র পাষাণ শিলা কর্ত্তব্য এবং ইষ্টকশিলা উহার অর্দ্ধপরিমাণে করিবে। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদে পাষাণ শিলা ও ইষ্টকরচিত প্রাসাদে ইষ্টকশিলা কর্ত্তব্য; তাহাতে নবরুদ্রাদি ও পঙ্কজ অঙ্কিত করিয়া নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা ও পূর্ণাখ্যা পঞ্চমী শিলা এবং ইহাদিগের অধোভাগে পদ্মমহাপদ্ম শঙ্খ মকর ও সমুদ্রাখ্যা পঞ্চনিধি যথাক্রমে অঙ্কিত করিবে এবং নন্দা ভদ্রা জয়া পূর্ণা অজিতা অপরাজিতা বিজয়া মঙ্গলা ও ধরণীনাম্নী নবসংখ্যক শিলা ও সুভদ্র বিভদ্র সুনন্দ পুষ্পনন্দক জয় বিজয় কুম্ভ পূর্ণ ও উদ্ভব নামক ঐ শিলাসকলের যথাক্রমে এই নয়টি নিধিকুম্ভ থাকিবে। প্রথমে আসন প্রদান করিয়া অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা তাড়ন ও উল্লেখন করত সকলের অবিশেষে কবচ মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন মৃত্তিকা গোময় গোমূত্র পঞ্চকষায় ও গন্ধ বারি দ্বারা হুঁ ফড়ন্ত অস্ত্র মন্ত্রে মলস্নান সম্পাদন পূর্ব্বক গন্ধতোয়ান্তরিত পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা নিজনামাঙ্কিত মন্ত্রে যথাবিধি স্নান করাইয়া ফল রত্ন সুবর্ণ এবং গোশৃঙ্গ সলিল ও চন্দন লিপ্ত করত শিলা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে স্বর্ণনির্ম্মিত আসনপ্রদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ক্রমে উক্ত শিলা যাগমণ্ডপে শয্যা বা কুশতল্পে হৃন্মন্ত্র উচ্চারণ করত নিবেশিত করিয়া সম্যকরূপে অর্চ্চনা করিবে। পরে বুদ্ধ্যাদি পৃথিবীতত্ত্ব পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ত্রিখণ্ডব্যাপক তত্ত্বত্রয় যথানুক্রমে বক্ষ্যমাণরূপে ন্যাস করিবে এবং বুদ্ধ্যাদি চিত্তপর্য্যন্ত চিন্তাদিতন্মাত্রপর্য্যন্ত ও তন্মাত্রাদিধরান্ততত্ত্বে শিবতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের অবস্থিতিহেতুক তত্ত্বত্রয়ের ও তত্ত্বেশত্রয়ের নিজ মন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ ওঁ হূঁ শিবতত্ত্বায় নমঃ ওঁ হূঁ শিবতত্ত্বাধিপতয়ে রুদ্রায় নমঃ। ওঁ হাঁ বিদ্যা তত্ত্বায় নমঃ; ওঁ হাঁ বিদ্যাতত্ত্বাধিপায় বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ হাঁ আত্মতত্ত্বায় নমঃ। ওঁ হাঁ আত্মতত্ত্বাধিপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া প্রতি শিলায় প্রতিতত্ত্বে ক্ষিতি অগ্নি যজমান সূর্য্য জল বায়ু সোম আকাশ এই অষ্টমূর্ত্তি ও সর্ব্বপশুপতি উগ্র রুদ্র ভব যজমান মহাদেব ও ভীম এই অষ্ট মূর্ত্তীশর যথাক্রমে ওঁ ধরামূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ ধরাধিপতয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে। পরে লোকপালগণের যথাসংখ্য নিজ মন্ত্র বিন্যাস করিয়া উক্ত মন্ত্রে কুম্ভে পূজা করিবে। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বীজমন্ত্র বক্ষ্যমাণক্রমে জানিবে। লূঁ রূঁ শূঁ পূ বূঁ যূঁ মূঁ হূঁ ক্ষূঁ এই নয়টি ইন্দ্রাদি লোকপালের বীজ শিলাপক্ষে উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ পঞ্চপদ্মাশিলায় প্রতি তত্ত্বে ধরাদি পঞ্চমূর্ত্তি সৃষ্টিক্রমে ন্যাস করিয়া

তথায় ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব এই পঞ্চ মূর্ত্তীশরে পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ ওঁ পৃথ্বীমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ পৃথ্বীমূর্ত্ত্যধিপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যজন করিবে। অনন্তর যথাক্রমে স্ব স্ব নাম দ্বারা পঞ্চকলসে পূজা করিয়া যথাবিধি নিরোধ পূর্ব্বক প্রাকার মন্ত্র উচ্চারণ করত ভূতি দর্ভ ও তিল দ্বারা মধ্যশিলাক্রমে বিন্যাস করিয়া কুণ্ড সকলে ধারিকাশক্তি বিন্যাসপূর্ব্বক অর্চ্চন ও তর্পণ করত ঘৃতাদি দ্বারা তত্বতত্বাধিপ মূর্ত্তি ও মূর্ত্তীশগণের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মাংশ শোধনার্থ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা ক্রমশঃ মূলদেবতার অঙ্গসকল পূর্ণ করিয়া শান্তিজল দ্বারা শিলা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক যথাক্রমে প্রতি তত্বে কুশ দ্বারা স্পর্শ করত বক্ষ্যমাণরূপে পূজা এবং সান্নিধ্য সম্পাদন ও সন্ধান করিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র ন্যাস করিবে। পরে ভাগত্রয়ে ক্রমে ক্রমে গমন করত ওঁ আ ঈঁ আত্মতত্ব বিদ্যা তত্বাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত দর্ভমূলাদি দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মাঙ্গাদিত্রয় স্পর্শ করিয়া হ্রস্বদীর্ঘ প্রয়োগানুসারে ওঁ হাঁ ঊঁ বিদ্যাতত্ব শিবতত্বাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রদ্বারা তত্বানুসন্ধান করিবে।

অনন্তর ঘৃত মধুপূর্ণ,পঞ্চগব্য ও অর্ঘসংযুক্ত,রত্নসমন্বিত, তাম্রকুণ্ড সকলে, স্বীয়মন্ত্রে লোকপালগণের পূজা করিয়া, তৎসন্বিধানে হোম সমাধান পূর্ব্বক শিলা সকলের বিদ্যারূপ কৃতস্নান হেমবর্ণ অধিদেবতাগণের স্মরণ করিবে। তদনন্তর ন্যূনাদি দোষ ক্ষালনার্থ এবং বাস্তুভূমি বিশুদ্ধির নিমিত্ত, মূর্দ্ধান্ত হইতে অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা শত শত আহুতি প্রদান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে শিলান্যাসকথন নামক চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বাস্তুপূজাদি বিধান।

ঈশ্বর বলিলেন, অনন্তর প্রাসাদ গ্রহন করিয়া, সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রে চতুষষ্টি কোষ্ঠ যুক্ত বাস্তু মণ্ডপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কোণ সকলে বংশ বিন্যাস করত বিকোণগামী অষ্টসংখ্যক রজ্জু রক্ষা করিয়া, তথায় দ্বিপদ ও ষট্পদ বাস্তু দেবতার বক্ষ্যমাণরূপে অর্চ্চনা করিবে। ভিত্তি প্রভৃতি সন্নিবেশ বিষয়ে আকুঞ্চিতকেশ অসুরাকৃতি উত্তরানন উত্তানভাবে শয়িত বাস্তুপূজা কালে চিন্তা করিবে। পূর্ব্বদিকে জানুদ্বয় বায়ু ও অগ্নিকোণে কূর্পরদ্বয় ও শক্থি দক্ষিণে পাদদ্বয়, ঈশানকোণে মস্তক, হৃদয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয় এবং উহার শরীরে সমারূঢ় সমস্ত পূজ্য দেবগণ এবং অষ্টকোণাধিপ অষ্টকোণার্দ্ধে এবং পূর্ব্বাদিক্রমে মরীচি প্রভৃতি ষট্পদ দেবর্ষিগণ মধ্যে চতুষ্পদ ব্রহ্মা এবং একপদ শেষ এই সমস্ত দেবগণ এই রূপে অবস্থিত জানিবে। সমস্ত নাড়ী সংযোগে মহামর্ম্মভেদী ফলক, ত্রিশূল স্বস্তিক বজ্র, মহাস্বস্তিক সম্পুট (পেটরা) ত্রিকটু, মণিবন্ধ এবং সুবিশুদ্ধপদ এই কএকটি বস্তু বাস্তুর ভিত্ত্যাদিতে দিবে। ঈশানের উদ্দেশে সাজ্য অক্ষত পর্য্যন্যের উদ্দেশে পদ্ম ও উদক জয়ন্তকে কুঙ্কুমোজ্জ্বলা পতাকা, মহেন্দ্রকে রত্নবারি, সূর্য্যকে ধূম্রবর্ণ, চন্দ্রাতপ, সত্যকে ঘৃত গোধূম ও ভৃশর উদ্দেশে আজ্যভক্ত অন্তরীক্ষর উদ্দেশে পূর্ব্বদিকে শক্তু প্রদান করিয়া, মধু ক্ষীর ও আজ্যপূর্ণ শ্রুচাহুতি বহ্নিতে এবং লাজপূর্ণ সুবর্ণোদক বিতথর উদ্দেশে নিবেদন করিবে। পরে গৃহ ক্ষতর উদ্দেশে মধু,

যমরাজের উদ্দেশে ফল ও ওদন গন্ধর্ব্বনাথকে গন্ধ, ভৃঙ্গর উদ্দেশে পক্ষিসকল, মৃগর উদ্দেশে পদ্মপত্র, পিতৃদেবের উদ্দেশে তিলোদক, ক্ষীর ও দন্ত কাষ্ঠ এই কএকটি দ্রব্য দক্ষিণ দ্বার দেবতাকে, প্রদান করিয়া, সুগ্রীবের পূপ, পুষ্পদন্তের দর্ভ, প্রচেতার রক্তপদ্ম, অসুরের সুরাসব,শোষের ঘৃত ও গুড়োদন রোগের লাজ এই কয়েকটি দ্রব্য পশ্চিমদৌবারিক দেবগণের উদ্দেশে ধেনুমুদ্রাদ্বারা প্রদান করিবে। মারুতের পীতধ্বজা,নাগের নাগকেশর,মুখ্যভল্লাটের সুসংস্কৃত মুদ্গ, সূপ, সোমের সাজ্য পায়স, ঊষির শালূক, অদিতির লোপা, দিতির পুরী, এই উত্তর দ্বার দেবতা কএকটির উদ্দেশে পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত কএকটি দ্রব্য প্রদান করিবে। প্রাচীদিকে ব্রহ্মাকে ও ষট্‌পদ মরীচিকে মোদক, বহ্নির অধোদেশস্থ কোন কোষ্ঠকে সূর্য্যকে রক্তপুষ্প প্রদানপূর্ব্বক, উহার অধঃকোষ্ঠকে সাবিত্রীকে কুশোদক, দক্ষিণ দিকে ষট্‌পদ বিবস্বানকে রক্তচন্দন, উহার অধঃকোণস্থ কোষ্ঠকে ইন্দ্রকে হরিদ্রা ওদন এবং ইন্দ্রের অধস্তাৎ, ইন্দ্রজয়কে মিশ্রান্ন (খিচড়ী) নিবেদন করিয়া, পশ্চিমে ষট্‌পদ আসীন মিত্রকে সগুড় ওদন, বায়ুকোনাধার পদে রুদ্রদেবকে ঘৃতসিদ্ধান্ন উহার অধোদেশে রুদ্রদাসকে মৃগমাংস প্রদান করিবে। অনন্তর উত্তরে ষট্‌পদস্থধরাধরকে মাস নৈবেদ্য প্রদান করিয়া, শিবকোণের অধোদেশে আপ ও তাহার বৎসকে ক্রমে দধি ও ক্ষীর প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিবে। পরে মধ্যদেশে চতুষ্পদ নিবিষ্ট ব্রহ্মাকে সাজ্য পঞ্চগব্য ও অক্ষতযুক্ত চরু নিবেদন করিয়া, ঈশানাদি বায়ু পর্য্যন্ত কোণচতুষ্টয়ে বাস্তু বাহ্যে যথাক্রমে চরক্যাদি চতুষ্টয়ের বক্ষ্যমাণরূপে পূজা করিবে। চবকীকে সঘৃত মাংস বিদারীকে দধি ও পঙ্কজ পূতনাকে ফল পিত্ত ও রুধির পাপ রাক্ষসাকে অস্থি. রক্ত, পিত্ত ও ফল প্রদানপূর্ব্বক উহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর প্রাচীদিকে কার্ত্তিকেয়কে মাষ ও ওদন, দক্ষিণদিকে অর্য্যমাকে কৃসর (তিলের খিচড়ী) ও পিষ্টক, পশ্চিমাশায় জম্ভককে রুধির যুক্ত আমিষ উত্তরদিকে পিলিপিঞ্জকে রক্তান্ন ও কুসুম প্রদান করিবে। অথবা সমস্ত বাস্তুর অর্চ্চনা কুশ দধি অক্ষত ও জল দ্বারা করিবে এবং গৃহ ও নগরাদিতে একাশীতি পদদ্বারা যজন করিবে। রজ্জু সকল ত্রিপদ বিকোণে ষট্‌পদ ঈশাদি তথায় দ্বিকোষ্ঠগ একপদ নাগাদি ষট্‌পদস্থ মরীচি প্রভৃতি এবং নবপদ ব্রহ্মা জানিবে। অথবা নগর গ্রাম খেট (নগর বিশেষ) প্রভৃতিতে বাস্তু শত পদ হইবে। কোণ গত দুর্জ্জয় ও দুর্ধর নামক বংশদ্বয় দেবালয়ে ও শতপদে ন্যাস করিয়া,তথায় গ্রহগণ ও স্কন্দাদি ষট্‌পদ দেবগণ চতুর্দ্দশ পদ চরক্যাদি এবং পূর্ব্বের ন্যায় রজ্জু বংশাদি বিন্যাস করিবে। এইরূপে দেশ সংস্থাপনে বাস্তু চতুস্ত্রিংশত শত হইবে। চতুঃষষ্টিপদ ব্রহ্মা, চতুঃপঞ্চাশত পদিকা মরীচ্যাদি দেবতা আপাদি অষ্টবসু ষট্‌ত্রিংশত পদ, ঈশানাদি নবপদ এবং স্কন্দাদি শক্তি জানিবে। চরক্যাদি ঐরূপ এবং রজ্জু বংশাদিও পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। বংশ সহস্র পদ মণ্ডলগ বাস্তু, দেশবাস্তুর ন্যায় তথায় নবগুণ বিন্যাস কর্ত্তব্য এবং পঞ্চবিংশতি পদ, বৈতালাখ্য বাস্তুচিতিতে (দেয়াল কালীতে) উক্ত আছে। অন্য নবপদ বাস্তু অপর ষোড়শাঙ্ঘ্রি বাস্তু ষট্‌কোন ও ত্রিকোণ বৃত্তাদির মধ্যে চতুরস্র হইবে। অথবা পুষ্করণ্যাদি খাতে বাস্তুর সমপৃষ্ঠে ব্রহ্মশিলা ন্যাসে শাবাক নিবেশ এবং মূর্ত্তি সংস্থাপনে পায়সের দ্বারা সকলের নৈবেদ্য প্রদান

করিবে। উক্ত বা অনুক্ত বিষয়ে বাস্তু পঞ্চ হস্ত প্রমাণ বা গৃহ প্রাসাদাদি পরিমাণ সর্ব্বদা প্রশস্ত জানিবে।

ইত্যাগ্নেয় আদি মহাপুরাণে বাস্তুপূজা কথন নামক একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শিলাবিন্যাস বিধান।

ঈশ্বর বলিলেন, বহিঃপ্রদেশে ঈশানাদি কোণ চতুষ্টয়ে পূর্ব্বের ন্যায় চরক্যাদি পূজা করিয়া প্রত্যেক দেবতার যথাক্রমে আহুতিত্রিতয় প্রদান পূর্ব্বক ভূতগণের উদ্দেশে বলিপ্রদান করত শিলা ন্যাসানুক্রমে সুলগ্নে মধ্যসূত্রে শক্তি ও অনন্ত নামক উত্তম কুম্ভদ্বয় বিন্যাস করিবে। পরে নকারারূঢ় মূল মন্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভে শিলা ধারণ করত পূর্ব্বাদি দিকে ন্যস্তশক্তি গর্ত্তে যথাক্রমে লোকপাল মন্ত্র দ্বারা সুভদ্রাদি নামক অষ্টকুম্ভ বিন্যাস করিয়া উহাতে নন্দাদি শিলা যথাক্রমে নিবেশিত করিবে। অনন্তর ভিত্তিমধ্য প্রদেশ হইতে মূর্ত্তীশদিগের জল দ্বারা বিভাগ ক্রমে কোণ হইতে কোণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাদি অষ্ট এবং অগ্ন্যাদি কোণ চতুষ্টয়ে সুভদ্রাদি কুম্ভে নন্দাদি শিলা চতুষ্টয় ও পূর্ব্বাদি দিকে জয়াদি কুম্ভে অজিতাদি শিলা বিন্যাস করিবে। অনন্তর উপরিদেশে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরদৈবত ব্যাপক ন্যাস করিয়া সমস্ত বিষয়ে আকাশ ও প্রাসাদের মধ্যস্থলে অগ্ন্যাধান চিন্তা করত বলি প্রদানপূর্ব্বক বিঘ্নদোষ নিবারণার্থ অস্ত্রমন্ত্র জপ করিবে। পরে শিলা পঞ্চক পক্ষেও কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে। মধ্য কলসে পূর্ণশিলা বিন্যাস সুভদ্রকুম্ভে অর্দ্ধ পরিমাণে অগ্ন্যাদি কোণে পদ্মাদি কলসে ক্রমে নন্দাদি শিলা বিন্যাস করিবে। মধ্য ভাবে নন্দাদি চারিটি মাতৃকারই মাতৃবদ্ভাব সম্মত করিয়া বক্ষ্যমাণরূপে প্রার্থনা করিবে। হে পূর্ণে! হে মহাবিদ্যে! হে সর্ব্বসমূহ স্বরূপে! হে আঙ্গীরস সুতে! এস্থলে আপনি সর্ব্বকার্য্য সম্পূর্ণ করুন। হে নন্দে! আপনি সর্ব্বজনের আনন্দবর্দ্ধিনী আপনাকে এই স্থলে স্থাপিতা করি। চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাগণ গগণে যাবৎকাল থাকিবে, আপনি পরিতৃপ্তা হইয়া এই প্রাসাদে অবস্থিতি করুন, হে বশিষ্ঠপুত্রি নন্দে! আপনি দেহিদিগের সম্বন্ধে আয়ুঃকাম ও শ্রী প্রদান করুন এবং এই প্রাসাদ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করুন। হে ভদ্রে! কশ্যপ সুতে! আপনি লোক সকলের মঙ্গল করুন। হে দেবি! আপনি সর্ব্বদা নিখিল জনগণের আয়ুঃ কাম ও শ্রীপ্রদা হউন। হে জয়ে! ভৃগুতনয়ে! দেবি! আপনি এই স্থলে আমা কর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়া সর্ব্বজনসম্বন্ধে সর্ব্বদা শ্রী ও আয়ুঃ প্রদা হইয়া সতত জয় ও ঐশ্বর্য্য প্রদানের প্রভু হউন। হে শুভে! হে অতিরিক্ত দোষঘ্নে রিক্তে! হে সর্ব্বব্যাপিনি! হে বিশ্বরূপিনি! এই স্থলে আপনি অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বজনের সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদা হউন! অনন্তর গগনায়ত্তন চিন্তা করিয়া তথায় তত্ত্বত্রয় বিন্যাসপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে শিলান্যাস নামক দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কালগণন।

অগ্নি বলিলেন, কালজ্ঞানার্থ কালসমাগণ গণিত বলিব। কালসমাগণ সৌরবৎসর চৈত্রাদি মাসযুক্ত ভিন্ন ও দ্বিষ্ঠ হইয়া চতুঃপঞ্চ ষট্ অষ্টযুক্ত গুণ হইবে। ত্রিষ্ঠ মধ্য হইলে অষ্টগুণ হইয়া পুনর্ব্বার চতুর্গুণ হইবে এবং অধোদেশে অষ্ট নব ও ত্রি-সংখ্যাদ্বারা হীন হইয়া এক ষড় অষ্ট মধ্য হীনরূপে ষষ্টিসংখ্যা হত হইলে যে অঙ্ক লব্ধ হয়, তাহা উপরিস্থিত অঙ্কের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তকৃত ন্যূনে যে অঙ্ক হইবে, তাহাতে বার জানিবে। তন্নিম্নে তিথি নাড়ী সকল হইবে, সম ও দ্বিগুণ ঊর্দ্ধ তিন দ্বারা হীন হইয়া পুনর্ব্বার গুণিত হইবে, পরে নিম্নে শূন্য ও তিন যুক্ত এবং ষড় দ্বাদশ অষ্ট ও চতুঃ সংখ্যাযুক্ত হইয়া অষ্টাবিংশতি শেষপিণ্ড তিথি নাড়ীর নিম্নস্থিত রাশি তিন দ্বারা গুণিত হইয়া উহার অর্দ্ধ সংখ্যা দ্বারা হীন হইবে, পুনর্ব্বার দ্বিগুণিত হইয়া মধ্যে চতুর্দ্দশ গুণ এবং অধোদেশে এক নয় ও তিন হীন লব্ধাঙ্ক মধ্য হইবে। উহা হইতে দ্বাবিংশতি বর্জ্জিত হইয়া ষষ্টি শেষ হইলে ঋণ জানিবে ও ঊর্দ্ধলব্ধ বিক্ষেপ করিয়া,যে সপ্তবিংশতি শেষ তাহা নক্ষত্র এবং যোগ সম্বন্ধে ধ্রুব জানিবে। দ্বাত্রিংশৎ ঘটিকা স্থিতিতে প্রতিমাসে বার ক্ষেপ হইবে, পিণ্ডদ্বয় নক্ষত্র-দ্বয় এবং একাদশ নাড়ী ঋণ বিষয়ে হইবে। পরে বার স্থানে তিথি দিয়া সপ্ত দ্বারা ভাগহার করিবে তাহাতে যে শেষ হইবে, তদ্ঘটিকায় সূর্য্যাদি বার পাত করিবে এবং পিণ্ডকে তিথি দিয়া চতুর্দ্দশ হরণ করিয়া লইবে। তাহা ঋণ ধন ধন ঋণ যথা-ক্রমে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত এইরূপে জানিবে, প্রথম ত্রয়োদশে পঞ্চ দ্বিতীয় দ্বাদশে দশ তৃতীয় একাদশে পঞ্চদশ চতুর্থ দশমে একোনবিংশতি হইবে, পঞ্চম নবমে দ্বাবিংশতি ষষ্ঠ অষ্টমে অথণ্ডা চতুর্ব্বিংশতি পিণ্ডিকা হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া সপ্তমে পঞ্চবিংশতি হইবে এবং কর্কটাদিতে ছয় চারি ও তিন দ্বারা ক্রমশ হরণ করিয়া তুলাদিতে প্রতি-লোম ক্রমে ক্রমশ তিন চারি এবং ছয় হইবে। মকরাদিতে ক্রমশ ছয় চারি ও তিন দিবে। মেষা-দিতে প্রতিলোম ক্রমে তিন চারি ছয় দিবে। শূন্য পঞ্চ শূন্যদ্বয় ও সপ্তদশ বিকলা রাশি মেষা-দিতে ধন হয়। কর্ককে প্রতিলোম ক্রমে এবং তুলাদিতে উহা ঋণ হইবে। এস্থলে সর্ব্বদা বিকলা চতুর্গুণা তিথি জানিবে। লিপ্ত আগত ও আগামী পিণ্ড সংখ্যা ফনান্তর দ্বারা হরণ করিয়া প্রথমোল্লেখ্য হানি ধনে ষষ্টিলব্ধ ধন দিবে এবং দ্বিতীয়োচ্চারিত বর্গে বৈপরীত্যে স্থিতি ও ষড়ভাগ পরিবর্জ্জিতা তিথি দ্বিগুণিতা করিয়া রবি-কার্য্যের বিপরীতে তিথি নাড়ীযুক্ত হইয়া ঋণশুদ্ধ হইলে নাড়ী সকল হইবে এবং যদি ঋণ শুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা ষষ্টির সহিত যোগ করিবে ষষ্ট্যাধিক্য হইলে উহা ত্যাগ করিবে। নক্ষত্র তিথি মিশ্র এবং তিথি চারি দ্বারা গুণিত ও ঐ তিথির ত্রিভাগ সংযুক্ত ঋণ সহিত তিথি এস্থলে চিতা (কালী) করিবে এবং উহার চারি হইতে যোগ শোধন হইবে। রবি ও চন্দ্রসম হইলে নিশ্চল যোগ হয় একোণা তিথি দ্বিগুণা ও সপ্ত ভিন্না হইলে দ্বিবিধাগতি হয় একোণা দ্বিগুণা তিথি ষট্ সংখ্যাকৃত হইলে রাত্রিমানে করণ হয় কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর অন্তে শকুনিকরণ ঐ পর্ব্বে তিথি

প্রথমার্দ্ধে চতুষ্পাদ করণ এবং প্রতিপৎ প্রথমে কিস্তুঘ্ন করণ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে কালগণন নামক ত্রি-চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

—:—

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুদ্ধ জয়ার্ণবীয় নানা যোগ।

অগ্নি বলিলেন, জয়-শুভাদি লাভার্থ যুদ্ধ জয়ার্ণববিষয়ে, সারবস্তু বলিব। অ ই উ এ ও এই পঞ্চ স্বর, যথাক্রমে নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা তিথি হইবে এবং ককারাদি হকারান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ সকল মঙ্গল ও রবি বুধ সোম সুরাচর্য্য ও শুক্রাচর্য্য এবং দক্ষিণ নাড়ীতে শনি ও অপরে মঙ্গল সূর্য্য ও শনি শূন্য সপ্ত শূন্য ও ছয় দ্বারা গুণ করিয়া, একাদশ দ্বারা ভাগ করিবে, পরে উহা ছয় দ্বারা আহত করিয়া, পূর্ব্ব ভাগ দ্বারা ভাগ করিবে,পুনরায় তিন দ্বারা আহত করিয়া তাহাতে রূপ নিক্ষেপ করিবে, নাড়ীর পনরূপ স্পন্দন পুনর্ব্বার প্রাণের সহিত পুনর্ব্বার স্পন্দন হইবে, এই রূপ মানে দিন দিন উদয় হয়। তিন স্ফুরণে এক উচ্ছাস, তিন উচ্ছাসে এক পল, সাইট পলে এক লিপ্তা, সাইট লিপ্তায় এক অহোরাত্র হয় এবং পঞ্চমার্দ্ধ উদযে বালকুমার যুব বৃদ্ধ ও মৃত্যু যাহাতে উদয় তাহার একাদশাংশকে অস্ত হয় এবং কুনাগমে ভঙ্গ হয় তাহাকে মৃত্যু বা পঞ্চম বলে।

স্বরোদয় চক্র।

শনিচক্রে পঞ্চদশ ভাগে যথাক্রমে গ্রহগণের অর্দ্ধমাস উদয় হয়, উহার মধ্যে শনি ভাগ মৃত্যু প্রদ।

শনি চক্র।

দশকোটি সহস্র অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ক্রমে সূর্য্য-চক্রের ত্রয়োদশ স্থানে স্থিত, যে লক্ষ লক্ষ রাশি তাহা মঘাদি বিষয়ে কৃত্তিকাদির মধ্যে শনি স্থিতির প্রমাণ হয়।

কূর্ম্ম চক্র।

রাহু চক্রের উর্দ্ধ সপ্ত ও অধোদেশে সপ্ত রেখা লিখিবে এবং বায়ু অগ্নি ও নৈর্ঋত কোণের মধ্যে আগ্নেয় ভাগে পূর্ণিমা ও বায়ু কোণে অমাবস্যা রাহুগ্রহ তিথি রূপ হয়েন। দক্ষভাগের রকার বায়ু কোণে হকার লিখিয়া, প্রতিপদাদি, তিথিতে ককরাদি ও পুনর্ব্বার নৈর্ঋতে সকার লিখিবে এবং রাহুর মুখে ভঙ্গ হয়, এইরূপ রাহু উক্ত হইল। অগ্নিকোণে পৌর্ণমাসীতে বিষ্টি পূর্ব্বদিকে তৃতীয়াতে কর; দক্ষিণদিকে সপ্তমীতে ঘোরা, উত্তরদিকে দশমীতে রৌদ্র এবং বায়ুকোণে চতুর্দ্দশী তিথিতে, পশ্চিমে চতুর্থীতে, দক্ষিণে শুক্লাষ্টমী ও একাদশীতে ভূশত্যাগ করিবে। রৌদ্র, শ্বেত, মৈত্র, সারভট, সাবিত্র, বিরোচন, জয়দেব, অভিজিৎ, রাবণ, বিজয়, নন্দী, বরুণ, যম, সৌম্য ও ভবনামক পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত হয়, তন্মধ্যে রৌদ্র মুহূর্ত্তে রৌদ্রকার্য্য করিবে, শ্বেত মুহূর্ত্তে স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিবে, মৈত্র মুহূর্ত্তে কন্যা বিবাহাদি সারভটে শুভ কার্য্য সমস্ত করিবে, সাবিত্রতে স্থাপনাদি বিরোচনে রাজকার্য্য, জয়দেবে জয় কার্য্য, রাবণে রণকর্ম্ম বিজয়ে কৃষি ও বাণিজ্য নন্দিতে পটবন্দ বরুণে তড়াগাদি যমে নাশকর্ম্ম সৌম্যে, সৌম্যকার্য্য এবং ভব মুহূর্ত্তে উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। এইরূপে দিবা রাত্রিতে লগ্ন হয়। যোগ সকল নাম দ্বারা বিরুদ্ধ ও শোভন জানা যায়, ছিংশ্র হইতে রাহু, বায়ু

হইতে সমীরণ, যম হইতে দক্ষ, শিব হইতে শিব, জল হইতে আপ্য, অগ্নি হইতে অগ্নি এবং উহা হইতে সৌম্যত্রয়, তাহা হইতে চারি ঘটিকা ভ্রমণ করত সংক্রম নষ্ট করে।

চণ্ডী, ইন্দ্রাণী, বারাহী, মুশলী, গিরিকর্ণিকা, বলা, অতিবলা, ক্ষীরী, মল্লিকা, জাতি, যূথিকা, গুড়ূচী, বাগুরী, এই সমস্ত দিব্য ওষধির মধ্যে যথালব্ধ একটী ওষধি ধারণ করিলে, জয় লাভ হয়। ওঁনমোভৈরবায় খড়্গপরশুহস্তায় ওঁ হুঁ বিঘ্নবিনাশায় ওঁ হ্রূঁ ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা জয় লাভার্থ শিখাবন্ধনাদি করিবে। অনন্তর তিলক অঞ্জন ধূপ লেপন স্নান পান তৈল ধূলিযোগ শ্রবণ কর। শুভগা মনঃশিলা, হরিতাল, লাক্ষারস, তরুণী,ক্ষীর সংযুক্ত করিয়া ললাটে তিলক করিলে বশীকরণ হয়। বিষ্ণু ক্রান্তা সর্পাক্ষী সহদেব গোরোচনা ছাগীদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া তিলক করিলে, বশীকরণ হয়। প্রিয়ঙ্গু, কঙ্কুম, কুড়, মোহনীতগর ও ঘৃত সম্পাদিত তিলক বশ্যকারক জানিবে এবং উহা গোরোচনা, রক্তচন্দন, নিশা, মনঃশিলা, হরিতাল, প্রিয়ঙ্গু, সর্ষপা, মোহিনী, হরিতাক্রান্তা, সহদেবী ও শিখা এই কএকটী দ্রব্য মাতুলঙ্গ রস দ্বারা পিষ্ট করিয়া, ললাটে তিলক করিলে সমস্ত দেবগণের সহিত সুররাজ ইন্দ্র ও বশীভূত হয়েন, সামান্য মনুষ্যের কথা কি বলিব। মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দন কটুকন্দা ও বিলাসিনী পুনর্ব্বার যুক্ত করিয়া লেপন করিলে, বশীকরণ বিষয়ে দীপ্তি পায়। চন্দন নাগপুষ্প মঞ্জিষ্ঠাতগর বচ লোধ্র প্রিয়ঙ্গু ও রজনীমাংসীতৈল সর্ব্বজন বশকারক জানিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে নানা যোগ নামক চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুদ্ধজয়ার্ণবীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র সার।

অগ্নি বলিলেন, যুদ্ধজয়ার্ণব বিষয়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রাদির সার বলিব। মন্ত্র ও ঔষধাদি ব্যতিরেকে ভগবান্ মহেশ্বর জগদীশ্বরী উমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবী বলিলেন, হে দেবদেবেশ! দেবগণ যে উপায়ে দানবদিগকে জয় করিয়াছিলেন,শুভাশুভ বিবেকাদি জ্ঞানস্বরূপ যুদ্ধ জয়ার্ণব বলুন। ঈশ্বর বলিলেন, মূলদেবের ইচ্ছায় পঞ্চদশাক্ষরা শক্তি উৎপন্না হইয়াছেন, তাহা হইতে চরাচর সমস্ত বিশ্ব জন্মিয়াছে, যাহার আরাধনা করিলে, অখিল অর্থজ্ঞান হয়, পঞ্চমন্ত্র সমুদ্ভব মন্ত্রপীঠ বলিব, যে সকল মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রের জীবিত ও মরণাবস্থায় থাকে, ঐ সকল মন্ত্র যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বাখ্য বেদচতুষ্টয়ে উক্ত হইয়াছে। সদ্যোজাতাদি মন্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ সপ্তশিখ এবং ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অ ই উ এ ও এই পঞ্চ স্বর ও কলা মূল ব্রহ্মকীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন কাষ্ঠ মধ্যে বহ্নি অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় দৃষ্ট হয় না সেইরূপ শিব শক্তিদেহে বিদ্যমান থাকিলেও দেখা যায় না। প্রথমে সমুৎপন্না শক্তি ওঁকার স্বরভূষিতা হইয়া পরে বিন্দু ও একারের সহিত ব্যবস্থিত হইলে নাদ উকার জন্মিয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করত নাদধ্বনি করে এবং অর্দ্ধচন্দ্র ইকার মোক্ষমার্গের বোধক অকার ব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া ভোগ ও মোক্ষপ্রদ হয়। অকার ঐশ্বরভূমি নিবৃত্তি কলা জানিবে। প্রাণাখ্য গন্ধোন বীজ স্থিরা ইড়াশক্তি উক্ত হইয়াছে,ইকার প্রতিষ্ঠাখ্য রসপালক পিঙ্গলা শক্তি। ঈকার বীজ ক্রূরাশক্তি হরবীজ অগ্নিরূপ বিশিষ্ট হয়। গান্ধারী

বিদ্যা সমানা ও দহনী শক্তি জানিবে। এবং প্রশান্তি বায়ুস্পর্শী যে উদানের অর্চনা ক্রিয়া হয়। ওঁকার শান্ত্যতীতাখ্য। আকাশ শব্দ যূথপাণি হইতে পঞ্চবর্গ ও স্বরবর্ণ জন্মিয়াছে এবং মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি এবং অধোদ্দেশস্থিত যথাক্রমে অকারাদি ও ককারাদি বর্ণ অতঃপর সমস্ত চরাচর জগৎ এতন্মূলক জানিবে। বিদ্যা-পীঠ শিবোক্ত প্রণব বলিব। যাঁহার শক্তি উমা, সোম, বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র ও যথাক্রমে স্বর্গাদি তিন গুণ ও রস্ত নাড়ী-ত্রয় স্থূল সূক্ষ্ম পর ও অপর শ্বেতবর্ণ পরামৃত করত আত্মাকে প্লাবিত করিতেছেন। হে দেবি! এইরূপ দিবানিশি চিন্তা করিলে মানবগণ অজরা-মর শিবত্ব লাভ করে। অঙ্গুষ্ঠাদিতে ও দেহমধ্যে অঙ্গন্যাস করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের অর্চনা করিলে, রণা-দিতে বিজয়ী হয়। যাত্রাকালে শূন্য নিরালয় ও তির্য্যগ্‌যোনি স্পর্শ করিবে না রূপের ঊর্দ্ধ-গতি জলের অধোগতি সর্ব্বস্থান বিনির্ম্মুক্ত গন্ধের মূল মধ্যদেশ এবং নাভিমূলে স্থিত শিবরূপ কন্দ-শক্তি সমূহ মণ্ডিত এবং তথায় চন্দ্র সূর্য্য ও ভগ বান্ হরি অবস্থান করিতেছেন ও দশবায়ু পঞ্চ-তন্মাত্র এবং চরাচর জীবলোকের কালানল সমা-কায় দেদীপ্যমান জীব আছেন, সে মন্ত্রপীঠ নষ্ট হইলে অনিলাত্মক প্রাণনাশ হয় আর মৃত বোধ করা যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধ জয়ার্ণব জ্যোতি নামক পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুদ্ধ জয়ার্ণবীয় নানাচক্র।

ঈশ্বর বলিলেন, ওঁ হ্রীঁ কর্ণ মোটনি বহুরূপে বহুদংষ্ট্রে হুঁ ফট্ ফট্ ওঁ হ্রঃ গ্রস গ্রস কৃন্ত কৃন্ত ছক ছক হুঁ ফট্ নমঃ। মানবগণ ক্রুদ্ধ ও আরক্ত-লোচন হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত মারণ, পাতন, মোহন বা উচ্চাটন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি-বেন। এই কর্ণমোটী নামক মহাবিদ্যা সর্ব্ববর্ণের রক্ষিকা।

নানা বিদ্যা।

অধুনা স্বরোদয়সমাশ্রিত পঞ্চোদয় বলিব। নাভি এবং হৃদয়ের মধ্যদেশে বায়ু সঞ্চরণ করে। ক্রুদ্ধসাধক জপহোম পরায়ণ হইয়া রণাদি উপস্থিত হইলে শত্রুকর্ণাক্ষি ভেদ বা উচ্চাটন করিবে। হৃদয় হইতে কণ্ঠদেশে পায়ু নামক বায়ুকে সঞ্চা-রিত করিলে শত্রুগণের জ্বর দাহ এবং মারণ কার্য্য সম্পাদন হয়। কণ্ঠোদ্ভব রসনামক বায়ু দ্বারা সাত্ত্বিক পৌষ্টি ও দিব্য রসকার্য্য সম্পাদন করিবে, ভ্রূ হইতে নাসান্তিক পর্য্যন্ত গন্ধ নামক বায়ু দ্বারা স্তম্ভন ও আকর্ষণ হয়। মন গন্ধে লীন হইলে নিশ্চয় স্তম্ভন হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। সাধক এইরূপে স্তম্ভন ও কীলনাদি নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিবেন। চিত্তঘণ্টা করালী সুমুখী দুর্ম্মুখী রেবতী ও ঘোরা বায়ুচক্রে তেজোমধ্যে সংস্থিতা প্রথমা এই দেবীগণের উচ্চাটন সাধনার্থ অর্চনা করিবে। সৌম্যা ভীষণী জয়া বিজয়া অজিতা অপরাজিতা মহাকোটী রৌদ্রা শুষ্ককায়া প্রাণ-হরা এই সমস্ত দেবী রসচক্রে অবস্থিতা জানিবে। বিরূপাক্ষী পরা দিব্যা এবং আকাশ মাতৃগণসংহারী জাতহারী দংষ্ট্রালা শুষ্ক রেবতী পিপীলিকা পুষ্টি-

হরা মহাপুষ্টি প্রবর্দ্ধনা ভদ্রকালী সুভদ্রা ভদ্রভীমা সুভদ্রিকা স্থিরা নিষ্ঠুরা দিব্যা নিষ্কম্পা গদিনী এই দ্বাত্রিংশম্মাতৃগণ চক্রমধ্যে যথাক্রমে আট আটটী করিয়া অবস্থিতি করেন। যেমন সূর্য্য এক এবং এক শক্তি বিশিষ্ট ও চন্দ্র এক এক শক্তি সম্পন্ন এবং মহীতলে একমাত্র জল ভূতভেদে নানারূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ এক জন নানা বস্তু গত হইয়া নানা রসরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তদ্রূপ এক প্রাণবায়ু ভূতপঞ্জরে অর্থাৎ দেহে পঞ্চমণ্ডলে বাম দক্ষিণ ভেদে দশপ্রকার প্রতিপন্ন হয়। তত্ত্ববস্ত্র বেষ্টিত বিন্দুরূপ পরমামৃত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ কপাল দ্বারা পান করিলে পঞ্চবর্গ বলবশতঃ যুদ্ধে যেরূপ জয় লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। অ আ ক চ ট ত প য শ আদিম বর্গ উক্ত আছে; ই ঈ খ ছ ঠ থ ফ র ষ দ্বিতীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট; উ ঊ গ জ ড দ ব ল স তৃতীয় বর্গ; এ ঐ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব হ চতুর্থ বর্গ ও ও ঔ অং অঃ ঙ ঞ ণ ন ম এই পঞ্চম বর্গ জানিবে। মানবগণের অভ্যুদয় কার্য্যে উক্ত পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ণ বাল কুমার যুবা বৃদ্ধ ও মৃত্যু নামে নির্দ্দিষ্ট আছে; উহা আত্মপীড়াশোষক, উদাসীন ও কালস্বরূপ জানিবে। কৃত্তিকাপ্রতিপৎ ও মঙ্গলবারযোগ আপনার লাভজনক। মঙ্গলবার ষষ্ঠী তিথিতে মঘা নক্ষত্র যোগ পীড়াদায়ক, মঙ্গলবারে একাদশী তিথিতে আর্দ্রা নক্ষত্রযোগ মৃত্যুজনক, বুধবারে দ্বিতীয়া তিথিতে মঘানক্ষত্রে লাভ, বুধবার সপ্তমী তিথিতে আর্দ্রানক্ষত্রে হানি, বুধবারে ভরণী ও শ্রবণা নক্ষত্রে কাল ঐরূপ জানিবে। বৃহস্পতিবারে তৃতীয়া তিথিতে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে লাভ হয়; বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথিতে ধনিষ্ঠা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে এবং উক্ত বারে অশ্লেষা ও ত্রয়োদশী তিথিতে মৃত্যু হয়; শুক্রবারে চতুর্থী তিথিতে পূর্ণভাদ্রপদ নক্ষত্র যোগ হইলে শ্রীসম্পাদন করে, শুক্রবারে নবমী তিথিতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইলে যমদণ্ড ও হানিজনক হয়। শনিবারে দশমী তিথিতে অশ্লেষানক্ষত্রযোগ পীড়াকর হয়; শনিবারে পূর্ণিমাতিথিতে মঘানক্ষত্র যুক্ত হইলে মৃত্যুকর হয়।

তিথিযোগ।

পূর্ব্ব উত্তর দিক অগ্নি নৈঋত কোণ দক্ষিণ দিক ও বায়ুকোণে প্রতিপদ ও নবমী প্রভৃতি তিথিতে চন্দ্রব্রহ্মাদি দৃষ্ট হয়; যথোক্তরাশির সহিত গ্রহাদি দৃষ্ট হইলে সিদ্ধিলাভ হয়। মেষাদি রাশিচতুষ্টয় ও কুম্ভরাশিতে পূর্ণাতিথি হইলে জয় হয় এবং অন্যরূপ যোগ হইলে মৃত্যু হয়। সূর্য্যাদি গ্রহ রিক্তা এবং পূর্ণাতিথি যথাক্রমে ব্যবস্থিত করিবে। রণবিষয়ে সূর্য্যগ্রহে নিস্ফল হয়, সোমে ভঙ্গ এবং প্রশমন হয়; কুজে কলহফল জানিবে; বুধে কাম, বৃহস্পতি জয়কারণ, শুক্রগ্রহ মণিমাণিক্যাদি লাভহেতুক এবং শনৈশ্চরে রণভঙ্গ হয়। পিঙ্গলাচক্রে সূর্য্যগ নক্ষত্রসকল ক্রমে মুখে নেত্রে ললাটে শিরোদেশে হস্তে ঊরুদেশে এবং চরণে দিবে। পাদস্থ ত্রিঋক্ষে মৃত্যু পক্ষে ত্রি নক্ষত্রে অর্থনাশ, মুখস্থ নক্ষত্রে পীড়া, শিরস্থে কার্য্য নাশ, কুক্ষিস্থিত নক্ষত্রে এ সকল হয়।

সম্প্রতি রাহুচক্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বদিক হইতে নৈঋত কোণে যাইবে, নৈঋত হইতে উত্তরে, উত্তর হইতে অগ্নি কোণে, অগ্নি কোণ হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে ঈশান কোণে, ঈশান হইতে দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে পুনর্ব্বার উত্তরে হইবে। রাহুপৃষ্ঠে চারিদণ্ড ভোগ করে উহাতে রণে জয় হয়, সম্মুখে

মৃত্যু হয়, হে প্রিয়তমে! রাহু তিথি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে অগ্নি কোণ হইতে ঈশান পর্য্যন্ত পূর্ণিমা, পূর্ব্বদিকে কৃষ্ণাষ্টমী হইতে রাহুর দৃষ্টি ভয়াবহ, ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ু কোণে ফণিরাহুক, পূর্ব্বাদি দিকে মেষাদি রাশি যেস্থলে সম্মুখে সূর্য্য মৃত্যুফল জনক, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সপ্তমী, দশমী ও চতুর্দ্দশী এবং শুক্ল পক্ষীয় চতুর্থী, একাদশী ও পূর্ণিমা তিথি বিষ্টিভদ্রা, অগ্নি ও বায়ু কোণে পূর্ণিমা। অ ক চ ট ত প য শ বর্গ সূর্য্যাদি গ্রহ রূপ, গৃধ্র উলূক শ্যেন পিঙ্গল কৌশিক সারস ময়ূব ও গোরক্ষু এই কয়েক পক্ষিগণ যথাক্রমে উহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথমে উচ্চাটন কার্য্যে হুতাশন মন্ত্র দ্বারা বলবহোম কর্ত্তব্য ও বশীকরণজ্বর ও আকর্ষণ বিষয়ে প্রয়োগ অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধ হয়, শান্তি ও প্রীতি বিষয়ে পুষ্টি ও বশাদি বিষয়ে বৌষট্ মন্ত্র বিহিত মারণ কার্যে, হু মন্ত্র উক্ত প্রীতি সম্যক্ নাশ বিদ্বেষ ও উচ্চাটন কার্য্যে ফট্ মন্ত্র বিহিত লাভ ও দীপ্ত্যাদি কার্য্যে বষট্ এই ছয় প্রকার মন্ত্র জাতি জানিবে।

সম্প্রতি মহারক্ষা বিধায়িনী ওষধী সমস্ত বলিব। মহাকালা চণ্ডী বারাহী ঈশ্বরী সুদর্শনা ও ইন্দ্রাণী এই সকল ওষধি যাহার শরীরে সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে রক্ষা করে। বলা অতিবলা ভীরু মুসলী সহদেবী জাতী মল্লিকা যূথী গারুড়ী ও ভৃঙ্গরাজ এই কয়েকটী চক্ররূপা মহৌষধী ইহা ধারণ করিলে বিজয়াদি লাভ হয়। হে মহাদেবি! এই সমস্ত মহৌষধি গ্রহণে উদ্ধৃতা হইলে শুভদায়িকা হয়। মৃত্তিকা দ্বারা সর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত কুঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তাহার পাদতলে স্বকীয় শুক্র সংস্থাপন করত স্তম্ভিত করিবে। নগাগ্রে এক বৃক্ষে বজ্রাহত প্রদেশে বল্মীকমৃত্তিকা আহরণ করিয়া মাতৃযুগল ওঁ নমো মহাভৈরবায় বিকৃত দংষ্ট্রোগ্ররূপায় পিঙ্গলাক্ষায় ত্রিশূলখড়্গধরায় বৌষট্। এই মন্ত্রদ্বারা মাতৃযুগল যোজিত করত কর্দ্দমপূজা করিয়া শাস্ত্র সমূহ স্তম্ভিত করিবে।

হে দেবি! অধুনা রণাদি বিষয়ে বিক্রমপ্রদ অগ্নিকার্য্য কীর্ত্তন করিব। শ্মশানে নিশাকালে কাষ্ঠাগ্নিতে নগ্ননর মুক্তশিখ ও দক্ষিণাস্য হইয়া নরমাংস রুধির বিষ্ঠাতুষ ও অস্থিখণ্ড মিশ্রিত করিয়া তদ্বারায় শত্রুনাম উল্লেখে ওঁ নমো ভগবতি কৌমারি লল লল লালয় লালয় ঘটাদেবি অমুকং মারয় মারয় সহসা নমোস্তুতে ভগবতি বিদ্যেস্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করত অষ্টোত্তর শতসংখ্যক হোম করিলে ক্ষণকাল মধ্যে শত্রুদগ্ধ হইয়া যায়। ওঁ বজ্রকায় বজ্রতুণ্ড কপিল পিঙ্গল করাল বদন উর্দ্ধকেশ মহাবল রক্তমুখ তড়িজ্জিহ্ব মহারৌদ্র দংষ্ট্রোৎকট কহ করালিন্ মহাদৃঢ় প্রহার. লঙ্কেশ্বর সেতুবন্ধ শৈলপ্রবাহ গগণচর এহ্যেহি ভগবন্ মহাবল পরাক্রম ভৈরবো জ্ঞাপয়তি এহ্যেহি মহারৌদ্র দীর্ঘলাঙ্গুলেন অমুকং বেষ্টয় বেষ্টয় জম্ভয় জম্ভয় খন খন বৈতেহ্রুংফট্। এই মন্ত্র অষ্টত্রিংশৎ শত জপ করিলে পটেসর্ব্ব কর্ম্মকারি হনুমান্ দর্শন হয় এবং তাহাতে শত্রু সৈন্য ভঙ্গ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে নানাচক্রনামক ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নক্ষত্র নির্ণয়।

ঈশ্বর বলিলেন, শুভাশুভ জ্ঞানের নিমিত্ত ঋক্ষাত্মক পিণ্ড বলিব। যে সূর্য্য থাকিবেন, তথাহি ঋক্ষত্রয় মস্তকে মুখে এক নেত্রে দ্বয় হস্ত ও পাদে

চতুষ্টয়,হৃদয়ে পঞ্চ এবং জানুতে পঞ্চ আয়ুর্বৃদ্ধিকর চিন্তা করিবে। মস্তকে রাজ্যলাভ শরীরস্থ বক্ত্র-যোগে ও নেত্রদ্বয়ে কান্ত ও সৌভাগ্যযোগ হৃদয়ে দ্রব্যসংগ্রহ হস্তে বধ বন্ধন ও তস্করত্ব পদে ভ্রমণ জানিবে। কুম্ভাটকে নক্ষত্রগণ অঙ্কিত করিয়া সূর্য্য কুম্ভ রিক্তক নামক অশুভফলদায়ক পূর্ব্বাদি সংস্থিত শুভফলজনক জানিবে। জয়াজয় বিবেক বোধক ফণিগ্রাহ একণে বলিব। অষ্টাবিংশতি বিন্দু লিখিয়া তিন তিনটী করিয়া বিভাগ করিবে, অনন্তর চারিটি ঋক্ষ এবং তথায় রেখাপাত করিবে, পরে যে ঋক্ষে রাহু থাকিবেন, ঐ ঋক্ষফণিমস্তকে বিন্যাস করিয়া তদাদি সপ্তবিংশতি ঋক্ষ যথাক্রমে অঙ্কিত করিবে। বক্ত্র ও উদরাদি সপ্ত স্থানে গত ঋক্ষ হইলে যুদ্ধে মৃত্যু হয়, স্কন্ধে ও মধ্যদেশে সপ্ত নক্ষত্রে ভঙ্গ হয়, নক্ষত্র উদরস্থ হইলে পূজা ও জয়লাভ জানিবে, ঋক্ষ কটিদেশস্থ হইলে বোধ পুরুষ শত্রুক্ষের করে, পুচ্ছস্থিত ঋক্ষ হইলে কীর্ত্তি লাভ হয় এবং রাহু কর্ত্তৃক দৃষ্ট নক্ষত্রে মৃত্যু হয় জানিবে।

পুনর্ব্বার ঈশ্বর বলিলেন, অন্য প্রকার রবি রাহু বল বলিব শ্রবণ কর। রবি শুক্র বুধ সোম শনি বৃহস্পতি মঙ্গল ও রাহু এই কয়েকটি গ্রহ যামার্দ্ধভাগী হয়েন। শনি রবি ও রাহু গ্রহ পৃষ্ঠ-দেশে করিয়া যুদ্ধ দ্যূতক্রীড়া বা পথ গমন করিলে জয়লাভ করে। রোহিণী উত্তর ত্রয় অর্থাৎ উত্তর ফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া ও উত্তর ভাদ্রপদ এবং মৃগ-শিরা এই পঞ্চ নক্ষত্র স্থির অশ্বিনী রেবতী স্বাতি ধনিষ্ঠা শতভিষা এই পঞ্চঋক্ষ ক্ষিপ্র, যাত্রার্থী ব্যক্তি উক্ত নক্ষত্রযোজিত করিবে, অনুরাধা হস্তা-মূলা মৃগশিরা পুষ্যা পুনর্ব্বসু এই সমস্ত নক্ষত্র সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত, জ্যেষ্ঠা চিত্রা বিশাখা পূর্ব্বা-ত্রয় অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ কৃত্তিকা ভরণী মঘা আর্দ্রা অশ্লেষা এই কয়েক নক্ষত্র দারুণ ফলদায়ক। স্থাবর বিষয়ে স্থির ঋক্ষ ও যাত্রাবিষয়ে ক্ষিপ্র নক্ষত্র প্রশস্ত, সৌভা-গ্যার্থ মৃদু নক্ষত্র উগ্রকার্য্যে উগ্রনক্ষত্র এবং দারুণ কার্য্যে দারুণ নক্ষত্র গ্রহণ করিবে। অধুনা অধোমুখাদি বলিতেছি। কৃত্তিকা ভরণী অশ্লেষা বিশাখা মঘা মূলা পূর্ব্বাত্রয় অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ এই কয়েক নক্ষত্র অধো-বক্ত্র, ইহাতে অধোমুখে কার্য্য করিবে; অর্থাৎ কূপ তড়াগাদি খনন বিদ্যাকার্য্য ভিষকক্রিয়া স্থাপন নৌকা ও দ্যূতাদির অনুষ্ঠান করিবে। রেবতী অশ্বিনী চিত্রা হস্তা স্বাতী পুনর্ব্বসু অনু রাধা মৃগশিরা জ্যেষ্ঠা এই নয়টি নক্ষত্র পার্শ্বমুখ ইহাতে রাজ্যাভিষেক গজ ও অশ্বের পট্টবন্ধ আরাম গৃহ প্রাসাদ প্রাকার ক্ষেত্র তোরণধ্বজ চিহ্ন ও পতাকা এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। রবিবারে দ্বাদশী তিথি দগ্ধা সোমবারে একাদশী মঙ্গলবারে দশমী বুধবারে তৃতীয়া বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী শুক্রবারে দ্বিতীয়া এবং শনিবারে সপ্তমী তিথি হইলে দগ্ধা হয়। অনন্তর ত্রিপুষ্করের কীর্ত্তন করি-তেছি। দ্বিতীয়া দ্বাদশী সপ্তমী রবি মঙ্গল ও শনিবারে এই ছয়টি ত্রিপুষ্কর এবং বিশাখা কৃত্তিকা উত্তর ফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া পুনর্ব্বসু ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই ছয় নক্ষত্র ত্রিপুষ্কর। লাভ হানি জয় বৃদ্ধি পুত্র জন্ম নষ্ট ভ্রষ্ট বিনষ্ট এই সমস্ত ত্রিগুণ হইয়া নক্ষত্র গত ফল জানিবে, অশ্বিনী ভরণী অশ্লেষা পুষ্যা স্বাতি বিশাখা ও শ্রবণা এই সপ্তদৃঢ় চক্ষু ঋক্ষ দশদিক দর্শন করে, এই সমস্ত নক্ষত্রে যাত্রা করিলে দূরগত ব্যক্তিরও পুণ্য ভূমিতে আগমন হয়, আষাঢ়দ্বয় অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া

রেবতী চিত্রা ও পুনর্ব্বসু এই পঞ্চ ঋক্ষে নির্গত হইলে আগমন হয়, কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা পূর্ব্বফল্গুনী উত্তর ফল্গুনী মঘা মূলা জ্যেষ্ঠা অনুরাধা ধনিষ্ঠা শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই সমস্ত নক্ষত্রে গমনকারি ব্যক্তির পুনরাগমন হয়, হস্তা উত্তর ভাদ্রপদ আর্দ্রা পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই কয় নক্ষত্রে নষ্টার্থ ও দৃষ্টিগোচর হয় এবং সংগ্রাম ঘটনা হয় না। পুনর্ব্বার নক্ষত্র মধ্যে যেরূপে গণ্ড থাকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রেবতীর শেষ চারি দণ্ড ও অশ্বিনীর প্রথম চারি দণ্ড এই উভয় মিলিয়া প্রহরমাত্র কাল যত্নপূর্ব্ব কবর্জ্জন করিবে, অশ্লেষার অন্তে ঘটিকাচতুষ্টয় ও মঘার আদি ঘটিকাচতুষ্টয় এই উভয়াতন যাম মাত্র কাল, দ্বিতীয় গণ্ড, হে ভৈরবি! অনন্তর তৃতীয় গণ্ড শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠার অন্ত নাড়ীচতুষ্টয় ও মূলার আদি নাড়চতুষ্টয় এই যাম মাত্র কালে উগ্ররূপ জানিবে যদি আপনার জীবন ইচ্ছা করে, তাহা হইলে উহাতে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না এবং উক্তকালে শিশু জন্মিলে উহার পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে নক্ষত্রনির্ণয় নামক সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নানা বল।

ঈশ্বর বলিলেন, বিষ্কুম্ভে তিন ঘটিকা শূলে পঞ্চ ঘটিকা গণ্ড ও অতিগণ্ডে ছয় ছয় দণ্ড ব্যাঘাত ও বজ্র যোগে নয় দণ্ড পরিঘ ব্যতিপাত ও বৈধৃতি যোগের সমস্ত পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে কদাচ যাত্রাযুদ্ধাদি করিবে না। হে দেবি! মেষাদি রাশিযোগে গ্রহগণ দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞান বলিতেছি শ্রবণ কর। চন্দ্র ও শুক্র জন্মস্থ না হইলে শুভ দায়ক হয়েন, মঙ্গল সূর্য্য শনি ও রাহু দ্বিতীয় হইলে দ্রব্যনাশ অলাভস্থ হইলে শুভ ফলদায়ক হয়েন, যখন সূর্য্য শনি মঙ্গল শুক্র বুধ চন্দ্র এবং রাহুগ্রহ তৃতীয়স্থ হন তখন উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করেন, বুধ ও শুক্র চতুর্থ হইলে শুভ ফল দান করেন। অবশিষ্ট অন্য সমস্ত গ্রহ চতুর্থ হইলে ভয়াবহ হয়েন, বৃহস্পতি শুক্র বুধ ও চন্দ্র যখন পঞ্চমস্থানে থাকেন, অভিলষিত সিদ্ধি হয়, রবি চন্দ্র শনি মঙ্গল ও বুধ গ্রহ যদি স্বরাশির ষষ্ঠ স্থানে থাকেন, শুভফল দায়ক হয়েন, ষষ্ঠস্থ বৃহস্পতি ও শুক্র ত্যাগ করিবে, সপ্তম স্থানে স্থিত সূর্য্য শনি মঙ্গল ও রাহু গ্রহ হানিজনক জানিবে, বৃহস্পতি শুক্র ও বুধ সপ্তমস্থ হইলে সুখের কারণ হয়েন, বুধ এবং শুক্র অষ্টম স্থানে থাকিলে শুভ ফল দান করেন এবং অবশিষ্ট অন্য সমস্ত গ্রহ অষ্টম স্থানে হানিজনক হয়েন, বুধ ও শুক্র নবম স্থানে স্থিত হইয়া শুভ ফল প্রদান করেন, অপর গ্রহ সকল নবমস্থানে থাকিলে হানিজনক হয়েন, দশমস্থ ভৃগু ও ভাস্কর লাভজনক জানিবে, শনি মঙ্গল রাহু চন্দ্র ও বুধ দশম স্থানে থাকিলে শুভাবহ হয়েন, দশমস্থ গুরু পরিত্যাগ করিবে, একাদশ স্থানে সমস্ত গ্রহই শুভদায়ক হয়েন, বুধ ও শুক্র দ্বাদশস্থ প্রশস্ত এবং দ্বাদশস্থ অবশিষ্ট সমস্ত গ্রহ পরিত্যাগ করিবে। দিবা ও রাত্রিতে যাদৃশ রাশি যেরূপে হয়, বলিতেছি। মীন মেষ মিথুন ও বৃষ রাশির মান চতুর্নাড়ী কর্কট সিংহ কন্যা ও তুলা রাশির পরিমাণ ছয় দণ্ড করিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে এবং বৃশ্চিক ধনু মকর ও কুম্ভ রাশির মান পঞ্চঘটিকা জানিবে, যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হই-

স্থান, তদাদি করিয়া উক্ত প্রকার রাশি পরিমাণে দিবারাত্রি হইবে এবং মেষাদি রাশি যথাক্রমে চরস্থিত ও দ্ব্যাত্মকরূপে ব্যবস্থিত আছে, অর্থাৎ কর্কট মকর তুলা ও মেষ চররাশি চরলগ্নে জয় ও শুভাশুভ কার্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বৃষ সিংহ কুম্ভ ও বৃশ্চিকস্থির রাশি হইতে যাত্রা করিলে শীঘ্র সমাগম হয় না রোগার্ত্ত হইলে কদাচ মুক্ত হয় না। মিথুন কন্যা মীন ও ধনু রাশি দ্ব্যাত্মক এই সকল দ্বিস্বভাব লগ্ন সর্ব্ব কার্য্যে সতত শুভ জনক, ইহাতে যাত্রা বাণিজ্য সংগ্রাম বিবাহ রাজ দর্শনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৃদ্ধি জয়লাভাদি সিদ্ধি হয়। অশ্বিনী ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যদি বৃষ্টি হয় একরাত্রকাল মাত্র বর্ষণ করে। ভরণী নক্ষত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে এক পক্ষ কাল যাবৎ বর্ষণ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে নানাবলনামক অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কোট চক্র।

ঈশ্বর বলিলেন, অধুনা কোটচক্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে চতুরস্র পুর অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে পুনর্ব্বার চতুরস্র পুর লিখিয়া তাহাতে পূর্ব্বাস্য মেষাদি অঙ্কিত করত পূর্ব্বভাগ কৃত্তিকা, অগ্নিকোণে অশ্লেষা, দক্ষিণে ভরণী, নৈঋতে বিশাখা, পশ্চিমে অনুরাধা, বায়ুকোণে শ্রবণা, উত্তরে ধনিষ্ঠা এবং ঈশানকোণে রেবতী নক্ষত্র বিন্যাস করিয়া বাহ্য নাড়ীতে রোহিণী, পুষ্যা, ফল্গুণী, স্বাতি, জ্যেষ্ঠা, অভিজিৎ, শতভিষা ও অশ্বিনী এই অষ্ট ঋক্ষ বিন্যাস করিবে; অনন্তর কোটমধ্যস্থ নাড়ীর অভ্যন্তরে পূর্ব্বদিকে মৃগশিরা, তাহার অগ্নিকোণে পুনর্ব্বসু, দক্ষিণে উত্তরফল্গুনী, নৈঋতে চিত্রা, পশ্চিমে মূলা, বায়ুকোণে উত্তরাষাঢ়া, উত্তরে পূর্ব্বভাদ্রপদ, ঈশানকোণে রেবতীনক্ষত্র বিন্যাস করিয়া কোটাভ্যন্তর্গত অষ্ট ঋক্ষসমন্বিত উক্ত নাড়ীর কোটের, কোটরমধ্যে স্তম্ভচতুষ্টয় অঙ্কিত করত আর্দ্রা হস্তা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই নক্ষত্রচতুষ্ক এবং উত্তরাত্রিক বিন্যস্ত করিবে। এইরূপে দুর্গ বিন্যাস করিয়া বহিঃপ্রদেশে দিক্‌পালানুসরে স্থান নির্দ্দেশ করিবে। আগন্তুক যোদ্ধা ঋক্ষবান্ হইলে ফলশালী হয়েন; কোট মধ্যে শুভগ্রহ যদি ঋক্ষযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে জয় লাভ হয় এবং মধ্যস্থিত আগন্তুক ব্যক্তিদিগের ভঙ্গ হয় জানিবে। প্রবেশ নক্ষত্র দ্বারা প্রবিষ্ট এবং নির্গম নক্ষত্র দ্বারা নির্গত হইবে। শুক্র বুধ ও মঙ্গল যখন সকল ঋক্ষান্তে থাকিবেন, তখন স্বপক্ষ ভঙ্গ ও আগন্তুকের জয় হয়। যখন প্রবেশনক্ষত্রচতুষ্কে সংগ্রাম আরম্ভ করিবে, তখন নিশ্চয় দুর্গসিদ্ধি হইবে, এবিষয়ে কদাচ বিস্মিত হইবে না।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে কোটচক্র নামক ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অর্ঘ্যকাণ্ড।

ঈশ্বর বলিলেন, সম্প্রতি অর্ঘ্যমান বলিব। যে সময় উল্কাপাত ভূমিকম্প বজ্রাঘাত বা দিকদাহাদি অমঙ্গল ঘটিবে, তাহার মাসের প্রতি লক্ষ্য করিবে। যদি ঐ সকল ঘটনা চৈত্র মাসে হয়, অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া অর্ঘ্যকাণ্ড সম্পাদন

করিবে। যদি উহা ছয় মাসে করে, তাহা হইলে চতুর্গুণ করিতে হইবে এবং বৈশাখ মাসে ঘটিলে ঐরূপ কর্ত্তব্য; কিন্তু অষ্টম মাসে করিলে সমস্ত সংগ্রহ ষড়্গুণ করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ঘটিলে যব গোধুম ও ধান্য দ্বারা অর্ঘ্যকাণ্ড করিবে। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে উক্ত ঘটনা হইলে ঘৃত ও তৈলাদি দ্বারা, আশ্বিন মাস হইলে বস্ত্র ও ধান্য দ্বারা, কার্ত্তিকে ঘটিলে ধান্য দ্বারা, অগ্রহায়ণ মাসে ক্রীত ধান্য দ্বারা, পৌষমাসে কুঙ্কুম ও গন্ধাদি দ্বারা, মাঘ মাসে ধান্য দ্বারা, ফাল্গুণ মাসে ক্রীত গন্ধাদি দ্বারা অর্ঘ্যকাণ্ড সম্পাদন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অর্ঘ্যকাণ্ড নামক পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মণ্ডল।

ঈশ্বর বলিলেন, বিজয়ার্থ চারিপ্রকার মণ্ডল বলিব। হে ভদ্রে! কৃত্তিকা মঘা পুষ্যা পূর্ব্বফল্গুণী বিশাখা ভরণী ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র, আগ্নেয়মণ্ডল তাহার লক্ষণ বলিব। যদি ইহাতে চন্দ্রসূর্য্যের বেষ্টন বা বায়ু প্রচণ্ডরূপে প্রবাহিত হয়, ভূমিকম্প বজ্রাঘাত চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ ধূমজ্বালা দিগ্দাহ কেতুদর্শন রক্তবৃষ্টি উপতাপ পাষাণপতন হয়, তাহা হইলে মানব নেত্ররোগগ্রস্ত ও অতিসারাদি রোগগ্রস্ত হয় এবং অগ্নিপ্রবল গোসকল অল্পক্ষীরা বৃক্ষ সকল স্বল্প পুষ্পফল শস্যহানি ও স্বল্পবৃষ্টি হয়; প্রজাগণ প্রপীড়িত ও ক্ষুধা হয় এবং সিন্ধুদেশীয় যমুনাতীরস্থ দেশ গুর্জ্জক দেশ ভোজ বাহ্লিক জালন্ধর কাশ্মীর ও সপ্তম উত্তরাপথ এই সমস্ত দেশে উৎপাত দর্শন হইলে বিনষ্ট হয়। হস্তা চিত্রা মঘা স্বাতি মৃগশিরা পুনর্ব্বসু উত্তরফল্গুণী ও অশ্বিনী নক্ষত্রে যদি কিছু উৎপাত ঘটনা হয়, তাহা বায়ব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট জানিবে; তাহাতে প্রজাসকল নষ্টধর্ম্ম হাহাভূত বিচেতন হয় এবং ডাহল কামরূপ কলিঙ্গ কোশল অযোধ্যা ও অবন্তী কোঙ্কণ ও অন্ধ্রকদেশ নষ্ট হয়। অশ্লেষা মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া রেবতী শতভিষা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যদি কোনরূপ উৎপাত ঘটে তাহা বারুণ নামে উক্ত হইবে এবং গোসকল বহুক্ষীরঘৃতা, বৃক্ষসমস্ত বহুপুষ্পফলা, মেদিনী বহুশস্যা, ধান্য উচিত মূল্য, সুভিক্ষ ও আরোগ্য হয়; কিন্তু নরেন্দ্রগণের পরস্পর দারুণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠা, রোহিণী, অনুরাধা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া ও অভিজিৎ নক্ষত্রে যদি কিছু ঘটনা হয়, তাহা মাহেন্দ্র নামে নির্দ্দিষ্ট। তাহাতে প্রজাগণের উন্নতি, সর্ব্বরোগরহিত, রাজগণের পরস্পর সন্ধি, সুভিক্ষ পৃথিবীসম্বন্ধীয় সমুদায় শুভ হয়। গ্রাম দুইপ্রকার মুখ ও পুচ্ছকর চন্দ্র রাহু ও আদিত্য যদি এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাহা মুখগ্রাম জানিবে এবং যামিত্রে থাকিলে পুচ্ছ বলা যায়। সূর্য্যের পঞ্চদশ ঋক্ষে যখন চন্দ্রমার সঞ্চার হয়, তখন তিথিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে তাহা সোমগ্রাম নামে নির্দ্দিষ্ট হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে মণ্ডলনামক একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঘাত চক্রাদি।

ঈশ্বর বলিলেন, পূর্ব্বাদি-দিকে আকারাদি স্বর

প্রদক্ষিণ ক্রমে লিখিয়া চৈত্রাদিচক্র ভ্রমণ নিমিত্ত প্রতিপৎ পূর্ণিমা ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী অষ্টমী ও সপ্তমী তিথি এবং পুনরায় প্রতিপদাদিরূপে দ্বাদশ তিথি হইবে। চৈত্রচক্র সংস্পর্শ হইলে জয় লাভাদি হয়, বিষমে শুভ ও সমে অশুভ জানিবে। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে যাহার নাম গুরু মাত্রারূঢ় এবং আদিত্য শব্দযুক্ত হয়, ভীষণ সংগ্রামে সদাকাল তাহারই জয়লাভ হয় এবং যে যোদ্ধার নাম হ্রস্ব হয়, সে অনিবারিত হইয়া কালকবলে পতিত হয়। প্রথম আদিস্থ দীর্ঘ দ্বিতীয় মধ্যে দীর্ঘ অন্তক এস্থলে নিশ্চয় মধ্যদ্বারা প্রথমান্ত দুই হয়। পুনর্ব্বার যেস্থলে অন্তে ও আদিতে স্বরারূঢ় দৃষ্ট হয়, সে স্থলে হ্রস্বের মরণ দীর্ঘের জয় হয় জানিবে।

অধুনা ঋক্ষ পিণ্ডাত্মক নরচক্র বলিব, শ্রবণ কর। প্রথমে প্রতিমা চিত্রিত করিয়া পশ্চাৎ ঋক্ষ সমস্ত বিন্যাস করিবে। মস্তকে তিন মুখে এক নেত্রদ্বয়ে দুই হস্তদ্বয়ে ঋক্ষ চতুষ্টয় কর্ণে দুই হৃদয়ে পঞ্চসংখ্যক পাদদ্বয়ে ছয় লক্ষ বিন্যাস করিবে। নাম ও ঋক্ষ স্ফুট করিয়া চক্র মধ্যে বিন্যাস কর্ত্তব্য, নেত্রে শিরে দক্ষ কর্ণে দক্ষিণ হস্তে পাদদ্বয়ে হৃদয়ে গ্রীবায় বাম হস্তে পুনর্ব্বার গুহ্যে ও পাদদ্বয়ে যে ঋক্ষে সূর্য্য শনি মঙ্গল রাহু থাকেন, সেই ঋক্ষ যদি থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় ঘাত হইবে।

জয়চক্র বলিতেছি। অকারাদি হকারান্ত বর্ণ সমস্ত লিখিয়া ত্রয়োদশ রেখাপাত করিয়া তির্য্যগ্ভাবে ছয় রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে দশ নয় সপ্ত দ্বাদশ ছয় একাদশ পঞ্চদশ একবিংশতি চারি ও সপ্তবিংশতি এবং অধোদেশে অ ক ড থ যথা ক্রমে বিন্যাস করিয়া, আদিত্যাদিগ্রহ নামান্তে সপ্ত দ্বারা হৃত হইলে গ্রহবল জানা জায়, আদিত্য শনি ও মঙ্গল জয় কারণ হন এবং সৌম্য গ্রহ সন্ধির নিমিত্ত হন। ছয়টি দক্ষিণ ও ছয়টি উত্তর এই দ্বাদশ রেখা উদ্ধার করিয়া, চতুর্দ্দশ সপ্তবিংশতি দুই দ্বাদশ পঞ্চদশ ছয় চারি তিন সপ্তদশ অষ্ট নয় এবং অধোভাগে অকটপ এক একটি ন্যাস করিয়া শেষ সমস্ত ঐ রূপে যথাক্রমে বিন্যাস পূর্ব্বক নামাক্ষর কৃতপিণ্ড অষ্টদ্বারা ভাগ করিবে। বায়স হইতে কুক্কুর অতিশয় উগ্র, কুক্কুর অপেক্ষা রাসভ শ্রেষ্ঠ, রাসভ হইতে বৃষভ উৎকৃষ্ট, বৃষভ অপেক্ষা কুঞ্জর শ্রেষ্ঠ, কুঞ্জর হইতে সিংহ শ্রেষ্ঠ, সিংহ অপেক্ষা ঘোটক উৎকৃষ্ট এবং ঘোটক হইতে উষ্ট্র প্রবল ইত্যাদিরূপে বলাবল জানিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে ঘাতচক্রাদি নামক দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

সেবাচক্র।

ঈশ্বর বলিলেন, লাভালাভ পরিজ্ঞানার্থ সেবাচক্র বলিব। বিশেষত পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও দম্পতী অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে যাহার নিকট হইতে ফল লাভ করিবে, তাহা এই চক্রে জানা যাইবে। তির্য্যগ্গত আট রেখা দ্বারা ভিন্ন ঊর্দ্ধ ষড়্রেখা পাতপূর্ব্বক পঞ্চত্রিংশৎ কোষ্ঠ অঙ্কিত করত তাহাতে বক্ষ্যমাণরূপে বর্ণবিন্যাস করিবে। প্রথমে স্বর সমস্ত উদ্ধার করিয়া স্পর্শ বর্ণ অঙ্কিত করত ককারাদি হকারান্ত বর্ণ লিখিবে; তন্মধ্যে হীনাঙ্ক বর্ণত্রয় বর্জ্জন করিবে। পরে সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধ অরি ও মৃত্যু নামক যথাক্রমে কোষ্ঠ সকলকে গণনা করিবে। তাহাতে অরি এবং মৃত্যু এই দুইটি সর্ব্বকার্য্যে পরিত্যাগ কর্ত্তব্য।

ঐ সমস্ত কোষ্টের মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নাম লক্ষ্য করিবে। যখন আত্মপক্ষে সত্ত্ব সমস্ত থাকিবে; তখন তাহারা সকলেই শুভদায়ক হয়। দ্বিতীয় পোষক তৃতীয়স্থ অর্থদায়ক চতুর্থ আত্মনাশকর পঞ্চমস্থ হইলে মৃত্যুদায়ক হয়। এইরূপে মিত্র, ভৃত্য ও বান্ধবাদি স্থানবিশেষে অর্থলাভের কারণ হয়। যেরূপ অকারান্ত উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপে অ ই উ এ ও জানিবে। পুনর্বায় বর্গাষ্টক সুসংস্কৃত অংশক বলিব। অকারবর্গে দেবগণ, কবর্গাশ্রিত দৈত্যসকল, নাগগণ চবর্গগত, গন্ধর্ব্বসকল টবর্গস্থ, ঋষিগণ তবর্গমধ্যে, রাক্ষসসমস্ত পবর্গে, যবর্গে পিশাচসমূহ, শবর্গে মানুষসকল জানিবে। দেব হইতে দৈত্য অধিক বলশালী, দৈত্য অপেক্ষা পন্নগ, পন্নগ হইতে গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্ব অপেক্ষা ঋষি, ঋষি হইতে রাক্ষস, রাক্ষস অপেক্ষা পিশাচ,পিশাচ হইতে মানুষ প্রবল জানিবে। বলী ব্যক্তি আপন অপেক্ষা দুর্ব্বলজনকে বর্জ্জন করিবে। পুনর্ব্বার মিত্রবিভাগজ্ঞানার্থ ক্রমশঃ তারাচক্র বলিব, শ্রবণ কর। পূর্ব্বাদিক্রমে নামাদ্যক্ষরগত ঋক্ষস্ফুট করিয়া ঋক্ষসংস্থিত সপ্তবিংশতি তারা যথাক্রমে জানিবে অর্থাৎ নামাদ্যক্ষরগত ঋক্ষ হইতে জন্ম-সম্পৎ বিপৎ ক্ষেম প্রত্যরাধনদা নৈধনা মৈত্রা ও পরমমৈত্রা এই নব তারা তিন বারে সপ্তবিংশতি তারা গণনা করিয়া যাইবে; তন্মধ্যে জন্মতারা অশুভ, সম্পত্তারা উৎকৃষ্টা, বিপত্তারা নিস্ফলা, ক্ষেমতারা সর্ব্বকার্য্যে কুশল, প্রত্যরা অর্থনাশিনী, ধনদা তারা রাজ্যলাভাদিকারিকা, নৈধনা কার্য্যনাশিনী, মৈত্র তারা মিত্র নিমিত্ত এবং পরমমিত্রা হিতজনক জানিবে। অন্যরূপ তারাচক্র বক্ষ্যমাণ প্রকারে জানিবে। স্বরসংজ্ঞা যাত্রা নাম মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিংশতি দ্বারা ঐ ভাগ হরণ করিবে। তাহাতে যাহা শেষ হইবে, তাহা দ্বারা ফল জানিবে; অর্থাৎ উভয়ের নাম মধ্যে ধন ও ঋণ লক্ষ্য করিবে; হীনমাত্রা ঋণ ও অধিকমাত্রা ধন জানিবে। ধন নামকের সহিত মিত্রতা ও ঋণ নামকের সহিত উদাসীনতা করিবে। মেষ এবং মিথুনের পরস্পর প্রীতি হয়, মিথুন ও সিংহের মিত্রতা, তুলা ও সিংহের মহামৈত্র, ধনু ও কুম্ভের ঐরূপ মিত্রসেবা করিবে না। মীন ও বৃষ পরস্পর মিত্র জানিবে, বৃষ ও কর্কটের মিত্রতা, কর্কট ও কুম্ভের ঐরূপ। কন্যা ও বৃশ্চিকের পরস্পর তদ্রূপ এবং বৃশ্চিকেরও মিত্রতা, মীন ও মকরের মৈত্র্য, সিংহ এবং কুম্ভের মিত্রতা, তুলা ও মেষে মহামৈত্র্য জানিবে এবং বৃষ ও বৃশ্চিক পরস্পর বিদ্বিষ্ট, মিথুন ও ধনুর প্রীতি, মকর ও কর্কটের ঐরূপ, মৃগ ও কুম্ভের প্রীতি এবং কন্যা ও মীনের পরস্পর ঐরূপ জানিবে। লাভালাভাদিদর্শক সেবাচক্র এই উক্ত হইল।

ইত্যাগ্নেয় আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে সেবাচক্রনামক ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নানাবল।

ঈশ্বর বলিলেন, সম্প্রতি গর্ভজাত বালকের ক্ষেত্রাধিপস্বরূপ বলিব। সূর্য্যের গৃহে শিশু নাতিদীর্ঘ অনতিকৃশ অনতিস্থূল সমাঙ্গ গৌর পীত বর্ণ আরক্তলোচন গুণবান ও শূর হয়। চন্দ্র গৃহোদয়ে জাত বালক সৌভাগ্যশালী ও মৃদুসার হয়। মঙ্গল গৃহে জাত সন্তানের বাতাধিক্য ও অতি লুব্ধাদি দোষ জন্মে। বুধগৃহোদয়ে জাত

বালক বুদ্ধিমান্ সুভগমানী হয়, বৃহস্পতি গৃহজাত শিশু সুভগ ও অতিশয় ক্রোধযুক্ত হয়। শুক্র গৃহোদয়ে জাত বালক দাতাভোগী ও সৌভাগ্যশালী হয়, শনৈশ্চর গৃহে জাতব্যক্তি বুদ্ধিমান্ সুভগমানী হয়। সৌম্য লগ্নে সৌম্যজন্মায় ক্রূর লগ্নে ক্রূর জন্মায়। হে গৌরি! নামরাশিস্থ দশার ফল বলিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্যের দশায় হস্তি অশ্ব ধন ধান্য রাজ্য বিপুলা শ্রী ও পুনঃ পুনঃ ধনাগম হয়, চন্দ্রদশায় দিব্য শ্রী লাভ কুজদশায় ভূমি লাভ ও সুখ বুধদশায় ভূমি ধান্য ও ধন লাভ বৃহস্পতি দশায় গজাশ্বাদি ধন শুক্রের দশায় খাদ্য পেয় ধন লাভ, শনির দশায় ব্যাধি প্রভৃতি যুক্ত এবং রাহুর দশায় স্নান সেবাদি দ্বারা পথ ভ্রমণ ও বাণিজ্য হয়।

বাম নাড়ী প্রবাহে যদি বিষমাক্ষর নাম উল্লেখ হয় তাহা হইলে সংগ্রামে জয় হয়। দক্ষ নাড়ী প্রবাহে বাণিজ্য কার্য্যে নিষ্ফলা হয়। সম নামক পুরুষ সংগ্রামে নিশ্চয় জয়লাভ করে। অধঃশ্চারে জয় এবং বায়ুর ঊর্দ্ধসঞ্চারে রণে মৃত্যুজয় জানিবে। আপনাকে চতুর্ভুজ দশভুজ বা বিংশতি হস্ত শূল খট্বাঙ্গ খড়্গ ও কট্টারিকা ধারি আত্মসৈন্য কর্ত্তৃক পরাঙ্মুখ পরসৈন্য ভক্ষক ভৈরবরূপ চিন্তা করিয়া ওঁ হূঁ ওঁ হূঁ ওঁ স্ফেঁ অস্ত্রং মোটয় ওঁ চূর্ণয় চূর্ণয় ওঁ সর্ব্বশত্রুং মর্দ্দয় মর্দ্দয় ওঁ হূঁ ওঁ হ্রঃ ফট্ এই মন্ত্রে সপ্তবার ন্যাস করিয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। ঐ মন্ত্র জপ ও ডমরু শব্দ করিলে শত্রুসৈন্য শস্ত্রত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। শত্রুসৈন্য ভঙ্গ করিবারঅপর প্রয়োগ পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর। উলূক ও কাক বিষ্ঠার সহিত শ্মশানাঙ্গার দ্বারা কর্পটে (কাপড়ে) শত্রুপ্রতিমা অঙ্কিত করিয়া সাধ্য নামাক্ষর যথাক্রমে মস্তকে বক্ষে ললাটে হৃদয়ে গুহ্যে পাদদ্বয়ে পৃষ্ঠে ও বাহু মধ্যে এই নব স্থানে লিখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করত যুদ্ধকালে ঘর্ষণ করিলে পরসৈন্য ভঙ্গ হয়। ত্রিমুখাক্ষর তার্ক্ষ্যচক্র বিজয়ার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষিপ ওঁ স্বাহা এই মন্ত্রাত্মক তার্ক্ষ্যাত্মা, শত্রু রোগ ও বিষাদ অপনোদনকারি,দুষ্ট ভূতগ্রহার্ত্ত ও ব্যাধিত ব্যক্তি গরুড় মন্ত্র প্রয়োগানুষ্ঠান করিলে তাহাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং সাধকের দৃষ্টিমাত্রে স্থাবর জঙ্গম লূতা (মাকড়সা) ও কৃত্রিম বিষ নাশ হয়। মানুষাকৃতি দ্বিপক্ষ দ্বিভুজ বক্রচঞ্চু গজ কচ্ছপধারী পাদস্থ অসংখ্য উরগ প্রভু মহাতার্ক্ষ্য আকাশমণ্ডল হইতে আগমন করত যুদ্ধে শত্রুসকল গ্রাস ভক্ষণ ও পীড়ন করিতেছেন এবং কেহ কেহ চঞ্চু দ্বারা আহত কেহ বা পাদাঘাতে চূর্ণিত কোন কোন বীর পক্ষপাতে বিদারিত ও অপরাপর শত্রু বীর দশদিকে পলায়িত এইরূপ গরুড় ধ্যানান্বিত ব্যক্তি ত্রৈলোক্যে অজেয় হয়। পিচ্ছিকা নামক মন্ত্রসাধন ক্রিয়া বলিতেছি। ওঁ হূঁ পক্ষিন্ ক্ষিপ। ওঁ হূঁ সঃ মহাবল পরাক্রম সর্ব্বসৈন্যং ভক্ষয় ভক্ষয় ওঁ মর্দ্দয় মর্দ্দয় ওঁ চূর্ণয় চূর্ণয় ওঁ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় ওঁ হূঁ খঃ ওঁ ভৈরবো জ্ঞাপয়তি স্বাহা। এই পিচ্ছিকা মন্ত্র চন্দ্রগ্রহণে জপ করিয়া শৈলসকল উক্ত মন্ত্রাভিমন্ত্রিত করত অনায়াসে গজ সিংহ সম্মুখে ভ্রমণ করাইবে এবং ধ্যান করত রব করিলে সিংহ যেরূপ মেষ মৃগাদির প্রতি করে তদ্রূপ শত্রুসৈন্য মর্দ্দন করে। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক রোধ করত দূর হইতে শব্দ করিলে শত্রুসৈন্য ভঙ্গ যেরূপে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কাল রাত্রিতে মাতৃকাগণের উদ্দেশে চরু হোম করিয়া শ্মশান-

ভস্মসংযুক্ত মালতী চামরী ও কার্পাসমূল দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রোচ্চারণ করত দূর হইতে বোধ করা-ইবে। ওঁ অহে হে মহেন্দ্রি অহে মহেন্দ্রি ভঞ্জহি ওঁ জহি মসানংহি খাহি খাহি কিলি কিলি ওঁ হুঁ ফট্। এই মন্ত্রোচ্চারণ করত দূর হইতে শব্দ বা অপরাজিতা ও ধুস্তুরের তিলক করিলে শত্রুসৈন্য ভঙ্গ হয়। ওঁ কিলিকিলি বিকিলি ইচ্ছাকিলি ভূতহনি শঙ্খিনি উমে দণ্ডহস্তে রৌদ্রি মহেশ্বরি উল্কামুখি জ্বালামুখি শঙ্কুকর্ণে শুষ্কজঙ্ঘে অলম্বুষে হর ওঁ সর্ব্বদুষ্টান্ খন ওঁ যমাম্নিরীক্ষয়েদ্দেবিতাংস্তান্ মোহয় ওঁ রুদ্রস্য হৃদয়ে স্থিতা রৌদ্রি সৌম্যেন ভাবেন আত্মরক্ষাস্ততঃ কুরু স্বাহা। নাগপাত্রে বহিঃ সকলাকৃতি বেষ্টিত মাতৃকাগণ অঙ্কিত করিয়া মধ্যে সর্ব্বকামার্থসাধনী উক্ত বিদ্যা লিখিয়া পুরাকালে মহেন্দ্রাদি দেবগণ হস্তাদি দ্বারা ধারণ করিয়া রক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণিকা ও সমস্ত দল মধ্যে পূজাক্রমে অঙ্গবিন্যাসরূপ বীজ সম্পুটিতনামক রক্ষামন্ত্র উক্ত আছে। তন্মধ্যে এক্ষণে মৃত্যুঞ্জয় চক্র বলিতেছি। নামসংস্কারের মধ্যগ কলাসকলদ্বারা বেষ্টিত 'পশ্চাদ্ভাগে সকার নিবোধিত ওঁকার সহিত সবিন্দু জকার' অর্থাৎ 'ওঁ জুঁ সঃ' এই মন্ত্র বা ধকারাদির মধ্যস্থ বকার নিবোধিত চন্দ্রসম্পুটমধ্যস্থ সর্ব্বদুষ্টবিমর্দ্দক উক্ত মন্ত্র অথবা কর্ণিকায় নাম ও কারণ পূর্ব্বদলে ওঁকার ও নিঋদক্ষিণে ও উত্তরে হুঙ্কার আগ্নেয়াদি-দলে ষোড়শ স্বর এবং চতুস্ত্রিংশদ্দলে কাদি বর্ণ এবং বহিঃপ্রদেশে মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র ভূর্জপত্রে গোরোচনা, কুঙ্কুম, কর্পূর ও চন্দন দ্বারা লিখিয়া শ্বেত সূত্র বেষ্টন করিয়া সিক্থ (মোম) দ্বারা পরিচ্ছন্ন করত কলসোপরি পূজা করিয়া উক্ত যন্ত্র ধারণ করিলে রোগসমস্ত প্রশমিত হয় ও রিপুগণ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। সম্প্রতি রিপুরোগ ও মৃত্যু-হারিণী ত্রৈলখী নামক বিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আঁ তলে বিতলে বিড়ালমুখি ইন্দ্রপুত্রি উদ্ভবো বায়ুদেবে ন ধীলি আজীহাজ্রাময়ি বাহু ইহাদি দুঃখ নিত্য কণ্ঠোচ্চেমুহূর্ত্তাম্বয়া অহমাং যস্মহং উপাড়ি ত্রৈলখি ওঁ স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা সপ্তা-ভিমন্ত্রিত খড়্গ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিলে ঐ যুদ্ধে অজেয় হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে নানাবল নামক চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ষট্কর্ম্ম।

ঈশ্বর বলিলেন, এক্ষণে ষট্কর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে সাধ্য, অন্তে মন্ত্র লিখিবে। ইহার নাম পল্লব মহোচ্চাটনকর জানিবে। আদিতে মন্ত্র, তাহার পর সাধ্য, মধ্যে সাধ্য লিখিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র লিখিবে। ইহা যোগনামক সম্প্রদায় অঙ্গুলি ছেদন বিষয়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। আদিতে মণ্ডপ মধ্যে সাধ্য, পুনর্ব্বার অন্তে মন্ত্র, তৎপরে সাধ্য, তাহার পর পুনরায় মন্ত্র লিখিবে। এই রোধাখ্য সম্প্রদায় স্তম্ভনাদি কার্য্যে যোজিত করিবে। অধঃপ্রদেশে ঊর্দ্ধে দক্ষিণে বামেও সাধ্য যোজিত করিবে। সম্পুট নামক সম্প্রদায় বশীকরণ ও আকর্ষণ কার্য্যে অনু-ষ্ঠান করিবে। মন্ত্রাক্ষরে ও সাধ্যনাম অক্ষরাক্ষরে গ্রথিত করিবে; ইহাকে প্রথম সম্প্রদায় বলে। ইহা আকর্ষণ ও বশীকরণকারক। মন্ত্রাক্ষরদ্বয় লিখিয়া এক সাধ্যাক্ষর লিখিবে। এইরূপ লিখন বিদর্ভ নামে উক্ত হয়; ইহা বশীকরণ ও আকর্ষণ

কার্য্যে যোজিত করিবে। আকর্ষণাদি যে কোন কার্য্য বসন্ত ঋতুতে করিবে। তাপজ্বরে, বশীকরণে ও আকর্ষণে স্বাহা পদ উল্লেখ করিবে। শান্তিক বৃদ্ধিকার্য্যে নমস্কার পদপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। পৌষ্টিক আকর্ষণ ও বশীকরণে বষট্‌কার প্রয়োগ করিবে। বিদ্বেষণ উচ্চাটন মারণ কার্য্যে, খণ্ডীকরণবিষয়ে ফট্ মন্ত্র শুভজনক। নাভাও মন্ত্রদীক্ষাদিবিষয়ে বষট্‌কার সিদ্ধিদায়ক। শুক্লপক্ষে যমরাজের পূজা ও হোম করিয়া 'হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যম যমরাজ ও কালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; মদ্দত্ত এই শত্রু অচিরে নিপাত করুন' এই রূপ প্রার্থনা করিয়া মর্দ্দনসাধক হৃষ্টান্তঃকরণে বলিবে হে সাধক! আমি যত্নপূর্ব্বক নিপাত করিতেছি, তুমি ক্ষান্ত হও। এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, অচিরাৎ সিদ্ধি লাভ হয়। আপনাকে ভৈরব ও মধ্যে কুলেশ্বরী চিন্তা করত রাত্রিকালে আপনার ও পরপক্ষের সমস্ত বার্ত্তা জানিতে পারে। 'দুর্গে দুর্গে রক্ষণি' এই মন্ত্র দ্বারা ভগবতী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিলে, শত্রুসংহারে সমর্থ হয় এবং হ স ক্ষ ম ল ব র যু এই ভৈরবী মন্ত্র জপ করিলে শত্রু নাশ করিতে পারে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে ষট্‌কর্ম্ম নামক পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বশ্যাদি যোগ।

ঈশ্বর বলিলেন, এই বক্ষ্যমাণ ষোড়শপদ বস্তুতে বশ্যাদিযোগ বলিব। ভৃঙ্গরাজ সহদেবী ময়ূরশিখা জীবপুত্রক অধঃপুষ্পারুদন্তিকা ঘৃতকুমারী রুদ্রজটা বিষ্ণুক্রান্তা শ্বেতার্ক লজ্জালুকা মোহলতা কৃষ্ণধুস্তূর গোরক্ষ কর্কটী মেষশৃঙ্গী ও স্নুহী এই কয়েকটী ওষধীর প্রদক্ষিণক্রমে ষোড়শ তিন অষ্ট দুই সপ্ত চতুর্দ্দশ একাদশ অষ্ট দশ ছয় চারি নয় ছয় দ্বাদশ এক ও পঞ্চদশভাগ গ্রহণ করিবে; অর্থাৎ ভৃঙ্গরাজ ষোল ভাগ সহদেবী তিন ভাগ ইত্যাদি রূপে গ্রহণ করিবে। প্রথম বস্তু চতুষ্টয় দ্বারা ধূপও উদ্বর্ত্তন করিবে; তৃতীয় বস্তু দ্বারা অঞ্জন চতুষ্ক বস্তু দ্বারা স্নান করিবে। ভৃঙ্গরাজ অনুলোমে চারি প্রকার লেপন হয়; দক্ষিণ পার্শ্বে সপ্ত বস্তু উত্তরে দ্বিতীয় দ্রব্য চরণ সমীপে অষ্ট, মস্তকদেশে একাদশ মধ্যে দ্বাদশ ও প্রথম বস্তু দ্বারা ধূপ সর্ব্বকার্য্যে করিবে। এই সমস্ত বস্তু দ্বারা বিলিপ্তদেহ ব্যক্তি দেবগণ কর্ত্তৃকও পূজিত হয়। ষোড়শাঙ্গ ধূপ গৃহাদির উদ্বর্ত্তনে দিবে। অঞ্জনকার্য্যে দ্বিতীয়াদি বস্তু দ্বারা স্নান কার্য্যে পঞ্চমাদি দ্রব্যে ভক্ষণে একাদশাদি পান বিষয়ে পঞ্চদশাদি দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে। ষোড়ষ চতুর্থ ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় বস্তু দ্বারা তিলক করিলে সর্ব্বলোক মোহন হয়। দ্বাদশ ত্রয়োদশ পঞ্চদশ সপ্তম বস্তু দ্বারা লেপ করিয়া স্ত্রীলোক বশীভূত হয়। প্রথম চতুর্দ্দশ অষ্টম একাদশ বস্তু দ্বারা যোনি লেপ করিলে স্ত্রীজনবশীকরণ করে। পঞ্চদশ দশম দ্বিতীয় ও পঞ্চম দ্রব্য দ্বারা গুটিকা করিয়া ভক্ষ্য ভোজ্য ও পানীয় বস্তুতে দিলে বশীকরণ হয়। ষোড়শ নবম দ্বিতীয় ও সপ্তম বস্তুর গুটিকা মুখে ধারণ করিলে শস্ত্র স্তম্ভন হয়। সপ্তম চতুর্দ্দশ চতুর্থ ও নবম বস্তু অঙ্গে লেপন করিয়া জলমধ্যে অনায়াসে বাস করিতে পারে। পঞ্চম দ্বিতীয় চতুর্দ্দশ একাদশ দ্রব্য দ্বারা গুটিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধারণ করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। তৃতীয় ষোড়শ দশম ও পঞ্চম বস্তু লেপ করিলে

দুর্ভগা স্ত্রী সুভগা হয়। ত্রয়োদশ দ্বিতীয় এবং দশম দ্রব্য নেত্রে লেপন করিলে পন্নগের সহিত ক্রীড়া করিতে পারে। ত্রয়োদশ দ্বিতীয় একাদশ ও অষ্টম বস্তু লেপন করিলে স্ত্রীলোক সুখে প্রসব হইতে পারে। সপ্তম দশম তৃতীয় ও নবম দ্রব্য বস্ত্রে লেপন করিলে, দ্যূতক্রীড়ায় জয় হয়। ত্রয়োদশ দ্বিতীয় সপ্তম ও তৃতীয় বস্তু ধ্বজে লেপ দিয়া স্ত্রীসঙ্গ করিলে পুত্রোৎপত্তি হয়। নবম সপ্তম অস্টম ও ত্রয়োদশ দ্রব্য দ্বারা গুটিকা করিলে উহা বশকারিণী হয়। এই ষোড়শ পদ ঔষধির প্রভাব কীর্ত্তন করিলাম।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে ষোড়শ-পদিকানামক ষট্পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ষট্ত্রিংশৎপদক জ্ঞান।

ঈশ্বর বলিলেন, ষট্ত্রিংশৎপদসংস্থিত ওষধির ফল বলিতেছি, যাহা দ্বারা মনুষ্যগণ অমর হইতে পারে। হরীতকী অক্ষ্য ধাত্রী মরীচ পিপ্পলি শিক্রা বহ্নি শুণ্ঠী গুড়ুচি বচ নিম্বক বাসক শতমূলী সৈন্ধবারক কণ্টকারী গোক্ষুরক বিল্ব পুনর্নবা এরণ্ড মুণ্ডী রুচকী ভৃঙ্গ ক্ষার পর্পট ধন্যাক জীরক শত-পুষ্পা জবালিকা বিড়ঙ্গ খদির কৃতমাল হরিদ্রা বচা সিদ্ধার্থ এই ষট্ত্রিংশৎ পদগ সর্ব্বরোগাপহারক মৃত্যুমাতঙ্গ কেশরী বলী পলিত ভেদক সর্ব্ব-কোষ্ঠগত মহৌষধি যথাক্রমে একাদি সংজ্ঞায় উক্ত হইবে। ঐ সমস্ত বস্তুর চূর্ণ রস দ্বারা পরিভাবিত বটিকা অবলেহ কষায় মোদক গুড় খণ্ডক ঘৃত এবং তৈল সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত ও মৃতসঞ্জীবন হয়। কর্ষাঙ্গ এক কর্ষ পলার্দ্ধ বা একপল মাত্র ওষধি সেবন করিলে যথেচ্ছাচারনিরত ব্যক্তি ও বর্ষশতত্রয় জীবিত থাকে। মৃতসঞ্জীবনকালে ইহার পর যোগ আর নাই। প্রথম নরকযোগে সর্ব্বরোগ বিমুক্ত হয়। দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রয়োগেও আরোগ্যলাভ হয় এবং প্রথম হইতে ষট্ক দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ হইতে ষটক এবং নবম হইতে চতুষ্ক ওষধিপ্রয়োগে রোগ সমস্ত হইতে মুক্ত হয়। এক দুই তিন চারি পঞ্চ ষট্ সপ্ত ও অষ্টম ওষধিপ্রয়োগে বায়ুরোগ হইতে, তৃতীয় দ্বাদশ ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশ প্রয়োগে পিত্তরোগ হইতে, পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম ও পঞ্চদশ ওষধি-প্রয়োগে কফরোগ হইতে মুক্ত হয়। চতুস্ত্রিংশ পঞ্চত্রিংশ ও ষট্ত্রিংশ মহৌষধি দ্বারা যুত করিলে বশীকরণে প্রযুক্ত হয়। নবম হইতে একাদশ ওষধি দ্বারা সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হয়; এক দ্বি ত্রি ষট্ সপ্ত অষ্ট নব ও একাদশ ওষধি দ্বারা যথাক্রমে প্রয়োগসিদ্ধি হয় এবং দ্বাত্রিংশৎ পঞ্চদশ ও দ্বাদশ ওষধির দ্বারা সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। এই ষটত্রিংশৎ পদক জ্ঞান যাকে তাকে কদাচ দিবে না।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে ষটত্রিংশৎ-পাদকজ্ঞান নামক সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমক অধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মন্ত্রৌষধাদি।

ঈশ্বর বলিলেন, সর্ব্বপ্রদ মন্ত্র ও ঔষধচক্র এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। চৌর বিষয়ে যে যে বস্তুর নাম উল্লেখ হইবে, তাহার বর্ণসংখ্যা দুই হীন করিবে। পরে উহার মাত্রা চতুর্গুণ সংখ্যা নামরাশি দ্বারা হরণ করিয়া যাহা শেষ থাকিবে,

তাহাই চৌর হইবে। অনন্তর জাতকপ্রকরণ বলিতেছি। প্রশ্নে যে কএকটী বর্ণ থাকিবে, তাহা যদি বিষম হয়, তাহা হইলে গর্ভে পুত্রসন্তান জানিবে; যে বস্তুর নাম উল্লেখ করিবে, তাহা যদি স্ত্রীনাম হয়, তবে সমবর্ণ হইলে বাম চক্ষু কাণা হয়। আর যদি পুং নাম হয়, তাহা হইলে বিষমাক্ষর হইলে দক্ষিণনেত্র কাণ হয়। যে বস্তুর নাম উল্লেখ হইবে, তাহার মাত্রারাশি দ্বারা বর্ণ সংখ্যা গুণ করত চারি দ্বারা হরণ করিয়া যে শেষ থাকিবে, তাহা যদি সমরাশি হয়, তাহা হইলে গর্ভে কন্যা ও বিষম রাশি হইলে পুত্র এবং শূন্য হইলে গর্ভপাত হয়। ঐরূপ দম্পতীর মধ্যে প্রথমেই রূপ শূন্য হইলে পুরুষের প্রথমে মৃত্যু হয় এবং নচেৎ প্রথমে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সমস্ত ভাগ বিষয়ে সূক্ষ্মাক্ষর দ্রব্য দ্বারা প্রশ্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

শনিচক্র বলিব। শনির দৃষ্টিস্থান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে; যে রাশিতে শনি থাকেন তাহার সপ্তম রাশিতে পূর্ণ দৃষ্টি চতুর্থ ও দশম স্থানে স্থানে অর্দ্ধ দৃষ্টি সপ্তম দ্বিতীয় অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিতে পাদ দৃষ্টি; অতএব ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিবেক। যে দিনের যে গ্রহ, অধিপতি হইবেন, সেই দিনের প্রথম যাম তাঁহারই হইবে; অবশিষ্ট গ্রহগণ যথাক্রমে যামার্দ্ধভাগী হইবেন, তন্মধ্যে শনিভাগ যুদ্ধকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে দিনরাহু বলিতেছি,; রবিবারে পূর্ব্বে, মঙ্গলবারে বায়ু ও অগ্নিকোণে, বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে, শুক্রবারে অগ্নিকোণে ও বুধবারে অগ্নিকোণে রাহু স্থিতি হয়। ফণিরাহু ঈশান কোণে ও এক প্রহর এবং অগ্নি নৈঋত ও বায়ুকোণে যথাক্রমে এক এক প্রহর অবস্থান করত ঈশ সম্মুখস্থ শত্রু বেষ্টন করিয়া নিহত করে। তিথি রাহু বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ণিমায় অগ্নিকোণে অমাবস্যায় বায়ুকোণে অবস্থিতি করেন, সম্মুখে রাহু শত্রু নাশ করেন। মূলভেদ রূপে পূর্ব্বাস্য তিনটি এবং উত্তরাস্য তিনটি রেখা পাত করিবে তাহাতে যথাক্রমে সূর্য্যরাশ্যাদি লিখিয়া সম্মুখে ককারাদি ঙকারান্ত বর্ণ লিখিবে; ককারাদি দকারান্ত বর্ণ দক্ষিণে বিন্যাস করিবে; ধকারাদি মকারান্ত বর্ণ পূর্ব্বদিকে; যকারাদি হকারান্ত বর্ণ উত্তরে হইবে। শুক্লপক্ষে কৃষ্ণগুণ ত্যাগ করিবে এবং তিথিদৃষ্টি বর্জ্জন করিবে। এইরূপে দৃষ্টি থাকিলে হানি হয়, না থাকিলে জয় লাভ হয়। বিষ্টি রাহু বলিতেছি; ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত, দক্ষিণ দিক হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, বায়ুকোণ হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত,তথা হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত, নৈঋত কোণ হইতে উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত তথা হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত তথা হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত পশ্চিমাশা হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত অষ্ট রেখা পাত করিবে, তাহাতে বৃষ্টির সহিত মহাবল রাহু সঞ্চরণ করেন। তৃতীয়াদি তিথিতে ঈশান কোণে, সপ্তম্যাদি তিথিতে দক্ষিণ দিকে এইরূপে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে বায়ুসহকারে রাহু অরি সংহার করেন। ইন্দ্রাদি ভৈরবাদি, ব্রহ্মাণ্যাদি ও গ্রহাদি পূর্ব্বাদি দিকে যথাক্রমে আট আটটি করিয়া ও যাম্যাদিতে বাতযোগিনী বিন্যাস করিবে। যে দিক্ হইতে বায়ু বহন করে, রাহু তত্রস্থ হইয়া শত্রু সংহার করেন।

কণ্ঠ ও হস্তাদিতে যাহা ধারণ করিলে দৃঢ়ীকরণ হয়, তদ্বিষয় বলিতেছি। পুষ্যানক্ষত্রে কাগুলক্ষ্য উত্তোলন করিয়া ধারণ করিলে, শরপুঙ্খ নিবারিত

হয় এবং ঐরূপে উত্তোলিত অপরাজিতা ও পাঠা মূল দ্বারা খড়্গ নিবারিত হয়। ওঁ নমো ভগবতি বজ্রশৃঙ্খলে হন হন ভক্ষ ভক্ষ ওঁ খাদ ওঁ অরে-রক্তং পিব কপালেন রক্তাক্ষি রক্তপটে ভস্মাক্ষি ভস্মলিপ্তশরীরে বজ্রায়ুধে বজ্রপ্রাকারনিচিতে পূর্ব্বাং দিশং বন্ধ বন্ধ ওঁ দক্ষিণাং দিশং বন্ধ বন্ধ ওঁ পশ্চিমাং দিশং বন্ধ বন্ধ উত্তরাং দিশং বন্ধ বন্ধ নাগান্ বন্ধ বন্ধ নাগপত্নীর্ব্বন্ধ বন্ধ ও অসুরান্ বন্ধ বন্ধ ওঁ যক্ষ রাক্ষস পিশাচান্ বন্ধ বন্ধ ওঁ প্রেত-ভূতগন্ধর্ব্বাদয়ো যেকেচিদুপদ্রবা স্তেভ্যো রক্ষ রক্ষ ওঁ উর্দ্ধং রক্ষ অধো রক্ষ রক্ষ ওঁ ক্ষুধিক বন্ধ বন্ধ ওঁ জ্বল মহাবলে ঘটি ঘটি ওঁ মোটি মোটি সটা-বলি বজ্রাগ্নি বজ্রপ্রাকারে হুঁ ফট্ হ্রীং হুং শ্রীং ফট্ হ্রীং হঃ ফৃং ফেং ফঃ সর্ব্বগ্রহেভ্যঃ সর্ব্ব-ব্যাধিভ্যঃ সর্ব্বদুষ্টোপদ্রবেভ্যঃ হ্রীং অশেষেভ্যো রক্ষ রক্ষ। এই মন্ত্র গ্রহদোষ, জ্বরাদিরোগ, ভূতাদ্যাবেশ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে নিয়োজিত করিলে সর্ব্বশান্তি হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে মন্ত্রৌষধাদি নামক অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঊনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কুব্জিকাপূজা।

ঈশ্বর বলিলেন, অধুনা সর্ব্বার্থসাধক কুব্জিকা-পূজাক্রম বলিব, যাহা দ্বারা দেবগণ কর্ত্তৃক শস্ত্রাদি ও রাজ্যের সহিত অসুরগণ পরাজিত হইয়াছেন। গুহ্যাদি মায়াবীজ, অস্ত্র মন্ত্র বষট্কার, হৃদয়ে কালী কালী, শিরে দুষ্ট চাণ্ডালিকা, শিখায় হ্রৌং স্কেং হ স খ ক ছ ড ওঁ কারো ভৈরব, কবচে ভৈলখী দূতী, নক্তচণ্ডিকা নেত্রে ও গুহ্যকুব্জিকাস্ত্র ন্যাস করিয়া মণ্ডল স্থানে অর্চ্চনা করিবে। অগ্নি-কোণে কূর্চ্চ (হুং) বীজ, ঈশানে শিরোমন্ত্র (স্বাহা) নৈঋতে শিখামন্ত্র (বৌষট্) বায়ুকোণে কবচ মন্ত্র (হুং) মধ্যস্থানে নেত্র মন্ত্র (বৌষট্) সর্ব্বদিকে অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) মণ্ডলে দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্রে কর্ণিকায় স্তোং হ স ক্ষ ম ল ন ব র য ড় স মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে এবং উহার বীজ আত্মমন্ত্র জানিবে। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকাদেবীর অর্চ্চনা পূর্ব্বাদি দিকে যথাক্রমে করিয়া ঈশানাদি পশ্চিমাশা পর্য্যন্ত যথাক্রমে র ব ল ক স ও হকার রূপ বীজ কুসুমমালা অদ্রিপঞ্চক জালন্ধর পূর্ণগিরি ও কাম-রূপে যথাক্রমে যজন করিবে। বায়ু ঈশান অগ্নি নৈঋতকোণ ও মধ্যে বজ্রকুব্জিকা ও অনাদি বিমল সর্ব্বজ্ঞ বিমল প্রসিদ্ধবিমল সংযোগবিমল ও সময় বিমল এই বিমলপঞ্চকের পূজা করিয়া বায়ু ঈশান নৈঋত অগ্নিকোণ ও উত্তরশৃঙ্গে কুব্জার্থ খিঙ্খিনী ষষ্ঠা সোম্পন্না সুস্থিরা রত্নসুন্দরী ঈশান শৃঙ্গে অষ্ট আদিনাথ পূজাপূর্ব্বক অগ্নিকোণ পশ্চিম দিক্ ও বায়ুকোণে মিত্র ওডীশ ষষ্ঠী ও বর্ষার অর্চ্চনা পশ্চিমে গগনরত্ন বায়ু ঈশান ও অগ্নিকোণে ক্রুঁ মর্ত্ত্য ও পঞ্চনামাখ্যার পূজা দক্ষিণ ও অগ্নিকোণে পঞ্চরত্ন জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী অম্বিকা এবং ঐ তিনটির মহাবৃদ্ধা ও পঞ্চপ্রণবে সমস্ত সপ্ত বিংশতি ও অষ্টবিংশতি ভেদে দুই প্রকার পূজা হইবে। ওঁ এঁ গুঁ এই বীজত্রয় দ্বারা যথাক্রমে চতুরস্র মণ্ডলের দক্ষিণে গণেশ, বামে বটুক ও ষোড়শনাথ গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বায়ব্যাদি প্রতি ষট্কোণে অষ্টাদশ ও সমস্তাৎ ব্রহ্মাদ্যষ্ট ও মধ্যে নবাত্মক গুরুর অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। এইরূপে কুব্জিকা কুলটাক্রম পূজা সর্ব্বদা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যুদ্ধজয়ার্ণবে কুব্জিকাক্রম পূজনামক ঊনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কুব্জিকাপূজা।

ঈশ্বর বলিলেন, ধর্ম্মার্থবিজয়াদিপ্রদা শ্রীমতী কুব্জিকাদেবীর পরিবারের সহিত বক্ষ্যমাণ মূল মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। 'ওং এং হ্রোং শ্রীং খৈং হ্রেং হ স ক্ষ ম ল চ ব যন্তগবতি অম্বিকে হ্রাং হ্রীং ক্ষ্রীং ক্ষোং ক্ষ্রুং ক্রীং কুব্জিকে হ্রাং ওঁ ঙ ঞ ণ ন মে অঘোরমুখী ব্রাং ছ্রাং ছীং কিলি কিলি ক্ষোং বিচ্চে খ্যোং শ্রীং ক্রোং ওং হ্রীং এং বজ্রকুব্জিনি স্ত্রীং ত্রৈলোক্যকর্ষিণি হ্রীং কামাঙ্গদ্রাবিণি হ্রীং স্ত্রাং মহাক্ষোভকারিণি এং হ্রীং ক্ষ্রোং এং হ্রীং শ্রীং ফেং ক্ষোং নমো ভগবতি ক্ষ্রোং কুব্জিকে হ্রীং হ্রীং ফ্রৈং ঙ ঞ ণ ন মে অঘোমমুখী ছ্রাং ছাঁং বিচ্চে ওং কিলি কিলি। করাঙ্গন্যাস করিয়া বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রীনাম্নী সন্ধ্যাত্রয় যথাক্রমে করিবে। গায়ত্রি। কুলবাগীশি বিদ্মহে মহাকালি ধীমহী তন্নঃ কৌলি প্রচোদয়াৎ।অন্যপ্রকার মন্ত্র প্রণবাদি ষড়্বীজ মধ্যে চতুর্থ্যন্ত নাম অন্তে পাদুকাং পূজয়ামি এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। অথবা ষষ্ঠ্যন্ত নামযুক্ত নমোন্ত মন্ত্র সমস্ত বলিতেছি। কৌলীশ নাথ মুকলা জমতংকুব্জিকা শ্রীকণ্ঠনাথ কৌলেশ গগনানন্দনাথ চটুলা দেবী মৈত্রীশী করালী ভুর্ণনাথ অতলদেবী শ্রীচন্দ্রা ষষ্ঠ্যন্ত এই কএক নামযুক্ত পূর্ব্বোক্ত রূপে মন্ত্র হইবে। অনন্তর ভগাত্মপুঙ্গণদেব মোহিনীপাদুকা, অতীত ভুবনানন্তরত্নাঢ্যা পাদুকা যজন করিবে। পরে ব্রহ্মজ্ঞানা কমলা পরমা বিদ্মা বিদ্যাদেবী গুরুশুদ্ধি ও ত্রিশুদ্ধি তোমাকে বলিব। গগণচটুলী আত্মা পদ্মানন্দ মণি কলা কমল মাণিক্য কণ্ঠ গগণ কমুদ শ্রীপদ্ম ভৈরবানন্দ কমলদেব শিবভব কৃষ্ণনবসিদ্ধ এই ষোড়শ এবং চন্দ্রপূর গুল্ম শুভকাম অতিমুক্তক কণ্ঠবীর প্রয়োগকুশল দেবভোগ বিশ্বদেব খড়্গদেব রুদ্র ধাতা অসি মুদ্রাস্ফোট বংশপূর ও ভোজ নামক ষোড়শ সিদ্ধকের নিয়মিত ও ষোড়ান্যাস দ্বারা যন্ত্রিত দেহ হইয়া মণ্ডলে পুষ্প প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে অনন্ত মহান্ত শিবপাদুকা মহাব্যাপ্তি শূন্য পঞ্চতন্ত্রাত্মক মণ্ডল শ্রীকণ্ঠনাথ পাদুকা শঙ্কর অনন্তকের যজন করিয়া সদাশিব পিঙ্গল ভৃগু আনন্দ নামক লাঙ্গলানন্দ সংবর্ত্তের মণ্ডলস্থানে অর্চ্চনা করিবে। নৈর্ঋতে শ্রীমহাকাল পিনাকী মহেন্দ্রক খড়্গ ভুজঙ্গ বাণ অঘাসি শব্দক বশ আজ্ঞারূপ নন্দরূপের বলিপ্রদান করিয়া ক্রমশ অর্চ্চনা করিবে। হ্রীঁ খঁ খঁ হুঁ সৌঁ বটুকায় অরু অরু অর্ঘং পুষ্পং ধূপং দীপং গন্ধং বলিং পূজাং গৃহ্ণ গৃহ্ণ নমস্তুভ্যং। ওঁ হ্রাং হ্রীঁ হুঁ ক্ষেঁ ক্ষেত্রপালায় অবতর অবতর মহাকপিল জটাভার ভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ এহ্যেহি গন্ধ পুষ্প বলিপূজাং গৃহ্ণ গৃহ্ণ খঃ খঃ ওঁ কঃ ওঁ লঃ ওঁ মহাডামরাধিপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা বলি প্রদানপূর্ব্বক যজন করিবে। হ্সং হ্রং হাং শ্রীং বৈত্রিকূটকং এই মন্ত্র দ্বারা বামে নিশানাথ পাদুকা দক্ষিণে তমোরনাথের ও অগ্রে কালানলের পাদুকা অর্চ্চনা করিয়া উড্ডীয়ান জালন্ধর পূর্ণকামরূপ গগনানন্দদেব স্বর্গানন্দদেব পরমানন্দদেব ও সত্যানন্দদেবের পাদুকা পূজা করিবে। অনন্তর নাগানন্দ ও পূর্ব্বোক্ত বর্গাখ্য রত্নপঞ্চকের পূজা করিয়া উত্তরে ও ঈশানে সুরনাথ শ্রীমৎসময় কোটীশবিদ্যা কোটীশ্বর কোটীশ বিন্দুকোটীশ ও সিদ্ধকোটীশ্বরের পাদুকা পূজা করিবে। পরে অগ্নিকোণে চক্রীশনাথ কুরঙ্গেশ বৃত্রিকা ও চন্দ্রনাথ এই অমরীশের সিদ্ধচতুষ্টয়ের গন্ধাদিদ্বারা

অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণদিকে অনাদিবিমল সর্ব্বজ্ঞ-বিমল যোগীশবিমল সিদ্ধবিমল ও সময়াখ্যবিমল এই বিমলপঞ্চকের ও নৈঋতে কন্দর্পনাথ পূর্ব্বা শক্তি ও সর্ব্বা এই দেবতাচতুষ্টয়ের ও কুব্জিকার পাদুকা পূজা করিবে। পরে নবাত্মক মন্ত্র বা প্রণব পঞ্চকের দ্বারা সহস্রাক্ষ অনবদ্য বিষ্ণু ও শিবের অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বদিক হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি ও ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর বায়ু হইতে উগ্র ষড়দিকে ডাকিনী রাকিনী, লাকিনী কাকিনী শাকিনী কামিনী যাকিনী নাম্নী ষট্‌শক্তির পূজা করিয়া নীলোৎপলদলশ্যামা ষট্‌প্রকার বড়বক্ত্রা অষ্টা-দশাখ্য চিচ্ছক্তি দ্বাদশ বাহুযুক্তা শ্বেতপদ্মোপরি-স্থিতা সিংহাসনসুখাসীনা কুলকোটিসহস্রাঢ্যা মেখলাস্থিতকর্কটা ও যাহার উপবিভাগে তক্ষক ও গলদেশে বাসুকী হারবরূপে লম্বমান কর্ণ দ্বয়ে কুলিক কূর্ম্ম কর্ণকুণ্ডল ভ্রূদ্বয়ে পদ্ম ও মহাপদ্ম রহিয়াছে এবং বামে হস্তষট্‌ক দ্বারা নাগকপাল অক্ষসূত্র খট্টাঙ্গ শঙ্খ ও পুস্তক, দক্ষিণ হস্তষট্‌ক দ্বারা ত্রিশূল দর্পণ খড্গ রত্নমালা অঙ্কুশ এবং ধনু র্ধারণ করিতেছেন এবং দেবীর ঊর্দ্ধ্বমুখ শ্বেত অপর বক্ত্রের ঊর্দ্ধ্ব শ্বেত পূর্ব্বাস্য পাণ্ডুর ও ক্রোধ যুক্ত দক্ষিণ মুখ কৃষ্ণবর্ণ অপর বক্ত্র হিমকুন্দেন্দু সদৃশ ও অন্য এক বক্ত্র অতি সৌম্য এবং যাঁহার পদতলে ব্রহ্মা জঘনে বিষ্ণু হৃদয়ে রুদ্রদেব কণ্ঠে ঈশ্বর ললাটে সদাশিব ও তাহার ঊর্দ্ধ্বে শিব অব স্থান করিতেছেন; অঘূর্ণিতা দ্বাত্রিংশৎ বর্ণাত্মিতা কুব্জিকাদেবীর এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রণবপঞ্চক বা হ্রীঁ বীজ দ্বারা পূজাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সদ্ধজয়ার্ণবে কুব্জিকা পূজানামক ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মালিনী নানামন্ত্র।

ঈশ্বর বলিলেন, ষোঢ়া ন্যাস পুরঃসর নানামন্ত্র বলিব। ষোঢ়া ন্যাস তিন প্রকার। শাক্ত শাম্ভব যামল; তন্মধ্যে শাম্ভবে ষট্‌ষোড়শ গ্রন্থিরূপ বিশিষ্ট শব্দরাশি বিদ্যাত্রয় ও ত্রিতথাভিধানক তদ্‌গ্রহন্যাস চতুর্থ শ্লোক দ্বাদশরূপবিশিষ্ট বন-মালয় ন্যাস পঞ্চম রত্ন পঞ্চমাত্মক ষষ্ঠবোত্মক ন্যাস উক্ত হইয়াছে; শাক্ত পক্ষে মালিনীর দ্বিতীয় ত্রিবিদ্যাত্মক অন্য অঘোরি অষ্টকরূপে চতুর্থ দ্বাদশাঙ্গ পঞ্চম ষড়ঙ্গ অন্য অস্ত্রে চণ্ডিকা চণ্ডিকা শক্তি ক্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ ফট্ এই মালি-নীর তুর্য্যাখ্যসাধক মন্ত্রত্রয় নকারাদি ফান্ত নাদিনী নাম্নী শিখায় ও অগ্রসনীনাঙ্গীশিরে হইবে। শিরো-মালানিবৃত্তিনামক শটশক্তি শির ত্রিনেত্রগা চামুণ্ডা নামক ঢ প্রিয়দৃষ্টি নামক দিনে। এনাসাগাগুহ্য-শক্তিনী ন নাবায়নী দ্বিকর্ণা দক্ষকর্ণে তমোহনী নামক জপ্রজ্ঞা বক্ত্রে বামকর্ণস্থা বজ্রিনী নাম্নী ক কাবালী দক্ষদংষ্ট্রায় খ বামাংসক পালিনী গ উ ঈ দংষ্ট্রাশিবা ঘ বামদংষ্ট্রায়ঘোরা ঊদন্তবিন্যাসা শিখা নামক মায়া জিহ্বায় অ নাগেশ্বরী বাক্যে ব কণ্ঠে শিখিবাহিনী ভ দক্ষস্কন্ধে ভীষণী ম বামস্কন্ধে বায়ু-বেগা ও দক্ষবাহুতে ঢ বামবাহুতে বিনায়কা প দ্বিহস্তে পূর্ণিমা ও করাদিদক্ষাঙ্গুলীয়কে অং বামা-ঙ্গুলি সকলে দর্শনী নাম্নী অঃ করে সঞ্জীবনী ট কপালে কপালিনী ত শূলদণ্ডে দীপনী জ ত্রিশূলে জয়ন্তী য বৃদ্ধিসাধনী শ জীবে পরব্রহ্মাখ্যা হ প্রাণে অম্বিকা ছ দক্ষস্তনে শরীরাখ্যা ন বামস্তনে পূতনা অস্তন ক্ষাবে আবায়ুতে থ উদরে লম্বোদরী ক্ষ না-

ভিতে সংহারিকা ম মহাকালী নিতম্বে স কুসম মালা গুহ্যে য শুক্রদেবিকা শুক্রে ত তারা উরুদ্বয়ে দ জ্ঞানা দক্ষজানুতে ঐ বামজানুতে ক্রিয়াশক্তি ও দক্ষ জঙ্ঘায় গায়ত্রী ও বামজঙ্ঘায় সাবিত্রী দ দক্ষিণপদে দোহনী ফ বামপদে ফেৎকারী নবাত্মক মালিনীমন্ত্র অ শিখায় শ্রীকণ্ঠ আ বক্ত্রে অ মস্তক হ দক্ষনেত্রে সূক্ষ্ম ঈ বামনেত্রে ত্রিমূর্ত্তি উ দক্ষ কর্ণে অমরীশ ঊ বাম কর্ণে অর্ঘাংশক ঋ দক্ষনাসাগ্রে ভাবভূতি ৠ বাম নাসাগ্রে তিথীশ ৯ দক্ষগণ্ডে স্থাণুঃ বামগণ্ডে হরনামক জানিবে এ দন্তপংক্তিতে কটিশনামক ঐ উ ঈ দন্তপংক্তিতে ভূতীশখ্যে ও অধরে সদ্যোজাত ঔ ঊর্দ্ধ ওষ্ঠে অনুগ্রহীশ নামক অং গ্রীবায ক্রূবাখ্যে অঃ জিহ্বায মহাসেন ক দক্ষ স্কন্ধে ক্রোধীশ খ বাহুসকলে চণ্ডীশনামে প্রসিদ্ধ গ কূর্পবে পঞ্চান্তক নামক ঘ দক্ষকক্ষণে শিখী নাম ঙ অঙ্গুলী সকলে একপাদাঘ্য চ বামস্কন্ধে কূর্ম্মক ছ বাহুতে এক নেত্রাখ্য জ কূর্পবে চত্তবক্ত্র নামক ঝ কক্ষণে রাজসাখ্য ঞ অঙ্গুলীতে সর্ব্বকামদ নামক ট নিতম্বে সোনেশ ঠ দক্ষ উরুতে লাঙ্গলি নামক ড দক্ষ জানুতে দারুকাখ্য ঢ জঙ্ঘায অর্দ্ধ জলেশ্বর নামক ণ অঙ্গুলী পংক্তিতে উমাকান্ত ত নিতম্বে আসাঢী নামক থ বামউরুতে দণ্ডীনামে দ বাম জানুতে অভি নামক ধ বাম জঙ্ঘায় মীনাখ্য ন চরণাঙ্গুলি শ্রেণিতে মেষনামক প দক্ষ কুক্ষিতে লোহিতাখ্য ফ বাম কুক্ষিতে শিখী নামক ব পৃষ্ঠেবংশে গলণ্ডাখ্য ভ নাভিতে দ্বিরণ্ড নামক ম হৃদযে মহাকালখ্য য সর্ব্বশরীর বিস্তৃত বলীশ নামক র বক্ষে ভূজঙ্গেশাখ্য ল মাংসে পিনাবা নামক ব আত্মাতে খড়্গীশাখ্য শ অস্থিতে বক নামক ষ মজ্জাতে শ্বেতাখ্য স শুক্র ধাতুতে ভৃগু হ প্রাণে নকুলীশাখ্যক্ষকোষে সম্বর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ এই সমস্ত রুদ্র শক্তি হ্রীং বীজদ্বারা পূজাকরিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে মালিনী মন্ত্রাদি ন্যাস নামক একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অষ্টাষ্টক দেবী।

ঈশ্বর বলিলেন, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বররূপা ত্রিখণ্ডী বলিতেছি, শ্রবণ কর। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায নমঃ। নমশ্চামুণ্ডে নমশ্চাকাশ মাতৃণাং সর্ব্বকাশার্থসাধনীনামজরামরীণাংসর্ব্বত্রাপ্রতিহতগতীনাং স্বরূপরূপপরিবর্ত্তিনীনাং সর্ব্বসত্ববশীকরণোৎসাদনোমূল নসমস্তকর্ম্মপ্রবৃত্তানাংসর্ব্বমাতৃগুহ্যংহৃদযপরম সিদ্ধপরকর্ম্মচ্ছেদনং পরমসিদ্ধিকরম্মাতৃণাং বচনংশুভং ব্রহ্মখণ্ডপদে একবিংশাধিকশত রুদ্র বিশিষ্ট মন্ত্র বলা হইতেছে।

ওঁ নমশ্চামুণ্ডে ব্রহ্মাণি অঘোরে অমোঘ বরদে বিচ্চে স্বাহা। ওঁ নমশ্চামুণ্ডে মাহেশ্বরি অঘোরে অমোঘে বরদে বিচ্চে স্বাহা। ওঁ নমশ্চামুণ্ডে বৈষ্ণবি অঘোরে অমোঘে বরদে বিচ্চে স্বাহা ওঁ নমশ্চামুণ্ডে বরাহি অঘোরে অমোঘে বরদে বিচ্চে স্বাহা, ওঁ নমশ্চামুণ্ডে ইন্দ্রাণি অঘোরে অমোঘে বরদে বিচ্চে স্বাহা, ওঁ নমশ্চামুণ্ডে চণ্ডি অঘোরে অমোঘে বরদে বিচ্চে স্বাহা, ওঁ নমশ্চামুণ্ডে ঈশানি অঘোরে অমোঘে বরদে বিচ্চে স্বাহা। যথোল্লিখিত দ্বিতীয় বিষ্ণুখণ্ডপদ মন্ত্র বলা হইতেছে।

ওঁ নমশ্চামুণ্ডে ঊর্দ্ধকেশি জ্বলিতশিখরে বিদ্যুজ্জিহ্বে তারকাক্ষি পিঙ্গলভ্রুবে বিকৃতদংষ্ট্রে ক্রুদ্ধে ওঁ মাংস শোণিতসুরাসবপ্রিয়ে হস হস ওঁ

নৃত্য নৃত্য ওঁ বিজৃম্ভয় বিজৃম্ভয় ওঁ মায়াত্রৈলোক্য রূপসহস্রপরিবর্ত্তিনীনাং ওঁ বন্ধ বন্ধ ওঁ কুট্ট কুট্ট চিরি চিরি হিরি হিরি ভিরি ভিরি ত্রাসনি ত্রাসনি ভ্রামণি ভ্রামণি ওঁ দ্রাবণি দ্রাবণি ক্ষোভণি ক্ষোভণি মারণি মারণি সঞ্জীবনি সঞ্জীবনি হেরি হেরি গেরি গেরি ঘেরি ঘেরি ওঁ মুরি মুরি ওঁ নমো মাতৃগণায় নমো নমো বিচ্চে।

এক্ষণে শম্ভুর একত্রিংশৎপদ একসপ্তত্যধিক শত মন্ত্র বলিতেছি। হে ঘৌঁ এই পঞ্চপ্রণবাদ্যান্তা ত্রিখণ্ডী জপ ও অর্চ্চনা করিবে, হে ঘৌঁ এই বীজদ্বয় শ্রীকুব্জিকাহৃদয় ও পদসন্ধিতে যোজিত করিবে। অকুলাদির ত্রিমধ্যস্থ কুলাদির ত্রিমধ্যগ মধ্যমাদির ত্রিমধ্যস্থ পিণ্ডপাদে ত্রিমধ্যগ অর্দ্ধমাত্রা সংযুক্তপ্রণবাদ্যন্তে ও শিখা শিবা ত্রিখণ্ডী অর্থাৎ ওঁ ক্ষেঁ শিখাভৈরবায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। স্খাঁ স্খৌঁ স্খেঁ সবীজ ত্র্যক্ষর। হ্রাঁ হ্রীং হ্রেঁ নির্বীজ ত্র্যক্ষর। ক্ষাদিককারান্ত দ্বাত্রিংশদ্বর্ণ অকুলা। ঐ বর্ণ যথাক্রমে কুলা হয়। শশিনী ভানুনী পাবনী শিব ও গান্ধারী ণকার। পিণ্ডাক্ষী চপলা গজজিহ্বিকা মকার। মৃষা ভয়সারা মধ্যমা ফকার অজরার কবণ হয়। কুমারী ও কালরাত্রীনকার দিকার সঙ্কটা বিকার কালিকা ফিকার শিবা। ণকার ভবঘোরা। টকার বীভৎসা। তকার বিদ্যুতা। ঠকার বিশ্বম্ভরা ও শংশিনী। ঢ জ্বালা মালা করালী দুর্জ্জয়া রঙ্গী বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী। খকালী অনুলোমে ককার কুলালক্ষ্মী হয় এবং দ পিণ্ডিনী জানিবে। আ বেদিনী, ই রূপী শান্তি মূর্ত্তি ও কলা কুলা জানিবে। ঋ খড়্গিনী। উ বলিতা। ৯ কুলা। ঐ রূপ যদি ৯ হয়, তাহা হইলে সুভগা বেদনাদিনী ও করালী বলা হয়। অং মধ্যমা। অঃ অপেতরয়া এই সমস্ত শক্তির যথাক্রমে পীঠে পূজা করিবে। অনন্তর স্খাঁ স্খা স্খৌঁ মহাভৈরবায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা অক্ষোদ্যা ঋক্ষকর্ণী রাক্ষসী ক্ষপণক্ষয়া পিঙ্গাক্ষী অক্ষয়া ক্ষেমা ও ব্রহ্মাণী অষ্টক সংস্থিতা এই অষ্টশক্তির পূজা ও ইলা লীলাবতী লীলা লঙ্কা লঙ্কেশ্বরী লালসা বিমলা মালা ও মাহেশ্বরী অপর অষ্টকে স্থিতা এই কএক শক্তির এবং হুতাশনা বিশালাক্ষী হুঁঙ্কারী বড়বামুখী হাহারবা ক্রূরা ক্রোধাবলা খরাননা এই সকল শক্তি কৌমারীর দেহসম্ভূতা ইহাঁদিগের পূজা করিলে, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। সর্বজ্ঞা তরলা তারা ঋগ্বেদা হয়াননা সারা সারস্বসংগ্রাহা ও শাশ্বতী এই সকল শক্তি বৈষ্ণবী কুলোৎপন্না। তালুজিহ্বা রক্তাক্ষী বিদ্যুজ্জিহ্বা করঙ্কিণী মেঘনাদা প্রচণ্ডা উগ্রা কালকর্ণী ও কলিপ্রিয়া বরাহীকুলসম্ভূতা এই সমস্ত শক্তি জয়াভিলাষিব্যক্তি পূজা করিবেন। চম্পা চম্পাবতী প্রচম্পা জ্বলিতাননা পিশাচী পিচুবক্ত্রা ও লোলুপা শক্তি ঐন্দ্রীসম্ভবা। পাবনী যাচনী বামনী দমনী বিন্দুবেলা বৃহৎকুক্ষি বিদ্যুতা বিশ্বরূপিনী ইহারা চামুণ্ডাকুলসম্ভূতা, ইহাঁরা মণ্ডলে পূজিতা হইলে জয়প্রদা হয়েন। যম জিহ্বা জয়ন্তী দুর্জ্জয়া যমান্তিকা বিড়ালী রেবতী জয়া বিজয়া এই অষ্টশক্তি মহালক্ষ্মীকুলে জাতা। বিজয়ার্থী ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত অষ্টাষ্টক শক্তি সকল পূজনীয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে কুব্জিকাদি নামক দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়।

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কুণ্ডনির্ম্মাণাদিবিধি।

নারদ বলিলেন, অগ্নিকার্য্য বলিব। যাহা দ্বারা সর্ব্বকামনা সিদ্ধি হয়। চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল পরিমিত চতুরস্র ক্ষেত্র সূত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া সম ভাবে খনন করিবে। খাতের উপরি প্রদেশে চতুর্দ্দিকে অঙ্গুলিদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া মেখলা করিবে। সত্বাদিসংজ্ঞক ঐ মেখলা পূর্ব্বা দ্বাদশাঙ্গুল উর্দ্ধ তদ্বহি অষ্টাঙ্গুল উর্দ্ধ তদ্বহি দ্ব্যঙ্গুল উর্দ্ধ ও চতুরঙ্গুল বিস্তৃত হইবে। পশ্চিমস্থ মেখলার উপরিভাগে দশাঙ্গুলপরিমিতা চতুরঙ্গুল বিস্তৃতা ষট্‌চতুর দ্ব্যঙ্গুলাগ্রগা ক্রমশনিম্না অশ্বত্থপত্রসদৃশী কুণ্ডে কিঞ্চিৎ নিবেশিতা অতি রমণীয়া যোনি নির্ম্মাণ করিবে। ঐ যোনির উপরি প্রবিষ্ট ষড়ঙ্গুল অগ্রভাগ ও তিন অঙ্গুল মূলপ্রদেশ পঞ্চদশাঙ্গুল পরিমিত নাল নির্ম্মিত করিবে। এক হস্ত পরিমিত কুণ্ডের এই লক্ষণ বলা হইল। দ্বিহস্তাদি পরিমিত কুণ্ড বিষয়ে দ্বিগুণাদির বৃদ্ধি হইবে। এক ও ত্রিমেখল বর্ত্তুলাদি বলিব। কুণ্ডার্দ্ধ পরিমিত প্রদেশস্থিত সূত্র সম্মুখস্থ কোণে সংলগ্ন করিতে যে পরিমাণ হইবে সেই কুণ্ডার্দ্ধপ্রদেশস্থ সূত্র ভ্রামিত করিলে বর্ত্তুল কুণ্ড হইবে। কুণ্ডার্দ্ধ প্রদেশ হইতে কোণার্দ্ধ পরিমিত সূত্র পূর্ব্বপশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া উত্তর দিক বহিঃ প্রদেশ দিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রেখা পাত করিলে অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড হইবে। পদ্মাকার বর্ত্তুলমেখলায় পদ্মদল নির্ম্মাণ করিবে; বাহুদণ্ডপরিমিত সপ্ত বা পঞ্চাঙ্গুল হোমার্থ চতুরস্র স্রুচ্ করিবে। ত্রিভাগ পরিমাণে নির্ম্মিত গর্ত্তমধ্য সুশোভন বৃত্ত হইবে। পার্শ্ব উর্দ্ধ সমতল ও কুণ্ডার্দ্ধ পরিমাণে খাতের বহিঃপ্রদেশ শোধিত করিয়া খাতের অন্তর্দ্দেশ হইতে অঙ্গুষ্ঠের চতুর্থাংশ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ শেষার্দ্ধ পরিমিত ভূমি ত্যাগ করিয়া পরম রমণীয়া মেখলা করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ত্রিভাগ পরিমাণে বিস্তীর্ণ অঙ্গুষ্ঠ সার্দ্ধাঙ্গুষ্ঠায়ত কণ্ঠ ও তদগ্রে চতুরঙ্গুল বা পঞ্চাঙ্গুল বিস্তার মুখত্রিতয় নির্ম্মাণ করিয়া দ্ব্যঙ্গুল পরিমাণে উহার মধ্যদেশ সুশোভিত করিবে এবং ঐ সকলের আয়াম মধ্যদেশ সুন্দর ও নিম্ন হইবে এবং উহার কণ্ঠদেশে কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রবেশযোগ্য ছিদ্র থাকিবে। অবশিষ্ট কুণ্ডসকল যথারুচি চিত্রিত করিবে। হস্তপরিমিত দণ্ডযুক্ত স্রুব ও অল্প পঙ্কে মগ্ন গোষ্পদতুল্য চন্দ্রাভ সুন্দর দ্ব্যঙ্গুল বৃত্ত করিবে। অনন্তর উপলেপন করিয়া অঙ্গুল পরিমিতা বক্র নাসিকাকারে রেখাপাতপূর্ব্বক তদুপরি উত্তরাগ্র প্রথমা রেখা ও পূর্ব্বাস্য রেখাদ্বয় হইবে এবং ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণাদিক্রমে রেখা ত্রয় সম্পাত করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাত্ত্বিক প্রণব দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত তথায় বিষ্টর কল্পনাপূর্ব্বক তদুপরি মূর্ত্তিমতী বৈষ্ণবীশক্তি স্থাপিত করত অলঙ্কৃতা করিয়া হরিস্মরণ পূর্ব্বক বহ্নি প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ প্রক্ষেপপূর্ব্বক অগ্ন্যোপরি সমূহন করিয়া দর্ভ দ্বারা পূর্ব্বাদিক্রমে অগ্নি ত্রিধা বিস্তীর্ণ করত বহ্নিদিক্ষু স্রুক ও স্রুব ভূমিতে রাখিয়া আজ্যস্থালী চরুস্থালী ও কুশাজ্য প্রণীতা দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র বারিপূর্ণ করত ঐ জল পবিত্রাঙ্গুষ্ঠাদিকহস্তে ক্ষরিত করিয়া প্রথমে প্রোক্ষণীপাত্র বহ্নির অগ্রে নিধান ও ঐ জল দ্বারা তিন বার প্রোক্ষণ করিবে। পরে সম্মুখে কাষ্ঠ বিন্যাস করিয়া সম্পা প্রণীতাতে বিষ্ণু ধ্যান করত আজ্যস্থালী আজ্যপূর্ণ করিয়া অগ্রে নিধানপূর্ব্বক সপ্লবন ও উৎপ্লবন দ্বারা আজ্য

সংস্কার করিবে। পরে অখণ্ডিতাগ্র নির্গর্ভ প্রাদেশ প্রমাণ কুশদ্বয় দ্বারা উত্তানপানীয় অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা করণক আজ্য গ্রহণ করিয়া দুইবার বহ্নি সমীপে লইয়া তিন বার নিম্নে প্রক্ষেপ করিবে। ঐরূপ স্রুক্ স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক ঐ কুশপত্রদ্বয় দ্বারা জলপ্রক্ষেপ অগ্নিতপ্ত দর্ভ দ্বারা মার্জ্জন ও পুনর্ব্বার প্রক্ষালন করিয়া সাধক প্রণব দ্বারা পুনঃ প্রতপ্ত করত স্থাপন করিবে। অনন্তর যাজ্ঞিক প্রণবাদিনমোন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত হবন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। পরে যাবদংশ ব্যবস্থানুসারে গর্ভাধানাদি কার্য্য নামকরণান্ত ব্রতবন্ধান্ত সমাবর্ত্তাবসানক অথবা অধিকারাবসানক কার্য্য অঙ্গানুসারে করবে। সাধক সর্ব্বত্র প্রণব দ্বারা উপচার কল্পনা করিবেন এবং বিত্তানুসারে অঙ্গমন্ত্র দ্বারা হোম কর্ত্তব্য। প্রথমে গর্ভাধান পরে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ ব্রতবন্ধ (উপনয়ন) পশেষরূপে দেবব্রত সমাবর্ত্তন পত্নীর সহিত সংযোগ ও আশ্রমাধিকার ইন্দ্রাদি ক্রমে এক কর্ম্ম চিন্তা করত পূজা করিয়া প্রতি কর্ম্মে অষ্ট অষ্ট আহুতি প্রদান পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত স্রুচ্ দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। পরে প্লুতস্বরে বৌসড়ন্ত বিষ্ণু মন্ত্র উচ্চারণ করত বহিঃসংস্কার পূর্ব্বক বৈষ্ণব চরু শ্রপণ করিয়া স্থণ্ডিলে মুরোত্তমদেবের ধ্যান করত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আচমনাদি ক্রমে উপচার দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা উহাঁর অঙ্গও আবরণ দেবতার অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর কাষ্ঠ আধান করিয়া অগ্নি ও ঈশানকোণস্থিত আজ্যভাগ ও বায়ু ও নৈঋতকোণ স্থিত আজ্যভাগ গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে অগ্নির দক্ষিণ ও বাম চক্ষুতে আহুতি প্রদান করিয়া মধ্যে সমস্ত অর্চ্চিত দেবগণের যথাক্রমে আজ্য দ্বারা হোম করিবে। পরে তদ্দশাংশ সংখ্যক অঙ্গ দেবতার হোম কর্ত্তব্য। সতিল আজ্যাদি বা সমিধ দ্বারা শত সহস্র সংখ্যক হোমান্ত অর্চ্চনা কার্য্য সম্পাদন করিয়া উপোষিত শুচি শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক সম্মুখে নিবেশিত করত অস্ত্রদ্বারা পশুগণ প্রোক্ষণ করিয়া শিষ্যকে আত্মাতে সংযোজিত করত অবিদ্যাকর্ম্ম বন্ধন দ্বারা লিঙ্গপাশবদ্ধ লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ধ্যান মার্গে সংপ্রোক্ষণ করিয়া বায়ুবীজদ্বারা শোধন করিবে; পরে দহন বীজ দ্বারা সকল ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি নিঃশেষ রূপে দগ্ধ ও ভস্মকূটনিভস্থিতা চিন্তা করিয়া বারিদ্বারা ভস্মপ্লাবিত করিয়া সংসার অক্ষয় স্মরণ করত তাহাকে পার্থিবী বীজ শক্তি ন্যাস করিয়া সমস্ত পঞ্চতন্মাত্রসংবৃত তদুদ্ভব শুভ পার্থিব অণ্ড ধ্যান করত তদাধার তদাত্মক প্রণবাত্মিকাচিন্ময়পৌরুষী মূর্ত্তি তন্মধ্যে চিন্তা করিয়া পূর্ব্বসংস্কার বশত আত্মাতে লিঙ্গসংক্রমণ ইন্দ্রিয় সংস্থানে বিভক্ত ও বর্দ্ধিত চিন্তাকরিয়া সম্বৎসর পর্য্যন্ত ঐ অণ্ডসমভাবে থাকিয়া দ্বিখণ্ডীকৃত হইলে ঐ খণ্ডদ্বয়দ্বারা পৃথিবী ও মধ্যে জাতপ্রজাপতি চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার প্রোক্ষণ করত প্রণবাশ্রিত মন্ত্রাত্মক তনু পূর্ব্বোক্তক্রমে ন্যাস করত বিষ্ণু স্বরূপ গুরু মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক ধ্যান করত ধ্যান যোগে এক বা বহু বৈষ্ণব উৎপাদন করিয়া মূল মন্ত্রদ্বারা করদ্বয় গ্রহণ করত বস্ত্র দ্বারা নেত্রমন্ত্র বৌষট্ উচ্চারণ করত শিষ্যের নয়নযুগল বন্ধন করিয়া দেবদেবের তত্ত্বজ্ঞ গুরু কৃত শিষ্যকর্ত্তৃক সম্যকরূপ কৃতপূজ হইয়া পুষ্পাঞ্জলি পরিপ্রদানপূর্ব্বক শিষ্যগণকে পূর্ব্ব মুখে উপবিষ্ট করাইবে। অনন্তর গুরুকর্ত্তৃক প্রসূত ঐ শিষ্যগণও তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি পূর্ব্বক অমন্ত্রক

পুষ্পাদি দ্বারা ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিয়া গুরুর পাদপদ্মার্চ্চন পুরঃসর সর্ব্বস্ব বা তদর্দ্ধ দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিবে। পরে গুরু শিষ্যদিগকে নাম সকল দ্বারা হরির পূজার উপদেশ দিবেন। ঈশান কোণে শঙ্খচক্র ও গদাধারি বিশ্বক্সেনের অর্চ্চনা করিয়া তর্জনীদ্বারা মণ্ডলস্থ বিষ্ণুর বিসর্জ্জন রত সমস্ত বিষ্ণুনির্ম্মাল্য বিশ্বক্সেনে অর্পণ করিবে। পরে প্রণীতা দ্বারা আপনার অভিষেক করিয়া কুণ্ডস্থ বহ্নি আত্মাতে নিয়োজিত করত বিশ্বক্সেনের বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ভোগাভিলাষি মানবগণ সমস্ত অভীষ্ট লাভকরে এবং মুমুক্ষুভক্ত হরিপাদপদ্মে লীনহয়।

ইত্যাদি মহাপুরাণে আগ্নেয়ে অগ্নিকার্য্য দ কথন নামক ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বাসুদেবাদি নিরূপণ।

নারদ বলিলেন পূজনীয় বাসুদেবাদি মন্ত্রের লক্ষণ বলিব। বাসুদেবের অঙ্গদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি জানিবে। প্রথমে নমো ভগবতে পরে অ আ অং অঃ এ স্ববীজ অনন্তর নমো নারায়ণ পদ ওঁকারাদি নমোন্ত এইমন্ত্র এবং ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে। ওঁ নমো বিষ্ণবে নমঃ। ওঁক্ষৌং ওঁনমো ভগবতে নরসিংহায় নমঃ। ওঁ ভূর্নমো ভগবতে বরাহায়। হে নরাধিপগণ! জবাকুসুম সদৃশ অরুণ হরিদ্রাভ নীল শ্যামল লোহিত মেঘ অগ্নি দুগ্ধ ও পিঙ্গলবর্ণ নব বল্লভ নায়ক অঙ্গদেবতা। স্বনামান্ত স্বর বীজ যথাক্রমে বিভক্তরূপে হৃদয়াদিতে বিন্যাস করিবে। ব্যঞ্জনাদি বীজের অন্যপ্রকার লক্ষণ দীর্ঘস্বরযুক্ত নমোন্তস্থিত অঙ্গমন্ত্র ও হ্রস্বযুক্ত উপাঙ্গ মন্ত্র বর্ণিত হইতেছে, বিভক্তনাম বর্ণান্ত স্থিত বীজ হইবে। দীর্ঘ এবং হ্রস্ব স্বরযুক্ত স্বাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্র এইরূপে জানিবে হৃদয়াদি বিন্যাসার্থ ব্যঞ্জন বর্ণের এই ক্রম স্বনামান্ত অঙ্গনামে বিভক্ত স্ববীজ হৃদয়াদি দ্বাদশাঙ্গে বিন্যাস পূর্ব্বক সিদ্ধির অনুরূপে জপকরিবে। অর্থাৎ হৃদয় শিরচূড়া কবচনেত্র অস্ত্র এই বীজ সকলের ষড়ঙ্গ। হৃদয় শির শিখা কবচ অস্ত্রনেত্র উদর পৃষ্ঠ বাহু উরু জানু জঙ্ঘা ও পাদ মূলমন্ত্রের এ দ্বাদশাঙ্গে যথাক্রমে কং টং পং শং বৈনতেয় খং ঠং ফংষং গদামন্ত্র গং ডং বং সং পুষ্টিমন্ত্র ঘং ঢ ভং হং শ্রিয়ৈ নমঃ ঙং শং মং ক্ষং পাঞ্চজন্য ছং তং পং কৌস্তুভায় জং খং বং সুদর্শনায় সং বং দং চং নং শ্রীবৎসায় ওঁধং বং বনমালায়ৈ মহানন্তায় নমঃ এইরূপে বিন্যাস করিবে। নির্বীজ পদ মন্ত্রের জান্ত পদ দ্বারা নামসংযুক্তিহেতুক হৃদয়াদি পঞ্চাঙ্গ কল্পিতহয় এই হেতুক হৃদয়াদিতে পঞ্চ প্রকার প্রণবাদিউক্ত হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমে হৃদয়ে প্রণব শিরঃ ও শিখায় পরায় এইপদ নামাত্মক করত নামান্তক অস্ত্র হইবে। প্রণবাদি নমোন্ত চতুর্থ্যন্ত পরাস্ত্রাদি স্বনামাত্মক একব্যূহাদি ষড়্বিংশ ব্যূহপর্য্যন্ত সেই আত্মার মন্ত্র হইবে দেহের কনিষ্ঠাদি করাগ্রে প্রকৃতির অর্চ্চনা করিবে। পরায় এই পদ পুরুষাত্মক এবং প্রকৃত্যাত্মক পদ দুই প্রকার অর্থাৎ ওঁ পরায়াগ্ন্যাত্মনে এবং বায়ু ও অর্করূপ দুইপ্রকার ও অগ্নি ত্রিমূর্ত্তিতে বিন্যাস করিয়া করে ও দেহে ব্যাপকন্যাস করত সব্য ও অপসব্যরূপ করদ্বয়ে বায়ু এবং অর্ক বিন্যাস করিবে। হৃদয় তনু ও তুর্য্যরূপে বাহুত্রয়ে এইরূপ ন্যাস হইবে। হস্তব্যাপক ঋগ্বেদন্যাস

অঙ্গুলি সকলে যজুর্বেদ তলদ্বয়ে অথর্ব্ব বেদন্যাস করিয়া শিরহৃদয়চরণান্তকদেহে আকাশ রূপ ব্যাপকন্যাস করত পূর্ব্বের ন্যায় করে বিন্যাস করিবে। পরে অঙ্গুলি সকলে বায়ু প্রভৃতি এবং শিরহৃদয় গুহ্য ও পাদে যথাক্রমে বায়ু জ্যোতি জল পৃথীরূপে পঞ্চ ব্যূহ উক্ত হইয়াছে এবং মন-শ্রোত্র বাক্ চক্ষু জিহ্বা ও ঘ্রাণরূপ ষড়্ব্যূহ কথিত হয়। মানসিক ব্যাপক ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি হইতে ক্রমে মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য ও পদে সর্ব্বত্রে করুণাত্মক জীবসংজ্ঞক আদি মূর্ত্তি ব্যাপক হইবে। ভূ র্ভুবঃস্বর্মহর্জনস্তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোক অঙ্গুষ্ঠাদি ক্রমে করেও দেহন্যাস করিয়া তলসংস্থ সপ্তম লোকেশ শরীরে বিন্যাস করত দেহে শির ললাট আস্য হৃদয় গুহ্য ও চরণ সংস্থিত অগ্নিষ্টোম উকথ ষোড়শী বাজপেয় অতিরাত্র আপ্ত ও যাম এই সপ্তযজ্ঞাত্মক ন্যাস করিয়া বুদ্ধি অহংকার মন শব্দ স্পর্শরূপ রসগন্ধ ও বুদ্ধিতর ক্রমশ ব্যাপকরূপ করে ও দেহেন্যাস করিবে। পরে তলদ্বয়ে গন্ধ ও বুদ্ধিতত্ত্বন্যাস করিয়া মস্তকে ললাটে মুখে হৃদয়ে নাভিতে গুহ্যেও পদে অষ্টব্যূহ পুরুষ ও জীব বুদ্ধি অহঙ্কার মন শব্দ গুণ বায়ু রূপও রস এই নবাত্মক জীব অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে তর্জ্জন্যাদি বাম কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত ক্রমশ অবশিষ্ট তত্ত্বসকল সর্ব্বশরীর শির ললাট আস্য হৃদয় নাভিগুহ্য জানু ও পদদ্বয়ে দশ ইন্দ্রিয়, অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে বহির্হস্তদ্বয়ের তর্জ্জন্যাদি অপর অঙ্গুলিতে শির ললাট বক্তু হৃদয় নাভিগুহ্য জানু ও পদদ্বয়ে একাদশাত্মক মন শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণিপাদ পায়ু উপস্থ মানসব্যাপক ন্যাস ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে শ্রোত্র, তর্জ্জন্যাদিক্রমে অবশিষ্ট অস্টতত্ত্ব তলদ্বয়ে মস্তক ললাট আস্য হৃদয়ে নাভিগুহ্য উরুদ্বয় জঙ্ঘ গুল্ফ ও পদে ক্রমশ বিষ্ণু মধুহর ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর কেশব নারায়ণ মাধব গোবিন্দ রূপ বিষ্ণুব্যাপক ন্যাস করিবে। অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে তলদ্বয়ে পদে জানুতে কটিদেশে শিরে শিখায় জানুও পাদাদিতে বুদ্ধি অহঙ্কার মন চিত্ত শব্দস্পর্শ রসরূপ গন্ধ শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা বাক্ পাণিপাদ পায়ু উপস্থ ভূমি জল তেজ বায়ু আকাশ ও পুরুষ এই সমস্ত তত্ত্বাত্মক পুরুষ হয় ইহার মধ্যে দ্বাদশত্মক পঞ্চবিংশ ও ষড়্বিংশ ব্যূহ পুরুষ ব্যাপক ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদিতে দশ ও অবশিষ্ট হস্ততলে ন্যাস করত মস্তকে ললাটে মুখে হৃদয়ে নাভিতে গুহ্যে উরুতে জানুতে চরণে ইন্দ্রিয় সকলে ও পুনরায় ঊর্দ্ধ্ব গতি ক্রমে পদে জানুদ্বয়ে উপস্থে হৃদয়ে ও মস্তকে ক্রমশ পর দেবতা ও পুরুষাত্মাদি ষড়্বিংশতি তত্ত্বে পূর্ব্বের ন্যায় পরতত্ত্ব চিন্তা করিবে। পরে মণ্ডলেক দেশে পণ্ডিত সাধক প্রকৃতির পূজা করিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিকে হৃদয়াদি পূজা অগ্ন্যাদি কোণে অস্ত্র ও বৈনতেয়াদি পূজা পূর্ব্বের ন্যায় করিবে। পরে দিকপালগণ অপর বিধি ও ত্রিব্যূহে অগ্নির পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি দিগবলাবাসরাজ্যাদিভূষিত সাধক মধ্যে কলিকাতে নাভস ও মানস কলিকাস্থিত বিশ্ব রূপের পূজা সর্ব্বসিদ্ধি ও রাজ্য জয়ার্থ করিবে। অনন্তর সর্ব্ব ব্যূহ ও পঞ্চাঙ্গযুক্ত গরুড়াদি ও ইন্দ্রাদির সহিত বিশ্বক্সেনের পূজা ব্যোমসংস্থিত বৌবীজ ও নামদ্বারা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে মন্ত্র প্রদর্শন নামক চতুঃষষ্ট্যধিকবিংশততম অধ্যায়।

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মুদ্রালক্ষণ কথন।

নারদ বলিলেন দেব সান্নিধ্যকারক মুদ্রাসকলের লক্ষণ বলিব। প্রথম মুদ্রা অঞ্জলি উহা হৃদয়ানুগা হইলে বন্দনী মুদ্রা হয়; মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধভাবে থাকিবে, আর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ সেই সব্যাঙ্গুষ্ঠের বন্ধন স্বরূপ হইবে বা যাহার ঊর্দ্ধে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ থাকে ব্যূহ বিষয়ে এই তিন প্রকার সাধারণ মুদ্রা অনন্তর অসাধারণা এই সকল মুদ্রা বলিতেছি কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি বিমুক্ত রূপে অষ্টমুদ্রা যথাক্রমে পূর্ব্ব বীজাষ্টকের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে। অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠান্ত অঙ্গলিত্রয় নামিত করিয়া সম্মুখে ঊর্দ্ধ করিলে নবম বীজের নিমিত্ত হয়। বামহস্ত উত্তান করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অর্দ্ধনামিত করিলে বরাহ মুদ্রা হইবে। এবং অঙ্গদেবতার মুদ্রা যথাক্রমে এই সকল বলিতেছি। বামহস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এক এক অঙ্গুলি মোচন করত পূর্ব্ব মুদ্রা আকুঞ্চিত করিবে দক্ষিণ হস্তেও এইরূপ হইবে এবং ঊর্দ্ধাংগুষ্ঠ বামমুষ্টি হইলে মুদ্রা সিদ্ধি হইবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে মুদ্রা প্রদর্শন নামক পঞ্চষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল কথন।

নারদ বলিলেন সা[illegible]গণ দেবালয়াদিতে পবিত্র ভূমিতে বা গৃহে মণ্ডল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপরি জগদীশ্বর হ[illegible]র অর্চনা করিয়া মন্ত্র সাধন করিবে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে মণ্ডলাদি লিখিত হয় তন্মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল দ্বিশত ষট্‌পঞ্চাশৎ কোষ্ঠে অঙ্কিত করিবে। ষট্‌ত্রিংশৎ কোষ্ঠদ্বারা পদ্ম পংক্তিক্রমে বহির্ভাগে পীঠ এবং তাহা হইতে দুই কোষ্ঠে বীথিকা চতুর্দ্দিকে কোষ্ঠদ্বয়ে দ্বার চতুষ্টয় তদ্বহিঃ বর্ত্তুলরেখা বেষ্টিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পদ্মক্ষেত্র অঙ্কিত করিবে অনন্তর পদ্মার্দ্ধে বর্ত্তুল ভ্রমণ করাইয়া বহির্ভাগে প্রদেশে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া শেষ ক্ষেত্র চতুস্টয় বর্ত্তুলরেখা বেষ্টিত করত প্রথম কর্ণিকাক্ষেত্র দ্বিতীয় কেশরক্ষেত্র দলসন্ধির ও চতুর্থ ক্ষেত্র দলাগ্রের হইবে। অনন্তর কোণসূত্র প্রসারণ করত কোণদিক্ ও মধ্যদিয়া কেশরাগ্রে নিধান করিয়া দলসন্ধি লাঞ্ছিত করিবে পরে সূত্রপাত করিয়া তাহাতে পত্রাষ্টক লিখিবে। অনন্তর দলসন্ধির অন্তরাল মান মধ্যে নিধান করত তৎপরিমানে দলাগ্রবেষ্টিত করিয়া তদনন্তর তদগ্রবেষ্টন পূর্ব্বক তৎপার্শ্বে তদন্তরাল করিয়া বাহ্যক্রমে কেশরে ও দলমধ্যে পুনরায় দুই দুই রেখা অঙ্কিত করিবে। এই সাধারণ পদ্মলক্ষণ। এক্ষণে দ্বাদশ দল পদ্মলক্ষণ বলিতেছি। পূর্ব্বস্থিত পদ্মের কর্ণিকার্দ্ধ পরিমাণে ক্রমশ বেষ্টন করিয়া তৎপার্শ্বে ভ্রমণ যোগে ষট্‌সংখ্যক কুণ্ডলী করিবে এইরূপে দ্বাদশ মৎস্য করিলে তাহার দ্বাদশদল পদ্ম হইবে এবং পঞ্চপত্র সিদ্ধার্থ ঐ রূপে মৎস্য যুক্ত পদ্ম করিয়া ব্যোম রেখাপাত করত বহিঃপীঠ করিয়া তাহাতে কোষ্ঠ সকল মার্জ্জিত করিবে। এবং পাদরক্ষার্থ কোণ সকলে তিনটি ও অপর দুই দুইটি কোষ্ঠ অঙ্কিত করত চতুর্দ্দিকে বিলিপ্ত গাত্র সমস্ত করিবে। পরে বীথির নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ স্থিতপংক্তিদ্বয় বিলুপ্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্বার করিবে; বিচক্ষণ সাধক দ্বারপার্শ্বে অষ্টশোভা

করিয়া তৎপার্শ্বে তাবৎ পরিমাণে উপশোভা করিবে এবং উপশোভার সমীপে কোণ সকল হইবে। অনন্তর চতুর্দ্দিকে মধ্যে কোষ্ঠের সহিত দুই দুই কোষ্ঠ চিন্তা করিয়া বহিঃপ্রদেশে চারিটি এবং পার্শ্বদ্বয়ে এক একটি কোষ্ঠ মার্জিত করিয়া শোভার্থ পার্শ্বদ্বয়ে তিনটি ও দলস্থিত তিনটি কোষ্ঠ লুপ্ত করিবে। তৎপরে বিপর্য্যয়ে উপশোভা করিয়া কোণের মধ্যে ও বহিঃ প্রদেশে বিভিন্নরূপে কোষ্ঠত্রয় চিন্তা করিবে। এইরূপে শোড়শকোষ্ঠ হইবে এবং এইরূপে অন্যান্য মণ্ডল হইবে অর্থাৎ দ্বাদশ ভাগে ষট্‌ত্রিংশৎপদপদ্ম একা বীথিকা ও পংক্তি করিয়া অপর পংক্তিদ্বয় দ্বারা পূর্ব্বেবন্যায় দ্বারশোভাদি করিবে। এক হস্ত মণ্ডলে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণে পদ্ম ও দ্বিহস্ত মণ্ডলে হস্ত পরিমিত পদ্ম হইবে অথবা দ্বারবৃদ্ধি ক্রমে আচরণ করিবে পীঠসহিত মণ্ডল চতুষ্কোণ হয়। চক্র ও পঙ্কজ হস্তদ্বয় পরিমিত নবাঙ্গুলি পদ্মার্দ্ধ অঙ্গুলি ত্রিতয় পরিমিত পদ্মনাভি অষ্টাঙ্গুল দ্বার অঙ্গুলির চতুষ্টয় পরিমিত নেমি করিবে। ত্রিধা বিভক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ভাগদ্বয়ে অঙ্কিত করিয়া পঞ্চঅন্ত অর সিদ্ধির নিমিত্ত ইচ্ছানুসারে ইন্দীবর দলকার বা মাতুলাঙ্গ দলসদৃশ অথবা পদ্মপত্রনিভ অর সকল অঙ্কিত করিয়া অরসন্ধির মধ্যস্থিত অরের নিমিত্ত বহিঃ প্রদেশে ভ্রমণ করাইয়া সন্ধিমধ্যে ব্যবস্থিত অরমূল ও অরমধ্যে অবনি সমভাবে ভ্রমণ করাইবে এইরূপে সম্যক সিদ্ধান্তর মাতুলাঙ্গ নিভ সমঅর সকল হইবে।

চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত ক্ষেত্র সমভাবে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বিধাকৃত ঐ ক্ষেত্রে যণ্ণবত্যধিকশতসংখ্যক কোষ্ঠ হইবে। উহার মধ্যকোষ্ঠ চতুষ্টয়ে সর্ব্বতোভদ্র মন্ত্র মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। চতুর্দ্দিকে বীথার নিমিত্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মসমস্ত অঙ্কিত করত ঐ ক্ষেত্র বীথির নিমিত্ত মার্জ্জিত করিয়া চতুর্দ্দিকে গ্রীবার নিমিত্ত দুই দুই মধ্যকোষ্ঠ লুপ্ত করিবে। পরে চতুর্দ্দিকে বহিঃপ্রদেশে তিনটি তিনটি করিয়া লুপ্ত করিবে। গ্রীবাপার্শ্বে বহিঃপ্রদেশে এক শোভা মার্জ্জনা করিয়া বাহ্য কোষ্ঠ সকলে সপ্তমধ্যত্রয় মার্জ্জিত করিলে নব ভাগ মণ্ডল রূপ নব ব্যূহ হইবে উহাতে ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চবিংশতি ব্যূহ বিশ্বরূপ গ মণ্ডল ও দ্বাত্রিংশৎ হস্ত ষ ক্ষেত্র দ্বাত্রিংশৎ সমভাগে বিভক্ত করিবে; এইরূপ করিলে চতুর্বিংশত্যধিক সহস্র কোষ্ঠ হইবে। উহার মধ্যস্থিত ষোড়শ কোষ্ঠে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল লিখিয়া তৎপার্শ্বে পংক্তি মার্জ্জিত করত চতুর্দ্দিকে ষোড়শ কোষ্ঠে পুনরায় ভদ্রাষ্টক লিখিবে। পরে পুনর্ব্বার তদ্বহিঃপ্রদেশে পংক্তি মার্জ্জিত করত ঐরূপ ষোড়শভদ্রক লিখিয়া চতুর্দ্দিকে পংক্তি মার্জ্জিত করিয়া পূর্ব্বাদিদিকে যথাক্রমে তিনটি তিনটি করিয়া দ্বাদশ দ্বার কল্পিত করত মধ্যস্থিত ষট্‌কোষ্ঠ লুপ্ত করত মধ্যে চতুষ্টয়, পার্শ্বদ্বয়ে চতুষ্টয় মধ্যে ও বহিঃপ্রদেশে দ্বিতয় শোভা সম্পাদন করিবে এবং উপদ্বার সম্পাদনার্থ মধ্যে তিন ও বাহ্যে পঞ্চসংখ্যক মার্জ্জিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ন্যায় শোভা কল্পনা করিবে, পরে বহিঃ প্রদেশে কোণ সকলে সপ্ত ও মধ্যে ত্রিসংখ্যক কোষ্ঠ মার্জ্জিত করিবে।

উক্ত পঞ্চবিংশতিক মণ্ডলে পরব্রহ্মের অর্চ্চনা করিবে এবং মধ্যে পদ্মাদিক্রমে পদ্মমধ্যে যথাক্রমে বাসুদেবাদির পূজা করিবে। তদনন্তর বরাহদেবের পূজা করিয়া তথা হইতে বা[illegible] ব্যূহ পর্য্যন্ত পূজা করত এক পঙ্কজে সমস্ত

অখিলব্যূহে ক্রমশ প্রচেতাদৈবত অধ্বর যত্নপূর্ব্বক যজন করিবে। মূর্ত্তিভেদে অচ্যুত সপ্তপ্রকারে বিভক্ত হন; চত্বারিংশৎ হস্তপরিমিত উত্তম ক্ষেত্রের এক এক কোষ্ঠ ক্রমশ সপ্তধা বিভক্ত করত পুনরায় ঐ এক এক খণ্ড দ্বিধা করিলে চতুঃষষ্ট্যধিকসপ্তশতোত্তর এক সহস্র কোষ্ঠ হয়, উহার মধ্যস্থিত ষোড়শ কোষ্ঠে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল হইবে এবং উহার পার্শ্বে বিথী তৎপরে অষ্টভদ্র তাহার পরে পুনরায় বিথীকা তৎপরে ষোড়শ পদ্ম, পরে ভূয়োবীথি তাহার পর চতুর্ব্বিংশতি পদ্ম, পরে পুনর্ব্বার বীথি ও দ্বাত্রিংশৎ পদ্ম, তদ্বহিঃপংক্তি বীথি ও চত্বারিংশৎ পঙ্কজ। অনন্তর পুনরায় বীথি করিয়া শেষপংক্তিত্রয়ে দ্বার শোভা ও চতুর্দ্দিকে উপশোভা করিবে, মধ্যে কোষ্ঠ বিলুপ্ত করিয়া দুই চারি বা ষড়্‌দ্বারসম্পাদন করিবে। চতুর্দ্দিকে পঞ্চ ত্রি বা এক এক কোষ্ঠ বিলোপ করত শোভা ও উপদ্বার সম্পাদন করিবে। দ্বার সকলের পার্শ্বদ্বয়ের অন্তঃ ষড়্ বা চতুঃসংখ্যক ও মধ্যপ্রদেশে দুই দুই কোষ্ঠ বিলোপ করিয়া ষট্‌সংখ্যক এইরূপে উপশোভা করিবে। এক এক দিকে চতুঃসংখ্যক শোভা তিন তিন দ্বার হইবে এবং কোণ সকলে ক্রমে ক্রমে পঞ্চ পঞ্চ কোষ্ঠ প্রত্যেক পংক্তিতে মার্জ্জিত করিবে। এই রূপে মানবগণের ইষ্টজনক শুভজনক শুভ মণ্ডল হইবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে মণ্ডলাদিলক্ষণ নামক ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শিলাবিন্যাস বিধান।

ভগবান্ বলিলেন, শিলাবিন্যাস লক্ষণ পাদপ্রতিষ্ঠা বলিব। অগ্রে মণ্ডপ করিয়া কুণ্ডচতুষ্টয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কুম্ভ ইষ্টকা ও উন্নত দ্বারস্তম্ভ বিন্যাস করিবে। পরে পাদোন খাত পূরণ করিয়া সেই সমদেশে বাস্তুপূজা করত সুপক্ব দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তীর্ণ বিস্তারে ত্রিভাগ স্থূল ও হস্তপরিমিত দীর্ঘ উৎকৃষ্ট শিলা শিলাময়দেশে বিন্যাস করা কর্ত্তব্য। তাম্রময় কুম্ভরূপ নবসংখ্যক ইষ্টকা ঘট পঞ্চকষায় জল সর্ব্বৌষধি জল ও গন্ধতোয়ান্বিত শুদ্ধ জলপূর্ণ হিরণ্য ও ব্রীহিযুক্ত গন্ধচন্দনচর্চ্চিত করিয়া স্থাপন করত আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় শন্নো দেবীত্যাদি তরতসমন্দীত্যাদি পাকমানীত্যাদি উদুত্তমং বরুণমিত্যাদি কয়ানশ্চেত্যাদি বরুণসত্যাদি হংসঃ শুচিসদিত্যাদি মন্ত্র ও শ্রীসূক্ত দ্বারা শিলাসংস্থাপন পূর্ব্বক মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে মণ্ডলোপরি শয্যায় ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিয়া বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক দ্বাদশ সমিদ্দ্বারা হোম করত প্রণব দ্বারা ঘৃত আজ্য ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া আজ্যপূর্ণ স্রুবদ্বারা অষ্টাহুতি প্রদানরূপ ব্যাহৃতিহোমকরত লোকপালগণের এবং অগ্নিসোমগ্রহ ও পুরুষোত্তমের উদ্দেশে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় ব্যাহৃতিহোম ও প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর প্রাঙ্মুখ গুরু বেদাখ্য ও দ্বাদশক্ষর মন্ত্রদ্বারা কুম্ভসকলে ঘৃত ও তিল পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষেপ করিয়া অষ্টদিক বিলিপ্ত করত তথায় অষ্টশিলা ও কুম্ভ এবং মধ্যে একশিলা ও কুম্ভ বিন্যাস পূর্ব্বক তাহাতে যথাক্রমে পদ্ম মহাপদ্ম মকর কচ্ছপ কমুদনন্দ পদ্মশঙ্খ

ও পদ্মিনী নামক দেবগণ বিন্যাস করিবে। পরে কুম্ভচালন নাকবিয়া তাহাতে যথাক্রমে বক্ষ্যমাণ রূপে ইষ্টকাষ্টক বিন্যাস করিবে। পূর্ব্বাদি ঈশানান্ত দিকে প্রথমে ইষ্টকা ন্যাসকরিয়া বিমলা-শক্তি প্রভৃতি ইষ্টকা দেবতা যথাযোগ্য তাহাতে বিন্যাস পূর্ব্বক মধ্যে অনুগ্রহাদেবী বিন্যাস করিয়া হে অব্যঙ্গে। অক্ষতে। পূর্ণে। অঙ্গিরাস মুনিসুতে ইষ্টকে। তোমার প্রতিষ্ঠা করিতেছি তুমি আমার অভীষ্ট পূর্ণকর এবং মন্ত্রদ্বারা দেশিকোত্তম গুরু ইষ্টকা বিন্যাস করিয়া সমাহিত চিত্তে মধ্যস্থানের কুম্ভোপরি দেবেশ পদ্মিনী দেবতান্যাস করত মৃত্তিকা পুষ্প ধাতু রত্ন ও লৌহ গর্ভে আধান করিয়া দিক্‌ ... শস্ত্র সমস্ত গর্ভভাজনে অর্চ্চন করিবে। দ্বাদশ ... চতুরঙ্গুল উন্নত তাম্র-ময় পদ্মাকার ভাজনে পৃথিবীর পূজা করিবে। পরে হে একাংশে। সর্ব্বভূতেশে! পর্ব্বতাসন ভূষিত। সমুদ্রপরিবারে দেবি! আপনি গর্ভগ্রহণ করুন হে নন্দে। বাসিষ্ঠে প্রজা ও ধনের সহিত আমাদিগকে আনন্দিত করুন। হে জয়ে। হে ভার্গব দায়াদে। আপনি প্রজাদিগের সম্বন্ধে বিজয় প্রদা হউন। হে পূর্ণে। হে আঙ্গিরস দায়াদে! আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। হে ভদ্রে। হে কাশ্যপ দায়াদে। আমায় সুমতি প্রদান করুন। হে সর্ব্ব-বীজময়ে! হে সর্ব্বরত্নযুক্তে। হে ওষধিবৃতে! জয়ে! হে সুরুচিরে বাসিষ্ঠে নন্দে এই স্থানে আপনারা বিহার করুন। হে প্রজাপতিসুতে। চতুরস্র! মহীয়সি। সুভগে। সুপ্রভে। কাশ্যপ ভদ্রেদেবি এই গৃহে বিহার করুন। হে নিখিল জনগণ পূজিতে! পরমাশ্চর্য্য! গন্ধমাল্যবিভূষিতে ভব-ভূতিকরি। ভার্গবি দেবি! এইগৃহে বিহার করুন এবং দেশস্বামি পুরস্বামি ও গৃহস্বামির অধিকারে মনুষ্যাদির তুষ্টির নিমিত্ত আপনি পশুবৃদ্ধিকরী হউন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া গোমূত্রদ্বারা খাতসেচন করত গর্ভে নিধান করিলে নিশাযোগে গর্ভাধান হয়। অনন্তর গুরুকে গো বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক অপরাপর ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া গর্ভন্যাস পূর্ব্বক ইষ্টকান্যাস করত গর্ভপূরণ করিবে। অনন্তর প্রাসাদ পরিমাণানুসারে পীঠ বন্ধ কর্ত্তব্য উত্তম পীঠ প্রাসাদ বিস্তারে অর্দ্ধপরি-মাণে উন্নত হইবে মধ্যম পীঠ ও উত্তম পীঠাপেক্ষা পাদহীন ও কনিষ্ঠ পীঠ উত্তমপীঠের অর্দ্ধপরিমাণে হইবে। পীঠ বন্ধোপরি পুনর্ব্বার বাস্তুযাগ করিবে। পাদ প্রতিষ্ঠাকারী মানব নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে আনন্দভোগ করে। যে ব্যক্তি দেবাগার করিব, মানস করে,তাহার শরীরের সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ প্রণষ্ট হয়, আর বিধিপূর্ব্বক দেবপ্রসাদ নির্ম্মাণ করিলে যে কি হয় তাহা আর কি বলিব যেব্যক্তি অষ্টইষ্টকাযুক্ত দেবালয় প্রস্তুত করে, তাহার ফল সম্পত্তি কেহই বলিতে পারেনা বিস্তার পূর্ব্বক দেবপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলে যে ফল হয়,তাহা ইহা দ্বারাই অনুমানকর গ্রামের মধ্যে এবং পূর্ব্বে পশ্চিমদ্বার দেবালয় করিবে গ্রামের কোণ সকলে পশ্চিম মুখে এবং দক্ষিণে উত্তরে ও পশ্চিমে প্রাঙ্মুখ দেবালয় করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে অগ্নিমহাপুরাণে পাতনযোগনামক সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

প্রাসাদলক্ষণ কথন।

হয়গ্রীব বলিলেন সর্ব্বসাধারণ প্রাসাদ বলি-তেছি শ্রবণকর পণ্ডিত ব্যক্তি চতুরস্রীকৃত ক্ষেত্র

ষোড়শভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যস্থিত চতুর্ভাগ আয়তযুক্ত করত অপর দ্বাদশভাগ ভিত্তির নিমিত্ত কল্পিত করিবে। জঙ্ঘা চতুর্ভাগ পরিমিত উচ্ছ্রিত জঙ্ঘার দ্বিগুণ উন্নত মঞ্জরী, মঞ্জরীর চতুর্থভাগে প্রদক্ষিণ পরিমাণ হইবে উভয় পার্শ্বে সমভাবে ঐ পরিমাণে নির্গমদ্বার হইবে শিখর সম বা দ্বিগুণ শোভা সম্পাদনানুরূপ অগ্রভূমির বিস্তার হইবে মণ্ডপের অগ্রে গর্ভসূত্রদ্বয় পরিমাণে বিস্তীর্ণ এবং পাদাধিক পরিমাণে দীর্ঘ বা প্রাসাদগর্ভ পরিমাণে মধ্যে স্তম্ভ সকলে ভূষিত মুখ মণ্ডপ করিবে। পরে একাশীতিপদযুক্ত বাস্তু করিয়া মণ্ডপ আরম্ভ করিবে। প্রাগ্দ্বার বিন্যাস পাদান্তঃস্থ শুকদেবগণের অর্চ্চনা করিবে এবং প্রকার বিন্যাস দ্বাত্রিংশদন্তর্গত দেবগণের পূজাকর্ত্তব্য সর্ব্বসাধারণ প্রাসাদ লক্ষণ এই কীর্ত্তন করিলাম প্রতিমার অপর প্রাসাদ পরিমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রতিমা প্রমাণ শুভা পিণ্ডিকা করিয়া পিণ্ডিকার্দ্ধ পরিমাণে গর্ভনির্ম্মাণ করত গর্ভপরিমাণে ভিত্তি সকল প্রস্তুত করণান্তর ভিত্তির আয়াম পরিমাণে উৎসেধ ভিত্তির উচ্ছ্রায়ের দ্বিগুণ পরিমিত শিখর শিখরের চতুর্গুণ ভ্রমণভূমি শিখরের চতুর্থাংশ পরিমাণে সম্মুখে মুখমণ্ডপ গর্ভের অষ্টমাংশ পরিমাণে রথনির্গম দ্বার পরিধির ষষ্ঠাংশ পরিমিত রথসকল উহার তৃতীয়াংশ পরিমাণে রথনির্গমদ্বার করিবে। রথত্রয়ে ঘোটকত্রয় সর্ব্বদা যোজিত রাখিবে শিখরার্থ চতুঃসংখ্যক সূত্রপাত করিয়া শুকনাশের উর্দ্ধে তির্য্যগ্‌ভাবে সূত্রপাত করত শিখরের অর্দ্ধভাগ সিংহ কল্পিত করিয়া শুকনাশের স্থিরীকরণ করিয়া সন্ধিমধ্যে স্থলে নিধান করিবে ঐরূপ পার্শ্বদ্বয়ে সূত্রনিধান করত তাহার উর্দ্ধে সকণ্ঠাবেদী করিবে স্কন্ধভগ্ন বা বিকরাল কদাচ করিবেনা। বেদিকা মানের উর্দ্ধেকলশ কল্পিত করিয়া বিস্তার দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য সুশোভন উড়ুম্বর নির্ম্মিত দ্বার সংস্থাপন পূর্ব্বক তদূর্দ্ধে মঙ্গলাদিযুক্ত শাখা বিন্যাস করত দ্বারের চতুর্থাংশে চণ্ড ও প্রচণ্ড এবং বিশ্বক্সেন ও বৎসদণ্ড এবং উর্দ্ধস্থিত উড়ুম্বরে দিগ্‌গজকর্ত্তৃক ঘটদ্বারা স্নাপ্যমানা কমলবিশিষ্টা সুরূপা লক্ষ্মীদেবী স্থাপিতা করিবে।

প্রাসাদের চতুর্থাংশ পরিমাণে প্রাকারের উচ্চতা প্রাসাদ পরিমাণের পাদোন পরিমিত গোপুরের উচ্ছ্রয় হইবে। পঞ্চহস্ত দেবতার একহস্তা পীঠিকা করিবে। পরে সম্মুখে একগারুড় মণ্ডপ ও ভৌমাদি ধামপ্রস্তুত করিয়া উপরিভাগে পূর্ব্বাদি দিগষ্টকে বরাহ জামদগ্ন্য নৃসিংহ শ্রীরাম চন্দ্র শ্রীধর বামন হয়গ্রীব ও বাসুদেবের প্রতিমা যথাক্রমে নির্ম্মাণ করিবে। দ্বারের অষ্টমাংশ ত্যাগ করিয়া বসু ও অর্কাদিবেধ হইলে কোন দোষ হয়না।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে প্রাসাদলক্ষণ নামক
অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঊনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বাসুদেবাদি প্রতিমা লক্ষণ বিধি।

ভগবান্ বলিলেন বাসুদেবাদি প্রতিমা লক্ষণ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রাসাদের উত্তরে পূর্ব্বমুখী বা উত্তরাননা প্রতিমা সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজাও বলিপ্রদান করিবে। পরে শিল্পী মধ্যসূত্রে শিলা নবধা বিভক্ত করিয়া শিলার নবমাংশে দ্ব্যঙ্গুল পরিমিত কাল নেত্রনামক করিবে পরে অপর একভাগ ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া পার্ষ্ণি

...নু ও গ্রীবাংশ কল্পিত করিবে। মুকুট মুখ কণ্ঠ ...য় এবং নাভি ও মেঢ়ের অন্তরাল ভাগ এক ...ক তাল মাত্র করিয়া তালদ্বয় পরিমিত উরুদ্বয় ... জঙ্ঘাদ্বয় করিবে। সম্প্রতি সূত্রের সকলের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর চরণে জঙ্ঘামধ্যে জানুতে ও উরুমধ্যে দুই দুই সূত্র সম্পাত করিয়া ঐরূপ মেঢ়ে ও কটিদেশে অপর এক এক সূত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক মেখলা বন্ধ সম্পাদনার্থ নাভি দেশে অপর একসূত্র এবং হৃদয়ে এক সূত্র কণ্ঠে সূত্রদ্বয় ও ললাটে মস্তকে ও মুকুটে এক এক সূত্র, বিচক্ষণব্যক্তি করিবে। হে কমলযোনি। অ-ম্বর উর্দ্ধে সপ্ত ও কক্ষত্রিকান্তরে ষটসংখ্যক সূত্র প্রদান করিয়া মধ্যসূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূত্র সমস্ত নিবেদন করিবে। ললাট নাসিকা বক্ত্র গ্রীবা ও কর্ণপ্রত্যেকে চতুরঙ্গুল পরিমিত হইবে। হনু ও চিবুক দুই অঙ্গুল বিস্তার ললাট অস্টাঙ্গুল বিস্তার করিয়া অপর দুই অঙ্গুলি পরিমিত অলকান্বিত শঙ্খদ্বয় করিবে কর্ণ ও নেত্রের অন্তরাল দেশ চতুরঙ্গুল, কর্ণদ্বয় দুই অঙ্গুলি স্থূল ভ্রূসম সূত্র পরিমিত বিস্তৃত হইবে বিদ্ধকর্ণ ষড়ঙ্গুল আয়তগন্ধপাত্র ও আবর্ত্তযুক্ত কর্ণরন্ধ্র কল্পনা করিবে। দুই অঙ্গুলি পরিমাণে অধর উহার অর্দ্ধপরিমাণে ওষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত নেত্র চতুরঙ্গুল বিস্তৃত ও সার্দ্ধাঙ্গুল বৈপুল্য অব্যাত্ত বক্ত্র এব ব্যাদগত বক্ত্র তিন অঙ্গুল পরিমিত হইবে নাসা মূলে উচ্চায় একঙ্গুল অগ্রভাগে তিন অঙ্গুল করবীর কুসুমসদৃশ হইবে, চক্ষুদ্বয়ের অন্ত চতুরঙ্গুল কর্ত্তব্য অক্ষিকোণ দুই অঙ্গুল এবং অক্ষি ও কোণের অন্তরও দুই অঙ্গুল, নেত্রের ত্রিভাগ পরিমাণে তারা ও দৃক্‌তারা পঞ্চমাংশ পরিমিতা নেত্রের বিস্তার তিন অঙ্গুল অর্দ্ধাঙ্গুল দ্রোণী এবং ঐ প্রমাণে ভ্রূলেখা ভ্রূদ্বয় চতুরঙ্গুল দীর্ঘ উহার মধ্যেদেশ দ্বিতীয়াঙ্গুল শেষে হইবে। মস্তকের বেষ্টন ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল পরিমিত এবং কেশবাদি মূর্ত্তির বেষ্টন দ্বারা ত্রিংশদঙ্গুল পরিমিত হইবে। অধোগ্রীবা বিস্তার বেষ্টন পঞ্চবিংশ অঙ্গুল পরিমিত তিন অঙ্গুলউর্দ্ধ ও অষ্টাঙ্গুল বিস্তার কর্ত্তব্য গ্রীবা ও বক্ষদেশের অন্তরালভাগ গ্রীবা ত্রিগুণ পরিমাণ করিবে স্কন্দদ্বয় অষ্টাঙ্গুল উহার তিনঅংশ অংশদ্বয় সপ্তবিংশত্যঙ্গুল পরিমিত বাহুদ্বয় ষোড়শাঙ্গুল প্রবাহুদ্বয় অথবা বাহুবিস্তার ত্রিকল তৎসম প্রবাহু হইবে বাহুদণ্ডের উর্দ্ধ ভাগের বিস্তার নবকলা মধ্যে সপ্তদাশাঙ্গুল কূর্পরের কম্বুর উর্দ্ধভাগ ষোড়শাঙ্গুল ও কূর্পরের বিস্তার ত্রিগুণ হইবে। হে কমলোদ্ভব। প্রবাহু মধ্যের বিস্তার ষোড়শাঙ্গুল অগ্রহস্তের বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল করতলের বিস্তার ষড়ঙ্গুল দৈর্ঘ্য সপ্তাঙ্গুল মধ্যমা পঞ্চাঙ্গুল তর্জ্জনী ও অনামিকা উহার অর্দ্ধঙ্গুল ন্যূনপরিমিতা এবং কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ চতুরঙ্গুল সম্মিত হইবে। অঙ্গুষ্ঠ দুইপার্শ্ব অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকলের তিন্ তিন্ পর্ব্ব এবং অঙ্গুলি সমস্তের পর্ব্বার্দ্ধ পরিমাণে নখ হইবে। বক্ষস্থলের পরিমাণানুসারে জঠর নাভিবেধ প্রমাণ একাঙ্গুল মেঢ়ের অন্তরালদেশ তালপ্রামাণ নাভিদেশের বিস্তার দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুল স্তন দ্বয়ের অন্তরাল তালমাত্র চুচুকদ্বয় যবপরিমিত দ্বিপদমণ্ডল বক্ষঃ স্থলের বেষ্টন চতুঃষষ্টি অঙ্গুল, উহার অধোবেষ্টন চতুর্ম্মুখ হইবে। কোটিদেশের বিস্তার চতুঃপঞ্চাশদঙ্গুল উরুমূলের বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল মধ্যে তদধিক এবং তথাহইতে ক্রমশ নিম্নতর হইবে। অস্টাঙ্গুল বিস্তৃত জানু জঙ্ঘামধ্যে সপ্তাঙ্গুল বিস্তার উহার পরিধি ত্রিগুণ পঞ্চাঙ্গুল জঙ্ঘা-

প্রবিস্তার উহার পরিধি ত্রিগুণ পাদদ্বয় তালপ্রমাণ দীর্ঘভাবে উত্থিত গুল্ফের পূর্ব্বভাগ চতুরঙ্গুল প্রমাণ পাদদ্বয় ত্রিকল বিস্তৃত অঙ্গুলি ত্রিতয় পরিমিত বিস্তীর্ণ পঞ্চাঙ্গুল দীর্ঘ অঙ্গুষ্ঠ ঐরূপ দীর্ঘা প্রদেশিনী অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকল অষ্টমাংশ ক্রমে ন্যূন হইবে,সপাদ অঙ্গুল পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠের উৎসেধ যবোন অঙ্গুলপরিমিত অঙ্গুষ্ঠের নখ এবং অপর অঙ্গুলি সকলের ক্রমশঃ অর্দ্ধাঙ্গুল ন্যূনপরিমাণে নখ সমস্ত করিবে। অঙ্গুলি ত্রিতয় পরিমিত বৃষণ চতুরঙ্গুল মেঢ্র কোষা প্রবিস্তার চতুরঙ্গুল ষড়ঙ্গুল বিস্তীর্ণ বৃষণ দ্বয় হইবে। এই রূপে প্রতিমা করিয়া নানাপ্রকার ভূষণে ভূষিত করিবে। দক্ষিণের ঊর্দ্ধ করে চক্রঅধঃস্থিত করে পদ্মবামের ঊর্দ্ধকরে শঙ্খ অধঃস্থ করে গদা ভগবান্ বাসুদেবের এই লক্ষণ ঊরুমাত্রোচ্ছ্রিত পদ্ম ও বীণাপাণি শ্রীএবং পুষ্টিদেবী ও প্রভামণ্ডল সংস্থিত প্রভাহস্ত্যাদি ভূষণ মালা ও বিদ্যাধর নামক অদেবদ্বয় এবং পদ্ম সদৃশ পাদপীঠ করিবে। এইরূপে বাসুদেব প্রতিমা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে প্রতিমা লক্ষণ নামক উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পিণ্ডিকালক্ষণ কথন।

ভগবান্ বলিলেন, সম্প্রতি পিণ্ডিকালক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতিমাসমদীর্ঘ প্রতিমার্দ্ধ পরিমিত উচ্ছ্রায় চতুঃষষ্টিপদা পিণ্ডিকা হইবে। উহার অধঃস্থিত পংক্তিদ্বয় ত্যাগ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধে উভয়পার্শ্বের মধ্যস্থিত কোষ্ঠসমস্ত মার্জ্জিত করিবে এবং ঊর্দ্ধে পংক্তিদ্বয় ত্যাগ করিয়া অধোদেশে যে সমস্ত কোষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে উভয়পার্শ্বস্থিত কোষ্ঠের মধ্যদেশ সমভাবে মার্জ্জিত করিবে। অনন্তর ঐ উভয় কোষ্ঠের মধ্যগত চতুষ্ক দ্বয় মার্জ্জিত করিয়া ঊর্দ্ধপংক্তিদ্বয় চতুর্ভাগে বিভক্ত করত একভাগমাত্র মেখলা এবং উহার অর্দ্ধপরিমাণে খাত উভয় পার্শ্বে সমভাবে এক এক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া করিবে। বহিঃপ্রদেশে এক পদ প্রদান করিয়া প্রমাণ করত ভাগের অগ্রে ভাগত্রয় দ্বারা তোয়বিনির্গম মার্গ করিবে; এই শুভজনিকা পিণ্ডিকা নানাপ্রকার ভেদে বহুবিধা হয়। লক্ষ্মীদেবী ও অন্যান্য শক্তি মূর্ত্তি অষ্টতালা করিবে এবং উহাঁদিগের ভ্রূদ্বয় জবাধিকপরিমিত নাসিকা যবহীনা গোলকভাবে ঊর্দ্ধে অধিকতর বক্রভাব রহিত মুখমণ্ডল ত্রিভাগোন যবত্রয় পরিমিতায়ত ও তদর্দ্ধবিস্তীর্ণনয়ন বিপুল কর্ণপাশ সমসূত্রভাবে সৃক্কণীদ্বয় নম্র ও কলাবিহীন অংশদ্বয় সার্দ্ধকলায়তা ও যথাযোগ্য শোভিতবিস্তার গ্রীবা উরুদ্বয় জানুদ্বয় পিণ্ডিকা চরণযুগল পৃষ্ঠদেশ নিতম্বদ্বয় যথাযোগ্য বিস্তারায়ত করিবে। সপ্তাংশ ন্যূন দীর্ঘ অঙ্গুলিসকল এবং জঙ্ঘা উরু ও কোটিদেশ দ্বিহীনদীর্ঘ যথাক্রমে শোভিত মধ্য ও পার্শ্বে তালপরিমিত বৃত্ত ঘন ও পীন কুচদ্বয় করিবে; অবশিষ্ট চিহ্নসমস্ত পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ করে পদ্ম ও বাম হস্তে বিল্ব প্রদান করিবে। পরে উভয় পার্শ্বে চামরহস্তা নায়িকাদ্বয় সংস্থাপন করিয়া দীর্ঘনশ গরুড় স্থাপিত করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে পিণ্ডিকালক্ষণ কথন নামক সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শালাগ্রামাদিমূর্ত্তিলক্ষণ কথন।

ভগবান্ বলিলেন, অধুনা ভোগ ও মোক্ষপ্রদ শালাগ্রামাদি মূর্ত্তির বিষয় বলিব। অসিতবর্ণ এক দ্বিচক্রবিশিষ্ট শিলা বাসুদেব নামে খ্যাত, রক্তবর্ণ লগ্নদ্বিচক্র উত্তম শালগ্রাম চক্র সঙ্কর্ষণ নামক জানিবে। সূক্ষ্মচক্র বহুছিদ্র নীলবর্ণ দীর্ঘাকার প্রদ্যুম্ননামক চক্র, পীতবর্ণ পদ্মাঙ্কিত দুই বা তিন রেখাবিশিষ্ট বর্ত্তুলাকার অনিরুদ্ধাখ্য চক্র, কৃষ্ণবর্ণ উন্নতনাভি দীর্ঘছিদ্র নারায়ণ নামক, অজান্বিত চক্র পৃথুছিদ্র বিন্দুমান পরমেষ্ঠিনামক শালগ্রাম চক্র জানিবে; কৃষ্ণবর্ণ স্থূলচক্র মধ্যে গদাকৃতি রেখাবিশিষ্ট বিষ্ণু নামক চক্র, কপিলবর্ণ স্থূল বক্র পঞ্চবিন্দুযুক্ত নৃসিংহাখ্যচক্র, শক্তিচিহ্নিত বিষম বিস্তৃত চক্রদ্বয়বিশিষ্ট ইন্দ্রনীলনিভ স্থূলরেখাত্রয়ান্বিত শুভদায়ক বরাহাখ্য চক্র, পৃষ্ঠদেশে উন্নত বর্ত্তুলাবর্ত্তকযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ কূর্ম্মনামক চক্র, অঙ্কুশাকার রেখাঙ্কিত নীলবর্ণ সবিন্দুক হয়গ্রীবাখ্য চক্র, অর্দ্ধচিহ্নিত মণিপ্রভ এক চক্র পুচ্ছরেখান্বিত বৈকুণ্ঠনামক চক্র, দীর্ঘবিন্দুত্রয়যুক্ত কাচবর্ণ পূর্ণমৎস্যাখ্য চক্র, বনমালাঙ্কিত পঞ্চরেখাবিশিষ্ট বর্ত্তুলাকার শ্রীধরাখ্য চক্র, অতিহ্রস্ব বর্ত্তুল নীলবর্ণ বিন্দুবিশিষ্ট বামন নামক চক্র, শ্যামবর্ণ দক্ষিণে রেখা যুক্ত বামে বিন্দুবিশিষ্ট ত্রিবিক্রম নামক চক্র, নাগভোগাঙ্গ অনেকাভ অনেকমূর্ত্তিমান্ অনন্তাখ্য চক্র, মধ্যশক্র সূক্ষ্মদ্বার যুক্ত বিন্দুবিশিষ্ট দামোদর নামক চক্র, একচক্র শিলা সুদর্শন নামক, দ্বিচক্র হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ নামক, ত্রিচক্র অচ্যুত বা ত্রিবিক্রম চতুশ্চক্র জনার্দ্দনাখ্য, পঞ্চচক্র বাসুদেবাখ্য, ষট্চক্র প্রদ্যুম্ন, সপ্তচক্র সঙ্কর্ষণ, অষ্টচক্র পুরুষোত্তম, নবচক্রান্বিত নবব্যূহ, দশচক্রবিশিষ্ট দশাবতার, একাদশ চক্রবিশিষ্ট অনিরুদ্ধ, দ্বাদশ চক্রে দ্বাদশাত্ম নামক ও ইহার ঊর্দ্ধ অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ জানিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শালগ্রামাদিমূর্ত্তিলক্ষণ কথন নামক একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

লিঙ্গলক্ষণ।

ভগবান্ বলিলেন হে কমলোদ্ভব! লিঙ্গাদি লক্ষণ বলিতেছি,শ্রবণ কর। দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধমান অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া ভাগত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশিষ্ট পঞ্চভাগে চতুস্র বিষ্কম্ভ প্রস্তুত করত উহার দৈর্ঘ ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া উহাতে ব্রহ্মবিষ্ণু ও শিবাংশরূপ মূর্ত্তিত্রয় যথাক্রমে বিন্যাস করিলে উহা বর্দ্ধমান নামে উক্ত হয়। ঐ চতুরস্র বর্দ্ধমানে বিষ্ণুকোণ সকলে বিষ্ণুর অর্দ্ধরূপ লাঞ্ছিত করিলে অষ্টাগ্র বৈষ্ণবভাগ নিশ্চয় সিদ্ধ হয়। অনন্তর ষোড়শাস্র দ্বাত্রিংশাস্র চতুঃষষ্টি কোণ অঙ্কিত করিয়া বর্ত্তুল সম্পাদন করত সাধকোত্তম লিঙ্গমস্তক কর্ত্তন করিবে। অনন্তর লিঙ্গবিস্তার অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া ভাগের পাদাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছত্রাকার শিরঃসম্পাদন করিবে। যে লিঙ্গের ভাগত্রয়ের দৈর্ঘ ও বিস্তার সমভাবে হয় সেই বিভাগ সমলিঙ্গ সর্ব্বকাম ফলপ্রদ হইবে। দৈর্ঘের চতুর্থাংশ পরিমাণে দেব পূজানার্থ বিষ্কম্ভ করিবে। সম্প্রতি লিঙ্গসকলের লক্ষণ শ্রবণ কর। পণ্ডিতব্যক্তি ব্রহ্মরুদ্র সমীপে মধ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া ষোড়শাঙ্গুল লিঙ্গের ষড়্ভাগে বক্ষ্যমাণ প্রকারে মার্জিত করিবে ঐ বন্ধন সূত্রদ্বয়ের মধ্য

পরিমাণে অন্বরশব্দে উক্ত হয় উত্তরেভাগ যবাষ্টক পরিমাণ করিয়া অবশিষ্টভাগ সমস্ত তদপেক্ষা যবহীন করিবে পরে অধোভাগ অংশত্রয়ে বিভক্ত করিয়া এক অর্দ্ধভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরভাগ দ্বয় অষ্টধা বিভক্ত করত উর্দ্ধভাগত্রয় ত্যাগ করিবে। পরে উর্দ্ধপঞ্চম ভাগ হইতে ভ্রমণ করাইয়া রেখা প্রলম্বন করত একভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ উভয়ের সঙ্গম করাইবে। এই সাধারণ লিঙ্গের লক্ষণ বলিলাম, এক্ষণে সর্ব্বসাধারণ লিঙ্গও পিণ্ডিকা বলিতেছি শ্রবণ কর, বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্ম-ভাগ প্রবেশ ও লিঙ্গের উচ্ছ্রায় জানিয়া কর্ম্মশিলোপরি ব্রহ্মশিলা সম্যক্ প্রকারে বিন্যাস করিয়া ঐরূপে পিণ্ডিকার সমুচ্ছ্রায় জানিয়া বিভাগ করিবে ভাগদ্বয় উচ্ছ্রিত লিঙ্গ সম্মিত বিস্তার পীঠের মধ্য-দেশে ত্রিভাগ খাত করিয়া বিভাগ করত নিজ পরিমাণের অর্দ্ধত্রিভাগে বাহুল্য কল্পিত করিয়া ঐ বাহুল্যের ত্রিভাগে মেখলা কল্পনপূর্ব্বক মেখলা তুল্য বা মেখলা ষোড়শাংশ পরিমিত ক্রমশ নিম্নখাত করিয়া ঐ পীঠের রিকাবাঙ্গ উচ্ছ্রায় করিবে। পরে পিণ্ডিকার একভাগ ভূমি প্রবিষ্ট করাইয়া ভাগত্রয়ে কণ্ঠ একভাগে পট্টিকা অংশদ্বয়ে উর্দ্ধপট্ট ও একাংশে শেষপট্টিকা প্রস্তুত করিয়া কণ্ঠপর্য্যন্ত ভাগভাগে প্রবিষ্ট করাইয়া অবশিষ্ট একভাগ শেষপট্টিকা পর্য্যন্ত নির্গম কর্ত্তব্য প্রণালের ভাগত্রয় পরিমিত মূলদেশে অঙ্গুল্যগ্র বিস্তার ঈষন্নিম্ন নির্গম করিবে উত্তরে খাত করিবে। পিণ্ডিকা সহিত সাধারণ লিঙ্গ এইরূপ জানিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে লিঙ্গলক্ষণ নামক ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

লিঙ্গমানাদি কথন।

ভগবান্ বলিলেন, নানাপ্রকার লিঙ্গমানাদি বলিতেছি, শ্রবণ কর। লবণজলিঙ্গ বুদ্ধিবর্দ্ধন, ঘৃতজ লিঙ্গ ঐশ্বর্য্যপ্রদ, বস্ত্রনির্ম্মিত লিঙ্গ এই সমস্ত তাৎকালিক লিঙ্গ জানিবে। মৃন্ময় লিঙ্গ পক্বাপক্ব ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে অপক্ব হইতে পক্বজ লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা দারুময়, তাহা হইতে শৈলজ, তদপেক্ষা মুক্তানির্ম্মিত, লৌহজ, স্বর্ণ নির্ম্মিত, রজতময়, তাম্রনির্ম্মিত, পিত্তলময়, রঙ্গজ ও পারদনির্ম্মিত লিঙ্গ ভোগ ও মোক্ষপ্রদ জানিবে। পারদনির্ম্মিত লিঙ্গ পারদ, লোহ ও রত্নাদিগর্ভ করিয়া বর্দ্ধিত করিবে। সিদ্ধাদি স্থাপিত ও স্বয়ম্ভু লিঙ্গে মানাদি নির্দ্দিষ্ট নাই। ঐ সমস্ত লিঙ্গের বামে স্বেচ্ছানুসারে পীঠ ও প্রাসাদ কল্পনা করিবে। সূর্য্যবিম্বস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রভৃতি সর্ব্বত্রে ভগবান্ হরের পূজা করিতে পারে, কিন্তু লিঙ্গে অর্চ্চনা করিলে পূর্ণ ফল হয়। শৈলজ লিঙ্গ ও দারুজ লিঙ্গের পরিমাণ হস্তোত্তর প্রকারে হইবে। দ্বারগর্ভ ও করে স্থিত চল লিঙ্গ অঙ্গুলি পরিমাণে হয়; গৃহলিঙ্গের পরিমাণ এক অঙ্গুলি হইতে পঞ্চদশ অঙ্গুলি হইবে। গর্ভপরিমাণে নয়প্রকার লিঙ্গ প্রত্যেকে দ্বারপরিমাণে ত্রিসংখ্যক ও গর্ভপ্রমাণে নবধা লিঙ্গ সমুদায়ে এই ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার উত্তম পরিমিত লিঙ্গ শৈবধামে অর্চ্চনা করিবে। ঐরূপে মধ্যপরিমাণে ষট্‌ত্রিংশৎ ও ন্যূন-কল্পে ষট্‌ত্রিংশৎ এই ধামে অর্চ্চনা করিবে এইরূপে সমুদায়ে অষ্টোত্তরশত চল লিঙ্গ হয়। একাদশাদি পঞ্চদশাঙ্গুল পরিমিত উত্তম চল লিঙ্গ ষড়াদি দশা-ঙ্গুল পর্য্যন্ত মধ্যম চল লিঙ্গ ও একাদি পঞ্চাঙ্গুল

পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত চল লিঙ্গ জানিবে। মহারত্ন দ্বারা ষড়ঙ্গুল অন্য রত্ন দ্বারা নবাঙ্গুল চল লিঙ্গ করিবে, হেমভারোত্থ লিঙ্গ দ্বারা দ্বাদশাঙ্গুল অবশিষ্ট অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মিত চল লিঙ্গ পঞ্চদশাঙ্গুল পরিমাণে করিবে। ষোড়শাংশে ও চতুরংশে উর্দ্ধদেশ হইতে ভাগদ্বয় লিপ্ত করিয়া কোণ দ্বয়ে দ্বাত্রিংশৎ ও ষোড়শাংশ পরিমিত উৎকৃষ্ট লিঙ্গ এই উভয়েরই মধ্যে সপ্তসম সূত্র সম্পাত করিবে; নবসূত্রও ঐরূপ এবং পঞ্চসূত্রে মধ্যম হয়, বামান্তরে এক হইলে, ব হস্তপর্য্যন্ত ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া লিঙ্গের দীর্ঘতা নব প্রকার হইবে। হীন, মধ্য ও উত্তম ত্রিবিধাত্মক ত্রিবিধ লিঙ্গ ষড়ধিক শত লিঙ্গে এক এক লিঙ্গমধ্যে পাদাংশ পাদাংশে তিন তিন লিঙ্গ ঘটিত করিয়া স্থিরলিঙ্গের দীর্ঘপরিমাণে দ্বারগর্ভকরাত্মক ভাগেশ অমীশ দেবেজ্য ও তুল্যসংজ্ঞিত চতুর্ব্বিধ লিঙ্গরূপ বিন্যস্ত দ্বারা লক্ষিত করিবে। পরে দীর্ঘায়ামান্বিত লিঙ্গ তত্ত্বত্রয়গুণাত্মক চতুঃ অষ্ট ও অষ্টবৃত্তরূপ ত্রিরূপক করিয়া তদ্দ্বারা ইচ্ছানুরূপ অঙ্গুলি পরিমিত লিঙ্গের দৈর্ঘ্য করিবে, ঐ লিঙ্গের অঙ্গুলি সংখ্যা ধ্বজাদি (৪) স্বর (৬) ভূত (৫) ও শিখি তিন দ্বারা হরণ করিয়া যে শেষ থাকিবে, তদ্দ্বারা শুভাশুভ লক্ষিত হয়। ধ্বজাদির মধ্যে ধ্বজ সিংহ হস্তী ও বৃষ শ্রেষ্ঠ অবশিষ্ট অশুভ স্বরের মধ্যে ষড়্জ গান্ধার ও পঞ্চম শুভদায়ক ভূতেশ মধ্যে পৃথিবী শুভজনক, অগ্নিমধ্যে আহবনীয় শুভপ্রদ। উক্ত দীর্ঘের অর্দ্ধাংশ অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে ব্যাস হইতে বিস্তারবৃদ্ধি অনুসারে প্রথম পঞ্চম ষষ্ঠ তৃতীয়াংশ ও সপ্তমাংস সুর, ইজ্য অর্ক তুলা ও বর্দ্ধমানাখ্য চতুরস্র আঢ্যা নাঢ্যভেদে দুই প্রকার হয়। বিশ্বকর্ম্মানুসারে বহুপ্রকার বলিব। আঢ্যাদির ত্রিবিধ স্থৌল্য হইতে যববৃদ্ধিক্রমে অষ্টাস্রকার হয়। এইরূপে ত্রিবিধহস্তবশত জিনাখ্য সর্ব্বসমযুক্ত লিঙ্গ হয় এবং পঞ্চবিংশতি লিঙ্গের প্রথম লিঙ্গদ্বয় দেবার্চ্চিত হয় না। লিঙ্গের একত্ববশত পঞ্চত্রিংশৎ জিনাখ্য লিঙ্গ চতুর্দ্দশ সহস্র ও চতুর্দ্দশ শত হইবে এবং দশ হস্ত গর্ভে অষ্টাঙ্গুল বিস্তার করিয়া ঐ সকল কোণ ও অর্দ্ধকোণস্থ সূত্রদ্বারা কোণ সকল ছিন্নকরত মধ্যদেশে বিস্তার করিয়া তথায় লিঙ্গত্রয় স্থাপন করিবে। ভাগদ্বয়ের উর্দ্ধে অস্টাস্রদ্বয় শিরাংশ হইবে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত পাদহইতে জানুপর্য্যন্ত ব্রহ্মা তথা হইতে নাভিপর্য্যন্ত বিষ্ণু এবং নাভিহইতে মূর্দ্ধান্ত শিরাংশ জানিবে। পঞ্চলিঙ্গ ব্যবস্থাতে মস্তকের বর্ত্তুলতা চত্রাভ কুক্কুট সদৃশ অথবা বালেন্দুপ্রতিম হইবে। কাম্যভেদে এক এক লিঙ্গের চতুঃপ্রকার ভেদবশত ফলভেদ হয়। লিঙ্গমস্তক বিস্তার অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমভাগ বিস্তার ও উচ্ছ্রায়ে চতুর্ভাগে বিভক্ত করত ঐ ভাগে ভাগ চতুঃসংখ্যক সূত্র সম্পাত পূর্ব্বক একভাগ লোপে পুণ্ডরীক, ভাগদ্বয় লোপে বিশালাখ্য ভাগত্রয় লোপে শ্রীবৎস চতুর্ভাগ লোপে শক্রকৃৎ লিঙ্গদ্বয়।

সর্ব্বসমাকৃতি সুরহ্বয় লিঙ্গে কুক্কুটাভ মস্তকই প্রশস্ত ও উত্তম হয়; চতুর্ভাগাত্মক লিঙ্গে দ্বিভাগ লোপে ত্রপুষলিঙ্গ হয়। অনাদ্যের মস্তকমণ্ডল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তাঁহার বিশেষ শ্রবণ কর প্রান্তভাগে এক একাংশ অন্তর যুগ্ম যুগ্ম অংশের একঅংশ হানি করিলে অমৃতাক্ষক, এবং দুই অংশলোপে পূর্ণ, ত্রিভাগলোপে বালেন্দু, চারিভাগ লোপে কুমুদ লিঙ্গ হয়।

অতঃপর একবদন ত্রিবদন চতুর্বদন মুখলিঙ্গের বিষয় শ্রবণকর। পূজাভাগ ভাগাষ্টকে ও ভাগ

ত্রিতয়ে কল্পিত করা কর্ত্তব্য। চতুর্ম্মুখ লিঙ্গ পূর্ব্ববৎ দ্বাদশাংশ ত্যাগ করিয়া ছয় স্থানবিবর্ত্তিত করিবে। অন্তর যুগ্ম যুগ্ম ভাগদ্বারা অক্ষির সহিত উন্নতশিরঃ ললাট, নাসিকা বদন, চিবুক গ্রীবা নির্ম্মিত করিয়া প্রতিমার প্রমাণানুসারে ভুজ ও মুকুলিত করযুগল নির্ম্মাণ করিবে। বিস্তার হইতে অষ্টমাংশে আরম্ভ করিয়া মুখ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। চতুর্ম্মুখের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ত্রিমুখের বিষয় শ্রবণ কর। তাহাতে কর্ণ, পাদ, ও ললাট বিস্তৃত করিয়া এবং পশ্চাদ্ভাগে উন্নত করিয়া ভাগ চতুষ্টয় দ্বারা ভুজ নির্ম্মাণ করিবে, আর বিস্তার হইতে অষ্টমাংশে মুখসকল নির্গতভাবে থাকিবে। আর, একমুখলিঙ্গে পূর্ব্বভাগে শোভনলোচন একমুখ নির্ম্মাণ করিবে। তাহার ললাট নাসিকা,ব ক্ত্র গ্রীবাভাগ বিবর্ত্তিত করিতে হয়। আর ভুজ হইতে, পঞ্চমাংশে দ্বিভাগ দ্বারাহীন করিয়া বিবর্ত্তিত করিবে। বিস্তারের ছয়ভাগে মুখের নির্গমন হিতকর হইয়া থাকে অথবা সর্ব্ববিধ মুখলিঙ্গের ত্রপুষ ও কুক্কুট মস্তক শোভাকর এবং হিতকর হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে লিঙ্গমানাদিকথননামক ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

লিঙ্গপিণ্ডিকা লক্ষণ কথন।

ভগবান্ কহিলেন, অতঃপর আমি পিণ্ডিকা লক্ষণ পরিকীর্ত্তন করিব। পিণ্ডিকা,দৈর্ঘ্যে প্রতিমা তুল্য ও বিস্তারে প্রতিমার্দ্ধভাগ অথবা ঔন্নত্য ও বিস্তারের অর্দ্ধভাগ, সুবিস্তারের অর্দ্ধভাগ কিম্বা ত্রিভাগ হইবে। তাহার ত্রিভাগে মেখলা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উত্তরভাগে কিঞ্চিৎ নত করিয়া তৎপ্রমাণ খাত প্রস্তুত করিবে। বিস্তারের চতুর্থ ভাগে প্রণালীর নির্গমস্থান হইবে। সমমূল প্রণালের বিস্তার তাহার অর্দ্ধভাগ; বিস্তারের তৃতীয়াংশে জলনির্গমনমার্গ প্রস্তুত করিবে। অথবা ঈশ্বরের দৈর্ঘ পিণ্ডিকার্দ্ধের তুল্য, কিম্বা তুল্যদীর্ঘ ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়া সূত্র সম্পাত করিবে, এবং ষোড়শ সংখ্যক ভাগদ্বারা পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্রায় করিবে। অধঃষট্‌ক দ্বিভাগে এবং কণ্ঠস্থল ত্রিভাগে নির্ম্মাণ করিয়া অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানির্গমস্থল সকল এক একভাগে নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপ পট্টিকা বা পিণ্ডিকা, সামান্য প্রতিমা সমূহে ব্যবহৃত হয়। প্রাসাদ দ্বারের পরিমাণে প্রতিমাদ্বার নির্ম্মিত হইবে। প্রতিমায় গজতুল্য ও ব্যালতুল্য প্রভা নিরতই বিরাজিত থাকিবে। আর হরির পিণ্ডিকা যেরূপে নির্ম্মাণ করিলে সুশোভনহয় সেই রূপেই নির্ম্মাণ করিবে। সমস্ত দেবতা গণের বিষ্ণুউক্ত প্রতিমা পরিমাণ এবং সমস্তদেবী গণের লক্ষ্মীউক্ত প্রতিমা পরিমাণই প্রশস্ত।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পিণ্ডিকা লক্ষণ নামক চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গণেশপূজাবিধি।

ঈশ্বর কহিলেন, এক্ষণে, আমি বিঘ্নবিনাশিনী সর্ব্বার্থদায়িনী গণেশপূজাপদ্ধতি পরিকীর্ত্তন করিব। গণায় স্বাহা হৃদয়মন্ত্র, একদংষ্ট্রায় স্বাহা শিরোমন্ত্র, গজকর্ণিনে শিখামন্ত্র, গজবক্ত্রায় বর্ম্মমন্ত্র, মহোদরায় অক্ষিমন্ত্র, স্বদন্ত হস্তায় অস্ত্রমন্ত্র গণোগুরুঃ পাদুকামন্ত্র, শক্ত্যনন্তৌ ধর্ম্মমন্ত্র।

এই সকল মন্ত্রদ্বারা মুখাস্থিমণ্ডল ও ঊর্দ্ধচ্ছদন অর্চ্চনা করিবে। পরে নন্দামন্ত্র দ্বারা পদ্মকর্ণিক বীজগণের ও জ্বালিনী শক্তির অর্চ্চনা করিবে। সূর্য্যেশা, কামরূপা উদয়া, কামবর্ত্তিনী, সত্যা, বিঘ্ননাশা ও গন্ধমৃত্তিকা এই সকল শক্তিগণ ও তাহাদের আসন পূজা করিবে। যং এই বীজমন্ত্র শোষণ, রং অগ্নি, লং প্লব বং অমৃত। এই সকল মন্ত্রে এইরূপে পূজা করিয়া, লম্বোদরায় বিদ্মহে মহোদরায় ধীমহি, তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ এই মন্ত্রার্থ ধ্যান করিবে। গণপতি, গণাধিপ, গণেশ গণনায়ক গণক্রীড়, বক্রতুণ্ড একদংষ্ট্র, মহাদেব গজবক্ত্র লম্বকুক্ষি, বিকট, বিঘ্ননাশন, ধূম্রবর্ণ, গণপতি, মহেন্দ্রাদির পূজনীয়। এইরূপে পূজা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বিনায়কপূজাকথন নামক পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

স্নানবিশেষাদি কথন।

ঈশ্বর কহিলেন, হে স্কন্দ! নিত্য এবং আদ্যস্নান ও পূজা প্রতিষ্ঠার সহিত বর্ণন করিব,শ্রবণ কর। অষ্টাঙ্গুল মৃত্তিকা অসিদ্বারা খননকরিয়া তুলিবে পুনর্ব্বার তাহা দ্বারা ঐস্থান পূরণ করিয়া তাহা জলের নিকটস্থতীরে রাখিয়া শিরোমন্ত্রে অস্ত্রদ্বারা শোধন করিবে। অনন্তর শিখামন্ত্রে তৃণসকল তুলিয়া দিয়া বর্ম্মমন্ত্রদ্বারা ঐ মৃত্তিকা তিনভাগে বিভক্ত করিবে। একভাগ মৃত্তিকাদ্বারা নাভি হইতে পদতলান্ত পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করিয়া অস্ত্রদ্বারা লব্ধ অন্যভাগ দ্বারা দীপ্তমন্ত্রে সমস্তগাত্র প্রক্ষালিত করিবে। পাণিযুগলদ্বারা নাসিকা শ্রবণ নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করত প্রাণসংযমন পুরঃসর কালানলপ্রভ অস্ত্র হৃদয়ে স্মরণ করিয়া বারিমধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে।

এইরূপে মলস্নান সমাপন পূর্ব্বক জলমধ্য হইতে উঠিয়া অস্ত্রসন্ধ্যা উপাসনানন্তর বিধিস্নান করিবে। পরে অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা সারস্বতাদি তীর্থগণের মধ্যে এককে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা স্নানান্তে অবশিষ্ট মৃত্তিকাভাগ গ্রহণ করিয়া নাভি পরিমিত বারিমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উত্তর মুখ হইয়া বামপাণিতলে উহা তিনভাগ করিবে। অঙ্গমন্ত্রসকল দ্বারা প্রথমভাগে একবার অস্ত্রমন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বে সপ্তবার এবং শিবমন্ত্র সৌম্য দ্বারা দশবার এইরূপে ক্রমানুসারে ভাগত্রয়ে জপ করিবে। প্রথমে হুং ফট্ এই অস্ত্রমন্ত্রদ্বারা সকল দিকেই নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ভুজক্রমে শিবও সৌম্যমন্ত্রে শিবতীর্থ সম্পাদন করিবে। অনন্তর মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গই, অঙ্গজপদ্বারা বিশোধিত করিয়া, দক্ষিণভাগে অঙ্গমন্ত্র চতুষ্টয় পাঠকরিবে। তৎপরে সম্মুখী করণ মন্ত্রদ্বারা, অঙ্গাবচ্ছিন্ন আকাশ সকল আবৃত করিয়া শিব হরি অথবা গঙ্গা স্মরণান্তর নিমগ্ন হইবে।

বৌষট্ এই ষড়ঙ্গবেদ মন্ত্রে জলে অভিষেক করিবে কুম্ভপাত্র দ্বারা রক্ষাকরিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বাদি দিগ্‌ভাগে জলনিক্ষেপ করিবে। অনন্তর, সুগন্ধ আমলকাদির রাজোপচারে স্নানানন্তর, ঘট্টে উত্থিত হইয়া সংহারিণী মুদ্রাদ্বারা উপসংহার কর্ত্তব্য।

অনন্তর বিধিশুদ্ধ সংহিতামন্ত্রে নিবৃত্যাদি ও বিশুদ্ধ ভস্ম দ্বারা স্নান করিয়া হুং ফট্ এই মন্ত্রে শিরোদেশ হইতে পাদান্ত পর্য্যন্ত মলস্নানানন্তর বিধিস্নান সম্পাদন করিবে। পরে ঈশতৎ-

পুরুষ, অঘোরগুহ্যক ও অজাতসঞ্চর মন্ত্র দ্বারা ক্রমানুসারে মূর্দ্ধা, মুখ, হৃদয় ও গুহ্য এই অঙ্গ সকল উদ্ধূনন অর্থাৎ উৎকম্পন করিবে।

ত্রিসন্ধ্যায় এবং নিশীথকালে, বর্ষার পূর্ব্বে ও অবসানে নিদ্রাভঙ্গনা, ভোজন ও পয়ঃপান করিয়া আবশ্যকীয় কর্ম্মসমুদায় সমাপনের পর যদি স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, শূদ্র, বিড়াল, শশক, মূষিক এবং আগ্নেয় স্নানদ্রব্যাদি স্পর্শ করে, তবে শুদ্ধির নিমিত্ত চুলুক দ্বারা অর্থাৎ মাষমজ্জা জলগণ্ডূষ গ্রহণে আচমন করিবে। (১) গোসমূহের মধ্যগত হইয়া খুরোত্থিত রেণুপ্রবাহে নবমন্ত্রে বা কর্ম্মমন্ত্রে স্নান করিলে পাবন স্নান হয়। সদ্যোজাতাদি মন্ত্র দ্বারা জলে নিমজ্জিত হইয়া স্নান করিলে বারুণ স্নান, আগ্নেয় স্নান ও মন্ত্র স্নান হয়। প্রাণায়াম পুরঃসর মনে মনে মূল মন্ত্র জপ করিয়া স্নান করিলে মানস স্নান হয়; এই স্নান সর্ব্বত্রেই বিহিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবাদিক কার্য্যে সেই মন্ত্র দ্বারা স্নানাদি করাইবে।

হে গুহ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সহিত সন্ধ্যাবিধি কীর্ত্তন করিব।

পুষ্করতার্থে জলগ্রহণানন্তর সন্দর্শন করিয়া করিয়া আত্মতত্ত্বাদি স্বধান্ত শঙ্কর মন্ত্র দ্বারা তিন বার অম্বুপান পূর্ব্বক হৃদয় ও ইন্দ্রিয়াকাশসকল স্পর্শ করিবে। অনন্তর প্রাণায়ামে অবস্থিত হইয়া বিভাগ করত মনে মনে শিবসংহিতা মন্ত্র তিন বার সমাবর্ত্তন করিবে। পরে আচমন ও ন্যাস করিয়া প্রাতঃকালে হংসপদ্মাসন, রক্তবর্ণা, চতুর্মুখা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ করে প্রস্কন্দমালাধারিণী এবং বামে দণ্ডকমণ্ডলুধরা ব্রাহ্মীশক্তিকে স্মরণ করিবে। মধ্যাহ্নকালে গরুড়পদ্মাসনা শুভ্রবর্ণা বাম করে শঙ্খচক্রধরা ও দক্ষিণকরযুগলে গদাধারিণী ও অভয়দায়িনী বৈষ্ণবী শক্তিকে ধ্যান করিবে। সায়ংকালে বৃষপদ্মস্থিতা, ত্রিনেত্রা, শশিভূষিতা, দক্ষিণে ত্রিশূলধরা, বামে অভয়দায়িনী ও শক্তিধারিণী রৌদ্রীশক্তিকে ধ্যান করিবে। এই ত্রিবিধ সন্ধ্যাই কর্ম্মসাক্ষিণী ও আত্মপ্রভাসমন্বিতা। নিশীথাদিকালে জ্ঞানিগণের সন্ধ্যার সময়; উহাকে চতুর্থীসন্ধ্যা কহে। হৃদ্বিন্দু ও ব্রহ্মরন্ধ্রে অরূপা সন্ধ্যা বিদ্যমানা আছেন, তাঁহার পরে শিববোধাত্মিকা যে সন্ধ্যা অবস্থিতা আছেন, তিনিই পরমাসন্ধ্যা। প্রদেশিনীর মূলদেশে পিতৃতীর্থ, কনিষ্ঠার মূলে প্রজাপতি তীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রহ্মতীর্থ, করাগ্রে দৈবতীর্থ, সব্যপাণিতলে বহ্নিতীর্থ, বামভাগে সোমতীর্থ, সমস্ত অঙ্গুলির পর্ব্বসন্ধিস্থলে ঋষিগণের তীর্থ।

তদনন্তর শিবাত্মক মন্ত্র সকল দ্বারা শিবাত্মক তীর্থ করিয়া সংহিতামন্ত্রে তোয়দ্বারা মার্জ্জন আচরণ করিবে। বামপাণি হইতে পতনশীল সলিলে দক্ষিণ পাণি যোজনা করিয়া মন্ত্র দ্বারা ক্রমে উত্তমাঙ্গে ক্ষেপণের নাম মার্জ্জন। দক্ষিণপাণিপুটস্থ সেই জল নাসার অগ্র সমীপে লইয়া গিয়া বোধরূপ শুভ্র জল, বামভাগে আকর্ষণ করিয়া স্তম্ভন করিবে। কজ্জলাভা সেই পাপজল পিঙ্গমুষ্টি দ্বারা পাতিত করিয়া বজ্রশিলায় নিক্ষেপ করিলে তাহাকে অঘমর্ষণ বলে। অনন্তর শিবকে স্বাহান্ত শিবমন্ত্রে, কুশ পুষ্প অক্ষতযুক্ত অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিবে।

অনন্তর মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতীর্থ দ্বারা তর্পণবিধি কীর্ত্তন করিব। ওঁ শিবায় স্বাহা এই মন্ত্রে শিবতর্পণ ও ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইত্যাদি

(১) চুলুকং—মাষমজ্জাজলমাচামং হ্রচ্চুলুকমিতি মহোপনিষৎ।

রূপে অন্যান্য স্বাহাযুক্ত দেবগণের তর্পণ করিবে। হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে, হ্রূং শিখায়ৈ, হ্রৈং কবচায়, অস্ত্রায় হৃদাদিত্যায় এই মন্ত্রে অষ্টদেব-গণের তর্পণ করিবে। অনন্তর কণ্ঠোপবীত হইয়া হাং বসুভ্যঃ হাং রুদ্রেভ্যঃ হাং বিশ্বেভ্যঃ হাং মরুদ্ভ্যঃ হাং ভৃগুভ্যঃ হাং অঙ্গিরভ্যঃ এই এই মন্ত্র দ্বারা ঐ ঐ ঋষিগণের তর্পণ করিবে। অনন্তর অত্রয়ে নমঃ, বশিষ্ঠায নমঃ, পুলস্ত্যায নমঃ, ক্রতবে নমঃ, ভারদ্বাজায নমঃ, বিশ্বামিত্রায় নমঃ প্রচেতসে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা ঐ ঐ মনুষ্যগণের তর্পণ কবিবে। সনকায বষট্, হাং সনন্দায় বষট্ সনাতনায় বষট্ কাপিলায বষট্ পঞ্চশিখায় বষট্ দ্যুভবে বষট্, এই সকল মন্ত্রে সংলগ্ন করমূল দ্বারা তপর্ণাঞ্জলি প্রদান করিবে। সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো বৌষট্ এই মন্ত্রে ভূতগণকে তৃপ্ত করিবে। অনন্তর দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত সংস্থাপনপুরঃসর কুশমূলাগ্রস্থিত তিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। কব্যবালানলায় স্বধা, সোমায় স্বধা, যমায় স্বধা, অর্য্যম্নে স্বধা, অগ্নিসোমায স্বধা, বর্হিষদ্ভ্যঃ স্বধা এই এই মন্ত্র দ্বারা স্বধাযুত দেব-পিতৃগণের তর্পণ করিবে; আজ্যপায স্বধা, সোমায স্বধা এই মন্ত্র দ্বারা বিশেষদেবতাবান্ পিতৃগণকে তৃপ্ত করিযা ওঁ হাং ঈশানায পিত্রে স্বধা, এই মন্ত্র দ্বারা পিতার, ওঁ হাং ঈশানায পিতামহায স্বধা এই মন্ত্র দ্বারা পিতামহের, বৃদ্ধপ্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা মাতৃভ্যঃ স্বধা, হাং মাতামহেভ্যঃ স্বধা(সর্ব্বেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্বধা, সর্ব্বেভ্যো জ্ঞাতিভ্যো স্বধা, সর্ব্বাচার্য্যেভ্যঃ স্বধা, এই এই মন্ত্র দ্বারা ঐ সকল পিতৃগণেব, জ্ঞাতিগণের ও আচার্য্যগণের তর্পণ করিবে। এইরূপে দিকের, দিক্পতিগণের, সিদ্ধগণের, মাতৃগণের ও গ্রহগণের ও রাক্ষসগণের তর্পণ করিবে। হে গুহ! এই আমি তোমার নিকট স্নানবিধি কীর্ত্তন করিলাম।

ইত্যাগ্নেয়ে আদি মহাপুরাণে স্নানাদিবিধিনামক ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূর্য্যপূজাবিধি।

ঈশ্বর কহিলেন, হে স্কন্দ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক সূর্য্যার্চ্চন বিধি কীর্ত্তন করিব। আমি তেজোময় সূর্য্য এইরূপ ধ্যান করিয়া অর্ঘ্যপূজা করিবে। তাহার বিধি যথা ললাটাকৃষ্ট রক্তবর্ণ বিন্দুদ্বারা অর্ঘ্যপূরণ পুরঃসর তাহার পূজান্তে সূর্য্যের অঙ্গমন্ত্রদ্বারা রক্ষাবগুণ্ঠন অর্পণ করিবে। অনন্তর তাহার জলদ্বারা অর্ঘ্যদ্রব্য অভিষিক্ত করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন পূর্ব্বক ভানুর অর্চ্চনা করিবে। ওঁ অং এইরূপ হৃদবীজাদি মন্ত্রে সর্ব্বত্র দণ্ডী ও পিঙ্গলের, এবং দ্বারে দক্ষিণে বামপার্শ্বে, ঈশানকোণে অং গণায় এইমন্ত্রদ্বারা সূর্য্যের গণসমূহের পূজাকরিয়া অগ্নিতে গুরুর, ও পীঠমধ্যে প্রভূত আসনের পূজাপূর্ব্বক, অগ্নি আদিতে বিমল, পরমারাধ্য সার, আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের পূজানান্তে, সিংহসন্নিভ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও নীলবর্ণের পূজাকরিবে। অনন্তর,রাংবীজা দীপ্তা, রীংবীজ সূক্ষ্মা, রংবীজা জয়া, রূংবীজা ভদ্রা, রেংবীজা বিভূতি, অমোঘা সহিত রৈংবীজা বিমলা, বিদ্যুৎ সহিত রোংবীজ পূর্ব্বাদ্যাশক্তি ও বিদ্যুৎসহিত রৌংবীজা সর্ব্বতোমুখাশক্তি এইশক্তি সকলেরই পূজা করিবে। পদ্মমধ্যভাগে রং বীজবিশিষ্ট অর্কাসন বিদ্যমান, তাহাতে ষড়ক্ষর সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ওঁ হং খং

খোল্কায় এই মন্ত্রদ্বারা ভাস্কর দেবকে আহ্বান করিয়া, ললাটাকৃষ্ট অঞ্জলিতে ধ্যানানন্তর রক্তবর্ণ রবিবিন্যাস করিবে। হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ এই মন্ত্রে মুদ্রাদ্বারা আবাহনাদি সম্পাদন করিয়া প্রীতির নিমিত্ত বিম্বমুদ্রা প্রদর্শন ও গন্ধাদি প্রদান করিয়া, অনলে পদ্মমুদ্রা ও বিম্বমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ওঁ আং হৃদয়ায নমঃ শিরসে অর্কায় নমঃ ভূর্ভুবঃস্বঃ সুরেশায় শিখায়ৈ নমঃ, এই হৃদয়াস্ত মন্ত্রদ্বারা নৈঋতকোণে হুং কবচায় এইমন্ত্রে বায়ু কোণে, হাং নেত্রায় এই মন্ত্রদ্বারা মধ্যে বঃ অস্ত্রায এইমন্ত্রে পূর্ব্বাদি দিকে যাগকরিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। হৃদাদির ধেনুমুদ্রা নেত্রযুগলের গোবিষাণা অস্ত্রের ত্রাসনী মুদ্রা ও গ্রহগণের নমস্ক্রিয়া জানিবে। সোং সোমায় নমঃ এইমন্ত্রে সোমের, বুং বুধায় নমঃ এইমন্ত্রে বুধের, বৃং বৃহস্পতয়ে নমঃ এইমন্ত্রে বৃহস্পতির, ভং ভার্গবায় নমঃ এইমন্ত্রে শুক্রের অং ভৌমায় নমঃ এই মন্ত্রে মঙ্গলের, শং শনৈশ্চরায় নমঃ এইমন্ত্রে শনির রং রাহবে নমঃ এইমন্ত্রে রাহুর, কেং কেতবে নমঃ এইমন্ত্রে কেতুর অনলে পূর্ব্বাদিদিকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা স্ব স্ব উচ্চারণ সহিত পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র জপানান্তর, সূর্য্যকে অর্ঘ্যপাত্রাম্বু প্রদান পূর্ব্বসর স্তুতিপাঠ করিবে। অনন্তর পরাঙ্মুখ সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া ক্ষমস্ব বলিবে। পরে অস্ত্রায ফট্ এইমন্ত্রে অণুসকল নির্ব্বাণ করিয়া হৃৎপদ্মে [illegible] নমঃ এই সংহারিণী মন্ত্রদ্বারা উপসংহার করিয়া চণ্ডে রবির তেজঃ যোজনা করিয়া রবির নির্ম্মাল্য অর্পণ করিবে। এইরূপে ঈশ্বরাচনা সমাপনানন্তর জপ ধ্যান ও হোমাদি দ্বারা সূর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন পূজা হইবে। এই সূর্য্যপূজাবিধি কীর্ত্তিত হইল।

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শিবপূজা কথন।

ঈশ্বর কহিলেন, এক্ষণে শিব পূজা কীর্ত্তন করিব। আচার্য্য আচমনানন্তর প্রণব উচ্চারণ করিয়া প্রস্তুত করিবেন এবং অস্ত্রমন্ত্রে জলদ্বারা দ্বারসিক্ত করিয়া হোমাদি দ্বারপালগণের এবং ঊর্দ্ধস্থ উদুম্বরে গণপতি সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে। অনন্তর দক্ষিণ শাখাস্থিত নন্দি ও বাম শাখাস্থিত গঙ্গার পূজা করিয়া মহাকাল ও যমুনার প্রতি দিব্য দৃষ্টি নিপাতিত করিয়া, পুষ্প ক্ষেপদ্বারা অন্তরীক্ষগত দিব্যবিঘ্নগণের উৎসারণ পূর্ব্বক দক্ষিণপার্শ্বের তিন আঘাত দ্বারা ভূমিস্থিতবিঘ্ন বিদূরিত করিয়া, দেহলী বা দ্বারাগ্র-লঙ্ঘনানন্তর বামশাখা আশ্রয় করিয়া যাগমন্দিরে প্রবেশ করিবে। দক্ষিণপদ দ্বারা প্রবেশ পূর্ব্বক উডুম্বরে অস্ত্রবিন্যাস করিয়া ওঁ হাং এই মন্ত্রে মধ্যভাগে বাস্তু অধিপতি ব্রহ্মার পূজা করিবে। অনন্তর শিবের অনুজ্ঞা গ্রহণানন্তর মৌনী হইয়া নিরীক্ষণাদি অস্ত্রসহিত পরিশুদ্ধ গড়ুক গ্রহণ পূর্ব্বক (১) গঙ্গাদিজলে গমন করিবে। মন্ত্রপূত বারিদ্বারা প্রকৃষ্টরূপ জপান্তে পবিত্রাঙ্গ হইয়া গায়ত্রী বা হৃদয়মন্ত্র দ্বারা জলাশয়ে সেই সেই পাত্রাদি পরিপূরণ করিবে।

গন্ধক, অক্ষতপ্রভৃতি সর্ব্বদ্রব্যসমুচ্চয় সন্নিহিত করিয়া পূজার নিমিত্ত ভূতশুদ্ধ্যাদি সমাধান করিবে। তদনন্তর শোভনাস্য হইয়া দেবতার দক্ষিণদিকে স্বশরীরে ন্যাস করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা মূর্ত্তিমন্ত্রে মস্তকে ধারণানন্তর ভোগ্যকর্ম্মের উপভোগার্থ কচ্ছপিকাখ্য পাণি দ্বারা হৃদয়াম্বুজে

(১) গড্ডুক—গাড়ু ইতিভ ষা।

অথবা দ্বাদশান্তদলপদ্মে আপনার আত্মাকে ধারণ করিবে। অনন্তর তনুমধ্যস্থিত শূন্যময় বিবর চিন্তা করিয়া পঞ্চভূত শোধন পূর্ব্বক তনুবিবরের অন্তরে ও বাহিরে চরণাঙ্গুষ্ঠযুগল সকল চিন্তা করিবে। পশ্চাৎ হৃদ্ব্যাপিনী শক্তিকে চক্রমধ্যস্থিত পাবকপ্রভ হুংকারে প্রাণরোধপুরঃসর চিন্তা করিয়া ফড়ন্ত মন্ত্রে রেচক করিয়া ফড়ন্ত মন্ত্রেই নিবেশিত করিবে। অনন্তর হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্র নির্ভেদনপূর্ব্বক গ্রন্থিসকল নির্ভেদ করিয়া হুংকাররূপ জীবাত্মার শিরঃস্থিত সহস্রদল বিন্যাস করতঃ হৃদয়সম্পুট দ্বারা পূরকে চৈতন্যবিন্যাসপূর্ব্বক হুংকারকে শিখোপরি বিন্যাস পুরঃসর শুদ্ধবিন্দুরূপ আত্মার স্মরণ করিবে। অনন্তর কুম্ভক করিয়া একোদ্ঘাতদ্বারা (১) শম্ভুতে যোজনান্তর রেচক দ্বারা শিবে সংলীন হইয়া শোধন করিবে। অনন্তর নিজদেহে বিন্দু হইতে বিন্দন্দ্বন্তর পর্য্যন্ত প্রতিলোম (২) করিয়া পৃথিবী, বায়ু, জল, বহ্নি ইহাদের দুই দুইটী শোধন করিয়া পরে অবিরোধে আকাশ শোধন করিবে। তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। পার্থিবমণ্ডল পীতবর্ণ ও কঠিন এবং বজ্রচিহ্নিত; হৌং এই আত্মবীজ বিশিষ্ট এবং নিবৃত্তকলাময়। পদ হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্দ্ধাপর্য্যন্ত ঐ চতুষ্কোণমণ্ডল চিন্তা করত উদ্ঘাতপঞ্চক দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চবার রেচক ও পূরক করিয়া বায়ুভূত চিন্তা করিবে। বায়ুমণ্ডল অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, দ্রব শুভ্র সুশোভন ও সরোজলাঞ্ছিত হ্রীং এই বীজ মন্ত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অনন্তর রামমন্ত্র সংযুক্ত অকারণ পরমপুরুষ পূজাহ বহ্নিভূতকে চারি উদ্ঘাত দ্বারা শোধন করিবে। আগ্নেয়মণ্ডল ত্রিকোণরক্তবর্ণ ও স্বস্তিকলাঞ্ছিত। হুং এই বীজ মন্ত্র দ্বারা বিদ্যারূপ ভাবনা করিবে। ঘোর অণুত্রয় দ্বারা জলভূতকে বিশোধিত করিতে হয়। জলীয়মণ্ডল কৃষ্ণ ও ষট্‌কোণবিশিষ্ট এবং ছয় বায়ু বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত। হ্রেং এই বীজ হইতে জাত ও শান্তিকলাময়। উদ্ঘাতযুগ্মদ্বারা চিন্তা করিয়া জলভূত বিশোধন করিবে। নভোমণ্ডল, বিন্দুময়, বৃত্তাকার, বিন্দুশক্তিবিভূষিত, ব্যোমাকৃতি, সুবৃত্ত ও বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল; হৌং ফট্ এই বীজদ্বয় ও শান্তির অতীত কলাবিশিষ্ট এক উদ্ঘাতযোগে নভোভূত বিশোধিত করিবে। তদনন্তর অমৃতস্রাবী মূলাম্বুজদ্বারা সর্ব্বভূতকে আপ্যায়িত করিয়া আধারপঙ্কজ অনন্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানাদি পঙ্কজ এই হৃদাসন, এইরূপে পঙ্কজ সকলের মূর্ত্তি ধ্যানানন্তর ঐ মূর্ত্তিতে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে সৃষ্টিমুদ্রা দ্বারা শিবময় আত্মাকে আবাহন করিবে। অনন্তর বৌষড়ন্ত শক্তিমন্ত্র দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে দিব্য অমৃতে সংপ্লাবিত করিয়া সকলীকরণ করিবে। হৃদয়াদি হইতে করান্ত পর্য্যন্ত এবং কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলিসকলে হৃদাদি মন্ত্র বিন্যাসের নাম সকলীকরণ। অনন্তর অস্ত্র মন্ত্রে প্রাকার ও তন্মন্ত্র দ্বারা তদ্বহির্ভাগ রক্ষা করিয়া শক্তিজাল অধঃ ঊর্দ্ধে মহামুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপাদমস্তক, মনঃসম্ভূত পুষ্পপুঞ্জ দ্বারা হৃৎপদ্মে পূরকাকৃষ্ট অমৃত ও সদ্‌ঘৃত দ্বারা শিব পূজা করিবে। অনন্তর শিবমন্ত্র দ্বারা নাভিকুণ্ডে শিবাগ্নির সতর্পণ করিয়া ললাটে শোভনমূর্ত্তি বিন্দুরূপ চিন্তা করিবে। স্বর্ণাদি পাত্রসমূহের মধ্যে জলবিশোধিত এক পাত্র, বিন্দুপ্রসূত অমৃতরূপ বারি-অক্ষতাদি দ্বারা আপূরিত করিয়া ষড়ঙ্গপূজা

(১) উদ্ঘাত—প্রাণায়ামাভ্যাসযোগের নিমিত্ত কুম্ভক। রেচক পূরক। (২) প্রতিলোম—বিপরীতক্রম। এক দিক্ হইতে ক্রমশ গমনের নাম অনুলোম, পুনর্ব্বার তাহার বিপরীত দিক্ হইতে ক্রমশ গমনাদির নাম প্রতিলোম।

সমাপনপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত এবং হাং এই কবচ মন্ত্রে সংরক্ষা করিয়া সমাবৃত করিবে। অনন্তর অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য রচনানন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা সেচন পূর্ব্বক সেই তোয় বিন্দু দ্বারা মস্তকে আত্মার অভিষেক করিবে। তত্রস্থিত যাগদ্রব্যসম্ভার অস্ত্র বারিদ্বারা সেচনপূর্ব্বক হৃন্মন্ত্রে ও পিণ্ডমন্ত্রসকলে অভিমন্ত্রিত করিয়া তনুত্রাণে অর্থাৎ কবচমন্ত্রে পরিবেষ্টিত করিবে। অনন্তর অমৃতামুদ্রা প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজাসনে পুষ্প প্রদানপুরঃসর মস্তকে তিলকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া মূলমন্ত্রে সংযোজনা করিবে। সুধীগণ স্নান, দেবার্চ্চন, হোম, ভোজন, যাগ ও যোগ এবং আবশ্যকজপ এসকল বিষয়ে নিয়তই মৌনাবলম্বন করিবেন। নাদান্ত উচ্চারণ-নিমিত্ত সুসংস্কৃত মন্ত্র উত্তমরূপে শোধন করিয়া পূজাবিধানে গায়ত্রী দ্বারা অর্চ্চনানন্তর সামান্য অর্ঘ্য উপহার দিবে। অনন্তর ব্রহ্মপঞ্চক আবর্ত্তিত করিয়া লিঙ্গ হইতে মাল্য গ্রহণ পূর্ব্বক হৃন্মন্ত্রদ্বারা চণ্ডকে নিবেদন করিবে। অস্ত্র মন্ত্রে তোয় দ্বারা পিণ্ডিকালিঙ্গ প্রক্ষালন পূর্ব্বক হৃদয়মন্ত্রে অর্ঘ্য-পাত্রের জল দ্বারা ধৌতকরণের নাম লিঙ্গবিশো-ধন। আত্মদ্রব্য, মন্ত্র ও লিঙ্গশুদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত সুরগণের পূজা করিতে হয়। হাং গণপতয়ে এই মন্ত্রে বায়ুমণ্ডলস্থ গণপতির ও হাং গুরুভ্যঃ এই মন্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গে গুরুপূজা করিবে। অনন্তর কর্ম্মশিলাস্থিতা অঙ্কুরনিভা আধারশক্তি ও ব্রহ্ম-শিলারূঢ় শিবের অনন্ত আসন ও সত্যত্রেতাদি-রূপে পরস্পর পৃষ্ঠদর্শি শিবের আসন পাদুকা পূজা করিবে। অগ্নিকোণাভিমুখে অবস্থিত কর্পূর প্রভ ধর্ম্ম, কুঙ্কুমাভ জ্ঞান স্বর্ণপ্রভ বৈরাগ্য ও কজ্জ-লাভ ঐশ্বর্য্য এই সকলের ক্রমে ক্রমে পূজা ক রিবে। অনন্তর পদ্মকর্ণিকামধ্যে পূর্ব্বাদি দিকে ও মধ্যভাগে বরদা ও অভয়হস্তা, বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকারিণী, বলবিকারিণী, বল-প্রমথনী ও হাংবীজা সর্ব্বভূতদমনী ও কেশরাগ্র-স্থিত মনোন্মনী এই নবশক্তির পূজা করিবে। ক্ষিতি আদি শুদ্ধ বিদ্যা ও তত্ত্বব্যাপক আসন বিস্তার করিয়া সিংহাসনে শুভ্রবর্ণ, বিভু, পঞ্চমুখ, দশবাহু, দক্ষিণ করসকলে চন্দ্রকলাধারী এবং বামকরসমূহে শক্তি, ঋষ্টি শূল খড়্গধারী ও বরদ বীজপূর্ণ ডমরুধর ইন্দীবরসুশোভিত সূত্রকোৎপল মালী শঙ্করকে সন্নিবেশিত করিয়া মধ্যভাগে সামুদ্রিক শাস্ত্রোক্ত দ্বাত্রিংশল্লক্ষণসম্পন্না অর্থাৎ সুচারু সর্ব্বাঙ্গী শৈবীমূর্ত্তি বিন্যাসানন্তর হাং হং শিবমূর্ত্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে স্বপ্রকাশ শিবকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মাদি কারণত্যাগে শিবস্থানে মন্ত্রকে লইয়া গিয়া ললাটমধ্যস্থিত প্রদীপ্ত পতিপ্রভ ষড়ঙ্গ বেদময় বিন্দুরূপ পরাৎপর শিবকে পুষ্পা-ঞ্জলির মধ্যগত ভাবিয়া লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে নিবেশিত করিবে। ওঁ হাং হৌং শিবায় নমঃ। এই হৃন্মন্ত্রে আবাহনী মুদ্রা দ্বারা আহ্বানপূর্ব্বক স্থাপনীমুদ্রা দ্বারা শিবকে সন্নিধানে সংস্থাপিত করিয়া ফড়ন্ত মন্ত্রে কালকান্তি নিষ্ঠুরা মুদ্রায় নিরোধ করিবে। অনন্তর ছটিকা দ্বারা বিঘ্নগণের দূরীকরণপুরঃসর লিঙ্গমুদ্রা ও নমস্কৃতি করিয়া হৃন্মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করত আবাহন ও সম্মুখস্থ করিবে। ভো শিব, আমি আপনার সন্নিবেশিত, স্থাপিত ও সন্নিহিত হইতেছি, কর্ম্মকাণ্ডপর্য্যন্ত অক্ষয়রূপে আপনার সন্নিহিত থাকিলাম, আপনি আমাকে আশ্রয় দান করুন। স্বভক্তির যে প্রকাশ তাহাকে অবগুণ্ঠন কহে। অনন্তর সকলীকরণপুরঃসর মন্ত্রষট্‌কদ্বারা একতা সাধন করিয়া অঙ্গির সহিত অঙ্গসকলের অমৃতীকরণ করিবে। অনন্তর শম্ভুর চিচ্ছক্তি

বিশিষ্ট হৃদয়, শিবে অষ্টবিধ (১) ঐশ্বর্য্য, শিখা-বশিত্ব, ঐশ্বরীয় তেজ ও কবচ, দুঃসহপ্রতাপ ও সংহারক অস্ত্র মধ্যে নমঃ স্বধা, স্বাহা ও বৌষট্ মন্ত্রে যথাক্রমে হৃদাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাদ্যাসনাদি নিবেদন করিবে। পাদাম্বুজযুগলে পাদ্য ও মুখপঙ্কজে আচমনীয়, শিরোদেশে অর্ঘ্য ও দূর্ব্বাক্ষতাদি প্রদান করিবে। এইরূপে দশবিধ সংস্কারে পরমেশ্বর দেবদেব মহাদেবকে সংস্কৃত করিয়া বিধিপূর্ব্বক কুসুমাদি দ্বারা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া রাজিকালবর্ণাদি (২) দ্বারা অভ্যুক্ষণ, উদ্বর্ত্তন ও নির্ভঞ্জন (৩) করিয়া গড়ুক সলিলে শনৈঃ শনৈঃ স্নান করাইবে। পরে দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু শর্করাদি অনুক্রমে অভিমন্ত্রিত দ্রব্যদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ঐ দ্রব্য সকল পুনর্ব্বার বিপর্য্যয় ক্রমে প্রদান করত, তোয়ধূপাদি সর্ব্ববিধ দ্রব্যদ্বারা মূলমন্ত্রে স্নান করাইয়া যবচূর্ণ সহিত যথেষ্ট শীতলজলে এবং স্বশক্তি অনুসারে সুগন্ধজলে স্নান করাইয়া পরিশুদ্ধ বাসদ্বারা গাত্রপ্রোঞ্ছন পুরঃসর অর্ঘদান করিবে উপরিভাগে করভ্রমণ করাইবে না। লিঙ্গমস্তক শূন্য রাখিবে না, স্নান কালের পরক্ষণেই চন্দনাদি লিপ্ত পুষ্পাদিদ্বারা শিবাত্মকমন্ত্রে পূজাকরিয়া অস্ত্রমন্ত্রে ধূপপাত্র প্রোক্ষণ (৪) পূর্ব্বক শিবাত্মকমন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া অস্ত্রমন্ত্রে পূজিত ঘণ্টা গ্রহণপূর্ব্বক গুগ্‌গুল প্রদানান্তে সর্ব্বান্ত হৃদয়মন্ত্রে আচমন প্রদান পুরসর রাত্রিপর্য্যন্ত উত্তারণ পূর্ব্বক পুনরাচমন প্রদান করত প্রণামানন্তর দেবজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোগাঙ্গ সকল প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর হৃদয়াম্বুজের অগ্নিকোণে দলস্থিত শিব, ঈশানে দলস্থিত সুবর্ণপ্রভ শিব, নৈর্ঋত কোণে দলস্থা রক্তবর্ণ শিখা, বায়ুকোণে পদ্মদলস্থ কৃষ্ণবর্ণ বর্ম্ম, এইসকল চতুর্ম্মুখ চতুর্ব্বাহু দেবতার পূজাকরিয়া পূর্ব্বাদিদিকে করালদংষ্ট্র বজ্রসন্নিভ অস্ত্র পূজা করিবে। অনন্তর মূলাম্বুজ হোং শিবায় নমঃ ওঁ হাং হূং হীং হোং শিরশ্চ হুংশিখায়ৈ হৈংবর্ম্ম হশ্চাস্ত্রং পরিবারযুতায় শিবায়নমঃ এই-মন্ত্রে পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও আচমনীয়, করোদ্বর্ত্তন, তাম্বূল, মুখবাস, দর্পণাদি প্রদান পূর্ব্বক দেবতার মস্তকে দূর্ব্বা, অক্ষত ও পবিত্র আরোপিত করিয়া হৃদয়-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অষ্টশতবার মূল মন্ত্র জপানন্তর চর্ম্মবেষ্টিত রক্ষিত খড়্গপূজা করিবে। পশ্চাৎ উদ্ভব মুদ্রাযুক্ত শিবকে কুশপুষ্প ও অক্ষত-দ্বারা পূজা পূর্ব্বক স্তুতি করিয়া কহিবে হে হর! গুহ্যাদপি গুহ্যতর ও গুপ্তার্থ মংকৃত এইজপ গ্রহণ করুন এবং ইহা আপনাতে অবস্থিতি করুক, যদ্দারা আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সিদ্ধিদান করিবেন (১) অনন্তর প্রসন্নমনে শম্ভুর সন্তোষের নিমিত্ত আদ্যশ্লোক পাঠকরিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা মূলমন্ত্রে অর্ঘ্যাতোয় হরহস্তে নিবেদন করিবে। হে শঙ্কর আমিশিবাশ্রয়েস্থিত, যে কিছু সুকৃত বা দুষ্কৃত করিতেছি, তৎসমুদায়ই আপনি বিনাশ করুন। এই বলিয়া হুংক্ষং এইমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অনন্তর, শিবদাতা, শিবভোক্তা

(১) অণিমা লঘিমাদি।

(২) রাজিকা—শ্বেতসর্ষপ, রাই সরিষা বা কৃষ্ণসর্ষপ।

(৩) অভ্যুক্ষণ—সেচন। উদ্বর্ত্তন—বিলেপন, ঘর্ষণ। নির্ভঞ্জন—গন্ধাদিমর্দ্দন।

(৪) প্রোক্ষণ—কুশাদি লগ্নজলবিন্দু দ্বারা ঈষৎ সিক্তী করণ।

(১) গুহ্যাতি গুহ্য গুপ্তার্থং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধি ভবতিমে যেন ত্বৎ প্রসাদাৎ ত্বয়িস্থিতে॥
এই শ্লোক পাঠ করিবে।

এই সমস্ত জগতই শিবময়, শিবসর্ব্বত্রই সর্ব্বোৎকর্ষে অবস্থান করেন, যিনিশিব তিনিই আমি, এইরূপে শ্লোকদ্বয় (১) পাঠ করিয়া মহাদেবে জপ সমর্পণ করিবে। শিবাঙ্গের দশাংশ অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক স্তব পাঠানন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টমূর্ত্তি শিবকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। অনন্তর ধ্যানাদি দ্বারা প্রণাম করিয়া মানসে বা অনলাদিতে যাগ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শিবপূজা নামক
অষ্টসপ্ততাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঊনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অগ্নিস্থাপনাদি বিধি।

ঈশ্বর কহিলেন, আচার্য্য সুসংবৃত হইয়া করে অর্ঘপাত্র ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিগৃহেগমন করিয়া যাগোপকরণ দ্রব্য সকল দিব্যচক্ষে অবলোকনানন্তর উত্তরমুখ হইয়া কুণ্ডদর্শন পূর্ব্বক কুশদ্বারা অস্ত্রমন্ত্রে প্রক্ষোণ ও তাড়ন এবং বর্ম্মমন্ত্রে অভ্যুক্ষণ খড়্গমন্ত্রে খাত উদ্ধার, পূরণ ও সমতা, এবং বর্ম্মমন্ত্রে সেক শরমন্ত্রে কুদ্দন করিবে। সম্মার্জ্জন, সমালেপ কলারূপ প্রকল্পন ত্রিসূত্রী পরিধান, ও অভ্যর্চ্চন নিয়তই বর্ম্মমন্ত্রে নির্ব্বাহিত হয়। অনন্তর কুশমন্ত্রে শিবমন্ত্রে বা অস্ত্রমন্ত্রে উত্তরাভিমুখে কুশশিব ও অস্ত্রমন্ত্রে তিনরেখা ও অধোভাগে পূর্ব্বাভিমুখী একরেখা অঙ্কিত করিবে, অথবা বজ্রীকরণ মন্ত্রদ্বারা ঐ সকলের বিপর্য্যয়ে রেখাপাত করিবে। অনন্তর হৃদয়মন্ত্রে কুশদ্বারা চতুষ্পথ কবচমন্ত্রে অক্ষপাত্র ও হৃদয় মন্ত্রে আসন বিন্যাস করিবে। ঐ আসনে হৃদয়মন্ত্র দ্বারা সরস্বতী ও ঈশ্বরকে আহ্বান করিয়া পূজাকরিবে। সৎপাত্রে বহ্নিআনয়ন ও সৎপাত্রে স্থাপন করিয়া ক্রব্যাদংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীক্ষণাদি দ্বারা বিশোধিত করিয়া, ঔদর্য্য ঐন্দব ও ভৌত এই অনলত্রয়কে একত্রিত করত ওঁ হূং বহ্নি চৈতন্যায় এই বহ্নি বীজমন্ত্র দ্বারা বহ্নিবিন্যাস করিবে। সংহিতামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বহ্নিকে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকৃত, শরমন্ত্রে রক্ষিত কবচমন্ত্রে অবগুণ্ঠিত করিয়া পূজানন্তর কুণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে পরিভ্রমণ করাইয়া, বাগীশ্বরীর গর্ভগোচরে শিববীজ ধ্যান করত বাগীশ্বরদেবকর্ত্তৃক এ অগ্নিক্ষিপ্যমান হইতেছে, ভাবনা করিবে। অনন্তর মন্ত্রদ্বারা ভূমিতলে জানুপাতন পুরঃসর হৃদয়মন্ত্রে আত্মসম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া নাভিদেশে অন্তস্থিত বীজের সমুদ্ধার পূর্ব্বক হৃদয়মন্ত্রে পরিধান ধারণ শৌচ, আচমন ও গর্ভাগ্নির পূজাকরিয়া শরমন্ত্রে তাহার রক্ষার্থ দেবীর পাণিপল্লবে গর্ভজকঙ্কণ বন্ধন করিবে। গর্ভাধানের নিমিত্ত সদ্যোজাত পাবকের পূজাকরিয়া হৃদয়মন্ত্রে অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদান করিবে। পুংসবনের নিমিত্ত তৃতীয়মাসে বামমন্ত্র দ্বারা পূজানন্তর, অম্বুকণান্বিত আহুতিত্রয় প্রদান করিবে। সীমন্তোন্নয়নের নিমিত্ত ষষ্ঠমাসে রূপিমন্ত্রে পূজাকরিয়া শিখামন্ত্র দ্বারা তিনবার হোম এবং মুখাঙ্গ কল্পনা, মুখোদ্ঘাতন ও মুখনিষ্কৃতি করিবে। দশমমাসে জাতকর্ম্ম ও নৃকর্ম্মের নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ দর্ভাদিদ্বারা অগ্নি সন্ধুক্ষণ পূর্ব্বক, গর্ভমল নাশক স্নান, দেবীর সুবর্ণ বন্ধনানন্তর হৃদয়মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। সদ্যঃ সূতকাশৌচ বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্রমন্ত্রে বারিদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া

---

(১) শিবদাতা শিবভোক্তা শিবঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
শিবোজয়তি সর্ব্বত্র যঃশিবঃ সোঽহমেবচ॥

অস্ত্রমন্ত্রে বহির্ভাগে কুণ্ডতাড়ন ও বর্ম্মমন্ত্রে প্রোক্ষণ অর্থাৎ কুশবারি সেচন করিবে। অনন্তর মেখলা সকলে অস্ত্রমন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বদিগ্‌ভাগাগ্রকুশ নিচয় সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে হৃদয়মন্ত্রে পরিধি বিস্তার স্থাপন করিবে। অনন্তর বক্তু সকলের নালাপনোদন নিমিত্ত অস্ত্রমন্ত্রে প্রাপ্ত ও মূলভাগের পঞ্চসমিধ (১) আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর হৃদয়মন্ত্রে ভুর্ব্বাক্ষত দ্বারা পরিধিস্থান পর্য্যন্ত ব্রহ্মা শতকর ও বিষ্ণু অনুক্রমে ও অনন্তের পূজাকরিবে। আপনার দিকে হৃদয় মন্ত্রদ্বারা কুশাসনস্থিত ইন্দ্রাদি করিয়া ঈশান পর্য্যন্ত অগ্নির অভিমুখা ভূতদেবতা গণের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর বিঘ্নসমূহ নিবারণ করিয়া বালককে প্রতি-পালনকর তাহাদিগকে এই শিবাজ্ঞা শ্রবণ করা-ইবে। অনন্তর, স্রুক্ ও স্রুব (১) গ্রহণ পূর্ব্বক, ঊর্দ্ধমুখ ও অধোমুখ দর্ভসকলের মূলমধ্য অগ্রভাগ সকল ক্রমে অগ্নিতে তিনবার তাপাইয়া (৩) স্পর্শ করিয়া পরে কুশাস্পৃষ্ট প্রদেশ আত্মাত্মক বিদ্যাত্মক ও শিবাত্মক তত্ত্বত্রয় ক্রমশঃ বিন্যাস করিয়া হাং হীং হুং সং ক্রমে এই রবসমূহে, হৃদয়মন্ত্র দ্বারা, স্রুকেশক্তিকে ও স্রুবে শিবকে বিন্যস্ত ও উভয়ের গ্রীবাদেশ ত্রিসূত্রী বেষ্টিত করিয়া কুসুমাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক আপন দক্ষিণে কুশোপর স্থাপন পুরঃসর গব্য ও ঘৃত গ্রহণ করত নীক্ষাদি দ্বারা বিশোধন পূর্ব্বক স্বকীয়া ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি চিন্তাকরিয়া সেইঘৃত গ্রহণকরত হৃদয় মন্ত্রদ্বারা কুণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে আবর্ত্তন ও অগ্নিসন্নিধানে ভ্রমণ করাইয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণুময়ী মূর্ত্তিধ্যান করিয়া কুশাগ্রে ঘৃত ধারণ পূর্ব্বক ঈশানসন্নিধানে ধারণান্তে স্বাহান্ত শিরোমন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুহোম করিবে। অনন্তর,আপন আত্মাকে রুদ্ররূপ বিন্দুভাবনা করিয়া নাভিস্থলে অপ্লাবিত করিবে। অঙ্গুষ্ঠ অনামিকাগ্রপরিমিত প্রাদেশমাত্র দর্ভযুগল বহ্নির সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অস্ত্রমন্ত্রে আপ্লাবন অর্থাৎ স্নান করাইবে। তদ-নন্তর হৃদয়মন্ত্রে সেইরূপ স্নান করাইবে। অনন্তর দগ্ধকুশ, হৃদয়মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া অস্ত্রক্ষেপানন্তর পবিত্রীকৃত করিবে। প্রদীপ্ত অপর দর্ভদ্বারা হৃন্মন্ত্রেই দীপ্ত করিয়া অস্ত্রমন্ত্রে দগ্ধ ঐ কুশ পুনর্ব্বার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর, প্রাদেশ প্রমাণ কুশে গ্রন্থিপ্রদান পূর্ব্বক ঘৃতে ক্ষেপণ করিয়া ইড়াদির পক্ষদ্বয় ও পক্ষত্রয় ঘৃতে ভাবনা করিয়া ক্রমে ভাগত্রয় হইতে স্রুবদ্বারা আজ্যগ্রহণ পূর্ব্বক হোম করিবে। পরে অগ্নৌ স্বা, ঘৃতে হা এইমন্ত্রে শেষভাগ আজ্য ক্রমে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ওঁ হাং অগ্নয়েস্বাহা ওঁ হাং সোমায় স্বাহা, ওঁ হাং অগ্নীষোমা ভ্যাং স্বাহা। এইমন্ত্রে নেত্র উদ্ঘা-টন নিমিত্ত অগ্নির নেত্রত্রয়ে ও মুখে ঘৃত পূর্ণস্রুব দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ওঁ হাং অগ্নয়ে, স্বিষ্টকৃতে স্বাহা এই ষড়ঙ্গ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা বোধন করিবে। কবচমন্ত্রে অবগুণ্ঠন পূর্ব্বক শরমন্ত্রে আজ্যরক্ষা করিবে। অনন্তর হৃদয়মন্ত্রে আজ্য বিন্দুনিক্ষেপ করত অভ্যুক্ষণান্তর শোধন এবং বক্তাভি ধারণ,সন্ধান ও বক্তের একীকরণ করিবে। ওঁ হাং সদ্যোজাতায় স্বাহা, ওঁ হাং বামদেবায় স্বাহা, ওঁ হাং অঘোরায় স্বাহা, ও তৎপুরুষয় স্বাহা ওঁ হাং ঈশানায় স্বাহা এই এইমন্ত্রে এক এক ঘৃতাহুতি দ্বারা বক্তাভি-ধারক করিবে। ওঁ হাং সদ্যোজাতবামদেবা

(১) পলাশ, খদির, পিপপল, উড়ম্বর, কুশ।
(১) আহুতি প্রদানার্থ পাত্রদ্বয়।
(২) তাতাইয়া ইতিভাষা।

ভ্যাং স্বাহা, ওঁ হাং বামদেবাঘোরাভ্যাং স্বাহা ওঁ হাং অঘোরবৎ পুরুষাভ্যাং স্বাহা, ওঁ হাং তৎপুরুষেশানাভ্যাং স্বাহা। এইরূপে এই সকল মন্ত্রদ্বারা ক্রমে বক্ত্রানুসন্ধান করিবে। অনন্তর, নির্ম্মতাদি শিবাস্ত মন্ত্রে বক্ত্রগত ও বহিগত ঘৃত-ধারা স্রুবে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্রমশ বক্ত্র সকলের একীকরণ করিবে।

ওঁ হাং সদ্যোজাতবামদেবাঘোরতৎপুরুষে শানেভ্যঃ স্বাহা। এইমন্ত্র ইষ্টবক্ত্রে সেইরূপে বক্ত্রগণের অন্তর্ভাব করিবে। ঈশমন্ত্রে অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া অস্ত্রমন্ত্রে আহুতিত্রয় প্রদানপূর্ব্বক, কায়মনবাক্যে অগ্নির স্তুতি করিয়া কহিবে, হে হুতাশন। তুমি শিবাগ্নি তুমি আমাদিগকে রক্ষা-কর। পরে হৃদয়মন্ত্র দ্বারা বিসৃষ্টাগ্নি পিতৃদ্বয়কে বিধিপূরনী প্রদান পুরঃসর বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্র দ্বারা যথাবিধি পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর হৃদয়াম্বুজ অঙ্গ সহিত সেনাসহিত ভাস্বর পরম দেবতা শিবের আদেশ প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহার তর্পণপূর্ব্বক পূজাকরিবে। পরে আত্মমন্ত্রে যাগাগ্নি ও শিবের নাড়ীসন্ধান করিয়া যথশক্তি মূলমন্ত্রে, অঙ্গক্রমে দশাংশ পর্য্যন্ত হোম করিবে। হোম-ক্রিয়া ঘৃত দধি ও মধুকর্ষণ করিয়া থাকে; দধি ও পায়স শুক্তি মাত্রায় আহুতি প্রদান করিবে। সর্ব্ববিধ ভক্ষ্যের পরিমাণের যে বিধি তাহা শ্রবণ কর। লাজ (১) মুষ্টিপ্রমাণ মূলের খণ্ডত্রয়, ফলের স্বপ্রমাণানুরূপ অন্নের, গ্রাসার্দ্ধ, সূক্ষ্ম পদার্থ তৎপ্রমাণে হোম করিবে। ইক্ষুর পরি-মাণ পর্ব্বপর্য্যন্ত, লতার দুই অঙ্গুলি, পুষ্প ও পত্র স্ব স্ব প্রমাণানুরূপ, সমিৎ বা যজ্ঞ কাষ্ঠ দশ অঙ্গুল। কর্পূর চন্দন, কাশ্মীর কস্তূরী, যক্ষ কর্দ্দম ইহাদের পরিমাণ কলায়ানুরূপ, গুগ্-গুলু বদরফলের অস্থি প্রমাণ। কন্দের অষ্টমভাগ এই সকল পরিমাণে বিধিপূর্ব্বক হোম করিবে। অনন্তর এইরূপে ব্রহ্মবীজাক্ষর মন্ত্রে হোম নিব-র্ত্তিত করিয়া ঘৃতপূর্ণ স্রুক্‌পাত্রে, অন্য স্রুক্ অধো-মুখে স্থাপন পূর্ব্বক স্রুকের অগ্রভাগে বামপাণি দ্বারা পুষ্প বিন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার পশ্চাদ্ভাগে সব্যকর প্রদান পূর্ব্বক ধারণ করিয়া শঙ্খাকৃতি মুদ্রা দ্বারা অর্দ্ধকায় উত্তোলন ও বামপদ উত্থা-পিত করিয়া নাভিস্থলে স্রুক্‌পাত্রের মূল স্থাপন করতঃ স্রুগগ্রে দৃষ্টিবিন্যাসপুরঃসর ব্রাহ্মাদি কারণ ত্যাগান্তে সুষুম্নানাড়ী দ্বারা বিনিঃসৃত করত বাম-স্তনান্তে সাবধানে ঐ স্রুকপাত্রদ্বয়ের মূল আনয়ন-পূর্ব্বক অবিস্পষ্টরূপে বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই অগ্নিতে যবপরিমিত ধারায় সেই আজ্য আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর আচমন, চন্দন, তাম্বূলপ্রভৃতি প্রদান করিয়া সেই ভস্ম বন্দনান্তে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। তদনন্তর অগ্নির অর্চনা করিয়া ফড়ন্ত অস্ত্রমন্ত্রে সম্বরণ পূর্ব্বক সংহার মুদ্রায় হবণ করিয়া ক্ষমস্ব এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক দীপ্তিশীল সেই পরিধি-সকলকে হৃদয়মন্ত্রে পূরকদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পর-মাত্মসম্বন্ধীয় হৃদয়াম্বুজে সংস্থাপিত করিবে। অনন্তর সকল পাকাগ্র গ্রহণ পূর্ব্বক দুইটী মণ্ডল করিয়া অন্তর্ব্বলি ও বহির্ব্বলি প্রদান করিবে। তদ্বিধি এই প্রকার যথা কুণ্ডের সান্নিধানে অগ্নি কোণে ওঁ হাং রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে মাতৃভ্যঃ স্বাহা, পশ্চিমে হাং গণেভ্যঃ স্বাহা। এই এই মন্ত্রে ঐ ঐ দেবগণকে বলি প্রদান করিবে। উত্তরে হাং যক্ষেভ্যঃ, ঈশানে হাং গ্রহেভ্যঃ, উ

(১) লাজ—খই।

অগ্নিতে হাং অসুরেভ্যঃ, নৈঋতে রক্ষোভ্যঃ বায়ব্যে হাং নাগেভ্যঃ, মধ্যভাগে হাং নক্ষত্রেভ্যঃ, অগ্নিতে হাং রাশিভ্যঃ, নৈঋতে হাং বিশ্বেভ্যঃ বারুণী অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ক্ষেত্রপালায় স্বাহা। এইরূপে উক্ত দেবতাগণকে অন্তর্বলি প্রদান করিবে। বাহ্যে দ্বিতীয় মণ্ডলে, ইন্দ্রায়, অগ্নিযমায়, নৈঋর্তায়, জলেশায়, বায়বে, ধনরক্ষিণে, ঈশানায় নমঃ এই সকল মন্ত্রে পূর্ব্বাদিদিকে বলি প্রদান করিবে। ঈশানে ব্রহ্মণে নমঃ এই মন্ত্রে ব্রহ্মার বলি, নৈঋতে বিষ্ণবে স্বাহা এই মন্ত্রে বিষ্ণুবলি প্রদান করিয়া বায়সাদিগণকে বহির্বলি প্রদান করিবে। বলিদ্বয়গত মন্ত্রসকল সংহারমুদ্রাদ্বারা আত্মায় সংযমিত করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অগ্নিকার্য্যনামক
ঊনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বিষ্ণুপঞ্জর।

পুষ্কর কহিলেন,হে বিপ্রবর! প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুপঞ্জর ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের রক্ষণীয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত বল নামক অসুরের বিনাশার্থ গমন করিবেন, তাঁহার সেই জয়সমৃদ্ধিশালিনী স্বরূপবার্ত্তা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

আমার পূর্ব্ব দিকে চক্রধারী বিষ্ণু, দক্ষিণে গদাধারী হরি, পশ্চিমে শার্ঙ্গধর বিষ্ণু, উত্তরদিকে খড়্গধারী বিষ্ণু, বিকোণভাগে হৃষীকেশ, ঐ কোণের ছিদ্রভাগে জনার্দ্দন ও মদীয় ভূমিভাগে ক্রোড়রূপী হরি এবং অম্বরভাগে নরসিংহ অবস্থিত রহিয়াছেন। ক্ষুরধার সুনির্ম্মল এই সুদর্শন চক্র প্রেতবর্গ ও নিশাচরনিকরের নিধনার্থ নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার অংশুমালা অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য। এই গদা সহস্রাংশু সমান দীপ্তিশালী ও প্রজ্বলিত অনলতুল্য ঔজ্জ্বল্যধারিণী; উহা রাক্ষস ভূত পিশাচ ও ডাকিনীগণের বিনাশসাধন করে। বাসুদেবের এই শার্ঙ্গধনুর আস্ফালন, তির্য্যক্ মনুষ্য, কুষ্মাণ্ড (১) প্রেতাদি মদীয় রিপুগণকে নিঃশেষে নিহত করিয়া থাকে। গরুড় যেমন পন্নগগণকে নিহত করে, সেইরূপ সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নাজালনির্দ্ধৃতধার এই খড়্গ আমার অমিত্রগণকে সদ্যই বিনাশ করুক। কুষ্মাণ্ডগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ, নিশাচরগণ, প্রেতগণ, বিনায়কগণ (২) ক্রূর মনুষ্যগণ, জম্ভকগণ (৩) খগগণ, সিংহাদিগণ, যেকেহ ক্রূরতর রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খরবে প্রকম্পিত হইয়া সকলেই সৌম্যভাব ধারণ করুক। যেকেহ আমার চিত্তবৃত্তিহারক বা স্মৃতিহারক বা তেজোবলবীর্য্যহারক বা ছায়াবিনাশক অথবা উপভোগহারক ও লক্ষণনাশক কুষ্মাণ্ডগণ আছে, তাহারা সকলেই বিষ্ণুচক্ররবে আহত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক। দেবদেব বাসুদেবের গুণপরিকীর্ত্তনে আমার বুদ্ধির স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য সম্পাদন হউক।

আমার পৃষ্ঠে ও পুরোভাগে, দক্ষিণে উত্তরে, ও কোণবিভাগে জনার্দ্দন হরি অবস্থিতি করুন। সেই পরমারাধ্য, অচ্যুত, ঈশান, জনার্দ্দনকে প্রণিপাত করিয়া কেহই অবসাদ প্রাপ্ত হন না। ব্রহ্মপদার্থ যেরূপ পরমোৎকৃষ্ট, হরিও সেইরূপ

(১) কুষ্মাণ্ড প্রেতাদিবৎ [illegible] নামক ভূত বিশেষ।

(২) গাণেশ ও বৈষ্ণব নামক বিনায়ক গণদেবতা।

(৩) জম্ভকগণ—রাক্ষস বিশেষ।

পরমপদার্থ; সেই কেশব জগতের স্বরূপ। সেই সত্যহেতুই অচ্যুতনামকীর্তনে আমার ত্রিবিধ তাপ (১) বিনাশিত হউক।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বিষ্ণুপঞ্জর নামক অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বেদশাখাদি কীর্ত্তন।

পুষ্কর কহিলেন, মন্ত্র সকল সকলেরই অনুগ্রাহক ও চতুবর্গ প্রদায়ক (২) ঋক্, অথর্ব্ব, সাম, যজুঃ চারিবেদ, ইহারা লক্ষসংখ্যায় বিভক্ত। ভেদ এই যে প্রথম সাখ্যায়ন, দ্বিতীয় আশ্বলায়ন, মন্ত্র সহস্র ব্রাহ্মণ দ্বিসহস্র দ্বৈপায়নাদি মহর্ষিগণ, সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ঋক্‌বেদের মন্ত্র একোন দ্বিসহস্র যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ দশশত,শাখা ষড়শীতি। কাণ্ব মাধ্যন্দিনী, কঠী, মাধ্যকঠী, মৈত্রায়নী,সংজ্ঞা তৈত্তিরীয়া, বৈশম্পায়নিকা, ইত্যাদি শাখাসমূহ যজুর্বেদের অন্তবর্ত্তী। সামবেদ, কৌথুমী, আথর্ব্বণায়ণী গানসমূহ ও আরণ্যক ভেদে চারি প্রকার। উকৃথা ও উহচতুর্থ নামে সামবেদের ব্রহ্মসংঘটক মন্ত্র নয়হাজার চারিশত, সামবেদের মান পঞ্চ বিংশতি প্রকার।

অথর্ব্ববেদে, সুমন্তু, জাজলি, শ্লোকাযনি, শৌনক, পিপ্‌লাদ মঞ্জু কেশাদি শাখা ও ষট্‌ সহস্রাধিক অযুত মন্ত্র। উপনিষৎ একশত। ব্যাস রূপী ভগবান্, বেদের এই শাখাভেদাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। এই ভিন্ন ভিন্ন শাখাসকল ইতিহাস ও পুরাণ বিষ্ণুস্বরূপ। সূত লোমহর্ষণ ব্যাসদেব হইতে পুরাণাদি প্রাপ্ত হইয়া সুমতি অগ্নিবর্চ্চাঃ মিত্রয়ঃ শিংশপায়ন কৃতব্রত সাবর্ণি এই ছয়শিষ্যকে বিতরণ করেন। শিংশপায়নাদি মুনিগণ পুরাণ সমূহের সংহিতা ও হরিবিদ্যারূপি ব্রহ্মাদি অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। আগ্নেয় মহাপুরাণে সপ্রপঞ্চ নিষ্প্রপঞ্চ (১) মূর্ত্তরূপী ও অমূর্ত্ত রূপধারী বিদ্যারূপ স্বয়ংহরি সংস্থিত আছেন, তাঁহাকে অবগতি করিয়া অর্চ্চনা ও স্তুতি করিলে ভোগমোক্ষ সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষ্ণু জিষ্ণু ও প্রভবিষ্ণু (২) অগ্নি সূর্য্যাদিরূপধারী পরমগতি বিষ্ণু দেবাদিগণের মুখ স্বরূপ অগ্নিরূপে অখিলে অবস্থিত আছেন। বেদ ও পুরাণে যজ্ঞমূর্ত্তিরূপে বর্ণিত আছেন। আগ্নেয়াখ্য মহাপুরাণ, বিষ্ণুর মহত্তর স্বরূপ। আগ্নেয় মহাপুরাণের কর্ত্তা ও শ্রোতা জনার্দ্দন সেইহেতু এইপুরাণ মহৎ ও সর্ব্বদেবময় ইহা পাঠকগণের ও শ্রোতবর্গের পুণ্যপ্রদ সর্ব্ববিদ্যাময় ও সর্ব্বজ্ঞানময় সর্ব্বাত্ম হরিস্বরূপ। আগ্নেয় পুরাণ বিদ্যার্থিগণের বিদ্যাপ্রদ আর্থগণের শ্রীদ ও ধনদ, রাজ্যার্থিগণের রাজ্যপ্রদ, ধর্ম্মার্থি গণের ধর্ম্মদ, স্বর্গার্থি দিগের স্বর্গপ্রদ, পুত্রার্থি দিগের পুত্রদ গোকামিগণের গোদ, গ্রামকামিগণের গ্রামদ, কামাকাঙ্ক্ষি গণের কামদ ও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যপ্রদ, জয়াভিলাষি দিগের বিজয়প্রদ, গুণকীর্ত্তিকামিসমূহের গুণপ্রদ ও কীর্ত্তিদ, সর্ব্বাভিলাষি গণের সর্ব্বদ ও মুক্তি কামিদিগের মুক্তিপ্রদ পাপকারিগণের পাপবিনাশী সন্দেহ নাই।

(১) আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি ভৌতিক।

(২) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত্রিবর্গ।

(১) সপ্রপঞ্চ—সগুণব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ, নির্গুণব্রহ্ম।

(২) বিষ্ণু—সর্ব্বত্র প্রবেশনশীল, জিষ্ণু—সর্ব্বত্র জয়শীল, প্রভবিষ্ণু সর্ব্বত্র প্রভাবশালী।

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পুরাণাদিদান মাহাত্ম্য।

পুষ্কর কহিলেন, পুরাকালে ভগবান্ ব্রহ্মা, যে পঞ্চবিংশতি সহস্র সংখ্যক শ্লোক মহামুনি মরীচিকে কহিয়াছিলেন স্বর্গার্থী মানব সেই ব্রাহ্ম পুরাণ লিখিয়া বৈশাখী পূর্ণিমাতে জলধেনু যোগে সম্প্রদান করিবে। দ্বাদশ সহস্র শ্লোকান্বিত পদ্মপুরাণ জ্যৈষ্ঠমাসে ধেনুযোগে দানকরিলে স্বর্গলাভ হয়। ভগবান্ পরাশর ঋষি বরাহ কল্প-বৃত্তান্ত অধিকার করি। ত্রয়োবিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক যে বৈষ্ণব পুরাণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা, আষাঢ়মাসে ঘৃতধেনু যোগে সম্প্রদান করিবে। বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি হয়। চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোকান্বিত বায়বীয় পুরাণ [illegible] অতিশয় প্রিয়পদার্থ, উহাতে ভগবান বায়ু শ্বেতকল্প প্রসঙ্গে বিবিধ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, উহা লিখিয়া শ্রাবণমাসে গুড়ধেনু যোগে ব্রাহ্মণকে প্রদানকরিবে। যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া বিস্তর ধর্ম্ম কীর্ত্তিত এবং সারস্বত কল্প ও বৃত্রাসুর বধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট ভাগবত মহাপুরাণ ভাদ্রমাসে স্বর্ণ নির্ম্মিত সিংহ সহযোগে সম্প্রদান করিলে বিষ্ণুলোক লাভহয়। মহর্ষি নারদ যাহাতে বৃহৎকল্পাশ্রিত বিবিধ ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক সেই নারদীয় পুরাণ আশ্বিনমাসে ধেনুর সহিত প্রদান করিলে, আত্যন্তিকী সিদ্ধিলাভ হয়। যে মার্কণ্ডেয়াখ্য পুরাণে শকুনগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ের বিচারণা বিবৃত হইয়াছে, সেই নবসহস্র শ্লোক বিশিষ্ট মহাপুরাণ কার্ত্তিক পূর্ণিমায় প্রদান করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অগ্নিদেব যাহা, বশিষ্ঠ সন্নিধানে কীর্ত্তন করেন, সর্ব্ববিদ্যার বোধপ্রদ, দ্বাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট সেই আগ্নেয় মহাপুরাণ লিখিয়া মার্গশীর্ষমাসে প্রদান করিলে সর্ব্বফল লাভহয় সন্দেহ নাই। মহাদেব, মনুর নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সূর্য্য-সম্ভূত ভবিষ্য পুরাণ পৌষমাসে গুড়াদির সহিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। মহিমাণব সাবর্ণি, মহর্ষি নারদের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট রথন্তরের বৃত্তান্ত সমন্বিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মাঘীপূর্ণিমায় প্রদান করিলে ব্রহ্মলোক লাভহয়। ভগবান্ ভবানীপতি ব্রহ্মলোকে অগ্নিলিঙ্গের মধ্যস্থ হইয়া, আগ্নেয় কল্পে বরাহচরিত ও বিবিধ ধর্ম্ম পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন, একাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট সেই লিঙ্গ-পুরাণ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তিলধেনুর যোগে বিপ্রসাৎ করিলে শিবলোক প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। বিষ্ণু কর্ত্তৃক উদীরিত ভূমিতলে মানব প্রবৃত্তির অনুসরণে বরাহচরিত বিশিষ্ট চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোক সমন্বিত বরাহপুরাণ, চৈত্রী পূর্ণিমায় স্বর্ণনির্ম্মিত গরুড় সহিত প্রদান করিলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তহয়। তৎ-পুরুষ কল্প অধিকার করিয়া যাহাতে বিবিধ ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে ভগবান্ স্কন্দকথিত চতুরশীতি সহস্র শ্লোক সেই স্কন্দনামক মহাপুরাণ বিশিষ্ট বিপ্রসাৎ করিলে সিদ্ধি তাহার অদূরবর্ত্তিনী হয়। যাহাতে ধর্ম্ম অর্থাদির বিবরণ এবং ধৌম্য-কল্পাশ্রয়ে হরিকথা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, দশ-সহস্র শ্লোক সমন্বিত সেই বামনপুরাণ শরৎ বা বিষুবকালে সম্প্রদান করিবে। রসাতলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রসঙ্গে কূর্ম্মোক্ত অষ্টসহস্র শ্লোকবিশিষ্ট কূর্ম্ম পুরাণ, হেমনির্ম্মিত কূর্ম্ম সহিত প্রদান করিলে হরিলোক লাভকরিয়া থাকে। কল্পাদিকালে

মৎস্যরূপী ভগবান্ মনুর নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, ত্রয়োদশ সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট মৎস্য-পুরাণ বিষুবকালে হেমমৎস্য সহিত সম্প্রদান করিবে। তার্ক্ষকল্পে ভগবান্ বিষ্ণু যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড হইতে গরুড়ের উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, অষ্টসহস্র শ্লোকাত্মক সেই গরুড় পুরাণ, হেমহংস সংযুক্ত করিয়া সম্প্রদান করিলে সদ্গতি লাভ হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের মহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, দ্বাদশসহস্র শ্লোকবিশিষ্ট সেই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, দ্বিজগণকে অর্পণ করিবে। ভারতের পর্ব্বসমাপ্তি হইলে, বস্ত্রগন্ধাদিদ্বারা প্রথমে বাচকের পূজাকরিয়া পায়সান্ন প্রদান পূর্ব্বক দ্বিজগণের ভোজন সম্পাদন করিবে। পর্ব্বে, পর্ব্বে গো, ভূমি, গ্রাম, সুবর্ণাদি প্রদান করিবেক। ভারত সমাপ্ত হইলে, বিপ্রগণকে, এবং ক্ষৌমাম্বর পরিবৃত সংহিতা পুস্তক সকলকে শুদ্ধ ও শোভনপ্রদেশে সংস্থাপিত করিয়া পূজাকরিবে। কুসুমাদি দ্বারা নরনারায়ণের ও অন্যান্য পুস্তক সকলের যথাবিধি অর্চনা করিয়া, দ্বিজগণকে গো, অন্ন, ভূমিদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পাদন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভারত সমাপনে, মহাদান ও বহুবিধ রত্নদান কর্ত্তব্য। দুইমাস তিনমাস এবং মাসে মাসে দান করিবে। অয়নের আদিতে শ্রাবকের প্রথমদান কর্ত্তব্য, সকল শ্রোতৃগণ, শ্রাবকের পূজা করিবেন, ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তক সকল প্রদান করিয়া যে পাঠক শ্রাবক দ্বিজগণের পূজা করিয়া মানবগণ আয়ুঃ, আরোগ্য, স্বর্গ ও মোক্ষলাভে সমর্থ হন, সন্দেহই নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে পুরাণাদি দানমহাত্ম্য কীর্ত্তন নাম দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সূর্য্যবংশ কীর্ত্তন।

অগ্নি বলিলেন, আমি তোমার নিকট সূর্য্য-বংশ, চন্দ্রবংশ ও রাজগণের বংশ বর্ণন করিব। ব্রহ্মা হরির নাভিজাত পঙ্কজ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ (১) জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা এই তিন জন বিবস্বানের পত্নী; তন্মধ্যে রাজ্ঞী রৈবতের তনয়া; তিনি রেবন্ত নামে পুত্র এবং প্রভা প্রভাত নামে পুত্র প্রসব করেন। বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞা মনু নামে পুত্র এবং যম ও যমুনা নামে যমজ সন্তান প্রসব করেন। (২) ছায়া সাবর্ণিমনুনামক পুত্র এবং সংজ্ঞা বৈবস্বতমনু নামক পুত্র প্রসব করিয়াছেন। সংজ্ঞাগর্ভে শনি, তপতি, বিষ্টি ও অশ্বিনীকুমার-জন্মগ্রহণ করেন। বৈবস্বতমনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত ও প্রাংশু নামে প্রধান প্রধান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নাভাগ হইতে ইষ্টতম ও সপ্তম করূষ পৃষধ্র আদি মহাবল সন্তান গণ জন্মগ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। মনুর ইলানামে কন্যা ছিলেন। তিনি বুধের ঔরসে পুরূরবা পুত্র প্রসব করিলেন। সেই ইলা পুরূরবাকে প্রসব করিয়া সুদ্যুম্ন রাজায় সঙ্গতা হইলেন। সুদ্যুম্নের ঔরসে উৎকল, গয ও বিনতাশ্ব নামে তিন পুত্র নৃপতি হইয়াছিলেন। উৎকল উৎকলে, বিনতাশ্ব সমস্ত পশ্চিমদিক্ এবং রাজবর্য্য গয গয়াপুরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

---

(১) বিবস্বান্—সূর্য্য।

(২) যম—প্রেতরাজ, যমুনা, পরে নদীরূপিণী হন।

সুদ্যুম্ন বশিষ্ঠের আদেশে প্রতিষ্ঠাননামক (১) পুরী প্রাপ্ত হন। সুদ্যুম্ন সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তাহা পুরুরবাকে প্রদান করিলেন। নরিষ্যন্তের পুত্র শকগণ। নাভাগের পুত্র বৈষ্ণব। ধৃষ্ট হইতে অম্বরীষ; তিনি উত্তম প্রজাপালন করিয়াছিলেন। ঐ ধৃষ্টকেতু হইতে ধার্ষ্টককুল উৎপন্ন হয়। শর্য্যাতির পুত্র সুকন্য ও আনর্ত্ত, আনর্ত্ত হইতে বৈরোহী নামে নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনর্ত্তদেশে রাজত্ব করেন; কুশস্থলী তাঁহার রাজধানী ছিল; রেবের পুত্র রৈবত; পুত্রশতের মধ্যে ধার্ম্মিক ও জ্যেষ্ঠ এবং ককর্দ্দীনামে বিখ্যাত। তিনি কুশস্থলী রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রেবতীনামিকা কন্যার সহিত ব্রহ্মার নিকট গান্ধর্ব্ববিধি শ্রবণানন্তর দেবতাদিগের মুহূর্ত্তস্বরূপ, মর্ত্ত্যলোকে শত যুগ অতিবাহিত করিয়া যাদবগণে পবিবৃতা স্বকীয়া বহুদ্বারা মনোহরা দ্বারবতী পুরীতে সত্বর আগমন করিলেন। ঐ পুরী বাসুদেবাদি ভোজ বৃষ্ণি অন্ধকগণে সুরক্ষিত ছিল। রেবতীকে অনিন্দিতা জানিয়া বলদেবকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর সুমেরু শিখরে তপশ্চরণ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন। নাভাগের দুই পুত্র, বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। করূষের পুত্র কারূষগণ ক্ষত্রিয় ও রণদুর্ম্মদ ছিলেন।

মনুর পুত্রগণের মধ্যে ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হপ্ত হন। বিকুক্ষির পুত্র ককুৎস্থ, তৎপুত্র সুযোধন তাঁহারপুত্র পৃথু. পৃথুর, বিশ্বগশ্বনামে পুত্র উৎপন্নহয়। বিশ্বগশ্বের পুত্র আয়ুঃ; তৎপুত্র যুবনাশ্ব, তাহার পুত্র শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তিকা নাম্নীনগরী তাঁহার রাজধানী ছিল।

শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র কুবলাশ্ব তিনি পুরাকালে ধুন্ধুরনামে ধুন্ধুমারত্ব প্রাপ্তহন। ধুন্ধুমার নৃপতি তিনজন, দৃঢ়াশ্ব, দণ্ড ও কপিল। দৃঢ়াশ্ব হইতে হর্য্যশ্ব ও প্রমোদক। হর্য্যশ্ব হইতে নিকুম্ভ হইতে সংহতাশ্ব। অকৃশাশ্ব ও রণাশ্ব, সংহতাশ্বের পুত্রদ্বয়। রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব হইতে মান্ধাতা ও মুকুন্দ পুত্রযুগল জন্ম গ্রহণ করেন। পুরুকুৎসের ঔরসে নর্ম্মদা গর্ভে অসম্ভূ ও সম্ভূত নামে তনয়দ্বয় উৎপন্ন হয়। সম্ভূতের পুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র তরুণ, তরুণের পুত্র সত্যব্রত, তাঁহারপুত্র সত্যরথ, সত্যরথের পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র হইতে রোহিতাশ্ব উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র বৃক, বৃক হইতে বাহু,বাহুর পুত্র সগর। সগর প্রিয়া প্রভা, ষষ্টিসহস্র সুতের জননী। ঔর্ব্বমুনি সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিলে ভানুমতী সগরের ঔরসে অসমঞ্জা নামে পুত্র প্রসব করেন। বহুতর সগরপুত্র পৃথিবী খনন করিতে করিতে বিষ্ণুরূপী মুনিকর্তৃক দগ্ধ হইয়াছিলেন। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্ অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, তিনিই মহীতলে গঙ্গা আনায়ন করেন। ভাগীরথের পুত্র নাভাগ নাভাগ হইতে অম্বরীষ উৎপন্ন হয়, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ,সিন্ধুদ্বীপের পুত্র শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ,তাঁহার পুত্র কল্মাষপাদ,কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্ম, তাহার পুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্ন হইতে অনমিত্র, তাহার পুত্র রঘু; রঘুরপুত্র দিলীপ,দিলীপের পুত্র অজ, অজ হইতে দীর্ঘবাহু কাল, তৎপুত্র অজপাল, অজপালের পুত্র দশরথ, দশরথের নারায়ণাত্মক চারিপুত্র উৎপন্ন হয়; রাম তাঁহাদিগের অগ্রজ তিনি রাক্ষসাধিপতি রাবণের প্রাণসংহার করিয়া অযোধ্যায়

(১) প্রতিষ্ঠানপুরী—এক্ষণে বিঠোর নামে বিখ্যাত।

রাজত্ব করেন। বাল্মীকি নারদের নিদেশক্রমে তাঁহারই চরিত অবলম্বন করিয়া পুণ্যময়ী রামায়ণ কথা প্রণয়ন করিয়াছেন। সীতারগর্ভে রঘুত্তম-চন্দ্রের কুশলব নামক কুলবর্দ্ধন তনয়যুগল উৎপন্ন হয়। কুশেরপুত্র অতিথি, নিষধ অতিথির পুত্র, নিষধের পুত্র নল, নল হইতে নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, সুধন্বা পুণ্ডরীকের পুত্র, সুধন্বার পুত্র দেবানীক, তৎপুত্র অহীনাশ্ব, সহস্রাশ্ব তাঁহার তনয়, তাঁহা হইতে চন্দ্রালোক জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রালোকের পুত্র তারাপীড় তারাপীড় হইতে চন্দ্রপর্ব্বত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র ভানুরথ, তাহার পুত্র শ্রুতায়ু। এই সকল নৃপতি প্রবরগণ ইক্ষ্বাকুর বংশোৎপন্ন; তাঁহারাই সূর্য্যের বংশধর হইয়া ত্রৈলোক্যে বিখ্যাত হইয়াছেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সূর্য্যবংশকীর্ত্তননামক
ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সোমবংশ কীর্ত্তন।

অগ্নি কহিলেন, পঠিত হইলে যাহা পাপবিনাশ করে; সেই সোমবংশের বিবরণ বর্ণন করিব।

বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে অজযোনি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মারপুত্র, অত্রি, সোম, অত্রি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে ত্রৈলোক্যমণ্ডল দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। অবভৃথ অর্থাৎ যজ্ঞস্নান সমাপ্ত হইলে বহুতর নরদেবী কামশায়কে অভিতপ্তাঙ্গী ও তাহার রূপদর্শনা কাঙ্ক্ষিনী হইয়া সোমের সেবা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী, নারায়ণে, সিনীবালী কর্দ্দমে, দ্যুতি বিভাবসুকে, পুষ্টি, অব্যয় বিধাতায়, প্রভা, প্রভাকরে, কুহু, হবিষ্মানে, কীর্ত্তি, ভর্ত্তাজয়ন্তে, বসু, মারীচ কশ্যপে, ধৃতি নিজপতি নন্দীকে পরিহার করিয়া তৎকালে সোমকেই ভজনা করিয়াছিলেন। সোমও স্বকীয়া কামিনীর ন্যায় তাঁহাদের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। সেই কামিনী নিকরের ভর্তৃগণ, এইরূপে অপচার প্রাপ্ত হইয়াও শাপ শস্ত্রাদি দ্বারা সোমের কোনও অপকার করিতে পারিলেন না। সোম, তপোবলে সপ্তলোকের অধিনাথত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতি দুর্ণয়ে আহত হইয়া বিনয় হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। সোম বৃহস্পতির অবমাননা করিয়া, তাহার তারা নাম্নী যশস্বিনী ভার্য্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। তদনন্তর, তদুপলক্ষে তারকাময়নামে বিখ্যাত দেবদানব দিগের লোকক্ষয়কর মহা যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। ব্রহ্মা উশনাকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা সমর্পণ করিলেন। সুরগুরু, তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া কহিলেন, শীঘ্রই গর্ভত্যাগ কর। গর্ভত্যক্ত হইবামাত্র কহিল, আমি সোম সম্ভব অর্থাৎ সোম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে সোম হইতে তারা-গর্ভে বুধের উৎপত্তি হয়। বুধের পুত্র পুরূরবাঃ; অপ্সরা উর্ব্বশী স্বর্গভূমি পরিহার করিয়া পুরূরবাকে বরণ করিলেন। নৃপতি পুরূরবা তাঁহার সহিত বিহার ও বিবিধ সুখসম্ভোগে ঊনষষ্টি বৎসর অতিবাহিত করিলেন। প্রথমে তাঁহার গর্ভে এক অগ্নি উৎপন্ন হইলেন, তিনিই ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক। পুরূরবা যোগাভ্যাসে নিয়ত নিরত থাকিয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইলেন। উর্ব্বশী, আয়ুঃ, দৃঢ়ায়ুঃ, অশ্বায়ুঃ, ধনায়ুঃ দৃতিমান্, বসু-

দিবিজাত, শতায়ুঃ এই সকল পুত্রগণকে প্রসব করিলেন। আয়ুর পুত্র নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রজি, দর্ভ, বিপাপ্মা। রজির শত পুত্র উৎপন্ন হইল; তন্মধ্যে পাঁচটী পুত্রই প্রধান। রজির বংশধরগণ রাজেয়নামে বিখ্যাত। রজি সুরগণকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া দেবাসুরসংগ্রামে দৈত্যগণকে নিহত করিয়া বিষ্ণুর নিকট বর প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র, রজির নিকট আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে পুত্রত্ব ও সুতরাং রাজত্ব প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গগামী হইলেন। রজির পুত্রগণ ইন্দ্রের সেই রাজ্য বল পূর্ব্বক হরণ করিল। তদ্দর্শনে সুরগুরু ক্ষুণ্ণমনায়মান হইলেন। তিনি গ্রহশান্তিপ্রভৃতি বিধি দ্বারা রজিতনয়গণে মোহিত করিয়া সেই রাজ্য ইন্দ্রকে পুনঃপ্রদান করিলেন। রজির পুত্র গণ, তদবধি নিজধর্ম্মে অনুগমন করিল।

নহুষের যতি, যযাতি, উত্তম, উদ্ভব, পঞ্চক, শর্য্যাতি ও মেঘপালক এই সপ্ত পুত্র উৎপন্ন হয়। যতি, কুমারকালেই বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া হরিলাভ করিলেন। সেই কালে শুক্রকন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বজা শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির পত্নী হইয়াছিলেন। দেবযানী, যদু ও তুর্ব্বসু এই দুই পুত্র এবং বার্ষপার্ব্বণী শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু এই তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। যযাতির এই পঞ্চপুত্রমধ্যে যদু ও পূরু বংশবর্দ্ধন করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সোমবংশকীর্ত্তননামক চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যদুবংশ কীর্ত্তন।

অগ্নি কহিলেন, যদুর পঞ্চ পুত্র; সহস্রজিৎ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। তাঁহাদের নাম নীলাঞ্জিক, রঘু, ক্রোষ্টু, শতজিৎ ও সহস্রজিৎ। শতজিৎ হইতে হৈহয়, রেণুহয় ও হয় নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্রের সংহন, সংহনের মহিমা, মহিমার ভদ্রসেন পুত্র উৎপন্ন হয়। ভদ্রসেন হইতে দুর্গম, দুর্গম হইতে কনক, কনক হইতে কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, করবীর ও কৃতৌজা এই চারিজন উৎপন্ন হয়। কৃতবীর্য্য হইতে সুপ্রসিদ্ধ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জন্ম লাভ করেন। অর্জ্জুন মহতী তপস্যাবলে সপ্তদ্বীপের মহীশ্বর, সহস্রবাহু ও অরিকর্ত্তৃক রণে অজেয় হইয়াছিলেন। অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিলে বিষ্ণুহস্তে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। সেইরূপেই তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন দশ সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজ্যে কোনও দ্রব্য হারাইলে অর্জ্জুনের নামস্মরণে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথবা প্রতিদিন তাহাকে স্মরণ করিলে রাজ্যস্থ কোনও দ্রব্য হারায় না। মহীমণ্ডলে কোনও ভূপাল, কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপস্যা, কি বিক্রম, কি বিদ্যা, কি বেদ কোন বিষয়ে অর্জ্জুনের তুল্য হইতে পারিবেন না। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র এক শত, তন্মধ্যে পঞ্চজন উৎকৃষ্ট ও প্রধান; সূরসেন, সূর, ধৃষ্টোক্ত কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ। জয়ধ্বজ অবন্তীনগরের মহামহাপতি ছিলেন। জয়ধ্বজ হইতে তালজঙ্ঘ, তালজঙ্ঘ হইতে সুতগণ জন্মগ্রহণ করেন। হৈহয়দিগের কুল পাঁচটী—যথা ভোজকুল, অবন্তীকুল, বীতিহোত্রকুল, স্বয়ংজাতকুল ও শৌণ্ডিকেয়কুল। বীতিহোত্র হইতে অনন্ত, অনন্ত হইতে দুর্জ্জয় উৎপন্ন হইয়া রাজত্ব লাভ করেন।

যে ক্রোষ্টুবংশে স্বয়ং হরি জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ক্রোষ্টু হইতে বৃজিনীবান্ জন্মলাভ করেন; বৃজিনীবানের পুত্র স্বাহা; স্বাহাপুত্র রুষদগু; চিত্ররথ তাহার তনয়। চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু; তিনি নারায়ণে নিরত থাকিয়া রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শশবিন্দুর প্রভূতধন, ভূরিতেজাঃ, ধীমান্, রূপবান্ অযুত পুত্র উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে পৃথুশ্রবাই প্রধান। পৃথুশ্রবার পুত্র সুযজ্ঞ, সুযজ্ঞের পুত্র উশনা, তিতিক্ষু উশনের পুত্র, তিতিক্ষুতনয় মরুত্ত, মরুত্তের পুত্র কম্বলবর্হিঃ; তাঁহা হইতে পঞ্চাশৎ রুক্মকবচ,তাঁহা হইতেই রুক্মেষু,পৃথুরুক্মক হবির্জ্যামঘ, পাপঘ্ন, জ্যামঘ; জ্যামঘ অত্যন্ত স্ত্রৈণ হইলেন। জ্যামঘ হইতে সেব্যাগর্ভে বিদর্ভ, বিদর্ভের পুত্র কৌশিক, লোমপাদ, ক্রথ; তন্মধ্যে লোমপাদ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। লোমপাদের পুত্র কৃতি, কৌশিকের পুত্র চিদি, তাঁহা হইতে চৈদ্য নৃপতিগণ উৎপন্ন হন। ক্রথ হইতে বিদর্ভনামক পুত্রগণ ও কুন্তিনামে পুত্র উৎপন্ন হয। কুন্তি হইতে ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র নিধৃতি, নিধৃতির পুত্র উদক ও বিদূরথ। দশার্হের পুত্র ব্যোম, ব্যোম হইতে জীমূত। বিকল জীমূতের পুত্র, তৎপুত্র ভীমরথ, ভীমরথ হইতে নবরথ; নবরথ হইতে দৃঢ়রথ, তৎপুত্র শকুন্তি, শকুন্তির পুত্র করম্ভ, করম্ভ হইতে দেবলাত, তাঁহার পুত্র দেবক্ষেত্র, দেবক্ষেত্রের পুত্র মধু, মধু হইতে দ্রবরস জন্মগ্রহণ করেন। দ্রবরসের পুত্র পুরুহুত, তাঁহার পুত্র জন্তু; এই জন্তু গুণবান্ ও যাদবগণের রাজা; জন্তুর পুত্র সাত্বত, সাত্বত হইতে ভজমান, বৃষ্ণি অন্ধক ও দেবাবৃধ এই চারিজন উৎপন্ন হন; এই চারিজনের বংশ অত্যন্ত বিস্তৃত ও বিখ্যাত। ভজমানের পুত্র বাহ্য, বৃষ্ণি, কৃমি ও নিমি। দেবাবৃধ হইতে বভ্রু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বিষয়ে মহীতলে শ্লোক সংগীত হয়। যথা—

"দূর হৈতে গুণ যথা করিনু শ্রবণ।
নিকটে দেখিনু তাহা যথার্থ বচন॥
মানবগণের শ্রেষ্ঠ বভ্রু মহাশয়।
দেবাবৃধ দেবসম নাহিক সংশয়॥"

কুহুর, ভজমান,শিনি,কম্বলবর্হিষ,এই চারি জন বভ্রুর পুত্র; তাঁহারা নিয়তই বাসুদেবের অনুগত। কুহুরের পুত্র ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর তনয় ধৃতি, ধৃতির পুত্র কপোতরোমা, তাঁহার পুত্র তিত্তিরি; তিত্তিরি পুত্র নর, তাঁহার পুত্র চন্দনদুন্দুভি, তৎপুত্র পুনর্ব্বসু, তাঁহার পুত্র আহুকীসুত আহুক, আহুকের পুত্র দেবক; উগ্রসেন, দেববান্, উপদেব এই তিনজন দেবকের পুত্র। উগ্রসেনাদির ভগিনী সপ্তজন; এই সপ্তরমণীই বসুদেবের পত্নী হইয়া, দেবকী, শ্রুতদেবী, মিত্রদেবী, যশোধরা শ্রীদেবী, সত্যদেবা, সুরাপীনামে বিখ্যাত হইয়াছেন উগ্রসেনের পুত্র নয়জন, কংস,তৎসোদরেরাই পূর্ব্বজ, ন্যগ্রধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, সুতনু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টি; ইহারা মহীপাল-ছিলেন। ভজমানের পুত্র, রথমুখ্য ও বিদূরথ। রাজাধিদেব ও শূর বিদূরথের সুতদ্বয়। রাজাধিদেবের দুইপুত্র শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। শোণাশ্বের, শমী ও শত্রুজিতাদি পঞ্চপুত্র; শমীরপুত্র, প্রতিক্ষেত্র, প্রতিক্ষেত্রের পুত্র ভোজ. ভোজের পুত্র হৃদিক, হৃদিকের কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা দেবার্হ ও ভীষণাদি দশপুত্র উৎপন্নহয়। দেবার্হ হইতে কম্বলবর্হি, তাঁহারপুত্র অসমৌজাঃ, অসমৌজার সুদংষ্ট্র. সুবাস ও ধৃষ্ট এই তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। ধৃষ্টের গান্ধারী ও মাদ্রীনামে দুই পত্নী; গান্ধারী-গর্ভে সুমিত্র, ও মাদ্রীগর্ভে যুধাজিৎ জন্মগ্রহণ

করেন। ধৃষ্টের অনমিত্র শিনি,ও দেবমীঢ়ুষ নামে আর তিনপুত্র উৎপন্নহয়। অনমিত্রের পুত্র নিম্ন, নিম্নের পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিৎ। প্রসেন, সূর্য্যের আরাধনা করিয়া স্যমন্তকনামে মণিপ্রাপ্তহন। ঐ মণিসহ অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহ-কর্ত্তৃক নিহতহন। সিংহ ঐ মণি গ্রহণকরে। জাম্ববান্ সিংহকে নিহত করিয়া ঐ মণিগ্রহণ করিল। হরি, জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিলেন অনন্তর ঐ মণি ও জাম্ববতীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া দ্বারকাপুরী প্রত্যাগমনানন্তর সত্রাজিতকে ঐ মণিপ্রদান করিলেন। শতধন্বা, সত্রাজিতকে বিনাশ করিয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক, কীর্ত্তিমানকৃষ্ণ, শতধন্বাকে হনন করিয়া মণিগ্রহণ পূর্ব্বক, বলদেবাদি যাদব মুখ্যগণের সন্নিধানে অক্রূরকে মণি সমর্পণ করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণের মিথ্যাকলঙ্ক প্রক্ষালিত হইল। যে মানব, কৃষ্ণের এই মণি আহরণ বৃত্তান্ত অবহিত হইয়া পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি স্বর্গগামীহন,সন্দেহ নাই। সত্রাজিত হইতে ভঙ্গকার নামেপুত্র ও সত্যভামানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হয়। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়মহিষী হয়েন। অনমিত্রের পুত্রশিনি, শিনিরপুত্র সত্যক, সত্যক হইতে সাত্যকি, সাত্যকির অপর নাম যুযুধান; যুযুধান হইতে ধুনি; ধুনিরপুত্র যুগন্ধর, সাম্ব ও সুপ্রসিদ্ধ যুধাজিত; ঋষভ ও ক্ষেমক যুধাজিতের দুই পুত্র। ঋষভের পুত্র স্বফল্ক,স্বফল্কের পুত্র অক্রূর, অক্রূরের পুত্র সুধন্বা। শূরহইতে বসুদেবাদি পুত্র উৎপন্ন হয। কুন্তী বা পৃথা শূরসেনের-কন্যা, তিনি পাণ্ডুর প্রিয়া হইয়াছিলেন। কুন্তীর গর্ভে যথাক্রমে ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে বৃকোদর, ইন্দ্র হইতে ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর মাদ্রীনাম্নী পত্নীর গর্ভে অশ্বিনী-কুমার যুগলের ঔরসে নকুল সহদেব উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চজনই ক্ষেত্রজত্ব হেতু পাণ্ডুরাজের পুত্র। বসুদেব হইতে রোহিণীর গর্ভে বলরাম, সারণ ও দুর্গম এইতিন পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ বসুদেবের ঔরসে দেবকীরগর্ভে প্রথমে সুসেন কীর্ত্তিমান্, ভদ্রসেন,জারুখ্য বিষ্ণুদাস,ভদ্রদেহ এই ছয়জন জন্ম গ্রহণ করিলে,কংস এই ষড়গর্ভ হনন করিল। তৎ-পরে বলরাম, কৃষ্ণ ও ভদ্রভাষিনী সুভদ্রা জন্ম-গ্রহণ করিলেন। জাম্ববতীর জঠরে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে চারুদেষ্ণ ও শাম্বাদি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যদুবংশ কীর্ত্তন নামক
পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

দ্বাদশসংগ্রাম।

অগ্নিকহিলেন, কশ্যপঋষি বসুদেব হইয়া, এবং যোষিদ্‌বরা অদিতি দেবকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের ঔরসে দেবকী গর্ভে, ধর্ম্মের সংরক্ষণ, অধর্ম্মের নিরাকরণ, দেবতাদির পালন ও দৈত্যাদির নির্ম্মথন করিবার নিমিত্ত, তপশ্চরণ সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নগ্নজিতী ইহারা শ্রীহরির প্রেয়সী ছিলেন। সত্যভামা শ্রীহরিরসেব্যা ও দয়িতা পত্নী। গান্ধারী, লক্ষণ মিত্রবিন্দা,কালিন্দী, দেবী জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কৌশল্যা, বিজয়া জয়া ইত্যাদি ষোড়শসহস্র দেবী শ্রীকৃষ্ণের রমণী ছিলেন। প্রদ্যুম্নাদি পুত্রগণ রুক্মিণীরগর্ভে, ভীমাদি পুত্রগণ সত্যভামার জঠরে, শাম্বাদি তনয়গণ জাম্ববতীর উদরে উৎপন্ন হয়। অশাতি

সহস্র যাদবগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতছিল। প্রদ্যুম্নের বৈদর্ভীনাম্নী পত্নীগর্ভে সমরপ্রিয় অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়। বজ্রাদিমহাবলগণ বহুযাদব গণ অনিরুদ্ধের পুত্র। তিন কোটি যাদবের ষষ্টিলক্ষ যাদবসেনা ছিল। মনুষ্যলোকে যে যে ব্যক্তি বাধক হইত, সেইহরি, তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত ছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ, কর্ম্মের সুব্যবস্থা সাধনের নিমিত্ত, মনুষ্য হইয়া অবনিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ধনের নিমিত্ত, দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে দ্বাদশ সংগ্রাম সংঘটিত হয়। প্রথম নারসিংহরণ, দ্বিতীয় বামনরণ, তৃতীয় বারাহসংগ্রাম, চতুর্থ অমৃতমন্থন, পঞ্চম তারকাময় সংগ্রাম, ষষ্ঠ আজীবক রণ সপ্তম ত্রিপুরঘাতনরণ, অষ্টম অন্ধকবধ, নবম বৃত্রসংহার, দশম জিত, একাদশ হালাহাল, দ্বাদশ ঘোর কোলাহলরণ। পুরাকালে দেবপালক নারসিংহ হিরণ্যকশিপুর উরঃস্থল খর নখর দ্বারা বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রাজা করিয়াছিলেন, ইহাই নারসিংহরণ নামে কথিত হয়। কশ্যপ তনয় অদিতির গর্ভসম্ভূত বামন, দেবাসুরদ্বন্দ্বে অভ্যুত্থিত বলিরাজকে ছলনা করিয়া দেবরাজকে ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাই বামনরণনামক দ্বিতীয় সংগ্রাম। বারাহমূর্ত্তি ভগবান্ হিরণ্যাক্ষকে হনন করিয়া দেবদেবগণকর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া পাতালতলনিমগ্না ধরীত্রির উদ্ধার করিয়া দেবতাগণকে পালন করিয়াছিলেন, তাহাই বারাহনামক তৃতীয় সংগ্রাম। মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুদেবকে নেত্ররজ্জু (১) করিয়া সুরাসুর দ্বারা সমুদ্র সম্মন্থনপুরঃসর দেবতাগণকে অমৃত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই অমৃতমন্থননামক চতুর্থ সংগ্রাম। পুরাকালে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ তারকময়সংগ্রামে ইন্দ্র-বৃহস্পতি দেব দানবকে নিবারিত করিয়াছিলেন, তাহাই তারকাময় নামে পঞ্চমসংগ্রামসুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে; বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অত্রি ও শুক্রাচার্য্য রণস্থলে রাগদ্বেষাদি দানবগণকে নিবারিত করিয়া সুরগণকে পালন করিয়া ছিলেন, তাহাই আজীবক নামক ষষ্ঠসংগ্রাম। পৃথীস্বরূপ রথে ব্রহ্মা সারথি হইলে মহাদেবের আশ্রয়ভূত হরি ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া দৈত্য বিনাশপূর্ব্বক দেবতাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাই ত্রিপুরঘাতননামক সপ্তম সংগ্রাম। অন্ধকাসুর রুদ্রদেবকে নিপীড়িত করিয়া গৌরীদেবীকে হরণ করিবার ইচ্ছা করিলে, রেবতীর প্রতি অনুরাগবান্ ভগবান্ হরি অন্ধকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন; তাহাই অষ্টম অন্ধকবধ। বৃত্রাসুর দেবতাদিগের সহিত বৈরিতায় প্রবৃত্ত হইলে সেই দেবাসুররণে সলিলের ফেনময় হইয়া দেবঘাতক বৃত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু,দেব ও ধর্ম্মকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহাই বৃত্রসংহারনামক নবম সংগ্রাম। হরি শাল্বাদি দানবগণকে ও পরশুরাম দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিয়াছিলেন,তাহাই দশম সংগ্রাম। দেবদেব মধুসূদন হালাহালনামক বিষরূপী দৈত্যকে মহেশ্বর শরীর হইতে নিরাকৃত করিয়া দেবগণ, রাজগণ, রাজপুত্রগণ, মুনিগণকে পালন করিয়াছিলেন, তাহাই কোলাহল নামক দ্বাদশ সংগ্রাম। যাহা উক্ত হইল ও যাহা উক্ত না হইল, তাহার সহিত ভগবান্ দেবদেব হরির এই অবতার।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দ্বাদশসংগ্রাম নামক ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(১) নেত্ররজ্জু—আকর্ষণ রজ্জু।

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

রাজবংশবর্ণন।

অগ্নি কহিলেন, তুর্ব্বসুর পুত্র বর্গ, তৎপুত্র গোভানু; তাঁহার পুত্র ত্রৈশানি, ত্রৈশানির পুত্র করন্ধম, করন্ধম হইতে মরুত্ত, মরুত্তের পুত্র দুষ্মন্ত, তৎপুত্র বরূথ, বরূথের পুত্র গাণ্ডীর, গাণ্ডীর-তনয় গান্ধার, গান্ধার হইতে গান্ধার, কেরল, চোল, পাণ্ড্য, কোল, এই পঞ্চ জানপদ হয়; এই পঞ্চ-কুলজাত জনগণ মহাবল সম্পন্ন। দ্রুহ্যু হইতে বভ্রুসেতু, বভ্রুসেতু হইতে পুরোবসু, তাঁহা হইতে গান্ধারগণ, গান্ধারগণকর্ত্তৃক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম হইতে ধৃত, ধৃত হইতে বিদুষ, বিদুষ হইতে প্রচেতাঃ জন্মগ্রহণ করেন। প্রচেতার শত পুত্র; তন্মধ্যে আনদ্র, সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেশুক ইহারাই প্রধান। সভানরের পুত্র কালানল, সঞ্জয় কালানলের তনয়। পুরঞ্জয় সৃঞ্জয়ের আত্মজ; পুরঞ্জয় পুত্র জনমেজয়; তৎপুত্র মহাশাল, তাঁহার পুত্র মহামনা, তাঁহার পুত্র উশীনর, উশীনরের ঔরসে মৃগার গর্ভে নৃগ উৎপত্তি লাভ করেন। নৃগ হইতে নারাগর্ভে নর ও কৃমি; কৃমির দশাগর্ভে সুব্রত ও দৃশদ্বতীর উদরে শিবি এই পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। পৃথুদর্ভ, বীরক, কৈকেয় ও ভদ্রক শিবির এই চারি পুত্র; তাঁহাদের নামে চারি কল্যাণকর সুশোভন চারি জনপদ হইয়াছে। তিতিক্ষু উশীনরের পুত্র তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, রুষদ্রথের পুত্র পৈল, পৈল পুত্র সুতপাঃ, সুতপার পুত্র মহাযোগী বলি, বলি হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, সুখ্যক, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, এই সকল পুত্র উৎপন্ন হয়। বলি যোগী ও বলান্বিত ছিলেন অঙ্গ হইতে দধিবাহন, তাঁহার পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ, তাঁহার পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র সত্যরথ, লোমপাদ তাঁহার তনয়; লোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প, চম্প-পুত্র হর্য্যঙ্গ, তাঁহা হইতে ভদ্ররথ, তৎপুত্র বৃহৎ-কর্ম্মা, তাঁহার পুত্র বৃহদ্ভানু, বৃহদাত্মবান্ তাঁহার তনয়; তাঁহার পুত্র জয়দ্রথ, জয়দ্রথ সুত বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে বিশ্বজিৎ, কর্ণ, বিশ্বজিতের অঙ্গজ; কর্ণের পুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুত্র পৃথু-সেন। এই সকল নৃপতিগণ অঙ্গবংশসম্ভূত। এক্ষণে পূরুর বংশ শ্রবণ করুন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রাজবংশ-বর্ণননামক সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পূরুবংশবর্ণন।

অগ্নি কহিলেন, পূরুর পুত্র জনমেজয়, প্রাচীন্বন্ত জনমেজয়ের তনয়। প্রাচীন্বন্তের পুত্র মনস্যু, তাঁহার পুত্র বীতময়, বীতময়ের পুত্র শুন্ধু, শুন্ধুরপুত্র বহুবিধ, বহুবিধের পুত্র সংযাতি, অহোবাদী সংযাতির অঙ্গজ। অহোবাদির পুত্র ভদ্রাশ্ব, ভদ্রাশ্বের পুত্র দশজন যথা ঋচেয়ু, কৃষেয়ু, সন্নতেয়ু, ঘৃতেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু ওক্রচেয়ু ও মতিনার। মতিনারের পুত্র তংসুরোধ, প্রতিরথ ও পুরস্ত। প্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বপুত্র মেধাতিথি তংসুরোধের, দুষ্মন্ত, প্রবীর সুমন্ত ও অনয় এই চারিপুত্র উৎপন্নহয়। দুষ্মন্তের শকুন্তলাগর্ভে, ভরতনামা পুত্রজন্মে, তাঁহারই নামে ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে ভারতকুল প্রথিত হইয়াছে। ভরতের সুতগণ, মাতৃকোপ হেতু নষ্ট হইল। তদনন্তর মরুদ্গণ, বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজকে আনয়ন করিয়া যজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে সংক্রামিত করিলে ঐ ভরদ্বাজ,

বিতথনামে সেইকুলে উৎপন্ন হইলেন। সেই বিতথ, সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্ভ, ও কপিল এই পঞ্চপুত্র এবং মহাত্মা ও সুকেতুনামে অপর দুইপুত্র এবং কৌশিক গৃৎসপতি নামে আরও দুইপুত্র উৎপাদন করেন। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ এবং কাশদীর্ঘতমা ইহাঁরা গৃৎসপতির তনয়-গণ। দীর্ঘতমা হইতে ধন্বন্তরি,তাঁহার পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র হেমরথ, দিবোদাস এই নামে বিখ্যাত; দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন; প্রতর্দ্দন হইতে ভর্গবৎস, ভর্গবৎস হইকে অনর্ক অনর্ক-হইতে ক্ষেমক, ক্ষেমকহইতে বর্ষকেতু, বর্ষকেতুর পুত্র বিভু,বিভুরপুত্র আনর্ত্ত ও সুকুমার,সুকুমারের পুত্র সত্যকেতু ও বৎস, বৎসহইতে ভুর্ম উৎপন্ন হয়।

সুহোত্রের পুত্র বৃহৎ, বৃহতের অজমীঢ় দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিনপুত্র উৎপন্ন হয়,কেশিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের জহ্নুনামে প্রতাপবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জহ্নুরপুত্র অজবাশ্ব,বলাকাশ্ব অজকাশ্বের পুত্র বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক, কুশিক হইতে গাধি ও ইন্দ্র উৎপন্ন হয়,গাধির কন্যা সত্যবতী এবং পুত্র বর বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও কতিমুখাদি বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ। অজমীঢ় হইতে শুন, সেফ ও অষ্টকনামে অন্য তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করে। নালিনীর গর্ভে শান্তিনামে অজমীঢ়ের অপরএক পুত্র উৎপন্ন হয়, শান্তির পুত্র পুরজাতি, পুরুজাতির পুত্র বাহ্যাশ্ব বাহ্যাশ্ব হইতে মুকুল,সঞ্জয়, বৃহদিযু ও ক্রমিলনামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইহারা সকলেই রাজা এবং পৃথিবীতলে পাঞ্চালনামে প্রথিত হইয়া-ছিলেন। মুকুলের মৌকুল্যগণ নামক কতকগুলি ক্ষেত্রজ দ্বিজপুত্র উৎপন্নহয়। মুকুল হইতে চঞ্চশ্ব তাঁহা হইতে দিবোদাস ও অহল্যা এই মনুষ্য মিথুন জন্মগ্রহণ করেন। অহল্যার গর্ভে শরদ্বন্তের শতানন্দ, শতানন্দ হইতে সত্যধৃতি; সত্যধৃতি হইতে কৃপ ও কৃপী এই মানবমিথুন উৎপন্ন হয়। দিবোদাসের পুত্র মৈত্রেয়, মৈত্রেয় পুত্র সোমক, সোমক হইতে জন্তু, জন্তুপুত্র পৃষত; পৃষত হইতে দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধৃষ্টকেতু। অজমীঢ় হইতে ধুমিনীগর্ভে ঋক্ষ, ঋক্ষপুত্র সম্বরণ, সম্বরণের পুত্র কুরু, এইকুরু প্রয়াগ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কুরুক্ষেত্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কুরুরপুত্র সুধন্বা, সুধান্বার পুত্র সুহোত্র চ্যবন সুহোত্রের তনয়; গিরিকা নাম্নীরাজ্ঞী বশিষ্ঠের দুইবার পরিচর্যা করিয়া বৃহদ্রথ, কুশ, বীর, যদু, প্রত্যগ্রহ, বল ও মৎসকালী নামে এই সপ্তপুত্র প্রাপ্তহন। বৃহদ্রথ নৃপতির কুশাগ্র নামে পুত্র জন্মে; কুশাগ্র হইতে বৃষভ, বৃষভের পুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র সুধন্বা তৎপুত্র ঊর্জ্জ, ঊর্জ্জের পুত্র সম্ভব, সম্ভবের পুত্র জরাসন্ধ; জরাসন্ধ হইতে সহদেব, সহদেব হইতে উদাপি, উদাপি হইতে শ্রুতকর্ম্মা। পরিক্ষিতের দায়াদ জনমেজয় ধর্ম্মনিরতছিলেন। জনমেজয়ের পুত্র ত্রসদস্যু। জহ্নুর পুত্র সুরথ শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। জনমেজয়ের দুই পুত্র সুরথ ও মহিমান্। সুরথ হইতে বিদূরথ ও ঋক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। এই দ্বিতীয় ঋক্ষের ভীমসেন নামে পুত্র, তাঁহার পুত্র প্রতীপ,প্রতীপ হইতে শান্তনু, শান্তনু হইতে দেবাপি, বাহ্লিক ও সোমদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। বাহ্লিকের পুত্র সোমদত্ত, ভূরি,ভূরিশ্রবা ও শল। গঙ্গাগর্ভে শান্তনুর ভীষ্মনামক পুত্র ও কালীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্য উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন।

পাণ্ডুনৃপতির কুন্তীরগর্ভে দেবত্রয়ের ঔরসে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, এই তিনপুত্র এবং মাদ্রীনাম্নী পত্নীরগর্ভে আশ্বিন যুগলের ঔরসে নকুল ও সহদেব এই পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। অর্জ্জুনের সুভদ্রাগর্ভে অভিমন্যু, অভিমন্যু হইতে পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের প্রেয়সী-ছিলেন, তাঁহারগর্ভে যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেন হইতে সুতসোম ও ধনঞ্জয় হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা ও নকুল হইতে শতানীক এই সকলপুত্র উৎপন্নহয়। ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বাগর্ভে ঘটোৎকচ নামে অন্যপুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সকল অতীত ও ভবিষ্য রাজগণের সংখ্যা নাই। কালবশে ঐ সকল নৃপতিগণ গত-হইয়াছেন। হে দ্বিজ। কাল হরির স্বরূপ, কাল সকলই প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব কালের উদ্দেশে অনলে হোম করিয়া পূজা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পুরুবংশকীর্ত্তননামক অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ঊননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সিদ্ধৌষধ।

অগ্নি কহিলেন, দেবধন্বন্তরি শুশ্রুতকে যাহা কহিয়াছিলেন, সেই আয়ুর্ব্বেদ সারভূত মৃতসঞ্জীবনীকর বর্ণন করিব।

শুশ্রুত কহিলেন, নর অশ্ব গজগণের রোগবিমর্দ্দন, আয়ুর্ব্বেদ, সিদ্ধযোগ সকল ও সিদ্ধমন্ত্র সকল এবং মৃতসঞ্জীবনীকর এই সমস্তই বর্ণন করুন।

ধন্বন্তরি কহিলেন, নিপুণতম ভিষক্‌গণ, জ্বর রোগগ্রস্তব্যক্তির বলরক্ষা করিয়া উপোষিত রাখিয়া শুণ্ঠীর সহিত লাজমণ্ড ভোজন করাইবেন, ছয় দিন গত হইলে মুস্তপর্পট, উশীর, চন্দন ও উদীচ্যনাগরের সহিত, তৃষ্ণা জ্বরান্তকর তিক্তকস্থতজল পান করাইবেন। তপ্তদোষ স্নিগ্ধ করিয়া তদনন্তর তাহার বিরেচন করাইবেন। পুরাতন ষষ্টিক, নীবার, রক্তশালি, প্রমোদক ও তদ্বিধদ্রব্য সকল জ্বরেই উপকারক। আর যবের বিকার, মুদ্গ, মসূর, চণক, কুলত্থ, কুষ্ঠক, আটকী, নারকাদি দ্রব্য, কর্কোটক, কটোল্লক, সফল পটোল, নিম্ব, পর্পট, দাড়িম ইহারা জ্বরে উপকারক। রক্তপিত্ত অধোগামী হইলে বমন, ঊর্দ্ধগ হইলে বিরেচন এবং শুণ্ঠিবর্জ্জিত ষড়ঙ্গপান প্রশস্ত হয়। অতীসাররোগে শক্তু, গোধূম, লাজ, যব, শালি, মসূরক, সকুষ্ঠ চণক, মুদ্গ এইসকল ভক্ষনীয়। ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা সুপক্ক গোধূম হিতকর ক্ষৌদ্র(১) বৃষরস (২) ও মধু এই রোগে প্রশস্ত এবং পুরাতন শালি ভক্ষণ হিতকর হয়। লোধ্রবল্কল সংযুক্ত অনতিপক্ক অন্নমারুতগুল্মরোগে পরিবর্জ্জন করিবে। এইরোগে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে। উদরীরোগে দুগ্ধ সহিত বাট্য ও ঘৃতপক্ক বাস্তুক-শাক ভোজন করাইবে; গোধূম, শালী ও তিক্তদ্রব্য উদরিদিগের হিতকর হয়। গোধূম, শালিমাত্র, মুদ্গ, ব্রহ্মার্ক খদির, অভয়া, পঞ্চকোল, জাঙ্গল নিম্ব ও ধাত্রী ও পটোল, মাতুলঙ্গ, রসা, জাতি শুকিমূলক, সৈন্ধব এই সকল কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তগণের হিতকর, খদিরাদকপানেও বিশেষ উপকারপ্রাপ্ত হয়। মেহরোগিগণ মসূর ও মুদ্গ পেয়ার্থে ব্যবহার করিবে; পুরাতন শাল্যন্নভোজন মেহির হিত

(১) ক্ষুদ্র মক্ষিকা বিশেষ কৃত পিঙ্গলবর্ণ মধু। মাক্ষিকা কপিলা সূক্ষ্মা ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎ কৃতং মধু। মুনিভিঃ ক্ষৌদ্র মিত্যুক্তং তদ্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ। ইতি ভাব প্রকাশঃ।
(২) গোরোচনা।

কর হয়। নিম্ব ও পর্পটশাক সহিত জাঙ্গলের রস, বিড়ঙ্গ, মরিচ, মুস্ত, কুষ্ঠ, লোধ্র, সুবর্চ্চিকা মনঃশিলা, বালেয় মূত্রপেষিত, ও কুষ্ঠহা, অপূপ, কুষ্ঠ, কুল্মাষ ও যবাদি মেহরোগে বিনাশকর হয়। রাজযক্ষ্মারোগগ্রস্তগণের ভোজন বিষয়ে যবান্ন বিকার, মুদ্গ, কুলত্থ, পুরাতনশালি, তিক্তরুক্ষ শাকতিক্তহরিত, তৈল, শিগ্রুক, বিভীক, ইঙ্গুদ, যবগোধূম মিশ্রিত মুদ্গ, একবর্ষস্থিতধান্য, জাঙ্গলরসকৌলত্থরস ও মৌদ্গকরস এই সকল দ্রব্য প্রশস্ত হয়। শ্বাসকাশবিশিষ্ট রোগিগণ শুষ্কমূলক জাঙ্গল যূপ বিস্কির, দধি দাড়িমাদি সহিত পরিপক্ব সিদ্ধ; মাতুলঙ্গরস ক্ষৌদ্র দ্রাক্ষা ত্রিকুট প্রভৃতিদ্বারা সংস্কৃত যবগোধুম ও শালিঅন্ন, এই সকল দ্রব্য ভোজনে বিশেষ উপকার হয়। শ্বাসকাশ রোগে দশমূলা, রাস্নাও কুলত্থ সহিত পরিপত্র যূপরস ও ক্বাথ পেয়রূপে ব্যবহার কর্ত্তব্য। সোথরোগী শুষ্কমূলক, কৌলত্থ মূলের-রস ও জাঙ্গলরসের সহিত যব গোধূম ও উশীর সহিত পুরাতন শালিঅন্ন, গুড়সহিত পথ্যা অথবা গুড়নাগর ভক্ষণ করিবে। তক্র ও চিত্রক এই উভয়ই গ্রহণীরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। পুরাতন যব, গোধূম শালি জাঙ্গলরস, মুদ্গ, আমলক, খর্জ্জুর, মৃদ্বীক বদর, মধু, সর্পিঃ, দুগ্ধ, শক্র, নিম্ব, পর্পটক, বৃস, তক্রারিষ্ট সকল, এই সমস্তই বাত রোগিগণের পক্ষে নিয়তইহিতকর হয়। হৃদ্রোগিগণের বিরেচন ও হিক্করোগিগণের পিপ্‌পলী হিতকরী হয়। শীতল বারিসংযুক্ত তক্র অবলাল, সিন্ধু ও এবং শুক্ত ও সৌবর্চ্চলাদিমদ্য, মদরোগে প্রদান করিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। ক্ষতরোগে ক্ষৌদ্রও দুগ্ধ সহিত লাক্ষারস পানকরিবে। মাংসরস আহার করিয়া অগ্নিসংরক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষয়রোগ জয়করিবে। অর্শরোগে রক্তশালী অন্ন ও নীবারধান্যাদির অন্নভোজন কর্ত্তব্য। এই রোগে যবান্ন বিকৃতি, মাংস, শাক, সৌবর্চ্চল শঠী, এই সকলদ্রব্য, ও বারিমিশ্রিত তক্র ও মণ্ডভোজন হিতকর। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে চিত্রক ও হরিদ্রার সহিত মুস্তার বারম্বর লেপদিতেহয়। এই রোগে যবান্নবিকৃতি, শালি, সুবর্চ্চল সহিত বাস্তূক, ত্রপুশ (১) শসা ইতিভাষা ইর্ব্বারু (২)গোধূম, ক্ষীর, ইক্ষু এই সকল দ্রব্যভোজনে, ও পানেমণ্ড সুরাদি প্রশস্ত হয়। লাজা, শক্তু, ক্ষৌদ্র, শূন্য, মাংস, পরূষ (৩) বার্ত্তাকু, লাব ও শিখী ও পানক (৪) ইহারা ছর্দ্দি নাশ করে। শালিঅন্ন, কেবল উষ্ণ অথবা শ্রুতজল সহিত দুগ্ধপান করিলে অথবা মুখমধ্যে গুটিকা রাখিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। যবান্ন বিকৃতি, শুষ্কমূলক জাত যূপ, শাক পটোল, বেত্রাগ্র এই সকল দ্রব্যে উরুস্তম্ভ রোগ বিনাশ করে। বিসর্পরোগী মুদ্গ, আঢ়ক মসুর এই সকলের রসের সহিত এবং সতিল জাঙ্গলরসের সহিত ও সৈন্ধবযুক্ত ঘৃতদ্রাক্ষা শুণ্ঠী, আমলক ও কোল হইতে জাত যূষের সহিত পুরাণ গোধূম যব ও শালিঅন্ন বারম্বার ভোজন এবং শর্করাসহিত ক্ষৌদ্র মৃদ্বীক দাড়িম জলপান করিবে। বাতরক্ত বিনাশের নিমিত্ত রক্তযষ্টিক

(১) বর্কটীদল কাঁকুড় ইতি ভাষা।

( ) এস্থলে মূলে বাক এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। বারুর্বিজয় কুঞ্জর ইতি হারাবলী। এস্থলে বিজয়কুঞ্জর এই অর্থ অসম্ভব বোধে ত্রপুর্যর্বাক গোধূমঃ এই পাঠের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

(৩) পরুষফল ইতি বঙ্গভাষা, ফরূসা ফলুহে ইতি হিন্দিভাষা।

(৪) পানিদ্রব্য বিশেষ, যথোক্ত পরিমিত শর্করানিম্বুর সযুক্ত অথবা অন্য অম্লরসযুক্ত পরুষস পানকনামে প্রথিত হয় ইতি পারিরাজেশ্বর শ্লোকানুবাদ।

গোধূম, যব, মুদ্গাদি লঘুবস্তু, কাকমাচী, বেত্রাগ্র বাস্তুক সুবর্চ্চলা এই সকল দ্রব্য জল, শর্করা ও মধু ব্যবহার করিবে। নাশারোগে ঘৃত যোগে পক্বদূর্ব্বা হিতকরীহয়। মূর্দ্ধজন্তুর উদ্ভবে অর্থাৎ উৎকুণাদি উৎপন্ন হইলে অথবা মস্তকজাত সর্ব্বরোগে ভৃঙ্গরাজরসে বা ধাত্রীর রসে সিদ্ধ তৈল নশ্যরূপে ব্যবহার করিলে আরোগ্য হয়। শীতল অন্ন ও পান এবং বিশেষ রূপে তিল ভক্ষণ দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদন ও তুষ্টিসম্পাদন করে। তিল তৈলের গণ্ডূষ গ্রহণ করিলে দন্ত অতিশয় দৃঢ়হয়। কৃমিনাশের নিমিত্ত বিড়ঙ্গচূর্ণ ও গোমূত্র সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। ধাত্রীফল ও ঘৃত দ্বারা উত্তম শিরোলেপন হয়। শিরোরোগ বিনাশের নিমিত্ত স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিবে। তৈল বা বস্ত্র সূত্রদ্বারা উত্তম কর্ণপূরণ হয়। কর্ণশূল বিনাশের নিমিত্ত সর্ব্বিশুক্ত ব্যবহার কর্ত্তব্য। গিরিমৃত্তিকা চন্দন লাক্ষা মালতী কলিকার সংযোগে বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে ক্ষতশুক্র রোগ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলার সহিত ত্রিকটু, তুচ্ছক, জল ও রসাঞ্জন সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। ঘৃতভর্জ্জিত ও শিলাপিষ্ট, লোধ্রকাঞ্জিক ও সৈন্ধব সহিত, জলক্ষরণাদি বিনাশের নিমিত্ত সর্ব্বনেত্ররোগে হিতকর হয়। বহির্নেত্রে গিরিমৃত্তিকা ও চন্দনলেপন প্রশস্ত হয়। নেত্ররোগ বিনাশের নিমিত্ত নিয়ত ত্রিফলা যোগ করিবে। জিজীবিষু ব্যক্তি (১) রাত্রিকালে মধু ও সর্পিভক্ষণ দ্বারা দীর্ঘায়ু হইতেপারে। শতাবরীর রসে সিদ্ধ করিয়া ক্ষীর ও ঘৃত ভোজন করিলে বৃষ্য অর্থাৎ শুক্রবৃদ্ধিকর হয়। কলম্বী, মাষ, ক্ষীর ও ঘৃত এই সকলদ্রব্য ও বৃষ্য। পূর্ব্ববৎ মধুকযোগে ভক্ষণ করিলে ত্রিফলা আয়ুষ্য অর্থাৎ আয়ুর্বৃদ্ধিকরী হয়। মধুকাদি রসের সহিত ব্যবহার করিলে ঐ ত্রিফলা বলীপলিতবিনাশিনী হয় (১) হে বিপ্র! বচার সহিত সিদ্ধঘৃত ভূতদোষ বিনাশ করে এবং কণ্ঠস্বর ও বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধিকর এবং সর্ব্বার্থের সাধক হয়। বলার কল্ককষায় সিদ্ধ ঐ বচা সিদ্ধঘৃত অভ্যঞ্জনে (গাত্রে বিমর্দ্দন বিষয়ে) হিতকর হয়। বাতবিকারি গণেরপক্ষে রাস্নাদি সহিত সিদ্ধতৈল হিতসাধন করে। অনতিপক্ব অন্নব্রণরোগে প্রশস্তহয়। পাচনপক্ষে শক্তুপিণ্ডী অম্লা প্রশস্ত জানিবে। পক্বব্রণ স্ফোটকাদির বিদারণে ও পক্ব স্ফোটাদির অঙ্কুরোদ্গমন পূর্ব্বক পূরণবিষয়ে নিম্বচূর্ণ বিশেষ উপকারক হয়। শূচী দ্বারা বেধাদিকর্ম্মে বিশেষতঃ বলি কর্ম্মে সূতিকা ও রক্ষা প্রাণিদিগের হিতকারিণী হয়। নিম্বপত্র ভোজন, সর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের ঔষধ৭ তালদল ও নিম্বদল, যবঘৃত ও পুরাতন তৈল কেশবৃদ্ধি ও তদ্বর্ণবৃদ্ধি সাধনকরিয়া থাকে। বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ধূপ ও শিখিপত্র ও ঘৃতসহিত বা অর্কক্ষীর সহিত সংপিষ্ট লোপাবীজ ও পলাশ বীজ হিতকর হয়। অর্কক্ষীর (২) তিলজতৈল, পলল (৩) ও গুড় সমানভাগে পানকরিলে দুর্ব্বার কুক্কুরবিষ শীঘ্রই জয়করা যায়। তণ্ডুলীয়ের মূল ও ত্রিবৃৎমূল (৪) তুল্যভাগে গ্রহণ করিয়া পান করিলে অতি প্রবলতর সর্পকীটাদির বিষ জয় করিতে পারা যায়। চন্দন, পদ্মক, কুষ্ঠ, লতাম্বু, উশীর, পাটল, নির্গুণ্ডী,

(১) বাঁচিতে যে ইচ্ছুক।

(১) বলী—জরাজনিত ত্বচ্ তরঙ্গ—বোঁকড়াচর্ম্ম। পলিত জরা জনিতকেশ শুক্লতা। (২) আকন্দ—আটা। (৩) পোয়াল।

(৪) ত্রিবৃৎ—তেউড়ী ইতিভাষা।

শারিবা ও সেলু এই সকল ঔষধ লূতার বিষ হরণ করে। হে দ্বিজ! স্নেহপানে শিরোবিরেচন গুড়নাগরক প্রশস্ত। বস্তিকর্ম্মে (১) তৈল ও ঘৃত উৎকৃষ্ট বহ্নি উৎকৃষ্টতর স্বেদনীয় বস্তু, বহ্নিতাপ দ্বারাই স্বেদনির্গত করিবে। শীতলবারি স্তম্ভন কার্য্যে প্রশস্ত। রেচন বিষয়ে ত্রিবৃৎ ও বমন বিষের মদন শ্রেষ্ঠতর হয়। বস্তিকর্ম্ম,বিরেক বমন, তৈল, সর্পিঃ ও মধু এইদ্রব্য বাতপিত্ত বলাশ অম্লাদি পরমৌষধ।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সিদ্ধৌষধনামক
উননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সর্ব্বরোগহর ঔষধ।

ধন্বন্তরি কহিলেন, ব্যাধি শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক ও সহজভেদে চারিপ্রকার। জ্বরকুষ্ঠাদি শারীরিক, ক্রোধাদি মানসিক, বিঘাতাদি দ্বারা উদ্ভূত আগন্তুক, ক্ষুধা ও বার্দ্ধক্যাদি সহজব্যাধি।

শারীরব্যাধি ও আগন্তুক ব্যাধি বিনাশের নিমিত্ত রবিবারে ঘৃত, গুড় লবণ, স্বর্ণ ও অপূপ বিপ্রকে সমর্পণ করিবে। সোমবারে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি বিপ্রসাৎ করিলে, সর্ব্ববিধ রোগ হইতে বিমুক্ত হয়। শনিবারে দ্বিজবরকে তৈল দান ও আশ্বিনমাসে গোরসমিশ্রিত অন্নদান করিবে। ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা লিঙ্গস্নান করাইয়া রোগীগণ রোগ হইতে মুক্ত হয়। দূর্ব্বাদল ত্রিমধুবায় (দুগ্ধ, ঘৃত মধু) আপ্লুত করিয়া গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা অনলে হোম করাইবে। যে নক্ষত্রে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, সেই নক্ষত্রে স্নান ও পূজা প্রদান শুভকর। মানসিক রোগাদির বিষ্ণুস্তোত্রই পরম ঔষধ; তদ্দ্বারাই মানসিক সমস্ত রোগই প্রশমিত হয়। বাতপিত্ত কফদোষ সকল ও ধাতু সকল শ্রবণ কর। হে শুশ্রুত! ভুক্ত অন্ন পক্কাশয় হইতে দ্বিবিধ হইয়া গমন করে। তন্মধ্যে এক প্রকার কিট্ট ও অপরপ্রকার রস। কিট্টভাগ মল, সেই মলভাগ হইতে বিষ্ঠা, মূত্র, স্বেদাদি দূষকপদার্থ, নাসামল, কর্ণমল ও দেহমলাদি উৎপন্ন হয়। রসভাগ হইতে রস, ঐ রস পরে শোণিত হয়; এই শোণিত হইতে মাংস ও রক্ত, হইতে মেদঃ,মেদ হইতে অস্থি সকল, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, শুক্র হইতে রাগ, রাগ ওজ তেজঃ উৎপন্ন হয়। দেশ, ব্যাধি, বল, শক্তি, কাল ও স্বভাব ও ঔষধবল অবগত হইয়া চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিবেন। রিক্তা তিথি, মঙ্গলবার ও নিদারুণ উগ্র মন্দ নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া, হরি, গো, দ্বিজ, চন্দ্র, অর্কাদি দেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঔষধ প্রদান আরম্ভ করিবে। মন্ত্র যথা—

ব্রহ্মদক্ষাশ্বি রুদ্রেন্দ্রভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ।
ঋষয়শ্চৌষধিগ্রামা ভূতসংঘাশ্চ পান্তুতে ॥১॥
রসায়ন মিবর্ষীণাং দেবতানামরতো যথা।
সুধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তুতে ॥২॥

মন্ত্রার্থ যথা—ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, ইন্দ্র, ভু, চন্দ্র, অর্ক, অনিল ও অনল, ঋষিগণ, ঔষধি গ্রাম ও ভূত সকল তোমাকে রক্ষা করুন।১।

ঋষিগণের রসায়ন সমান, দেবগণের অমৃতোপম ও উত্তম নাগগণের সুধার ন্যায় এই ঔষধ তোমার রোগ হরণ করিয়া কল্যাণকর হউক।

---

(১) বস্তিকর্ম্ম—পীচকারিদেওয়া।

যে দেশে বহুতর বৃক্ষ বিদ্যমান আছে সেই দেশ বাত শ্লেষ্মাত্মক; যাহাতে বহুতর উদক, সেই দেশকে অনূপ। জল বর্জ্জিত দেশকে জাঙ্গল কহে। কিঞ্চিৎ বৃক্ষ ও উদকবিশিষ্ট দেশ সাধারণদেশ নামে কথিত হয়। জাঙ্গল দেশ পিত্ত বহুল, সাধারণ দেশ মধ্যম। রুক্ষ শীতল, চঞ্চল বায়ু ও উষ্ণপিত্ত এই তিনের নাম ত্রিকটু। স্থিরান স্নিগ্ধ ও মধুর, এই সকল গুন বিশিষ্ট দেশ বলাশ নাম কথিত হয়। এই সকলের সমাংশই বৃদ্ধি ও ইহাদের বিপরীত বিপর্য্যয় বলিয়া কথিত হয়। স্বাদু অম্ল ও লবণগুন বিশিষ্ট শ্লেষ্ম বৃদ্ধিকর ও বায়ু নাশক হয়। কটু তিক্ত কষায়রস বায়ু বৃদ্ধিকর ও শ্লেষ্মনাশক হয়। কটু অম্ল ও লবণরস পিত্ত বর্দ্ধক ও তিক্তস্বাদু কষায় রস পিত্ত নাশক হয়। রসের এই সকল গুন নাই, বিপাকের এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে। উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্যসকল কফবায়ু বিনাশক ও শীত পিত্ত বিনাশক হয়। হে শুশ্রুন। সেই সকল দ্রব্য স্বীয় প্রভাবানুসারে সংগ্রহ করিয়া থাকে। শিশির বসন্ত ও নিদাঘকালে ক্রমানুসারে কফের সঞ্চয় প্রকোপ ও উপশম হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষাব রাত্রি ও শরৎকালে বায়ুর সঞ্চয় প্রকোপ ও উপশম হয়। মেঘকালে শরৎ ও হেমন্তে যথাক্রমে পিত্তের সঞ্চয় প্রকোপ ও উপশম হইয়া থাকে। বর্ষা শরৎ হেমন্ত এই তিন ঋতুর নাম বিসর্গ, শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতুর নাম আদান। বিসর্গ কাল শীতল এবং আদান কাল আগ্নেয়। সোম বর্ষাদি তিন ঋতুতে পর্য্যায়ক্রমে বিচরণ করিয়া যথাক্রমে অম্ল, লবণ ও মধুর এই তিন রস উৎপাদন করেন। সূর্য্য শিশিরাদি তিন ঋতুতে পর্য্যায়ক্রমে বিচরন করিয়া, যথাক্রমে তিক্ত, কটু ও কষায়রস বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। যামিনী, যাবৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মানবগণের বল ও তাবৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত এবং যে পরিমাণে ক্ষীণ হয় মনুষ্যগণের বলও তাবৎ পরিমাণে হীন হইয়া থাকে। রাত্রির, দিনের, ভোজনকালের ও বয়স কালের, আদি, মধ্য ও অবসান সময়ে যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও সমীরণ প্রকুপ্ত হয়, কোপের আদি কালের নাম চয় বা সঞ্চয়। প্রকোপের পর তাহাদের শান্তি হয়, তাহার নাম শম। হে বিপ্র! অতি ভোজনে ও অভোজনে মলমূত্রাদির বেগ উত্তোলনে ও ধারণে সকল রোগ উৎপন্ন হয়। কুক্ষির দুই অংশ অন্ন দ্বারা এক অংশ, পান দ্বারা পূর্ণ করিয়া এক অংশ পবনাদির গমনাগমন ও অবস্থানের নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিয়া দিবে। ব্যাধির নিদান নির্ণয় ও ব্যাধির বিপরীত ঔষধ প্রদান কর্ত্তব্য, এই বাক্য তোমার নিকট সার রূপে উক্তি করিলাম। দেহমধ্যে নাভির ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ এবং গুদ (১) ও শ্রোণীদেশ (২) বলাশ ও বাতের স্থান বলিয়া কথিত হয়। তথাপি ইহারা বিশেষতঃ বায়ু দেহের সর্ব্বত্রগামী হয়। দেহের মধ্যভাগে হৃদয়, তাহাই মনের স্থান বলিয়া কথিত হয়। বাতপ্রকৃতিক নর, কৃশ, অল্পকেশ, চপল, বহুবাক্, বিষমাগ্নিক ও স্বপ্নে ব্যোমগামী হয়। পিত্তপ্রকৃতিক মানব, অকালপলিত অর্থাৎ অকালে পক্ককেশ, ক্রোধী, প্রস্বেদী, মধুরপ্রিয় ও স্বপ্নে দীপ্তিমদ্‌বস্তু দর্শন করে। কফপ্রকৃতিক মনুষ্য সুবৃত্তাঙ্গ, স্থিরচিত্ত, সুপ্রভ ও স্নিগ্ধমূর্দ্ধজ ও স্বপ্নে শুদ্ধ জলদর্শী হয়। হে মুনিপ্রবর! বাতপিত্ত-কফাত্মক মনুষ্যগণ যথাক্রমে তামস, রাজস ও

(১) গুদ—পায়ু.পোদ। (২) শ্রোণী.দশ—নিতম্ব।

সাত্ত্বিক হইয়া থাকে। হে দ্বিজবর্য্য। অধিক ব্যবায় অযথার্থ মৈথুন করিলে এবং গুরুতর কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইলে রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হয়। কদন্নভোজন এবং শোক হেতু বায়ু কুপিত হয়। বিদাহ, ঔদ্ধত্য, উষ্ণান্নভোজন ও অধ্ব সেবা ও ভয় এই সকল কারণে দেহমধ্যে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। অধিক জলপান, গুরু অন্নভোজন, ভোজনান্তর শয়ন ও আলস্য এই সকল কারণে শ্লেষ্মা প্রকোপ হয়। লক্ষণদ্বারা বাতাদিজাত রোগ অবগত হইয়া তৎপরে শাম্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অস্থিভঙ্গ (১) মুখে কষায়ত্ব ও মুখশুষ্কতা জৃম্ভণ, লোমহর্ষণ এই সকল বাতজনিত ব্যাধির লক্ষণ। নখনেত্র ও শিরাসকল পীতবর্ণ ও মুখে কটুতা জন্মিলে এবং তৃষ্ণাদাহ ও উষ্ণতা উৎপন্ন হইলে সেই ব্যাধি পিত্তজনিত বলিয়া অবধারণ করিবে। আলস্য প্রসেক, গুরুতা ও মধুরাস্যতা ও উষ্ণতায় অভিলাষ এই সকল কফব্যাধির লক্ষণ। স্নিগ্ধ ও উষ্ণান্নভোজন, অভ্যঙ্গ (২) ও তৈলপানাদি বায়ুনাশক হয়। ঘৃত, দুগ্ধ, শর্করাদি ও চন্দ্ররবি-কিরণাদি পিত্তনাশক এবং ক্ষৌদ্র সহিত ত্রিফলা তৈল ও ব্যায়মাদি কফঘ্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার রোগ শান্তির নিমিত্ত বিষ্ণুর ধ্যান ও পূজা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সর্ব্বরোগঘ্ন-নামক নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

রসাদি লক্ষণ।

ধন্বন্তরি কহিলেন,এক্ষণে রসাদি লক্ষণ ভেষজ-সকলের গুণ শ্রবণ কর। রসজ্ঞ ও বীর্য্যজ্ঞ ও বিপাকজ্ঞ ব্যক্তি নরপতি প্রভৃতি মানবগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অম্ল ও লবণ রস সোম হইতে জাত; কটু, তিক্ত ও কষায় রস অগ্নি সম্ভূত। দ্রব্যের বিপাক কটু অম্ল ও লবণভেদে তিনপ্রকার। বীর্য্য দ্বিবিধ; শীত ও উষ্ণ। হে দ্বিজোত্তম! ঔষধের রস মধুর, কষায়, তিক্ত; ইহাদের প্রভাব অনির্দ্দেশ্য। কতক দ্রব্য শীতবীর্য্য ও অবশিষ্ট উষ্ণবীর্য্য,তাহাতে গুড়চী তিক্তরসা হইলেও অত্যুৎকট বীর্য্যপ্রভাবে উষ্ণা, কষায়া ও পথ্যকারী হয়। মাংস মধুর হইলেও মিস্ট। লবণ মধুর ও পরিপাককারী হইয়াও মধুর এবং অম্লোষ্ণ। অবশিষ্ট সকলই কটুবিপাকী। বীর্য্যপাকের বিপর্য্যয় ঘটিলে, তথায় প্রভাব দ্বারা ঐ রূপ ঘটিয়াছে নিশ্চয় করিবে। মধুর পক্ব হইলে কটু হয়। যাহা ক্ষৌদ্র নামে কীর্ত্তিত হয়, তাহা ষোড়শগুণ ক্কাথিত করিবে এবং দ্রব্য হইতে চতুর্গুণ পান করিবে। যেস্থলে কষায়ের কোন বিধিই উক্ত হয় নাই, তথায় কষায়ের এইরূপ কল্পনা। সেই পাকে চতুর্গুণ কষায় জল হয়। তুল্য দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দ্রব্য ও স্নেহ নিক্ষেপ করিবে। দ্রব্যের পরিমাণ যত, স্নেহ তাহার পাদাংশ (সিকিভাগ) নিক্ষেপ করিবে। জলবর্জ্জিত যে দ্রব্য, তাহাই স্নেহদ্রব্য জানিবে। স্নেহের পাকে ঔষধ সম্বর্ত্তিত করিবে। লেহ্য বস্তুর অংশও পাক সেই প্রকার। ঔষধ ও ক্কাথ সমান; কষায় ও ঐ রূপ; চূর্ণের প্রমাণ অক্ষ কষায়ের পরিমাণ চতুষ্পল, এই মাত্রামধ্যমা,

(১) অস্থিভঙ্গ—হাড়মড়ানি। (২) অভ্যঙ্গ—তৈলমর্দ্দন।

মাত্রার বিশেষ কল্পনা বা বিধি নাই। শীতল রস প্রায়ই ধাতুবর্দ্ধক হয়। ধাতুসকলের দোষের দ্রব্য সমূহের যে সমগুণ, তাহাই বৃদ্ধির নিমিত্ত জানিবে, বিপরীতে শান্ত হয়। হে মানবশ্রেষ্ঠ! এই দেহে তিন প্রকার উপস্তম্ভ আছে। যথা—আহার, নিদ্রা ও মৈথুন। এই সকলের প্রতি সর্ব্বদা যত্ন হয়। অত্যন্ত অসেবনে ও অত্যন্ত সেবনে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ক্ষীণদেহের পুষ্টি ও স্থৌল্য সাধন এবং স্থূল দেহের কর্ষণ এবং মধ্যবিধ কায়ের রক্ষণ কর্ত্তব্য। দেহভেদে তাহা তিন প্রকার। তর্পণ ও অতর্পণ ভেদে উপক্রম দুইপ্রকার। অশন ত্রিবিধ, হিতাশী, মিতাশী ও জীর্ণাশী। হে মনুজোত্তম! ঔষধি পঞ্চপ্রকার; যথা রস, কল্ক, সৃত, শীত ও বাণ্ট। পীড়ন করিলে যাহা নির্গত হয়, তাহাই রস; আলোড়ন বা বণ্টন হইতে কল্ক; ক্বাথিত অর্থাৎ ক্বাথ বাহির করণ হইতে সৃত ও রাত্রিতে যাহা পর্য্যুষিত হয়, শীত এবং যাহা সদ্যই সৃত ও পূত হয়, তাহাই বাণ্ট বলিয়া কথিত হয়। একশত ষাটি প্রকার চিকিৎসার উপায় যিনি অবগত আছেন, সেই ভীষক অজেয় এবং তিনি বাহুবলেই সমস্ত জয় করিতে পারেন। আহারশুদ্ধি, অগ্নির নিমিত্ত ও অগ্নির মূল এবং বলের কারণ হয়। সিন্ধু ও ত্রিফলার সহিত সুরা, সিন্ধুযুক্ত জাঙ্গলরস, দধি ও পয়ঃকণা বলবৃদ্ধির নিমিত্ত পান করিবে। বাতাধিক নর, কখনও অধিক কখনও বা সমান রস পান করিবে। নিদাঘকালে মর্দ্দন, শিশিরে সম, বসন্তে মধ্যম ও নিদাঘে অধিকতর মর্দ্দন করিবে। প্রথমে ত্বচ মর্দ্দন, তৎপরে অঙ্গমর্দ্দন করিবে। স্নায়ু ও রুধিরপূর্ণ দেহে মাসযুক্ত অস্থিগণই প্রতিভাত হইতেছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্কন্ধদ্বয়, বাহুযুগল ও জানুসহিত জঙ্ঘাদ্বয়, জত্রু ও বক্ষঃস্থল এবং সমস্ত অঙ্গসন্ধি বহুবার নিপীড়িত করিয়া অবিরাম মর্দ্দন করিবে। অঙ্গসন্ধিসকল প্রসারণ করিবে, কিন্তু অক্রম পূর্ব্বক হঠাৎ নিক্ষেপ করিবে না। জীর্ণ না হইলে পরিশ্রম ও ভোজন করিয়াই পান কর্ত্তব্য নয়। দিবসের চারিভাগে প্রহরার্দ্ধের ঊর্দ্ধ কাল ব্যায়াম কর্ত্তব্য নয়। শীতলজলে এক বার স্নান কর্ত্তব্য। উষ্ণবারি শ্রমবিনাশ করে। হৃদয় শ্বাস ধারণ অকর্ত্তব্য ব্যায়ামে কফনাশ ও মর্দ্দনে বাত বিনাশ হয়। স্নান পিত্তাধিক্য বিনাশ করে। স্নানান্তে আতপ প্রিয়তর হয়। ব্যায়ামশীল নরগণ আতপ ক্লেশ সহ্য করিতে সক্ষম হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রসাদিলক্ষণ নামক একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ।

ধন্বন্তরি কহিলেন, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বর্ণন করিব, শ্রবণ কর।

ভবনের উত্তর দিকে প্লক্ষ, পূর্ব্বদিকে বট, দক্ষিণে আম্র, পশ্চিমে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে কল্যাণকর হয়। গৃহের নিকটে দক্ষিণদিকে উৎপন্ন কণ্টকদ্রুম সকলও মঙ্গলদায়ক। গৃহাবাসে উদ্যান প্রস্তুত করাইবে, অথবা পুষ্পিত তিল কাণ্ড সকল বিরাজিত থাকিবে। দ্বিজগণের ও চন্দ্রের পূজা করিয়া বৃক্ষ গ্রহণ বা রোপণ করাইবে। বায়ব্য, হস্ত, প্রাজেশ, বৈষ্ণব ও মূল এই পঞ্চ নক্ষত্র বৃক্ষারোপণে প্রশস্ত। নদীর প্রবাহ সকল উদ্যানে বা ক্ষেত্রে প্রবেশ করাইবে; নদ্যাদির অবর্ত্তমানতায় পুষ্করিণীর প্রবাহ যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ উপায় করাইবে। জলাশয়ের আরম্ভ

বিষয়ে হস্তা, মঘা, আদ্য, পুষ্য, সবাসব, বারুণ ও উত্তরাত্রয় এই সকল নক্ষত্র শুভকর হয়। বরুণ, বিষ্ণু ও মেঘের পূজা করিয়া জলাশয় আরম্ভ করিবে। অরিষ্টাশোক, পুন্নাগ, শিরীষ, প্রিয়ঙ্গু, অশোক, কদলী, জম্বু, বকুল, দাড়িম, এই বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়া গ্রাষ্মে সায়ং ও প্রাতঃকালে, শীত ঋতুতে দিনান্তরে এবং বর্ষাকালে ভূমি শুষ্ক হইলে সেচন করিবে। এক স্থানে বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার বিংশতি হস্ত অন্তরে অন্য বৃক্ষ রোপণ করিলে উত্তম, ষোড়শ হস্ত অন্তরে মধ্যম, দ্বাদশ হস্ত অন্তরে অধম রোপণ হয়। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ সকল ফলহীন হয়। ফল নাশ হইলে প্রথমে অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিয়া পরে বিড়ঙ্গ ঘৃত ও পঙ্ক মাখাইয়া শীতবারি দ্বারা সেচন করিবে এবং কুলথ, মাস, মুদ্গ, যব ও তিলের সহিত ঘৃত ও শীতল সলিল সেক করিলে সর্ব্বদা ফল পুষ্প উৎপন্ন হয়। মেষ ও ছাগের বিষ্ঠাচূর্ণ যবচূর্ণ ও তিল গোমাংস ও জল সপ্তরাত্রি প্রোথিত রাখিয়া বৃক্ষ তলে সেক করিলে সকল বৃক্ষেরই ফল পুষ্প বৃদ্ধি পায়। আমিষ জলসেক করিলে শাখিগণ সম্বর্দ্ধিত হয়। বিড়ঙ্গ ও তণ্ডুলযুক্ত মৎস্য ও মাংস বৃক্ষগণের বৃদ্ধি এবং সমস্ত বৃক্ষগণের নির্ব্বিশেষে রোগমর্দ্দন করিয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদমহাপুরাণে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ নামক দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নানারোগ হারক ঔষধ সকল।

ধন্বন্তরি কহিলেন, সিংহী, শঠি, নিশাযুগ্ম, বৎসক, ও ক্বাথ এই সকল ঔষধ শিশুর স্তন্যদোষজ অতিসারে প্রশস্ত হয়। কৃষ্ণা ও অতিবিশার সহিত চূর্ণিতা শৃঙ্গী লেহন করিবে। এক অতিবিশাই শিশুর কাশ সর্দ্দি জ্বর হরণ করে। বালকগণ, ঘৃতের সহিত কিম্বা দুগ্ধের সহিত অথবা তৈলের সহিত বচ সেবন করিবে আর যষ্টিকা অথবা শঙ্খশৃঙ্গী দুগ্ধের সহিত পান করিলে বালকগণের, বাক্য, রূপসম্পত্তি আয়ুঃমেধা ও শ্রীবর্দ্ধিত হয়। প্রাতঃকালে বচ, অগ্নিশিখা বাসা, শুণ্ঠী, কৃষ্ণা নিশাগদ, যষ্টি সৈন্ধব সহযোগে পান করিলে বালকগণের মেধা বৃদ্ধি হয়। দেবদারু, মহাশিগ্রু, ত্রিফলা, পযোমুচ (মেঘ, উদ্ভিজ্জ বিশেষ) এই সকলের ক্বাথ এবং কৃষ্ণার সহিত মৃদ্বীকা ও কল্ক সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিনাশ করে। ত্রিফলা, ভৃঙ্গ ও বিশ্ব এই সকলের রসে এবং ঘৃত ও মধুতে ও মেষীদুগ্ধে ও গোমূত্রে সিক্ত শিশুভোজ্য দ্রব্য, শিশুগণের রোগে হিতকর। দুর্ব্বারসের নস্য, নাসারক্ত রোগ বিনাশ করে। লশুন, আর্দ্রক ও শিগ্রুর রস কর্ণে পূরিত করিলে কর্ণরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। তৈল, আর্দ্রকজাত ও শূলহা ওষ্ঠরোগ হরণ করে। জাতি পত্র, ফল, ব্যোষ (ত্রিকটু) কবল, মূত্রক ও নিশা এবং দুগ্ধ ক্বাথে ও অভয়াকল্কে সিদ্ধতৈল দন্তরোগের অন্তকর হয়। জিহ্বারোগের শান্তির নিমিত্ত ধান্যাম্বু, নারিকেল, ক্রমুক (সুপারি) ও বিশ্বযুক্, গোমূত্র ও ক্বার্থিত কবল ব্যবহার করিবে। নির্গুণ্ডিকা রসের সহিত, লাঙ্গলীকল্কে সিদ্ধতৈলের নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা ও গলগণ্ড রোগ বিনষ্ট হয়। অর্ক, পূতীক, স্নুহী, রুগঘাত জাতিক পল্লব, গোমূত্রের উদ্বর্ত্তন (মর্দ্দন) করিলে সমস্ত চর্ম্মরোগ ও চর্ম্মদোষ বিনষ্ট হয়। তিলের সহিত বাকুচী সম্বৎসর ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠনাশ হয়। পথ্যা, ভল্লাতকী, তৈল গুড় পিণ্ড ও

ষ্ঠজয় করে। ত্রিফলা ত্রিকটু চূর্ণযুক্ত, ঘৃতীক অগ্নিরজনী, তক্র (ঘোল) গদাঙ্কুরে পান করিবে এবং গুড়সহিত অভয়া ভক্ষণ করিবে। প্রমেহ-রোগী, ফলেরদার্ব্বীর ও বিষাণের ক্বাথ কিংবা ধাত্রীরস পান এবং ক্ষৌদ্রসহিত রজনী কল্ক ভক্ষণ কর্ত্তব্য। বাতশোণিত রোগে বাসাগর্ভ এবং এরণ্ড তৈলযুক্ত ব্যাধিঘাতের ক্বাথ, পান করিবে। পিপ্‌পলি, প্লীহা নাশ করে। উদরী ব্যক্তি, স্নুক্ষীরে বহুদিন স্থিত কৃষ্ণা সেবন করিবে অথবা রচ্য দন্ত্য-অগ্নি-বিড়ঙ্গ ত্রিকটুর কল্ক যোগে দুগ্ধপান করিবে। গ্রস্থক, উগ্রা, অভয়া ও ঘৃতস্থিতা বিড়ঙ্গমিশ্রিতা কৃষ্ণা, মাংস ও তক্র, গ্রহণী, অর্শঃ, পাণ্ডু, গুল্ম ও কৃমিনাশ করে। ত্রিফলা, অমৃতা, বাসা, তিক্তভূনিম্বজ ক্বাথ,মধুযোগে সেবন করিলে কামলার সহিত পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। রক্তপিত্ত রোগে শর্করা যুক্ত মধু ও বাসারস পান করিবে, অথবা বরী, দ্রাক্ষা, বলা, ও শুণ্ঠিসিদ্ধ জল, পৃথক্ রূপে পান করিবে বরী, বিদার, পথ্যা, বাসকসহিত বলাত্রয়, শ্বদংষ্ট্রা মধু ও ঘৃতের যোগে লেহন করিলে ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়। মধু সৈন্ধব মূত্রসহিত পথ্যা, শিগ্রু করঞ্জ, অর্ক ও ত্বক্‌সার, বিদ্রধিরোগ বিনাশ করে। পরিপাকের নিমিত্ত তন্ত্রাজৎ প্রশস্ত। ত্রিবৃতা, জীবন্তী,দন্তী,মঞ্জিষ্ঠা, নিশাদ্বয়, তার্ক্ষজ, নিম্বপত্র ইহাদের লেপ, ভগন্দররোগে প্রশস্ত হয়। রুগ্‌ঘাত, রজনী লাক্ষাচূর্ণ, অজ ও ক্ষৌদ্রসংযুক্ত বস্ত্রবর্ত্তি, ব্রণরোগে প্রয়োগ করিবে, তদ্দ্বারা ব্রণের গতিরোধ ও শোধন হইবে। মরীচ-সহিত শ্যামা, যষ্টি, নিশা, লোধ্র, পদ্মক, উৎপল ও চন্দন এবং ক্ষীরযোগে স্বতৈলে এই সকল ব্রণনাশক হয়। শ্রীকার্পাস দলের সহিত, ভস্ম-ফল ও কিঞ্চিৎ লবণযুক্তা নিশা এবং তাম্রপাত্রে তাহার পিণ্ডীস্বেদে তৈলযোগ করিলে ক্ষতরোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়। অগ্নিদগ্ধ কুষ্মাণ্ডসারে দুগ্ধযোগ করিয়া ব্রণোপরি লেপণ করিবে। ঘৃতযুক্ত নারিকেল গুণ্ডিকাযোগ করিলে ব্রণ বিনষ্ট হয়। বিশ্ব অজমোদ, সিদ্ধথচিঞ্চাত্বকের সমান অভয়া, তক্র ও উষ্ণাম্বু যোগে পান করিলে অতিসার রোগ বিনাশ করে। সমন্বিত পুরাতন অতিসার ও রক্তশূলরোগে, বৎসক, অতিবিষা, বিশ্ব, বিল্ব মুস্ত সহিত স্বতজল পান করাইবে। শূলরোগী ব্যক্তি, অঙ্গারদগ্ধ সুগত ও সিন্ধু উষ্ণজলের সহিত পানকরিবে, সিন্ধুহিঙ্গুকণা অভয়া সেবন করিবে। মধুপ্লুত বস্ত্রছিদ্রগত, কটু রোহৎকণা তক্রচূর্ণ ও লাজচূর্ণ, মুখমধ্যে রাখিয়া দিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। দ্রাক্ষার মূল ও তাহার ফলত্রয়ের সহিত অগ্নিসিদ্ধ পাঠাদার্ব্বী ও জাতিফলের ক্বাথ মধুযোগে কবল গ্রহণ করিলে মুখদোষ বিনাশ করে। ..., অতিবিষা, তিক্ত ইন্দ্রদারু, পাঠা পয়োমুচ এই সকলের ক্বাথ ও মূত্রে স্বত ক্ষৌদ্র, সর্ব্বপ্রকার কণ্ঠরোগ বিনাশ করে। পথ্যা, গোক্ষুর, দুস্পর্শ রাজবৃক্ষ ও শিলাভিদ এই সকলের কষায় মধুর সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশ পায়। বংশত্বকের ও বরুণের ক্বাথ ও শর্করা অর্শ বিনাশ করে। শ্রীপর্ণীর শাখোটের ক্বাথ ও ক্ষৌদ্রসহ ক্ষীর ভোজন করিবে। মাস, অর্কত্বক্, দুগ্ধ ও তৈল, মধুসিক্ত সৈন্ধব, জাল কুক্কুটজ ঘৃত ইহারা পাদরোগ হরণ করে। অগ্নিমান্দ্যরোগে শুণ্ঠী, সৌবর্চ্চলা, হিঙ্গুচূর্ণ শুণ্ঠী রসের সহিত ঘৃত বা ক্বাথ ভক্ষণ করিবে। দীপ্যা, সৌবর্চ্চলা,অগ্নি, হিঙ্গু, এই সকলের রসযুক্ত বিড়দীপ্যকযুক্ত তক্র (ঘোল) পান করিলে গুল্ম রোগ বিনষ্ট হয়। বহুমূত্রী, শুণ্ঠী, দারুণ বা ক্ষীর, এই সকলের ক্বাথ পান

করিবে। ত্রিকটু, অয়োরজঃ, ক্ষার ফলক্বাথ, শোথ রোগ বিনাশ করে। গুড়শিগ্রু ও ত্রিবৃৎ সহিত এবং সৈন্ধবগুণ্ডিকা যুক্ত ত্রিবৃতার ও ফলকের ক্বাথ গুড়যোগে বিরেচক হয়। বচ ও ফলের কষায়োত্থিত জল বমনকারক। শতদলপরিমিত ত্রিফলা এবং পৃথক রূপে দশ ভাগ অগুরুচূর্ণ, দশভাগ বিড়ঙ্গ ও লৌহচূর্ণ এবং শতাবরী, গুড়চী ও অগ্নিফলের বিংশতি অধিক শত ভাগ, মধু, ঘৃত ও তিল তৈলের সহিত লেহন করিলে জরাজনিত বলি অর্থাৎ ত্বচ্ তরঙ্গ ও পলিত অর্থাৎ জরাজনিত কেশশুক্লতা জন্মিতে পায় না এবং তদ্দ্বারা সর্ব্ব-রোগ বিবর্জ্জিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। মধুশর্করান্বিত ত্রিফলা সর্ব্বরোগবিনাশিনী হয়। কৃষ্ণার সহিত ত্রিফলা ও পথ্যা-চিত্রক শুণ্ঠী ও গুড়চীর এবং মুষলীর গুণ্ডিকা (গুঁড়ো) শর্করা মধু ও ঘৃতের সহিত গুড়যোগে ভক্ষণ করিলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয় এবং তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করিতে পারে।

জবাপুষ্প কিঞ্চিৎ চূর্ণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে,তদনন্তর উহা জলে নিক্ষেপ করিলে ঘৃতা-কার তৈল হইবে। কিঞ্চিৎ জবাচূর্ণে জলযোগ করিয়া বৃষ ও দংশের জরায়ুসহিত ধূপার্থ অর্থাৎ তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে আশ্চর্য্যদর্শন হইবে। উহাতে পুনর্ব্বার মাক্ষিকমধু যোগ করিয়া ধূপিত করিলে সেইরূপই চিত্রদর্শন হইবে। কর্পূর ও জলৌকার ও ভেকের তেল পাটলি মূলের সহিত পেষণ করিয়া উভয় পদে প্রলেপ প্রদান করিলে মানবগণ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরিভাগ দিয়া বিচরণ করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা তৃণোত্থানাদি এক-ত্রিত করিয়া কৌতুক প্রদর্শন করিতেও পারা যায়। ইহা দ্বারা বিষ, গ্রহরোগ ধ্বংস হয় এবং ইচ্ছানুসারে ক্ষুদ্রনর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়াও করা যাইতে পারে।

এই আমি তোমার নিকট ষট্ কর্ম্ম ও সিদ্ধিদ্বয় বর্ণন করিলাম। মন্ত্র, ধ্যান, ঔষধিকথা, মুদ্রা, যজ্ঞ ও মুষ্টি চতুর্ব্বর্গসকল যাহাতে উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা পাঠ করেন, তিনি স্বর্গগামী হয়েন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নানারোগহর ঔষধ নামক ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মন্ত্ররূপৌষধ কথন।

ধন্বন্তরি কহিলেন, ওঁকারাদি মন্ত্র, আয়ুস্কর, আরোগ্যকর ও স্বর্গপ্রদ। ওঁকার পরমমন্ত্র,ওঁকার মন্ত্র জপ করিয়া মর্ত্ত্যগণ অমর হইতে পারেন। গায়ত্রী পরমমন্ত্র, তাহা জপ করিয়া মানবগণ ভোগমোক্ষ প্রাপ্ত হয়। "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সর্ব্বার্থের সাধক। "ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থ প্রদান করেন। "ওঁ হ্রূং নমো বিষ্ণবে" এই মন্ত্র পরমৌষধ, এই মন্ত্র দ্বারা সুর ও অসুরগণ শ্রীলাভ করিতে ও নীরোগ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। জীবগণের উপকার ও ধর্ম্মই মহৌষধ,উপকারপরায়ণ ও ধর্ম্ম-রত হইলে রোগসকল দূরেই অবস্থান করে। ধর্ম্ম, সদ্ধর্ম্মকৃৎ, ধর্ম্মী এই সকল ধর্ম্মে নির্ম্মল, শ্রীদ, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীধর, শ্রীনিকেতন, শ্রীপতি, শ্রীপরম, হরির এই সকল নাম দ্বারা নরগণ শ্রীলাভ করিতে পারে। কামী, কামপ্রদ, কাম, কামপাল, হরি, আনন্দ, মাধব, এই সকল নামে সর্ব্বকাম লাভ করিতে পারা যায়। রাম, পরশুরাম, নৃসিংহ, বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, এই সকল

নাম জপ করিলে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হয়। বিদ্যা-ভ্যাস শীল নরগণ পুরুষোত্তম নাম জপ করিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ নাম জপে অক্ষিরোগ বিনাশ পায়। ঔষধকর্ম্মে হৃষীকেশ নাম জপ করিলে কোনও ভয় থাকে না। অচ্যুত ও অমৃত মন্ত্র জপ করিলে স গ্রামে পরাজয় প্রাপ্ত হয় না। জলপারে নারসিংহ মন্ত্র জপ করিবে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানব পূর্ব্বাদি দিক চতুষ্টয়ে চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী ও খড়্গী যথাক্রমে স্মরণ করিলে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বকালে নারায়ণ স্মরণ, সর্ব্বকল্যাণের হেতুভুত হয়। নৃসিংহনামে সর্ব্ববিধ ভয় দূরীভূত হয়। গরুড়ধ্বজ নাম স্মরণে বিষনাশ হয়। বাসুদেব নাম নিরন্তর জপ্তব্য। ধান্যাদি স্থাপনে ও স্বপ্নে অনন্ত ও অচ্যুত নাম উচ্চারণ করিবে। দুঃস্বপ্নে নারায়ণ, দাহাদিতে জলশায়ী ও বিদ্যার্থী হয়গ্রীব, সুতপ্রার্থী জগৎসূতি, শৌবকার্য্যে বলভদ্র নাম উচ্চারণ করিবে। এই সকল নামের মধ্যে যে কোন নাম অর্থসাধক হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে মন্ত্রৌষধকথন নামক চতুনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মৃতসঞ্জীবনীকর সিদ্ধযোগ।

ধন্বন্তরি কহিলেন,সর্ব্ববিধ ব্যাধিনাশন আত্রেয় কথিত দিব্য মৃতসঞ্জীবনীকর সিদ্ধযোগ সকল পুনর্ব্বার বলিব, শ্রবণ কর।

আত্রেয় কহিলেন, বাতিকজ্বরে বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ প্রশস্ত জানিবে। পাবন, পিপ্পলীমূল গুড়চী অথবা বিধ্বজ আমলকী, অভয়া, কৃষ্ণা ও বহ্নি সর্ব্বজ্বর বিনাশক হয়। বিল্ব, অগ্নিমন্থ, শ্যোনক, কাশ্মরী, (কুঙ্কুম) পারুলা, স্থিরা, ত্রিপুটক, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারিকা ইহারা জ্বরের অপরিপাকাবস্থায় উপকারক হয় এবং পার্শ্ব-বেদনাদি ও কাশ বিনাশ করে। কুশমূল, গুড়ুচি, পর্পটী, মুস্ত, কিরাত ইহারা বিশ্বরোগের ঔষধ। এই ঔষধপঞ্চকের নাম পঞ্চভদ্র; বাতপিত্ত জ্বরে ইহা বিধেয়। ত্রিবৃৎ, বিশাল, কটুকা, ত্রিফলা, আরগ্বধ, এই সকল বস্তু অগ্নিযোগে সংস্কার করিলে ভেদক কাথ হয়, তাহা সর্ব্বজ্বরবিনাশক। দেবদারু, বলা, বাসা, ত্রিফলা, ত্রিকটু পদ্মক ও বিড়ঙ্গ ও শর্করা ও শর্করাতুল্য বিড়ঙ্গচূর্ণ পঞ্চকাশ বিনাশ করে। দশমূলী, শঠী, রাস্না পিপ্পলী, বিল ও পৌষ্করশৃঙ্গীত, আমলকী, ভার্গী, গুড়ুচী কষায় পান করিলে, কাশ, গ্রহণী, পার্শ্বরোগ, হিক্কা, শ্বাস, এই সমস্ত রোগই প্রশমিত হয়। মধুযুক্ত মধুক, শর্করান্বিতা পিপ্পলী, গুড়সংপুক্ত নাগর, ও লবণত্রয় হিক্কারোগ বিনাশ করে। কারব্য, জাজী, মরিচ, দ্রাক্ষা, বৃক্ষাম্ল দাড়িম, সৌবর্চ্চল, গুড়, ক্ষৌদ্র, সর্ব্ববিধ অরুচি নাশক হয়। মধুবসহিত শৃঙ্গবেররস (আর্দ্রক রস) পান করাইলে অরুচি, শ্বাস, কাশ ও প্রতিশ্যায়কফ রোগ হরণ করে। বট, শৃঙ্গী, শিলা, লোধ্র, দাড়িম, মধুক ও মধু, তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে সর্দ্দি তৃষ্ণা নিবারিত হয়। গুড়ুচী, বাসক' পিপ্পলী ক্ষৌদ্রসংযুক্ত লোধ্র কফাশ্রিতরক্ত রোগ এবং তৃষ্ণা ও কাশজ্বর বিনাশক হয়। বাসকেররস ও মধুযুক্ত তাম্রজাতরস মেইরূর কাশাদি নাশ করে। শিরীষ-পুষ্প স্বরসংযুক্ত মরিচও হিতকর হয়। মসূর, সর্ব্বরোগহর, ভুগুলসারাদি পিত্তবিনাশক। নিগুণ্ডী, শারিবা, শেলু রঙ্গোল বিব

নাশক। মূর্চ্ছারোগে ও মর্দরোগে; মহৌষধ মূতা, মুদ্রা, গ্রন্থি হইতে উদ্ভূত পুষ্কর (পদ্ম) এই সকলের কণাযুক্ত ক্বাথ পান করিবে। দুই দুই পল পরিমিত, হিঙ্গু সৌবর্চ্চল ও ত্রিকটুর সহিত আঢ়ক পরিমিত ঘৃত চতুর্গুণ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়। শঙ্খপুষ্পী, বচা ও কুষ্ঠের সহিত সৈন্ধবলবণ ব্রাহ্মীরসসংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করাইলে পুরাতন অপস্মার ও উন্মাদরোগ বিনাশিত করে; এই ঔষধ পরম পবিত্রতা সম্পাদন করে। অভয়াযুক্ত পঞ্চগব্য ও ঘৃত কুষ্ঠনাশ করিয়া সেইরূপ পবিত্রতা সম্পাদন করে। পটোল, ত্রিফলা, নিম্ব, গুড়ূচী ধাবনী, বৃষ ও করঞ্জের সহিত পক্ক ঘৃত কুষ্ঠ বিনাশক, এই ঘৃত বজ্রক নামে অভিহিত হয়। নিম্ব পটোল ব্যাঘ্রী, গুড়ূচী ও বাসক, এইসকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া এক এক দ্রব্যের দশপল পরিমাণে ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক জলদ্রোণে পাক করিয়া একপাদ (সিকি) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ত্রিফলা ও শর্করাসংযুক্ত এক প্রস্থ ঘৃত, সেই দ্রব্যে প্রদানপূর্ব্বক পাক করিবে, ইহাই পঞ্চতিক্ত ঘৃত নামেখ্যাত, ইহা কুষ্ঠ বিনাশিত হয়। ইহার অপরনাম যে গবাক্ষ, ভাস্কর যেমন তিমির বিনাশ করে সেইরূপ ইহা অশীতি প্রকার বাতজরোগ, চত্বারিংশৎপ্রকার পৈত্তিকরোগ, বিংশতিপ্রকার শ্লৈষ্মিকরোগ, কাশ, পীনস, অর্শ ওব্রণাদি অন্য নানাবিধরোগ, সংহার করিয়া থাকে। উপদংশ প্রশমনের নিমিত্ত, ত্রিফলার কষায ওভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা ব্রণপ্রক্ষালন করিবে; অথবা, পটোলপত্র চূর্ণের সহিত দাড়িম ত্বকের গুণ্ডিকা, ত্রিফলাচূর্ণ ও গজের সহিত পুনর্ব্বার গুঁড়াইয়া উপদংশক্ষতে প্রদান করিবে। ত্রিফলার গুণ্ডিকা, যষ্টি, মার্কব, উৎপল, মরিচ ও সৈন্ধবের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে তুর্দ্দিনাশ দুগ্ধের সহিত মার্কব রস, প্রস্থপরিমিত, দুর্ব্বা, বন্ধুকে ও উৎপলের সহিত কুড়বপরিমিত তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পলিত (১) নাশক হয়। নিম্ব, পটোল, ত্রিফলা, গুড়ুচি, খদির ও বৃষ এই সকল বস্তুর সম্মিলন, এই যোগদ্বয় (২) অর্থাৎ এই ঔষধ দ্বয় জ্বর কুষ্ঠ বিস্ফোটকাদি বিনাশ করে। পটোল, অমৃত, ভূনিম্ব, বাসা অরিষ্ট ও পর্পটের দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে খদির নিক্ষেপপূর্ব্বক পান করাইলে,বিস্ফোটজ্বর প্রশমিত হয়। দশমূলী, ছিন্নরুহা, পথ্যা, দারু, পুনর্নবা, শিগ্রু ও বিশ্বজিতা, জ্বর বিদ্রধি ও শোথরোগে (৩) হিতকর হয়। মধূক ও নিম্বপত্রের লেপ দ্বারা ব্রণ শোধন হয়। ত্রিফলা, খদির, দার্ব্বী, বট, অতিবলা ও কুশ এবং নিম্বপত্রের ও মূলকপত্রের কষায় ব্রণশোধনে হিতকর হয়। করঞ্জ অরিষ্ট ও নির্গুণ্ডির রস ব্রণক্রমি সকল বিনাশ করে। ধাতকী, চন্দন, বলা, সমঙ্গা, মধূক, উৎপল, দার্ব্বী ও মেদেব লেপ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রদান করিলে ব্রণরোগ বিনষ্ট হয। গুগ্‌গুলু, ত্রিফলা ও ত্রিকটুর সমভাগে ঘৃত যোগ করিয়া প্রদান করিলে নাড়ীব্রণ ও দুষ্ট ব্রণ শূলবোগে হিতসাধন করে এবং ভগন্দর ও মুখরোগ বিনাশ করে। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া তৈল ও লবণসহ প্রতি প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে কফ বাত বিনষ্ট হয়। কফবাতাত্মক রোগে ত্রিকটুর ও

(১) জরাজনিত কেশশুক্লতা—পলিত।

(২) যোগ—ঔষধ ভেষজ। যোগঃ—বিকস্তাদি ভেষজঃ। ইত্যাদি মেদিনীকরঃ।

(৩) অন্তর্ব্রণ, তাহা গুহ্যে, বস্তিমুখে, নাভিতে, বুকে, প্লীহা দিতে ব্রণ জন্মাইয়া উৎপন্ন হয়।

ত্রিফলার কাথ, ক্ষারলবণ সহযোগে পান করিবে। ঐ রোগে বিরেচন করাইলে কফবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়। পিপ্পলী ও পিপ্পলীমূল, বচা, চিত্রক ও নাগর এই সকলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়। আমবাত সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া সন্ধি-অস্থি-মজ্জাগত হইলে রাস্না, গুড়ূচী, এরণ্ড, দেবদারু ও মহৌষধ (শুণ্ঠী) এই সকল সিদ্ধ করিয়া পান করিবে; অথবা নাগরজলের সহিত দশমূলের কষায় পান করিবে। শুণ্ঠী-গোক্ষুরের কাথ প্রতি প্রাতঃকালে পান করিলে আমবাত সহিত কটিশূল পরিপাক করিয়া রোগ বিনাশ করে। প্রসারিণীর মূল পত্র-শাখার তৈল, গুড়ূচীর রস, কল্ক অথবা চূর্ণ বা কাথ বহুকাল সেবন করিয়া বাতশোণিত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। পিপ্পলী অথবা বর্দ্ধমান সেবন করিবে; কিম্বা গুড়ের সহিত পথ্যা সেবনীয়া। পটোল, ত্রিফলা, তীব্রকটুক, অমৃত এই সকল একত্রযোগে পাক করিয়া তজ্জল পান করিলে শীঘ্রই সদাহ-বাত-শোণিত বিনষ্ট হয়। গুগ্গুল, ক্রোষ্টু, (ইঙ্গুদীফল শীত (বেতস) এবং ত্রিফলা জলের সহিত গুড়ূচী এই সকলের জল বলা, পুনর্নবা, এরণ্ড, বৃহতীদ্বয় ও গোক্ষুরের সহিত হিঙ্গু ও লবণ যোগে পান করিলে সদ্যই বাতরোগ বিনাশিত হয়। কার্ষিকা, পিপ্পলী মূল, পঞ্চলবণ পিপ্পলী, চিত্রক, শুণ্ঠী, ত্রিফলা, ত্রিবৃতা, বচা, ক্ষারদ্বয়, শাম্বলা, দন্তী, স্বর্ণক্ষীরী, বিষাণিকা, সৌবীরক-যুতা, কোলপ্রমাণ গুটিকা পান করিবে অর্থাৎ সিদ্ধ করিয়া ইহাদের কাথ পান করিবে; তাহা শোথরোগে হিতকর। শোথ পক্ক হইয়া উদর স্ফীত করিয়া দিলে ত্রিবৃতা হিতকরী হয়। ক্ষীর, দারু এবং নাগর সহিত বর্ষাভু এই সকল দ্রব্য শোথ হরণ করে। আর্দ্রক, অর্কক্ষার, বর্ষাভূর ও নিম্বের কাথের সেকও শোথ জয় করে। পলাশ পত্র তাহার তিনগুণ ভস্মজলে ত্রিকটুযুক্ত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে অর্শনিপাত হয়, সন্দেহ নাই। বিশ্বক্সেন, যব, শিগ্রু, শুণ্ঠী, লবণযুক্ত করিয়া বিড়ঙ্গ, অনল-সিন্ধুথ, রাস্নাগ্র, ক্ষারদারুর সহিত সজল কটুদ্রব্য বিশিষ্ট চতুর্গুণ তৈল সিদ্ধ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা গণ্ডমালা রোগ জয় করিবে, ঐ তৈল গাত্রে ম্রক্ষণ করিলে গলগণ্ড অপনোদন করে। শঠী, কুনাগ ও বলয় এই সকলের কাথ ও ক্ষীরসংযুক্ত বয়স্যা, পিপ্পলী, বাসা, কল্ক সিদ্ধ করিয়া পান করিলে ক্ষয়রোগে হিতকর হয়। বচা, বিট, অভয়া, শুণ্ঠী, হিঙ্গু, কুষ্ঠ ও অগ্নিদীপক এই সকলকে ক্রমে দুই, তিন, ছয়, চারি, এক, সপ্ত ও পঞ্চাংশে বিভাগ করিয়া চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে বা ইহাদের কাথ পান করিলে, গুল্ম ও উদররোগ, শূল ও কাসরোগ বিনাশ করে। পাঠা নিকুম্ভ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, অগ্নিতে পাক করিয়া চূর্ণগুটিকা প্রস্তুত করিয়া গোমূত্রের সহিত ভক্ষণ করিলে গুল্ম ও প্লীহাদিরোগ মর্দ্দন করে। বাসা, নিম্ব, পটোল ও ত্রিফলা, বাতপিত্ত বিনাশ করে। ক্ষৌদ্রের সহিত বিড়ঙ্গ চূর্ণ লেহন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ সৈন্ধব ক্ষার মূত্র সহিত হরীতকী, এবং শল্লকী, বদরী, জম্বু, পিয়াল, আম্র ও অর্জ্জুনত্বচ, এই সকলে মধুম্রক্ষণ করিয়া দুগ্ধ-যোগে পান করিলে, পৃথক্ পৃথক্ শোণিত রোগ নিবারণ করে। বিল্ব, আম্র, ধাতকী, পাঠা, শুণ্ঠী ও মোচা, এই সকলের রস, সমাংশে গ্রহণ করিয়া গুড় ও তক্রের সহিত পান করিলে দুর্জ্জয় অতিসার রোগ নিবারণ করে। চাঙ্গেরী, কোল, দধির জল নাগর ও ক্ষার সংযুক্ত করিয়া কাথ বহিষ্করণ

পূর্ব্বক ঘৃত যোগে পান করিলে গুদভ্রংস (১) রোগ নিবারিত হয়। বিড়ঙ্গ অতি বিষা, মুস্ত, দারু, পাঠা, কলিঙ্গক, মরীচযোগে ভক্ষণ করিলে, শোথাত্তিসার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শর্করা, সিন্ধু, ও শুণ্ঠীর সহিত অথবা কৃষ্ণা, মধু ও গুড়ের সহিত দুই দুই হরীতকী ভক্ষণ করিলে, সুখী থাকিয়া শতবর্ষ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়। মধু ঘৃত যুক্তা ও পিপ্পলী যুক্তা ত্রিফলা ও চূর্ণ আমলকে সুরস (বোল বা তুলসী) সংযুক্তা করিয়া মধ ঘৃত শর্করা সংযোজন পূর্ব্বক লেহন করিয়া স্ত্রীর নিকট শয়নান্তে দুগ্ধপান করিবে। মাস, পিপ্পলী শালী ও তণ্ডুল যব ও গোধূম এই সকল চূর্ণ করিয়া সমভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক পিপ্পলী ও বংশরোচনার সহিত পাক করিয়া ভক্ষণান্তে শর্করা যুক্ত দুগ্ধ পান করিয়া স্ত্রীর নিকট গমন করিলে তরুণগণ চটকের ন্যায় দশবার স্তম্ভন করিতে পারে। সমঙ্গা ধাতকী পুষ্প, লোধ্র, নীলোৎপল, এই সকল দুগ্ধ সহিত ভক্ষণ করিলে স্ত্রীগণের প্রদর রোগ বিনাশ করে; এবং কুরণ্টকের বজ মধূক ও শ্বেত চন্দন ও হিতকর হয়। পদ্মোৎপলের মূল, মধূক, শর্করা, তিল এই সকল দ্রব্য গর্ভস্রাব রোগে প্রয়োগ করিলে গর্ভ স্থায়ী হয়। দেবদারু, নভঃ, কুষ্ঠ, নল ও বিশ্বভেষজ অর্থাৎ শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্যে কাঞ্জিক যোগে লেপ প্রস্তুত করিয়া তৈল যোগে প্রদান করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ সৈন্ধব লবণ, বস্ত্রপূত করিয়া কর্ণ বিবরে নিক্ষেপ করিলে কর্ণশূল রোগ বিনাশিত হয়। লশুন, আর্দ্রক ও শিগ্রু এই সকলের রস অথবা কেবল কদলীর রস, বলা শতাবরী, রাস্না ও অমৃতা এই সকল সৈরীয়ক যোগে পান করিলে এবং ত্রিফলার সহিত ঘৃত ভোজন করিলে তিমির রোগ (১) বিনষ্ট হয়। [ত্রিফলা, ত্রিকটু ও সৈন্ধবের সহিত সিদ্ধ ঘৃতপান করিলে, চক্ষুর স্বাস্থ্য ও ঔজ্জ্বল্য হয়, এই ঔষধ ভেদকারক মনোহর, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং কফ বিনাশক।] নীলোৎপলের কিঞ্জল্ক ও গোময়ের রসের সহিত গুটিকাঞ্জন প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলে দিবান্ধ ও রাত্র্যন্ধ রোগ নিবারিত হয়। যষ্টিমধু, বচা ও কৃষ্ণা বীজ কুজটের ও নিম্বের ফলের সহিত আলোড়িত করিয়া যে কসায় হয় তাহাতে বমন করান যায়। সিদ্ধ ও স্বিন্ন যব জলযোগে ভক্ষণ করাইলে বিরেচন হয়। অন্যপ্রকারে যোজিত করিলে মন্দাগ্নি ও গুরুতর অরুচি বিনষ্ট হয়। পথ্যা সৈন্ধব কৃষ্ণার চূর্ণ, উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বিরেচন হয়, ইহার নাম নারাচ ঔষধ, এই ঔষধ উৎকৃষ্ট, ইহা সর্ব্বরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। আত্রেয় ঋষি, যে সকল সিদ্ধযোগ মুনিগণকে প্রদর্শন করেন, সেই সর্ব্বরোগহর উত্তম যোগ সকল শুশ্রুত প্রাপ্ত হইলেন

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে মৃতসঞ্জীবনীকরসিদ্ধযোগ নামক ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

কল্প সাগর।

ধন্বন্তরি কহিলেন, আয়ুঃপ্রদ, রোগবিমর্দ্দক ও মৃত্যুঞ্জয়কল্প সকল বর্ণন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মধু, আর্য্য, ত্রিফলা ও অমৃতা সেবন করিলে রোগ সমুদায় বিনাশিত হয় এবং তিনশত

(১) গুদ মস্থ, গুহ্যভ্রংশ রোগ।

(১) অক্ষির চতুর্থ পটলগত রোগ বিশেষ।

বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু লাভ করিতে পারে। পল, পলার্দ্ধ বা কর্ষ পরিমাণে (১) ত্রিফলা সেবন করিলে ও তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু প্রাপ্ত হয়। মাস পরিমাণে (একমাষা) বিল্ব তৈল নাশিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে পঞ্চশত বৎসর আয়ুলাভ এবং কবিত্ব শক্তি হয়। ভল্লাতক ও তিল এই দুইটি দ্রব্যের উপযোগে রোগ অপমৃত্যু ও ত্বচ্‌তরঙ্গ নিবারণ করে। ছয় মাসা পঞ্চাঙ্গ বা কুচাচুর্ণ, খদিরোদক ও ক্বাথের সহিত নীল কুরুণ্টক চূর্ণ সেবন করিলে কুষ্ঠজয় করিতে পারা যায়। ক্ষীর বা মধুর সহিত খণ্ড দুগ্ধ ভোজন করিলে শতায়ু হইতে পারে। প্রতি দিন প্রাতঃকালে পল পরিমাণে মধু, আজ্য, শুণ্ঠী, সেবন করিলে মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়। মাণ্ডুকী চুর্ণ সহিত দুগ্ধ পায়ী ব্যক্তি বলি পলিত জয় করিয়া দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়। উচ্চটা ও মধুর সহিত কর্ষ পরিমাণে পয়ঃপান করিলে নরগণ মৃত্যু জয় করিতে পারে। যিনি মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ সহিত নির্গুণ্ডী সেবন করেন তিনি রোগ ও মৃত্যুকেও বিজয় করেন। কর্ষ পরিমিত পলাশ তৈল ছয় মাসা মধুর সহিত পান ও দুগ্ধ ভোজন করিলে মানবগণ পঞ্চশতী (২) বা সহস্রায়ু হয় জ্যোতিষ্মতী পত্রের রস ও দুগ্ধের সহিত ত্রিফলা ও মধুর সহিত ঘৃত একপল শতাবরী মধু বা দুগ্ধের সহিত বা ঘৃতের সহিত নির্গুণ্ডী সেবা করিলে রোগ ও মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়। নিম্ব চুর্ণের পঞ্চাঙ্গ, খদির ক্বাথ সংযুক্ত করিয়া কর্ষ পরিমাণে ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত সেবন করিলে রোগ জিত্‌ ও অমর হয়। রুদন্তিকা আজ্য মধু ভোজী ও দুগ্ধ ভোজী মৃত্যু জয় করে। কর্ষ পরিমিত হরীতকী চুর্ণ ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত সংযুক্ত করিয়া ঘৃত ও মধু সহিত সেবন করিলে রোগ বিজয় পুরঃসর নরগণ ত্রিশত বর্ষ আয়ু লাভ করে। বারাহিকা, ভৃঙ্গরস, লৌহচূর্ণ, শতাবরী এই সকল ঘৃত যুক্ত করিয়া কর্ষ পরিমাণে, পান করিলে পঞ্চশতী বর্ষ পরামায়ু হয়। কার্ত্ত চূর্ণ শতাবরী, এবং ভৃঙ্গরাজ সহিত মধু ঘৃত সেবন করিলে ত্রিশতী বর্ষ পরমায়ু হয়। তাম্র, মৃত ও মৃত তুল্য গন্ধক ও কুমারিকা, রস দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া ঘৃত সহিত দুই গুঞ্জা পরিমাণে সেবন করিলে শঞ্চশতাব্দ আয়ুলাভ করে। অশ্বগন্ধা পল পরিমিত তৈল ও সঘৃত খণ্ড সেবনে শতায়ু হয়। পলপরিমিত পুনর্নবাচূর্ণ, মধু-আজ্য-দুগ্ধ সহিত পান করিলে এবং পলমাত্রায় অশোক-চূর্ণ ও দুগ্ধ মধু সহিত পান করিলে রোগ বিনষ্ট হয়। মধুর সহিত তিল তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশে শ্যামতা ও শতবর্ষ আয়ু লাভ করে। মধু, ঘৃত দুগ্ধ সহিত কর্ষপরিমিত অক্ষপানে (১) মনুষ্য শতায়ু হয়। ঘৃত ও মধুরাদির সহিত গুড়সহিত অভয় (হরিতকী) ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে কৃষ্ণকেশ, অরোগী ও পঞ্চশতাব্দজীবী হয়। পলপরিমিত কুষ্মাণ্ডিকাচূর্ণ মধু আজ্য-দুগ্ধ সহিত পান এবং মাসপরিমিত দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে রোগরহিত হইয়া সহস্রায়ু হইতে পারে। শালূকচূর্ণ ও আজ্যমিশ্রিত ভৃঙ্গ মধু ও আজ্য সহিত সেবনে শতায়ু হয়। কর্ষপরিমিত কটু তুম্বী ফলের তৈলের নস্যই দ্বিশত বৎসর জীবিত

(১) পল বৈদ্যক মতে অষ্ট তোলক। কর্ষ, বৈদ্যক মতে দুই তোলক।

(২) পঞ্চশতী—পঞ্চশতবর্ষজীবী। সহস্রায়ুঃ সহস্র বর্ষজীবী।

(১) অক্ষ—সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণলবণ। অক্ষং সৌবর্চ্চলং তুথং। ইতি মেদিনীকরঃ।

রাখিতে পারে ত্রিফলা, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী সেবনে ত্রিশত বর্ষ পরমায়ু হয়। পূর্ব্বোক্তের সহিত শতাবরীর সংযোগে সেবন করিলে সহস্রবর্ষ জীবন ধারণ করিতে পারে এবং বিশেষ বলশালী হয়। ত্রিফলা, পিপ্পলী ও শুণ্ঠীর সহিত চিত্রকের যোগ এবং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গসংযোগ এবং লৌহ ভৃঙ্গরাজ, বলা, নিম্বপঞ্চক, খদির, নির্গুণ্ডী, কণ্টকারী, ইহাদের সংযোগে প্রস্তুত বটিকা এবং বাসক, বর্ষাভু বা বর্ষাভুর রস দ্বারা প্রস্তুত বটীকা, অথবা ঘৃত কিম্বা মধুর বা কিম্বা জলের সহিত ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণকে হ্রূং স এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিলে উহার নাম যোগরাজ হয়। ঐ যোগরাজই মৃতসঞ্জীবনী তুল্য হইয়া রোগ ও মৃত্যু জয় করে। এই সমস্ত কল্পসাগর সুরাসুর ও মুনিগণ সেবন করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে কল্পসাগরনামক ষন্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

গজ চিকিৎসা।

পালকাপ্য কহিলেন, হে লোমপাদ! আমি তোমাকে গজগণের লক্ষণ ও চিকিৎসা কহিব, শ্রবণ কর। দীর্ঘহস্ত ও মহানিঃশ্বাসবন্ত গজগণ প্রশস্ত ও সহিষ্ণু হয়। বিংশতি নখ হয়, এবং যাহাদের দক্ষিণ ভাগে স্থিত ও উন্নত দন্ত এবং বৃংহিত অর্থাৎ শব্দজলদতুল্য, কর্ণযুগল বিপুল এবং যাহাদের ত্বচোপরি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুজালক (১) বিদ্যমান আছে সেই সকল হস্তীই ধরিবার যোগ্য। যে হস্তীগণ, বামন ও সংঘুশ (১) এবং যে হস্তিনী পার্শ্বগর্ভিণী এবং যে মতঙ্গজগণ মূঢ়, তাহারা ধার্য্য নহে। বর্ণ, সত্ত্ব, বল, রূপ, কান্তি, সংহনন অর্থাৎ স্থূল কঠিনদেহ, বেগ, এই সপ্তগুণবিশিষ্ট গজগণই, সংগ্রামে অরিনিকরকে জয় করিতে পারে। কুঞ্জরগণ, মহীপালগণের বল ও শিবিরের পরম শোভা সম্পাদন করে। পৃথিবীপালগণের বিজয়, কুঞ্জরায়ত্ত। সকল পালকগণের কর্ত্তব্য যে, হস্তিগণের নিয়তই অনুবাসন (২) করেন। পরিপক্ব ঘৃত তৈলাদি বাতবিবর্জ্জিত উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান কর্ত্তব্য। রাজগণ, হস্তির নিমিত্ত পালক রক্ষা করিবেন। স্কন্ধের কর্ত্তব্য সমুদায় সম্পাদন করাইবেন। পাণ্ডুরোগে গোমূত্র ও রজনীদ্বয়ের সহিত ঘৃত প্রদান করিবেন। আনাহরোগে (৩) তৈলযুক্ত ঘৃতসেক প্রশস্ত। মূর্চ্ছারোগে, পানের নিমিত্ত পঞ্চলবণমিশ্র বারুণী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও সৈন্ধবসহিত গ্রাস প্রস্তুত করিয়া কুঞ্জরগণকে ভোজন এবং ক্ষৌদ্র ও তোয়পান করাইবে। শিরঃশূলরোগে অভ্যঙ্গ ও নস্য প্রশস্ত হয়। পাদরোগে নাগগণকে স্নেহপূর্ব্বক প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎ কল্ক ও কষায়দ্বারা শোধন করিবে। যে নাগের কম্প হয়, তাহাকে, শিখি, তিত্তিরি, লাব এই সকলের রসে পিপ্পলি ও মরিচ সংযুক্ত করিয়া ভোজন করাইবে। কুঞ্জরগণ, অতীসার বিনাশের নিমিত্ত, শর্করা সহিত, বালবিল্ব, লোধ্র ও বাতকীর পিণ্ডী ভোজন করিবে। করগ্রহরোগে লবণযুক্ত ঘৃতের নস্য বিধেয়। উৎকর্ণকরোগে মাগধী, নাগর অজাজী

(১) যৌবনে হস্তিদেহত্বচে রক্তবর্ণ বিন্দু উৎপন্ন হয়; তাহাকে বিন্দুজালক বা পদ্মক বলে। পদ্মকং বিন্দুজালকং।

(১) সংঘুশ—সদাচীৎকারকারী।

(২) অনুবাসন—স্নেহন, স্নিগ্ধদ্রব্যপ্রসেক;

(৩) আনাহরোগ—বিষ্ঠামূত্রোৎসর্গরহিত রোগ।

যবাগূ মুস্তেরসহিত সিদ্ধ করিয়া প্রদান করিবে এবং বারাহরস ও প্রদান করিবে। গজগণের গলগ্রহরোগে, দশমূল, কুলথ, অম্ল, কাকমারী, এই সকল একত্রযোগে পাক করিয়া তৈল ও মৃষণ সংযোগে প্রদান করিবে। মূত্রভঙ্গরোগে অষ্টবর্গের সহিত পেষণ করিয়া প্রসন্না ও ঘৃত এবং ত্রপুষের (শশার) ক্বাথ ও বীজ প্রদান করিবে। ত্বগ্দোষে নিম্ব বা বৃষের ক্বাথ পান করিবে। কোষ্ঠ কৃমিরোগে গোমূত্র ও বিড়ঙ্গ প্রশস্ত হয়। আর্দ্রককণা, দ্রাক্ষারস, শর্করা, এই সকল দ্রব্যের স্বতন্ত্র পান, বা মাংসরস,গজগণের ক্ষতরোগ বিনাশ করে। অরুচিরোগে ত্রিকটুযুক্ত মুদ্গান্ন প্রশস্ত ঔষধ। গুল্মরোগে ত্রিবৃৎ ত্রিকটু অগ্নি দন্তী অর্ক, শ্যামা ক্ষীর ও গজপিপ্পলী, এই সকলের যোগে স্নেহ প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিবে এবং অন্যান্য ঔষধ ও বিধেয়। ভেদন, দ্রাবণ, অভ্যঙ্গ, স্নেহ, পান ও অনুবাসন এই সকল কার্য্যদ্বারা সর্ব্ববিধ বিদ্রব ও দোষ সকল বিনষ্ট হয়, এইরোগে শারদ মুদ্গের সূপ সহিত যষ্টিক পান ও প্রশস্ত। কটুরোগে বালবিল্বের প্রলেপ দাতব্য। বিড়ঙ্গ ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, সরল ও রজনীদ্বয় এই সকলের পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করাইলে সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হয়। যষ্টিক ব্রীহি ও শালী গজগণের প্রধান ভোজন দ্রব্য, যব ও গোধূম মধ্যম ও অবশিষ্ট সকল অধম ভোজন জানিবে। যব ও ইক্ষু নাগগণের বলবর্দ্ধন করে। শুষ্ক যব দ্বিপীগণের ধাতুপ্রকোপ জন্মাইয়া দেয়। মদান্তে ক্ষীণদন্তির দুগ্ধ পান ও দীপনীয় দ্রব্যের সহিত স্বতমাংস মঙ্গলদায়ক হয়। বায়স কুক্কুর এই উভয় ও কাকোলূককুল ও হরি এই সকলের মাংসে ক্ষৌদ্র সংযুক্ত করিয়া পিণ্ড প্রদান করিলে কুঞ্জরগণ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধেও জয় লাভে সমর্থ হয়। কটু মৎস্য বিড়ঙ্গ ক্ষার, কোষাতকী, দুগ্ধ ও হরিদ্রা এই সকল মিশ্রিত করিয়া ধূপ প্রদান করিলে জয়শীল হয়। পিপ্পলী তণ্ডুল তৈল মাধ্বীক ও মাক্ষিক এই সকল দ্রব্য ও দীপনীয় দ্রব্য নেত্ররোগে সেকার্থ প্রশস্ত হয়। জলাদির দ্বারা আবিলচক্ষু প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত চটক ও পারাবতের পুরীষ, ক্ষীরবৃক্ষ ও করীষের অঞ্জন সুপ্রশস্ত জানিবে। ইহা দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে যদি রণক্ষেত্রে অস্থির হইয়া দৌরাত্ম্য করে, তাহা হইলে নীলোৎপল, মুস্ত,তগর তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রদান করিলে, নেত্র জ্বালা নিবারিত হইয়া সুস্থ হইবে। নখ বাড়িলে তাহার ছেদ এবং মাস তৈল সেক বিধেয়। গজগণের শয্যাস্থান, করীষ (ঘুঁটে) ও পাংশু সমন্বিত হইবে। শরৎ ও গ্রীষ্মকালে ঘৃতসেক একান্ত বিধেয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে গজচিকিৎসা নামক সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অশ্ববাহন সার।

ধন্বন্তরি কহিলেন, অশ্ববাহনসার ও অশ্বচিকিৎসা বর্ণন করিব। ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত বাজিগণের সংগ্রহ কর্ত্তব্য। অশ্বিনী, শ্রবণা, হস্তা, উত্তরাত্রিতয় অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া এই সকল নক্ষত্র হয়গণের প্রথম বাহনে প্রশস্ত হয়। হেমন্ত, শিশির ও বসন্তকালে অশ্বারোহণ প্রশস্ত। গ্রীষ্ম শরৎ ও বর্ষাকালে অশ্ববাহন নিষিদ্ধ। তীব্র ও অধিকতর দণ্ড দ্বারা

অস্থানে আহত করিবে না। কীল-অস্থিব্যাপ্ত, কণ্টকান্বিত উচ্চনীচ বালুকাপঙ্ক সমাচ্ছন্ন গর্ত্তাগর্ত্ত দূষিত স্থানে অচিত্তজ্ঞ যে ব্যক্তি উপায় ব্যতিরেকে অশ্বকে বাহন করে, কটিবর্ম্ম বিনা পৃষ্ঠস্থ থাকিয়াও সে অশ্বকর্ত্তৃকই বাহিত হয়; অর্থাৎ তাহাকে অশ্বের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপদে পতিত হইতে হয়। কোনও ধীমান্ সুকৃতী ব্যক্তি নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া অভ্যাসবশে ও কৌশলে ইঙ্গিত বিজ্ঞাপন করেন। অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তি-নিম্নোক্ত রূপে বাহনসিদ্ধ হইবেন। স্নানান্তর পূর্ব্ব মুখে প্রণবাদি নমঃ অন্ত নিজ বীজমন্ত্রে যথাক্রমে দেবগণকে নিজ দেহে যোগ করিবে। উপোষিত থাকিয়া চিন্তা করিবেন যে অশ্বের চিত্তে ব্রহ্মা, বলে বিষ্ণু, পরাক্রমে বিনতানন্দন গরুড়, পার্শ্বদেশে রুদ্রগণ, বুদ্ধিতে গুরু, মর্ম্মে বিশ্বদেবগণ, চক্ষুর আবর্ত্তে ও নেত্রে চন্দ্র সূর্য্য কর্ণযুগলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, জঠরে অগ্নি, স্বেদে স্বধা, জিহ্বায় সরস্বতী, বেগে অনিল, পৃষ্ঠে স্বর্গ পৃষ্ঠ, ক্ষুরাগ্রে পর্ব্বত সকল রোম কূপে তারাগণ, হৃদয়ে চন্দ্রমসী কলা, তেজে অগ্নি, শ্রোণীতটে রতি, ললাটে জগৎপতি, হ্রেষিতে গ্রহগণ, উরঃস্থলে বাসুকি অবস্থিত রহিয়াছেন। অনন্তর অশ্বারোহী অশ্বের অর্চ্চনা ও দক্ষ শ্রুতদ্বয় জপ করিবেন। তদনন্তর অশ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিবেন হে হয়! তুমি গন্ধর্ব্বরাজ, আমার বচন শ্রবণ কর। তুমি গন্ধর্ব্বকুল জাত তুমি আমার কুল দূষক হইও না। দ্বিজগণের সত্য বাক্যে, সোম, গরুড়, রুদ্র, বরুণ ও পবনের বলে, হুতাশনের দীপ্তিতে আপনার জন্ম স্মরণ কর। হে রাজেন্দ্র-পুত্র! তুমি সত্যবাক্য স্মরণ কর। স্মর তুমি বারুণী কন্যা স্মরণ কর, স্মর তুমি কৌস্তুভমণি স্মরণ কর, সুরাসুর কর্ত্তৃক যখন ক্ষীরোদ সাগর মথ্যমান হয়, তথায় তুমি সেইকালে দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে নিজবাক্য পরিপালন কর। তুমি অশ্বকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তুমি, আমার নিত্যমিত্র হও। হে মিত্র! তুমি ইহা শ্রবণ কর তুমি আমার সিদ্ধ বাহন হও। আমার বিজয় ও আমাকে সমরে রক্ষা করিয়া সুরগণ অসুর বিনাশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যেন শত্রু বাহিনী জয় করিতে পারি। অনন্তর কর্ণজাপ করিয়া এবং রিপুগণকে মোহন মন্ত্রে মোহিত করিয়া অশ্ব পরিচালন করিবেন তাহা হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হইতে পারে। অশ্বের দোষ সকল প্রায়ই তাহার শরীরের সহিত উৎপন্ন হয়, সাদি প্রবর বহুতর যত্ন করিয়া এই দোষ; সকল বিনাশ করেন। সাদিপ্রবর (১) অশ্বে যে সকল গুণ, উৎপাদিত করেন তাহা স্বাভাবিক গুণ সমূহ ও বিনাশ করিয়া ছিলেন। গুণজ্ঞ সাদী গুণজ্ঞ ও অপর দোষজ্ঞ হইয়া থাকেন; যিনি অশ্ব লক্ষণাদি অবগত হইতে পারেন, সেই ধীমান ব্যক্তিকে ধন্য; মন্দধী ব্যক্তি, অশ্বের দোষ ও গুণ উভয়ই জানিতে পারে না। যে অশ্বারোহী কর্ম্মজ্ঞ ও উপায়জ্ঞ নহে, অতিক্রোধী, নিয়তই বেগে গমন অভিলাষ করে; দোষ পাইলে অধিক দণ্ডদান করে, সে যদি কুশল হয় তথাপি প্রশস্ত সাদী হয় না। যিনি উপায়জ্ঞ, চিত্ত, নির্ম্মল দোষ বিনাশক, নিত্য গুণোপার্জ্জান নিরত তিনি সর্ব্বকর্ম্মে কুশল হয়েন। প্রগ্রহ (২) দ্বারা গ্রহণ করিয়া অশ্বরূপ ভূতলে প্রবিষ্ট হইয়াই যেন আপনি তাহাতে আরোহণ করিয়া অশ্বচালনা করিবে।

(১) সাদা—অশ্বারোহী, অশ্ব-শিক্ষক।
(২) অশ্বের মুখরজ্জু।

উত্তম তুরঙ্গ আরোহণ করিয়া সহসা তাড়ন করিবে না, ঐরূপে তাড়ন করিলে ভয় প্রাপ্ত হয়, ভয় হইতে মোহ জন্মে জানিবে। সাদিপ্রবর প্রাতঃকালে বল্গা উদ্ধৃত করিয়া দ্রুতগতি দ্বারা চালন করিবে। দিনশেষে বল্গা ধারণ করিয়া মন্দ মন্দ চালন করিবে, অধিক তররূপে চালাইবেনা। উত্তমরূপে অশ্বের আশ্বসন করিলে, অশ্বগণ, কখন সাদির মতে সম্মত হইয়া গমন করে, কখন ভিন্ন মত হইয়াও গমন করিয়া থাকে। কষাদি তাড়ন, মুখ আবর্ত্তন (মুখ ফিরান) তুরঙ্গগণের স্বভাব; তুরঙ্গগণের ইহা পাদগ্রহণের হেতু নয়। অশ্বকে বিশস্ত রূপে অবলোকন করিয়া গাঢ়রূপে আসন নিপীড়ন পুনঃসব অভিমুখে পাদ প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রাহ্যরূপে অবলোকন হিতকর। রাগযুগলে গাঢ়তর আপীড়ন করিয়া বল্গা আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। তদ্বন্ধনের হেতুভূত মুখপাদকে বন্ধন কহে। বল্গা দ্বারা পাদদ্বয় সংযোজিত করিয়া বল্গা আলোড়ন পূর্ব্বক অভিলষিত রূপে বাহ্য ও পার্ষ্ণিদেশে প্রয়োগ করিলে তাহাকে তাড়ন কহে। অশ্ব যখন প্রলয় উপস্থিত করিবে, অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইবে, বা বিপ্লব উপস্থিত করিবে, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে চতুর্থ মোটন দ্বারা এই বিধির বিধান করিবে। যে অশ্ব অধোদেশে ও লঘুমণ্ডলে পাদ ধারণ করে না, তাহাকে মোটন ও বন্ধন দ্বারা পাদ গ্রহণ করাইবে। আসনে গাট বেষ্টন করিয়া মন্দগতি অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিলে সংগ্রহ হেতুক যাহাতে উহা গৃহীত হয়, তাহাকে সংগ্রহণ কহে। স্থানস্থিত হইয়া ব্যগ্রমানস বাহনকে প্রহার দ্বারা পার্শ্বে আঘাত করিয়া পদ দ্বারা বল্গা আকর্ষণ করিলে তাহাকে গ্রাহ্যকণ্টকপায়ন বলে। যে তুরঙ্গম এই পাদ দ্বারা পার্ষ্ণি পাদ হইতে উত্থিত হয়, উহাকে খলীকরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাহাকে খলীকার বলে। দণ্ডদান ও কালসহিষ্ণুতা, ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবলম্বন করিবে; উত্তরোত্তর অবলম্বন করিবে না; অর্থাৎ অগ্রে কালসহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া পরে দণ্ডদানাদি বিধেয়। হয়বাহনে জিহ্বাতলে বিনাযোগ বিধান করিবে। চর্ম্মাদি গুণযুক্ত বল্গা সৃক্কণীদেশে প্রবেশিত করিয়া দিবে। ঐ বল্গা ক্রমে ক্রমে শিথিল করিয়া বল্গাধারণজনিত ক্লেশ বিস্মারিত করিয়া দিবে। (ভুলাইবে) অশ্বের জিহ্বাঙ্গ হীন হইলে জিহ্বাগ্রন্থির বিমোচন কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত সংক্ষোভ নিবারণ না হয়, তাবৎ বল্গার গাঢ়তা মোচন করিবে না। উচ্ছ্রিত শিরস্ত্রাণ প্রদান করিলে বাহন ভেড়কবৎ ভয়বিহ্বলত্ব পরিহার করে। যে স্বভাবতই ঊর্দ্ধানন, তাহার শির-অশ্লথ রূপে বন্ধন করিয়া সাদিসত্তম সর্ব্বত্র দৃষ্টিসঞ্চালন পুরঃসর অবলীলায় অশ্বচালনা করিবে। যে সাদী স্বীয় পশ্চিম পাদ বাহনের সব্যভাগের পূর্ব্বভাগে সব্য বল্গা দ্বারা সংযুক্ত করে, সে দক্ষিণ গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। অগ্রভাগে চরণদ্বয় বিমুক্ত করিয়া দিলে সুদৃঢ় আসন হয়। পাদদ্বয় অদৃশ্য করে, মোটন করিলে তাহাকে নাটকায়ন কহে। হননে ও গুণনে সব্যহীন করিলে খলীকার হয়। যে অশ্ব গতিত্রয়ের মধ্যে বাঞ্ছিত গত্যনুসারে গমন না করে, তাহাকে দণ্ড দ্বারা আহত করিয়া ঐ গতি গ্রহণ করানকে গহন কহে। চতুষ্ক দ্বারা খলীকরণ পুরঃসর অন্য বল্গা দ্বারা উচ্ছাসন পূর্ব্বক অন্য বিষয় গ্রহণ করানকে উচ্ছাসন কহে। স্বভাবত বহির্নিক্ষেপনপূর্ব্বক সেইদিকে পদ চালনা করিলে, বাধ্য করিয়া তাহাকে অভিলষিত গতিগ্রহণ করানকে মুখ ব্যাবর্ত্তন কহে।

যথাক্রমে ত্রিবিধ গতিতে পাদগ্রহণ করাইয়া ক্রমশঃ মণ্ডলাদি পঞ্চ বিধা গতি সাধনা করা ইবে। সুধীগণ উৎকৃষ্ট ও ঊর্দ্ধানন তুরঙ্গমকে শিথিলরূপে চালানা করিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গের লাঘব থাকিবে, তৎক্ষণ পর্য্যন্তই তাহার চালনা কর্ত্তব্য। স্কন্ধে মৃদু মুখেলঘু সর্ব্বসন্ধি স্থলে শিথিল এরূপ অশ্ব যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাদির বশীভূত থাকিবে তাবৎ উহাকে গ্রহণ করিবে। যখন সাধু হইবে তখন পশ্চিম পাদ পরিত্যাগ করিবে না। তখন বল্গাযোগে দুই হস্তেই আকর্ষণ কর্ত্তব্য। যাহাতে উদ্‌গ্রীব অশ্ব সমানন ও পৃষ্ঠবংশদণ্ড সমভাবে রক্ষা করে, তাহা কর্ত্তব্য। ধরায় যখন পশ্চিম পাদদ্বয় অন্তরীক্ষে উত্তোল করে তখন মুষ্টি দ্বারা দৃঢ়রূপে গাঠবাহ ধারণ করা কর্ত্তব্য। এরূপে সহসা সমাকৃষ্ট হইয়া যে তুরঙ্গ স্থির না হইয়া শরীর বিক্ষেপ করে, তাহাকে মণ্ডল ভ্রম দ্বারা বশ করিয়া লইবে। যে অশ্ব স্কন্ধ বিক্ষেপ করে তাহাকে বল্গা দ্বারা স্থির করিবে। গোময়, লবণ, মূত্র একত্র যোগে ক্বাথ করিয়া মৃত্তিকার সহিত অঙ্গে প্রলেপ দিলে, মক্ষিকা দংশও শ্রমবিনাশ হয়। ভদ্রাদি জাতির মধ্যে মণ্ড দান কর্ত্তব্য। হয়গণ ক্ষুধা দ্বারা নিরুৎসাহ ভীত ও ককশ দর্শন হয়। যেরূপে বশ্য হয়, সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিবে। অত্যন্ত বহন করিলে অশ্বগণ বিনষ্ট হয়, অবাহিত অশ্বগণ, সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ অশ্বোচিত গুণ সম্পন্ন হয় না। অশ্বগণকে উচ্চমুখ করাইয়া বাহিত করিবে। সাদী স্থিরমুষ্টি হইয়া ও জানুযুগলে তুরঙ্গমকে সম্পীড়িত করিয়া গোমূত্রাকুটিলা, বেণী পদ্মমণ্ডলমালিকা, পঞ্চোলূখলিকা গতি করাইবে। সংক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত, কুঞ্চিত, আচিত বাল্গীত আবলগিত ও যোঢ়া এই সকল গতি অশ্বকে শিক্ষা করাইবে। অশীতি, নবতি বা শতধনু বীথী হয়। ভদ্র অশ্ব সুসাধ্য, মন্দ অশ্ব, একমাত্র দণ্ডদানেই মানস করে। মৃগজঙ্ঘ, মৃগ নামক বাজিগণ পূর্ব্বোক্তগণের ভিন্ন ভিন্ন যোগে সংকীর্ণ জাতি। শর্করা মধু-লাজ ভক্ষক শুচি ও সুগন্ধ অশ্বগণ দ্বিজ জাতি। ক্ষত্রিয় অশ্বগণ, তেজস্বী বিনীত ও বুদ্ধিমান শূদ্রজাতীয় অশ্ব, অশুচি, চঞ্চল, মন্দ বিরূপ, বিমতি ও খল। যে অশ্ব বল্গা কর্তৃক ধার্য্যমান হইয়া লালক প্রদর্শন করে, প্রগ্রহ গ্রহণ না করিয়াই তাহাকে ধরাগতিতে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। শালিহোত্র যাহা বলিয়াছেন, সেই অশ্ব লক্ষণ এক্ষণে বলিব।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অশ্ববাহনসার নামক অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

অশ্ব চিকিৎসা।

শালিহোত্র কহিলেন, হে সুশ্রুত! আমি অশ্বগণের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণন করিব। হীন দন্ত, বিদন্ত, করাল, কৃষ্ণতালুক, কৃষ্ণজিহ্বযমজ, অজাতমুষ্ক, দ্বিশফ শৃঙ্গী, ত্রিবর্ণ, ব্যাঘ্রবর্ণ, খরবর্ণ, ভস্মবর্ণ, জাতিবর্ণ, কাকুদী, শ্বিত্রী, কাকসাদী, খরসার, বানরাক্ষ, কৃষ্ণশঠ, কৃষ্ণগুহ্য, কৃষ্ণপ্রোথ, শৃক ও তিত্তিরি সন্নিভ, বিষম, শ্বেত-পাদ, ধ্রুবাবর্ত্ত বর্জ্জিত (১) অশুভাবর্ত্ত সংযুক্ত এই সকল প্রকার তুরঙ্গমই বর্জ্জনীয়। রন্ধ্রে দুই, উপরন্ধ্রে দুই, মস্তকে দুই, বক্ষঃস্থলে দুই, প্রয়াণে (২) এক ও ললাটে এক এই দশ কণ্ঠাবর্ত্ত শুভজনক হয়।

(১) যে স্থলে স্বাভাবিক আবর্ত্ত থাকে তৎস্থলে আবর্ত্ত বর্জ্জিত।

(২) পৃষ্ঠ মধ্যভাগে।

স্ৰক্কণী ও ললাটে, কর্ণমূলে, নিগালে, বাহুমূলে ও গলে আবর্ত্ত শুভদায়ী হয়; অন্যান্য আবর্ত্ত সকল অশুভ জানিবে। শুক-ইন্দ্রগোপ চন্দ্রপ্রভ ও বায়সন্নিভ,সুবর্ণ বর্ণ ও স্নিগ্ধ অশ্বগণ সততই প্রশংসনীয় ও কল্যানজনক। যে সকল অশ্বের গ্রীবাদেশ ও অক্ষিকূট দীর্ঘ এবং দর্শন অশোভন, রাজগণ এরূপ তুরঙ্গম লইয়া রণেগমন করিলে বিজয়লাভ হয় না। হয় ও হস্তী প্রতিপালিত হইয়া কল্যাণপ্রদ, অন্যথা দুঃখপ্রদ হয়। বাজিগণ লক্ষ্মীর পুত্র ও গন্ধর্ব্বজাতি, ইহারা মনুজগণের উত্তম রত্ন স্বরূপ। অশ্বমেধ যজ্ঞে পবিত্রত্ব হেতুক অশ্বগণ হুত হইয়া থাকে।

বৃষ, নিম্ব, বৃহতী, মার্ক্কিক সহিত গুড়ূচী, সিংহা, গন্ধকর্রা, পিপ্পলী, মণ্ডুকের স্বেদ, হিঙ্গু, পুষ্কর মূল,অম্ল,বেতস, নাগর, এই সকল দ্রব্য পিপ্পলী ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া উষ্ণবারি যোগে অশ্বগণকে ভক্ষণ করাইলে শূল বিনষ্ট হয়। নাগর আতৈষ মুস্তা, অনন্তা বিল্বমল্লিকা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করাইলে অশ্বগণের অতীসার রোগ বিনাশ হয়। প্রিয়ঙ্গু ও সারিবার সহিত সংযুক্ত আজ্য ও সৃত জল পর্য্যাপ্ত শর্করা যোগে পান করাইলে অশ্বগণ শ্রম হইতে বিমুক্ত হয়। দ্রোণিকায় রক্ষা করিয়া বাজিগণে তৈলবস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠজ শিরা বেধন করিলে হয়গণ তাহাতে সুখবোধ করে। দাড়িম, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও গুড় এই সকল একত্র যোগে পিণ্ড করিয়া ভক্ষণ করাইলে হয়গণের কাস নাশ হয়। প্রিয়ঙ্গু লোধ্র ও মধুর সহিত বৃষরস পান করাইলে বা ক্ষীর ও পঞ্চকোলাদি প্রদান করিলে কাশন হইতে বিমুক্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার প্রস্কন্দ রোগ (বিরেচনে) প্রথমে বিশোধন কর্ত্তব্য তদনন্তর অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন (স্নান) স্নেহ প্রদান ও নস্যবর্ত্তি ক্রমশঃ এই সকল প্রয়োগ করিবে। জ্বর রোগ গ্রস্ত তুরঙ্গগণের দুগ্ধ দ্বারা প্রতিকার সাধন করিবে। লোধ্র ও কন্ধরের মূল, মাতুলঙ্গ, অগ্নি, নাগর, কুষ্ঠ, হিঙ্গু, বচা, রাস্না এই সকলের প্রলেপ দিলে অশ্বগণের শোথনাশ হয়। মঞ্জিষ্ঠা, মধুক, দ্রাক্ষা, বৃহতী, রক্তচন্দন, ত্রপুষীর (১) মূল ও বীজ শৃঙ্গাটক, কশেরুক, অজা, শর্করান্বিত সুশীতলজল পান করাইয়া উপোষিত রাখিলে রক্তমেহরোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। মন্যা হনু-গালস্থিত শিরা শোথে ও গলগ্রহে তথায় কটুতৈলের অভ্যঙ্গ প্রশস্ত হয়। গলগ্রহ ও শোথরোগ প্রায়ই গলদেশেই হয়। প্রত্যক্ পুষ্পী (২) বহ্নি, সৈন্ধব, সুরস রস, (বোলরস) কৃষ্ণা, হিঙ্গু, এই সকল একত্রিত করিয়া নস্য দিলে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। জিহ্বাস্তম্ভরোগে, নিশাদ্ব, জ্যোতিষ্মতী, (৩) পাঠা, কৃষ্ণা, কুষ্ঠ, বচা, মধু এই সকলের সহিত গুড় ও মূত্রসংযোগ করিয়া লেপ প্রদান করিলে হিতসাধন করে। তিল, যষ্টি, রজনী, নিম্বপত্র ও ক্ষৌদ্র এই সকল দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া ঘৃতসংযোগে প্রদান করিলে ব্রণ বিনষ্ট হয়। যে অশ্ব, আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তীব্র বেদনা অনুভব পূর্ব্বক খঞ্জবৎ গমন করে, সেই অশ্বের আঘাতস্থানে আশু তৈল পরিষেক করিলে রোগ বিনাশ পায়। দোষের প্রকোপ ও অভিঘাত দ্বারা পক্ব ও বিদারিত ব্রণে, অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, মধুক ও বট এই সকলের কল্কদ্বারা এবং প্রভূতসলিলযুক্ত সুখোষ্ণ ক্বাথ প্রদান করিলে তাহার শোধন হয় ও তাহাতেই

(১) ত্রপুষী—শশা, ক্ষীরা। (২) আপাঙ।
(৩) হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।

আরোগ্য লাভ করে। সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গরোগের প্রশমন নিমিত্ত শতাহ্বা, নাগর, রাস্না, মঞ্জিষ্ঠা, কুষ্ঠ, সৈন্ধব, দেবদারু বচ, যুগ্ম, রজনী রক্তচন্দন এই সকল একত্রেযোগে তৈলসিদ্ধ কষায় প্রস্তুত করিয়া, গুড়ুচীর জলেরসহিত ভ্রক্ষণ, বস্তিকর্ম্ম ও নস্য প্রদান করিলে রোগের প্রশমন হয়। নেত্র-রোগি তুরঙ্গমের নেত্রপ্রান্তে জলৌকা বসাইয়া রক্তস্রাব করিলে আরোগ্য লাভ করে। খদির, উড়ুম্বর ও অশ্বত্থ এই সকলের কষায় প্রদান করিলে নেত্র শোধন হয়। মুক্তাবলম্বির শোধন নিমিত্ত, ধাত্রী, দুরালভা, তিক্তা, প্রিয়ঙ্গু ও কুঙ্কুম এই সকলের সমাংশ গ্রহণ করিয়া গুড়ুচীর সহিত কল্ক ব্যবহার কর্ত্তব্য। উৎপাতশীল শ্রাব্য ও শুক্লশেফ এই সকল রোগেও উক্ত ঔষধ ব্যবহার করাইবে। ক্ষিপ্রকারিত্ব দোষে সদ্যই বিদল প্রদান কর্ত্তব্য। গোময়, মঞ্জিষ্ঠা, কুষ্ঠ, রজনী, তিল, সর্ষপ, গোমূত্রে বাঁটিয়া মর্দ্দন করিলে কণ্ডু নাশ হয়। মধু ওশর্করার সহিত শীতল ক্বাথ নাসিকায় প্রদান করিলে ও অশ্বকর্ণের সহিত পান করাইলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। প্রতিসপ্তম দিনে অশ্বগণকে লবণ প্রদান কর্ত্তব্য। আর তাহারা ভোজন করিলে পর অতি পানার্থ বারুণী প্রদান করিবে। শরৎকালে অশ্বগণকে মৃদ্বীক শর্করাযুক্ত মধু, পিপ্‌পলী, পদ্ম সহিত জাবনীয় যোগে এবং হিমাগমে, বিড়ঙ্গ, পিপ্‌পলী, ধান্য, শতাহ্বা, লোধ্র, সৈন্ধব ও চিত্রকযোগে প্রতিপান প্রদান কর্ত্তব্য। বসন্তকালে, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, মুস্তা পিপ্‌পলী, শুণ্ঠী ও ক্ষৌদ্রযোগে প্রতিপান প্রদান করিলে কফ বিনষ্ট হয়। নিদাঘকালে, প্রিয়ঙ্গু, পিপ্‌পলী, লোধ্র, যষ্টি, অক্ষ, লশুন বা অতিবিসা সহিত এবং সগুড়মর্দ্দরা প্রতিপান প্রদান করিবে। বর্ষাকালে সলবণ লোধ্রকাথ, পিপ্‌পলী, শুণ্ঠী ও তৈলযোগে প্রতিপান প্রদান কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকাল সমুত্থিত পিত্ত দ্বারাপীড়িত এবং শরৎকালে ঘন-শোণিতে পীড়াগ্রস্ত, বর্ষাকালে মলভঙ্গরোগে বাজিগণ ঘৃতপান করিবে। যে বাজিগণের কফ বা বায়ু এবং যাহাদের বসা অধিক হয় তাহা দিগকে রুক্ষভাবান্বিত করা কর্ত্তব্য। তিন দিবস তক্রস যুক্ত যবাগূ ভক্ষণ করাইলে রুক্ষভাব প্রাপ্ত হয়। অশ্বগণের বস্তিকর্ম্মে (পিচ্‌কারীতে) গ্রীষ্ম ও শরৎকালে ঘৃত, শীত ও বসন্তকালে তৈল, বর্ষা ও শিশিরকালে যমক (যমানী) প্রদান করিবে। তৎকালে অতিসিদ্ধ ভক্ত (ভাত) ব্যায়াম, স্নান, আতপ ও বায়ুবর্জ্জন করিয়া স্নেহ পান করাইবে। বর্ষাকালে বিষ্ঠাদূষিত অশ্বগণের স্নান ও পান এক-বার; অত্যন্ত দুর্দ্দিন সময়ে একবার পান প্রশস্ত। শীতাতপ বিশিষ্ট কালে দুইবার পান ও একবার স্নান করাইবে। গ্রীষ্মকালে তিনবার পান ও একবার স্নান করাইবে। গ্রীষ্মকালে তিনবার পান ও তিনবার স্নান ও দীর্ঘকাল অবগাহন প্রশস্ত হয়। অশ্বগণকে চতুর্দ্রাঢ়কী (৩২ সের) নিস্তুষ যব ও চণক, ধান্য, মুদ্গ বা কলায় ভক্ষণার্থ প্রদান করিবে। দিবারাত্রে দশ তুলা আর্দ্র ঘাস, শুষ্ক ঘাসের অষ্টতুলা, বা বুষের (কুঁড়ো আগড়া) চারি তুলা (ধাড়া) প্রদান করিবে। দূর্ব্বা পিত্ত, যব কাস, বুস শ্লেষ্মসঞ্চয়, অর্জ্জুন অশ্বগণের শ্বাস নাশ ও মান বলক্ষয় করে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মজ সান্নিপাতিক রোগ সকল, দুর্ব্বাহারী তুরঙ্গমকে পীড়া দিতে পারে না। দুষ্ট অশ্বগণকে অগ্রপশ্চাৎ উভয় পদেই রজ্জুবন্ধন অর্পণ করিবে। পশ্চাতে দূরে কীলকবদ্ধ করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিবে। অশ্বগণকে বিস্তৃত স্থানে বাস করাইবে, তাহাদের

বাস ভূমিতে প্রতিদিন ধূপ প্রদীপ প্রদান পূর্ব্বক সুরক্ষিত করিবে এবং ঐ স্থানে ভক্ষ্যতৃণ ঘাসাদি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। হয়গৃহে ময়ূর, অজ ও কপিগণকে বাস করাইলে উহারা কল্যাণদায়ক হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অশ্বায়ুর্ব্বেদ নামক নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

ত্রিশততম অধ্যায়।

অশ্বশান্তি।

শালিহোত্র কহিলেন, বাজিরোগবিমর্দ্দনী অশ্ব শান্তি কীর্ত্তন করিব, তাহা শ্রবণ কর। হে সুশ্রুত! নিত্যা নৈমিত্তিকী ও কাম্যা এই ত্রিবিধা অশ্বশান্তি শ্রবণ কর। শুভদিনে শ্রীধর, লক্ষ্মী ও হয়রাজ উচ্চৈঃশ্রবার অর্চ্চনা করিয়া সাবিত্রীমন্ত্রে ঘৃতাহুতি প্রদান পূর্ব্বক দ্বিজগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা অশ্ব বৃদ্ধি হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বহির্দ্দেশে বিশেষরূপে অশ্বশান্তির অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, বরুণদেবের পূজা করিবে। তদনন্তর দেবীকে উল্লিখিত (অঙ্কিত) করিয়া শাখাদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া সবস্ত্র ঘট সর্ব্বরসে পরিপূর্ণ করিয়া সর্ব্বদিকে রক্ষা করিবে। অনন্তর যব ও ঘৃতাহুতি প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত অশ্বগণের পূজা পূর্ব্বক বিপ্রগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহাই নিত্য শান্তি। তদনন্তর নৈমিত্তিক শান্তি শ্রবণ কর। সূর্য্য, মকরাদি রাশিস্থ হইলে অশ্ব শান্তির নিমিত্ত পদ্ম দ্বারা লক্ষ্মী, নারায়ণ, ব্রহ্মা, ত্রিলোচন, চন্দ্র,সূর্য্য,ব্রাহ্মণ, অশ্বিনীকুমার, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা,দিক্পালগণ এই সকলের প্রত্যে কেরই পূর্ণকুম্ভ দ্বারা বেদীমধ্যে তিল, সুসংস্কৃত আতপ তণ্ডুল ও ঘৃত দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া শত শত সিদ্ধার্থ ও দেবতাগণের পূজা করিবে। কর্ম্মকর্ত্তা উপবাসী থাকিয়া অশ্বরোগনাশক এই সকল কর্ম্ম করিবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অশ্বশান্তি নামক ত্রিশততম অধ্যায়।

একাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

গজশান্তি।

শালিহোত্র কহিলেন, গজরোগবিমর্দ্দিনী গজ-শান্তি কীর্ত্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পঞ্চমী তিথিতে বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও গজরাজ ঐরাবত, ব্রহ্মা, শঙ্কর, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কুবের, যম, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, শেষনাগ, শৈলগণ, দেবযোনি অষ্টকুঞ্জরগণ, বিরূপাক্ষ, মহাপদ্ম,ভদ্র ও সুমনাঃ এই সকলেরই অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর কুমুদ, ঐরাবত, পদ্ম, পুষ্পদন্ত, বামন, সুপ্রতীক,অঞ্জন ও সার্ব্বভৌম এই অষ্ট দিঙ্নাগের অষ্টবিধ হোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে। গজগণ শান্তিজলে অভিষিক্ত হইয়া যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার কারণনৈমিত্তিক শান্তি শ্রবণ কর। মকরাদি রাশিতে নগরের বহির্ভাগে ঈশাণকোণে স্থণ্ডিলে কমলমধ্যে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করিবে। তৎপরে ব্রহ্মা, সূর্য্য,পৃথিবী,স্কন্দ, (কার্ত্তিকেয়) অনন্তদেব, আকাশ, শিব, সোম, ইন্দ্রাদি দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া অষ্টদলে অষ্টবিধ অস্ত্রের পূজা করিবে। যথা ;—বজ্র, শক্তি, দণ্ড, তোমর, পাশক, গদা, শূল এই সকল দেবাস্ত্রের এবং চক্রের দক্ষিণে সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়,অষ্টবসু ও

সাধ্য ইহাঁদের এবং নৈঋতদলে দেবগণ আঙ্গিরস, আশ্বিন ও ভৃগু ইহাঁদের, বায়ুকোণে মরুদ্গণের, দক্ষিণে বিশ্বদেবগণের ও রুদ্রমণ্ডলে রুদ্রগণের পূজা করিয়া বৃত্ত রেখা দ্বারা বাহ্যে দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। সূত্রকার, ঋষিগণ, বাণী, তরঙ্গিণী ও গিরিগণকে পূর্ব্বাদিদিকে এবং ঈশানাদিকোণে মহাভূতগণের পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি কোণে পদ্ম, চক্র, গদা, শঙ্খ, চতুষ্কোণ, চতুর্দ্দাবমণ্ডল, তৎপরে কুম্ভ ও পতাকাদিসকল স্থাপন করিবে; চারি তোরণের দ্বারে ঐরাবতাদি গজগণ, পূর্ব্বাদি দিকে ওষধিসকল ও দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ পাত্র বিন্যস্ত থাকিবে। আজ্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ শতাহুতি প্রদান পূর্ব্বক গজগণের অর্চ্চনা করিয়া বহ্নি, দেবাদিগণে ও গজগণে প্রদক্ষিণ করিয়া নিজস্থানে গমন করিবে। দ্বিজগণে ও হয়গজবৈদ্যগণে দক্ষিণা প্রদান কর্ত্তব্য। কালজ্ঞ নর, করিণীতে আরোহণ করিয়া কর্ণে মন্ত্র জপ করিবে। অমৃত নাগরাজের শান্তি করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে। হে গজরাজ! রাজা তোমাকে শ্রীগজ করিয়াছেন, তুমি উঁহার গজাগ্রণী। তব প্রভু পৃথিবীপতি রাজা তোমাকে পূজা করিতেছেন ও করিবেন; তাঁহার আজ্ঞায় অন্যান্য লোক স[illegible] তোমার পূজা করিবে; যুদ্ধে, পথে ও গৃহে [illegible] তোমার রক্ষণীয়; তুমি পশুভাব পরিহার করিয়া তোমার দিব্য ভাব স্মরণ কর। পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ শ্রীগজ করিয়াছেন, শ্রীগজ, ঐরাবতের পুত্র শ্রীমান্ তাঁহার নাম অরিষ্ট। সকল শ্রীগজেরই সেই সর্ব্বতেজঃ বিদ্যমান আছে। হে নরেন্দ্র! তোমার সেই দিব্যভাব সমন্বিত তেজ বিদ্যমান আছে। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি সংগ্রামে রাজাকে রক্ষাকর। এইরূপে গজরাজকে অভিষিক্ত করিয়া শুভক্ষণে তাহাতে আরোহণ করিবে। নয়টী উত্তম গজ ঐ গজরাজের অনুগমন করিবে। রাজা গজ শালায় বেদামধ্যে পদ্মমণ্ডলে বাহ্যভাগে দিক্‌পাল ও দেবাদিগণে, এবং কেশরে বল নাগ, ভূমি ও সরস্বতীর পূজা করিয়া মধ্যে গন্ধমাল্যানুলেপন দ্বারা ডিণ্ডিমের অর্চ্চনা পূর্ব্বক হোম করিয়া রসপূর্ণ কলস সকল বিপ্রসাৎ করিবে, অনন্তর গজাধ্যক্ষ হস্তিপালক ও গণিতজ্ঞকে পূজা করিবে। ঐ ডিণ্ডিম গজাধ্যক্ষকে প্রদান করিলে সে গজ জঘনে আরোহণ পূর্ব্বক সুশ্রাব্য গম্ভীর রবে ডিণ্ডিম বাদন করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে গজশান্তিনামক একাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শান্ত্যায়ুর্ব্বেদ।

ধন্বন্তরি কহিলেন, গোবিপ্র প্রতিপালন, রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে গোশান্তি কীর্ত্তন করিব শ্রবণ কর। গোসকল পবিত্র ও মঙ্গল দায়ক; লোক সকল গোগণেই প্রতিষ্ঠিত আছে। গোগণের বিষ্ঠা মূত্র উৎকৃষ্ট বস্তু,উহা দ্বারা অলক্ষ্মী বিনষ্ট হয়। গোগণের শৃঙ্গের কণ্ডুয়ন বারি পাপৌঘ বিমর্দ্দন করে। গোমূত্র গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, রোচনা এই ষড়ঙ্গ, পান বিষয়ে উৎকৃষ্ট তদ্দ্বারা দুঃস্বপ্নাদি দোষ নিবারিত হয়। রোচনা রাক্ষসঘ্ন ও বিষবিনাশিনী জানিবে। গোগণের গ্রাসপ্রদ মানব স্বর্গগামী হয়। যাহার গৃহে গোসকল দুঃখভাগাপন্ন, সে ঘোর নরকে গমন করে। যেনর, অন্যের গোগণকে গ্রাস প্রদান করে সে নিত্য স্বর্গ, ভোগ করে, যে গোগণের নিত্যহিতে

বর্ত্তমান, সে স্বর্গভাক্ সন্দেহ নাই। গোদান করিয়া, গোমাহাত্ম্য কার্ত্তন করিয়া ও রক্ষা করিয়া মানবগণ কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। গোগণের শ্বাসে ভূমি পবিত্র হয়, স্পর্শে পাপক্ষয় হয়। একরাত্র উপোষ করিয়া গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও কুশোদক, ভোজন করিলে কুক্কুরে পাকের শোধন হয়। পুরাকালে ঈশ্বরগণ সর্ব্ববিধ অশুভ বিনাশের নিমিত্ত গোমূত্রাদি ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। গোমূত্রাদির মধ্যে কোন ও একটীমাত্র তিনরাত্রি সেবন করিলে মহাশান্তি বিধান হয়; ইহা সর্ব্বকামপ্রদ ও সর্ব্বপ্রকার অশুভ বিনাশ করে। একবিংশতি দিবস দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ ব্রত সম্পাদিত হয় এবং তদ্দারা নরোত্তমগণ নির্ম্মল ও সর্ব্বকাম সম্প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গগামী হয়। তিনদিবস, উষ্ণ মূত্র, তিনদিবস উষ্ণঘৃত, তিনদিবস উষ্ণদুগ্ধ ও তিনদিবস বায়ুভক্ষণ করিয়া তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন, সুশীতল ঐ সকল দ্রব্য সেবন করিলে শীতকৃচ্ছ্র ব্রত সম্পাদিত হয়, তদ্দারা ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। গোমূত্র দ্বারা স্নান, গোরসমাত্রে জীবিকা নির্ব্বাহ, গোগণের সহিত গমন, গোগণের ভোজনান্তে ভোজন করিলে গোব্রত সম্পাদিত হয়। একমাস গোব্রতের আচরণ পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া গোলোকে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। গোমতী-বিদ্যা জপ করিয়া পরমলোক গোলোকে গমন করে, তথায় বিমানে আরোহণ করিয়া অপ্সরাগণের সহিত নৃত্য গীতামোদে কালহরণ করিতে থাকে। গোসকলই নিত্যসুরভি (সুগন্ধ) গোসকলই গুগ্গুলগন্ধ, গোগণই ভূতগণের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ভুতগণ গোগণের উপর নির্ভর করিয়া জগতীতলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে; গোগণই পরম স্বস্ত্যয়ন। গোগণই পরম অন্ন, গোগণই দেবগণের উৎকৃষ্ট হবিঃ, গোগণই সর্ব্বভূতগণের পবিত্র সম্পাদকবস্তু ক্ষরণ করিয়া থাকে, বুধগণ ও মুনিগণ, ইহা অবিরতই অবিসম্বাদে কহিয়া থাকেন। মন্ত্রপূত হবির্দ্বারা স্বর্গে অমরগণকে সন্তর্পিত করে, ঋষিগণের অগ্নিহোত্রে ও হোমে গোগণ যোজিত হয় ফলতঃ গোগণ সর্ব্ববিধ ভূতগণের উত্তম আশ্রয় স্বরূপ। গোগণ স্বর্গের সোপান, গোগণ সনাতন ও ধন্য। "নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়াভ্য এবচ। নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমোনমঃ"। শ্রীমতী গোগণকে ও সুরভি বংশজা ধেনুগণকে প্রণাম, ব্রহ্মসুতা ও পবিত্রা ধেনুগণকে শত শতবার নমস্কার করি। এককুল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগে ব্রাহ্মণ ও অন্যভাগে গোগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, একস্থলে পবিত্র মন্ত্রগণ ও অন্যত্র পবিত্রহবঃ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেব, ব্রাহ্মণ, গো, সাধু ও সাধ্বীগণ, এই অখিল জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, অতএব এই সকলেই পূজ্যতম; ইহা সকলেই কহিয়া থাকেন। গোগণ যে যে স্থলে জলপান করেন; সেই সকল স্থানই তীর্থ, গঙ্গাদিলোক পাবণীগণ গোস্বরূপ।

গোগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, এক্ষণে তাহাদের চিকিৎসা শ্রবণ কর। ধেনুগণের শৃঙ্গরোগে শৃঙ্গবের, বলা ও মাংসকল্কে সিদ্ধ সমাক্ষিক তৈল সৈন্ধবযোগে প্রদান করিবে। সর্ব্বপ্রকার কর্ণশূলরোগে, মঞ্জিষ্ঠা হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহিত সিদ্ধ তৈল রসোন (রশুন) যোগে প্রদান করিবে। বিল্বমূল, অপামার্গ, পাটলা, ধাতকী ও কুটজ এই

সকল দ্রব্য বাঁটিয়া দন্তমূলে প্রদান করিলে দন্ত শূল বিনাশিত হয়। দন্ত শূল হারক দ্রব্য সকল ঘৃতযোগে পাক করিলে তাহাই মুখরোগ হারক ঔষধ হয়। জিহ্বারোগে সৈন্ধব লবণ প্রশস্ত। গলগ্রহরোগে শৃঙ্গবের উভয় প্রকার হরিদ্রা ও ত্রিফলা, হিতসাধক হয়। হৃৎশূল, বস্তিশূল, বাত ও ক্ষয়রোগে, গোগণকে ঘৃতমিশ্র ত্রিফলা প্রদান প্রশস্ত হয়। অতীসারে উভয় প্রকার হরিদ্রা ও পাঠা প্রদান করাইবে। সর্ব্ববিধ কোষ্ঠরোগে এবং শ্বাস ও কাসরোগে, শৃঙ্গবের (আদা) ভার্গী প্রদান করিলে রোগ বিনষ্ট হয়। ভগ্নস্থান সংমিলনের নিমিত্ত লবণযুক্ত প্রিয়ঙ্গু প্রদান কর্ত্তব্য। তৈল, বাতরোগে একত্রযোগে পক্ক মধু ও যষ্টি, কফরোগে মধুসহিত ত্রিকটু, ও রক্তজাতরোগে, পুষ্টক সহিতরজঃ প্রদান কর্ত্তব্য। ভগ্নক্ষতরোগে, তৈল ঘৃত ও হরিতাল প্রদান করিবে। মাস, তিল, গোধুম পশুক্ষীর, ঘৃত এই সকলের পিণ্ডী করিয়া লবণযোগে প্রদান করিলে তাহা বৎসগণের পুষ্টিকারক হয়। বিষাণী (মেষশৃঙ্গী) বলপ্রদা ধূপক গ্রহ বিনাশের নিমিত্ত প্রশস্ত। দেবদারু, বচা, মাংসী, গুগ্গুল, হিঙ্গু, সর্ষপ, এই সকলের ধূপ গ্রহাদি দোষনাশক ও গোগণের হিতকর। এই ধূপ দ্বারা প্রধূপিত করিয়া ঘণ্টা প্রদান করিলে গোগণের কল্যাণ সাধিকা হয়। অশ্বগন্ধা তিলের সহিত শুক্র অর্থাৎ নবনীত প্রদান করিলে গাভীগণ ক্ষীরবতী হয়। নিরন্তর গৃহে বাঁধিয়া রাখিলে যে বৃষ মত্ত হয়, পিণ্যাক (হিঙ্গু) তাহার পরম রসায়ন। পঞ্চমী তিথিতে, শান্তির নিমিত্ত গোময়ে নিয়মিতরূপে লক্ষ্মীপূজা কর্ত্তব্য। গন্ধাদি দ্বারা বাসুদেবের পূজা করিলেও অপরবিধ শান্তি হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষের পঞ্চদশীতে হরিপূজা বিধেয়। জন্মরহিত হরি ও রুদ্র, সূর্য্য, লক্ষ্মী ও অগ্নিকে ঘৃতদ্বারা পূজা করিবে। দধিভোজন পূর্ব্বক গোপূজা সম্পাদন করিয়া বহ্নি প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য। বহির্ভাগে গীত ও বাদ্যরবে বৃষগণের যুদ্ধ যোজনা করিবে। গোগণকে লবণ ও ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান কর্ত্তব্য। মাকরাদি নৈমিত্তিক কালে স্থণ্ডিলে (যজ্ঞাদ্যর্থ পরিষ্কৃত ভূতলে) মধ্যস্থিত অব্জে ও দিক্ সকলে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর ও কেশরগত সুরগণের যথাক্রমে পূজা করিবে। বহির্দেশে সুভদ্রাজ, রবি, বহুরূপ, বলি, আকাশ বিশ্বরূপাসিদ্ধি ঋদ্ধি, শান্তি, রোহিণী, পূর্ব্বাদি দিগ্ধেনু, চন্দ্র, ঈশ্বর ও পদ্মপত্রে দিক্‌পালগণকে কৃশর অর্থাৎ তিলাদি মিশ্রিত অন্ন দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অনলে হোম করিবে। ঐ হোমে ক্ষীর বৃক্ষের সমিধ (যজ্ঞ কাষ্ট) ও সর্ষপ অক্ষত ও তণ্ডুল প্রদান করিবে। শান্তির নিমিত্ত সুবর্ণ কাংস্যাদি ও সবৎসা ধেনু সকল দ্বিজগণকে দান করিবে।

অগ্নি কহিলেন, শালিহোত্র, শুশ্রুতকে হয়া-য়ুর্ব্বেদ কহিয়াছিলেন। পালকাপ্য, অঙ্গরাজের নিকট গজায়ুর্ব্বেদ বর্ণন করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শান্ত্যায়ুর্ব্বেদ নামক দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

মন্ত্র পরিভাষা।

অগ্নি কহিলেন, ভোগ মোক্ষপ্রদ মন্ত্র বিদ্যারূপ বিষ্ণুর বিষয় কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। হে দ্বিজ বিংশতি বর্ণাধিক মন্ত্রগণ মালা মন্ত্র নামে কথিত

হয়। দশাক্ষরাধিক মন্ত্র সকল তাহার অর্ব্বগীজ নামে প্রথিত। এই দশাক্ষরাধিক মন্ত্র সকল বার্দ্ধক্যে এবং মালা মালামন্ত্র সকল যৌবনকালে সিদ্ধিপ্রদ হয়। পঞ্চাক্ষরাধিকা মন্ত্রসকল ও অপর মন্ত্রসকল সর্ব্বদাই সিদ্ধিপ্রদ। মন্ত্রজাতি সকল স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ ভেদে তিন প্রকার। স্ত্রীমন্ত্র সকল বহ্নিজায়ান্ত অর্থাৎ স্বাহান্ত এবং নপুংসকমন্ত্র নমোঽন্ত; শেষমন্ত্র সকল পুংলিঙ্গ তাহা বশ্য উচ্চাটন ও বিষ বিষয়ে প্রশস্ত। ক্ষুদ্র ক্রিয়ামষ ধ্বংসকার্য্যে স্ত্রীমন্ত্র; অন্যত্র নপুংসক মন্ত্র প্রয়োজ্য। আগ্নেয়াখ্য ও সৌম্যাখ্য মন্ত্রদ্বয় তারাদ্যন্ত করিয়া জপনীয়। আগ্নেয় মন্ত্র, অগ্ন্যাকাশ প্রায় ও তারান্ত। সৌমামন্ত্র শিষ্ট। ক্রুর কর্ম্মে আগ্নেয়মন্ত্র ও সৌম্যকর্ম্মে সৌম্যমন্ত্র প্রশস্ত হয়। অন্তে নমো যুক্ত হইয়া আগ্নেয় মন্ত্র প্রায়ই সৌম মন্ত্র এবং অন্তে ফট্‌কার সংযুক্ত হইয়া সৌম্যমন্ত্রও আগ্নেয় হয়। কেবল সুপ্ত বা কেবল জাগরিত মন্ত্র, সিদ্ধি প্রদান করে না। শয়নকাল মহাবাহক এবং জাগরণকাল দক্ষিণাবহ হয়। আগ্নেয় ও সৌম্য এই উভয় মন্ত্রের পরস্পর বিপর্য্যয়ে গুপ্ত প্রবোধকাল জানিবে। দুষ্ট নক্ষত্র দুষ্টরাশি ও বিদ্বেষি বর্ণাদি বিশিষ্ট মন্ত্র সকলকে বর্জ্জন করিবে। রাজ্যলাভ ও অপকারের নিমিত্ত কার্য্যারম্ভ করিয়া স্বর (১) সকলের ক্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরিপূর্ণ সুসিদ্ধ হইবার নিমিত্ত, একদেশে অবস্থিত হইয়া সহস্রবার মন্ত্রজপ করিবে। যদৃচ্ছালব্ধ, ছললব্ধ ও বললব্ধ ও পত্রস্থিত মন্ত্র এবং গাথা, অনর্থ উৎপাদন করে। যে নর, জপ হোমার্চ্চনাদি দ্বারা একটিমাত্র মন্ত্রের সাধনা করে, বহুতর ক্রিয়াদি দ্বারা তাহার সেই মন্ত্র স্বল্প সাধনেই সিদ্ধ হয়। সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ একটি মাত্র মন্ত্রের, এই সংসারে কিছুই অসাধ্য নাই। বহু মন্ত্র সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে আর কি বক্তব্য আছে, সে শিব তুল্য। এক বর্ণ মন্ত্র, দশলক্ষ বার জপ করিলে সিদ্ধ হয়। বর্ণের বৃদ্ধি অনুসারে জপের হ্রাস হইবে; তদনুসারে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের জপের সংখ্যা বুঝিয়া লইবে। মালামন্ত্র বীজের দুই তিন গুণ মন্ত্রদ্বারা জপক্রিয়া হইবে। সংখ্যা উক্ত না থাকিলে অষ্টোত্তরশত বা সহস্র বার জপ করা বিধেয়। সর্ব্বত্রই জপ সংখ্যা হইতে দশাংশ সাভিষেক হোম সংখ্যা জানিবে। জপে অশক্ত ব্যক্তির অনুক্ত দ্রব্য হোমে সর্ব্বত্রই ঘৃত দ্বারা হোম কর্ত্তব্য। মূলমন্ত্রের দশাংশ, অঙ্গাদির জপ বিধেয়। শক্তির সহিত বর্ত্তমান মন্ত্রের জপ দ্বারা মন্ত্র দেবতা অভিবাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন। ধ্যান হোম ও অর্চ্চনাদি দ্বারা মন্ত্র দেবতা সাধকের প্রতি প্রসন্না ও সন্তুষ্টা হন। উচ্চস্বরে জপ অপেক্ষা, দশ গুণ উপাংশু জপ (১) বিশিষ্ট হয়। জিহ্বা জপে শতগুণ ও মানস জপে সহস্রগুণ বিশিষ্ট জানিবে। পূর্ব্ব মুখ বা উত্তর মুখ মন্ত্র কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। সকল মন্ত্রের গোপাল কুটীরে প্রয়ান করিবে। বক্ষ্যমাণ প্রকারে লিপি কথিত হইয়াছে; লিপিতে রেবতীযুক্ত, স্বরান্তদ্বয়, নক্ষত্রে ক্রমে যোজনা

(১) স্বর—গ্রহস্বর চক্র হইতে কর্ত্তব্য। "অস্বরে মেষ সিংহালি রিঃ কন্যাযুগ্মকর্কটাঃ। উস্বরে চ ধনুর্মীনৌ এস্বরে চতুলা বৃষৌ। ও স্বরে মৃগ কুম্ভৌচ ইত্যাদি গ্রহস্বর চক্রং। মারণং মোহনং স্তম্ভং বিদ্বেষ চ্চাটনে বশং। বিবাদং বিগ্রহং ঘাতং কুর্য্যাদ্‌ গ্রহস্বরোদয়ে। ইতি ব্রহ্ম যামলং।।

(১) উপাংশু—জপভেদ "জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতাগত মানসঃ। নিজশ্রবণ যোগ্যঃস্যা দুপাংশুঃ সজপঃ স্মৃতঃ" ইত্যাগমঃ।। দেবতাগত মানস হইয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ সঞ্চালন পূর্ব্বক নিজশ্রবণ যোগ্য মাত্র উচ্চারণ করিলে উপাংশু জপ হয়।

করিবে। অনন্তর, বেলা, শুক্ল, স্বর সকলে শোণ, কণ্ঠদ্বারা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। বশীতে লিপির বর্ণ সকল জানিতে; ষষ্ঠ ঈশাদি ও তাহাতে যোগ করিবে। লিপিরে চতুষ্পথস্থ আয়াম খ্য বর্ণ সকল, পদান্তরে বিন্যাস পুরঃসর প্রথমে সিদ্ধগণ ও দ্বিতীয়ে সাধ্যগণকে স্থাপিত করিয়া তৎপরে সুসিদ্ধগণ ও তদনন্তর বৈরিগণকে সংস্থাপিত করিবে। যিনি সিদ্ধ ও অত্যন্ত গুণ বিশিষ্ট হইয়াছেন, তিনিও এইরূপ সিদ্ধাদির কল্পনা করিবেন। জপহেতু সিদ্ধ শক্ত জপ হোমাদি দ্বারা সাধ্যও ধ্যান মাত্রে দ্বারা সুসিদ্ধ হয়। যিনি সাধক মাত্র হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে না, অরিগণ তাহাকে বিনাশ করে। যাহাতে দুষ্ট বর্ণ সকল অধিকতর, সেই মন্ত্র সর্বতই বিনিন্দিত। অভিষেকের অবসানে, দাক্ষ [illegible] পূর্ব্বক দীক্ষায় প্রবেশ করিয়া গুরুর নি[illegible] লব্ধতন্ত্র শ্রবণান্তে ঈপ্সিত মন্ত্র স[illegible]। ধীর, দক্ষ, শুচি, ভক্ত, জপ ধ্যানাদি [illegible], তপস্বী, কুশল, তন্ত্রজ্ঞ, সত্যভাষী, নিগ্রহ [illegible] সমর্থ ব্যক্তি গুরু শব্দে বাচ্য। শান্ত, দান্ত, [illegible], অনুশীলিত ব্রহ্মচর্য্য, হবিষ্যভোজী, আচার্য্য শুশ্রূষাকারী, সিদ্ধি বিষয়ে উৎসাহবান [illegible] সমার্থ শিষ্য। সেই শিষ্য উ[illegible] ও পুত্রতুল্য। শিষ্য, বিনয়ান্বিত ও ধনপ্রদ [illegible] গুরুর সন্তোষ উৎপাদন করিবে। মন্ত্র [illegible], আদিতে প্রণব প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য। [illegible] দ্রব ভোজন পূর্ব্বক বাগযত, [illegible] চায় তুল্য দৃষ্টি হইয়া মন্ত্রজপ করিবে। [illegible] বিবিক্ত দেশে নিবেশিত হইবে; দেবালয়, নদী হ্রদাদিও জপ স্থান হইতে পারে। মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত যবাগূ, অপূপ, দুগ্ধ ও হবিষ্য ভোজন কর্ত্তব্য। তিথি ও বারবিশেষে মন্ত্র দেবতাগণের জপ করা বিধেয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে ও গ্রহণ কালে সাধন কর্ত্তব্য। অশ্বিনীকুমার যম, অনিল, ধাতা, শশী, রুদ্র, দিতি, সর্পগণ, পিতৃগণ, ভগ, অর্য্যমা উষ্ণদ্যুতি, ত্বষ্টা, মরুদ্গণ, ইন্দ্রাগ্নিদ্বয়, মিত্রেন্দ্রদ্বয়, নির্ঋতি, জল, বিশ্বদেবগণ, হৃষীকেশ, বায়ুগণ, বরুণ অজৈকপাদ, অহি, ব্রধ্ন, পূষা, অশ্বিন্যাদি দেবতাগণ ইহাদের জপ কর্ত্তব্য বলিয়া উপরে উক্ত হইয়াছে। অগ্নি, অশ্বিনীসুতদ্বয়, উমা, নিম্ব, নাগ, চন্দ্র, দিবাকর, মাতৃগণ দুর্গা, দিগীশ্বরীগণ, কৃষ্ণ, বৈবস্বত, শিব, পঞ্চদশীর দেবতা, চন্দ্র ও পিতৃগণ তিথিদেবতা। হর, দুর্গা, গুরু, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, ধনেশ্বর ইহাঁরা ও সূর্য্যাদি সকল কামেশ্বর দেবতা।

এক্ষণে লিপিন্যাস করিতেছি, শ্রবণ কর। কেশান্ত পর্য্যন্ত বৃত্তসকালে, চক্ষুর্দ্বয়, শ্রবণযুগল নাসা, গণ্ড, ওষ্ঠ, দন্ত, মুখ ও মস্তকে [illegible]; বাহুসন্ধি ও চরণসন্ধিতে বর্গের পঞ্চবর্ণ পার্শ্বদ্বয়ে [illegible] নাভি স্থানে ও হৃদয়ে ক্রমশঃ [illegible] ন্যাস করিবে। হৃদয়ে [illegible] বিন্যাস করিবে। হৃদয়ে ধাতু, ত্বক, শোণিত মাংস স্নায়ু, মেদঃ, [illegible] ও শুক্র, এই সপ্ত প্রকার [illegible] শ্বগণ এই সকল লিখিয়া থাকে [illegible] অনন্ত ও সূক্ষ্ম ত্রিমূর্ত্তি, পরমেশ্বর, অর্ঘী [illegible], তিথীশ, স্থাণুক, হর, দণ্ডীশ, ভৌতিক, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ্বর, অক্রূর, মহাসেন [illegible] আশ্রয় দেবতা। অনন্তর ক্রোধীশ, চণ্ড, [illegible], শিবোত্তম, রুদ্র, কূর্ম্ম, ত্রিনেত্র, চতুরানন, অজেশ, শর্ম্ম-সোমেশ, লাঙ্গলিক, দারুক, অর্দ্ধনারীশ্বর, উমা, কান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অত্রি, মীন মেষ, লোহিত, শিখী, ছগলণ্ড, দ্বিরণ্ড, দুই, মহাকাল, বালী,

ভুজঙ্গ, পিনাকী, খড়্গীশ, বক, শ্বেত, ভৃগু,লগুড়ী-শাক্ষ সম্বর্ত্তক এইসকল নামোক্তক আদিম রুদ্রাত্ম শক্তিকে লিপিতে বিন্যাস করিবে। মন্ত্রাঙ্গসকল তাহাতে বিন্যাস কর্ত্তব্য; সাঙ্গমন্ত্রসকল সিদ্ধিপ্রদ হয়। হৃদয়ের চিহ্ন বিশিষ্ট আকাশ পূর্ণ অঙ্গসকল বিন্যাসকরিবে। হৃদাদি অঙ্গ মন্ত্র সকল বক্ষ্যমান প্রকারে জপ করিবে;—হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে স্বাহা, শিখায় বষট্, কবচে হুং, নেত্রে বৌষট, অস্ত্রায় ফট্। পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র নেত্রবর্জ্জিত, নিরঙ্গর আত্মা দ্বারা অঙ্গন্যাস করিয়া এই সকল মন্ত্র নিযুতবার জপ করিবে। ক্রম মন্ত্র দ্বারা বাগীশ্বরীদেবীর যথোক্তরূপে তিল হোম করিবে। অক্ষ সূত্র কুম্ভ পুস্তক পদ্মধারিণী লিপিদেবী, কবিত্বাদি প্রদান করেন। কার্য্যাদি সিদ্ধির নিমিত্ত লিপিন্যাস বিধেয়। মাতৃগণ কর্তৃক নিক্ষাৎ নিষ্মল হইয়া মন্ত্র সকল সিদ্ধি প্রদান করে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে মন্ত্র পরিভাষা নামক
ত্রাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নাগ লক্ষণ বা ভুজঙ্গ লক্ষণ।

অগ্নি কহিলেন, নাগ শরীরাদি, ভাবাদি, দংশ, স্থান, সূতক ও দষ্টচেষ্টা এই সপ্তলক্ষণ কথিত হইতেছে। শেষ, বাসুকি, তক্ষক, কর্কট, অব্জ, মহাভুজ,শঙ্খপাল ও কুলিক এই নয়টি শ্রেষ্ঠনাগ। ইহাদের প্রত্যেক দুইটির ক্রমে সহস্র, অষ্টশত পঞ্চশত ও ত্রিশত মস্তক আছে। প্রত্যেক দুইটি ক্রমে, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি। তাহা বংশ পঞ্চশত; তাহাদের হইতে অসংখ্য ভুজঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ফণী, মণ্ডলী, রাজিল ইহারা ক্রমে বাত পিত্ত কফাত্মক। ইহাদের মধ্যে অনুক্ত কালজাত দোষ মিশ্র সর্পগণ, দর্ব্বীকর নামে প্রথিত। সর্পগণ, চক্র লাঙ্গল-ছত্র, স্বস্তিক অঙ্কুশচিহ্ন বিশিষ্ট হয়। গোনস ভুজঙ্গমগণ, দীর্ঘাকার, মন্দগামী ও নানাপ্রকার মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে। রাজিলগণ, স্নিগ্ধবানাদি চিহ্ন দ্বারা ঊর্দ্ধভাবে ও বক্রভাবে চিত্রিত। ব্যন্তরগণ (অনুক্ত কালজগণ) মিশ্রচিহ্ন বিশিষ্ট ও ভূ বর্ষা-অগ্নি বায়ুভেদে চারিপ্রকার; তাহাদের মধ্যে ষড়্‌বিংশ প্রকার অবান্তর ভেদ আছে। গোনসগণ ষোড়শ প্রকার, রাজীলগণ ত্রয়োদশ প্রকার ও ব্যন্তরগণ একবিংশতি প্রকার। যে সর্পগণ অনুক্ত-কালে জন্মগ্রহণ করে তাহা দিগকেই ব্যন্তরগণ কহে। আষাঢ়াদি মাসত্রয়ে গর্ভ হয় অনন্তর চারি মাস গর্ভ ধারণ করিয়া দুইশত চল্লিশটি ডিম্ব প্রসব করে। সর্পিণীগণ, স্ত্রীব্যতিরেকে, পুংনপুংসক সুত সমূহকে গ্রাস করে। কৃষ্ণ সর্পের, সপ্তদিনের পর চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হয়, একমাসের পরই তাহারা বাহিরে দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ দিনান্তে বোধ জন্মে, সূর্য্য দর্শন করিলেই দন্ত হয়। তাহাদের মধ্যে কাহারও বত্রিশদিনে কাহার বিংশতি দিনে চারিটী দংষ্ট্রা অর্থাৎ বৃহদ্দন্ত হয়। করালী, মকরী, কাল রাত্রী ও যমদূতিকা ইহাদের দন্তে বিষ থাকে। ইহারা বামপার্শ্ব ও দক্ষিণপার্শ্ব দ্বারা গমন ও ছয়-মাসের পর স্বগুমোচন করিয়া থাকে। একশত বিংশতি বৎসর ইহাদের পরমায়ুঃ। দিবা ও রাত্রিতে সপ্ত নাগে সূর্য্যা দিবারাধিপতি হয়। তাহাদের ছয়টি প্রতিবারেই ও কুলিক সকল সন্ধ্যাতেই অধিপতি হইয়া থাকে। শঙ্খ বা মহাজের সহিত কুলিক নাগের উদয় কাল। অথবা ঐ উভয়েরই নাড়িকা মাত্র মন্ত্র। কুলিকোদয় কাল, সর্ব্বত্র

বিশেষতঃ সর্পদংশ বিষয়ে অতিশয় দুষ্ট। কৃত্তিকা ভরণী, স্বাতি, মূলা, পূর্ব্বফল্গুণী, পূর্ব্বভাদ্র পদ ও পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্বিনী, বিশাখা, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা, চিত্রা, শ্রবণা, রোহিণী, হস্তা, শনৈশ্চর ও মঙ্গল এই দুই বার; পঞ্চমী ও অষ্টমী তিথি, ষষ্ঠী, রিক্তা, শিবা, নন্দা, পঞ্চমী ও চতুর্দ্দশী, সন্ধ্যা চতুষ্টয় ও দগ্ধযোগ ও রাশি সকল, দুষ্ট হয়। একাঙ্ক ও বহু দংশন চিহ্নদৃষ্ট হয়; দষ্টবিদ্ধ খণ্ডিত অদংশ ও অবগুপ্ত ভেদে দংশন চারি প্রকার। তিন দুই ও একক্ষত দংশে বেদনা ও রুধির নির্গত হয়। রাত্রিকালে এক পদ বা কূর্ম্মাকৃত দংশন যম সম্মত জানিবে। দীহী পিপীলিকাতুলা স্পর্শ (ডেয়ে পীঁপড়ের কাঁমড় তুল্য কাঁমড়) কণ্ঠ শোথ বিশিষ্ট সবেগে দংশন সবিষ, এমন কি সর্প এরূপ দংশন করিয়া স্বয়ং নির্ব্বিষ হয়। দেবালয়, শূন্য গৃহ, বল্মীক, উদ্যান, কোটর, পথসন্ধি, শ্মশান নদী, সিন্ধুসঙ্গম, দ্বীপ, চতুষ্পথ, সৌধ, গৃহ, অব্জ, পর্ব্বতাগ্র, বিল দ্বারা, জীর্ণকূপ, জীর্ণগ্রহ, কুড্য (দেওয়াল) শিগ্রু (শোভাঞ্জন, শজিনা) শ্লেষ্মাতক (বহুবারক বহুয়ার গাছ ইতি বঙ্গভাষা) অক্ষ (কেলিবৃক্ষ) জম্বু, ডুম্বর, বট, জীর্ণপ্রাচীর এই সকল স্থানে আপনার মুখ, হৃদয়, কক্ষ, জত্রু, তালু, শঙ্খ, গল, মস্তক চিবুক, নাভি, পাদ এই সকল অঙ্গে দংশন অশুভ হয়। দংশন বিষয়ে পুষ্পহস্ত, সুবাক্, সুধী, দষ্টের সহিত লিঙ্গ ও বর্ণে সমান, শুক্লবস্ত্র, শুচি, এইরূপ দূত শুভকর জানিবে। আর অপ্রশস্ত দ্বারস্থিত, শস্ত্রধারী, প্রমাদী, ভূতল নিক্ষিপ্ত চক্ষুঃ। বিবর্ণ বসন, পাশাদি হস্ত, গদগদবর্ণ ভাষী লুব্ধ কাষ্ঠশ্রয়ী, স্বেদ বিশিষ্ট তিলাক্ত করবস্ত্র, আর্দ্রবাসা কৃষ্ণরক্ত পুষ্প বিশিষ্ট কেশ, কুচমর্দ্দী, নখচ্ছেদী, গুহ্যস্পর্শী, পাদলেখক (পদদ্বারা ভূমিখনক) কেশত্যাগী, তৃণচ্ছেদী, এরূপ দূত প্রত্যেকেই দুষ্ট ও অশুভজনক হয়। যদি দূতের আপনার ইড়া বা অন্যা নাড়ী দুই প্রকারে বহিতে থাকে, তবে এই উভয় দ্বারা বিদ্যার স্ত্রী পুংন পুংসক মন্ত্রের পুষ্টি করিয়া লইবে। দূত যে গাত্র স্পর্শ করে তথায় দংশন জানিবে। দূতের পাদ চলন দোষযুক্ত ও নিশ্চলা উত্থিতি শুভ জনিকা হয়। দূত জীবের পার্শ্বে উপস্থিত শুভকর অন্যত্র আগত হইলে অশুভ জানিবে। জীব, গতায়াত করিলে দুষ্ট ও দূত নিবেদন বিষয়ে শুভ হয়। পূর্ব্বযাম্যার্দ্ধে দূতের বাক্য, নিন্দনীয় হয়। তাহার বাক্যান্তর্গত বিভক্তি সকল দ্বারা বিষের নির্ব্বিষ কালতা জানিবে। আদ্য স্বরবর্ণ সকলে ও কাদ্য বর্গবর্ণ সমুদায়ে লিখিত হইয়া লিপি দুই প্রকার হয়। স্বরজাত বস্নমান্ বর্গ বিশিষ্ট ইতি ক্ষেপাও মাতৃকা জানিবে। বায়ু অগ্নি ইন্দ্র-জলাত্মক বর্গমধ্যে এই চারি প্রকার ভেদ হয়। শক্রজ ও অম্বুসম্ভূত স্বর সকল নপুংসকও পঞ্চম। দূতের বাক্ পাদ ও বাতাগ্নি দুষ্ট; ইন্দ্র মধ্যম বারুণ বর্ণ সকল প্রশস্ত; নপুংসক বর্ণ সকল অতিশয় দুষ্ট। প্রস্থান কালে বাক্য, এবং মেঘ ও হস্তির গর্জ্জন মঙ্গল জনক। এবং দক্ষিণে ও বামদিকে ফলশালি বৃক্ষে পিকাদির স্বর জয়ল্লাভার্থ হয়। গীতাদি শব্দ শুভজনক। বক্ষ্যমাণ সমুদায় অসির নিমিত্ত জানিবে-অনর্থ বাক্য আক্রন্দ (চেঁচানি) দক্ষিণে শব্দ ও হঞ্চি (হাঁচি)। বেশ্যার হাঁচি, রাজা, কন্যা, গো, হস্তী, মুরজ, ধ্বজ, ক্ষীর, ঘৃত, দধি, শঙ্খ, ছত্র, ভেরী, ফল, সুরা, তণ্ডুল, হেম, রূপ্য এই সকল পদার্থ যদি সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত জানিবে। সকাষ্ঠ বা বহ্নির সহিত বর্ত্তমান কারু

মলিনাম্বর ভারধারী, গলস্থ টঙ্ক ব্যক্তি (টঙ্ক পাষাণ দারক অস্ত্র তাহা যার গলদেশে রহিয়াছে) গোমায়ু, গৃধ্র, উলূক, কপর্দ্দিক, (জটাদিধারী) তৈল, কপাল, কার্পাস এই দ্রব্য নিষেধের নিমিত্ত ও ভস্ম নষ্টের নিমিত্ত জানিবে। ধাতু ও ধাত্বন্তর প্রাপ্তি হেতু বিষরোগ সপ্তপ্রকার। বিষ দংশ, ললাটে তৎপরে নেত্রে তদনন্তর মুখে গমন করিয়া থাকে। মুখ হইতে বচনী নাড়ীদ্বয়, ক্রমে ধাতু সমস্ত প্রাপ্ত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নাগলক্ষনাদি নামক চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দষ্ট চিকিৎসা।

অগ্নি কহিলেন, আমি তোমাকে মন্ত্র, ধ্যান ও ঔষধ দ্বারা দষ্ট চিকিৎসার বিষয় বলিব। "ওঁ নমো ভগবতে নীল কণ্ঠায়" এই মন্ত্র জপ করিলে বিষ হানি হয়। ঔষধ, জীবন রক্ষা করে। ঘৃত সহিত রস একবার পান কর্ত্তব্য। বিষ দুই প্রকার, সর্প মূষাদির বিষ, জঙ্গম; শৃঙ্গ্যাদি স্থাবর বিষ। শান্তস্বর বিশিষ্ট ব্রহ্মার স্বরূপ, লোহিত বর্ণ, নিস্তার কর্ত্তা, মঙ্গলময় বিয়তির এই শব্দময় তার্ক্ষ্য মন্ত্র উক্ত হইতেছে।

ওঁ জ্বল মহামতে! হৃদয়ায়, গরুড় বিরল শিরসে গরুড়শিখায়ৈ, গরুড় বিষভঞ্জন প্রভেদন প্রভেদন বিত্রাসয় বিত্রাসয় বিমর্দ্দয় বিমর্দ্দয় কবচায় অপ্রতিহতশাসনং বং হুং ফট অস্ত্রায় উগ্ররূপ ধারক, সর্ব্বভয়ঙ্কর ভীষয় সর্ব্বং দহ দহ ভস্মী কুরু কুরু স্বাহা নেত্রায়। সপ্তবর্গান্ত যুগ্ম অষ্টদিগ্দলস্বর কেশরাদিবর্ণরুদ্ধ আভূতকর্ণিক মাতৃকাযুক্ত বহ্নিকে হৃদিস্থ করিয়া বামহস্ততলে তাহা স্মরণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠাদিতে বর্ণসকল এবং বিয়তির ভেদিকা কলা সকল বিন্যাস করিবে। পীত বর্ণ, শক্রদৈবত, পার্থিব, বজ্রচতুষ্কোণ, বৃত্তার্দ্ধ ও শুক্লবর্ণ পদ্মার্থ; স্বস্তিকযুক্ত বহ্নিদৈবত তৈজস, ত্র্যস্র ও কৃষ্ণবর্ণ গালাধারী বায়ুদৈবত বিন্দুযুক্ত বৃত্ত,অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিমধ্যে পর্য্যন্তভাগে স্বর্ণ নাগবাহন দ্বারা বেষ্টিত স্ব স্ব গৃহমধ্যে ক্রমে বিন্যাস করিবে। বিয়তির স্বমণ্ডল সমকান্তি চারিবর্ণ ও শিবদেবতা রূপহীন রবতন্মাত্র কনিষ্ঠার মধ্যপর্ব্বস্থ আকাশে তাহার আদ্যক্ষর এবং নাগগণের স্বমণ্ডলগত আদিবর্ণসকল ন্যাস করিবে। অঙ্গুষ্ঠাদির অন্তপর্ব্ব সকলে ভূতাদিবর্ণসকল বিন্যাসনীয়। বুধগণ অঙ্গুলী সকলে তন্মাত্রাদি গুণাভিবর্ণসকল বিন্যাস করিয়া থাকেন। তার্ক্ষ্যমন্ত্র দ্বারা হস্তে স্পর্শ করিলে বিষদ্বয় বিনষ্ট হয়। কবিগণ, মণ্ডলাদিতে স্থিত বিয়তির সেই বর্ণসমুদায় স্মরণ করিবে। জ্ঞানী মানব দেহের নাভিস্থান সকলে ও পদ্মসকলে শ্রেষ্ঠ দুই অঙ্গুলি দ্বারা উপলক্ষিত জানুপর্য্যন্ত সুবর্ণনাভ, নাভপর্য্যন্ত তুষারাভ, কণ্ঠপর্য্যন্ত কুঙ্কুমারুণপ্রভ,কেশান্তে কৃষ্ণবর্ণ,ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চন্দ্রাখ্য, নাগভূষণ, নীলবর্ণোগ্রনাস, মহাপক্ষ,আত্মস্বরূপ তার্ক্ষ্যকে স্মরণ করিবে। এইরূপে বিষবিষয়ে তার্ক্ষ্যাত্মক বাক্য হইতে মন্ত্রজ্ঞের মন্ত্র হয়। তার্ক্ষ্যকরের অন্তর্স্থিতা মুষ্টি অঙ্গুষ্ঠের বিষবিনাশিনী জানিও। তার্ক্ষ্যপ্রতি হস্ত উদ্যত করিয়া তৎপঞ্চাঙ্গুলি চালন করিয়া বিষের সংস্তনাদি করিবে। সেই সকল গদবিষয়ে উক্ত হইয়াছে। এই পঞ্চবর্ণাধিপতি ভূবীজমন্ত্র, আকাশ হইতে অতিবিষকে সংস্তম্ভিত করে। সাধুরূপে সাধিত, সংপ্লপ প্লাবক শব্দাদ্য-যমস্বরূপ এই বীজমন্ত্র বিপ-

র্য্যন্ত ভূষা দ্বারা বিষ সংহার করে। উত্তম রূপে জপ করিয়া অভিষেক করিলে, এই মন্ত্র দণ্ডোত্তলন করে। সুষ্ঠুরূপে জপ করিলে এই মন্ত্র শঙ্খ ভেরী আদির নিস্বন শ্রবণ, ভূমি ও তেজের বিপর্য্যয়ে অবস্থিত ও সংযুক্ত হইয়া অবশ্যই দাহন করিয়া ভূবায়ুর ব্যতিক্রম হেতু এই মন্ত্র বিষে সংক্রমণ করে। মধ্যস্থিত বা নিজ গৃহস্থিত মন্ত্রবান্ মানব বীজ অগ্নি ইন্দু ও জলাত্মদ্বারা গরুড়তুল্য বিগ্রহ হইয়া এই কর্ম্ম সমাধান করিবে। তার্ক্ষ ও বরুণের গৃহস্থিত হইয়া সেই মন্ত্র জপ করিলে বিষ বিনাশ হয়। কথিত হয় যে এই মন্ত্র জানদণ্ডী স্বধা শ্রীবীজচিহ্নিত। অনন্তর স্নান ও পান করিলে সর্ব্ববিষ বিনাশ করিয়া জ্বরারোগ্য ও মৃত্যু জয় করিয়া থাকে।

পক্ষি পক্ষি মহাপক্ষি মহাপক্ষি বিধি স্বাহা।

পক্ষি পক্ষি মহাপক্ষি মহাপক্ষি ক্ষিক্ষি স্বাহা।

এই দুই প্রকার পাক্ষরাজ মন্ত্র, ইহা অভিমন্ত্রণ করিলে বিষ বিনাশী হয়।

পক্ষি রাজায বিদ্মহে, পক্ষি দেবায ধীমহি তন্নোগরুড় প্রচোদযাৎ।

সকাল ও লাঙ্গলা, বক্ষস্থিত, পার্শ্ব ও [illegible] ভাগে বহ্নিবিশিষ্ট, দন্ত [illegible] ও দণ্ডী। [illegible] কণ্ঠে ও শিখায় শ্বেতবর্ণ নাম কণ্ঠাদি [illegible] উক্ত হইয়াছে; ঐ উভয়কে [illegible] করিয়া [illegible] বিন্যাস করিবে।

হর হর হৃদয়ায নমঃ কপর্দ্দিনে চ [illegible] নীল কণ্ঠায বৈ শিখাং কালকূট বিষ ভক্ষণায স্বাহা।

অথ বর্ম্ম চ কণ্ঠে নেত্রং কৃত্তিবাসা স্ত্রিনেত্রং পূর্ব্বাদ্যে রান নৈঋত্তং শ্বেতপীতারুণাসিতেঃ।

যিনি, ভুজগণে অভয়, বরদ, চাপ ও বর্ষাদি ধারণ করিতেছেন, যাঁহার চক্রপার্শ্বে গৌরী ও রুদ্র দেবতা আছেন; তাঁহার পাদ, জানু, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, আনন ও মস্তকে মন্ত্রবর্ণ সকল বিন্যাস করিয়া করযুগের অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলি সকলে তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুষ্ঠান্ত অঙ্গুলি সকলে ও অঙ্গুষ্ঠযুগলে সকলই বিন্যাস করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া শীঘ্রই বদ্ধশূল মুদ্রাদ্বারা সংহার করিবে। কনিষ্ঠ অঙ্গুলি জ্যেষ্ঠা দ্বারা বদ্ধা, অন্য তিনটি, আকুঞ্চিত রূপে সম্বদ্ধা হইবে। বিষ নাশে বামহস্ত ও অন্যে অর্থাৎ শত্রু আদি নাশে দক্ষিণ হস্ত প্রশস্ত। দ্বয়ের ও ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। অন্ত্যের ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ ইহার ও পুরুষ দেবতা। আশু ইন্দ্র দ্বাদশের ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। ঋষি প্রতিরথ, সপ্তদশার্চ্চিঃসূক্তে পৃথক্ পৃথক্ দেবতা, পূর্ব্বোক্ত অঙ্গদেবতা। অবশিষ্ট দেবতাগণের ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। ঐ যম ইন্দ্র ও পুরুলিঙ্গোক্ত দেবতা, ছন্দ. পংক্তি অপংক্তিশ্লোক্ত দেবতা সম্য। সর্ব্বপ্রকার বৌদ্ধাধ্যায়ে ও [illegible] ধায সকলে [illegible] আছে। [illegible] তা [illegible] প্রজাপতি [illegible] একা উমা [illegible] রুদ্রদেবতা। আদ্য অনুবাকের দেবতা। [illegible] আদ্যার ছন্দঃ গায়ত্রী ঋকত্রয়ের ছন্দ অনুষ্টুপ্। অন্য ত্রিতয়ের ছন্দঃ পংক্তি। অনন্তর [illegible] [illegible] ছন্দঃ জগতী রুদ্রগণের [illegible]। [illegible] তোমাদিগকেও [illegible] প্রণাম। [illegible] [illegible] দেবতা রুদ্রগণ [illegible]। [illegible] রুদ্রগণ দেবতা। বৃহতী প্রথমা, দ্বিতীয়া ত্রিজগতী তৃতীয়া ত্রিষ্টুপ্ অনুষ্টুপ্ ও যজু এই তিন আর্য্যাদিছন্দোক্ত সমন্ধ [illegible] করে। ত্রৈলোক্য মোহন মন্ত্রেও বিষ ব্যাধি ও অরি বিনাশ পায়।

ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ হুঁ ত্রৈলোক্য মোহনায বিষ্ণবে নমঃ। অনুষ্টুপ্ ও নৃসিংহ মন্ত্রেরা সর্ব্বার্থসিদ্ধি [illegible] হয়।

ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ উগ্রগ্রীবং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু মৃত্যুং নমাম্যহং॥

ইহাই পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র ইহা সর্ব্বার্থ সাধন করে। দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্রদ্বয় বিষব্যাধি বিনাশ হয়। কুব্জিকা ত্রিপুরা গৌরী চন্দ্রিকা ইহারা হারিণী জানিবে। প্রসাদ মন্ত্র বিষ হরণ এবং আয়ু ও আরোগ্য বর্দ্ধন করে। সৌর মন্ত্র বিনায়ক মন্ত্র রুদ্রমন্ত্র এই সকলেই তদ্রূপ বিষহারক ও আরোগ্য বর্দ্ধক হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দষ্টচিকিৎসা নামক পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বিষহারক মন্ত্রৌষধ।

অগ্নি কহিলেন, ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়, ছিন্দ ছিন্দ, বিষ জ্বলিত পরশুপাণয়ে চ। নমো ভগবতে পক্ষিরুদ্রায় দষ্টকং উত্থাপয় উত্থাপয় দষ্টকং কম্পায় কম্পায় জল্পয় জল্পয় সর্পদষ্ট যথা পয় লল লল বধ্ব বন্ধ মোচয় মোচয় বররুদ্র গচ্ছ গচ্ছ বধ বধ ত্রুট ত্রুট বুক বুক ভীষয় ভীষণ মুষ্টিনা সংহর বিষং ঠ ঠ।

পক্ষি মন্ত্র ও রুদ্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিষ নাশ পাবে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্র নাশয় বিষ স্থাবরজঙ্গমং কৃত্রিমাকৃত্রিম বিষ মূপবিষং নাশয় নানা বিষং দষ্টকবিষং নাশয় ধম ধম দম দম বম বম মেঘান্ধকার ধারা বর্ষ নির্বিষীভব সংহর সংহর গচ্ছ গচ্ছ আবেশয় আবেশয় বিষোত্থানরূপং মন্ত্রান্তাদ্বিষ ধারণং ওঁ ক্ষিপ ওঁ ক্ষিপ স্বাহা।

ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ খাঁ সং ঠং স্ত্রোঁ হ্রূং ঠঃ।

জপাদি দ্বারা সাধিত এই মন্ত্র, সর্পগণকে নিয়তই বিনাশ করে। এক দুই তিন ও চতুর্বীজ বিশিষ্ট কৃষ্ণের চক্রাদি পঞ্চাঙ্গ যুক্ত "গোপীজন বল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বার্থের সাধক হইয়া থাকে।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় প্রেতাধিপতয়ে গুহ্ব গর্জ্জ গর্জ্জ ভ্রাময় ভ্রাময় মুঞ্চ মুঞ্চ মুহ্য মুহ্য কট কট আবিশ আবিশ সুবর্ণপতঙ্গ রুদ্রো জ্ঞাপয়তি ঠ ঠ।

এই মন্ত্র পাতাল ক্ষোভক, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে দংশক ও অহিগণের বিষ বিনাশ হয়। দংশন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কান্ট শিলাদি দ্বারা ও জ্বালকোক নদাদি দ্বারা দংশন স্থান দাহন করিলে বিষের শান্তি হয়। শিরীষের বীজ ও পুষ্প এবং আকন্দের ক্ষীর ও বীজ এবং কটুত্রয়; এই সকলের পান লেপন ও অঞ্জনাদি দ্বারা বিষ বিনাশ করিবে। শিরীষ পুষ্পের রস যুক্ত মরিচ ও শর্করার পান ও নস্য এবং অঞ্জনাদি দ্বারা বিষ সংহার হয়, সন্দেহ নাই। কোষাতকী, বচা, হিঙ্গু, শিরীষ, অর্ক, দুগ্ধ এই সকল সংযুক্ত ও মেষ বারি বিশিষ্ট ত্রিকটুর নস্যাদি প্রদান করিলে বিষ হরণ হবে। বামঠ, ইক্ষু আকু ও সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণের নস্য প্রদান করিলে বিষ নষ্ট হয়। ইন্দ্র, বলা, অগ্নিক দ্রোণ, তুলসী, দেবিরা ও সহা ইহাদের রস যুক্ত ত্রিকটু চূর্ণ ভক্ষণ করিলে বিষ উপশমিত হয়। কৃষ্ণ পঞ্চমীতে শিরীষের পঞ্চাঙ্গ প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলে বিষ নষ্ট হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বিষাপহমন্ত্রৌষধ নামক ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

গোনসাদি চিকিৎসা।

অগ্নি কহিলেন, হে বশিষ্ঠ! গোনসাদি চিকিৎসা কহিতেছি শ্রবণ কর।

হ্রীঁ হ্রীঁ অমল পক্ষি স্বাহা।

তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে মণ্ডলির (১) বিষ বিনষ্ট হয়। বিষমাত্রেই লশুন, রামঠফল, কুষ্ঠ, অগ্নি ও ত্রিকটু ভক্ষণ কর্ত্তব্য। সর্পবিষে স্নুহীক্ষীর, গব্যঘৃত ও পঙ্ক পান করিবে। রাজিল দংশনে সৈন্ধবসহিত কৃষ্ণা পান করিলে বিষ নষ্ট হয়। ঘৃত ও ক্ষৌদ্রের বিষ্ঠা (মোম) ও জলদ্বারা পুরীতরীর বিষ বিনাশ পায়; তাহাতে কৃষ্ণা,খণ্ড, দুগ্ধ ও ঘৃত সহমাক্ষিক পান কর্ত্তব্য। ত্রিকটু পিচ্ছ, বিড়ালাস্থি, নকুলের লোম, এই সকল চূর্ণ করিয়া মেষ দুগ্ধযোগে ধূপ প্রদান করিবে সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়। রোম, নির্গুণ্ডি, কাকোল, বর্ণের কাঞ্জিকপাচিত মুনিপত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে দষ্ট ব্যক্তি নির্ব্বিষ হয়। মূষিক ষোড়শ প্রকার উক্ত হইয়াছে; মূষিকবিষে কালাসেরবস পান বিধেয়। সতৈল কলিনী কুসুম মূষিকা বিষব্যাধি বিনাশ করে। নাগরের সহিত গুড় ভক্ষণ করিলে, মূষিক বিষজনিত অরুচি নষ্ট হয়।

লূতাতন্তু বিষের চিকিৎসা বিংশতি প্রকার। পদ্মক, পাটলী, কুষ্ঠ, নত, উশীর, চন্দন, নির্গুণ্ডী, শারিবা, শেলু এই সকলের জলে, লূত বিষার্ত্ত ব্যক্তিকে সেচন করিবে। গুঞ্জা নির্গুণ্ডী, কঙ্কোল-পর্ণ, শুণ্ঠী, নিশাদ্বয়, করঞ্জাস্থি এই সকল দ্রব্য পঙ্কাকৃতি করিয়া বৃশ্চিক বিষ বিনষ্ট হয়। মঞ্জিষ্ঠা চন্দন, ত্রিকটুরপুষ্প, শিরীষ, কৌমুদ, এইচারিদ্রব্য একত্রিত করিয়া লেপাদি প্রদান করিলে বৃশ্চিক বিনাশ পায়।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় চিবি চিবি ছিন্দ ছিন্দ কিরি কিরি ভিন্দ ভিন্দ খড়্গেন ছেদয় ছেদয় শূলেন ভেদয় ভেদয় চক্রেণ দারয় দারয় ওঁ হুঁ ফট্।

অভিমন্ত্রিত এই মন্ত্র, প্রয়োগ করিলে গর্দ্দভাদিকে বিনাশ করে। ত্রিফলা, উশীর, মুস্তা, জল মাংসী পদ্মক চন্দন, এই সকল দ্রব্য অজাক্ষীরের সহিত পান করিলে গর্দ্দভাদির বিষ নাশ হয়। শিরীষপঞ্চাঙ্গ ও ত্রিকটু শতাপদার (কেন্নায়ীর) বিষ হরণ করে। সকঙ্কর শিরীষাস্থি উন্দুরজ বিষ সংহার করিয়া থাকে। সঘৃত ত্রিকটু ও পিণ্ডীতমূল ও উহার বিষহারক হয়। ক্ষার, ত্রিকটু, বচা, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, অম্বষ্ঠ, অতিবলা ও কুষ্ঠ, সর্ব্ববিষ বিনাশ করে। যষ্টি, ত্রিকটু, গুড় ও ক্ষীরের সংযোগ, কুক্কুরের বিষহারী হয়। ওঁ সুভদ্রায়ে নমঃ ওঁ সুপ্রভাযে নমঃ।

মানবগণ, বিধান ব্যতিরেকে যে সকল ঔষধ গ্রহণ করে, "হে দেবি! তুমি সেই সকলেরই বীজ তুমি গ্রহণ করিবে" ব্রহ্মা তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছেন। সেই ঔষধ সকলকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ মুষ্টিদ্বারা যবসকল প্রক্ষেপ করিয়া দশবার এইমন্ত্র জপ করিয়া সেই ঔষধকে নমস্কার করিবে। স্বামু দ্বারা মুর্দ্ধণেত্রী এবং এই মন্ত্র দ্বারা ভক্ষণ করিবে। পুরুষসিংহকে নমস্কার করি, গোপালকে নমস্কার করি। রণে কৃষ্ণের পরাজয় আপনি জানিতেছেন, এই সত্য বাক্যদ্বারা আমার ঔষধসিদ্ধ বা সফল হউক।

নমো বৈদূর্য্যমাতে তম্ন তম্ন রক্ষমাং সর্ব্ব-

(১) মণ্ডলী—গোনস সর্প।

বিষেভ্যো গৌরি গান্ধারি। চাণ্ডালি! মাতঙ্গিনি স্বাহা।

স্থাবরবিষে ঔষধাদিতে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। ভুক্তমাত্র আলম্বিত হইলে তৎপরেও যদি বিষ থাকে তবে শীতলাম্বুযুক্ত পদ্ম ও সঘৃত ক্ষৌদ্র পান করাইবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে গোনস-দির্চিকিৎসা নামক সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বালগ্রহহরবালতন্ত্র।

অগ্নি কহিলেন, বালাদির গ্রহবিমর্দ্দন বালতন্ত্র বর্ণন করিব। যদি জাতদিনে পাপিনী গ্রহী বৎসকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ শিশুকে আশ্রয় করে, তবে তাহার গাত্রোদ্বেগ,আহারহীনতা এবং নানাপ্রকারে গ্রীবাবিবর্ত্তন হয়। তাহার কার্য্য এইরূপ নানাপ্রকার হইতে থাকে এবং মাতার বল হরণ করে। মৎস্য, মাংস, সুরা, অভক্ষ্য গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও দীপ প্রদান করিয়া ধাতকী, লোধ্র, মঞ্জিষ্ঠা, তাল ও চন্দন দ্বারা উপলিম্পন করিবে এবং মহিষাক্ষ দ্বারা ধূপ প্রদান কর্ত্তব্য। গ্রহী দ্বিরাত্রে অত্যন্ত ভয়ঙ্করী হয়। তখন শিশুর কাস ও দীর্ঘ নিশ্বাস ও মুহুর্মুহু গাত্রসংকোচন হইতে থাকে। তাহাতে অজামূত্রলেপন এবং অপামার্গ ও চন্দন কৃষ্ণাসেবন করিবে। গোশৃঙ্গ, গোদন্ত ও কেশ দ্বারা ধূপ ও পূর্ব্ববৎ বলি প্রদান কর্ত্তব্য। গ্রহী ঘণ্টালী নামে প্রথিতা, তাহার কার্য্য মুহুর্মুহু ক্রন্দন, জৃম্ভন, শব্দ, ত্রাস, গাত্রোদ্বেগ ও অরুচি হয়। তাহাতে কেশর, অঞ্জন, গোদন্ত ও হস্তিদন্ত, অজদুগ্ধের সহিত লেপন কর্ত্তব্য। নখ, রাজী ও বিল্ব দল দ্বারা ধূপ প্রদান পূর্ব্বক পূজা প্রদান করিবে। চতুর্থ রাত্রে গৃহী কাকোলীনামে প্রথিতা, তাহার কার্য্য গাত্রোদ্বেগ, অরুচি, ফেনোদ্গার, একদৃষ্টে একদিকে নিরীক্ষণ, আসব সহিত কুল্মাষ (যাউ) দ্বারা পূজা করিবে। তাহাতে গজদন্ত, অহিনির্ম্মোক, (সাপের খোলস) ও ঘোটকমূত্র দ্বারা প্রলেপ দিবে। রাজী ও নিম্ব পত্রের সহিত ধৌত কেশ দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে। পঞ্চম রজনীতে গ্রহীর নাম হংসাধিকা, জৃম্ভা, ঊর্দ্ধশ্বাস এবং মুষ্টিবন্ধন তাহার কার্য্য; তাহাতে মৎস্যাদি দ্বারা বলি প্রদান করিবে। মেষশৃঙ্গ, বলা, লোধ্র, শিলা ও তাল দ্বারা শিশুকে লেপ প্রদান করিবে। ষষ্ঠী গ্রহীর নাম ফট্কারী; তাহাতে ভয়, মোহ, রোদন, নিরাহার ও অঙ্গবিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে, মৎস্য দ্বারা উহার বলি প্রদান বিধেয়। রাজী, গুগ্গুলু, কুষ্ঠ, হস্তিদন্তাদির ধূপ ও লেপন প্রদান কর্ত্তব্য। সপ্তমীর নাম মুক্তকেশী; পীড়া, পূতিগন্ধ, বিজৃম্ভণ, অবসন্নতা, উচ্চরোদন ও কাস তাহার চেষ্টা; তাহাতে ব্যাঘ্র নখ দ্বারা ধূপ ও বচা গোময় ও গোমূত্রদ্বারা উপলিম্পন করিবে। অষ্টমী গ্রহী শ্রীদন্তী; দিঙ্নিরীক্ষণ, জিহ্বাচালন, কাস ও রোদন তাহার কার্য্য। বলি পূর্ব্ববৎ, মৎস্যাদি দ্বারা ধূপ এবং বচা, সিদ্ধার্থ ও লশুন সহিত হিঙ্গুলের লেপ প্রদান কর্ত্তব্য। তদূর্দ্ধে নবমী মহাগ্রহী; উদ্বেগ, ঊর্দ্ধনিশ্বাস, নিজমুষ্টিদ্বয় খাদন তাহার চেষ্টা। রক্তচন্দন ও কুষ্ঠাদি দ্বারা ধূপ ও লেপ দাতব্য; কপিরোম ও নখ দ্বারা ধূপ দান করিবে। দশমী গ্রহী রোদনী; সতত রোদন, সুগন্ধ, নীলবর্ণতা তাহার কার্য্য। নিম্বদ্বারা ধূপ, ভূতোগ্ররাজী ও সর্জ্জরস দ্বারা লেপ প্রদান কর্ত্তব্য। লাজ, কুল্মাষক, বকোদন এই সকল বলি বহির্ভাগে

প্রদান করিবে। ত্রয়োদশ দিবস পর্য্যন্ত এইরূপে ধূপাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে থাকিবে। শিশু যখন এক মাসের হয়, তখন পূতনাসঙ্কুলী গ্রহী বৎসকে আশ্রয় করে; কাকবৎ রোদন, শ্বাস, মূত্র গন্ধ ও চক্ষুর্নিমীলন তাহার কার্য্য। গোমূত্রে স্নান করান ও গোদন্ত দ্বারা ধূপন কর্ত্তব্য। পীতবস্ত্র, রক্তমাল্য, গন্ধ ও তৈলপ্রদীপ, ত্রিবিধ পায়সরস, মদ্য, চতুর্ব্বিধ তিলমাংস ও দক্ষিণদিকে করঞ্জাধ, এই সকল বলি সপ্তাহ প্রদান করিবে। দ্বিমাষিকা গ্রহী মুকুটা; শিশুর শরীর শীতল হয় ও শীত করে। ছর্দ্দি ও মুখশোষাদি তাহার কার্য্য। পুষ্প, গন্ধ, বস্ত্রাদি, অপূপ ও মোনকবলি কৃষ্ণের দীপ ও নারাদি ধূপ প্রদান করিবে। তৃতীয় মাসে গোমুখী গ্রহী নিদ্রা, বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ, রোদন তাহার কার্য্য। যব, প্রিয়ঙ্গু, পলল, কুল্মাষ, শাক মোদন ও ক্ষীর পূর্ব্বে প্রদান করিবে। মধ্যম দিনে ঘৃত দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে। চতুর্থমাসে পিঙ্গলা নাম্নিকা গ্রহী; ঐ মাসে পঞ্চভঙ্গ দ্বারা স্নান করিলে রোগাদি বিনাশ পায়। তাহাতে তনু শীতলা হয়, পূতগন্ধ ও শোষ উপস্থিত হবে; পরিশেষে শিশুর প্রাণ বিয়োগ হয়। ললনা পঞ্চমা গ্রহী; তাহাতে গাত্রের অবসন্নতা, মুখশোষ, অপানবায়ু পরিত্যাগ, পীতবর্ণ এই সকল সংঘটিত হয়; মৎস্যাদি দ্বারা দক্ষিণে বলি প্রদান কর্ত্তব্য। ষষ্ঠমাসে পঙ্কজাগ্রহী; রোদন ও বিকৃতস্বর তাহার কার্য্য। মৎস্য, মাংস, সুরা, ভক্ত (ভাত) ও পুষ্পগন্ধাদি দ্বারা বলি প্রদান করিবে। সপ্তম মাসে নিরাহারী গ্রহী; তাহাতে পূতিগন্ধাদি ও দন্তরোগ হয়। পিষ্টমাংস, সুরা ও মাংস দ্বারা বলি প্রদান কর্ত্তব্য। অষ্টমে যমুনা নাম্নীগ্রহী, বিস্ফোট ও শোষণাদি তাহার কার্য্য, তাহার চিকিৎসা করাইবে না। নবমে কুম্ভকর্ণী গ্রহী, কার্শ্য, জ্বর, ছর্দ্দি, রোদনাদি তাহার কার্য্য; মাংস, যাবক ও মদ্যাদি দ্বারা বৈশ্বদেব বলি প্রদান কর্ত্তব্য। দশমে তাপসী-নাম্নীগ্রহী; নিরাহার, চক্ষুর্নিমীলন তাহার কার্য্য; ঘণ্টা, পতাকা, পিষ্ট-মাংসাদি ও সুরা মাংস বলি প্রদান করিবে। একাদশে রাক্ষসী নাম্নী গ্রহী, তাহাতে নেত্রাদির পীড়া প্রকাশিত হয়, তাহার চিকিৎসা করাইবে না। দ্বাদশে চঞ্চলা গ্রহী, শ্বাস ও ত্রাসাদি তাহার চেষ্টা পূর্ব্বাহ্ণে বলিপূজা ও মধ্যাহ্নে যাবকাদি ও তিলাদি দ্বারা বলি প্রদান কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বর্ষে যাতনা গ্রহী, যাতনা ও রোদনাদি তাহার কার্য্য, তিলমাংস, মদ্যমাংস দ্বারা বলি প্রদান ও স্নানাদি পূর্ব্ববৎ সম্পাদন করিবে। তৃতীয় বর্ষে রোদনী গ্রহী, কম্প, রোদন, রক্তমূত্রতা, তাহার কার্য্য; গুড়, অন্ন, তিলপিষ্টক ও তিলপিষ্টকের প্রতিমাদ্বারা বলি প্রদান তিলস্নান, বাতফল ত্বকের সহিত পঞ্চপত্র দ্বারা ধূপন কর্ত্তব্য। চতুর্থবর্ষে চটকাশোফী গ্রহী, জ্বর, সর্ব্বাঙ্গে অবসন্নতা তাহার কার্য্য; তাহাতে মৎস্য মাংস ও তিলাদিদ্বারা বলি প্রদান, স্নান ও ধূপন কর্ত্তব্য। পঞ্চমবর্ষে চঞ্চলা, তাহাতে জ্বর, ত্রাস ও অঙ্গসাদন তাহার চেষ্টা, মাংস ও অন্নদ্বারা বলি ও মেষশৃঙ্গদ্বারা ধূপ দান পলাস, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, বট, বিল্বদল ও জল লেপ ধারণ করিবে। ষষ্ঠবর্ষে ধাবনী, শোষ, বৈরাশ্য, গাত্রাবসাদ তাহার কার্য্য, সপ্তাহ বলি প্রদান, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য দ্বারা ধূপ ও ভঙ্গকদ্বারা স্নান কর্ত্তব্য। সপ্তমে যমুনা, ছর্দ্দি, বাকাহীনতা হাস্য ও রোদন তাহার কার্য্য, মাংস, পায়স, মদ্যাদিদ্বারা বলি প্রদান, স্নান ও ধূপন কর্ত্তব্য। অষ্টম বর্ষে জাতবেদা, নিরাহার ও রোদন তাহার কার্য্য; কৃশর(তিলমিশ্রিত অন্ন)

অপূপ ও দধি আদিরদ্বারা বলি প্রদান, স্নান ও ধূপদান করিবে। নবমাব্দে কালা ; বাহুর আস্ফোট গর্জ্জন ও ভয় তাহার কার্য্য ; কৃশর, অপূপ(পিঠা) শক্ত (ছাতু) যাবক ও পায়সদ্বারা বলি প্রদান কর্ত্তব্য। দশমবর্ষে কলহংসী, দাহ, অঙ্গকৃশতা ও জ্বর তাহার কার্য্য, পৌলিক (ঈষদদগ্ধ কলায় যবাদি) অপূপ, দধি ও অন্নদ্বারা পঞ্চরাত্র তাহাকে বলি প্রদান করিবে। তাহাতে নিম্বের ধূপ ও কুষ্ঠের লেপ বিধেয়। একাদশবর্ষে দেবদূতী নাম্নী গ্রহী, নিষ্ঠুরবাক্য তাহার কার্য্য, তাহাতে বলি ও লেপাদি পূর্ব্ববৎ দাতব্য। দ্বাদশে বলিকা শ্বাস তাহার কার্য্য, বলি ও লেপাদি পূর্ব্ববৎ প্রদান করিবে। ত্রয়োদশে বায়বী, মুখের ও বাহ্যাঙ্গের অবসন্নতা কার্য্য,রক্তান্ন,গন্ধ ও মাল্যাদি দ্বারা বলি প্রদান ও পঞ্চাঙ্গ দ্বারা স্নান কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশে যক্ষিণী গ্রহী, বাজী ও নিম্বদলদ্বারা ধূপ দাতব্য ; শূল, জ্বর, দাহ তাহার কার্য্য ; মাংস ভক্ষ্যাদিদ্বারা বলিপ্রদান ও শান্তির নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ স্নানাদি কর্ত্তব্য জানিবে। পঞ্চদশবর্ষে মুণ্ডিকা, রক্তস্রাব তাহার কার্য্য, নিয়তই মাতৃচিকিৎসা করিবে। ষোড়শী বানরী, ভূতলে পতন, নিয়ত জ্বর তাহার চেষ্টা ; পায়সাদিদ্বারা বলি প্রদান ও স্নানাদি পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য। সপ্তদশে গন্ধবতী, গাত্রোদ্বেগ ও রোদন তাহার কার্য্য,মাষকাদিদ্বারা বলি প্রদান, স্নান ধূপ ও লেপাদি পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য দিনেশ্বরী গ্রহীগণের নাম পূতনা ও বর্ষেশ্বরী গ্রহীগণের নাম সুকুমারিকা জানিবে।

ওঁ নমঃ সর্ব্বমাতৃভ্যঃ বাল পীড়াসংযোগং ভুঞ্জ ভুঞ্জ, চুট চুট স্ফোটয় স্ফোটয় স্ফুর স্ফুর গৃহ্ণ গৃহ্ণ আকট্টয় আকট্টয় এবং সিদ্ধরূপো জ্ঞাপযতি। হর হর নির্দ্দোষং কুরু কুরু বালিকাং বালং স্ত্রিয়ং পুরুষম্বা, সর্ব্ব গ্রহাণামুপক্রমাৎ।

চামুণ্ডে নমো দেব্যৈ হুঁ হুঁ হ্রাঁ অপসর অপসর দুষ্ট গ্রহান হুঁ তদ্যথা গচ্ছন্ত গুহ্যকাঃ অন্যত্র পস্থানং রুদ্রো জ্ঞাপয়তি।

এইমন্ত্র সর্ব্ববিধ বালগ্রহেই সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকে।

ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে মুঞ্চ মুঞ্চ বালং বালিকাম্বা। বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ জয় জয় বস বস। এইরক্ষা কর মন্ত্র সর্ব্বপ্রকার বলি প্রদানে পাঠ করিবে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ, গৌরী, লক্ষ্মী ও গণাদি দেবগণ, জ্বরদ্বয় হইতে রক্ষা করুন এবং কুমারকে গ্রহপীড়াদি হইতে মুক্ত করুন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বালগ্রহহরবালতন্ত্রনামক অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

গ্রহহৃন্মন্ত্রাদি।

অগ্নি বলিলেন, গ্রহবিমর্দ্দক গ্রহদূরীকরণ মন্ত্রাদি কীর্ত্তন করিব। হর্ষ, ইচ্ছা, ভয়, শোকাদি, বিরুদ্ধ ও অশুচি শোভন, গুরুদেবাদির কোপ, এই সকল কারণে পঞ্চপ্রকার উন্মাদ উৎপন্ন হয়। ঐ উন্মাদ সকল ত্রিদোষজ হইলে সন্নিপাত ও পৃথক প্রকার আগন্তুক বলিয়া কথিত হয়। রুদ্রক্রোধ হইতে অনেক প্রকার দেবাদি গ্রহগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সরিৎ সরোবর, তড়াগাদি, শৈল, উপবন, সেতু, নদসঙ্গ শূন্যগৃহ, বিলদ্বার, একবৃক্ষ, এই সকল স্থানে গ্রহগণ, পুরুষ এবং সুপ্তাগর্ভিণী যাহার ঋতুস্রাব কাল আসন্নবর্ত্তী হইয়াছে, অথবা নগ্না বা ঋতুস্নানকারিণী এই সকল

স্ত্রীগণকে গ্রহণ করে। নরগণের অবমাননা, বৈর, বিঘ্ন, ভাগ্যবিপর্য্যয়া দেবতা-গুরুধর্ম্মাদি সদাচারাদি লঙ্ঘন ও শৈলবৃক্ষাদি হইতে পতন, কেশবিধুনন (চুল ঝাড়া) এইসকলই নরগণের গ্রহ প্রাপ্তির কারণ জানিবে। গ্রহানুপ্রবিষ্ট নর হুং মন্ত্ররূপ, রক্তলোচন হইয়া রোদন করিতে করিতে নৃত্য করে। বলিগ্রহণেচ্ছুক গ্রহবান্ মানব, উদ্বিগ্ন, শূলদাহ পীড়িত, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ও শিরঃপীড়া সমন্বিত হইয়া দেহি দেহি রবে যাচঞা করিতে থাকে। রতিকামী গ্রহবিশিষ্ট নর, স্ত্রীসমূহসম্ভোগে ও স্নানে বাসনা করিয়া থাকে। এই গ্রহ, মহাপ্রাণ, মহাদর্শন, ব্যোমব্যাপী ও চিপিটনাসিক হয়। পাতাল ও নারসিংহ চণ্ডী-মন্ত্রসকল গ্রহ বিনাশন করে। গ্রহবিনাশার্থ, পৃশ্নী হিঙ্গু বচা, চক্র, শিরীষ এইসকল প্রিয়বস্তুদ্বারা পরাৎপর পাশাঙ্কুশধর, অক্ষমালী ও কপালী মহাদেবকে এবং খট্টাঙ্গ অব্জাদি শক্তিধর চতুরাননকে ও রবিমণ্ডলস্থ অম্বুবাহ্যাদি খট্টাঙ্গ পদ্মস্থ আদিত্যাদিযুক্ত নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া সূর্য্যোদয় হইলে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ভৃগু, শ্বাস বিষবহ্নি-বিপ্রকুণ্ড বিশিষ্ট এবং তাঁহার হৃদয়ে বহ্নিরেখা চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার ও অর্কায় ভূর্ভুবঃস্বঃ এইমন্ত্রে কুল মুদগর জ্বালিনীর অর্চ্চনা করিবে। অরুণ, পদ্মাসন, রক্তবস্ত্র এবং দ্যুতি ও বিশ্বকের সহিত বিদ্যমান, উদার, বাহুদ্বয়ে পদ্মধারী, সৌম্য ও সর্ব্বাঙ্গ ভূষণে বিভূষিত। হৃদাদি মন্ত্রসকল রক্তবর্ণ, সৌম্য, বরদ ও পদ্মধারী। অস্ত্র বিদ্যুৎপুঞ্জ নিভ, সৌম্য শ্বেতবর্ণ, কুজ অরুণ বর্ণ। বুধ ও অরুণবর্ণ বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র ও শনৈশ্চর শুক্লবর্ণ, রাহু কৃষ্ণাঙ্গারপ্রভ, কেতু ধূম্রবর্ণ। উহাঁদের বামউরু ও হস্ত মনোহর, দক্ষিণ হস্তে অভয় প্রদান করেন। সেই সকল বীজমন্ত্র স্বনামে আদি ও অন্তদ্বারা কৃত হয়। অস্ত্রমন্ত্রে হস্তদ্বয় সংশোধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদির তলে, হৃদাদি ও নেত্রে ব্যাপক মন্ত্র ন্যাস করিবে। তিন মূলবীজমন্ত্রদ্বারা সাঙ্গ-প্রাণধ্যায়ক ন্যাস করিয়া, পাত্রমন্ত্রে প্রক্ষালন পূর্ব্বক, মূলমন্ত্রে বারিদ্বারা আপূরণ করিয়া গন্ধপুষ্পাক্ষত বিন্যাস পূর্ব্বক, দুর্ব্বা ও অর্ঘ্য মন্ত্রদ্বারা প্রদান করিবে। মূলমন্ত্রে আত্ম প্রোক্ষণ ও নিয়মিত পূজা দ্রব্যসকল প্রদান পূর্ব্বক, আরাধন ও পরমসুখ স্বরূপ বিমল বিশ্বরূপ পরমাত্মার পূজা করিয়া হৃদয়মধ্যে ও বিদিক্ সকলে এইপীঠ কল্পনা করিবে। দিক্ ও বিদিক্ সকলে পীঠোপরি হৃদয়মন্ত্রে পূজা করিবে। পীঠোপরি হৃৎপদ্মদেশ তাহার কেশর সকলে অষ্ট শক্তি বিরাজিতা আছেন, বাংবীজা দীপ্তা, বীংবীজা সূক্ষ্মা, বুংবীজা জয়া, বূংবীজা ভদ্রিকা বেংবীজা বিভূতী, বৈংবীজা বিমলা, বোংবীজা অসিঘাত বিদ্যুতা, বৌংবীজা সর্ব্বতোমুখী এই অষ্টশক্তির ও বং বীজকপীঠ ও বঃ বীজক রবির অর্চ্চনা পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া, হৃদয় ও ষড়ঙ্গমন্ত্রে বাদ্যাদি প্রদান করিবে। স্বকার দণ্ডধারি চণ্ডদ্বয় ও মাংসদ্বারা দীর্ঘা দশনসংযুতা মজ্জা; জরা-বায়ু ও হৃদয় মন্ত্রে, রবির এইসকলের পূজা করিলে সর্ব্বকাম সফল হয়। বহ্নি-ঈশ, রাক্ষস ও মরুদগণের দিক্সকলে কর্ণিকাস্তস্থিত হৃদাদির, স্বমন্ত্রদ্বারা ও পূরোভাগে দিক্সকলে সেইরূপে অস্ত্র পূজা করিবে। পূর্ব্বাদিদিক্ সকলে, চন্দ্র, বুধ, গুরু ও ভার্গবের পূজা করিবে। গ্রহদোষ বিনাশক অজামূত্র সহিত পাঠা পথ্যা বচা, শিগ্রু, সিন্ধু ও ব্যোষ (ত্রিকটু) এই সকল দ্বারা নস্য ও কজ্জল প্রস্তুত করিবে। এক আঢ়ক অজা দুগ্ধে

পঞ্চ ঘৃত সর্ব্বগ্রহ বিনাশ করে। অপস্মার রোগ বিনাশের নিমিত্ত, বৃশ্চিকালী, ফলী, কুষ্ঠ, লবণ ও শাঙ্গক এই সকল দ্রব্য ও তাহাদের জল ভোজন করাইবে। বিদারী, কুশ, কাশ, ইক্ষু এই সকলের কাথ ও দুগ্ধপান এবং দ্রোণে সংস্কৃত সযষ্টি কুষ্মাণ্ড রস ও ঘৃত পঞ্চগব্য, ঘৃত তাহাদের সংযোগ, জ্বর নাশ করে; জ্বরহর মন্ত্র শ্রবণ কর।

ওঁ ভস্মাস্ত্রায় বিদ্মহে একদংষ্ট্রায়,

ধীমহি তন্নো জ্বর প্রচোদয়াৎ।

শ্বাস রোগী, কৃষ্ণা, উষ্ণ, নিশা, রাস্না, দ্রাক্ষা তৈল ও গুড় অথবা ঘৃত যোগে যষ্টিমধু ও ভার্গী অথবা পাঠা, তিক্তা, কণা ও ভার্গী মধুযোগে লেহন করিবে। ধাত্রী, বিশ্বসিতা, কৃষ্ণা, মুস্তা, খর্জ্জুর মাগধী পিবর এই সকল দ্রব্য হিক্কানাশ করে, তাহাদের যে কোণ তিনটী মধু যোগে লেহন কর্ত্তব্য। কামলী (কামলা রোগী) জীর মাণ্ডকী নিশা ধাত্রীরস পান করিবে। ত্রিকটু, পদ্মক, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু ও খণ্ডতুল্য রাস্না চূর্ণ ভোজন করিলে নিশ্চয়ই কাস নাশ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে গ্রহহৃন্মন্ত্রাদিনামক নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সূর্য্যার্চ্চন।

অগ্নি কহিলেন, "শয্যা তু দণ্ডিসাজেশ পাবক শ্চতুরাননঃ" এই বীজ মন্ত্র সর্ব্বার্থের সাধক ও পিণ্ডার্থ কথিত হয়। দীর্ঘ স্বরাদি স্বয়ং (একমাত্র) সকল বীজেই সর্ব্বত্র অঙ্গীভূত হয়। খাত, সাধু, বিষ, স'বন্দু ও সকল গণের এই পঞ্চ বীজ মন্ত্রের সহিৎ ফল পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয়।

গণং জয়ায় নমঃ একদংষ্ট্রায়, অচলকর্ণিনে গজ বক্ত্রায় মহোদর হস্তায়।

সর্ব্বত্র সমান ভাবাপন্ন এই পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র, লক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধি হয়।

গণাধিপতয়ে গণেশ্বরায় গণনায়কায় গণক্রীড়ায় এই মন্ত্র দ্বারা দশদলে পূর্ব্ববৎ পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র ও মূর্ত্তি সকলের পূজা করিবে।

বক্রতুণ্ডায়, একদংষ্ট্রায়, মহাদেবায়, গজবক্ত্রায়, বিকটায়, বিঘ্নরাজায়, ধূম্রবর্ণায়।

এই মন্ত্রে ও মুদ্রাদ্বারা দিগ্‌বিদিকে লোকাংশগণের পূজা করিবে; মধ্যমা ও তর্জ্জনীর মধ্যগত সমুষ্টি অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও মোদকবিশিষ্ট দণ্ডপাশাঙ্কুশযুক্ত চারিভুজ বিরাজিত, দন্ত ভক্ষ্যধর, রক্তবর্ণ সপঙ্কজ পাশাঙ্কুশ দ্বারা আবৃত তাঁহাকে নিত্য নিত্য বিশেষতঃ চতুর্থী তিথিতে পূজা করিবে। শ্বেতার্কমূল এবং তিল ও ঘৃত দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয়। তণ্ডুল, দধি, মধু ও আজ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলে সৌভাগ্য ও বশ্যতা হয়। ঘোণা শোণিত· প্রাণ ধাতুপীড়ক দণ্ডধারী মার্ত্তণ্ড ভৈরব বিম্বপুটে আবৃত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করে। পঞ্চমূর্ত্তি হ্রস্ব; তাহার অঙ্গ সকল দীর্ঘ। ঈশানকোণে সিন্দুর তুল্য অরুণবর্ণ বামার্দ্ধদয়িত রবির পূজা করিবে। আগ্নেয়াদি কোণগণে কুজ, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতুর পূজা কর্ত্তব্য। বিধি পূর্ব্বক স্নান করিয়া অর্ঘ্যপ্রদান পুরঃসর আদিত্যের আরাধনা করিয়া ঈশানে ক্রিয়ান্ত নির্ম্মাল্য ও দীপিত তেজ চণ্ডকে প্রদান করিবে। রোচনা, কুঙ্কুম, বারি, রক্তচন্দন, গন্ধ, অক্ষত, অঙ্কুর, বেণু বীজ, যব, শালিধান্য, শ্যামাক, তিল, রাজিকা ও জবাপুষ্প এই সকল দ্রব্য পাত্রে রাখিয়া ঐ পাত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক অবনীতলে জানুযুগল পাতিত

করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। নিজ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত নব কুম্ভ দ্বারা নবগ্রহের অর্চ্চনানন্তর গ্রহাদি শান্তির নিমিত্ত স্নান করিয়া সূর্য্যমন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বাভিলাষ পরিপূর্ণ হয়। অনন্তর সানল সংগ্রামবিজয় ও সবিন্দু বীজযোগ মস্তকাদি পাদ পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া মুদ্রা দ্বারা মূলমন্ত্রের পূজা পূর্ব্বক স্বাঙ্গ ন্যাস করিয়া আত্মাকে রবিরূপে ভাবনা করিবে। মারণস্তম্ভে রবিকে পীতবর্ণ ও আপ্যায়নস্তম্ভে শুভ্রবর্ণ ও রিপুসংহারবিধানে কৃষ্ণ বর্ণ ধ্যান করিবে। মোহিতকরণে ইন্দ্রধনু তুল্য ধ্যান কর্তব্য। যে মানব নিয়ত জপ, ধ্যান, পূজা হোমপরায়ণ হয়, সে তেজস্বী, অজয়, শ্রীমান্ হইয়া সমুদ্রাদিতে জয় লাভ করে। তাম্বূলাদিতে এই ন্যাস ও জপ করিয়া উশীর প্রদান করিবে। হস্তে বীজ ন্যস্ত করিয়া স্পর্শ করিলে সেই বাজ তাহার বশে অবস্থান করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সূর্য্যার্চ্চন নামক দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নানা মন্ত্র

অগ্নি কহিলেন, "বাক্ কর্ম্ম পার্শ্বযুক্ শুক্রতোক কৃতে মতোপ্লবঃ" হৃতান্তা দশবর্ণা এই সরস্বতী বিদ্যা প্রধান জানিবে। অক্ষার ভোক্তা মানব লক্ষবর্ণ জপ করিয়া মতিমান্ হয়। সবহ্নি বামে অক্ষিবিন্দু অত্রি ইন্দ্রপতি হৃদয়াসক্ত হন। বজ্রপদ্মধর পীতবর্ণ শত্রুকে আহ্বান পূর্ব্বক পূজা করিয়া আজ্য ও তিলদ্বারা নিযুত হোমকরণান্তর তদ্দারা অভিষেক করিবে। এইপ্রকার পূজা হোমদ্বারা নৃপাদি মানবগণ, ভ্রষ্ট রাজ্যাদি ও রাজ্যপুত্রাদি প্রাপ্ত হয়। শক্তিদেবাখ্যা দেবতা হৃদয় লেখন ও দোষাগ্নি, দণ্ডিরপ্রতি নওদান করেন। শিবের পূজা করিয়া অষ্টমী আদি চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত তিথিতে, চক্র পাশাঙ্কুশধারিণী বরাভয়দায়িনী শক্তির জপ এবং হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও কবিত্ব ও পুত্র লাভ হয়।

ওঁ হ্রীঁ ওঁ নমঃ কামায় সর্ব্বজন হিতায় সর্ব্বজন মোহনায়, প্রজ্বলিতায় সর্ব্বজন হৃদয়ং মমাত্মগতং কুরু কুরু ওঁ।

এই মন্ত্রের জপাদিদ্বারা সকল জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়।

ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডে অমুকং দহ দহ পচ পচ মম বশমানয় আনয় ঠ ঠ।

ইহাই চামুণ্ডার বশীকরণ মন্ত্র জানিবে।

ত্রিফলার কষায় সহিত বরাঙ্গ ক্ষালন করিলে নরগণ বশীভূত হয়। অশ্বগন্ধা, যব, নিশা ও কর্পূরাদি, আটটী পিপ্পলী ও তণ্ডুল (চারি পিপ্লী ও চারি তণ্ডুল) কুড়টী মরিচের সহিত সম্মিষ্ট করিয়া বৃহতীর লেপ দিলে স্ত্রীগণ যাবজ্জীবন বশীভূত হয়। কটীরমুল, ত্রিকটু (১) ও ক্ষৌদ্রের লেপ দিলেও স্ত্রীগণ তদ্রূপ বশীভূত হয়। হিম, কপিত্থ, করভ (২) মাগধী, মধুক, মধু, এই সকলের লেপ গ্রহণ করিলে দম্পতীর(স্ত্রীপুরুষের) মঙ্গল জনক হয়। কদম্বরস ও মধু শর্করার সহিতে যোনিতে প্রলেপ দিলেও দম্পতীর হিতসাধন করে। সহদেবী (৩) মহালক্ষ্মী, পুত্রজীবী ও কৃতাঞ্জলি এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মস্তকে নিক্ষেপ করিলে লোকের উত্তম বশীকরণ হয়।

---

(১) শুণ্ঠী, মরিচ ও পিপ্পলী এই তিন দ্রব্যের মিশ্রণ।

(২) নখনামক গন্ধদ্রব্য। (৩) ঔষধ দ্রব্যবিশেষ অপর নাম মহাবলা ইত্যাদি।

দ্বিশত বার পরিমিত ত্রিফলা ও চন্দনের ক্বাথ এবং শরাব পরিমিত, ভৃঙ্গ ও হেমরস, দোষা, তাবতী, চুক্ষুক ও মধু এবং ঘৃতপক্কা নিশা এবং ছায়াশুষ্ক লোপ্যা ও রঞ্জনী এই সকল দ্রব্যের সহিত বিদারী ও উচ্চটা সহিত মাষ চূর্ণ শর্করা যোগে মথিত করিয়া দুগ্ধ সহিত পান করিলে নিত্যই একশত স্ত্রীর নিকট গমন করিতে সামর্থ হয়। সুতার্থিনী রমণী, গুল্ম মাষ, তিল, ব্রীহিচূর্ণ, ক্ষীর ও শর্করা সংযুক্ত অশ্বত্থবংশ ও কুশের মূল এবং বৈষ্ণবী ও শ্রীর মূল দূর্ব্বা ও অশ্বগন্ধার যোগে দুগ্ধ সহিত পান করিবে। কৌন্তী লক্ষ্মীর শিকড় ধাত্রী (আমলকী) বজ্র, লোধ্র, বটাঙ্কুর, ঘৃত ও দুগ্ধ এই সকল ঋতুকালে পান করিলে নারীগণ পুত্রলাভ করে। পুত্রার্থিনী বটাঙ্কুর সহিত শ্রীমূল (লবঙ্গমূল) ও ক্ষীর পান করিবে। শ্রী, বটাঙ্কুর ও দেবীর (১) রস এবং শ্রী, পদ্মমূল, অশ্বত্থের উত্তর (২) মূল উৎক্ষীর, জলযোগে তরল কার্পাসের ও পল্লব অপামার্গের নূতন পুষ্পাগ্র মহিষী দুগ্ধের সহিত নস্য দ্বারা পান করিলে পুত্র লাভ হয়। অর্দ্ধষট্ শাকের সহিত চারিটী যোগ কথিত আছে। গর্ভস্রাব হইলে, শর্করা, উৎপল পুষ্প, অক্ষলোধ্র, চন্দন ও সারিবা, তণ্ডুল জলযোগে স্ত্রীর গর্ভোপরি লেপ প্রদান অথবা লাজা, যষ্টি, সিত শর্করা, দ্রাক্ষা, ক্ষৌদ্র ও ঘৃত এই সকল লেহন করিবে। প্রসব কষ্ট উপস্থিত হইলে অটরুষক, লাঙ্গুলী ও কাকমাচীর শিকড় পৃথক্ রূপে নাভির অধোভাগে লেপন করিলে সুখে প্রসব করে। রক্ত বা শুক্র প্রস্রাব হইলে রক্ত বা শ্বেত জবা পুষ্প যথা ক্রমে জলযোগে পান করিবে। কেশর, বৃহতী মূল, গোপী যষ্টি তৃণোৎপল, অজাদুগ্ধ ও তৈলের সহিত ভক্ষণ করিলে রোমসকল উৎপন্ন হয়। মস্তকের কেশ সকল যখন উঠিয়া যায়, তখন ধাত্রী, ভৃঙ্গরস ও প্রস্থপরিমিত তৈল ও আঢ়ক পরিমিত ক্ষীর একত্র যোগে ব্যবহার করিলে কেশ সকল আর উঠিয়া যায় না।

ওঁ নমো ভগবতে ত্র্যম্বকায় উপশময় উপশময় চুলু চুলু মিলি মিলি ভিদ ভিদ গোনামানি চক্রিনি হূঁ ফট্।

অস্মিন গ্রামে গোকুলস্য [illegible]
[illegible]কর্ণো [illegible]সেনো [illegible] ॥
[illegible] করঃ সমাং পাতু জগৎ পতিঃ ॥

উক্ত গোরক্ষক মন্ত্রদ্বয় ও শ্লোকদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ বিন্যাস করিলে গোগণের রক্ষা হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে অ দিমহাপুরাণে নানামন্ত্র নামক।
একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অঙ্গাক্ষরার্চ্চন।

চন্দ্র যখন জন্মনক্ষত্রে এবং সূর্য্য যখন সপ্তম রাশিতে গমন করেন সেই পৌষ্ণ কাল, তখন গ্রাস পরীক্ষা করিবে।

যাহার কণ্ঠ ও ওষ্ঠ স্থান ভ্রষ্ট হইয়া চলিত ও নাসিকা বক্র এবং জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইতেছে, তাহার জীবন সপ্তাহ জানিবে।

তারো মেষো বিষং দন্তী নরো দীর্ঘো ঘণা রসঃ। ক্রুদ্ধোল্কায়, মহোল্কায় বীরোল্কায়। ইহার নাম শিখা মন্ত্র।

হ্যোল্কায় সহসোল্কায়।

ইহাই অষ্টাক্ষর বৈষ্ণব মন্ত্র।

---

(১) দেবী—মূর্ব্বালতা। মুরগা এই নামে খ্যাত. ধনুকের গুণের উপযুক্তা লতা বিশেষ।

(২) উত্তরমূল—নবীন।

কনিষ্ঠাদি অষ্টাঙ্গুলীর পর্ব্বসকলে, জ্যেষ্ঠাগ্র-ক্রমে মস্তকভাগে অষ্টাক্ষর বিন্যাস করিবে তর্জ্জনীতে তার মধ্যমালয় অঙ্গুষ্ঠে তাহাই এবং তলাঙ্গুষ্ঠে তচ্চুত্তরে তদনন্তর বীজোত্তরে মন্ত্র বিন্যাস করিবে। রক্ত, গৌর, ধূম্র, হরিৎ ও স্বর্ণবর্ণ বর্ণসকল এবং শুভ্র তিনটী বর্ণ, এবম্বিধ রূপবিশিষ্ট ভাবশুদ্ধ বর্ণ সকলকে যথা ক্রমে হৃদয়, আস্য, নেত্র, মস্তক, পদ, তালু গুহ্য ও করাদিতে ন্যাস করিয়া, করে ও দেহে অঙ্গবীজ সকল বিন্যাস পুরঃসর, যেরূপ আপনাতে, করব্যতিরেকে দেব তাব অঙ্গেও সেইরূপে ন্যাস করিবে। গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা হৃদযাদি স্থান গতবর্ণ সকলের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। অনন্তর, গাত্রে, পীঠে ও অম্বুজে যথা ক্রমে ধর্ম্মাদি, অগ্ন্যাদি ও অধর্ম্মাদি ন্যাস করিবে। যেস্থলে কেশর ও কিঞ্জল্কব্যাপি সূর্য্য চন্দ্র ও বহ্নির মণ্ডল ত্রিতয় আছে, তথায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রমে বর্ণ বিন্যাস করিবে। তন্ত্রসত্ত্বাদি গুণসকল এবং কেশরস্থিত শক্তি সকল এবং উৎকর্ষণী বিমল জ্ঞানক্রিয়া যোগসকল ক্রমে অবস্থিত হইবে। প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা মধ্যভাগে অবস্থিত থাকিবে। অনন্তর যোগপীঠের অর্চ্চনা করিয়া সমাবাহনপূর্ব্বক হরিকে অর্চ্চনা করিবে। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পীতবসন ও ভূষণ এই পঞ্চোপচার মূলমন্ত্রদ্বারা প্রদান করিবে। দিক্সকলে বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তির পূজা ও বিদিক্সকলে সরস্বতী ও রতিশান্তির উদ্দেশে পূজা করিবে। দিগ্‌বিদিক্ সকলে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুষল, খড়্গ, শার্ঙ্গ ও বনমালা এই সকলের ক্রমান্বয়ে অর্চ্চনা করিবে। দেবের বহির্ভাগে, গরুড়ের, পুরোভাগে বিষ্বক্‌সেনের, মধ্যে সোমেশের এবং আবরণের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদির, পরিচার দ্বারা করিয়া সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অষ্টাক্ষরার্চ্চন নামক দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চাক্ষরাদি পূজামন্ত্র।

অগ্নি কহিলেন, মেষ সজ্ঞা, সাজ্যবিষ ও দীর্ঘোদকরস এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শিবাত্মক ও মঙ্গলপ্রদ। তারকাদির অর্চ্চনা করিয়া দেবত্বাদি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানাত্মক পরব্রহ্ম, পরম বুদ্ধি স্বরূপ শিব, হৃদয়ে অবস্থিত আছেন; তাঁহার শক্তিস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তিতে ভিন্ন হইয়াছেন। পঞ্চাক্ষরমন্ত্র, পঞ্চভূত স্বরূপ ও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই বিষয় স্বরূপ, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এইপঞ্চ বায়ুস্বরূপ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বরূপ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় স্বরূপ জানিবে। পঞ্চাক্ষরমন্ত্র সর্ব্বস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ। অষ্টাক্ষরান্তমন্ত্রও তদ্রূপ। দীক্ষাস্থান, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গব্যদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া, তন্ত্রসম্ভূত মন্ত্রাদিদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি শিবের অর্চ্চনা করিয়া, মূল, মূর্ত্তি ও অঙ্গমন্ত্রদ্বারা তণ্ডুল নিক্ষেপাদি সমর্পন পূর্ব্বক, চরু ও ক্ষীর পুনর্ব্বার তিনভাগে বিভক্ত করিবে। একভাগ পরেশ্বরে নিবেদন করিয়া হোম সমাপনপূর্ব্বক সশিষ্য গুরু, অন্তভাগ গ্রহণ করিয়া আচমনান্তে গুরু বিভাগ করিয়া শিষ্যগণকে প্রদান করিবেন। ক্ষীর বৃক্ষাদি সঞ্জাত দন্তকাষ্ঠ হৃদ্য মন্ত্র জপ্ত করিয়া দন্ত সংশোধন পূর্ব্বক সংক্ষেপ করিয়া প্রক্ষালন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বে সৌম ও বারীশগত শুভমতি

বিষয়ে শুভ অর্থাৎ শাস্ত আগত শিষ্যকে পুনর্ব্বার শিখাবন্ধনাদি দ্বারা রক্ষিত করিয়া শিষ্যসহিত বেদিতে দর্ভাস্তরণে শয়ন করিয়া গুরু নিদ্রিত হইবেন। শিষ্য, প্রভাতে গুরুকে সুষুপ্ত দেখিয়া, মনোহর সিদ্ধিপদদ্বারা তাঁহাকে ভক্তি শ্রবণ করাইবে। অনন্তর মন্ত্রদ্বারা মণ্ডলার্চ্চন কর্ত্তব্য। ভদ্রকাদ্যুক্ত মণ্ডলের পূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়। স্নানান্তর, আচমন করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গাত্রে মৃত্তিকা লেপন পুরঃসর, অঘমর্ষণ মন্ত্র দ্বারা শিব তীর্থে স্নান করিবে। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ গুরু পূজাদি সম্পাদন করিবে। মূল মন্ত্র দ্বারা পদ্মাসন করিয়া, তদ্দ্বারাই পূরক ও কুম্ভক করিবে। আত্মাকে ঊর্দ্ধভাগে দ্বাদশাঙ্গুলির অন্তিম ভাগে, যোজিত করিয়া সংশোষণ পুরঃসর, নিজতনু দগ্ধ করতঃ অমৃত দ্বারা তাহা প্লাবিত করিবে। দিব্য তনু ধ্যানানন্তর তাহাতে পুনর্ব্বার আত্মাকে লইয়া যাইবে। এইরূপ করিলে আত্ম শুদ্ধি হয়। অনন্তর ন্যাস করিয়া অর্চ্চনা আরম্ভ কর্ত্তব্য। ক্রমে, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্যাম, রক্ত, ও পীতবর্ণ নগাদি মন্ত্র বর্ণ সকল ও দণ্ডিন অঙ্গমন্ত্র সকল বিন্যাস করিয়া তাহাতে সর্ব্বমূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিবে। অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে অঙ্গ মন্ত্র সকল বিন্যাস করিয়া, পাদ, গুহ্য, হৃদয়, বক্ত্র ও মস্তকে মন্ত্রাক্ষর ন্যাস করিবে। মূর্দ্ধাদিস্থানে ব্যাপক ন্যাস করিয়া মূল মন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্র সকল বিন্যাস করিবে। রক্ত, পীত, শ্যাম ও শুভ্রবর্ণ স্বকাল জ পীঠপাদ স্বাঙ্গ অক্ষর সকল মন্ত্রদ্বারা বিন্যাস পূর্ব্বক, দিক্ সকলে অধর্ম্মাদি গাত্র বর্ণ সকল ন্যাস করিবে। তথায় সূর্য্যাদি মণ্ডলে পদ্ম ত্রিতয়ে গুণ বর্ণ সকলকে ও পূর্ব্বাদি পত্রে কর্ণিকোপরি বাম দি নয় শক্তিকে বিন্যাস করিবে—ক্রমে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকারিণী, বলাবকারিণী, বল প্রমথনী সর্ব্বভূত দমনী ও মনোন্মনী নবমী জানিবে এই শক্তিগণ ক্রমে শ্বেত, রক্তা, সিতা, পীতা, শ্যাম, বহ্নিনিভাষিতা, কৃষ্ণা, অরুণা ও জ্বালারূপা এই শক্তিগণের ক্রমে স্মরণ কর্ত্তব্য। অনন্তর হৃদয়াব্জ হইতে, স্ফটিকাভ, চতুর্ব্বাহু, ফলশূলধর, বরাভয়প্রদ,পঞ্চবদন ত্রিলোচন শিবকে অনন্ত যোগপীঠে আহ্বান করিয়া পত্র সকলে তৎপুরুষাদি পঞ্চমূর্ত্তি স্থাপিত করতঃ পূর্ব্বদিকে তৎপুরুষ শ্বেতবর্ণ ও অঘোর অষ্টভুজ অসিত বর্ণ; পশ্চিমে সদ্যোজাত চতুর্ব্বাহু চতুর্ম্মুখ পীতবর্ণ, বামদেব চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ স্ত্রীবিলাসী অরুণবর্ণ চতুর্থ, এবং ঈশানে পঞ্চমুখ সিতবর্ণ সর্ব্বপ্রদ ঈশান পঞ্চম। অনন্তর যথা বিধি ইষ্টাঙ্গ সকলের ও সূক্ষ্ম অনন্তের অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বাদিদিকে একনেত্র সিদ্ধেশ্বরের পূজা কর্ত্তব্য। এক রুদ্র, ত্রিনেত্র, শ্রীকণ্ঠ, শিখণ্ডী, এই সকল কমলাসন বিদ্যেশ্বর দেবতার ঐশানাদি বিদিকে পূজা করিবে। শ্বেত, পীত, সিত, রক্ত, ধূম্র, রক্ত, অরুণ ও অসিতবর্ণ এবং শূল অশনি শর শরাসন বাহু ও চতুরানন; উমা চণ্ডেশ, নন্দীশ, মহাকাল গণেশ্বর, বৃষ, ভৃঙ্গরিট ও স্কন্দ এই সকল দেবের উত্তরাদিকে অর্চ্চনা করিবে। দেবতার অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বাদিদিকে কুলিশ,শক্তি,দণ্ড,খড়্গ,পাশ, ধ্বজ, গদা, শূল, চক্র, পদ্ম এই সকলের পূজা কর্ত্তব্য।

তদনন্তর অধিবাসিত শিষ্যকে পঞ্চগব্য পান ও আচমন করাইয়া নেত্রাস্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক নেত্র মন্ত্রে তাহার নেত্রদ্বয় বন্ধন করিবে। অনন্তর গুরু মণ্ডপের দক্ষিণে শিষ্যকে দ্বারে প্রবেশিত

করিয়া তথায় আসন সহিত কুশে আসীন তাহাকে সংশোধিত করিবে। অনন্তর গুরু আদিতত্ত্ব সকল সমাহরণ পূর্ব্বক ক্রমে পরমার্থে লয় করিয়া সৃষ্টি মার্গদ্বারা শিষ্যকে পুনর্ব্বার উৎপাদিত করিবেন। তদনন্তর শিষ্যে ন্যাস করিয়া প্রদক্ষিণে আনয়নানন্তর, পশ্চিমদ্বারে আনিয়া কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। যাহাতে পুষ্প সকল পড়িতেছে দেখিবে সেই নাম প্রথমে নির্দ্দেশ কর্ত্তব্য। যাগভূমির পার্শ্বে খাতে কুণ্ড সম্নাভিতে মেঘলয়ে শিবাগ্নি জন্মাইয়া পূজা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শিষ্যসহ অর্চ্চনা করিবে। ধ্যান দ্বারা আত্মপ্রভ শিষ্যকে সংহরণ করিয়া ক্রমে প্রলয় করিবে, পুনর্ব্বার উৎপাদন করিয়া তাহার পাণিযুগলে অভিমন্ত্রিত দর্ভপ্রদান করিবে। হৃদয়াদি মন্ত্র দ্বারা পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সকলের হোম কর্ত্তব্য। এক একের শত আহুতি প্রদান করিয়া সোম ও মূল মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। আহুতি প্রদানানন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্রে আহুতি হোম করিবে। বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য সকল সমাপন করিবে। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভ অর্চ্চনা করিয়া পীঠে শিশুকে অভিষেচন করিবে। অনন্তর শিষ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বর্ণাদি দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের দীক্ষা উক্ত হইল। বিষ্ণু আদি মন্ত্রের দীক্ষা ও এইরূপ।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পঞ্চাক্ষরাদি পূজামন্ত্র নামক ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চ পঞ্চাশদ্বিষ্ণুনাম।

যে নর পঞ্চ পঞ্চাশৎ বিষ্ণুনাম জপ করে, সে মন্ত্র জপাদির ফল প্রাপ্ত হয়। তীর্থস্থানে অর্চ্চনাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। পুষ্কর তীর্থে পুণ্ডরীকাক্ষ, গয়ায় গদাধর, চিত্রকূটে রাঘব, প্রভাসে দৈত্যসূদন, জয়ন্তীতে জয় তদ্রূপ হস্তিনাপুরে জয়ন্ত, বর্দ্ধমানে বারাহ, কাশ্মীরে চক্রপাণি, কুব্জাম্রে জনার্দ্দন মথুরায় কেশব কুব্জাম্রকে হৃষীকেশ, গঙ্গাদ্বারে জটাধর, শালগ্রামে মহাযোগ, গোবর্দ্ধনাচলে হরি, পিণ্ডারকে চতুর্ব্বাহু, শঙ্খোদ্ধারে শঙ্খী, কুরুক্ষেত্রে বামন, যমুনায় ত্রিবিক্রম, শোণে বিশ্বেশ্বর, পূর্ব্ব সাগরে কপিল, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে বনমালী মহাসমুদ্রে বিষ্ণু, কিষ্কিন্ধায় রৈবত দেব, কাশীতটে মহাযোগ, বিরজায় রিপুঞ্জয়, বিশাখযূপে অজিত, নেপালে লোকভাবন, দ্বারকায় কৃষ্ণ, মন্দরে মধুসূদন, লোকাকুলে রিপুহর, শালগ্রামে হরি, পুরুষবটে পুরুষ, বিমলে জগৎ প্রভু, সৈন্ধবারণ্যে অনন্ত, দণ্ডকে শার্ঙ্গধারী, উৎপলাবর্ত্তকে শৌরি, নর্ম্মদায় শ্রীপতি, রৈবতকে দামোদর, নন্দায় জলশায়ী, সিন্ধুসমুদ্রে গোপীশ্বর, মাহেন্দ্রে অচ্যুত, সহ্যাদিতে দেবদেবেশ, মাগধের বনে বৈকুণ্ঠ, বিন্ধ্যাচলে সর্ব্বপাপহর, ওড্রদেশে পুরুষোত্তম সাধক হৃদয়ে আত্মাপুরুষ। বট বৃক্ষে বৈশ্রবণ, চত্বরে শিব, পর্ব্বতে রাম ও সর্ব্বত্রে মধুসূদন, ভূমি ও ব্যোমপ্রদেশে নর ও বশিষ্ঠের হৃদয়ে গরুড়ধ্বজ এবং যিনি সর্ব্বত্র বাসুদেবরূপে বিদ্যমান সেই বিষ্ণুর এই নাম সকল স্মরণ করিয়া মানবগণ ভোগমোক্ষ লাভ করিতে পারে এবং বিষ্ণুর এইসকল নাম

জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। এইসকল তীর্থে, শ্রাদ্ধ, দান, জপ ও তর্পণ করিলে, সেইসকল কোটিগুণ ফলদায়ক হয় এবং এইসকল তীর্থে মৃত্যু হইলে মানবগণ, ব্রহ্মময় হইয়া পরম পদ লাভ করে। যে নর এই আখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করে। সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।

ইত্যাগ্নেয় আদিমহাপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশদ্বিকুনাম চতুর্দ্দশ বিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নারসিংহমন্ত্র।

অগ্নি কহিলেন, স্তম্ভ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, উৎসাদন, ভ্রম, মারণ ও ব্যাধি এইসকল ক্ষুদ্র বলিয়া কথিত হয় তাহার মোক্ষপ্রকার বলিতেছি শ্রবণ কর।

ওঁ নমো ভগবতে উন্মত্তরুদ্রায় ভ্রম ভ্রম ভ্রাময় ভ্রাময় অমুকং বিত্রাসয় উদভ্রাময় উদভ্রাময় রৌদ্রেণ রূপেণ হুঁ ফট্ ঠ ঠ।

এইমন্ত্র রাত্রিযোগে শ্মশানে তিনলক্ষবার জপ করিয়া মধু দ্বারা হোম করিলে, রিপুগণ, চিতাগ্নিতে ধূর্ত্তযজ্ঞকাষ্ঠ কর্ত্তৃক সতত বিভ্রামিত হয়। হেমগৈরিকাদ্বারা কৃষ্ণা প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক, মন্ত্রজপ করিয়া হেমসূচি দ্বারা কণ্ঠে বা হৃদয়ে বিদ্ধ করিলে রিপু মরিয়া যায়। খরবাল চিতাভস্ম, ব্রহ্মদণ্ডী ও মর্কটী এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ বা মন্ত্রপূত করিয়া মস্তকে বা গৃহে নিক্ষেপ করিলে রিপুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ভৃগ্বাকাশৌ সদীপ্তাগ্নি ভূর্গুর্বহ্নিশ্চ বর্ম্ম ফট্। এবং সহস্রারে হুঁ ফট্ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ে বিচক্রায় শিবঃ।

শিখাচক্রের নিমিত্ত কবচ মন্ত্র, বিচক্রের নিমিত্ত নেত্রমন্ত্র, সঞ্চক্রের নিমিত্ত অস্ত্রমন্ত্র, জ্বালাচক্রের নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

শান্ত, সুদর্শন, ক্ষুদ্রগ্রহহারক ও সর্ব্বকামের সাধক হয়। উহার মস্তক, চক্ষু, মুখ, হৃদয়, গুহ্য ও পদে অক্ষর ন্যাস করিবে। অগ্ন্যাভ, দংষ্ট্রী, চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শলাকাঙ্কুশ পাণি, চাপধারী, পিঙ্গকেশ, পিঙ্গাক্ষ, অরব্যাপ্ত সুরালয়, এবম্ভূত চক্রাব্জাসনের নাভি বিদ্ধ করিলে, সেই অগ্নিকর্ত্তৃক সর্ব্ববিধ ব্যাধি ও গ্রহ বিনাশিত হয়। চক্র পীতবর্ণ, গদা রক্তবর্ণা, আর সকল রক্তবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে শ্যাম চিহ্নে চিহ্নিত, নেমি শ্বেতবর্ণ কিন্তু বহির্ভাগে কৃষ্ণবর্ণ পার্থিবীরেখা বিদ্যমান আছে। মধ্যস্থান ভিন্ন অন্য স্থানস্থিত অরেবর্ণ সকল উক্তরূপে বিন্যাস করিয়া দুইটি চক্র অঙ্কিত করিবে। আদৌ কুম্ভদ্বারা জল আনয়ন পূর্ব্বক সন্নিধানে সংস্থাপিত করিয়া, সেই স্থানে সুদর্শন দিয়া দক্ষিণচক্রে ক্রমে হোম করিবে। বিধানবিদ্ ব্যক্তি, আজ্য, অপামার্গ, সমিৎ (যজ্ঞকাষ্ঠ) অক্ষত, তিল, সর্ষপ, পায়স, গব্যঘৃত, সহস্রাষ্টক সংখ্যায় (হাজার আট) হুতশেষ প্রতিদ্রব্য কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড সেই কুম্ভে সন্নিবেশিত করিবে। সেই দক্ষিণ চক্রে বিষ্ণুআদি সমস্তই বিন্যাস করিবে।

নমো বিষ্ণুজনেভ্যঃ সর্ব্বশান্তি করেভ্যঃ প্রতিগৃহ্লন্তু শান্তয়ে নমঃ।

এইমন্ত্র দ্বারা হুতশেষ বারিদ্বারা বলি প্রদান করিবে।

কল্পিত গব্যপূর্ণ ফলক পাত্রে ক্ষীরবৃক্ষের পত্র নিবেশিত করিয়া দ্বিজদ্বারা সর্ব্বদিকে হোম করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। সদক্ষিণ এই হোম-

হয়, ভূতাদি বিনাশ করিয়া থাকে। গব্যাক্ত পত্রে মন্ত্র লিখিয়া পর্ণহীন করিলে ক্ষুদ্রগ্রহের উদ্ধার হয়। আয়ু বৃদ্ধির নিমিত্ত দূর্ব্বা দ্বারা, শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত পদ্ম দ্বারা পুত্রের নিমিত্ত উড়ুম্বর দ্বারা, গোষ্ঠে গোবৃদ্ধির নিমিত্ত ঘৃত দ্বারা, মেধা বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষ দ্বারা পূজা করিবে।

ওঁ ক্ষৌঁ নমো ভগবতে নারসিংহায় জ্বালামালিনে দীপ্তদংষ্ট্রাগ্নিনেত্রায় সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূত বিনাশায় সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ হৌঁ ফট্।

নারসিংহের এই মন্ত্র সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশক হয়। এই মন্ত্র জপ করিলে ক্ষুদ্র গ্রহ ও মারী-বিষজনিত রোগ সকল বিনাশ করে। চূর্ণ মণ্ডূক বরো মন্ত্রে নিক্ষেপ করিলে জলস্তম্ভ ও অগ্নিস্তম্ভ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নারসিংহাদি মন্ত্র নামক পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ষোড়শাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রৈলোক্য মোহন মন্ত্র।

অগ্নি কহিলেন চতুর্ব্বর্গসিদ্ধির নিমিত্ত ত্রৈলোক্য মোহন মন্ত্র বলিব শ্রবণ কর।

ওঁ শ্রীঁ, হ্রীঁং হ্রূং ওঁ নমঃ পুরুষোত্তমঃ পুরুষোত্তম প্রতিরূপ লক্ষ্মী নিবাস সকল জগৎক্ষোভণ সর্ব্বস্ত্রী হৃদয়দারণ ত্রিভুবন মদোন্মাদকর সুর মনুজ সুন্দরী জনমানাংস তাপয় তাপয় দীপয় দীপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় দ্রাবয় দ্রাবয় আকর্ষয় আকর্ষয় পরমসুভগ সর্ব্বসৌভাগ্য কর কামপ্রদ, অমুকং হন হন চক্রেণ গদয়া খড়্গেন সর্ব্ববাণৈঃ ভিন্দ ভিন্দ পাশেন কুট্ট কুট্ট অঙ্কুশেন তাড়য় তাড়য় তুরু তুরু কিন্তিষ্ঠসি যাবত্তাবৎ সমীহিতং মে সিদ্ধং ভবতি হূঁ ফট্ নমঃ।

ওঁ পুরুষোত্তম ত্রিভুবন মদোন্মাদকর হূঁ ফট্ হৃদয়ায় নমঃ কর্ষয় মহাবল হূঁ ফট্ অস্ত্রায় ত্রিভুবনেশ্বর সর্ব্বজন মনাংসি হন হন দারয় দারয় মম বশমানয় আনয় হূঁ ফট্ নেত্রায় ত্রৈলোক্য মোহন হৃষীকেশ প্রতিরূপ সর্ব্বস্ত্রী হৃদয়াকর্ষণ আগচ্ছ আগচ্ছ নমঃ॥

পূর্ব্ববৎসাঙ্গ অক্ষি ও অস্ত্র মন্ত্রের ন্যাস করিয়া পূজা পূর্ব্বক পঞ্চাশৎ সহস্রবার জপ ও অভিষেক করিয়া বহ্নিতে চরু প্রস্তুত করিয়া দেব বহ্নিতে শতসংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে। পৃথক্ রূপে দধি, ঘৃত, ক্ষীর, সঘৃত চরু, সুতজল এই সকল দ্রব্যের মূলমন্ত্র দ্বারা দ্বাদশাহুতি প্রদান পূর্ব্বক, অক্ষত ও তিলদ্বারা সহস্র আহুতি প্রদান পুরঃসর, যব, মধুত্রয় পুষ্প ফল ও দধির পূর্ণাহুতি অর্পণ করিয়া হুতাবশিষ্ট সঘৃত চরু ভোজন করাইবে। আচার্য্য ও বিপ্রগণকে ভোজনাদি দ্বারা সন্তোষিত করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। স্নানানন্তর যথাবিধি আচমন করিয়া বাক্য সংযমন পূর্ব্বক যাগমন্দিরে গমন পুরঃসর বদ্ধ পদ্মাসন অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রানলে যথাবিধি শরীর শোষণ করিবে। প্রথমে সর্ব্বদিকে রাক্ষসনাশী ও বিঘ্নকারী সুদর্শনকে ন্যাস করিবে। নাভিমধ্যস্থিত ধূম্রবর্ণ চণ্ডানিলাত্মক পঞ্চবীজ শত্রু স্মরণ করিয়া দেহ হইতে অশেষ কল্মষরাশি বিশ্লেষিত করিবে। হৃদয়াব্জস্থিত রং বীজ স্মরণ করিয়া জ্বালাসকল দ্বারা পাপ দাহন কর্ত্তব্য। ধ্যানদ্বারা সুষুম্না মার্গগামী অমৃতরস মস্তকে আনয়ন করিয়া ঊর্দ্ধ অধঃ ও বক্রভাবে তদ্দ্বারা শরীর সপ্লাবিত করিবে। এইরূপে শুদ্ধশরীর হইয়া ত্রিবিধ মন্ত্রে প্রাণবায়ু সংযমিত করিয়া হস্তন্যস্ত

অন্তঃশক্তিকে মস্তকে, মুখে গুহে গলে সর্ব্বদিকে হৃদয়ে কুক্ষিতে ও দেহের সর্ব্বস্থলে বিন্যাস করিবে। সূর্য্যমণ্ডল হইতে হৃৎপদ্মে আহ্বান করিয়া, ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তারমন্ত্রে পরমাত্মা সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন সেই বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে।

ত্রৈলোক্য মোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নোবিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

আত্মার্চ্চনের পর যজ্ঞীয় দ্রব্যে মন্ত্রবারি প্রদান পূর্ব্বক প্রোক্ষণ ও পাত্র শুদ্ধ করিয়া বিধি পূর্ব্বক স্থণ্ডিলে আত্মপূজা সমাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে। কর্ম্মাদি দ্বারা কল্পিত পীঠে গরুড়োপরি পদ্মস্থিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সম্প্রাপ্তবয়ো লাবণ্য যৌবন মদদ্বারা আঘূর্ণিত তাম্রলোচন, উদার, স্মরবিহ্বল দিব্যমাল্যাম্বর গন্ধলেপ বিভূষিত, সস্মিতানন, নানাবিধ পরিবার বেষ্টিত বিবিধবিমোহন পরিচ্ছদ ধারী লোকানুগ্রহকর, সৌম্য, সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত তেজাঃ পঞ্চবাণধর, প্রাপ্ত কাম, ঈশ, অষ্টভুজ দেবস্ত্রী পরিবৃত দেবীমুখাসক্তলোচন বিষ্ণুকে জপ এবং আবাহনাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত শঙ্খ, চক্র, ধনুঃ, খড়্গ, গদা, মুষল, অঙ্কুশ, পাশধারী বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। পাণিযুগল দ্বারা বল্লভাশ্লেষ কারিণী পঙ্কজ চামরধারিণী শ্রীবৎসকৌস্তুভ শালিনী বাম উরুজঙ্ঘাস্থিত লক্ষ্মীর এবং পীতবসন ও চক্রাদি পরিশোভিত মাল্যবান্ বিষ্ণুর পূজা করিবে।

ওঁ সুদর্শন মহাচক্ররাজ দুষ্টভয়ঙ্কর ছিন্দ ছিন্দ ছিন্দ ছিন্দ বিদারয় বিদারয় পরমমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস ভক্ষয় ভক্ষয় ভূতানি চাশপ অশপ হুঁ ফট্ ওঁ জলচরায় স্বাহা। খড়্গতীক্ষ্ণ ছিন্দ ছিন্দ খড়্গায় নমঃ সারঙ্গায় সশরায় হুঁ ফট্। ভূতগ্রামায় বিদ্মহে চতুর্ব্বিধায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ। সম্বর্ত্তক শাসয় পোথয় পোথয় হুঁ ফট্ স্বাহা। পাশবন্ধ বন্ধ আকর্ষয় আকর্ষয় হুঁ ফট্। অঙ্কুশেন কট্ট হুঁ ফট্।

এই সকল স্বমন্ত্র দ্বারা ভুজসকলে ক্রমে অস্ত্রগণের পূজা করিবে।

ওঁ পক্ষি রাজায় হুঁ ফট্।

এই মন্ত্রদ্বারা কর্ণিকায় তীর্থের ও দেবগণের যথাবিধি পূজা করিবে। ইন্দ্রাদি যন্ত্রসকলে শক্তি আছেন; চামরধারিণী তার্ক্ষ্যাদ্যা শক্তিগণকে অস্তে প্রযুক্ত করিয়া আদিতে দণ্ডিমন্ত্রে সরেশাদি শক্তিগণের স্থাপন ও পূজা করিবে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই পীতবর্ণা, রতি, প্রীতি ও জয়া সিতবর্ণা, কীর্ত্তি ও কান্তি উভয়েই শুক্লবর্ণা, স্মরসঞ্জাতা তুষ্টি ও পুষ্টি শ্যামবর্ণা। ইষ্টার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত বিষ্ণুদেবের পূজানন্তর লোকপালগণের পূজা কর্ত্তব্য। এইমন্ত্র জপ করিয়া ধ্যান, হোম ও অভিষেক করণীয় জানিবে।

ওং শ্রীং ক্রীঁ হ্রীঁ হুং ত্রৈলোক্য মোহনায় বিষ্ণবে নমঃ।

এই মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্ববৎ পূজাদি করিলে সকল কামনাই পরিপূর্ণ হয়।

সম্মোহনী পুষ্প ও তোয়দ্বারা নিত্যই সেই মন্ত্রে তর্পণ করিবে। ব্রহ্মা সশক্র শ্রীদণ্ডী ও বীজ ত্রৈলোক্য মোহন হয়; ত্রিলক্ষবার জপ এবং সঘৃত বিল্বপত্র দ্বারা লক্ষ হোম সমাপনপূর্ব্বক তণ্ডুল ও ফল গন্ধ দুর্ব্বাদিদ্বারা পূজা করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। তোয়াভিষেক ও হোমাদি ক্রিয়াদ্বারা তুষ্ট হইয়া সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন।

ওং নমো ভগবতে বরাহায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ পতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি হৃদয়ায় স্বাহা।

প্রতিদিন অযুত পঞ্চাঙ্গ জপ করিয়াও আয়ু ও রাজ্য প্রাপ্ত হয়।

সপ্তদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রৈলোক্যমোহনী লক্ষ্ম্যাদি পূজা।

অগ্নি কহিলেন—

বক্ষঃ সবহ্নির্বামাক্ষো দণ্ডী শ্রীঃ সর্ব্বসিদ্ধিদা।

মহাশ্রিয়ে মহাসিদ্ধে মহাবিদ্যুৎ প্রভে নমঃ।

শ্রিয়ে দেবি বিজয়ে নমঃ। গৌরি মহাবলে বন্ধ বন্ধ নমঃ। হুঁ মহাকায়ে পদ্মহস্তে হুঁ ফট্ শ্রিয়ে নমঃ। শ্রিয়ৈফট্ শ্রিয়ৈনমঃ। শ্রিয়ৈফট্ শ্রীং নমঃ। শ্রিযে শ্রীদ নমঃ স্বাহা শ্রীফট্।

এইমন্ত্রের নয় অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একের আশ্রয় করিবে। ত্রিলক্ষ বা একলক্ষ জপ করিয়া অক্ষত ও পঙ্কজদ্বারা পূজা করি ল সম্পৎ লাভ হয়। লক্ষ্মীগৃহে বা বিষ্ণুগৃহে লক্ষ্মীর পূজা করিলে ধনলাভ হয়। ঘৃতাক্ত তণ্ডুলদ্বারা খদির কাষ্ঠানলে লক্ষাহুতি প্রদান করিলে রাজা বশ্য হয় এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। সর্ষপ জলের অভিষেক দ্বারা সকলগ্রহ বিনষ্ট হয়। বিল্বদ্বারা লক্ষ্মীর লক্ষ হোম ধনবৃদ্ধি হয়। অনন্তর হৃদয়াম্বুজে চতুর্দ্বার শক্রগ্রহ চিন্তা করিবে। পূর্ব্বদ্বারে বলাকা, বামনা, শ্যামা এইসকল শ্বেত পঙ্কজ ধারিণী হইয়া ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়ে ক্রীড়া করিতেছেন; এইরূপ ধ্যান করিবে দক্ষিণদ্বারে বন মালিনী, রক্ত পঙ্কজধারিণী শ্বেতাঙ্গীরে পশ্চিম দ্বারে হরিদ্বর্ণা করদ্বয়ে শ্বেতাম্বুজ ধারিণী বিভীষিকা শ্রীদুর্গাকে ও উত্তরদ্বারে শঙ্করীকে চিন্তা করিবে। তন্মধ্যে অষ্টদল পঙ্কজ, তাহার পত্রসকলে অঞ্জনবর্ণ বাসুদেব, ক্ষীরাভ সঙ্কর্ষণ, কাশ্মীরাভ প্রদ্যুম্ন ও হেমাভ অনিরুদ্ধ ইহার সুবাসা হইয়া শঙ্খ চক্র গদা ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। আগ্নেয়াদি পত্রসমূহে রজতপ্রভ ও হেমকুম্ভধর, গুগ্‌গুলু কুরুণ্টক, দমক, সলিল, নামক হস্তিগণ অবস্থিত আছে স্মরণ করিবে। কর্ণিমধ্যে লক্ষ্মীর স্মরণ করিবে। লক্ষ্মীদেবী চতুর্ভুজা সুবর্ণাভা, ঊর্দ্ধীকৃত করদ্বয়ে পঙ্কজধারিণী দক্ষিণহস্তে অভয়প্রদা, বামহস্তে বরদায়িনী, শ্বেতাংশুকা গন্ধাঢ্যা রম্য মালিনী ও অস্ত্রধারিণী হইয়া পরিবারে অবস্থান করিতেছেন এইরূপ ধ্যান করিয়া অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। দ্রোণপুষ্প, পঙ্কজ ও শ্রীবৃক্ষপত্র (বিল্ব) মস্তকে ধারণ করিবে না। এইপূজায় লবণামলক প্রদান করিবে না। পায়সভোজী হইয়া নাগাদিত্য তিথিতে ক্রমে সূক্তমন্ত্র জপ ও এই মন্ত্রদ্বারাই লক্ষ্মীর অভিষেক করিবে। আবাহনাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত মস্তকে ধ্যান করিয়া লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিবে। বিল্ব, ঘৃত, পদ্ম, পায়স এইসকল পৃথক্‌রূপে শ্রীদেবীকে অর্পণ কর্ত্তব্য। বিন, মহিন, কাল, অগ্নি, রুদ্র, জ্যোতি ও বকদ্বয় দ্বারা লক্ষ্মী পূজনীয়া।

ওঁ হ্রীং মহামহিষমর্দ্দিনী ঠঠ মূলমন্ত্রং মহিষ হিংসকে নমঃ। মহিষশত্রুং ভ্রাময় ভ্রাময হুঁ ফট্ ঠঠ মহিষং হেষয় হেষয মহিষ হন হন দেবি হুঁ মহিষ নিসূদনি ফঠ্।

এই সঙ্গে দুর্গাহৃদয় মন্ত্র সর্ব্বার্থের সাধক। সেই লক্ষ্মী দেবীকে যথোক্ত রূপে পূজা করিয়া অঙ্গ মধ্যগত পীঠ পূজা করিবে।

ওঁ হ্রীঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা চেতি দুর্গায়ৈ নমঃ। বরবর্ণ্যৈ নমঃ। আর্য্যায়ৈ কনক প্রভায়ৈ কৃত্তিকায়ৈ সুরূপায়ৈ।

আদ্যস্বর দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই সকল মূর্ত্তির পূজা করিবে।

চক্রায়ু শঙ্খায় গদায়ৈ খড়্গায় ধনুষে বাণায়।

এই মন্ত্রে অষ্টমী আদিতিথিতে এই দুর্গার পূজা সমাপন পূর্ব্বক লোকপালগণের অর্চ্চনা করিবে। দুর্গাযোগ সম্যক আয়ুঃ স্বামির প্রতি অনুরাগ ও জয়াদি সাধন করিয়া থাকে। সাধ্য সহিত ঈশান মন্ত্র দ্বারা তিল হোম করিবে তাহা বশীকরণ হয়। পদ্ম দ্বারা পূজা করিলে জয়লাভ, দুর্ব্বা দ্বারা শান্তি, পলাশ পুষ্প দ্বারা কাম ও কাকপক্ষ দ্বারা পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে। মরণ, দ্বেষ, ক্ষুদ্র গ্রহ ভয় ও বিপত্তি, মন্ত্রদ্বারা বিনষ্ট হয়।

ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।

জয়দুর্গাঙ্গ সংযুক্তা এই মন্ত্র রক্ষাকরী নামে উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধাদিস্থলে জয়ের নিমিত্ত শঙ্খচক্র পদ্ম শূলাদি ত্রিশূল ধারিণী রৌদ্ররূপিণী ত্রিলোচনা শ্যামাদেবীকে ও চতুর্ভুজ আত্মাকে ধ্যান করিয়া খড়্গাদি মন্ত্রে এই দেবীর পূজা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ত্রৈলোক্যমোহনী লক্ষ্ম্যাদি পূজা নামক সপ্তদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্বরিতা পূজা।

অগ্নি কহিলেন, ভোগমোক্ষ প্রদায়ক ত্বরিতাঙ্গ সকল সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিব।

ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ। ওঁ হ্রাং পুরু পুরু মহাসিংহায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ হুঁ হুঁ খেচচ্ছেক্ষঃ। স্ত্রীঁ ওঁ হুঁ ক্ষেং হুঁ ফট্‌ ত্বরিতায়ৈ নমঃ। খে চ হৃদয়ায় নমঃ। চ চ্ছে শিরসে নমঃ। চ্ছে ক্ষঃ। শিখায়ৈ নমঃ। ক্ষ স্ত্রী কবচায় নমঃ। স্ত্রাঁ হুঁ নেত্রায় নমঃ। হুঁ খে অস্ত্রায় ফট্‌ নমঃ। ওঁ ত্বরিতাবিদ্যাং বিদ্মহে তূর্ণবিদ্যাঞ্চ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। শ্রীপ্রণিতায়ৈ নমঃ। হুঁকারায়ৈ নমঃ। ওঁ খেচর হৃদয়ায় নমঃ। খেচর্য্যৈ নমঃ। ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ। ছেদন্যৈ নমঃ, ক্ষেপণ্যৈ স্ত্রিয়ৈ হুঁকার্য্যৈ নমঃ। ক্ষেমঙ্কর্য্যৈ জয়ায়ৈ কিঙ্করায় রক্ষ। ওঁ ত্বরিতাজ্ঞয়া স্থিরাভব বষট্‌।

তোতলা ত্বরিতা ও তূর্ণা এইরূপ এই বিদ্যা কথিত হইয়াছে। শিরঃ ভ্রূ, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয় নাভি গুহ্য উরুদ্বয় জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় ও চরণদ্বয়ে ক্রমে ক্রমে অঙ্গমন্ত্র ন্যাস করিয়া সমস্ত ব্যাপক মন্ত্র বিন্যস্ত করিবে। পার্ব্বতী, শবরী, ঈশা বরদ হস্তা ও অভয় হস্তিকা, ময়ূর বলয়া, পিচ্ছ মৌলি, কি সলয়াংশুকা, সিংহাসনস্থা মায়ূর বহ ছত্রসম স্থিতা, ত্রিনেত্রা, শ্যামলা, দেবী, বনমালা, বিভূষণা, বিপ্রভুজঙ্গ কর্ণাভরণা, ক্ষত্র সর্প কেয়ূর ভূষণ বৈশ্যভুজঙ্গ কটিবন্ধা, শূদ্রসর্পকৃতনূপুরা এই সকল রূপ আত্মাতে ভাবনা করিয়া তৎস্বরূপ হইলাম এইরূপ চিন্তা করিয়া নিযুতবার সেই মন্ত্র জপ করিবে। পুরাকালে ঈশ্বর কিরাতরূপ এবং গৌরীও কিরাতরূপিণী হইয়াছিলেন; সর্ব্ববিধ মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত, সেই গৌরীর জপ ধ্যান ও পূজা করিবে; তাহাতে বিষাদির ও বিনাশ হয়। পূর্ব্বাদিদলে ক্রমানুসারে অষ্ট সিংহাসনে দেবীর অগ্রে হুঁকারাদ্যা, প্রণীতা, অঙ্গগায়ত্রী ও ফট্‌কারী এই সকলের শ্রীবীজ দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ঐ সকল শক্তি ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণ শোভিনী ফটকারী ধনুর্দ্ধারিণী, স্বর্ণ যষ্টিধারিণী এই সকল শক্তি এবং দ্বারস্থা জয়া ও বিজয়া পূজনীয়া জানিবে। জয়া বিজয়ার বহির্ভাগে বর্ব্বরী কিঙ্করা ও মুণ্ডী লগুড়া অবস্থিত আছে। এই সকলের পূজা করিয়া যে ন্যাকৃতি কুণ্ড যাগদ্রব্যে হোম করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। অর্জ্জুন দ্বারা হোম

কারলে সুবর্ণলাভ, ধান্যদ্বারা পুষ্টি গোধূম দ্বারা সম্পৎ, যব দ্বারা ধান ও তিল দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি ও ঈতি (১) বিনাশ হয়। অক্ষ দ্বারা শত্রুর উন্মাদ, শালী দ্বারা শত্রুর মারণ, জম্বু দ্বারা ধন ধান্যাদি প্রাপ্ত, নীলোৎপলদল দ্বারা তুষ্টি, রক্তোৎপল দ্বারা মহাপুষ্টি, কুন্দপুষ্প দ্বারা মহোন্নতি, মল্লিকা দ্বারা পুরক্ষোভ, কুমুদ দ্বারা জনপ্রিয়তা, অশোক দ্বারা পুত্রলাভ পাটলি দ্বারা শুভাঙ্গনালাভ, আম্র দ্বারা আয়ুঃ,তিল দ্বারা লক্ষ্মী,বিল্ব দ্বারা শ্রী চম্পক দ্বারা ধন, মধুকপুষ্প দ্বারা ইষ্টলাভ ও বিল্ব দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতালাভ হয়। ত্রিলক্ষ জপ হোম, ধ্যান ও যাগ দারা সর্ব্বকাম সিদ্ধি হয়। গায়ত্রীদ্বারা মণ্ডলে অর্চ্চনানন্তর পঞ্চবিংশতি আহুতি ও মূলমন্ত্র দ্বারা তিনশত আহুতি প্রদান পূর্ব্বক পল্লব দ্বারা দীক্ষিত হইয়া পঞ্চগব্য পানানন্তর চরুভোজন করাইবে। ইহাই নিত্যবিধি।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ত্বরিতা পূজা নামক অষ্টাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ঊনবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্বরিতা মন্ত্রাদি।

অগ্নি কহিলেন, ভোগমোক্ষপ্রদা অপরা ত্বরিতা বিদ্যা বর্ণন করিব।

রজোদ্বারা লিখিত বজ্রব্যাপ্ত পুরে দেবীর অর্চ্চনা করিবে। নরগণ পদ্মগর্ভে দিগ্ বিদিকে অষ্টবজ্র ও দ্বাবশোভোপশোভাযুক্ত বীথিকা লিখিয়া শীঘ্রই অষ্টভুজা দেবীকে স্মরণ করিবে। সিংহোপরি তাঁহার বামজঙ্ঘা প্রতিষ্ঠিত দ্বিগুণা (মোটিতা) দক্ষিণ জঙ্ঘা পাদপীঠে অর্পণ করিয়া অবস্থিত আছেন, বজ্রকুণ্ডে বজ্রভূষণবতী হইয়া খড়্গ, চক্র, গদা শূল শর শক্তি ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ কর সকলে বর দান ও বাম কর সকলে ধনুঃপাশ, শর, ঘণ্টা, তর্জ্জনী শঙ্খ বজ্র ও অঙ্কুশ আয়ুঃ ধারণ পুরঃসর অভয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহার পূজা করিলে শত্রু নাশ ও অবলীলায় রাজ্য জয়, দীর্ঘায়ুর্লাভ রাজ্য সম্পৎ ও দিব্যাবিদ্যাদির সিদ্ধিলাভ হয়। তাহাতে সন্দেহ নাই।

তলাতলাদি সপ্তপাতাল কালাগ্নি ও ভুবনান্তক গণকে স্মরণ করিয়া ওঁকারাদি স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডবাচক যাবৎ তাবৎ ওংকার দ্বারা জলকে ভ্রমণ করাইবে; তদনন্তর তোলতা ত্বরিতা অবস্থিতা এক্ষণে প্রস্তাব কহিতেছি শ্রবণ কর। ভূমিতলে স্বরবর্ণ লিখিবে। তালুবর্গ (১) ও কবর্গ প্রথম ও দ্বিতীয়; জিহ্বা তালুক তৃতীয়; তালু জিহ্বাগ্র চতুর্থ জিহ্বাদন্ত পঞ্চম, ওষ্ঠ পুট সম্পন্ন ষষ্ঠ মিশ্রবর্গ সপ্তম শবর্গ উষ্ম, এই সকল লিখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। ষষ্ঠ স্বর সংযুক্ত সবিন্দু উষ্মবর্ণ একাদশ স্বর রসোজ্জিত তালুবর্গ দ্বিতীয় ও জিহ্বাতালু সংযোজিত করিয়া কেবল প্রথম স্থলে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাই দ্বিতীয়, অধোভাগে বিনিযোজিত করিয়া, তালুবর্গের প্রথম একাদশ স্বর যুক্ত করিয়া ও উষ্মবর্গের দ্বিতীয় অধোভাগে দেখিয়া যোজনা করিবে। ষোড়শ স্বর সংযুক্ত উষ্মবর্গের দ্বিতীয় জিহ্বা দন্ত্যবর্গ যোগে প্রথমে অধোভাগে যোজনা করিয়া পুনর্ব্বার

(১) ঈতি—অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভামূষিকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজনঃ ষড়েতে ঈতয় স্মৃতাঃ।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শলভ, মূষিক, খগ ও প্রত্যাসন্ন রাজগণ এই ছয় ঈতি নামে কথিত হয়।

(১) তালুবর্গ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ইত্যাদি।

মিশ্রবর্গ হইতে দ্বিতীয় অধোভাগে যোগ করিবে। তালুবর্গাদি সংযুক্ত চতুর্থ স্বর সম্ভিন্ন উষ্মের দ্বিতীয় অধস্তাৎ যোগ কর্ত্তব্য। তদনন্তর, স্বরের একাদশ সংযুক্ত সবিন্দু উষ্মান্ত; পঞ্চ পঞ্চস্বর সম্বলিত ওষ্ঠ পুটে দ্বিতীয় জিহ্বাগ্র ও তালু যুক্ত অন্তাক্ষর প্রথম পঞ্চমে যোগ করিবে। ইহারা স্বরার্দ্ধ দ্বারা উদ্ধৃত। অগ্নি কার্য্যের নিমিত্ত ওংকারাদ্যা নমোহন্তা স্বাহা মন্ত্র জপ করিবে।

ওং হুং হ্রুং হ্রঃ হৃদয়ং হ্রাং হশ্চেতি শিরঃ। হুঁ জ্বল জ্বল শিখাস্যাৎ কবচং হনুদ্বয়ং। হ্রীং শ্রীং ক্ষুন্নেত্র ত্রয়ায় বিদ্যানেত্রং প্রকীর্ত্তিতং ক্ষৌং হং খৌং হুং ফড়স্ত্রায়। এই গুহ্যাঙ্গ সকল পূর্ব্বেই বিন্যস্ত করিবে।

ত্বরিতার ও বিদ্যার অঙ্গসকল বর্ণন করিব শ্রবণ কর প্রথম ও দ্বিতীয় হৃদয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শিবঃ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শিখা, সপ্তম ও অষ্টম কবচ। তারক ও নেত্রে নব ও অধাক্ষর বিশিষ্ট; ইহা তোতলা নামে বিখ্যাত, তদনন্তর, বজ্রতুণ্ডা ইন্দ্র-দূতিকা বজ্রতুণ্ডার খ খ হুঁ এই মন্ত্র ও দশবীজ। খেচরী জ্বালিনীজ্বালে খ খ এই জ্বালিনী দশ। বর্চ্চে শরবিভীষণি খ খ এই শবরী দূতিকাচ্ছে ছেদিনি করালিণ খ খ এই করালী দূতিকা। স্ত্রীবালকারে ধুননি শাস্ত্রী বসন বেগিকা জানিও। ক্ষে পক্ষে কপিলে হস হস এই কপিলা দূতিকা। হুঁ তেজোবতি মাতঙ্গরৌদ্রি রৌদ্রী দূতিকা। পুটে পুটে খ খ খড়্গে ফট্ ব্রহ্ম দূতিকা। দশবর্ণা বৈতালিনী অন্য দূতিকাগণকে অহি ও পলালবৎ ত্যাগ করিবে। হৃদাদি ন্যাসাদিতে, সুধীগণ মধ্যে ও নেত্রে ন্যাস করিবে। পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত, মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্য্যন্ত মধ্য পদ, জানু, উরু ও নাভি হৃদয় ও কণ্ঠদেশে, ঊর্দ্ধে বজ্রমণ্ডল এবং অধো ও ঊর্দ্ধে আদিবীজ বিন্যাস করিয়া তদনন্তর, সাধক, ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশনশীল, অমৃতধারাবর্ষি সোমরূপ ও গোরূপ চিন্তা করিবে। মূর্দ্ধা, আস্য, কণ্ঠ, হৃদয় ও নাভিতে এবং গুহ্য, উরু, জানু ও পদে আদিবীজ বিন্যাস করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তর্জ্জনী আদিতে বিন্যাস করিবে। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধে সোমকে ও অধোভাগে পদ্ম ও বীজ বিগ্রহশরীর অবগত হয়, তাহার ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুজয়ে সমর্থ হয়। বিন্যাস করিয়া সেই দেবীর একশতঅষ্টবার পূজা, জপ ও ধ্যান করিবে। এক্ষণে মুদ্রা বলিতেছি মুদ্রা প্রণীতাদি পঞ্চপ্রকার করদ্বয় গ্রথিত করিয়া মধ্যভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় নিপাতিত করিয়া মস্তকভাগে সংলগ্না সেই তর্জ্জনীকে শিরোপরি বিন্যাস করিলে প্রর্ত্তিতানামে প্রথিতা মুদ্রা হয়। তাহাকে হৃদ্দেশে আনয়ন করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয় মধ্যভাগে উন্নত করিলে তাহাকে সঞ্জীবা কহে। তর্জ্জনী মধ্যে পরস্পর অনেক সংলগ্ন অঙ্গুলি নিযোজিত করিয়া জ্যেষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগমধ্যে নিক্ষেপ করিলে ভেদিনী মুদ্রা হয়। তাহাকে নাভিদেশে বদ্ধ করিয়া, তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিলে করালী নামে মহামুদ্রা হয়, এই মন্ত্র মন্ত্রীয় হৃদয়দেশে সংযোজ্যা জানিও। পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বদ্ধ ও লগ্না জ্যেষ্ঠাকে উৎক্ষিপ্ত করিলে বজ্রতুণ্ডানামে মুদ্রা হয়, তাহাকে বজ্রদেশে বন্ধন কর্ত্তব্য। উভয় হস্তদ্বারা মণিবন্ধ বন্ধন পুরঃসর তিন তিন অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে বজ্রমুদ্রা হয়। দণ্ড খড়্গ চক্র-গদা মুদ্রা আকারানুসারে অবগতি করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধভাগে আক্রমণ করিলে ত্রিশূল মুদ্রা, তন্মধ্যে একটী মধ্যভাগে ঊর্দ্ধগত করিলে শক্তি মুদ্রা হয়।

শর, বরদ, চাপ, পাশ, ভার, ঘণ্টা, শরু, অঙ্কুশ, অভয় ও পদ্ম এই সকলের যোগে মুদ্রা অষ্ট-বিংশতি। মোহনী, মোক্ষণী, জ্বালিনী, অমৃতা অভয়া, প্রণীতা এই পঞ্চমুদ্রা জপ ও হোমকার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ত্বরিতা মন্ত্রাদি নামক ঊনবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্বরিতা মূলমন্ত্রাদি।

অগ্নি কহিলেন, সিংহ বজ্রাকুল পদ্মদ্বয় বিন্যাস করিয়া দীক্ষাদি বলিব।

হে হে হুতি বজ্রদন্ত পুরু পুরু লুলু লুলু গর্জ্জ গর্জ্জ ইহ সিংহাসনায় নমঃ।

বক্র ও ঊর্দ্ধগতা রেখা চারিটি এবং নবভাগ বিভাগদ্বারা চারিটি কোষ্ঠ করিবে। দিক্ সংগত কোষ্ঠ ইগ্রাহ্য, বিদিগ্গত কোষ্ঠ, বিনাশ সাধন করে। কোষ্ঠকোণ সকলের বাহিরে আটটি বাহ্য-রেখা থাকিবে, বাহ্যকোষ্ঠের বাহিরে ও মধ্যে সমস্তই সমান। বাহ্যরেখার দুইভাগের মধ্যস্থলে বজ্রের মধ্যশৃঙ্গ থাকিবে। বাহ্যরেখা দুইস্থলে ভগ্ন হইবে। মধ্যকোষ্ঠ পদ্ম হইবে, তাহার কর্ণিকা পীতবর্ণ ও উজ্জ্বল কৃষ্ণ রজো দ্বারা ঊর্দ্ধে ...লেশ ও অসিলিখিয়া বাহ্যে বজ্রপুট লাঞ্ছিত চারিটী কোণ করিবে। দ্বারে মন্ত্রদ্বারা চারিটী বজ্রসম্পুট প্রদান করিবে। পদ্মনামে বাম বীথী (পুংক্তি বা বর্ত্ম) সমান হইবে। ঐ পদ্মের গর্ভ ভাগ ও কেশর সকল রক্তবর্ণ, মণ্ডলে স্ত্রীসকল দীক্ষিত আছে। উহাতে পূজা করিলে পররাষ্ট্র জয় করা যায় এবং শীঘ্রই রাজ্যবৃদ্ধি হয়। প্রণব সন্দীপ্তা মূর্ত্তিকে হুংকার মন্ত্রদ্বারা নিযোজিত করিবে। হে দ্বিজ মরুদ্গণাধিষ্ঠিত ব্যোমগামিনী মূল বিদ্যা উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রমথ সহিত পুনর্ব্বার কর্ণিকায় ঐ মূর্ত্তির পূজা করিবে। এইরূপে আদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ পুরঃসর এক এক বীজ পূজা করিয়া দলমধ্যে অগ্নিকোণে বিদ্যাঙ্গ ও নৈঋতকোণে পঞ্চনৈর্ঋতের পূজা করিবে। মধ্যে নেত্র ও দিশাস্ত্র পূজা ও গুহ্যাঙ্গে রক্ষা বিধান কর্ত্তব্য। স্তুতিসকল, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বক্রমে কেশরস্থিত হইবে, নিজ নিজ মূলমন্ত্রদ্বারা পঞ্চ পঞ্চ ক্রমে পূজানন্তর বাহিরে গর্ভমণ্ডলে অষ্টলোক-পালগণের ন্যাস করিবে। ষষ্ঠস্বর বিভেদিত অগ্নিতে আরূঢ় বর্ণান্তে স্ব স্ব নাম যোগ করিবে। সিংহকে শীঘ্র কর্ণিকায় লইয়া গিয়া গন্ধাদিদ্বারা তাহার ও লক্ষ্মীর পূজা কর্ত্তব্য। অষ্টশত মন্ত্রাভি মন্ত্রিত অষ্ট কুম্ভদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক অষ্টসহস্র মন্ত্র ও অঙ্গমাত্র সকল অষ্টশতবার জপ করিয়া অগ্নি-কুণ্ডে হোমকরণানন্তর বহ্নিমন্ত্রে চালনা ও হৃদয়-মন্ত্রে বহ্নিক্ষেপণ এবং মধ্যে অগ্নিস্থিত শক্তিকে স্মরণ করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন ও জাতকর্ম্মের হৃদয়মন্ত্রে একশত হোম কর্ত্তব্য। গুহ্যাঙ্গে শিখি উৎপাদন করিলে বিদ্যার পূর্ণাহুতিদ্বারা শিবাগ্নি জ্বলিত হইবে। মূলমন্ত্রদ্বারা শত হোম ও দশাংশ অঙ্গ হোম করণীয়। তদনন্তর দেবীকে নিবেদন-পূর্ব্বক শিষ্যকে প্রবেশ করাইবে। তদনন্তর অস্ত্রমন্ত্রে তাড়ন করিয়া গুহ্যাঙ্গসকল ন্যাস করিবে। বিদ্যাঙ্গদ্বারাই সম্বন্ধ করিয়া শিষ্যকে বিদ্যাঙ্গসকলে নিযোজিত করা কর্ত্তব্য। শিষ্যকে পুষ্প প্রেক্ষপ করাইয়া তাহাকে কুণ্ড সন্নিধানে আময়ন করিয়া, যব ধান্য, তিল, আজ্যদ্বারা মূল-মন্ত্রে শত হোম কর্ত্তব্য। প্রথমে স্থাবরত্ব হোম

ও তৎপরে সরীসৃপ হোন, তদনন্তর পক্ষি মৃগ পশু মানুষ ওব্রহ্ম বিষ্ণু ও রুদ্র এইসকলের ক্রমান্বযে হোম করিয়া অন্তে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর এক আহুতিদ্বারা শিষ্য দীক্ষিত হইবে; এইরূপে অধিকার জন্মাইবে। অতঃপর মোক্ষ শ্রবণ কর। মন্ত্রবান্ যখন সুমেরুস্থ হইয়া সদা শিবপদে অবস্থিত হইবে,তখন স্বস্থ মানসে অকর্ম্ম ও কর্ম্মশক্তের দশ হোম কবিযা পূর্ণাহুতি প্রদান করিলে সেই যোগী ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হয় না; তাহাতে পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্ত হয, যেখানে গমন করুক, আব জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যেমন জলে জলক্ষিপ্ত হইলে তাহার আব ভিন্নত্ব অনুভূত হয় না, তদ্রূপ দেহী (জীবাত্মা) সদাশিবে ক্ষিপ্ত-হইযা প্রভেদ ভজনা কবে না। কুম্ভদ্বাবা অভিষেক কবিযা জয় ও রাজ্যাদি সকলই লাভ করিতে পাবা যায়। অনন্তর ব্রাহ্মণের কুমারী পূজা কবিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান কবিবে। প্রতিদিন পূজা করিয়া এক সহস্র বার জপ কবিবে। তিল ও আজ্যাদিদ্বাবা হোম কবিলে শ্রীদেবী সর্ব্বকাম প্রদায়িণী হন এবং অন্য যাহা কিছু প্রার্থনা কবা যয, সেই বিপুল ভোগ সমুদায় প্রদান করেন। লক্ষাক্ষর জপ করিলে শঙ্খপদ্মাদি নিধিগণেব অধিপতি হইতে পাবা যায। দ্বিগুণ [illegible] রাজ্য লাভ, ত্রিগুণদ্বাবা যক্ষত্ব লাভ [illegible] ...ন্দ্রত্ব লাভ, পঞ্চগুণদ্বারা বিষ্ণুত্বলাভ [illegible] মহাসিদ্ধি লাভ কবিতে পাবা যায় এ[illegible] লক্ষজপদ্বাবা সর্ব্বকল্মষ নির্ধৌত হইয়া যায়। দশবার জপ করিলে দেহশুদ্ধি এবং শতজপে তীর্থস্নানের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। পটে বা প্রতিমায়, স্থণ্ডিলে(যজ্ঞপজার্থ পরিষ্কৃত ভূমি)শীঘ্রা দেবীর (ত্বরিতা দেবীর) পূজা করিবে। জপ ও হোমে শত, সহস্র বা অযুত জপ বিধেয়। এইরূপ বিধানে জপ করিযা একলক্ষ হোম করিবে। মহিষ ছাগ মেষমাংস, অথবা নরচর্ম্ম দ্বারা ও তিল, যব, লাজ, ব্রীহি, গোধূম, আদ্রক, শ্রীফল এইসকলে ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা হোম সাধনপূর্ব্বক, ব্রতানুষ্ঠান করিবে। অর্দ্ধরাত্রে গাত্রে কবচ পরিধান এবং খড়্গ, চাপ ও শরধারণ করিয়া একবসন পরিধানপূর্ব্বক, বিচিত্র, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ বা নীলবস্ত্র ও তিল যবাদিদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা এবং দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে গমন করিয়া দ্বারদেশে বলি প্রদান বুধগণের কর্ত্তব্য। অনন্তর দূতী মন্ত্র দ্বাবা দ্বারাদিতে, একবৃক্ষ ও শ্মশানে এইরূপে বলি (পূজোপহাব) প্রদান করিলে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া অখিল অবনি সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ত্বরিতা মূলমন্ত্র নামক বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্বরিতা বিদ্যা।

অগ্নি কহিলেন, ধর্ম্মকামাদি সিদ্ধিপ্রদ, বিদ্যা প্রস্তাব আখ্যান কবিব। নবকোষ্ঠ বিভাগ দ্বারা বিদ্যা ভেদেব অবগতি হয়। অনুলোম ও বিলোম ক্রমে সমস্ত ও ব্যস্তযোগে, এবং কর্ণ ও বিকর্ণ যোগ এবং ইহার ঊর্দ্ধে বিভাগ ক্রমে দেবীর নব যোগ দ্বারা নিজবিগ্রহ বর্দ্ধিত করিয়া প্রস্তাব নির্গত বহুতর সিদ্ধপ্রদ মন্ত্র জানিতে পারা যায়। শাস্ত্রে মন্ত্র সকল উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রযোগ পন্থা দুর্লভ। গুরু প্রথম বর্ণ ইহাপূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই। সেই প্রস্তাবে একবর্ণ, দ্বিবর্ণ ত্রিবর্ণ ও চতুর্ব্বর্ণাদি হয়। বক্র ও ঊর্দ্ধগত রেখা সকল

চারি চারিবর্ণ ভজনা করে। এইরূপে নয়টী কোষ্ঠ হয়। আর এইবর্গ সকল প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মধ্য দেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক তদনন্তর প্রস্তাব ভেদ কর্ত্তব্য। প্রস্তাবের ক্রমযোগ দ্বারা যে মানব প্রস্তাব অবগত হয়, সিদ্ধি সেই সাধকবরের করমুষ্টিতে অবস্থিত রহিয়াছে জানিও; পাদমূলে ত্রৈলোক্য অবস্থিত। নবখণ্ডা ভূমির কপাল দেশে চারিদিকে বা (১) শ্মশান কর্পটে শিবতত্ত্ব আলেখিত করিয়া মন্ত্রজ্ঞগণ বাহিরে নির্গত হইয়া তাহার মধ্যে কর্ণিকার উপরিভাগে অবস্থিত নাম লিখিবে। পাদযুগলে ভূজপত্র আক্রমণ পূর্ব্বক খদির কাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা সন্তাপিত করিয়া সপ্তাহ মধ্যে সচরাচর ত্রৈলোক্য মণ্ডল আনয়ন পূর্ব্বক দ্বাদশার বিশিষ্ট বজ্রসম্পুট গর্ভে মধ্যভাগ গর্ভগত সদাশিব নাম বিভাজিত করিয়া লিখিবে। তাহাতে মুখস্তম্ভ, গতিস্তম্ভ ও সৈন্যস্তম্ভ হয়। বুধগণ শ্মশানে বিষ মিশ্রিত রক্ত দ্বারা কর্পরে (কপালে শরাবে) চতুর্দ্দিকে শক্তি যোজিত আক্রান্ত ষট্‌কোণ দণ্ড লিখিয়া অচিরাৎ শত্রু মারণ করিবে। যদি রাষ্ট্র চ্ছেদ করে তবে শত্রুকে চক্র মধ্যে ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। রিপুর নাম যোগে চক্রধারাগত শক্তির আরাধনা করিয়া শত্রু বিনাশ করিবে। খড়্গ মধ্যে শত্রুকে আলেখিত করিয়া তার্ক্ষ্যমন্ত্র দ্বারা বৈরি বিনাশ হয়। শ্মশানাঙ্গার লেখিত বিদর্ভ রিপুনাম সপ্তাহ মধ্যে দেশ জয় করে। এবং উহাকে প্রেতভস্ম দ্বারা তাড়ন করিলে ভেদন ছেদন ও মারণ বিষয়ে মঙ্গল হয়। শান্তি ও পুষ্টি বিষয়ে তাহার ও নেত্র মন্ত্র উদ্দেশ করিয়া নিয়োগ করিলে, উহাই দহনাদি প্রযোগ বলিয়া কথিত হয় ঐ প্রয়োগে শাকিনীকে আকর্ষণ করিবে। বজ্রতুণ্ড সমন্বিত নর আদি ও মধ্যভাগে বারুণী যোগ করিলে কুষ্ঠাদি ব্যাধিগণ শত্রুগণকে বিনাশ করে সন্দেহ নাই। মধ্যাদি হইতে উত্তর পর্য্যন্ত করালী বন্ধনান্তর জপ করিবে। যখন শিব, কার্য্যে প্রতিবাদী হইবেন, তখন আত্মবিদ্যা প্রয়োগ করিয়া রক্ষা করিবে। তারুণ্যাদি ন্যাস করিলে জ্বরকাশ বিনাশ পায। বটে, সৌম্যাদি মধ্যমান্ত লিখিলে গুরুত্ব, পূর্ব্বাদি মধ্যমান্ত লিখিলে তৎক্ষণাৎ লঘুত্ব জন্মে। ভূর্জ্জপত্রে রোচনা দ্বারা এই বজ্র ব্যাপ্তপুর লিখিযা ক্রমস্থিত মন্ত্রবীজ দ্বারা দেহে রক্ষা বিধান কর্ত্তব্য। হৈমতার দ্বারা উক্তরূপে রক্ষা বিধান করিলে মৃত্যু হইতে রক্ষাপায়। উহা ধারণ করিলে বিঘ্ন পাপ বিনাশ ও অরি দমন করিয়া সৌভাগ্য ও আয়ুঃ প্রদান করে। এবং উহ দ্যূতে ও রণকার্য্যে জয়প্রদা হয়, তাহাতে সংশয় নাই; এই রক্ষা বিধানই, বন্ধ্যাকে পুত্র প্রদান এবং ইহাই পররাষ্ট্র রাজ্য ও পৃথিবী জয করে, অতএব উহা অপর চিন্তামণি জানিবে।

ফট্ স্ত্রীং ক্ষেঁ হুঁ

এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে অক্ষাদি (১) বশবর্ত্তী হইযা থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ত্বরিত বিদ্যা নামক
এক বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

---

(১) শ্মশান পতিত কাপড়ে।

(১) অক্ষ—পাষ্টি পাশাস্থি আদি।

দ্বাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নানামন্ত্র।

অগ্নি কহিলেন, (১) ওং বিনায়কার্চ্চন বলিব। প্রথমে আধারশক্তি ধর্ম্ম আদি অষ্টকন্দ, পদ্ম, নাল ও কর্ণিকা পূজা করিয়া ত্রিগুণ কেশর পদ্ম তীব্র ও জ্বলিনীর অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। নন্দা, সুযশা, উগ্রা, তেজোবতী, বিন্ধ্যবাসিনী, গণমূর্ত্তি গণপতি হৃদয় ইহাঁরাই গণ, ইহাদের পূজনে জয়লাভ হয়।

একদন্তোৎকট শিরঃশিখায়াচলকর্ণিনে। ইহাই কবচ এবং হুং ফড়ন্ত অষ্টক জানিবে। মহোদর পদ্মহস্ত এই রূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্বাদিদিকে ও মধ্যভাগে পূজা করিয়া জয় গণাধিপ,গজনায়ক, গণেশ্বর বক্রতুণ্ড, একদন্ত, উৎকট লম্বোদর গজবক্ত্র বিকটানন, হুং পূর্ব্ব, বিঘ্ন বিনাশন, ধূম্রবর্ণ, মহেন্দ্রাদ্য, এইরূপে ধ্যানে বাহ্যদেশে বিঘ্নেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। এক্ষণে ত্রিপুরা পূজা বলিব। অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ সংহার, ভৈরব এইসকলে পূজা করিবে। ভৈরবগণ ব্রাহ্মীমুখ্য ও হ্রস্ব। বটুকগণ অগ্ন্যাদিতে ক্রমে ব্রহ্মাণীষম্মুখ ও দীর্ঘ। সময়পুত্র বটুক, যোগিনী পুত্র বটুক, সিদ্ধপুত্র বটুক ও কুলপুত্র বটুক চতুর্থ। হেতুক ক্ষেত্রপাল প্রথম, ত্রিপরান্ত দ্বিতীয় অগ্নি বেতাল অগ্নি জিহ্বা, করালী, কাললোচন,একপাদ ভীমাক্ষ ইহারা প্রেত। ঐং ক্ষেং ইহাদের বীজ মন্ত্র। ঐং হ্রীং দুই আসন। পদ্মাসন সমাসীনা ত্রিপুরা দক্ষিণে অভয় ও পুস্তক ও বামে বরদমালিকা ধারণ করিয়া বিরাজিত হন। মূল মন্ত্র দ্বারা হৃদয়াদি ও কামক (রেৎঃ) জালপূর্ণ (অস্ফুট কালিকা বা ক্ষুদ্র কুষ্মাদির ক্ষার জাল) হইবে; চক্ষুমধ্যে ও মধ্যভাগে অষ্টপত্রে নাম (উচ্চাট্য ব্যক্তির আখ্যা) শ্মশানাদি পটে, শ্মশান অঙ্গার দ্বারা লিখিয়া তাহার চিতাঙ্গার পিষ্টক যুক্ত মূর্ত্তিধ্যান করত উদরে নিক্ষেপ করিয়া নীল সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিলে উচ্চাটন হয়।

ওং নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণ পরিবৃতে স্বাহা।

এই মন্ত্র জপ করিয়া নরগণ যুদ্ধে গমন করিলে সাক্ষাৎ জয়শালী হয়।

ওং শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রিয়ৈ নমঃ।

উত্তরাদিদিকে এই মন্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দলে ঘৃণিনী সূর্য্যা আদিত্যা প্রভাবতী ও হেমাদ্রিমধুবা শ্রীসকলের পূজা করিবে।

ওং হ্রীং গৌর্য্যৈ নমঃ।

এই গৌরী মন্ত্র ধ্যান জপ ও অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বকাম প্রদান করেন। গৌরী রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা দক্ষিণ করে পাশধারিণী ও বরদা অঙ্কুশ ও অভয় যুক্তা তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া নরগণ আত্মসিদ্ধি লাভ করিয়া শতায়ূ ও ধীমান হয় এবং তাহার চৌরাদির ভয় দূরীভূত হয়। এই মন্ত্র অভিমন্ত্রিত জল পান করিলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রসন্ন হয়, এবং বশ্য বিষয়ে এই মন্ত্রে অভি মন্ত্রিত অঞ্জন তিলক দ্বারা জিহ্বাগ্রে কবিতা বিদ্যমান থাকে। এই মন্ত্রে মৈথুন ও তদ্দ্বারা যোনি বীক্ষণে বশীভূতা হয়। এই মন্ত্রদ্বারা তিলহোম করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যে মানব এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত অন্ন ভোজন করে সে নিয়তই শ্রীলাভ করিতে থাকে। এই মন্ত্র জপ করিলে লক্ষ্মী আদি ও বৈষ্ণবাদি অর্দ্ধনারীশ্বর, অনঙ্গরূপা দ্বিতীয়া শক্তি মদনাতুরা, পবন বেগা ও ভুবন পালিকা ইহারা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত অনঙ্গ

(১) ওং—প্রথমে মঙ্গল বাচক।

মদনানঙ্গ মেখলধারিণী তাঁহাকে জপ করিবে। পদ্ম মধ্যদলে হ্রীং স্বরসমুদায় কাদি ব্যঞ্জন বর্ণ ষট্‌ কোণে বা ঘটে শ্রীর সহিত লিখিয়া পূজা করিলে বশীকরণ হয়।

ওঁ হ্রাঁ ছঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে ওং ওং।

এই ষড়ঙ্গ মূলমন্ত্র রক্তবর্ণ ত্রিকোণে লিখিয়া, দ্রাবণী. হ্লাদকারিণী, ক্ষোভিণী গুরুশক্তিকা এই সকল শক্তিকে ঈশানাদিকোণে মধ্যভাগে নিত্যা পাশাঙ্কুশধরা, তাঁহাকে এবং কপাল কল্পতরু ও বীণা রক্তবর্ণা রক্তা নিত্যাভয়া মঙ্গলা, নববীরা দুর্ভগা মনোন্মনী ও দ্রাবা, পূর্ব্বাদিদিকে অবস্থিতা শক্তিগণকে পূজা করিবে।

ওং হ্রীং অনঙ্গায় নমঃ ওং হ্রীং হ্রীংস্মরায় নমঃ।

মন্মথায় মারায় কামায়। এইরূপ পঞ্চ বিধ কাম। ইহাঁরা পাশ অঙ্কুশ চাপ ও শর ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ ধ্যান করিবে। রতি, বিরতি, প্রীতি, বিপ্রীতি, মতি, ধৃতি, বিধৃতি, পুষ্টি এই সকলের সহিত ক্রমে, কামাদি যুতা শক্তি গণের পূজা কর্ত্তব্য।

ওং ছং নিত্যক্লিন্নে মদ দ্রবে ওং ওং। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। ওং ছং নিত্য ক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা।

হৃদয়াদিতে ও সিংহে আধার শক্তি পদ্ম ও দেবীকে অর্চ্চনা করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

ওং হ্রী গৌরি রুদ্র দয়িতে যোগেশ্বরি হুং ফট্‌ স্বাহা।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নানামন্ত্র নামক দ্বাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্বরিতা জ্ঞান।

অগ্নি কহিলেন, ওং হ্রীং হুং খে ছে ক্ষ স্ত্রীং হুঁ ক্ষে হ্রীং ফট্‌ ত্বরিতায়ৈ নমঃ।

এই মন্ত্র ন্যাস করিয়া দ্বিভুজা, অষ্ট বাহুকা সিংহাধিষ্ঠিত ত্বরিতা দেবী, আধারশক্তি পদ্ম ও হৃদাদির পূজা করিবে। পূর্ব্বাদিদিকে মণ্ডলে প্রণীতা মুদ্রা দ্বারা গায়ত্রী পূজা করিয়া হুঙ্কারা খেচরী, চণ্ডা, ছেদনী, ক্ষেপনী এই স্ত্রীগণের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। হুংকারা. ক্ষেমকারী, ফট্‌কারী, ইহাঁদের পূজা মধ্যভাগে জয়া ও বিজয়ার পূজা দ্বারে, কিঙ্করগণের তাহার অগ্রভাগে সম্পাদনপূর্ব্বক নাম ও ব্যাহৃতিগণ দ্বারা তিল হোম করিলে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়।

অনন্তায় নমঃ স্বাহা. কুলিকায় নমঃ স্বধা।
বাসুকি রাজায় স্বাহা শঙ্খপালায় বৌ ষট্‌।
তক্ষকায় বষট্‌ নিত্যং মহাপদ্মায় বৈ নমঃ।
স্বাহা কর্কোট নাগায় ফট পদ্মায় বৈ নমঃ॥

এই মন্ত্রদ্বারা নাগগণের পূজাদি কর্ত্তব্য।

মানবগণ একাশীতি পদদ্বারা বস্ত্রে পটে তরুতে ভূর্জ্জে শিলায় ও যষ্টিতে আলিখিত করিয়া মধ্যে কোষ্ঠে পূর্ব্বাদিদিকে পট্টিকা সমূহে সাধ্যনাম লিখিবে।

ওং হ্রীং ক্ষূং ছন্দ ছন্দ।

এই মন্ত্রে চতুঃকণ্টক ও কালরাত্রি ও ঈশানাদি দিকে অম্বুপাদদ্বয়ের ও বাহিরে যমরাজের পূজা করিবে।

কালী নারবমালী কালীনামাক্ষ মালিনী।
মামোদেতত্ত দোমাগা, রক্ষত স্ব স্ব ভক্ষবা।

যমপাট টয়ামর মটমো টট মোটমা।

বামোভূরি বিভূমেয়া ট ট শ্বরী শ্বরী ট ট॥

এই মন্ত্র যমরাজার বাহুপ্রদেশে লিখিয়া বং তং মন্ত্রে তোয় নিক্ষেপ করিলে শত্রু প্রভৃতির মারণ সাধন হয়।

কজ্জল ও নিম্বের নির্য্যাস ও মজ্জা এবং বিষমিশ্রিত শোণিত, কাক পক্ষের লেখনী সহিত শ্মশানে বা চতুষ্পথে কুম্ভের অধোভাগে নিধাপিত বা বল্মীকস্তূপে নিক্ষেপ করিবে। বিভিতক তরুশাখার অধোভাগে সর্ব্বারি বিমর্দ্দনযন্ত্র এবং শুক্ল পক্ষে ভূর্জ্জপত্রে অনুগ্রহচক্র লিখিবে। ভূতলে ভিত্তিতে, পূর্ব্বদলে এবং মধ্যমকোষ্ঠকে ও খণ্ডে বারিমধ্যস্থিত ওং হং সং বা পট্টিশযন্ত্র লিখিয়া, শিবাদিকোষ্ঠে বাক্ষসাদিক্রমে লক্ষ্মীশ্লোক লিখিবে।

লক্ষ্মীশ্লোক যথা—

শ্রীঃ সামা মোমা সাশ্রীঃ, সার্নৌ যাজ্ঞে জ্ঞেয়া নৌসা। মাযালীলা লালীযামা যাজ্ঞে জ্ঞেযা নৌসা মাযা (১)।

ইহার অর্থ এই যে—

সা শ্রীঃ অর্থাৎ সেই লক্ষ্মী মা, গৌরী উমা মা সমা, পর্ব্বততট আপ দেবা যজ্ঞভূমিতে নৌকা রূপে প্রসিদ্ধা হন। যে মাতা মায়াপ্রকৃতির লীলাবিলাস স্বরূপিণী, অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপা এবং নিয়মাদি তপঃস্বরূপিণী হইয়া যজ্ঞবিষয়ে নৌকাস্বরূপা আছেন।

সেই লক্ষ্মীদেবীর বহির্ভাগে শীঘ্রাদেবী(ত্বরিতা) অবস্থিতা এবং তাঁহার বহির্দিক্‌সকলে কলস, ও পদ্মস্থিত পদ্মচক্র, এইসকলের পূজা করিলে মৃত্যুঞ্জয় এবং স্বর্গলাভ করিতে পারা যায়। তাহাই ধৈর্য্য তাহাই শান্তিসকলের ও পরমাশান্তি ও সৌভাগ্যাদি প্রদায়ক। রুদ্রস্থানে রুদ্রসমান কোষ্ঠসকল আলেখিত করিয়া ওং আদি ফট্‌ অন্তপর্য্যন্ত আদিবর্ণসকল অনুক্রমে লিখিয়া অধোভাগে বিদ্যাবর্ণক্রমে বষড়ন্তিকা সংজ্ঞা লিখিবে। ইহাই সর্ব্বকামার্থ সাধিনী প্রত্যঙ্গি। একাশীতিপদে সর্ব্বদেবীকে আদিবর্ণক্রমে আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত বষড়ন্তপর্য্যন্ত অবস্থিতা বিদ্যা অন্যা প্রত্যঙ্গিরা, ইনি সর্ব্বকার্য্যার্থ সাধন করেন। চতুঃষষ্টি স্থানে নিগ্রহানুগ্রহ চক্র অঙ্কিত করিবে অনন্তর মধ্যভাগে ক্রীং সঃ হুঁ নাম্নী অমৃতীবিদ্যা বিদ্যমানা আছেন। পত্রগত ফট্‌কারাদ্যা দেবীগণকে তিন হুংকারদ্বারা বেষ্টন করিবে। কুম্ভযুক্তদ্বারে অবস্থিতা হইয়া তাঁহারা সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকেন এবং দন্তক অক্ষরসকল কর্ণে জপ করিলে বিষ বিনাশ করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ত্বরিতাজ্ঞান নামক
ত্রযোবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

স্তম্ভনাদিমন্ত্র।

অগ্নি কহিলেন, স্তম্ভন, মোহন, বশীকরণ, বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, বিষ ব্যাধি আরোগ্য, মারণ ও শান্তি বর্ণন করিব। ভূর্জ্জপত্রে তাড়নীদ্বারা ষড়ঙ্গুল কূর্ম্ম লিখিয়া তাহার মুখে ও চারিপদে মন্ত্র ন্যাস করিবে। পাদচতুষ্টয়ে ক্রীংকার, মুখমধ্যে হ্রীংকার, গর্ভেবিদ্যা ও পৃষ্ঠে সাধককে লিখিয়া মালামন্ত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক ইষ্টকোপরি বিন্যস্ত

(১) ইহাকে প্রতিপদবিলোমক শ্লোক বলে। ইহার প্রতি চরণের প্রথম হইতে যেরূপ ক্রমে বর্ণসকল বিন্যস্ত শেষ হইতে পাটাইয়া পড়িলেও সেইক্রমে বিন্যস্ত উচ্চরিত হইবে, ইহাই প্রতিপদ বিলোমক শ্লোক।

করিবে। করাল কূর্ম্ম পৃষ্ঠদ্বারা সমাবৃত করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মহাকূর্ম্মের পৃষ্ঠানন্তর পাদ প্রক্ষালনার্থ বারি বিক্ষেপপূর্ব্বক শত্রুকে স্মরণ করিয়া বামপাদদ্বারা সপ্তবার তাড়ন করিবে। তাহাতেই শত্রুর স্তম্ভন হয়, ঐ স্তম্ভন মুখরাগ দ্বারা জানিতে পারা যায়। ভৈরবরূপ করিয়া মালামন্ত্র লিখিবে। তদ্ যথা—

ওং শত্রুমুখ স্তম্ভনী কামরূপা আলীঢ়করী, হ্রীং ফেঁ ফেৎকারিণী মম শত্রূণাং দেবদত্তানাং মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় মম সর্ব্ববিদ্বেষিণাং মুখস্তম্ভনং কুরু কুরু ওং হুং ফেঁ ফেৎকারিণী স্বাহা।

ফট্ এই হেতু মন্ত্রলিখিয়া তজ্জপনান্তর, মহাবল নগে বামকরে ও দক্ষিণকরে শূল লিখিয়া অঘোর মন্ত্র লিখিত করিলে সংগ্রামে অরিগণকে স্তম্ভিত করিতে পারে।

ওং নমো ভগবত্যৈ ভগমালিনি বিস্কুর বিস্কুর স্পন্দ স্পন্দ, নিত্যক্লিন্নে দ্রব দ্রব হুং সঃ ক্রী কারাক্ষরে স্বাহা।

এইমন্ত্রে রোচনাদিদ্বারা তিলক করিলে জগৎ মোহিত করিতে পারা যায়।

ওং ফেঁ হুং ফট্ ফেৎকারিণি হ্রীং জ্বল জ্বল ত্রৈলক্যং মোহয় মোহয় গুহ্যকালিকে স্বাহা।

এই মন্ত্রদ্বারা তিলক করিলে রাজাদি বশীভূত হয়। গর্দ্দভের রক্তঃ ও প্রসবের পুষ্প (সন্তান প্রসবের পর যে ফুল পতিত হয় তাহা) স্ত্রীরজঃ (ঋতুস্রাব শোণিত) এইসকল দ্রব্য রজনী যোগে শয্যাস্থলে নিক্ষেপ করিলে পরস্পর দ্বেষ্যভাব জন্মাইয়া দিতে পারা যায়। গোরুর ক্ষুর ও শৃঙ্গ ও অশ্বেরক্ষুর এবং সর্পের মস্তক, গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে উচ্চাটন হয়। পীতবর্ণ করবীর শিকড়, মারণ বিষয়ে সিদ্ধিপ্রদ। ব্যাল ছুছুন্দরীর রক্ত ও করবী, মারণকার্য্য সম্পাদন করে। সরট, ষট্পদ, কর্কট ও বৃশ্চিক এইসকল চূর্ণ করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিয়া ভ্রক্ষণ করাইলে শত্রুপ্রভৃতির কুষ্ঠ রোগ জন্মে।

ওং নবগ্রহায় সর্ব্বশত্রূন্ মম সাধয় সাধয় মারয় মারয় ওং সোং মং রং চুং ওং শং রাং কেং ওং স্বাহা।

এই মন্ত্রে শত অর্কপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাহা শ্মশানে নিক্ষেপ করাইবে। রিপুমারণার্থ ভূর্জ্জপত্রে অঙ্কিত গ্রহ সকলের বা প্রতিমায় তাঁহাদের পূজা করিবে।

ওং কুঞ্জরী ব্রহ্মাণী। ওং মঞ্জরী মাহেশ্বরী।
ওং বেতালী কৌমারী। ওঁ কালী বৈষ্ণব।
ওং অঘোরা বারাহী। ওং বেতালী ইন্দ্রাণী উর্ব্বশী।

ওং জয়ানী যক্ষিনী। নামাতরোহে মম শত্রুং গৃহ্নত গৃহ্নত।

ভুজ্জপত্রে রিপুর নাম লিখিয়া, উক্ত মন্ত্র দ্বারা শ্মশানে পূজা করিলে শত্রু মরিয়া যায়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে স্তম্ভনাদি মন্ত্র নামক চতুর্ব্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নানামন্ত্র।

অগ্নি কহিলেন, প্রথমে হুংকার সংযুক্ত খেচচ্ছে পদ ভূষিতা বর্গাতীত বিসর্গ সহিত স্ত্রীং হুঁফ ফট অন্তিকা সর্ব্বার্থ সাধিনা বিদ্যা বিষ সমূহাদি বিনাশ করে।

ওং ক্ষেচচ্ছে এই মন্ত্র দারুণ সর্পদষ্ট ব্যক্তি জীবনার্থ প্রয়োগ করিবে।

ওং হুং কেক্ষঃ এই মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা পাপ-রোগাদি জয় করিবে। খেচ্ছে, এই মন্ত্র প্রয়োগে বিঘ্ন দুষ্টাদি নিবারিত হয়।

হ্রূং স্ত্রী ওং এই মন্ত্রে যোষিদাদির বশীকরণ হয়।

খে স্ত্রীং খে চ এই প্রয়োগ বিজয় ও বশ্যতা নিমিত্ত জানিবে।

ঐং হ্রীং স্ফেং কেঁ ক্ষৌং ভগবতি অম্বিকে কুব্জিকে স্ফেং ওং ভং তং বশনমো অঘোরায় মুখে ব্রাং ব্রীং কিলি কিলি বিচ্চা স্ফ্রোং হে স্ফং শ্রীং হ্রীং ঐং শ্রীং, এই কুব্জিকা মন্ত্র সর্ব্বার্থ সাধন করে।

মহাদেব, স্কন্দদেবকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্র কহিয়াছিলেন তাহাও বলিতেছি।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নানামন্ত্র নামক পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

—

ষড়্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সকলাদি মন্ত্রোদ্ধার।

ঈশ্বর কহিলেন, হে গুহ। পরাখ্য প্রাসাদের সকল নিষ্কল, শূন্য, কলাঢ্য, স্বলঙ্কৃত, অন্তস্থক্ষয় রূপ ক্ষপণ কণ্ঠোষ্ঠ ও শিব এই অষ্ট প্রকার পদ্ম উক্ত হইয়াছে। সদাশিব শব্দের রূপ সর্ব্বাভি-লাষ সিদ্ধির নিমিত্ত জানিবে। অমৃত, অংশুমান্ ইন্দু, ঈশ্বর, উগ্র, উহক, একপদ সহিত ও জাখ্য ঔষধ, অংশুমান, বশী, অকারাদি হইতে ক্ষকার এবং ককারাদি ক্রমে এই সকল রূপ, এবং কাম দেব, শিখণ্ডী, গণেশ, কাল শঙ্কর, একনেত্র দ্বিনেত্র ত্রিশখ, দীর্ঘবাহুক, একপাৎ অৰ্দ্ধচন্দ্র কলপ, যোগিনী প্রিয়, শক্তীশ্বর, মহাগ্রন্থি, তর্পক, স্থাণু, দন্তুর, নিধীশ, পদ্ম তথান্য শাকিনী প্রিয়, মুখবিম্ব ভীষণ, কৃতান্ত, প্রাণসংজ্ঞক, তেজস্বী, শক্র, উদধি, শ্রীকণ্ঠ, সিংহ, শশাঙ্ক, বিশ্বরূপ ক্ষ ও নরসিংহ সূর্য্যমাত্রা সংযুক্ত করিয়া বিশ্বরূপ করাইবে। অংশুমান-সংযুক্ত শশিবীজ পক্ষ যুক্ত করিয়া তেজ সংমাক্রান্ত ঈশান বীজমন্ত্র প্রথমে উদ্ধার করিবে। পুরুষ তৃতীয় দক্ষিণ পঞ্চম বামদেব সপ্তম তদনন্তর সদ্যোজাত রসযুক্ত নবম এই পাঁচ-টিই ব্রহ্মপঞ্চক নামে অভিহিত হয়। সকল মন্ত্রই ওঁকারাদি ও চতুর্থান্ত ও নমোহন্তাজানিও। সদ্যোদেব সকল দ্বিতীয় হৃদয় অঙ্গ-যুক্ত। চতুর্থ শিবঃ ও নামে ঈশ্বর জানিবে। উহককে বিশ্বরূপ সমন্বিতা শিখা বলিয়া অবগত করিবে। সেই মন্ত্র অষ্টম বলিয়া কথিত হয়, নেত্রমন্ত্র দশম; অস্ত্র মন্ত্র শশিনামে ও শিখিধ্বজ শির নামে বিখ্যাত হয়।

নমঃ স্বাহা ও বৌষট্ হুঁ চ ফট্ ক্রমে হৃদাদির জাতি ষট্ক প্রসাদ মন্ত্র জানিবে। ঈশান হইতে রুদ্র নামে বিখ্যাত অংশুরঞ্জিত ঔষধাক্রান্ত শির সমূহের উপরিস্থিত মন্ত্রের উদ্ধার কর্ত্তব্য। অৰ্দ্ধচন্দ্র ও উর্দ্ধনাদ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যগত। তদন্তে বিশ্ব রূপ; কুটিল মন্ত্র তিন প্রকার। এক প্রকার প্রসাদ মন্ত্র সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিদায়ক হয়। শিখাবীজ উদ্ধার করিয়া ফট্কারান্ত ফট্ মন্ত্রের উদ্ধার করিবে। অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আসনে অবস্থিত কাম-দেব মন্ত্র সর্পের সহিত বিদ্যমান আছে। মহাশু-পতাস্ত্রমন্ত্র সকল দোষের প্রশমন করিয়া থাকে। সকল অর্থাৎ কলার সহিত প্রাসাদ মন্ত্র উক্ত হইল, এক্ষণে নিষ্কল, চন্দ্রার্দ্ধ নাদ সংযোগ বিসংজ্ঞ তদ-নন্তর কুটিল। নিষ্কল মন্ত্র ভুক্তি মুক্তি প্রদ হয়। পঞ্চাঙ্গ সদাশিব মন্ত্র। অংশুমান্ বিশ্বরূপ, শূন্য-

রঞ্জিত আবৃত, ব্রহ্মাঙ্গ রহিত শূন্য মন্ত্র তাহার মূর্ত্তিরস ও তরু বালক বা মূঢ়গণ দ্বারা পূজিত হইয়াও বিঘ্ন বিনাশ করে। অংশুমান্, বিশ্বরূপাখ্য সমূহকেব উপরিভাগে অবস্থিত। সকল মন্ত্রের সর্ব্ব পূজাঙ্গাদিই কলাঢ্য নামে অভিহিত হয়। নরসিংহ, কৃতান্তস্থ, তেজস্বিপ্রাণ উর্দ্ধগ, অংশুমান্ উহকাক্রান্ত অধোর্দ্ধ এই সকল সমলঙ্কৃত জানিবে। চন্দ্রার্দ্ধনাদ নাদান্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু বিভূষিত, উর্দ্ধ ও নরসিংহ সূর্য্য দ্বাবা বিভেদিত হয়। যখন কৃত হইবে, তখন তাহায় মন্ত্রাঙ্গ সকল পূর্ব্ববৎ সম্পাদন করিবে। অংশুমদ্‌যুক্ত ওজাখ্য প্রথম বর্ণ উদ্ধার করিবে। অংশুদ্বারা আক্রান্ত, অংশুমৎ বর্ণনায়ক দ্বিতীয়। দ্বৎ অংশুমৎ মুক্তিদায়ক ঈশ্বব তৃতীয়। অংসুদ্বাবা আক্রান্ত, উহক মন্ত্র চতুর্থ বরুণ প্রাণ তৈজসমন্ত্র পঞ্চকং কৃতান্ত ষষ্ঠ; অংশুমান্ উদক্‌প্রাণ সপ্তম বর্ণ উদ্ধৃত করিবে। ইন্দু সমাক্রান্ত পদ্ম ও একপাদ ধারী নন্দীশ মন্ত্র জানিবে। অন্তে প্রথম যোগ করিলে ইহাব অর্দ্ধ তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম দশনীজ রূপণ মন্ত্র ও নবন সদ্যোজাত এবং দ্বিতীয় হইতে হৃদয়াদি মন্ত্রোদ্ধার করিবে। কডন্ত দশবর্ণ প্রণব মন্ত্র উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মাঙ্গসকল নমস্কার যুক্ত, অন্য প্রকার দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত বিদ্যেশ্বর সকলের উদ্ধাব করিবে। অন্তেশ প্রথম, সূক্ষ্ম দ্বিতীয়, শিবোত্তম তৃতীয়, একমূর্ত্তি, একরূপ ত্রিমূর্ত্তি, শ্রীকণ্ঠ ও শিখণ্ডী এই অষ্ট শিবেশ্বব প্রথিত আছে। শিখণ্ডগণ ও অনন্তান্ত ও মন্ত্রান্ত মূর্ত্তি কথিত হইয়াছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সকলাদি মন্ত্রোদ্ধারনামক ষড়্‌বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

গণপূজা।

ঈশ্বর কহিলেন, তেজের উপরিসংস্থিত বিশ্বরূপ মন্ত্র উদ্ধার করিয়া তাহার অধোভাগে নরসিংহ ও তদধোভাগে কৃতান্ত মন্ত্র ন্যাসানন্তর, তদধোভাগে, প্রণব, তন্নিম্নে উহক, অংশুমান্ ও বিশ্বমূর্ত্তিস্থ কণ্ঠোষ্ঠ প্রণবাদি বিন্যস্ত করিবে। নমোন্ত চতুর্বর্ণ সূর্য্যমাত্রাহত শিবরূপ কারণ; এস্থলে মন্ত্রাঙ্গসকল পূর্ব্বরূপ জানিবে। প্রথমে প্রণবোদ্ধার করিয়া পরে প্রস্ফ রত্নয় উচ্চারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ঘোর ঘোবতররূপ করিয়া চটশব্দ দ্বিধা করিয়া তদনন্তর প্রবব উচ্চাবণ কর্ত্তব্য। দহ, বম, ঘাতয়, ইহাদের প্রত্যেককে দ্বিধা করিয়া হুং ও ফট্ এই মন্ত্রদ্বয় অন্তে সমাবেশন পুরঃসর উচ্চারণ করিবে। অঘোরাস্ত্র সকল নেত্রস্বরূপ, এক্ষণে গায়ত্রী উক্ত হইতেছে।

তন্মহেশায বিদ্মহে মহাদেবায ধীমহি তন্নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ।

এই গায়ত্রী মন্ত্র সর্ব্বার্থ সাধিনী। যাত্রা ও বিজয়াদিতে শ্রীলাভ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বগণকে জপ করিবে। পূর্ব্বচতুর্থাংশ ক্ষেত্রে, চারিদিকে অর্ক দ্বারা বিভাজিত হইলে তাহাতে চতুর্দ্দল ও ত্রিকোণে ত্রিদল কমল লিখিয়া তাহার পৃষ্ঠভাগে পদিকাবিথী ও অশ্বযুক্ত বিভাজিত ত্রিদল লিখিবে। ত্রিদলাম্বুজযুক্ত বসুদেব সুতগণ দ্বারা পাদ পট্টীকা ও তদূর্দ্ধে ভাগমাত্র প্রমাণে বেদিকা প্রদান করিবে। দ্বার পদ্মপ্রমিত উপদ্বার কোষ্ঠ হইতে বিশেষরূপ বর্ণ বিশিষ্ট করিবে; দ্বার ও উপদ্বার বিরচিত মণ্ডল বিঘ্ন বিনাশ করে। মধ্যে আরক্ত কমল তদ্বহির্ভাগে বাহ্য পদ্ম সকল বিথীকা সকল

শ্বেতবর্ণ ওঙ্কার সকল যথেচ্ছ বর্ণ বিশিষ্ট এবং কেশর ও কর্ণিকাসকল পীতবর্ণ করিবে। ইহাই বিঘ্ন মর্দ্দনাখ্য মণ্ডল, ইহার মধ্যভাগে নামাদ্য তৎপুরুষ কর্ত্তৃক শিরোহত, শিবহাক্ষ সহিত গণপতির পূজা করিবে। পূর্ব্বপংক্তিতে গজাশীর্ষ, গণনায়ক, ত্রিরাবর্ত্ত, গগনক্ষ, গোপতি এই সকলের এবং দশপংক্তিতে বিচিত্রাংশ মহাকায়, লম্বোষ্ঠ, লম্বকর্ণ, লম্বোদর, মহাভাগ বিকৃত, পার্ব্বতী প্রিয় ভয়াবাহ, ভদ্র ভগণ ভয়সূদন এই দ্বাদশের ও পশ্চিমে দেবত্রাসের এবং মহানাদ ভাস্কর, বিঘ্ন রাজ গণাধিপ উদ্ভট, নতশ্চণ্ড মহাশুণ্ড, ভীমক, মন্মথ মধুসূদন, সুন্দর ভাবপুষ্ট ও সৌম্যো ব্রহ্মেশ্বর ব্রাহ্ম, মনোবৃত্তি, সংলয়, লয, দৃত্যপ্রিয়, লৌল্য-বিকর্ণ, বৎসল, কৃতান্ত ও কুম্ভ; এই সকলেরই পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। অনন্তর অযুতবার মন্ত্র জপ ও তাহার দশাংশ অর্থাৎ সহস্র হোম সমাপন পূর্ব্বক অবশিষ্ট গণের দশ আহুতি দ্বারা হোম ও জপান্তে পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক অভিষেক করিলে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয। তদনন্তর ভূ, গো, অশ্ব, গজ ও বস্ত্রাদি দ্বারা গুরু পূজা করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে গণপূজা নামক সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বাগীশ্বরী পূজা।

ঈশ্বর কহিলেন, সমগুণ বাগীশ্বরী পূজা বর্ণন করিব। কাল সংযুক্ত ও বর্ণ সংযুক্ত মন্ত্র উহক করিয়া মন্ত্র দ্বারা নিষাদে চন্দ্র সূর্য্য বিশিষ্ট ঈশ্বর লিখিত করিবে, তাহাতে অক্ষর প্রদান কর্ত্তব্য নয়। অনন্তর কুন্দেসন্নিভা পঞ্চাশদ্বর্ণ মালিকা মুক্তামাল্যা দাম বিভূষিত অভয় বরদাক্ষ সূত্র হস্তা পুস্তকাঢ্যা ত্রিলোচনা বাগীশ্বরী ধ্যান করিবে। পরে মস্ত কান্ত পর্য্যস্ত লক্ষজপ করিয়া মন্ত্র সম্বন্ধীয়া অকারা দিক্ষকারন্তা বর্ণমালা স্কন্ধান্ত পর্য্যন্ত স্মরণ করিবে। গুরু মন্ত্র গ্রহণে দীক্ষার্থ মণ্ডল করিবেন। ঐ মণ্ডলে প্রথমে সূর্য্য ও তৎপরে চন্দ্র এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পদ্ম প্রস্তুত করিবে। বীথিকা, পদিকা ও চতুষ্পদে অষ্ট পদ্ম থাকিবে। বাহ্যদেশে ঐ বীথিকা ও পদিকা এবং দ্বিপদ দ্বার ও উপদ্বার ও দ্বিপট্টীকা বিশিষ্ট কোন কর্ত্তব্য। নবপত্র শুভ্র তাহার কর্ণিকা কনক প্রভা কেশর সকল বিচিত্র এবং কোন সকল রক্তবর্ণে পরিপূরিত হইবে। শূন্যরেখান্তর ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। দ্বার সকল ঐরাবত পরিমাণে করিয়া মধ্যপদ্মে সরস্বতীর পূজাপূর্ব্বক ধ্যানানন্তর পূর্ব্বপদ্মে, হৃল্লেখা, চিত্রবাগীশী, বিশ্বরূপা ও গায়ত্রী, শাঙ্করী, মতি ও ধৃতি এবং হ্রীং ও স্ববীজা পূর্ব্বাদ্যা শক্তিগণের ধ্যান ও সরস্বতীর তুল্য ইহাঁদের কপিলাগোঘৃতে হোম কর্ত্তব্য। এইরূপে বাগীশ্বরীর পূজা করিলে মানবগণ সংস্কৃত কবিও প্রাকৃত কবি এবং কাব্যাদি শাস্ত্রজ্ঞ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বাগীশ্বরীপূজা নামক অষ্টবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ঊনত্রিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

মণ্ডল।

ঈশ্বর কহিলেন, হে গুহ! এক্ষণে সর্ব্বতোভদ্রক অষ্টমণ্ডল সকল বলিব। সুধীরগণ, বিষুবকালে ইষ্টা প্রাচীশক্তির সাধন করিবে। চিত্রা ও স্বাতির অন্তরে অথবা দৃষ্টসূত্রদ্বারা পূর্ব্বপশ্চিমায়ত সূত্র আস্ফালনপূর্ব্বক মধ্যভাগে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যহইতে দক্ষিণোত্তরে কোটিদ্বয়

(কোণদ্বয়) অঙ্কিত করিবে। মধ্যে দক্ষিণোত্তরে ফাল্‌দিয়া (ফাঁড়্যা) কোণদ্বয় কর্ত্তব্য। শতক্ষেত্রার্দ্ধ মান মানদ্বারা কোণ সম্পাত নিরূপিত হয়। এই রূপে সূত্রচতুষ্কের স্ফালনে চতুষ্কোণ হইবে, তথায় শুভপ্রদ ভদ্র স্বেদকর কর্ত্তব্য। অষ্টবিভাজিত এক ও দুইস্থানে বীথী ও ভাগিকা এবং দ্বিপদিক দ্বার এবং পদ্মপরিমাণ হইতে দুইপদ (স্থান) কপোল সহিত কোণবন্ধ বিচিত্র হইবে। পদ্ম, শুক্লবর্ণ, তাহার কর্ণিকা পীতবর্ণা, কেশর। বিচিত্র বীথী রক্তবর্ণা করিবে। দ্বার, লোকেশ প্রতিরূপ (নীলবর্ণ) কোণরক্তবর্ণ করিবে। নিত্যবিধিতে এইরূপ পদ্ম বিধেয়। নৈমিত্তিক বিধিতে পদ্ম-প্রকার শ্রবণ কর। অসংসক্ত ও সংসক্ত দুইপ্রকার পদ্ম ভোগমোক্ষ প্রদান করে। অসংসক্তপদ্ম মুমুক্ষুগণের সংসক্তপদ্ম, বাল, যুবা, ও বৃদ্ধভেদে তিনপ্রকার,নামানুসারে ইহার ফল সিদ্ধিপ্রদ হয়। পদ্মক্ষেত্রে সূত্রসকলকে দিগ্‌বিদিকে বিক্ষেপ করিয়া পদ্মক্ষেত্র সমান পঞ্চবৃত্ত করিবে। প্রথমে কর্ণিকা তাহা নবটি পদ্মযুক্তা, দ্বিতীয়ে চতুর্বিংশতি কেশর তৃতীয়ে দলসন্ধি, চতুর্থে গজকুম্ভনিভ দলাগ্র, পঞ্চমে শূন্যরূপ হইলে তাহাকে সংসক্ত কমল বলে। অসংসক্ত কমলে দলাগ্রভাগ অষ্টভাগে বিস্তারপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া ভাগ দ্বয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অষ্টাংশে এক একদল করত সন্ধিবিস্তার সূত্রদ্বারা মূল হইতে সেই দলরঞ্জিত করিবে। ইহা সব্য ও অপসব্য (বাম দক্ষিণ) ক্রমে বর্দ্ধিত, অথবা সন্ধিমধ্য হইতে অর্দ্ধচন্দ্রবৎ ভ্রামিত করিবে। সন্ধিদ্বয়াগ্র সূত্র বা বাল-পদ্ম তদ্রূপ হইবে। সন্ধি-সূত্রের অর্দ্ধপরিমাণ দ্বারা পৃষ্ঠভাগে পরিবর্ত্তিত করিয়া তীক্ষ্ণাগ্র করিলে সেই কমল ভোগমোক্ষ প্রদায়ক হয়। মোচন সমৃদ্ধি ও বশ্যাদিতে প্রমাণ বিশিষ্ট বালপদ্ম শুভকর এই পদ্ম, মন্ত্রাত্মক বিভাগদ্বারা নবনাভিবিশিষ্ট ও নবহস্ত প্রমাণ হইবে। মধ্যভাগে পট্টিকা ও বীজসমন্বিত পদ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; উহাতে পদ্মপরিমানানুসারে দ্বার এবং কণ্ঠ ও উপকণ্ঠযুক্ত দলসকল এবং তাহার বাহ্যদেশে, পঞ্চভাগান্বিতা ও চারিদিকে দশভাগযুক্তা বীথীকা থাকিবে। দিগ্‌বিদিক্‌সকলে অষ্টপদ্ম ও বীথিকাসহিত দ্বারপদ্ম তাহার বাহ্য প্রদেশে পঞ্চপদিকা ও বিভূষিতা থাকিবে। দ্বার কণ্ঠ, পদ্মবিশিষ্ট, ওষ্ঠ কণ্ঠক পদিক, কপোল পদিক ও দিগত্রয়ে দ্বারত্রয় কর্ত্তব্য। ত্রিপট্ট কোণ বন্ধ, ও দ্বিপট্ট বজ্রবৎ হইবে। মধ্যকমল, শুক্ল, পীত, রক্ত, নীল, পীতশুক্ল, ধূম্র, রক্ত ও পীতবর্ণ হইলে মুক্তিপ্রদ হয়। পূর্ব্বাদিদিকে অষ্টকমল, তাহাতে শিব বিষ্ণুপ্রভৃতির পূজা কর্ত্তব্য। মধ্য-ভাগে প্রাসাদের অর্চ্চনা করিয়া পদ্মাদিতে ইন্দ্রা দির ও বাহ্যবীথীতে অস্ত্রপূজা ও বিষ্ণুপ্রভৃতির অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল ভাগী হয়। পবিত্রারোহণাদিতে মহামণ্ডল আলেখিত করিয়া প্রথমে অষ্টহস্ত ক্ষেত্রকে ছয় ও দুইভাগে বিবর্ত্তিত করত মধ্যে দ্বিপাদ কমল বীথিকা ও তদনন্তর বীথিকাকরণান্তর দিগ্‌বিদিক্ সকলে অষ্টনীল-কমল বিবর্ত্তিত করিবে। মধ্যপদ্মের প্রমাণানু সারে ত্রিংশৎ পদ্ম লিখিয়া দলসন্ধি বিহীন নীল ইন্দীবর সকল অঙ্কিত করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠভাগে পদিকা ও বীথি ও তদূর্দ্ধভাগে স্বস্তিক সকল এবং কৃতিকর্ত্তৃক কুম্ভভাগ অষ্ট দ্বিপদসকল লিখিয়া স্বস্তিকসকল বিবর্ত্তিত করত বহিভাগে পূর্ব্ববৎ বীথিকা এবং কমলে যেরূপ দ্বার থাকে তদ্রূপ উপকণ্ঠযুক্ত দ্বারসকল লিখিবে। মণ্ডলে কোণ-রক্তবর্ণ, বীথী পীতবর্ণ ও পদ্ম নীলবর্ণ স্বস্তিকাদি

বিচিত্রিত করিলে সর্ব্বাভিলাষ পরিপূর্ণ হয়। পঞ্চপদ্ম, চারিদিকে দশভাগে বিভক্ত পঞ্চহস্ত এবং দ্বিপদ কমল, বীথী, পট্টীকা ও দিক্‌সকলে পঙ্কজ, চতুষ্ক, পৃষ্ঠভাগে বীথী, পাদিকা ও দ্বিপাদ সকল কণ্ঠোপকণ্ঠযুক্ত দ্বারসকল ও মধ্যভাগে পঙ্কজ হইবে। এই পঞ্চাব্জ মণ্ডলে পূর্ব্ববৎ শ্বেত ও পীতবর্ণ থাকিবে। দক্ষিণপদ্ম বৈদূর্য্যপ্রভ ও বারুণ পদ্মকুন্দাভ, উত্তরাব্জ শঙ্খাভ ও অন্যসকল বিচিত্র বর্ণ হইবে। দশহস্ত পরিমিত সর্ব্বকাম-প্রদ মণ্ডল বলিব; চতুষ্কোন বিকৃতরূপ বিভক্ত ও দ্বার দ্বিপদ, মধ্যভাগে পূর্ব্ববৎ পদ্ম হইবে। অতঃপর বিঘ্নধ্বংস মণ্ডল বলিতেছি চতুহস্তপ্রমাণ পুর করিয়া দুইহস্ত বৃত্ত ও হস্তপ্রমাণ বীথীকা বহু স্বস্তিকদ্বারা আবৃতা; হস্তপ্রমাণ দ্বারসকল ও দিক্‌সকলে সপঙ্কজ বৃত্ত করিবে। পঞ্চপদ্ম শুক্র বর্ণ, তাহাতে নিষ্কলব্রহ্মোয এবং পূর্ব্বাদিদিকে হৃদয়াদি ও বিদিক্‌সকলে অস্ত্র মন্ত্রসকলের ও পূর্ব্ববৎ পঞ্চব্রহ্মের পূজা করিবে। অতঃপর বুদ্ধ্যাধর মণ্ডল বর্ণন করিব তাহে শতভাগে ও তিথিভাগে এক-দিকে পদ্ম, লিঙ্গাষ্টক, মেখলাসংযুক্ত কণ্ঠ ও দ্বিপদিক থাকিবে। আচার্য্য নিজবুদ্ধির আশ্রয়ে লতাদির কল্পনা করিবেন। চারি, ছয়, পঞ্চ ও অষ্টাদি ও শিখাদ্যাদি মণ্ডল হইবে; উক্ত মণ্ডল সকল সাক্ষি ইন্দু ও সূর্য্যগামি হইবে; ইন্দুবর্ণন হেতু সাক্ষি হইতেছে জানিবে। হরি, শম্ভু, দেবী ও সূর্য্যের চতুর্দ্দশশত চত্বারিংশৎ (১৪৪০) মণ্ডল আছে। সপ্তুতিভাগে বিভক্ত হইলে, লতালিঙ্গোদ্ভব মণ্ডল হয়, তাহা শ্রবণ কর। দিক্‌সকলে পঞ্চত্রয়, এক, ত্রয় ও পঞ্চ ফইরূপে বিলোম (১) করিবে। ঊর্দ্ধস্থিত দ্বিপদে পার্শ্বকোষ্ঠদ্বয়ে লিঙ্গ-মন্দির মধ্যে দ্বিপদপদ্ম ও অন্য এক পঙ্কজ লিখিয়া লিঙ্গের পার্শ্বদ্বয়ে ভদ্র ও পদ্মদ্বার রাখিয়া দিয়া তৎপার্শ্বে শোভনী, হরির অবশিষ্ট ছয়লতা ও ঊর্দ্ধদ্বিপদাদিক লেপ করিলে হরির ভদ্রাষ্টক নামে প্রথিত মণ্ডল হয়। রশ্মিমানসংযুক্ত চারিপদ লোপ করিলে শোভিক মণ্ডল তদনন্তর পঞ্চবিংশ-তিকপদ্ম, তৎপরে পীঠ ও অপীঠ, দুই দুইটি ও অষ্টউপশোভা রাখিয়া দিয়া, দেব্যাদি ব্যাপক বৃহৎভদ্র ও পরে লঘুভদ্র এবং মধ্যে নবপদ পদ্ম ও কোণেভদ্রক চতুষ্টয়, অবশেষ ত্রয়োদশপদ লিখিলে বুদ্ধাধার মণ্ডল হইবে। হরাদির পূজার নিমিত্ত ষষ্ট্যধিক শতপত্র বুদ্ধ্যাধার মণ্ডল প্রশস্ত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে মণ্ডল নামক
ঊনত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অঘোরাস্ত্রাদি শান্তিকল্প।

ঈশ্বর কহিলেন, প্রথমে অস্ত্রযাগ করিলে সকল কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ হয়। মধ্যে শিবাদির অস্ত্র ও পূর্ব্বে বজ্রাদিক্রমে পঞ্চচক্র দশকর পূজা করিলে রণাদিতে জয়লাভ হয়। গ্রহপূজায় মধ্যভাগে রবি পূর্ব্বাদিদিকে সোমাদি, এইরূপে গ্রহ পূজা করিলে সকল গ্রহই একাদশস্থ হইয়া শুভফল প্রদান করে। এক্ষণে সর্ব্বোৎপাত বিনাশিনী গ্রহরোগাদি প্রশমনী মারীভয় শত্রুভয়নিবারিণী অস্ত্রশান্তি কহিতেছি, শ্রবণ কর। বিঘ্ন, কোপ-তাপ বিনাশক অঘোরাস্ত্র মন্ত্রজপ করিবে। লক্ষ-জপে গ্রহাদি, তিলহোমে উৎপাত বিনাশ হয়।

(১) বিলোম—ক্রমানুসারে পাল্টান।

লক্ষহোমে দিব্য উৎপাত ও তদর্দ্ধহোমে আকাশজ উৎপাত বিনষ্ট হয়।¹ ঘৃতদ্বারা লক্ষহোম করিলে ভূমিজাত উৎপাত এবং ঘৃত ও গুগ্গুলু হোমে সর্ব্বোৎপাত বিনষ্ট হইয়া যায়। দূর্ব্বা অক্ষত ঘৃতহোমদ্বারা ব্যাধি ও সহস্র ঘৃতহোমে দুঃস্বপ্নজদোষ, জবা ও ঘৃতমিশ্রিত অযুতহোমদ্বারা বিঘ্নব্যাধির ও অযুত গুগ্গুলু হোমে ভূতবেতালাদির শান্তি হয়। মহাবৃক্ষ ভগ্ন হইলেও ব্যাল বা কঙ্ক (কাঁক—লৌহপৃষ্ঠ) বা আরণ্যজন্তু গৃহপ্রবেশ করিলে, দুর্ব্বা ঘৃতদ্বারা ও উল্কাপাত বা ভূমিকম্প হইলে তিল ঘৃতদ্বারা হোম করিলে কল্যাণ লাভ হয়। অকালে পুষ্পফলশালি বৃক্ষগণের রক্তস্রাব হইলে অযুত গুগ্গুলুহোম বিধেয়। রাজ্যভঙ্গ, মারণ ও নরনারী উপস্থিত হইলে, তিল ঘৃতদ্বারা পঞ্চাশ সহস্র হোম করিলে নিবারিত হয়। হস্তিমারী শান্তির নিমিত্ত করিণীর দন্ত বর্দ্ধন বিষয়ে এবং মদদ্বারা করিণীর দৃষ্টিরোধে অযুত শান্তি বিধেয়। অকালে গর্ভপাত এবং জন্মিয়াই বিনষ্ট অথবা বিকৃত সন্তান সঞ্জাত হইলে বা যাত্রাকালে অযুত হোম কর্ত্তব্য। তিল ঘৃতের লক্ষহোম করিলে উত্তমসিদ্ধি, লক্ষার্দ্ধহোমে মধ্যমাসিদ্ধি, এবং লক্ষপাদ (পঞ্চবিংশতি সহস্র) হোম করিলে অধমাসিদ্ধি সাধন হয়। যাবৎপ্রমাণ জপ, তৎপ্রমাণ হোম করিলে স্ব গ্রামে বিজয় লাভ হয় সন্দেহ নাই। উর্জ্জিম সিংহমন্ত্র ধ্যান ও ন্যাস করিয়া অঘোরাস্ত্র মন্ত্র জপ করিবে।

¹ ইত্যাদিমহাপুরাণে অঘোরাস্ত্রাদি শান্তির নামক ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পাশুপত শান্তি।

ঈশ্বর কহিলেন, পাশুপতাস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্ব হইতে শান্তি জপাদি বলিব। পাদমাত্র মন্ত্রে পূর্ব্ব নাশ হয়; ফড়ন্ত মন্ত্র আপদাদি বিনাশ করে।

ওঁ নমোভগবতে মহাপাশুপতায়, অতুলবলবীর্য্যপরাক্রমায় ত্রিপঞ্চনয়নায় নানারূপায়, নানাপ্রহরণোদ্যায় সর্ব্বাঙ্গরক্তায় ভিন্নাঞ্জনচয়প্রেক্ষ্যায় শ্মশান বেতাল প্রিয়ায় সর্ব্ববিঘ্ননিকৃন্তরতায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায় ভক্তানুকম্পিনে অসংখ্য বক্ত্রভুজপাদায় তস্মিন সিদ্ধায় বেতাল বিত্রাসিনে শাকিনীক্ষোভ জনকায় ব্যাধিনিগ্রহকারিণে পাপ ভঞ্জনায় সূর্য্যসোমাগ্নি নেত্রায় বিষ্ণুকবচায় খড়্গ বজ্র হস্তায় যমদণ্ডবরুণ পাশায় রুদ্রশূলায় জ্বলজ্জিহ্বায় সর্ব্বরোগবিদ্রাবণায় গ্রহনিগ্রহকারিণে দুষ্টনাগক্ষয়কারিণে ওঁ কৃষ্ণপিঙ্গলায় ফট্। হুঁকারাস্ত্রায় ফট্। বজ্রহস্তায় ফট্। শক্তয়ে ফট্। দণ্ডায় ফট্। যমায় ফট্। খড়্গায় ফট্। বরুণায় ফট্। পাশায় ফট্। ধ্বজায় ফট্। অঙ্কুশায় ফট্। গদায়ৈ ফট্। কুবেরায় ফট্। ত্রিশূলায় ফট্। মুদ্গরায় ফট্। চক্রায় ফট্। পদ্মায় ফট্ ॥ [illegible]স্ত্রায় ফট্। ঈশানায় ফট্। খেটকাস্ত্রায় [illegible]। মুণ্ডাস্ত্রায় ফট্। কঙ্কালাস্ত্রায়। পিচ্ছিকাস্ত্রায় [illegible]। ক্ষুরিকাস্ত্রায় ফট্। ব্রহ্মাস্ত্রায় ফট্। শক্ত্যস্ত্রায় ফট্। গণাস্ত্রায় ফট্। পিলিপিচ্ছাস্ত্রায় ফট্। গন্ধর্ব্বাস্ত্রায় ফট্। পূর্ব্বাস্ত্রায় ফট্। দক্ষিণাস্ত্রায় ফট্। বামাস্ত্রায় ফট্। পশ্চিমাস্ত্রায় ফট্। মন্ত্রাস্ত্রায় ফট্। শাকিন্যস্ত্রায় ফট্। যোগিন্যস্ত্রায় ফট্। দণ্ডাস্ত্রায় ফট্। মহাদণ্ডাস্ত্রায় ফট্। নানাস্ত্রায় ফট্। শিবাস্ত্রায় ফট্। ঈশানাস্ত্রায় ফট্। পুরুষাস্ত্রায় ফট্। অঘো

রাস্ত্রায় ফট। সদ্যোজাতাস্ত্রায় ফট। হৃদয়াস্ত্রায় ফট। মহাস্ত্রায় ফট। গরুড়ায় ফট। রাক্ষসাস্ত্রায় ফট। দানবাস্ত্রায় ফট। ক্ষৌং নারসিংহায় ফট। ত্বষ্ট্রস্ত্রায় ফট। সর্ব্বাস্ত্রায় ফট। নঃ ফট। বঃ ফট। পঃ ফট। ফঃ ফট। মঃ ফট। শ্রীফট। ফেঃ ফট। ভূঃ ফট। ভুবঃ ফট। স্বঃ ফট। মহঃ ফট। জনঃ ফট। তপঃ ফট। সর্ব্বলোক ফট। সর্ব্বপাতাল ফট। সর্ব্বতত্ত্ব ফট। সর্ব্বপ্রাণ ফট। সর্ব্বনাড়ী ফট। সর্ব্বকারণ ফট। সর্ব্বদেব ফট। হ্রীং ফট। শ্রীং ফট। হুং ফট। স্রুং ফট। স্বাং ফট। লাং ফট। বৈরাগ্যায় ফট। মায়াস্ত্রায় ফট। কামাস্ত্রায় ফট। ক্ষেত্রপালাস্ত্রায় ফট্। হুং কারাস্ত্রায় ফট্। ভাস্করাস্ত্রায় ফট্। চন্দ্রাস্ত্রায় ফট্। বিঘ্নেশ্বরাস্ত্রায় ফট্। খ্রোং খ্রৌং ফট্। হ্রৌং হ্রৌং ফট্। ভ্রাময় ভ্রাময় ফট। ফট্। ছাদয় ছাদয় ফট। উন্মূলয় উন্মূলয় ফট। ত্রাসয় ত্রাসয় ফট। সঞ্জীবয় সঞ্জীবয় ফট। বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় ফট। সর্ব্বদুরিতং নাশয় নাশয় ফট ॥

এই মন্ত্র একবার আবর্ত্তন করিলে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন বিনাশ শতবার আবর্ত্তন করিলে উৎপাত নাশ ও রণাদিতে বিজয় লাভ হয়। এই মন্ত্রে ঘৃত ও গুগ্গুলুর হোম করিলে অসাধ্যের সাধনা হয়। অস্ত্র পাশুপত মন্ত্র পাঠ করিলে সততই শান্তি বিরাজ করে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পাশুপতশান্তি নামক একত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষড়ঙ্গ অঘোরাস্ত্র।

ঈশ্বর কহিলেন, ওং হ্রুং হং সঃ এই মন্ত্র দ্বারা রোগাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই মন্ত্রে দূর্ব্বাদ্বারা লক্ষাহুতি প্রদান করিলে শান্তি ও পুষ্টি সাধন করে। হে ষড়ানন! প্রণব মন্ত্র ও মায়া মন্ত্র দ্বারা দিব্য (১) অন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাত সকলের শান্তি হইয়া থাকে।

ওঁ নমো ভগবতি গঙ্গে কালি কালি মহাকালি মাংস শোণিত ভোজনে রক্ত কৃষ্ণ মুখি বশমানয় মানুষান্ স্বাহা।

এই মায়া মন্ত্রে সকলই বশ্য হয়।

ওঁ এই প্রণব মন্ত্র লক্ষবার জপ ও অযুত হোম করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। এই জপ ও হোম ইন্দ্রাদিকে ও বশে আনয়ন করে, মনুষ্যাদিগকে যে বশীভূত করিবে, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে। অন্তর্দ্ধানকরী, মোহনী ও জৃম্ভনী, বিদ্যা শত্রুগণকে বশে আনয়ন ও তাহাদের বুদ্ধি বিমোহিত করে। কামধেনুরূপা এই বিদ্যা সপ্তপ্রকার এক্ষণে শত্রু চৌরাদি বিমোহক মন্ত্র রাজ কহিতেছি। সর্ব্ববিধ মহাভয়ে হর পূজনানন্তর লক্ষ জপ ও তিল দ্বারা হোম করিলে ঐ মন্ত্র সিদ্ধ হয়। উদ্ধার মন্ত্র শ্রবণ কর।

ওঁ হলে শূলে এহি ব্রহ্মসত্যেন বিষ্ণুসত্যেন রুদ্রসত্যেন রক্ষ মাং বাচেশ্বরায় স্বাহা।

দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করেন বলিয়া দুর্গা শিবা (মঙ্গলরূপিনী) এই নাম কথিত হইয়া থাকে।

ওঁ চণ্ডকালিনী দন্তান্ কিটি কিটি ক্ষিটি ক্ষিটি গুহ্যে ফট হ্রীং।

এই মন্ত্র রাজ দ্বারা তণ্ডুল সকল ক্ষালনানন্তর ত্রিংশৎ বার জপ করিয়া তাহা চৌরাপরি নিক্ষেপ

---

১) দিব্য—অকালে চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসাদি। আন্তরীক্ষ উৎপাত নির্ঘাতাদি। ভৌম ভূকম্পাদি।

করিবে এবং দন্ত দ্বারা চূর্ণ করিয়া ঐ শুষ্ক তণ্ডুল পাতিত করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

ওঁ জ্বললোচন কপিল জটাভাস্বর বিদ্রাবণ ত্রৈলোক্য ডামর ডামর দর দর ভ্রম ভ্রম আকৃষ্ট আকৃষ্ট তোটয় তোটয় মোটয় মোটয় দহ দহ পচ পচ এবং সিদ্ধিরুদ্রোজ্ঞাপয়তি যদি গ্রহোপগতঃ স্বর্গলোকং দেবলোকং বা আরামবিহারাচলং তথাপি তমাবর্ত্তয়ামি বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ দদামিতে স্বাহা।

এই মন্ত্রদ্বার ক্ষেত্রপাল বলি প্রদান পূর্ব্বক গ্রহন্যাসানন্তর হৃদগমন করিলে বৈরি বিনাশ ও সমরে শত্রুকুল নির্ম্মূল হয়। হংসবীজ বিন্যাস করিলে ত্রিবিধ বিঘ্ন হরণ করে। অগুরু, চন্দন, কুষ্ঠ, কুঙ্কুম, নাগকেশর, নখ, দেবদারু এই সকলে সমাংশদ্বারা মাক্ষীকযুক্ত প্রস্তুত করিয়া ধূপপ্রদানে দেহবস্ত্রাদি ধূপিত করিলে, বিবাদ স্ত্রীগণেরমোহন ভঙন ও কলহ বিষয়ে শুভদায়ক এবং মায়ামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলে ঐধূপ, কন্যার বরণ ও ভাগ্য বিষয়ে মঙ্গল দায়ক হয়। হ্রীং মন্ত্রদ্বারা ললাটদেশে রোচনা, নাগপুষ্প, কুঙ্কুম মনঃশিলা এই দ্রব্যের তিলক করিয়া যাহাকে দর্শন করাযায় সেই ব্যক্তিই বশীভূত হয়। শতাবরী চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে, অথবা নাগকেশরচূর্ণ, ঘৃতপক্ক করিয়া ভক্ষণ করিলে বা পলাশবীজ (বাঁটিয়া জলযোগে) পান করিলে পুত্রলাভ হয়।

ওঁ উত্তিষ্ঠ চামুণ্ডে জম্ভয় জম্ভয় মোহয় মোহয় অমুকং বশমানয় আনয় স্বাহা।

ইহার নাম ষড়্‌বিংশ সিদ্ধবিদ্যা। নদীতীরের মৃত্তিকাদ্বারা স্ত্রীনির্ম্মাণ পুরঃসর ধুস্তররসে অর্কপত্রে (আকন্দ পাতায়) ঐ স্ত্রীর নাম লিখিয়া, মূত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত মন্ত্র জপ করিয়া ঐ স্ত্রীকেবশে আনয়ন করিবে।

ওঁ ক্ষ্‌ুং সঃ বষট্।

এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করিলে ও ইহা দ্বারা হোম করিলে পুষ্টিবর্দ্ধন হয়।

ওঁ হংসঃ হূঁ হূঁ স হ্রঃ সৌঃ।

এই অষ্টবর্ণমন্ত্র জপদ্বারা সমরে বিজয়লাভ হয়। ঈশানপ্রধান মন্ত্রসমুদায়, ধর্ম্মকামাদি, প্রদান করে। ঈশান সকলবিদ্যার ও সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, ব্রহ্মার অধিপতি ব্রহ্মস্বরূপ সেই শিব আমার সততই মঙ্গল দায়ক হউন।

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরহরেভ্যস্ত সর্ব্বতঃ। সর্ব্বেভ্যোনমস্তে রুদ্র রূপেভ্যঃ। ওঁ বামদেবায় নমোজ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ। কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ। সর্ব্বভূত দমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ।

সদ্যোজাত মন্ত্র বলিব।

ওঁ সদ্যোজাতায় বৈনমঃ। ভবে ভবেঽহনাদিভবে ভজস্ব মাংভবোদ্ভব।

ভোগ মোক্ষ প্রদায়ক পঞ্চ ব্রহ্মাঙ্গের অঙ্গষট্‌ক বলিব।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে পরায় কামদায় পরমেশ্বরায় যোগায় যোগসম্ভবায় সর্ব্বকরায় কুরু কুরু সত্য সত্য ভব ভব ভবোদ্ভব বামদেব সর্ব্বকার্য্য কর পাপ প্রশমন সদাশিব প্রসন্ন নমোঽস্তুতে স্বাহা॥

সপ্ততি অক্ষরযুক্ত হৃদয় মন্ত্র সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ। ওঁ শিবঃ শিবায় নমঃ শিবঃ। ওঁ হৃদয়ে জ্বালিনি স্বাহা শিখা। ওঁ বিশ্বাত্মক মহাতেজঃ সর্ব্বজ্ঞ প্রভুরাবর্ত্তয় মহাঘোর কবচ পিঙ্গল নমঃ। মহা

কবচ শিবাজ্ঞয়া হৃদয়ং বন্ধ বন্ধ ঘূর্ণয় ঘূর্ণয় চূর্ণয় চূর্ণয় সূক্ষ্ম বজ্রধর বজ্রপাশ ধনুর্ব্বজ্রাশনি বজ্রশরীর মম শরীর মনুপ্রবিশ্য সর্ব্বদুষ্টান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় হুং।

অক্ষর মন্ত্রের কবচ পঞ্চাক্ষরাষ্টিকশত জানিবে। ওঁ ওজসে নেত্রং ওঁ প্রস্ফুর প্রস্ফুর তনুরূপ তনুরূপ চট চট্ প্রচট প্রচট কট কট বম বম ঘাতয় ঘাতয় হুং ফট্ অঘোরাস্ত্রম্।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ষড়ঙ্গ অঘোরাস্ত্র নামক দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

রুদ্রশান্তি।

ঈশ্বর কহিলেন, কল্পাঘোরাদি শিবশান্তি শ্রবণ কর। সপ্তকোটির অধীশ্বর অঘোরমন্ত্র ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনাশক এবং উত্তমাধম সিদ্ধি সকলের আলয় ও অখিল রোগাপহারী, দিব্য আন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাত সকলের প্রশমন বিষগ্রহ-পিশাচাদির অপনোদক ও সর্ব্বকাম প্রদায়ক জানিবে। পাপসমূহের পীড়ায় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ও দুর্ভাগ্য ও পীড়া বিনাশক একবীব মন্ত্র বিন্যাস করিয়া পঞ্চমুখ শিবের ধ্যান করিবে। শান্তিকে ও পৌষ্টিকে(১) শুক্ল ও রক্তবর্ণ, বশ্যে পীত স্তম্ভনে ধূম্র বর্ণ, উচ্চাটন মারণে কৃষ্ণ বর্ণ আকর্ষণে কপিল বর্ণ, মোহনে দ্বাত্রিংশদ্বর্ণ অর্চ্চনা করিবে। ত্রিংশৎলক্ষ মন্ত্রজপ এবং গুগ্গুলু ও অমৃতযোগে তিন লক্ষ হোম করিলে অসিদ্ধ বিষয়েরও সাধন ও সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। অঘোর মন্ত্র অপেক্ষা ভুক্তি মুক্তিপ্রদ অপর মন্ত্র আর নাই। ইহা দ্বারা অব্রহ্মচারী অস্নাত ব্যক্তি ও স্নাতক হয়। অঘোরাস্ত্র ও অঘোর, এই দুই মন্ত্ররাজ; এই উভয়ের জপ হোমার্চ্চন দ্বারা সমরে শত্রু সৈন্য বিমর্দ্দিত হয়।

এক্ষণে সর্ব্বার্থ সংসাধনী কল্যাণদায়িনী রুদ্রশান্তি শ্রবণ কর। পুত্রার্থ, গ্রহনাশার্থ, বিষব্যাধি বিনাশার্থ, দুর্ভিক্ষমারী প্রশমনার্থ, দুঃস্বপ্নহরণার্থ, সৈন্যাদি রাজ্যপ্রাপ্তির ও রিপু বিনাশের নিমিত্ত, সর্ব্বগ্রহ বিমর্দ্দনার্থ ও অকালফলিত বৃক্ষদোষ বিনাশার্থ, পূজায় "নমঃ" ও হোমে "স্বাহা" আপ্যায়নে (সন্তোষণে) বষট্‌কার ও পুষ্টি বিষয়ে বৌষট্ নিযোজিত করিবে। চকারদ্বয়ের স্থানে অতিযোগ করাইবে।

ওঁ রুদ্রায় চ তে ওঁ বৃষভায় নমঃ অবিমুক্তায়, অসম্ভবায় পুরুষায় চ পূজ্যায় ঈশানায় পৌরুষায় পঞ্চোত্তরে বিশ্বরূপায় করালায় বিকৃতরূপায় অবিকৃতরূপায়।

নিকারে, অপরকালে, জলে ও নৈর্ঋতে মায়াতত্ত্ব জানিবে।

একপিঙ্গলায় শ্বেতপিঙ্গলায় নমঃ। মধুপিঙ্গলায় নমঃ মধুপিঙ্গলায় নিয়তৌ অনন্তায় আর্দ্রায় শুষ্কায় পয়োগণায়। কালতত্ত্বে করালায় বিকরালায়। দ্বৌ মায়াতত্ত্বে। সহস্র শীর্ষায় সহস্রবক্ত্রায় সহস্র করচরণায় সহস্র লিঙ্গায়। বিদ্যাতত্ত্বে। সহস্রাক্ষ হইতে দক্ষিণদলে বিন্যাস করিবে।

একজটায় দ্বিজটায় স্বাহা ত্রিজটায় স্বাহা। কারায় স্বধাকারায় বষটকারায় ষড়্‌রুদ্রায়।

হে গুহ! এইমন্ত্র ঈশতত্ত্বে বহ্নিপত্রে অবস্থিত।

ভূতপতয়ে পশুপতয়ে উমাপতয়ে কালাধিপতয়ে।

এইমন্ত্রে সদাশিবাধ্যক্ষতত্ত্বে পূর্ব্বদলস্থিত ষট্‌শক্তির পূজা কর্ত্তব্য।

(১) পৌষ্টিকে—ধনজনাদির বৃদ্ধি ক্রিয়ায়।

উমায়ৈ কুরূপধারিণী, ওঁ কুরু কুরু রুহিণি রুহিণি রুদ্রোসি দেবানাং দেব দেব বিশাখ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ তুরু তুরু অরু অরু সুরু সুরু রুদ্রশান্তি মন্মুস্মর কৃষ্ণপিঙ্গল অকাল পিশাচাধিপতি বিশ্বেশ্বরায় নমঃ। শিবতত্ত্বে কর্ণিকায় উমা মহেশ্বরের পূজা কর্ত্তব্য।

ওঁ ব্যোমব্যাপিনে ব্যোমরূপায় সর্ব্বব্যাপিনে শিবায় অনন্তায় অনাথায় অনাশ্রিতায় শিবায়। শিবতত্ত্বে নবপাদানি ব্যোম ব্যাপ্যভিধাস্যহি। শাশ্বতায় যোগপীঠসংস্থিতায় নিত্যংযোগিনেধ্যানাহারায় নমঃ। ওঁ নমঃ শিবায় সর্ব্বপ্রভবে শিবায় ঈশানমূর্দ্ধায় তৎপুরুষাদি পঞ্চবক্ত্রায়।

হে গুহ! সদাখ্যপূর্ব্বদলে নবপদ পূজা করিবে।

অঘোর হৃদয়ায় বামদেবগুহ্যায় সদ্যোজাত মূর্ত্তয়ে। ওং নমো নমঃ। গুহ্যাতি গুহ্যায় গোপ্ত্রে অনিধনায়, সর্ব্বযোগাধিকৃতায় জ্যোতীরূপায়। অগ্নি পত্রে অহীশতত্ত্বে বিদ্যাতত্ত্বে চুই দক্ষিণ দলে পূজা কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বরায় চেতনাচেতন ব্যোমন ব্যাপিন প্রথম তেজস্তেজঃ। মায়াতত্ত্বে নৈঋত, কালতত্ত্বে পশ্চিমে পূজনীয়।

ওং ধ্রু ধ্রু না না বাং বাং অনিধাননিধ নাদ্ভব শিব সর্ব্বপরমাত্মন্ মহাদেব সদ্ভাবেশ্বর মহাতেজ যোগাধিপতে। মুঞ্চ মুঞ্চ প্রমথ প্রমথ ওং সর্ব্ব সর্ব্ব ওং ভব ভব ওং ভবোদ্ভব।

সর্ব্বভূত সুখপ্রদ বাহ্যনেত্রে নিয়তি ও পুরুষে উত্তরদলে পূজা কর্ত্তব্য।

সর্ব্ব সান্নিধ্যকর ব্রহ্ম বিষ্ণুরুদ্রপর অনর্চ্চিত অস্তু অস্তু চ সাক্ষিন সাক্ষিন তুরু তুরু পতঙ্গ পিঙ্গ পিঙ্গ জ্ঞান জ্ঞান শব্দ শব্দ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিব শিব সর্ব্বপ্রদ সর্ব্বপ্রদ ওং নমঃ শিবায় ওং নমো নমঃ শিবায় ওং নমো নমঃ ঈশানে প্রাকৃততত্ত্বে পূজা হোম ও জপ করিবে।

ইহা দ্বারা গ্রহ রোগাদি মায়া আর্ত্তি বিনাশ পায়।

এই মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে রুদ্রশান্তি নামক ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অংশকাদি।

ঈশ্বর কহিলেন, সুষ্ঠুরূপে শ্রেণিবদ্ধ বিষমাকৃতি সুদৃঢ় দ্রাক্ষ বলয় ধারণীয়। এক বদন, ত্রিবদন, বা পঞ্চবদন, ইহার মধ্যে যেরূপ পাওয়া যায় ধারণ করিবে। দ্বিমুখ, চতুর্ম্মুখ, ষন্মুখ রুদ্রাক্ষ যদি তীব্র কণ্টক ও ছিদ্রহীন হয় তাহাও প্রশস্ত জানিবে। চতুরানন রুদ্রাক্ষ দক্ষিণ বাহুতে বা শিখা দিতে ধারণ কর্ত্তব্য। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে অব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী ও অস্নাতক স্নাতক হয়। অথবা শিবমন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া হৈমী মুদ্রা (ক্ষোদিত অঙ্গুরীয়কাদি) ধারণ কর্ত্তব্য। শিব, শিখা জ্যোতিঃ ও সাবিত্র এই ইঁহারা গোচর। গোচর অর্থে কুল জানিবে। লক্ষিত ব্যক্তি তদ্দ্বারা লক্ষ্য হয়। প্রাজাপত্য, মহাপাল, কপোত গ্রন্থিক ইহারা শিবগোচর; কুটিলগণ, বেতালগণ, পদ্ম হংসগণ, শিখাকুলগোচর; ধৃতরাষ্ট্রগণ, বকগণ, কাকগণ, গোপালগণ, জ্যোতিগোচর অপর কুটিকগণ সাঠরগণ, গুটিকগণ সাবিত্রগোচর ইহাদের এক একটি চারি প্রকার।

মন্ত্রগণ যদ্দ্বারা সুসিদ্ধি প্রদান করে সেই সিদ্ধাংশকাদি আখ্যান কহিব। কূটষণ্ডাববর্জ্জিত

মাতৃকাগণকে ভূতলে আলেখিত করিয়া মন্ত্রাক্ষর সকল বিশ্লেষণ পূর্ব্বঃসর অনুস্বার পৃথক্ করত সাধকের নাম বিশ্লেষিত করিবে। অনন্তর মন্ত্রের আদি ও অন্তে সাধক বর্ণসকল সংযোজিত করিয়া সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ অ অরি এইসকলকে যথাক্রমে গণনা করিলে, মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে অংশানুসারে সিদ্ধিপ্রদ ও আদিসিদ্ধি ও অন্ত্যসিদ্ধি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইবে। সুসিদ্ধাদি ও সুসিদ্ধান্ত সিদ্ধবৎ কল্পনা কর্ত্তব্য। অরিকে আদি ও অন্তে দূরে পরিবর্জ্জনীয়। সিদ্ধ, সুসিদ্ধ, অরি ও সাধ্য এইসকল একার্থেই অবস্থিত হয়। মন্ত্রের আদিতে সিদ্ধ এবং অন্তেও সেইরূপ, মধ্যে রিপুসহস্র দোষের নিমিত্ত হয় না। খ্যাতমন্ত্রে মায়া প্রসাদ ও প্রণবদ্বারা অংশক হয়। ব্রহ্ম মন্ত্রই ব্রহ্মাংশক; বিষ্ণুর মন্ত্রই বৈষ্ণবাংশুক, বীর, রুদ্রাংশুক, ঈশ্বরপ্রিয় ইন্দ্রাংশ; নাগস্কন্ধাক্ষ নাগাংশ, ভূবনপ্রিয় যক্ষাংশ, অতিগীতাদ গন্ধর্ব্বাংশ, ভীমাংস রাক্ষসাংশক, যুদ্ধকার্য্য দৈত্যাংশ, মানী বিদ্যাধরাংশ মলাক্রান্ত পিশাচাংশ। নিরীক্ষণ করিয়া মন্ত্র প্রদান কর্ত্তব্য। একহইতে ষড়ঙ্গ মন্ত্র ও পঞ্চাশৎ পর্য্যন্ত বিদ্যা, বালা বিংযাক্ষরান্তা এবং রুদ্রা ও আয়ুধা দ্বাবিংশ গামিনী হয়, তাহার ঊর্দ্ধে যে সকল মন্ত্র সে সকল, কিনণক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অকারাদি হকরান্ত পর্য্যন্ত অক্ষর সকল ক্রমে শুক্ল কৃষ্ণ এই দুই পক্ষ; অনুস্বার ও বিসর্গ ব্যতিরেকে দশ স্বরবর্ণ হ্রস্ব ও শুক্ল, দীর্ঘস্বরসকল প্রতিপদাদি তিথি ও কৃষ্ণ পক্ষ। ইহারা উদিত হইলে শান্তিকাদি, ভ্রমিত হইলে, বশ্যাদি ভ্রামিত হইলে সন্ধি, দ্বেষ, উচ্চাটন ও স্তম্ভনে অস্ত হয়। ইহাতে আবাহ বায়ুস্থলে শান্তিকাদি পিঙ্গলে (সূর্য্যের পারিপার্শ্বিক বিশেষ) কর্ষণাদি, বিষুব সংক্রমণস্থানে মারণ ও উচ্চাটনাদি পঞ্চপ্রকারে পৃথক্ হয়। নিম্নের গৃহে পৃথিবী, ঊর্দ্ধে তেজঃ, মধ্যভাগে দ্রব্য রন্ধ্রপার্শ্বে বাহ্যবায়ু; মহেশ্বর এই সকলে ব্যাপিয়া আছেন। পার্থিবে স্তম্ভন, জলে শান্তি, তেজে বশ্যাদি বায়ুতে ভ্রমণ, শূন্যে পুণ্যকাল অভ্যাস করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অংশকাদি নামক চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

গৌর্য্যাদি পূজা।

ঈশ্বর কহিলেন, আমি সৌভাগ্যাদির নিমিত্ত ভোগমোক্ষপ্রদ উমা পূজা বলিব। মন্ত্র, ধ্যান, মণ্ডল, মুদ্রা ও হোমাদি সাধন, অগ্নি, শিব ও মহাশক্তি সমন্বিত কাল ইড়াদি দেব ও বিকারসহিত প্রথমে উদ্ধার করিয়া গৌরীর মূল মন্ত্রবাচক চতুর্থদ্বার কর্ত্তব্য।

ওঁ হ্রীং সঃ শৌং গৌর্য্যৈ নমঃ।

ইহাই গৌরীর মূলমন্ত্র। সেই চতুর্থস্থানে বর্ণত্রিতয়সহিত শান্তিযুক্ত ষড়ঙ্গুল আসন, সপ্রণবমূর্ত্তি, হৃদয় মন্ত্রেরসহিত, উদক ও কাল, শিববীজ উদ্ধার করিবে। প্রাণ, দীর্ঘস্বরান্ত ষড়ঙ্গ ও জাতিযুক্ত করিয়া, ইহাতে প্রণবদ্বারা আসন, ও হৃদয় মন্ত্রদ্বারা মূর্ত্তিন্যাস করিবে। হে বৎস যামল কহিলাম, এক্ষণে একবীর বলিব। বহ্নি, মায়া, ও কৃশানুসহিত সৃষ্টিসংযুক্ত ব্যাপকমন্ত্র ও হৃদয়াদি বর্জ্জিত শিবশক্তি মণবীজ উদ্ধার করিয়া, হেম রূপ্যময়ী বা কাষ্ঠজা অথবা প্রস্তরজা, পঞ্চপণ্ড সমন্বিতা ও অব্যক্তা এই পঞ্চমূর্ত্তি গৌরীরমধ্যে ও কোণে পূজা করিয়া অগ্নিকোণ হইতে ক্রমে

ললিত সুভগা গৌরী ক্ষোভণীর এবং পূর্ব্বাদিবৃত্ত হইতে বামা জেষ্ঠা, ক্রিয়া ও জ্ঞানার পূজা করিবে। পীঠযুক্ত বামভাগে শিবের অব্যক্তরূপ পূজনীয়। ব্যক্তা, দ্বিনেত্রা, ত্র্যক্ষরা বা শঙ্করা-সমন্বিতা শুদ্ধা তৎপরে পীঠপদ্মদ্বয়। তদনন্তর তারা, দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা সিংহস্থা বা বৃকস্থা অষ্ট বা অষ্টাদশকরা, মাল্যঅক্ষসূত্র কালিকা ধারিণী ও গলে উৎপলপিণ্ড শোভনী হয়েন, দক্ষিণে শরা-সনধরা বা শরধরা, বামে পুস্তক, তাম্বুল, দণ্ড, অভয় কমণ্ডলু ধারণ করিতেছেন। গণেশ দর্পণ-সকলে ইহাদের প্রত্যেকের পূজা করিবে। তদ-নন্তর ঘৃতাসনে ব্যক্তাবক্ত বা পদ্মমুদ্রা কর্ত্তব্য। শিবের লিঙ্গমুদ্রা, উভয়ের আবাহনীমুদ্রা, যোনি মুদ্রাই শক্তিমুদ্রা। মণ্ডল চতুষ্কোণ মধ্যকোষ্ঠ চতুষ্টয়ে চতুষ্কোণ ত্রিপত্রপদ্ম, ত্রিকোণের উর্দ্ধে দ্বিগুণ দ্বিপক্রমে অর্দ্ধচন্দ্র, দ্বিগুণউপকণ্ঠ হইতে দ্বারকণ্ঠ দ্বিগুণ ও দিক্‌সকলের প্রত্যেকে তিন তিনদ্বার হইবে। এই মণ্ডলে অথবা ভদ্রমণ্ডলে পূজা কর্ত্তব্য। অথবা স্থণ্ডিলে (পূজার্থপরিষ্কৃত ভূমি) সংস্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদি ও রক্তপুষ্প-দ্বারা উত্তরাস্য হইয়া পূজানন্তর অমৃত ও ঘৃতে শতহোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিলে সর্ব্ব সিদ্ধিলাভ হয়। অনন্তর বলি প্রদানপূর্ব্বক অষ্ট বা তিনটী কুমারীকে ভোজন করাইবে। শিব ভক্তগণকে নৈবেদ্য প্রদান করিবে, স্বয়ং গ্রহণ করিবে না। এইরূপে গৌরী পূজা করিলে কন্যার্থীর কন্যালাভ, অপুত্রের পুত্রলাভ, দুর্ভগার সৌভাগ্যলাভ, রাজার রাজ্যলাভ ও রণে জয়লাভ হয়। অষ্টলক্ষ জপ দ্বারা বাক্‌সিদ্ধি ও দেবাদিগণ বশ্য হয়। সমস্ত তিথিতে বিশেষতঃ অষ্টমী চতু-র্দশী ও তৃতীয়ায় নিবেদন না করিয়া ভোজন ও বামহস্তে অর্চ্চন অকর্ত্তব্য। মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চন বলিব, কলসোদরে তাঁহার পূজা কর্ত্তব্য। প্রণবদ্বারা হোম ওজঃমূর্ত্তিধ্যান ও মূল মন্ত্র জপনানন্তর বৌষ-ডন্ত মন্ত্রে কুম্ভমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ক্ষীর, দুর্ব্বা, ঘৃত, অমৃতা, পুনর্ণবাদ্বারা হোম করিয়া পায়স দ্বারা পুরোডাশ প্রদানপূর্ব্বক অযুতবার মন্ত্রজপ করিবে। চতুর্ম্মুখ, চতুর্ব্বাহু, দুইহস্তে দুইকলস ধারী ও হস্তদ্বয়ে বরাভয়প্রদ মৃত্যুঞ্জয়কে স্নান করাইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করিলে আরোগ্য ঐশ্বর্য্য দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়। মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ মন্ত্র-দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিলে শুভকর হয়। অদ্ভুতরূপ মৃত্যুঞ্জয়ের ধ্যান ও পূজা করিলে কখনই অপমৃত্যু হয় না।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে গৌর্য্যাদিপূজানাম পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দেবালয় মাহাত্ম্য।

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রতেশ্বর ও সত্যাদি দেবগ-ণের পূজা করিয়া ব্রত সমর্পণ করিলে অরিষ্ট প্রশমনে প্রশস্ত হয়। অরিষ্ট অর্থাৎ সূত্রনায়ক; তাহা হেমরত্নময় হইলে সম্পত্তির নিমিত্ত হয়। মারণ বিষয়ে মহাশঙ্খ, আপ্যায়নে শঙ্খসূত্র, পুত্র বর্দ্ধনে মৌক্তিক প্রশস্ত। স্ফাটিক ও কৌশেয় সম্পত্তিপ্রদ রুদ্র নেত্রজ মুক্তিপ্রদ। ধাত্রীফল পরিমিত রুদ্রাক্ষ তাহা হইতে উৎকৃষ্ট। সমেরু বা মেরুহীন হইলেও মানসসূত্র জপ্তব্য জানিবে। অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক জপ কর্ত্তব্য। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ জপে মেরুলঙ্ঘন করিবে না। প্রমাদবশতঃ সূত্র পতিত হইলে

দুই শত বার জপ বিধেয়। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, তাহার বাদনে অর্থাগম হয়। গোময় গোমূত্র বল্মীক মৃত্তিকা (উইঢিল) ভস্ম ও বারি প্রভৃতি দ্বারা, গৃহ দেবায়তনাদির বিশোধন কর্ত্তব্য। "স্কন্দোনমঃ শিবায়" এই মন্ত্র সর্ব্বার্থের সাধক। বেদে পঞ্চাক্ষরে ও লোকে ষড়ক্ষরে তাহা গীত হয়। ওং ইহার অন্তে শম্ভু মুদ্রার্থ বট বীজবৎ অবস্থিত আছেন। ক্রমে "নমঃ শিবায়" ইহাকে ঈশানাদি মন্ত্র বলিয়া জানিবে। ষড়ক্ষর সূত্রের ভাষ্য কদম্ব "ওং নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রই পরম পদ। এই মন্ত্র দ্বারা লিঙ্গ পূজা করিবে, যেহেতু সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত ধর্ম্ম-কামার্থ মোক্ষপ্রদ শিব, লিঙ্গে অধিষ্ঠিত আছেন। যে লিঙ্গ পূজা না করে সে ধর্ম্মাদির উপযুক্ত পাত্র নয়। লিঙ্গার্চ্চনে ভুক্তি ও মুক্তিলাভ হয়, এই হেতু যাবজ্জীবন লিঙ্গার্চ্চন কর্ত্তব্য। বরং প্রাণ পরিত্যাগ উত্তম তথাপি শিব পূজা না করিয়া ভোজন কর্ত্তব্য নয়। মানবগণ, রুদ্র পূজা করিলে রুদ্র, বিষ্ণু পূজা করিলে বিষ্ণু সূর্য্য পূজায় সূর্য্য ও শক্তি পূজায় শক্তির স্বরূপ হয়। সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, তপস্যা, দান, তীর্থ ও বেদাধ্যয়নে সে ফললাভ হয়, মানবগণ একমাত্র শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাহার কোটিগুণ ফললাভ করিতে পারে। যে নর ত্রিসন্ধ্যায় পার্থিব শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করে, সে একাদশকুল উদ্ধার করিয়া স্বয়ং স্বর্গ ভোগী হয়। ভক্তি পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যধনানুসারে প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। ধনাঢ্যের ও দরিদ্রের ক্ষুদ্র ও মহত্তে তুল্য ফল জানিও। ধন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দুইভাগ ধর্ম্মার্থ এক ভাগ জীবনার্থ সঞ্চয় ও অন্যভাগ অন্নার্থ নিযোজিত কর্ত্তব্য, যেহেতু জীবন অনিত্য দেবাগার নির্ম্মাণ কারী একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া স্বয়ং অর্থলাভ করে। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া ক্রমানুসারে কোটি কোটি গুণ অধিকতর ফললাভ করে। আটখানি ইষ্টক দ্বারা দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া ও স্বর্গগামী হয়। এমনকি, ধূলি দ্বারা ক্রীড়া করিতে করিতে দেবাগার নির্ম্মাণ করিলে অর্থলাভ করে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে দেবালয় মাহাত্ম্যাদিনামক ষট্ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ছন্দঃসার।

অগ্নি কহিলেন, মূলজ সেই প্রসিদ্ধ মূল অর্থাৎ গণ দ্বারা পিঙ্গলোক্ত ছন্দঃ শাস্ত্র যথাক্রমে বলিব। তিন তিন সগণ সর্ব্বলঘু সগণ আদি লঘু যগণ মধ্য লঘুরগণ অন্তলঘুতগণ একাক্ষরেগণ যথা একগুরু গগণ এক লঘুলগণ।

পদান্তেস্থিত হ্রস্ব স্বর বিকল্পে এবং সংযোগের পূর্ব্ববর্ণ, বিসর্গযুক্ত ও অনুস্বার যুক্তবর্ণ ব্যঞ্জন যুক্ত, জিহ্বামূলীয়যুক্ত ও উপাধ্মানীয় যুক্তবর্ণ ও দীর্ঘস্বর গুরু হয়। বসু অষ্ট, চারিবেদ ও আদিত্য প্রয়োগে ছন্দঃকার্য্য সম্পাদিত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ছন্দঃসার নামক সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ছন্দঃসার।

অগ্নি কহিলেন, ছন্দোঽধিকারে গায়ত্রী দেবী একাক্ষরীহ তিনি পঞ্চ দশাক্ষরী, প্রাজাপত্য রূপে অষ্টবর্ণা, যজুর্ব্বেদে ষড়্বর্ণা সামবেদে।

দ্বাদশাক্ষরা, ঋগ্বেদে অষ্টাদশবর্ণা ও সামবেদে দ্বাদশাক্ষরা হন। ঋক্‌বেদে চারিবৃদ্ধি প্রাজাপত্যে চারি, অবশিষ্টে এক এক করিয়া বৃদ্ধি পাইবে; তুর্য্যাদি হইতে ক্রমে পরিত্যাগ করিবে। উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ জগতী, ইহাঁরা ক্রমশঃ গায়ত্রী সম্বন্ধীয় ও ব্রহ্ম স্বরূপ জানিবে। তিন তিনটি সামান্য ও এক একটি আর্য্য। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের সংজ্ঞা চতুষষ্টি পদে লিখিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ছন্দঃসার নামক অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

—•—

ঊনচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ছন্দঃসার।

অগ্নি কহিলেন, পাদে ও আপাদ পূরণে গায়ত্রী অষ্ট প্রকার। জগতীর আদিত্য পাদ, বিরাটের দশ, ত্রিষ্টুব রুদ্রপাদ, ছন্দঃ একাদিপাদক জানিবে। চারি অক্ষরে আদ্য চতুষ্পাদ, কোথাও সপ্তাক্ষরে ত্রিপাদ হয়। সেই গায়ত্রী একপদে নীবৃৎ তৎ প্রাতিষ্ঠাদি পরে ষট্‌পাদ ও ত্রিপাদ হয়। ছয় অষ্ট অষ্ট পাদে বর্দ্ধমানা এবং ছয় বসু ভূধর দ্বারা ত্রিপাদ হয়। ত্রিপদা গায়ত্রী নীবৃৎ এবং নন্দন ও ঋতু দ্বারা নাগী এবং বস দ্বিবস পাদে বারাহী হয়। অনন্তর তৃতীয় ছন্দঃ। দ্বাদশ বস্বন্ত দ্বারা দ্বিপাদ, এবং ত্রিষ্টুভসম্বন্ধীয় পাদ দ্বারা ত্রিপাদ কথিত হয়। বেদে অষ্ট ও বসুপাদ উষ্ণিক্ ছন্দঃ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ককুবুষ্ণিক্ অষ্ট সূর্য্য বসুবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া ত্রিপাদ; পুনরুষ্ণিক্ সূর্য্যবসুবর্ণ দ্বারা ত্রিপাদ, তাহার পর পরোষ্ণিক্ চতুষ্পাদ ও ত্রিপাদ হয়। অনুষ্টুপ কোথাও ত্রিপাদ হয়। বৃহতী, জগতী ও অষ্টি এই তিনটী যদি গায়ত্রীর পূর্ব্বে মধ্যে ও অন্তে হয় তবে তাহারা ক্রমে অষ্ট অর্ক ও সূর্য্যবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় পথ্যা, অন্যদ্বিতীয়া কুমারিণী নামে বিখ্যাত। ক্রোষ্টুকে স্কন্ধদ্বয় ও গ্রীবা যক্ষে বা বৃহতী। উপরিভাগে বৃহতী পুরোভাগে বৃহতী। কোথাও নববর্ণা কোথাও চতুবর্ণা, দিগ্‌বিদিকে অষ্টবর্ণা। জাগত (জগতীসম্বন্ধীয) বর্ণদ্বারা মহাবৃহতী, তিনটী ও শতযুক্তা হইয়া বৃহতী হয়। সূর্য্য অর্কঅষ্ট অষ্ট বর্ণদ্বারা ভগুিল পংক্তিছন্দ হয়। পূর্ব্বদ্বয় বিপরীতক্রমে বেদযুক্ত ও সত্যযুক্ত হইয়া পংক্তি। পূর্ব্বে প্রস্তার পংক্তি এবং পবযুক্ত হইয়া অস্তার পংক্তি এবং অক্ষরপংক্তি পঞ্চ,চারি ও অল্পে অল্পে দ্বিতয় পঞ্চ,চারি ত্রয় ও ছয়অক্ষরে পদপংক্তি হয়। গায়ত্রী সম্বন্ধীয় ছয় ও পঞ্চাক্ষর ও ছয়বর্ণদ্বারা জগতী হয়। একদ্বারা ত্রিষ্টুভ জ্যোতিষ্মতী ও জগতী কথিত হইয়া থাকে। পুরোভাগে, প্রথমে ও মধ্যে জ্যোতিঃ, মধ্য হইতে উপরিভাগে জ্যোতিঃ, অন্ত্যহইতে একে ও পঞ্চমে শঙ্কুমতী ছন্দঃ ও ষট্‌কে ককুদ্মতীচ্ছন্দঃ হয়। ত্রিপাদ শিশুমধ্যা, তাহাই পিপীলিক মধ্যমা, যম্মধ্যা বিপরীতা একদ্বারা বর্জ্জিতা ত্রিবৃৎ হয়। অধিক এক দ্বারা হীনা ও বিহীনা ভুরিজা এবং দুই দ্বারা অধিকা হইয়া স্বরাট ও দৈবতাদি হইলে সন্দিগ্ধ হয়। আদিপদ হইতে দেবতাক্রমে ছন্দের নিশ্চয় হয়। অগ্নি, সূর্য্য, শশী, বৃহস্পতি, বরুণ, চন্দ্র বিশ্বদেবগণ, ছন্দের দেবতা। ষড়্‌জ, বৃষ, গান্ধার মধ্যম, পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তপ্রকার ছন্দের স্বর গায়ত্রী আদি ছন্দোগণের বর্ণ, শ্বেত, সারঙ্গ (কুর্ব্বর) পিসঙ্গ, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত ও গৌর। কৃতিচ্ছন্দোগণ গোরোচনাভা, জ্যোতিশ্ছন্দঃ শ্যামল বর্ণ। অগ্নি, বৈশ্য, কাশ্যপ, গৌতম, আঙ্গিরস,

ভার্গব, কৌশিক, বাশিষ্ঠ, ক্রমানুসারে এইসকল ছন্দোগণের গোত্র জানিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ছন্দঃসার নামক ঊনচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ছন্দোজাতি নিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, উৎকৃতিঃ চতুঃশত, উৎকৃতি হইতে চারি পরিত্যাগ করিলে অভিসংখ্যা প্রতি-কৃতি হয়, সেই ছন্দঃসকল পৃথক্। কৃতি, অতি-ধৃতি ইহারা অত্যষ্টি, অষ্টি, অতিশর্করী, শর্করী, অতিজগতী, জগতী ইহারা বৃত্তি এবং লৌকিক। ত্রিস্টুভ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিস্টুভ্ পংক্তি বৃহতী, অনুষ্টুপ উষ্ণিক্ ইহারা আর্য্যাছন্দঃ। গায়ত্রী, সুপ্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা, মধ্যা, অত্যুক্তা, অত্যুক্ত আদি ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে এক এক অক্ষর বর্জ্জিত। চারিভাগে একপাদ বা চরণ হয়, এক্ষণে গণছন্দঃ প্রদর্শিত হইতেছে। এই চারি-প্রকার মাত্রাগণসকল আদিগুরু মধ্যগুরু ও অন্ত-গুরু ও সর্ব্বগুরুভেদে চারিপ্রকার, এই গণপাঁচটী হয় যথা একটী গুরুঅক্ষরে দুইমাত্রা একটী লঘু-অক্ষরে একমাত্রা হয়। এইগণ আর্য্যাদি ছন্দে ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে আর্য্যালক্ষণ কহিতেছি; আর্য্যার প্রথমার্দ্ধের প্রথমচরণে তিনগণ অর্থাৎ দ্বাদশমাত্রা এবং দ্বিতীয়চরণে অষ্টাদশমাত্রা অর্থাৎ সপ্তগণ ও এক গুরুঅক্ষর থাকিবে, ইহার বিষম-গণসকলে অর্থাৎ প্রথমে তৃতীয়ে পঞ্চমে ও সপ্তমে জগণ অর্থাৎ মধ্যগুরুগণ থাকিবে না। কিন্তু ষষ্ঠগণ জগণ দ্বিতীয়াদি পদে নগণ ও একলঘু অক্ষর থাকিবে। সপ্তমে অন্তে প্রথমা, দ্বিতীয়ে ও পঞ্চমে নগণ ও একলঘু অর্দ্ধে প্রথমাদি পদ ও ষষ্ঠ একলঘু হইবে। তিনগণে একপাদ ও শেষ-পাদে পঞ্চ পঞ্চদশ মাত্রা হইবে ইহাই বিপুলা। যথায় আর্য্যার উভয়ার্দ্ধের দ্বিতীয় ও চতুর্থগণ মধ্য-গুরু অর্থাৎ দুই জগণযুক্ত হয়, তাহাই চপলা আর্য্যা। যে আর্য্যার পূর্ব্বার্দ্ধে দ্বিতীয় ও চতুর্থগণ চপলাবৎ অর্থাৎ জগণদ্বয় হয়, শেষার্দ্ধে পূর্ব্ব কথিত অর্য্যারন্যায় দ্বাদশ ও পঞ্চদশ মাত্রা হয়। তাহাকে মুখচপলা কহে। যে আর্য্যা প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বক কথিত আর্য্যার ন্যায় এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ চপলা তুল্য হয় তাহাকে জঘন্য চপলা কহে। জঘান অর্থাৎ পশ্চার্দ্ধে চপলা এই হেতু উহার নাম জঘন চপলা। যে আর্য্যার উভয়ার্দ্ধই চপলালক্ষণ ভজনা করে তাহার অর্দ্ধভাগ গীত ও অর্দ্ধভাগ বাদ্যেবন্যায় প্রতীয়মানা হয় উহার নাম মহা-চপলা। আর্য্যার উভয়ার্দ্ধতুল্য, অর্থাৎ উভয়ার্দ্ধে ত্রিংশৎ মাত্রা হইলেই তাহাকে গীতিছন্দঃ কহে। বৈতালীয় ছন্দের অযুক্ অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয়-পাদে ষট্‌কলা ও সমে দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে অষ্ট-মাত্রা হয়, সেই মাত্রাসকল দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে বিশদৃশ হয়। ঐ ছয়মাত্রার পর রগণ ও একলঘু ও একগুরু হইলে ঔপচ্ছন্দ সকছন্দ হয়। যাহার প্রতিচরণে যোড়শমাত্রা ও নবমমাত্রা গুরু হয়, একচরণের শেষাক্ষরের সহিত অপরচরণের মিল থাকে, তাহাতে একটী ও মধ্যগুরু অর্থাৎ জগণ থাকে না। অযুক্ ও অষ্টক মাত্রা সমান। নল বম ও লঘু বা দ্বাদশ হইলে নবাসিকা হয়। পঞ্চম ও অষ্ট বিশ্লোক, চিত্রা লবমক চল; পরযুক্ত হইলে উপচিত্রা পাদাকুলক হয়। গীতার্য্যার লোপে সৌম্যা, পূর্ব্বে লঘু হইলে স্পোতিঃ কথিত হয়। অর্দ্ধভাগ বিপর্য্যস্ত হইলে শিখা বা তুলিকা

হয়। এ কোন ত্রিংশৎ মাত্রার পর গুরু অক্ষর হইলে জনসম বলা হয়। সংখ্যাবর্ণ ও দশবিপর্য্যয় হেতু গুত্রই এক গুরু হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ছন্দোজাতি নিরূপণ নামক চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বিষম কথন।

অগ্নি কহিলেন, বৃত্ত, সম, অর্দ্ধসম ও বিষম এই তিন প্রকার। যাহার চারি পদেই তুল্য তুল্য অক্ষর থাকে তাহার নাম সম; যাহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সমান সমান অক্ষর থাকে তাহার নাম অর্দ্ধসম। চারিচরণের প্রত্যেকেই যাহার অসদৃশ অক্ষর থাকে তাহাকে বিষমবৃত্ত কহে। অতিবৃত্ত সকল সম ও অসম হয়। লওগ ইহার চারিটী লইলে প্রমাণিকা ছন্দঃ ঐ দুইটীর অন্যথা হইলে বিতানক হয়। যদি দ্বিতীয় ও চতুর্থদলে মগণ ও চতুর্থ অক্ষর হইতে যদি যগণ থাকে তবে বক্ত্রনামক বিষমবৃত্ত হয়। বক্ত্রের দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদের চতুর্থ অক্ষরের পর জগণ(মধ্যগুরু) থাকিলে পথ্যাবক্ত্র হয়। পথ্যার যুগ্ম পাদের বিপরীত ন্যাস হইলে চপলা, সেই সেই পদের সকলই ও যুগ্মপদের সপ্তমের অন্যথা হইলে বিপুলাগণ ময় নগণ ও নগণ প্রভেদে অনেক প্রকার বিপুলা হয়। পদ সকলে চারিপদের পর চারি বৃদ্ধি করিলে তাহাকে বক্ত্রজাতি কহে। অন্তে গুরুদ্বয় থাকিলে আপীড় গল আদিতে থাকিলে প্রত্যাপীড় হয়। প্রথমের বিপর্য্যয়ে ক্রমে মঞ্জরী লবণী ও অমৃত ধারা হয়। এক্ষণে উদ্গতা বলিতেছি। যাহার প্রথম পাদে স, জ, স, ল গণ; দ্বিতীয়পাদে ন, স, জ ও গ, গণ; তৃতীয় দলে ভন জগ গণ; চতুর্থদলে স, জ, স, জ, গ গণ থাকে তাহাকে উদ্গতা কহে। উদ্গতার চতুর্থ চরণে রন ভগগণ থাকিলে সৌরভক হয়। যাহার তৃতীয় চরণে দুই নগণ ও দুই স গণ থাকে ও অপর চরণ সকল উদ্গতার সমান, তাহাকে ললিত কহে। প্রথমচরণের আদিতে ন, ম গণ থাকিলে উপস্থিত এবং জসগণ থাকিলে প্রচুপিত কহে। গ গ য মস জ র গ স ম ন গ র জ য চরিপদে এম সকল গণ থাকিলে বর্দ্ধমান, এবং ম, ল, স, র, ন, স, ভ জ র এই সকল গণ থাকিলে শুদ্ধ বিরাট্ আর্ষাখ্য ছন্দঃ হয়। তৎপরে অর্দ্ধ সমবৃত্ত কথিত হইতেছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে বিষম কথন নামক একচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অর্দ্ধসমবৃত্ত কথন।

অগ্নি কহিলেন, যদি প্রথম ও তৃতীয়চরণে স স স ল গ গ ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থদলে ভ ভ ভ গ গ গ ণ থাকে। তাহা হইলে উপচিত্র নামক অর্দ্ধ সমবৃত্ত হয়। যদি প্রথমে ও তৃতীয়ে ত ত ভ গ গ গ ণ থাকে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে ন ন জ য গ ণ থাকে তবে দ্রুতমধ্যা ছন্দ হয়। যদি প্রথমে ও তৃতীয়ে স স স গ গ ণ এবং দ্বিতীয়ে ও চতুর্থে ভ ভ ভ গ গ গ ণ থাকে তাহা হইলে বেগবতী ছন্দঃ হয়। যদি প্রথম ও তৃতীয়ে ত স ভ গ গ ণ এবং দ্বিতীয় চতুর্থদলে স ম জ গ গ গ ণ থাকে তবে রুদ্রবিস্তার নামক ছন্দ হয়। অযুগ্মপদে র জ স গ গ ও যুগ্মপাদে র ন ন গ গ গ ণ থাকে তবে তাহাকে কেতুমতী বলে। অযুগ্মে ত

ত জ গ গ ও যুগ্মে জ ত জ গ গ গ ণ থাকিলে আখ্যানিকীছন্দ হয়। অযুগ্মে ত ত জ য গ এবং যুগ্মে ত ত জ গ গ গ ণ থাকিলে বিপরীতাখ্যানিকী হয়। অযুগ্মে স স স ল গ এবং যুগ্মে ন ভ ভ র গ ণ থাকিলে হরিণ বল্লভাছন্দ হয়। অযুগ্মে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয়পদে ন ন র ল গ, যুগ্মে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থচরণে ন জ জ র গ ণ থাকিলে অপর বক্তৃছন্দঃ হয়। যদি অযুগ্মদলে ন ন র য গ ণ এবং যুগ্মদলে ন জ জ র গ গ ণ থাকে তবে পুষ্পিতা নামক অর্দ্ধসমবৃত্ত হয়। পুষ্পিতাগ্রার আদিতে র জ য থাকিলে পণমতী ও জ র জ র গ থাকিলে শিখা হয়। অযুগ্মদলে অষ্টাবিংশতি ন গ ভ গ ণ এবং যুগ্মদলে ত্রিংশৎ ন গ গ ণ থাকিলে খঞ্জা ও বিপরীত খঞ্জা হয়। এক্ষণে সমবৃত্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

ইত্যাগ্নেয়ে অ দিমহাপুরাণে অর্দ্ধসমবৃত্ত নামক দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সমবৃত্ত নিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, বিচ্ছেদ অর্থাৎ জিহ্বার অভিলষিত বিশ্রাম স্থানকে যতি কহে। যদি চারিপদের প্রত্যেকেই জ স গ গ ণ থাকে, তাহা হইলে কুমার ললিতা, ত ত গ গ গ ণ থাকিলে চিত্রপদাছন্দঃ হয়। ম ম গ গ গণে বিদ্যুন্মালা, ভ ত ল গ স্বতা, প্রতিপদে স ম জ গ গ ণ থাকিলে শুদ্ধবিরাট্ ছন্দঃ হয়। ম ল য ম গণে পণব, জ জ গ গ গণে ময়ূর সারিণী; ম ভ স গ গণে মত্তা, ন, জ, ন গ গণে ত্বরিতগতি, ভ ম স গ গণে রুক্মবতী ছন্দঃ হয়। ত ত জ গ গ গণে ইন্দ্রবজ্রা। যাহার প্রথম ও তৃতীয়চরণ ইন্দ্রবজ্রার তুল্য, দ্বিতীয় ও চতুর্থচরণ আদিলঘু এমন ইন্দ্রবজ্রা হয় অথবা মিশ্রিতভাবে থাকে তাহাকে উপযাতি কহে। ভ ভ ভ গ গ গণে দোধক, ম ত ত গ গ গণে শালিনী; চতুর্থ ও সপ্তম অক্ষরে শালিনী যতিবতী হয়। ম ভ ত গ গ গণে বাতোর্ম্মী, ম.ভ ন ল গ গণে ভ্রমরী বিলসিতা; র ন র ন গ গ ণ ঘটিত ছন্দের নাম রথোদ্ধতা, উহার চতুর্থ ও সপ্তম অক্ষরে যতি থাকে। র ন ভ গ গ গণে স্বাগতা, র জ র ল গ গণে শ্রেণী, ন জ গ গণে রম্যাছন্দঃ হয়। জগতীবৃত্তি বংশস্থবিল ছন্দ জ ত জ র গণে গঠিত। ত ত জ র গণে ইন্দ্রবংশা ও স স স স অর্থাৎ চারি স গণে তোটক, ন ভ ভ র গণে দ্রুতবিলম্বিত; ন ল গ য গণে অষ্টম চতুর্থেয়তি বিশিষ্ট হইয়া শ্রীপুট, জ স জ স গণে জলগতি ছন্দ হয়। ন ন র র গণে মন্দাকিনী, ন য নয গণে কুসুম বিচিত্রা, ন ন র য চলাম্বিকা, চারিযকারে ভুজঙ্গ প্রযাত, চারিরকারে স্রগ্বিনী; স জ স স গণে প্রমিতাক্ষরা, ম ত স ম গণে কান্তোৎ পীড়া ম ম য য গণে গঠিত হইলে বৈশ্বদেবী, নজ জয় গণে মালতী ছন্দঃ হয়। যদি প্রতিচরণে ন জ ভ য গণ থাকে তবে জগতী ছন্দঃ হয়। ম ন জ র গ গণে গঠিত হইলে প্রহর্ষিণী, ইহার তৃতীয় ও দশম স্থলে যতি থাকে। জ ভ স জ গ গণে গ্রথিতা ও চতুর্থ ও নবমে যতিবতী হইয়া রুচিরা ছন্দঃ হয়। চতুর্থ ও নবমে যতি বিশিষ্ট এবং ম ত য স গ গণে গ্রথিত হইয়া মত্তময়ূর নামক ছন্দঃ হয়। ন ন স স গ গণে গৌরী; মতন স গ গ গণে অসম্বাধা; ন ন র স ল গ গণে অপরাজিতা ইহার সপ্ত সপ্ত অক্ষরে যতিবতী হইয়া হরণ কলিকা; এবং ত ভ জ জ গ গ গণে গ্রথিত অষ্ট ও ছয়

অক্ষরে যতি বিশিষ্ট হইয়া বসন্ত তিলক বৃত্ত হয়; কেহ কেহ ইহাকে সিংহোদ্ধতা কহেন। ন ন ত ত গ গণে গ্রথিত এবং সপ্ত ও ষড়ক্ষরে যতি বিশিষ্ট হইয়া চন্দ্রিকা নাম্নী বৃত্তি হয়। অষ্ট ও সপ্তাক্ষরে যতি বিশিষ্ট এবং ন ন ন ন স গণে গঠিত হইয়া মণিগণ নিকর ছন্দ হয়। অষ্ট সপ্ত যতি বিশিষ্টা ও ন ন ম য য যুতা মালিনী, এবং ভ র ন ন ন গ গণে গঠিত এবং সপ্ত ও নব অক্ষরে যতি যুক্ত হইয়া ঋষভ গজবিল সিত ছন্দ হয়। ষষ্ঠ ও একাদশে যতি শালিনী, এবং য ম ন স ভ ল গ গণে গ্রথিত হইয়া শিখরিণী নাম্নী বৃত্তি হয়। অষ্টম নবমে যতিবতী এবং জ স জ স য ল গ গণে গুম্ফিত হইয়া পৃথ্বী নাম্নী বৃত্তি হয়। ইহা পুরাকালে পিঙ্গল নাগ কহিয়াছেন। দশম ও সপ্তমে যতি বিশিষ্ট এবং ভ র ন ভ ন ল গ গণে গঠিত ছন্দের নাম বংশ পত্র পতিত। ছয়, চারি ও সপ্তাক্ষরে যতি বিশিষ্ট এবং ন স ম র স ল গ গণ দ্বারা গঠিত হইলে হরিণী ছন্দ এবং চারি, ছয় ও সপ্তাক্ষরে যতি বিশিষ্ট এবং ম ভ ন ত ত গ গ গণে গঠিত হইলে মন্দাক্রান্তা ছন্দঃ হয়। একাদশ সপ্তমে যতি কুসুমিত লতা বেল্লিতা ছন্দ হয়। দ্বাদশ ঊনবিংশতি যতি ও ম স জ স ত ত গ গণে গঠিত হইলে শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ হইয়া থাকে। কৃতি বৃত্তি-সুবদনা নাম্নী ছন্দঃ, সপ্তমে চতুর্দ্দশেও বিংশতিতে যতি বিশিষ্ট এবং ম র ভ ন য ভ ল গ গণে গঠিত হয়। প্রতি সপ্তাক্ষর যতি এবং ম র ভ ন য য য গণে গুম্ফিত হইলে স্রগ্ধরা ছন্দ হয়। দশমে ও দ্বাবিংশ অক্ষরে যতি যুক্ত এবং ভরজ ন র ন ন গ গণে গঠিত হইলে সমুদ্রক ছন্দ হয়। অশ্বললিত ছন্দ ন জ ভ জ ভ জ ভ ল গ বিরচিত অষ্টমে ত্রয়োদশে ও ত্রয়োবিংশতি অক্ষরে যতি এবং ম ম ত ন ন ন ন ল গ গণে গ্রথিত হইলে মত্তাক্রীড় ছন্দঃ; এবং পঞ্চম দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতি অক্ষরে যতি, ও ভ স ন ভ ভ ন য গণে গ্রথিত হইলে তন্বী নামক বৃত্ত হয়। পঞ্চদশ অষ্টাদশ ও পঞ্চবিংশতি অক্ষরে যতি বিশিষ্ট হইয়া ভ ম ত ত ন ন ন ন গ গণে গ্রথিত হইলে ক্রৌঞ্চপদা ছন্দঃ হইয়া থাকে। ভুজঙ্গ বিজৃম্ভিত ম ম ত ন ন ন র স ল গ গণে এবং অষ্টম ঊনবিংশতি ও ষড়্‌বিংশতি অক্ষরে যতি স্থাপনে বিরচিত। এই ছন্দের একাদশ ও সপ্তম স্থলে যতি পতিত হইলে উপহারাখ্য ছন্দঃ হয়। দণ্ডকাখ্য চণ্ড বৃষ্টি প্রপাত ছন্দ, ন ন র র র র র র র গণ দ্বারা বিরচিত। অর্ণবাখ্য বৃত্তি ন দ্বয় ও নয়র গণ দ্বারা এবং ব্যাল ন দ্বয় ও দশরগণ দ্বারা এবং জীমূত ছন্দঃ ন দ্বয় ও একাদশরগণ দ্বারা গ্রথিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট বৃত্তি সমুদ্রচিত নামে খ্যাত। অনন্তর গাথাপ্রস্তার কথিত হইতেছে।

ইত্যাগ্নেয়ে মহাপুরাণে ছন্দঃসারে বৃত্ত নিরূপণ নামক ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

প্রস্তার নিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, ইহাতে ছন্দঃসিদ্ধ হইয়াছে। ছন্দের পাদসর্ব্বগুরু হইলে গাথা হয়, প্রস্তারে আদ্যগাথন পরেরতুল্য ও পূর্ব্বগামী হয়। নষ্টের-মধ্যে সম অঙ্কে ন সমেঅর্দ্ধ ও বিষমে গুরু হইবে। আদ্য প্রতিলোমে গুণিত হয় না। দুই উদ্দিষ্টগ ও একের উপনোদন কারী হয়। সংখ্যা দুই এর অর্দ্ধরূপে, শূন্য ও শূন্যে দুই কথিত হয়। তাবৎ পরিমাণের অর্দ্ধভাগে ততবার গুণিতক, ও তাহার

শষে দুই দুই ন্যূন, মেরুপ্রস্তারে পরে পূর্ণ, পরে [পূ]র্ণ হইবে। নগ সংখ্যা ও বৃত্তসংখ্যা অধ্বাঙ্গুলের [ম]ধ্যে অর্দ্ধভাগ হইতে এক ন্যূন দ্বিগুণ সংখ্যা [হ]ইবে। এই আমি তোমাকে ছন্দঃসার কহিলাম।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে প্রস্তার নিরূপণ নামক চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শিক্ষানিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, শিক্ষাবর্ণন করিব। বর্ণ ত্রিষষ্টি বা চতুঃষষ্টি। স্বরবর্ণ একবিংশতি, স্পর্শ-[ব]র্ণ পঞ্চবিংশতি। যাদিবর্ণ অষ্ট, যম চারি, অনু-[স্ব]ার ও বিসর্গোথ্য ও পরাশ্রিত। প্লুত ঌকার [দু]ষ্পৃষ্ট জানিবে। বর্গমুখে অর বলিয়া কথিত ও [হ]কার পঞ্চমযুক্ত হয়। ঔরস্য, অন্তঃস্থগণের-[স]হিত সংযুত হইয়া কণ্ঠ্য হয়। আত্মবুদ্ধিদ্বারা [ব]লিতে ইচ্ছা করিলে তদর্থে মনঃসংযুক্ত হইলে, [ম]নঃকায়াস্থিত অগ্নিকে আঘাত করে। সেই অগ্নি, [ব]ায়ুকে প্রেরণ করে। ঐ মারুত উরঃস্থলে সঞ্চ-[র]ণ করিয়া মন্দ্র ও স্বর উৎপাদন করে। প্রাতঃ-[স]বনযোগ গায়ত্রীছন্দঃ আশ্রিত কণ্ঠে মাধ্যন্দিন [য]ুক্ত, মধ্যমন্দ্রে ভানুগামী হয়। তৃতীয়সবন তার, [শ]ীর্ষণ্য জগতীর অনুগামী। তাহা উদীরিত ও [মূ]র্দ্ধায় অভিহিত হইয়া বক্রতা প্রাপ্ত হইয়া মাতরু বর্ণ সমুদায়কে উৎপাদিত করে। তাহাদের বিভাগ স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অর্থপ্রদানানু-[স]ারে পাঁচ প্রকার। উরঃ, কণ্ঠ্য, শিরঃ, জিহ্বা-মূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ, তালু এই অষ্টপ্রকার বর্ণের উচ্চারণ স্থান। স্বভাব, বিবৃত্তি, শ, ষ, স, র, জিহ্বামূল ও উপধ্মা এই অষ্টপ্রকার উষ্মার গতি। পদ্য, ভাব সন্ধান, উকারাদি পর পদ, এইরূপ স্বরান্ত জানিবে। অব্যক্ত উষ্মার অন্য যাহা কিছু কুস্থান হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা দগ্ধ হয়, নিন্দিত বা অশুদ্ধবর্ণ ভক্ষিত হয়। উক্ত-প্রকার উচ্চারণ দুষ্ট সুস্থান হইতে উৎপন্ন সরেদ ও সপদার্থ, সুব্যক্ত ও সুমুখে যাহা ব্রাহ্মণে ও রাজার প্রতিউচ্চারিত হইতে পারে, তাহাই শুভকর উচ্চারণ। মানবগণ, করালমূর্ত্তি বা লম্বোষ্ঠ, অব্যক্ত, অনুনাসিক গদ্গদ ও বদ্ধজিহ্ব হইয়া বর্ণোচ্চারণ করিবে না। এরূপে বর্ণ প্রয়োগ করিবে, যাহাতে তাহা অব্যক্ত বা পীড়িত না হয়। যে নর, সম্যক্‌রূপে বর্ণপ্রয়োগ করেন তিনি ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে স্বর তিন প্রকার। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এইসকল কালনিয়মানুসারে হয়। অ আ হ কণ্ঠ্য, ই ঈ চবর্গ য শ তালব্য, উ ঊ পবর্গ ওষ্ঠজ, ঋ ৠ টবর্গ র ষ মুর্দ্ধন্য। ঌ তবর্গ ল স দন্ত্যবর্ণ; কবর্গ জিহ্বামূল, অন্তঃস্থ ব দন্তৌষ্ঠ্য, এ ঐ কণ্ঠ্য তালব্য, ও ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ অবগতি করিবে। একার ও ঐ কার কণ্ঠের অর্দ্ধমাত্রা। অযোগবাহ অর্থাৎ ং ঃ অনুস্বার ও বিসর্গ ইহারা আশ্রয় স্থান ভাগী। অচ্ বর্ণ হলের অপৃষ্ঠ অর্থাৎ হলের সাহায্য ব্যতিরেকেই উচ্চারিত হয়। প ণ ন ও ম ইহারা স্বরের সহিত ঈষৎ সংস্পৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা ও হলবর্ণ অন্যহল সমস্তই স্পৃষ্টা অর্থাৎ স্বরের সাহায্য লইয়া প্রধানতঃ উচ্চারিত হয়। ঞম্ অনুনাসিক। ক, র, হ স্ ষ নাদ বিশিষ্ট। পণ য শ ইহারা ঈষন্নাদ। থকাদিরা শ্বাসী। স্বর ঈষৎশ্বাসী, ইহারা দীর্ঘ বলিয়া কথিত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শিক্ষানিরূপণ নামক পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

কাব্যাদি লক্ষণ।

অগ্নি কহিলেন, অতঃপর আমি তোমাকে কাব্য ও নাটকাদির অলঙ্কার সকল বলিব। ধ্বনি, বর্ণ, পদ, বাক্য এইসকলের নাম বাঙ্ময়। শাস্ত্র, ইতিহাস ও বাক্য এই তিনটি ঐ বাঙ্ময়ে সমাপিত হয়। শাস্ত্রে শব্দের প্রধানত্ব, ইতিহাসে নিষ্ঠতা বিদ্যমান আছে। অভিধার প্রধানত্ব হেতু কাব্য তদুভয়দ্বারা দুইপ্রকারে বিভিন্ন হয়। ইহলোকে নরত্বলাভ দুর্লভ, নরত্বলাভে ও বিদ্যালাভ দুর্লভ, বিদ্যালাভে ও কবিত্বলাভ দুর্লভ, কবিত্বলাভে ও কবিত্ব শক্তিলাভ দুলভ, শক্তিলাভে ও ব্যুৎপত্তি-লাভ দুর্লভ, ব্যুৎপত্তিলাভে ও বিবেকলাভ সুদু-র্লভ। অবিদ্বান্‌ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র অন্বেষণ করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না। বর্গমধ্যে আদ্য, দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণ মহাপ্রাণ। বর্ণবৃন্দই পদ, সুবন্ত ও তিঙন্তভেদে তাহা দুইপ্রকার। সংক্ষেপহেতু ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলীই বাক্য, অর্থাৎ অভি-লষিত সংক্ষিপ্তার্থ ধারিণী পদাবলিই বাক্য। অল-ঙ্কারযুক্ত গুণবিশিষ্ট ও দোষবর্জ্জিত বাক্য সমূহই কাব্য। বেদ ও লোককাব্যের যোনি এবং উহা সিদ্ধিবিশিষ্ট নাদ যোনিজ জানিবে। দেবাদি-গণের সংস্কৃত এবং নরগণের ত্রিবিধ প্রাকৃত ভাষা সুপ্রসিদ্ধ আছে। গদ্য, পদ্য ও মিশ্রভেদে কাব্যাদি তিনপ্রকার। পদহীন অর্থাৎ পদ্যাদির ন্যায় চরণহীন পদসন্তান (পদবিস্তার) গদ্য। গদ্যের বিবরণ বর্ণন করিতেছি। চূর্ণক, উৎ-কলিকা ও বৃত্তগন্ধিভেদে গদ্য তিনপ্রকার। অল্পাল্প সমাসবিশিষ্ট অকঠোরাক্ষর সন্দর্ভই চূর্ণক নামে প্রসিদ্ধ। দীর্ঘসমাসাঢ্য দৃঢ়াক্ষর গদ্যই উৎকলিকা অনতি কুৎসিৎ বিগ্রহবিশিষ্ট বৃত্তচ্ছায়া সমন্বিত উৎকট গদ্যই বৃত্তগন্ধি। আখ্যায়িকা, কথা, খণ্ড কথা, পরিকথা ও কথানিকাভেদে গদ্যকাব্য পাঁচ প্রকার। যাহাতে গদ্যছন্দে কর্ত্তৃবংশের প্রশংস এবং যাহাতে কন্যাহরণ সংগ্রামে বিপ্রলম্ভ বিপত্তি প্রভৃতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, যাহাতে রীতি বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সমুদায় প্রদীপ্তরূপে বিদ্যমান যাহাতে উচ্ছাসদ্বারা পরিচ্ছেদ এবং যাহাতে চূর্ণব বক্ত্র ও অপরবক্ত্র প্রভৃতি ছন্দঃসকল বিদ্যমা আছে তাহাকে আখ্যায়িকা কহে। যাহাকে কবি শ্লোকদ্বারা সংক্ষেপে নিজবংশ বর্ণনা করেন যাহাতে মুখ্যার্থের অবতারণার্থ কথান্তর বর্ণিত হয় যাহাতে পরিচ্ছেদ নাই অথবা কোথাও লম্ভকদ্বার পরিচ্ছেদ হয়, তাহার নাম কথা। সেই কথার গর্ভে চতুষ্পদী বিরচিত হইলে খণ্ডকথা হয়। খণ্ড কথা ও পরিকথা এ উভয়ের মধ্যে অমাত্য, সার্থ অথবা দ্বিজ নায়ক জানিবে, তাহাতে করুণ ও চারিপ্রকার বিপ্রলম্ভ বিদ্যমান ও তাহাদের সমাপ্তি না হইয়া কথার অনুধাবন করিবে, এই রূপে কথা ও আখ্যায়িকার যে মিশ্রভাব তাহাই পরিকথা। ভয়ঙ্কর দুঃখকর ও যাহারগর্ভে করুণ রসনিহিত এবং অন্তভাগে সুবিন্যস্ত অদ্ভুত রসের অবতারণ আছে এবং যাহা উদাত্তা নয়, তাহার নাম কথানিকা। চতুষ্পদীর নাম পদ্য, বৃত্ত ও জাতিভেদে তাহা দুইপ্রকার। অক্ষর সংখ্যায় যাহা নিবদ্ধ তাহাকে বৃত্ত কহে। উহা উক্থ এবং কৃতিশেষজ্ঞ কাশ্যপ মুনি কহেন যে, যাহা মাত্রা গণনায় নিবদ্ধ তাহাই জাতি। পিঙ্গলমতে সম, অর্দ্ধসম ও বিষমভেদে বৃত্ত তিন প্রকার। গভীর কাব্যসাগর পরিত্তিতী মনুষ্যগণের পক্ষে সেই বিদ্যাই (ছন্দঃঅক্ষার) নৌকাস্বরূপ। মহাকাব্য

কলাপ, পর্য্যাবন্ধ, বিশেষক, কুলক, মুক্তক ও কোষ, এই সকল পদ্যসম্বন্ধ বন্ধ হয়। মহাকাব্য সর্গদ্বারা বদ্ধ, সংস্কৃত ভাষায় উহার আরম্ভ হয়। উহা তৎস্বরূপত্ব পরিত্যাগ করে না। এবং উহা অতিদূষণ বর্জ্জিত। ইতি হাসোত্থিত অথবা অন্য সংকথার অবলম্বনে মহাকাব্য বিরচিত হয়। মহাকাব্যের রচনা শর্ক্করী অতিজগতী, অতিশর্ক্করী, ত্রিষ্টুভ্ এবং পুষ্পিতাগ্রাদি অর্দ্ধসম বৃত্তদ্বারা এবং বক্ত্রাদি দ্বারা ও মনোহর নানাবিধ সমবৃত্ত দ্বারা গ্রথিত হইবে। মুক্তা বিভিন্ন বৃত্তান্ত জানিবে। মহাকাব্যের সর্গ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইবে না। অতি শর্করিকা ও অষ্টি দ্বারা এক সংকীর্ণক প্রথম মাত্রা দ্বারা ও অপর সর্গ ও প্রাশস্ত্য বিষয়ে পশ্চিম সর্গ বিরচিত হইবে। কল্প (বিকল্প) তাহাতে অতি-নিন্দিত, উহাতে সজ্জনগণের বিশেষ আদর নাই। নগর, অর্ণব, শৈল, ঋতু, চন্দ্র, অর্ক, আশ্রম, পাদপ উদ্যান স[illegible] ক্রীড়া, মধুপান, রতোৎসব, দূতীবচন বিন্যাস, অ[illegible]র অদ্ভুত চরিত, অন্ধকার সমীরণ, রতি সম্পৃক্ত অন্যান্য নানাবিধ বিভাব, এই সকল বিষয় মহাকব্য মধ্যে নিহিত থাকিবে। উহা সর্ব্বপ্রকার বৃত্তভাবাদি ও সর্ব্ববিধ রীতি রসে পরিপুষ্ট ও সর্ব্ববিধ গুণ বিভূষণে বিভূষিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল বিদ্যমান থাকিলেই মহাকাব্য হয়। মহাকাব্য কর্ত্তা মহাকবি হন। ইহাতে বাঙ্‌নৈপুণ্যের প্রাধান্য থাকিলেও রস জীবিত থাকিবে। পৃথক্ প্রযত্ন নিষ্পাদিত বা বক্রিমায় রসাবলম্বনে কাব্যদেহ নির্ম্মিত হইবে। নায়িকা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইলে ইহা দ্বারা চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়। সমানবৃত্তি সম্বন্ধ, কৈশিকী বৃত্তি কোমল (আদিরস সম্বন্ধ বৃত্তি হেতুক কোমল) কলাপ (ভূষণাদি) প্রবাস, পূর্ব্বরাগাদি রসও প্রাপ্তি আদি এই সকল বিষয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা[illegible] বিশেষরূপে বর্ণিত থাকিবে। অনেক শ্লোক দ্বারা কুলক হয়, এবং তাহাই সন্দানিতক জানিবে। সজ্জনগণের চমৎকারকারক এক এক শ্লোকের নাম মুক্তক। কবিসিংহগণের সুন্দরী শোভনোক্তি সমন্বিত সুপরিচ্ছন্ন কোষ, বিদগ্ধ জনের রুচিকর। আভাস ও উপমাশক্তি বিদ্যমান থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি থাকিলে মিশ্র নামে খ্যাত হয়; ইহাই প্রকীর্ণ। প্রকীর্ণ দুই প্রকার; শ্রাব্য ও অভিনেয়। সকলোক্তি দ্বারা প্রকীর্ণ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অলঙ্কারে কাব্যাদিলক্ষণ নামক ষট্‌চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নাটক নিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, নাটক, প্রকরণ, ডিম, ঈহামৃগ, সমবকার, প্রহসন, ব্যায়োগ, ভাণ, বীথী, অঙ্ক, ত্রোটক এবং নাটিয়া, সট্টক, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা প্রস্থান, ভাণিকা, ভাণী, গোষ্ঠী, হল্লীশক, কাব্য, শ্রীনিগদিত, নাট্যরাসক, রাসক, উল্লাপ্যক, প্রেক্ষণ, এই সপ্তবিংশতি প্রকার অভিনেয়ের রূপক। সামান্য ও বিশেষ লক্ষণের এই দুইপ্রকার গতি। সামান্য সর্ব্ববিষয়ে বর্ত্তমান, বিশেষ কোথাও প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে, দেশ ও কাল এই উভয়, রস, ভাব, বিভাব, অনুভাব, অভিনয়, অঙ্কস্থিতি, এই সকল সর্ব্বত্রই উপসর্পণ করে বলিয়া ইহারা সামান্য। অবসর অনুসারে বিশেষ এবং পূর্ব্বেই সামান্য বক্তব্য। পণ্ডিতগণ কহেন, নাট্য, তদুপায় সকল ত্রিবর্গের সাধন। পূর্ব্বরঙ্গাদি তাহার

ইতিকর্ত্তব্যতা যথাবিধি সম্পাদ্য, পূর্ব্বরঙ্গের নান্দীমুখাদি দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গ। দেবতা ও গুরুগণের নমস্কার ও স্তুতি এবং গো ব্রাহ্মণ নৃপাদির আশীর্ব্বাদাদি সংগীত হয়। নান্দ্যন্তে সূত্রধর রূপক করিয়া, গুরু পূর্ব্বক্রমে বংশপ্রশংসাও কবির পৌরুষ কীর্ত্তন করে। কাব্যের সম্বন্ধ ও অর্থ এই পঞ্চপ্রকার নির্দ্দেশ করিবে। যাহাতে নটী বা বিদূষক, অথবা পারিপার্শ্বিক, ইহারা মিলিত ভাবে স্বকার্য্যোত্থিত, প্রস্তুতার্থের দূরীকারক মনোহরবাক্য সমূহদ্বারা সূত্রধারের সহিত সংলাপ করে, বুধগণ তাহাকে আমুখ বা প্রস্তাবনা কহেন। আমুখের, প্রবৃত্তক, কথোদ্ঘাত, ও প্রযোগাতিশয় এই তিনপ্রকার ভেদ, বীজাংশসকল হইতে উৎপন্ন হয়। যাহাতে সূত্রধার উপস্থিত কালাবলম্বনে বর্ণনা করে, পাত্রের সেই আশ্রয় ও প্রবেশকে প্রবৃত্তক বলে। যাহাতে সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্র প্রবেশ করে, তাহার নাম কথোদ্ঘাত। যাহাতে সূত্রধার প্রযোগসমূহে প্রয়োগ বর্ণনা করে এবং তদনুসারে পাত্র প্রবিষ্ট হয় তাহাকে প্রয়োগাতিশয় কহে। ইতিবৃত্তই নাটকাদির শরীর বলিয়া অভিহিত হয়। সিদ্ধ ও উৎপ্রেক্ষিত এই দুইপ্রকার ইতিহাসের প্রভেদ ; তন্মধ্যে আগমদৃষ্টই সিদ্ধ এবং যাহা কবিকর্ত্তৃক সৃষ্ট তাহাই উৎপ্রেক্ষিত। বীজ, বিন্দু, পতাকা প্রকরী ও কার্য্য এই পঞ্চ প্রকৃতি (প্রয়োজন সিদ্ধি হেতু) যথাবিধি যোজনা করিবে। ঐ পঞ্চ প্রকৃতিকে পঞ্চ চেষ্টাও কহে। প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তি, সদ্ভাব ও নিয়মিতা ফলপ্রাপ্তি এই পাঁচপ্রকার ফলযোগ। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, নির্বহণ এই পঞ্চপ্রকার সন্ধি। অল্পমাত্র উদ্দিষ্ট হইয়া যাহা বহুরূপে প্রসৃপ্ত ও যাহা ফলে অবসান পায় তাহাকে বীজ কহে। যেখানে নানাপ্রকার অর্থ ও রস হইতে বীজের উৎপত্তি হয় এবং তাহা কাব্যে শরীরানুগতরূপে বিদ্যমান থাকে তাহাই মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ইষ্টার্থের রচনা, বৃত্তান্তের অনুপক্ষয়, প্রয়োগের রাগ প্রাপ্তি গুহ্যের গোপন, আশ্চর্য্য আখ্যান, প্রকাশ্যের প্রকাশ, যাহাতে এই সকল বিদ্যমান, অঙ্গহীন নরের ন্যায় তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্য হয় না। দেশ কাল ব্যতিরেকে কোনও ইতিবৃত্ত সংঘটিত হয় না, অতএব সেই উভয়ের উপাদান নিয়মে পদ (বস্তু) উক্ত হয়। দেশ সমূহের মধ্যে ভারত বর্ষ, কালমধ্যে সত্যযুগত্রয়। নাট্যে দেশকালভেদে প্রাণধারিগণের কোথাও কোথাও সুখ দুঃখের উদয় হয়। স্বর্গে স্বর্গাদিবার্ত্তা বর্ণন করিলে তাহাতে দূষণের সম্ভাবনা নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নাটক নিরূপণ নামক সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শৃঙ্গারাদি রসনিরূপণ।

১। অগ্নি কহিলেন, যিনি সনাতন, অজ, বিভু, অক্ষর, পরমব্রহ্ম, বেদান্তে যাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বর কহেন, তাঁহার সহজ আনন্দ কখনও পরিব্যক্ত হয়। চৈতন্যের চমৎকার রসনামে সেই আনন্দ প্রকাশ পায়। তাহার আদ্যবিকার অহঙ্কার শব্দে অভিহিত হয়। তাহা হইতে অভিমান, তাহাতেই এই ত্রিভুবন সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ অভিমান হইতে রতির উৎপত্তি, ঐ রতি পরিপোষণ প্রাপ্ত হইয়া ব্যভিচারাদি সামান্যে শৃঙ্গার শব্দে সঙ্গীত হইয়া থাকে। কাম ও হাস্যাদ

অন্যান্য অনেকপ্রকার তাহার প্রভেদ। সেই প্রভেদ সকল পরমাত্মার সত্ত্বাদিগুণগণ হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব নিষ্ঠ বিশেষোত্থিত পরিপোষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্ব স্ব লক্ষণাক্রান্ত হয়।

রতি হইতে শৃঙ্গার, তৈক্ষ্ণ হইতে রৌদ্র, অবষ্টম্ভ হইতে বীর, সঙ্কোচ হইতে বীভৎস, এবং শৃঙ্গার হইতে হাস, রৌদ্র হইতে করুণরস, বীর হইতে অদ্ভুত এবং বীভৎস হইতে ভয়ানক রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই নয়প্রকাররস তন্মধ্যে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস এই চারিরস স্বভাব হইতে উৎপন্ন। দান ব্যতিরেকে লক্ষ্মী যেমন শোভা প্রাপ্ত হন না, সেইরূপ রসব্যতিরেকে বাণী ও বিরাজমানা হয়েন না। অপার কাব্যসংসারে কবিই প্রজাপতিস্বরূপ, বিশ্বের অভিরুচি অনুসারে ইহার পরিবর্ত্তন ও ঘটিয়া থাকে। কবি যদি কাব্যে শৃঙ্গারী হন, তাহা হইলে এই জগৎ রস ময় হইয়া উঠে। কবি যদি বীতরাগ হন, তাহা হইলে এই জগৎ নীরসরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। রস, ভাবহীন ও ভাব, রসহীন কখনই হয় না; রস সকলকে ভাবিত করে বলিয়া ভাব, রসের সহিত এবং রস কর্ত্তৃক উৎপাদিত হয় বলিয়া রস ভাবের সহিত নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। রতি আদি অষ্ট প্রকার স্থায়িভাব; স্তম্ভ আদি ব্যভিচারি ভাব। মনের অনুকূলে সুখের অনুভবই রতি। হর্ষাদি দ্বারা মানসের বিকাশের নাম হাস। বিচিত্রাদি দর্শন হেতুক চিত্তের যে বৈক্লব্য তাহা ভয় কহে। দৌর্ভাগ্য বাহিপদার্থের নিন্দাই জুগুপ্সা অতিশয়ার্থ দর্শন হেতু চিত্তের যে বিস্তৃতি তাহারই নাম বিস্ময়। সত্ত্বরজ ও তম হইতে স্তম্ভাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব উৎপন্ন হয়। ভয়রাগাদি দ্বারা প্রতিহত হইয়া চেষ্টার যে প্রতীঘাত, তাহার নাম স্তম্ভ। শ্রমরাগাদি দ্বারা অন্তঃক্ষোভ উপস্থিত হইলে দেহে যে জল উদ্গত হয়, তাহার নাম স্বেদ। হর্ষাদি দ্বারা দেহের উচ্ছ্বাসের নাম পুলকোদ্গম। হর্ষাদি জন্য বা গদ্গদ ও ভয়াদি দ্বারা স্বর ভেদ হয়। ইষ্টক্ষয়াদি দ্বারা মনের বৈক্লব্যকে শোক কহে। প্রতিকূলাচারির প্রতি যে তৈক্ষ্ণ প্রবোধ তাহার নাম ক্রোধ। পুরুষার্থ সমাপ্তির নিমিত্ত মানসিক উদ্যোগই উৎসাহ। চিত্ত সংক্ষোভ হেতুক যে উত্তম্ভ তাহাকে বেপথু কহে। বিষাদাদিজাত যে কান্তি বিপর্য্যয় তাহার নাম বৈবর্ণ্য। দুঃখানন্দাদি জাত যে নেত্রজল তাহার নাম অশ্রু। লঙ্ঘনাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অস্তমিত ভাব তাহার নাম প্রলয়। বৈরাগ্যাদিদ্বারা যে মনঃখেদ তাহার নাম নির্ব্বেদ। মনঃপীড়াদিজাত যে অবসাদ তাহার নাম শরীরজা গ্লানি। শঙ্কা ও অনিষ্টাগমের উৎপ্রেক্ষা হেতুক অসূয়ার নাম মৎসর। মদিরাদির উপভোগজন্য যে মনঃসম্মোহন তাহাকে মদ কহে। ক্রিয়ার আতিশয্য জন্য অন্তঃশরীরোত্থ যে ক্লম তাহার নাম শ্রম। শৃঙ্গারাদি ক্রিয়ারপ্রতি চিত্তের যে দ্বেষ তাহাকে আলস্য কহে। সত্ত্ব হইতে অপভ্রংশ ও চিন্তার্থের পরিভাব নইদৈন্য। ইতি কর্ত্তব্যতার উপায়াদর্শনকে মোহ কহে। অনুভূত বস্তুর প্রতিবিম্বনের নাম স্মৃতি। তত্ত্বজ্ঞানোপনীত অর্থপরিচ্ছেদকে মতি কহে। ব্রীড়ানুরাগাদি জাত চিত্তের যে কুণ্ঠিতভাব তাহার নাম সংকোচ। চপলতার নাম অস্থৈর্য্য এবং চিত্ত প্রসন্নতার নাম হর্ষ। প্রতীকারই আবেশ ও আত্মার বিধুরতাই শয়। কর্ত্তব্যে যে প্রতিভা ভ্রংশ তাহাকে জড়তা কহে। ইষ্টপ্রাপ্তি হেতু

সম্বর্দ্ধিত সম্পাদের অভ্যুদয়ই ধৃতি। অপরে অবজ্ঞা প্রকাশ পুরঃসর আত্মার উৎকর্ষ ভাবনাকে গর্ব্ব কহে। অভীষ্ট বস্তুতে দৈবাদির বিঘাতের নাম বিষাদ। ঈপ্সিতার্থ প্রাপ্তির বাসনায় তরলা স্থিতির নাম ঔৎসুক্য। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের স্তৈমিত্য হেতুক অচলা অবস্থিতিকে অপস্মার কহে। যুদ্ধ বাধাদি নিমিত্তক ভয়ের নাম ত্রাস। এবং চিত্ত চমৎকৃতিই বীপ্সা। ক্রোধের অপ্রশমনই অমর্ষ এবং চৈতন্যোদয়ই প্রবোধ। ইঙ্গিতাকারাদির গুপ্তিকে অবহিত্থা এবং রোষবশে গুরুবাগ্দন্তের পারুষ্যকে উগ্রতা কহে। উহার নামই বিতর্ক এবং মনো দেহের অবগ্রহই ব্যাধি। মদনাদি দ্বারা অনিবদ্ধ প্রলাপাদিই উন্মাদ। তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা চিত্তের কষায় ভাবকে পরম শম কহে।

কাব্যাদিতে ভাব ও রস যোজনা করা কবিদিগের কর্ত্তব্য। যাহাতে রত্যাদি বিভাবিত হয় এবং যৎকর্ত্তৃক বিভাবিত হয় তাহার নাম বিভাব; বিভাব আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে দুইপ্রকার। যাহাকে অবলম্বন করিয়া রত্যাদি হয় তাহাকে আলম্বন বিভাব উহানায় কাদি হইতে উৎপন্ন হয়। এবং যৎকর্ত্তৃক রত্যাদির উদ্দীপন হয় তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে।

ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এই চতুর্ব্বিধ কাব্যের নায়ক। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চারি প্রকার নায়ক ও প্রবর্ত্তিত হয়। পীঠমর্দ্দ, বিট ও বিদূষক ইহারা শৃঙ্গারে নর্ম্মসচিব এবং নায়কের অনুনায়ক। পীঠমর্দ্দ, নায়কের সম্বল অর্থাৎ কুপিত স্ত্রীপ্রসাদক। তদ্দশগ শ্রীমান্ বিট কামুকনায়কের অনুচর। বৈহসিককে বিদূষক কহে। নায়ক নায়িকা অষ্টপ্রকার; স্বকীয়া, পরকীয়া, পুনর্ভূ, কৌশিকা, সামান্য পুনর্ভূ ইত্যাদি ভেদে নায়িকা বহুপ্রকার। আলম্বন বিভাবে যাহারা ভাব সকলের উদ্দীপন করে তাহারাই উদ্দীপন বিভাব, ইহারা বিবিধ সংস্কারে অবস্থিত হয়। চতুঃষষ্টি কলা কর্ম্মাদি এবং গীতাদি দ্বারা দুইপ্রকার। ইহাদের স্মৃতিই সুহৃক এবং হাসোপহারকই প্রায় আলম্বন বিভাবের সমুত্থিত সংস্কৃত ভাব দ্বারা মনোবাক্ বুদ্ধি ও বপুর স্মৃতি ইচ্ছা দ্বেষ ও প্রযত্ন দ্বারা বিদ্বানগণের যে আরম্ভ তাহাকে অনুভাব কহে। কাব্যাদিতে অনুভূত হয় ইহা অনুভূত হয়। মন যখন ব্যাপার ভূয়িষ্ঠ হয়, তখন তাহাকে মনের আরম্ভ কহে। ঈদৃশ ও স্ত্রৈণ পৌরুষ দুইপ্রকার প্রসিদ্ধ আছে। শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ললিত, ঔদার্য্য ও তেজঃ এই অষ্টপ্রকার পৌরুষ প্রথিত আছে। নীচের নিন্দা ও উত্তমের স্পর্দ্ধার নাম শৌর্য্য ইহা দাক্ষিণ্যাদির কারণ। যেমন ভবন শোভা পায় সেইরূপ ধর্ম্মদ্বারা মনের শোভা হয়। হাব, ভাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, শৌর্য্য, প্রগল্ভ্য, উদারতা, স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এই দ্বাদশ প্রকার স্ত্রীদিগের বিভাব। ভাব, বিলাস ও হাব এতৎত্রয়ে কিঞ্চিৎ হর্ষজ ভাব আছে। বাক্যের যুক্তিই বাগারম্ভ, তাহা দ্বাদশ প্রকার। তাহাতে আভাষণই আলাপ, বহুতর বচনই প্রলাপ, দুঃখ বচন বিলাপ, বারম্বার বচনোক্তিই অনুলাপ, উক্ত প্রত্যুক্ত সংলাপ, অন্যথা বাক্ অপলাপ, বাক্যের প্রয়ানই সন্দেশ, প্রতিপাদনই নির্দ্দেশ। তত্ত্বদেশ, অতিদেশ ও অপদেশ অন্যথা বর্ণন। শিক্ষাবাক্ উপদেশ, ব্যাজোক্তিই ব্যপদেশ। সুবুদ্ধি দ্বারা বোধের নিমিত্ত এই ব্যাপার আরম্ভ বলিয়া উক্ত হয়। তাহা,রীতিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিভেদে তিনপ্রকার।

—

ঊনপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

রীতি নিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, বাগ্‌বিদ্যা সম্প্রতি জ্ঞানে পাঞ্চালী, গৌড়ী বৈদর্ভী ও লাটী এই চারি প্রকার রীতি সুপ্রসিদ্ধ আছে। উপচার যুক্ত মৃদু ও হ্রস্ব বিগ্রহা রীতিই পাঞ্চালী। যাহাতে সন্দর্ভ সকল অনবস্থিত ও দীর্ঘ বিগ্রহ বিশিষ্ট পদ সকল বিদ্যমান থাকে তাহাকে গৌড়ীয়া রীতি কহে। যাহাতে বহুল উপচার নাই অথবা যাহা উপচার এবং যাহাতে অতি কোমল সন্দর্ভ নাই। যাহা মুক্ত বিগ্রহা এরূপ রীতিকে বৈদর্ভীরীতি কহে। প্রস্ফুট সন্দর্ভ অনতি বিস্ফুরিত বিগ্রহা এবং যাহা উপচার বর্জ্জিত হইলে ও উপচার দ্বারা উদাহৃত হয় তাহাতে লাটীরীতি কহে। যাহা ক্রিয়া সমূহে যাহা অবিষমরূপে বিদ্যমান থাকে তাহাকে রীতি বৃত্তি কহে। ভারতী আরভটী, কৌশিকী ও সাত্বতী ভেদে এই শাক্ত বৃত্তি চারি প্রকার। বাক্ প্রধানা নরপ্রায়, স্ত্রীযুক্তা ও প্রাকৃতোক্তি বিশিষ্টা রীতিই ভারতী। ভরত মুনি ইহার প্রণেতা বলিয়া ভারতী এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বীথি, প্রহসন প্রস্তাবনাদি ভারতীর চারি অঙ্গ। নাটকাদির বীথ্যঙ্গ সকল ত্রয়োদশ প্রকার যথা উদ্ঘাতক, লপিত, অসৎপ্রলাপ, বাক্‌শ্রেণী, নালিকা, বিপণ, ব্যাহার ত্রিমত, ছল অবস্কন্দিত, গণ্ড, মৃদু ও আচিত। তাপসাদির পরিহাস পরবাক্যই প্রহসন। মায়া ইন্দ্রজাল, যুদ্ধাদি বহুলা রীতিই আরভটী। সংক্ষিপ্তকার ও পাত এবং বস্তূত্থাপন ইহাতে বিদ্যমান থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অলঙ্কারে রীতিনিরূপণ নামক ঊনপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নৃত্যাদিতে অঙ্গকর্ম্মনিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এই উভয়ের চেষ্টা বিশেষই অঙ্গকর্ম্ম। পূর্ব্বতনগণ প্রায়ই অবলাশ্রিত শরীরারম্ভ (নৃত্যাদি কর্ম্ম) ইচ্ছা করেন। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত ক্রীড়িত ও কেলি এই দ্বাদশ প্রকার অঙ্গ কর্ম্ম, লজ্জাক্ষয় হইলে ইষ্টজনের চেষ্টার অনুকরণের নাম লীলা। কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রদর্শন করিলে তাহাই বিলাস। হাস্য ও রোদনের সম্মিলককে কিলকিঞ্চিত কহে। কোনও রূপ বিকারই বিব্বোক। সৌকুমারোত্থ ভাবই ললিত। শিরঃ, পাণি, উরঃস্থল, পার্শ্ব, কটি ও অঙ্ঘ্রি ইত্যাদিই অঙ্গ এবং ভ্রূলতাদিই প্রত্যঙ্গ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রযত্নজনিত ব্যতিরিক্ত কর্ম্মের প্রয়োগ হয় না। তাহা কোথা মুখ্যরূপে, কোথাও বা বক্র রূপে সাধিত হয়। আকম্পিত, কম্পিত, ধূত, বিধুত, পরিবাহিত, আধূত, অবধূত, আচিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও ললিত এই ত্রয়োদশ প্রকার শিরঃ জানিবে। পাতন ও ভ্রূকুটি মুখাদি ভ্রূকর্ম্ম সপ্ত প্রকার। রসস্থায়িনী, সঞ্চারিণী ও প্রতিবন্ধনীভেদে দৃষ্টি ত্রিবিধা। রসস্থায়িনী ও সঞ্চারিনী ষট্‌ত্রিংশৎপ্রকার। রসজ্ঞা অষ্টবিধ। ষোঢ়া নাসিকা জানিবে; নিশ্বাস নয় প্রকার। ওষ্ঠ কর্ম্ম ছয়, চিবুকক্রিয়া সপ্তবিধা। কলুষাদিমুখ ষোঢ়া। গ্রীবা নববিধা। অসংযুত ও সংযুত রূপে হস্ত বহুপ্রকারে প্রযুক্ত হয়। পতাক, ত্রিপতাক, কর্ত্তরীমুখ, অর্দ্ধচন্দ্রোৎকরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, খেটকামুখ, সূচ্যাস্য,

পদ্মকোষ, শিরা, মৃগশীর্ষক, কংমূল, কালপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, ঊর্ণনাভ, তাম্রচূড় এই চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার অসংযুক্তকর। সংযুক্তকর ত্রয়োদশ প্রকার; যথা।—অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, কটক, বর্দ্ধমান, অসঙ্গ, নিষধ, দোল, পুষ্পপুট, মকর, গজদন্ত, বহিস্তম্ভ। অপর করপ্রকার সকল বর্দ্ধমান। আভুগ্ন ও নর্ত্তকাদি ভেদে উরঃ পাঁচপ্রকার। তুরতিক্ষাম, খণ্ড ও পূর্ণভেদে তিন প্রকার। পার্শ্বদ্বয়ের কার্য পঞ্চপ্রকার; জঙ্ঘার কর্ম্মও পঞ্চবিধ। নাটকে নৃত্যাদিতে অনেক প্রকার পাদকর্ম্ম কথিত হইয়াছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নৃত্যাদিতে অঙ্গকর্ম্মনিরূপণনামক পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অভিনয়াদি নিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, অভিমুখে পদার্থ আনয়নই অভিনয়। সেই অভিনয় সত্ত্ব, বাক্য, অঙ্গ ও আহরণাশ্রয়ে চারি প্রকারই সম্ভব। স্তম্ভাদিকে সাত্ত্বিক, বাগারম্ভকে বাচিক, শরীরারম্ভকে আঙ্গিক ও ও বুদ্ধির আরম্ভ ও প্রবৃত্তিকে আহার্য্য কহে। অভিমান হইতে রসাদির নিযোগ কথিত হইতেছে। তাহা ব্যতিরেকে সকলেরই স্বতন্ত্রতা অপাস্ত হয়। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভভেদে শৃঙ্গার দ্বিবিধ। প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশভেদে ঐ উভয়ই দুই দুই প্রকার। বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার পূর্ব্বানুরাগ, মান, প্রবাস ও করুণভেদে চতুর্ব্বিধ; ইহাদের হইতে অন্যতর জায়মান স ভাগ লক্ষণ চতুর্ধা বিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে অতিবর্ত্তন করে না। স্ত্রীপুরুষের মন্মথোদয়ের নিবর্ত্তন কারিণীই রতি। তাহাতে বৈবর্ণ্য ও প্রলয় (মূর্চ্ছা) ব্যতিরেকে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই বিদ্যমান। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারাও শৃঙ্গার উপচীয়মান হয়। আলম্বন বিশেষের ও তদ্বিষয়ের দ্বারা নিরন্তর অর্থাৎ অভিন্ন হয়। বাক্যাত্মক ও নেপথ্যাত্মকভেদে শৃঙ্গার দ্বিবিধ। হাস চারি প্রকার। অলক্ষ্যদন্ত হাস্যকে স্মিত কহে। কিঞ্চিল্লক্ষিত দন্তাগ্র ফুল্ললোচন হাস্যের নাম হসিত। স্বস্বন হাস্যকে বিহসিত; তাহা অজিহ্ম অর্থাৎ সরল হইলে উপহসিত কহে। সশব্দকে পাপহসিত ও তাহা অশব্দ হইলে অতিহসিত কহে। করুণা নামক রস ত্রিবিধ; যথা ধর্ম্মাপেত জনিত ও চিত্তবিলাসজনিত ও শোক। করুণারসে শোক স্থায়ীভাব; পূর্ব্বজ অভিমত হয়। অঙ্গ, নেপথ্য ও বাক্যভেদে রৌদ্ররস ত্রিবিধ। ক্রোধ, স্বেদ, রোমাঞ্চ ও বেপথু (কম্প) ইহার নিবর্ত্তক। দানবীর, ধর্ম্মবীর, যুদ্ধবীর, এই ত্রিবিধ বীর তাহার নিষ্পত্তিহেতু উৎসাহ কথিত হয়; উহাতে চেষ্টাসমূহে বীররসই অনুবর্ত্তন করে। ভয়ানক নামক রসের নিবর্ত্তক (স্থায়ীভাব) ভয়। উদ্বেজন ও ক্ষোভন ভেদে বীভৎস রস দুই প্রকার। পূতাদিদ্বারা উদ্বেজন, রুধিরাদি দ্বারা ক্ষোভন হয়। জুগুপ্সা ইহার আরম্ভিকা (স্থায়ীভাব) ইহাতে সাত্ত্বিকাংশ নিবৃত্ত হয়। অলঙ্কারকে কাব্যের শোভাকর কহে। অলঙ্কার সকল অলঙ্করণশীল; শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কার ও উভয়ালঙ্কার ভেদে তাহা তিন প্রকার। কাব্যের যে ধর্ম্ম, ব্যুৎপত্তি-আদিদ্বারা শব্দকে অলঙ্কৃত করিতে সক্ষম হয়; কাব্যমীমাংসক কোবিদগণ, তাহাকে শব্দালঙ্কার কহেন। ছায়া, মুদ্রা, উক্তি, যুক্তি, গুম্ফনা, বাক্, বাক্য

অনুপ্রাস ও দুষ্কর চিত্র, শব্দের এই নয় প্রকার অসঙ্কর অলঙ্কার। তাহাতে অন্যোক্তির অনুকৃতির নাম ছায়া, এই ছায়া, লোক, ছেক, অর্ভকোক্তি ও একোক্তির অনুকার ভেদে চারিপ্রকার। আভাণকোক্তি ও লোকোক্তি সর্ব্ব সামান্যে বিদ্যমান। যাহা লোকোক্তির অনুধাবন করে, বুধগণ তাহাকে ছায়া কহিয়া থাকেন। ছেকাবিদগ্ধা ও বৈদগ্ধ্য, কলাসকলে সুশোভন হয়। তাহার উল্লেখ কারিণী ছেকোক্তি ছায়া বলিয়া অভিহিত হয়। অখিল অব্যুৎপন্নোক্তি, অর্ভকোক্তি দ্বারা উপলক্ষিত ও তন্মাত্রোক্তির অনুকরণ করিয়া অর্ভকোক্তি ছায়া হয়। মত্তের বিভ্রষ্টাক্ষর অশ্লীল বাক্য ও ছায়া হয়। সেই মত্তোক্তি ছায়া দ্বারা উক্ত হইলে অত্যন্ত শোভাধারণ করে। অভিপ্রায় বিশেষ দ্বারা কবি শক্তি প্রকাশিন আনন্দ দায়িনীই মুদ্রাই আমাদের মতে শয্যা। উপপত্তিমান্ অর্থ, যাহাতে বিদ্যমান তাহা, লোকযাত্রা বিধিদ্বারা সজ্জনগণের হৃদয়রঞ্জন করে। বিধি ও নিষেধ, নিয়ম সকল, যমদ্বয় বিকল্প ও পরিসংখ্যা এই ছয় প্রকার তাহাব উক্তি মনীষিগণ কহিয়া থাকেন অযুক্ত পরস্পর বাচ্য বাচকদ্বয়ের যোজনার নিমিত্ত কল্পনাই যুক্তি। পদ, পদার্থ, বাক্য, বাক্যার্থ, বিষয় ও প্রকরণ এই ছয় প্রকার তাহার প্রপঞ্চ। শব্দার্থক্রম সমন্বিত রচনাচর্য্যাই গুম্ফনা, শব্দানুকার হেতু অর্থ, অন্বর্থ ও পূর্ব্বার্থ ভেদে তাহ তিন প্রকার। উক্তি প্রত্যুক্তিমদ্বাক্যের নাম বাকোবাক্য ঋজু ও বক্রোক্তি ভেদে তাহা দুই প্রকার। সহজবাক্যকে ঋজু ও কহে, তাহা আবার পূর্ব্ব প্রশ্নিকা ও প্রশ্নপূর্ব্বিকা ভেদে দ্বিবিধ। ভঙ্গি দ্বারা বক্রোক্তি হয়। তাহা দ্বারা কাকু দুইপ্রকার।

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শব্দাদি নিরূপণ—শব্দালঙ্কার।

অগ্নি কহিলেন, বর্ণসমূহের এবং পদও বাক্যের আবৃত্তিকে অনুপ্রাস কহে। একবর্ণ ও অনেক বর্ণাবৃত্তির বর্ণগুণ দুইপ্রকার। একবর্ণ গত আবৃত্তির বৃত্তি, মধুরা, ললিত প্রৌঢ়া, ভদ্রা ও পরুষা। মধুরায় বর্গান্তের অধঃস্ত বর্গ্যবর্ণ ও র, ণ, স, ন এবং হ্রস্বস্বর সংযুক্ত ঐ সকল বর্ণ ও নকারদ্বয়ে পরস্পর যুক্তবর্ণ। পাঁচটির অধিক বর্গ্যবর্ণের আবৃত্তি কর্ত্তব্য নয়। মহাপ্রাণ বর্ণ, উষ্মবর্ণ ও সংযোগরহিত লঘুস্বর বিশিষ্ট, ব ও ল বহুলাই ললিতা। প ও ণ বর্গজবর্ণ বিশিষ্টা হইলে এবং ঊর্দ্ধভাগে রেফ যুক্ত ন ও ট বর্গ ও পঞ্চম বর্ণ হীন হইলে তাহাকে প্রৌঢ়া কহে। পরিশিষ্টাই ভদ্রা। উষ্মবর্ণ সমস্ত ও সেই সেই অক্ষর সংযুক্ত বর্ণ ও অকার বর্জ্জিত স্বরসমূহের ভূয়সী আবৃত্তি এবং অনুস্বার বিসর্গ থাকিলে পরুষা বৃত্তি হয়। রেফ সংযুক্ত শ, ষ, স, আকার ও অন্তঃস্থবর্ণ ভিন্ন, আকার সযুক্তবর্ণ ও হকার পারুষ্যের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়। অন্যপ্রকার গুরুবর্ণ ও বিপরীত সংযুক্তবর্ণ পঞ্চম বর্ণ ভিন্ন অন্য সংযুক্ত বর্ণ পারুষ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আক্ষেপ ও অনুকারেও পরুষাবৃত্তি প্রযুক্ত হয়। পঞ্চবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ ও উষ্মবর্ণ দ্বারা ক্রমে কর্ণাটী, কৌন্তলী, কৌন্তী কৌঙ্কলী, বাম নাসিকা, দ্রাবণী ও মাধবী বৃত্তি হয়।

ভিন্নার্থ প্রতিপাদিকা যে অনেক বর্ণাবৃত্তি তাহার নাম যমক, তাহা সাব্যপেত ও ব্যপেত-ভেদে দ্বিবিধ। আনন্তর্য্য হেতু অব্যপেত ও ব্যব ধান হেতু ব্যপেত যমক হয়। দ্বৈবিধ্য হেতুক

এই উভয়ের স্থান ও পাদভেদে চারিপ্রকার; আদিপাদ, আদি, অন্ত ও মধ্য যমক। এই সকল যমক এক দুই ও তিন এইরূপ নিয়োগে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্বহেতু ও উত্তরোত্তর হেতুক যমক সপ্ত প্রকার। এক, দুই, তিন পদারম্ভ সমান; তখন অপর ছয়প্রকার হয়। তৃতীয় ত্রিবিধ; পাদের আদি মধ্য ও অন্ত গোচর এবং পাদান্ত যমক কাঞ্চীযমক, সংসর্গযমক, বিক্রান্তযমক, পাদাদিযমক, আম্রেড়িত, চতুর্ব্যবসিত মালাযমক দশপ্রকার যমকই শ্রেষ্ঠ; তাহাদের অনেক প্রকার ভেদ আছে। স্বতন্ত্র ও অন্যতন্ত্রের পদের আবর্ত্তনা দুইপ্রকার। ভিন্ন প্রয়োজন পদের আবৃত্তি, মানবগণ বুঝিয়া লইবেন। দুই আবৃত্ত পদের সমাস হেতুক সমস্ত এবং তাহাদের অসমাস হেতু এবং পাদে একত্র বিগ্রহ হেতুক ব্যস্ত হয়। বাক্যের আবৃত্তি এইরূপ যথা সম্ভব হইয়া থাকে। অনুপ্রাস অলঙ্কার লঘু হইলে এবং মধ্যে ব্যবস্থিত হইলে যে কোন বৃত্তিদ্বারা ও সমান অনুভূত হয়। সেইরূপ আদি পদাসক্তি সানুপ্রাস বৃত্তি ও রসাবহ। হইয়া থাকে। গোষ্ঠীমধ্যে অর্থাৎ বেষ্টিত বর্ণাবলিমধ্যে কুতূহলদায়ী বাক্যবন্ধকে চিত্রালঙ্কার কহে। প্রশ্ন, প্রহেলিকা, চ্যুত ও দত্তভেদে দুইপ্রকার এবং ঐ উভয়ই গুপ্ত হয়। নানাবিধ অর্থের অনুযোগবশে সমস্যা সপ্তবিধ। যাহাতে তুল্যবর্ণ বিন্যাস উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহাই প্রশ্ন। উত্তরভেদে তাহা একপৃষ্ঠ ও দ্বিপৃষ্ঠ এই দুইপ্রকার সমস্ত ও ব্যস্তভেদে একপৃষ্ঠ দ্বিবিধ। উভয়ের অর্থদ্বয়ের গোপন হইলে প্রহেলিকা হয়। তাহা আর্থী ও শাব্দীভেদে দুইপ্রকার, অর্থবোধানুসারে আর্থী ও শব্দবোধানুসারে শাব্দী এইরূপে প্রহেলিকা ছয় প্রকার। যাহাতে বাক্যাঙ্গ গুপ্ত হইলেও ভাবার্থ, অপারমার্থিক হইয়া সেই বাক্যাঙ্গ পূরণের আকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করে, তাহাকে গুপ্ত কহে, ইহাও গূঢ়। বাক্যাঙ্গের চ্যবনাদি(ক্ষরণাদি) দ্বারা যাহাতে অর্থান্তর ভাসিয়া থাকে এবং তদঙ্গ পূরণের আকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করে তাহাকে চ্যুত কহে স্বর, ব্যঞ্জন, বিন্দু ও বিসর্গের বিচ্যুতিদ্বারা তাহা চারিপ্রকার। যাহাতে, বাক্যাঙ্গ প্রদত্ত হইলেও দ্বিতীয় অর্থ প্রতীত হয়, তাহাকে দত্ত কহে, স্বর ব্যঞ্জন বিন্দু ও বিসর্গ প্রদানদ্বারা তাহা পূর্ব্ববৎ চারি প্রকার হয়। অপনীত অক্ষরেরস্থানে বর্ণান্তর বিন্যস্ত করিলে যেখানে অর্থান্তরের উপলব্ধি হয় তাহাকে, চ্যুত দত্ত কহে। নানা শ্লোকাংশ নির্ম্মিত পদ্য যদি এক সুশ্লেষ বিশিষ্ট পদ্যে নির্ম্মিত হয়, পরের এবং আত্মপদের কৃতিসঙ্কর হেতু তাহাকে সমস্যা কহে। তাহাতে কষ্ট দ্বারা কৃত হইলেও কবির অতিশয় সামর্থ্যসূচনা করে। দুষ্কর নীরস হইলে ও তাহাব বিদগ্ধগণের মহোৎসব সদৃশ নিয়ম বিদর্ভ ও বন্ধ হেতু তাহা ত্রিবিধ। কবির নির্ম্মাণ রম্যের প্রতিজ্ঞার নাম নিয়ম, স্থান, স্বর ও ব্যঞ্জনদ্বারা তাহা তিনপ্রকার। প্রাতিলোম্য ও আনুলোম্যদ্বারা বিকল্প কথিত হয়। প্রতিলোম্য ও আনুলোম্য শব্দ ও অর্থদ্বারা অভিজাত। অনেক প্রকার বৃত্তবর্ণ বিন্যাসদ্বারা তত্তৎ প্রসিদ্ধ বস্তুর শিল্প কল্পনার নাম বন্ধ। গোমূত্রিকা, অর্দ্ধভ্রমণ সর্ব্বাতোভদ্র, অম্বুজ, চক্র, চক্রাব্জক, দণ্ড, মুরজ এই আটপ্রকার বন্ধ প্রধানত উক্ত হয়। একান্তরার নাম প্রত্যর্থ ও সমাক্ষরার নাম প্রতিপাদ। পূর্ব্বা ও অশ্বপদাভেদে কেহ কেহ দুইপ্রকার কহেন। অন্যা গোমূত্রিকার ধেনু ও জালবন্ধ এই দুইপ্রকার ভেদ কহেন। অর্দ্ধদ্বয় ও অর্দ্ধপাদদ্বারা এই উভয়ের বিন্যাস

সর্ব্বথা বিধেয়। ক্রম ভাগি অধোভাগে বিন্যস্ত বর্ণসমূহের অধোধভাগেস্থিত বর্ণ সমূহকে চতুর্থ পদে লইয়া যাইবে ; চতুর্থপদ হইতে উর্দ্ধে লইয়া গিয়া পাদার্দ্ধ সকল প্রাতিলোম্যে বিন্যাস করিলে তাহাই সর্ব্বতোভদ্র বন্ধ নামে কথিত হয়।

সর্ব্বতোভদ্র বন্ধ যথা।

স	দা	ত	ন	ন	ত	দা	স
দা	ন	মা	গো	গো	মা	ন	সা
ত	মা	বে	ত	ত	বে	মা	ত
ন	গো	ত	তা	তা	ত	গো	ন

ইহার অর্থ- গো মানদা মা দুর্গা সদাতন অর্থাৎ নিত্যদাস সদানত রহিয়াছে, তুমি, গো অর্থাৎ জ্ঞান দান কর। আমি তম দ্বারা অবেত যুক্ত হইয়াছি, তবে অতএব মা দুর্গা আত আইস, আসিয়া তম নাশ কর এই ভাব। মা আমার ত তা বিস্তৃত গো বাক্য স্তুতি বাক্য নাই। এবং তত বিস্তৃত গো বুদ্ধি ও নাই, মা তুমি নিজ-গুণে নিস্তার কর এই ভাব। উক্ত মণ্ডলের এক এক পাদের একদিক্ হইতে পড়িলে যাহা উচ্চারিত হইবে, অন্য দিক্ হইতে উচ্চারিত হইলেও তাহাই এবং পাদার্দ্ধ ও সেইরূপ। এইরূপে প্রতিচরণ শ্লোক মধ্যে আট আটবার উচ্চারিত হইবে।

পদ্ম বন্ধ তিন প্রকার চতুষ্পত্র বিম্ন ও চতুষ্পত্র দ্বয়। প্রথম পাদের মস্তকে ত্রিপদাক্ষর, সকল পাদের অন্তে সেইরূপ হয়। প্রথম পাদের শেষ পদ পরপদের আদিতে প্রতিলোম ভাবে রচনা। করিবে। অন্ত্য পাদে শেষ, আদ্য পাদাদির অক্ষর দ্বয়ের সমান হইবে, চতুষ্পত্রে এইরূপ, অষ্টচ্ছদে তিন অক্ষর সমান হইবে। ষোড়শচ্ছদে এক অক্ষর অন্তর। কর্ণিকা উর্দ্ধে উত্তোলন কর্ত্তব্য এবং অক্ষরা বলি পত্রাকার হইবে। চতুষ্পত্র পদ্মে অক্ষর সকল কর্ণিকামধ্যে প্রবেশ করাইবে। কর্ণিকামধ্যে এক এবং দিগ্ বিদিকে দুই দুই অক্ষর লিখিবে। অষ্টদলাম্বুজে দিক্ সকলে প্রবেশ ও নির্গম করিতে হয়। ষোড়শচ্ছদ পদ্মে পত্রাবলি ভজমান সমস্ত বিষম বর্ণের মধ্যে সমাক্ষর বিন্যাস কর্ত্তব্য।

অষ্টদল পদ্মবন্ধ যথা।

মারমা সুষমা চারু রুচামার বধূত্তমা।
মাত্ত ধূর্ত্ততমা বাসা সা বা মা মেস্তু মারমা॥

চতুরর ও ষড়রভেদে চক্রবন্ধ দুইপ্রকার। চতু-ররচক্রে পূর্ব্বার্দ্ধে পাদের প্রথম ও পঞ্চম বর্ণসকল সদৃশ হইবে। তাহার উপপাদ পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ অযুজ, অশ্বযুজ অরে চতুর্থদ্বয় ও অষ্টমদ্বয় যথা-ক্রমে সমান কর্ত্তব্য। পাদার্দ্ধ চতুষ্টয় তুল্য ; চক্রের নাভিতে আদ্যাক্ষর বিন্যাস কর্ত্তব্য। পশ্চিমার অবধি নেমিতে যে যে পদদ্বয় লইয়া যাইবে। চতুর্থ পাদান্তে তৃতীয় প্রথমদ্বয় তুল্য হইবে। পাদত্রয়ের ও বর্ণদ্বয় এবং দশম যদি সমান হয়, প্রথম ও চরমে তাহার ছয় বর্ণ, সমান হয় এবং পশ্চিমে যদি দ্ব্যন্তর সম হয় তাহা হইলে তাহাকে বৃহচ্চক্র কহে। সম্মুখারদ্বয়ে এক এক পাদ ক্রমশঃ লিখিবে এবং নাভিতে দশমবর্ণ, নেমিতে চতুর্থপদ লইয়া যাইবে। শ্লোকের আদি অন্ত ও দশম সমান এবং যুগ্মপাদের আদি ও

অন্তিমবর্ণ তুল্য হইবে; প্রথমেরবর্ণ এবং আদ্য ও চতুর্থের চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ তুল্য। দ্বিতীয়ের প্রাতিলোম্যদ্বারা যদি তৃতীয় জন্মায়, তবে কৃত্তির পত্রেরস্থান বিধান করিবে। পূর্ব্বদলে দ্বিতীয়; সপ্তম ও অপর তুল্য। উত্তর দলদ্বয় দ্বিতীয়দ্বয়-দ্বারা অর্দ্ধদ্বয়ে সদৃশ হইবে। আদ্য ও অন্তপাদের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ এবং চতুর্থ ও পঞ্চমতুল্য এবং পরার্দ্ধের সপ্তম, তুল্য হইবে।. চতুর্থ ও পঞ্চম তুল্য করিয়া ক্রমশঃ বিনিযোজিত করিবে। ক্রমানুসারে পাদদ্বয়ের চতুর্থদ্বয় ও দলান্তবর্ণ সকলের বিন্যাস কর্ত্তব্য। মুরজবন্ধে অর্দ্ধের অন্তিম ও আদ্য সদৃশ এবং প্রাতিলোম্য ও আনুলোম্যানুসারে পাদার্দ্ধ পতিতবর্ণ অন্তিমকে বন্ধন করিবে। ইহাতে চতুর্থপর্য্যন্ত আদি সমান কর্ত্তব্য। চতুর্থ পাদ হইতে আদ্য যেরূপ, নবম ও ষোড়শান্তর হইতে পুটকমধ্যে ও মধ্যে অক্ষর চতুষ্টয়ের বিন্যাস করিলে মুরজের আকার প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় চক্র শার্দ্দূল বিক্রীড়িতকের সম্পদ। গোমূত্রিকা সর্ব্বপ্রকার বৃত্তচ্ছন্দে বন্ধন করা যায়, অন্য বন্ধ সকল অনুষ্টুপ ছন্দ:দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

এইসকল বন্ধদ্বারা যদি কাব এবং কাব্যের নাম নাহয় তথাপি মিত্রগণ সন্তুষ্ট হন এবং অমিত্রগণও তাদৃশ খেদ প্রাপ্ত হয় না। বাণ, বাণাসন, ব্যোত্র, খড়্গ, মুদ্গর, শক্তি, দ্বিচতুর্থ ত্রিশৃঙ্গাট সকল, দন্তোলি, মুষল, অঙ্কুশ রথপাদ, নাগ, পুষ্করিণী, অসিপুত্রিকা এই বন্ধসকল, বুধগণ স্বয়ং জানিয়া লইবেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অলঙ্কারে শব্দালঙ্কারনিরূপণ নামক দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশিততম অধ্যায়।

অর্থালঙ্কার।

যাহাদ্বারা অর্থের অলঙ্করণ হয়, তাহাকে অলঙ্কার কহে। তদ্ব্যতিরেকে শব্দ সৌন্দর্য্য ও মনোহর হয় না। অর্থালঙ্কার বিরহিতা হইলে সরস্বতী বিধবার ন্যায় প্রতীয়মানা হন। স্বরূপ, সাদৃশ্য, উৎপ্রেক্ষা অতিশয়, বিভাবনা, বিরোধ, হেতু ও সমভেদে অলঙ্কার অষ্টবিধ। ভাবসমূহের স্বভাবই স্বরূপ, তাহা নিজ ও আগন্তুকভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক নিজ ও নৈমিত্তিকই আগন্তুক। উভয়ের ধর্ম্ম সামান্য, হইলে সাদৃশ্যালঙ্কার হয়, উপমা, রূপক, সহোক্তি ও অর্থান্তর ন্যাসভেদে তাহা চারি প্রকার। যাহাতে অন্তর সামান্য যোগিত্ব হইলেও উপমান উপমেয়ের সত্ত্বা বিবক্ষিত হয় তাহাকে উপমা কহে। কিঞ্চিৎ সারূপ্য গ্রহণ পূর্ব্বক যেখানে ভাব প্রবর্ত্তিত হয়, প্রতিযোগির সমাস ও অসমাসভেদে সেই উপমা দুইপ্রকার। অভিধানের বিগ্রহ হেতুক সসমাসা ও উত্তরা। উপমাদ্যোতক পদ ও উপমেয় ও উক্ত উভয় উপমাদ্বারা তাহা তিন প্রকার। উপমার বিশেষ (প্রভেদ) অষ্টদশ প্রকার। যেখানে সাধারণ ধর্ম্ম কথিত বা গম্য হয়, তথায় ধর্ম্ম বা বস্তু প্রাধান্য হেতুক ধর্ম্মোপমা ও বস্তুপমা নামে কথিত হইয়া থাকে। যেখানে ধর্ম্মিদ্বয়ের অন্যান্য দ্বারা তুল্যরূপে উপমিত হয় তাহাকে পরস্পরোপমা কহে। ধর্ম্মিদ্বয়ের প্রসিদ্ধের অন্যথা হইলে বিপরীতোপমা, ব্যার্থ হইলে নিত্যমোপমা অন্যত্র অনুবৃত্তি হইলে অনয়মোপমা ইহার অন্যরূপ ধর্ম্মবাহুল্য কীর্ত্তন করিলে সমুচ্চয়োপমা, বহু ধর্ম্মের সমতা থাকিলেও যেখানে বৈলক্ষণ্য বিব-

ক্ষিত হয়, এবং যদি অতিরিক্ত উক্ত হয় তাহা হইলে ব্যতিরেকোপমা হয়। বহু সদৃশ দ্বারা যেখানে উপমা প্রদত্ত হয়, তাহাকে বহূপমা কহে। ইহাতে ধর্ম্ম সমূহ ও প্রত্যুপমান থাকে তাহা হইলে অন্য বুধগণ উহাকেই মালোপমা কহেন। উপমানের বিকার দ্বারা যে উপমা তাহাকে বিক্রেয়োপমা। কবিগণ যদি প্রতিযোগিতে ত্রৈলোক্যের অসম্ভব কোনও আরোপ করেন, তাহা হইলে তাহার নাম অদ্ভুতোপমা। প্রতিযোগিকে তাহার অভেদে আরোপ করিয়া যেখানে উপমেযের কীর্ত্তন হয়, সেই ভ্রান্তি বিশিষ্ট বাক্যের নাম মোহোপমা। উভয় ধর্ম্মির তথ্যের অনিশ্চয় হইলে সংশযোপমা হয়। উপমেয়ের সংশয করিযা পরে নিশ্চয হইলে নিশ্চয়োপমা কহে। বাক্যার্থ দ্বারা উপমান হইলে বাক্যার্থোপমা কহে। আত্মদ্বারা উপমা হইলে সাধারণী ও অতি শায়িণী উপমা হয। যাহা অন্যের উপমেয় তাহাই অন্যোপমা। উত্তরোত্তর গমন করে বলিযা ইহার নাম গমনোপমা। প্রশংসা, নিন্দা ও কল্পনা সদৃশী ও কিঞ্চিৎ সদৃশী এই পঞ্চভেদে উপমা আবার পাঁচ প্রকার হয। উপমেয়ের যে তত্ত্ব উপমান দ্বারা রূপিত হয়, গুণের সমতা দেখিয়া বুধগণ তাহাকেই রূপক কহেন। অথবা উপমারই তিরোভাব ভেদকে রূপক কহে। তুল্যধর্ম্মিগণের সহভাবে কথনের বৃত্তি অন্য স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার নাম অর্থান্তর ন্যাস। যেখানে অন্যথা প্রকার মনে করিয়া তর্ক করা যায তাহাকে উৎপ্রেক্ষা কহে। লোক সীমা নিবৃত্ত বস্তু ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিলে অতিশয়োক্তি হয, তাহা সম্ভব ও অসম্ভব ভেদে দুইপ্রকার। বিশেষ দর্শনের নিমিত্ত গুণ জাতি ক্রিয়াদির যে বৈকল্য দর্শন তাহার নাম বিশেষোক্তি। প্রসিদ্ধ হেতুর ব্যাবৃত্ত দ্বারা কোন ও কারণান্তর বা স্বাভাবিকত্ব বিভাবনীয় হয়, তাহাকে বিভাবনা অলঙ্কার কহে। আপাততঃ বিরোধবৎ প্রতীয়মান পদার্থ দ্বয়ের যুক্তি দ্বারা সঙ্গতি হইলে তাহাকে বিরোধালঙ্কার হয়। যাহার সাধনার ইচ্ছা হইয়াছে সেই পদার্থের হেতুই সাধকালঙ্কার হয়। কারক ও জ্ঞাপক ভেদে তাহা দুই প্রকার। কার্য্য জন্মের পূর্ব্বে ও পশ্চাতে কারকাখ্য অলঙ্কার প্রবৃত্ত হয়। সেই উভয়ের বিশেষ হয়, পূর্ব্বশেষ বলিয়া খ্যাত। নদী পূরাদি দর্শন হেতু, কার্য্য কারণ ভাব, স্বভাব, নিয়ামকত্ব এই সকল কারণে জ্ঞাপকের আছে। অবিনাভাব দর্শন হেতু অবিনাভাব দর্শন হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অলঙ্কারে অলঙ্কার নিরূপণ নামক ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শব্দার্থালঙ্কার।

অগ্নি কহিলেন, শব্দ ও অর্থ এই উভয়েরই অলঙ্কার একসঙ্গেই অলঙ্কৃত করে। একস্থানে নিহিতহার যেমন গ্রীবা ও স্তন এই উভয়কেই অলঙ্কৃত করে ইহাও তদ্রূপ। প্রশস্তি, কান্তি, ঔচিত্য, সংক্ষেপ, যাবদর্থতা ও অভিব্যক্তি শব্দার্থালঙ্কারের এই ছয়ভেদ স্পষ্টরূপে জাগরূক আছে। পরবৎ মর্ম্মদ্রবীকরণ কর্ম্মের বাক্যের যুক্তির নাম প্রশস্তি। প্রেমোক্তি ও স্তুতিভেদে প্রশস্তি দুইপ্রকার। প্রিয়কীর্ত্তন হইলে প্রেমোক্তি ও গুণকীর্ত্তন হইলে স্তুতি হয। সকলের মানা রোচক বাচ্যবাচকের সঙ্গতির নাম কান্তি। যেখানে বস্তু সেই খানেই রীতি, যেখানে বৃত্তি

সেই স্থানে রস বিদ্যমান আছে। ঊর্জ্জস্বি ও মৃদুসন্দর্ভাদিতে ঔচিত্য হয়। অল্পবাক্যদ্বারা বহু অর্থের সংগ্রহ হইলে তাহাকে সংক্ষেপ কহে। শব্দ ও বস্তুর অন্যূনতা ও অনাধিক্য হইলে যাবদর্থতা হয়। প্রকটত্বই অভিব্যক্তি, শ্রুতি এবং আক্ষেপ অভিব্যক্তির প্রকার ভেদ। সমর্পিত স্বার্থশব্দকে শ্রুতি কহে। নৈমিত্তিকী ও পারিভাষিকীভেদে শ্রুতি দুইপ্রকার। সঙ্কেতই পরিভাষা, তদ্ধেতুই পারিভাষিকী হয় মুখ্যৌপচারিকী এইরূপে, তাহারা দুই দুই প্রকার। যাহা কর্ত্তৃক কোনও নিমিত্তবশে অভিধেয় হইতে স্খলিতবৃত্তি হইয়া শব্দ মুখ্যার্থের বাচক হয় তাহা ঔপচারিকী এই ঔপচারিকী, লক্ষণা ও গুণযোগে লাক্ষণিকী ও গৌণী এই দুইপ্রকারে বিভিন্ন হয়। অভিধেয় ব্যতিরেকে যে অন্যার্থ প্রতীতি তাহাকে লক্ষণা কহে। অভিধেয়ের সহিত সম্বন্ধহেতুক, সামীপ্যহেতুক, সমবায় হেতু বৈপরীত্য হেতুক ও ক্রিয়াযোগ হেতুক লক্ষণা পঞ্চ প্রকার। গুণ সকলের অনন্তত্ব হেতু গৌণী, অনন্তত্বের বিবক্ষা করিলে অনন্তা লক্ষণা হয়। তাহা হইতে অন্যত্র, লোকসীমানুরোধিভাব কর্ত্তৃক, অন্যধর্ম্ম যথায়, সম্যক্‌রূপে আহিত হয়, তাহাকে সমাধি কহে। যাহা হইতে শ্রুতির অর্থ লভ্যমান না হইয়া সচেতনরূপে প্রতিভাত হয়, অর্থ, স্বয়ং শব্দ ও অর্থদ্বারা উপার্জ্জন করিলে ও ধ্বনিদ্বারা ব্যক্ত হয় বলিয়া তাহাকে আক্ষেপ ধ্বনি কহে। ইষ্টের প্রতিষেধেরন্যায় অভিধদ্বারা কথনেচ্ছায় যে বিশেষ, তাহাকে আক্ষেপ কহে। এস্থলে এইস্তোত্রকেই স্তুত কহে, অথবা অধিকার বহির্গত অন্য যে স্তুতি তাহাই স্তুত। যাহাতে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের সমান বিশেষণদ্বারা অর্থ গম্যমান হয়, সংক্ষেপার্থ হেতুক তাহাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার কহে। কাহারও অপহ্নব করিয়া কোনও অন্যার্থের সূচনার নাম অপহ্নুতি অলঙ্কার। অন্যবিধ প্রকারদ্বারা যে কথন তাহাকে পর্য্যায়োক্ত কহে। ইহাদের মধ্যে একতমের সমান নাম ধ্বনি।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অলঙ্কারে শব্দার্থালঙ্কারনামক চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

কাব্যগুণ বিবেক।

অগ্নি কহিলেন, গুণহীন কাব্য অলঙ্কৃত হইলেও প্রীতিদায়ক হয় না। রমণীগণের তনু যদি অমনোজ্ঞ হয়, তাহা হইলে হাবভাবমাত্র। বাচ্য গুণ ও দোষ ভাব হয় না। শ্লেষাদিই গুণ ও গূঢ়ার্থাদিই দোষ, পৃথক্ কৃত হইয়াছে। কাব্যে যে মহতী ছায়া গ্রহণ করে তাহাকে গুণ কহে। গুণ, সামান্য ও বিশেষ সম্ভাবিত হয়। যাহা সর্ব্ব সাধারণ স্বরূপ তাহাই সামান্য; শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ ইহাদের যোগে সামান্য তিনপ্রকার। কাব্য শরীর ভূত শব্দকে যে আশ্রয় করে তাহাকে গুণ কহে। শ্লেষ, লালিত্য, গাম্ভীর্য্য, সৌকুমার্য্য উদারতা, সতী ও যৌগিকী, এই সপ্তপ্রকার শব্দের গুণ। শব্দ সমূহের, সুশ্লিষ্ট সন্নিবেশকে শ্লেষ কহে। গুণ ও আদেশাদি দ্বারা অক্ষর সকল সুস্ফুটরূপে পদসম্বদ্ধ হইলে যাহাতে মিলন করিতে হয় না তাহাকে লালিত্য কহে। বিশিষ্ট লক্ষণানুসারে লেখ্য, উচ্চভাব ব্যঞ্জক আড়ম্বর বিশিষ্ট শব্দসকলকে আর্য্যগণ গাম্ভীর্য্য কহিয়া থাকেন। অন্যত্র তাহাকে শব্দ ধর্ম্ম কহে; প্রায়ই অনিষ্ঠুরাক্ষর শব্দ থাকিলে তাহাকে সুকুমারতা-

গুণ কহে। আড়ম্বর বিশিষ্ট পদদ্বারা ঔদার্য্যযুক্ত শ্লাঘ্য বিশেষণদ্বারা যে সমাসাধিক্য তাহাকে ওজ-গুণ কহে, ইহা পদ্যাদিতে প্রযুক্ত হয়। ওজগুণ-দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলেরই পৌরুষ হইয়া থাকে। যে কোনও শব্দদ্বারা উচ্চার্য্যমাণ বস্তুর উৎকর্ষধারী অর্থই গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। মাধুর্য্য, সম্বিধান, কোমলত্ব, উদারতা, প্রৌঢ়ি ও সাময়িকত্ব এই ছয়প্রকার গুণের প্রভেদ। ক্রোধ ঈর্ষা, আকার ও গাম্ভীর্য্য হেতুক যে ধৈর্য্যধাবিত্ব, তাহার নাম মাধুর্য্য। অপেক্ষিত সিদ্ধির নিমিত্ত যে পরিকর (সহকারী) তাহাকে সম্বিধান কহে। যাহা কাঠিন্যাদি গুণ বিহীন, এবং বিশিষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট, যাহা মৃদুতাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া প্রকাশ পায় তাহাকে কোমলতাগুণ কহে। যেখানে স্থূললক্ষ্য প্রবৃত্তির লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাই গুণের উদারত্ব; ইহা আশয়ের অতিশয় সৌষ্টব সম্পাদন করে। যেখানে অভিপ্রায়ের প্রতি নির্ব্বাহের উপপাদিকা হেতু গর্ব্ভিণী যুক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাই প্রৌঢ়া বা প্রৌঢ়ি বলিয়া অভিহিত হয়। স্বতন্ত্র ও অন্য তন্ত্রের বাহ্য ও মধ্যের সমযোগে অর্থের যে ব্যুৎপত্তি তাহাকে সাময়িকতা কহে। শব্দের ও অর্থের উপকার করিয়া, উভয়গুণ এই নাম প্রাপ্ত হয়। প্রসাদ, সৌভাগ্য, যথাসংখ্য, প্রশস্ততা, পাক ও রাগ এই ছয়প্রকার তাহার প্রভেদ। সুপ্রসিদ্ধার্থ বিশিষ্ট-পদ বিন্যস্ত হইলে তাহাকে প্রসাদগুণ কহে। যে উক্তিতে কোনও উৎকর্ষ বিশিষ্ট গুণ প্রতীত হয়, সেই উদারত্বকেই মনীষিগণ সৌভাগ্য কহিয়া থাকেন। অনুদ্দেশদ্বারা সামান্যের অন্যত্র আরোপণের নাম যথাসংখ্য। সময়ে বর্ণনীয় নিদারুণ বস্তুর ও অনিদারুণ শব্দদ্বারা উপবর্ণন হইলে তাহাকে প্রশস্ততা কহে। কোনও প্রকার উচ্চ পরিণতির নাম পাক। মৃদ্বীকা নারিকেলাম্বু প্রভৃতি ভেদে পাক চারি প্রকার। আদি ও অন্তে সরস থাকিলে মৃদ্বীকা পাক কহে। কাব্যেচ্ছাদ্বারা যে বিশেষ তাহাকে রাগ কহে। অভ্যাসজাত রাগ, সহজ কান্তিতেও অবস্থিত হয়। হারিদ্র, কৌসুম্ভ ও নীলীভেদে রাগ তিনপ্রকার। যাহা নিজলক্ষণ সংযুক্ত তাহাকে বৈশেষিক বলিয়া অবগতি করিবে।

ইতি আগ্নেয়ে মহাপুরাণে কাব্যগুণ বিবেক নামক পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষট্পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

কাব্যদোষ বিবেক।

অগ্নি কহিলেন, সভ্যগণের উদ্বেগ জনক দোষ সাতপ্রকার। বক্তার বাচকদ্বারা বাচ্যসমূহের এক দুই তিন আদিনিয়োগ অনুসারে ঐরূপ ভেদ হয় জানিবে। তথায় বক্তার নাম কবি; সন্দিহান অবিনীত, অজ্ঞ ও জ্ঞাতাভেদে কবি চারিপ্রকার। নিমিত্ত ও পরিভাষাদ্বারা অর্থকে স্পর্শ করিলে তাহাকে বাচক কহে। পদ ও বাক্যভেদে বাচক দুইপ্রকার তদুভয়ের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। অসাধুত্ব ও অপ্রযুক্তত্ব এই দুইটী পদ নিগ্রহকর দোষ। শব্দশাস্ত্রের বিরুদ্ধত্বই অসাধুত্ব, ব্যুৎপন্ন দ্বারা অসিদ্ধত্বই অপ্রযুক্তত্ব অভিহিত হয়। ছন্দসত্ব, অবিস্পষ্টত্ব, কষ্টত্ব, অসাময়িকত্ব ও গ্রাম্যত্ব ভেদে তাহা পাঁচপ্রকার। যাহা ভাষানুবর্ত্তি নয়, তাহাই ছান্দস; অবোধ হইতে অবিস্পষ্ট দোষ উৎপন্ন হয়। মূঢ়ার্থতা, বিপর্য্যস্তার্থতা সংশয়িতার্থতা, অবিস্পষ্টার্থতা, এই সকল তাহার

প্রভেদ। যেস্থলে অর্থ দুঃখসম্বেদ্য হয়, তাহাকে গূঢ়ার্থতা কহে। বিবক্ষিতের অন্য শব্দার্থ প্রযুক্ত হইলে অর্থের যে মালিন্য তাহাকে বিপর্য্যস্তার্থতা বলে। পদের সন্দিহ্যমান বাচ্যত্ব হেতুক অন্যবিধ অর্থকরণে অসমর্থ হইয়া গূঢ়ার্থতা ও বিপর্য্যস্তার্থতাকে গমন করে তাহাকে সংশয়িতার্থতা কহে। সজ্জনগণের উদ্বেজন ব্যতিরেকে ও দোষ উৎপন্ন হয়। অসুখে উচ্চার্য্যমাণ হইলে, অসাময়িকতা দোষ হয়। জঘন্যার্থ প্রযুক্ত হইলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটিয়া থাকে। বক্তব্য গ্রাম্যবাচ্যের কথন বা স্মরণ হইলে খলীকৃতা কহে। তাহার বাচকপদের সহিত সাম্যহেতু তাহা তিনপ্রকার। সাধারণ ও প্রাতিস্বিক (অসাধারণ) ভেদে অর্থের দোষ দুইপ্রকার। বহুব্যাপি উপালম্ভ (তিরস্কারাদি দোষ) তাহাকে সাধারণ কহে। ক্রিয়ার ও কারকের ভ্রংশ, বিসন্ধি, পুনরুক্ততা, ব্যস্তসম্বন্ধতা এই পাঁচপ্রকার সাধারণ। ক্রিয়া শূন্যতা হইলে ক্রিয়া ভ্রংশ এবং কর্ত্তা আদি কারকের অভাব হইলে ভ্রষ্টকারতা দোষ হয়। সন্ধি দোষ ঘটিলে বিসন্ধি; সন্ধির অকরণ বা বিরুদ্ধসন্ধি করণ ভেদে বিসন্ধি দ্বিবিধ। কষ্টপাদ হইতে যে অর্থান্তরাগম, তাহাই সন্ধির বিরুদ্ধতা। পুনঃ পুনঃ কথিত হইলে পুনরুক্তত্ব দোষ হয়, অর্থাবৃত্তি ও পদাবৃত্তিভেদে তাহা দুইপ্রকার। পদাবৃত্তিতে প্রযুক্তশব্দ ও শব্দান্তরদ্বারা আবর্ত্তিত হয় না বাচ্যপদই আবর্ত্তিত (পুনরুক্ত) হয়। সুষ্ঠ সম্বন্ধ ব্যবধানযোগে ব্যস্তসম্বন্ধতা হয়। সম্বন্ধান্তর কথন ও সম্বন্ধান্তর জনন এ উভয়ের অভাব হইলেও অন্তর্ব্যবধান হেতুক তাহা তিনপ্রকার। তন্মধ্যে পদ ও বাক্যদ্বারা প্রতিভেদ আবার দুইপ্রকার। পদ ও বাক্যের বাচ্য আকাঙ্ক্ষণীয় হয় বলিয়া তাহা দ্বিবিধ। পূর্ব্ববাক্য ব্যুৎপাদিত ও ব্যুৎপাদ্য এইরূপে ভেদ প্রতীয়মান হয়। হেতুর ইষ্টব্যাঘাত কারিত্বই অসমর্থতা কাব্যে অসিদ্ধত্ব, বিরুদ্ধত্ব, অনৈকান্তিকতা, সৎপ্রতিপক্ষত্ব (বিরুদ্ধ কার্য্যলিঙ্গত্ব বা প্রতিযোগিত্ব) কালাতীতত্বের সঙ্কর (মিশ্রণ) পক্ষে বা সমান পক্ষে অভাববত্ত্ব, বিপক্ষে অস্তিত্ব এইসকল দোষ সভ্যগণের মর্ম্ম ভেদী হয় না; একাদশপ্রকার নিরর্থক্ত দুষ্করা দৃত দূষণীয় হয় না। দোষজ্ঞগণ, দুষ্করশ্লোকে গূঢ়ার্থত্ব দোষ দর্শন করিয়া, দুঃখিত হন না। প্রসিদ্ধ লোকশাস্ত্রে গ্রাম্যতা উদ্বেগকরী হয় না। ক্রিয়ার অধ্যাহার যোগে ক্রিয়াভ্রংশ লক্ষ্য নহে। আক্ষেপ বলে অধ্যাহৃতকারকে ভ্রষ্টকারকতা দোষ ধর্ত্তব্য নয়। বিগ্রহস্থলে বিগত সন্ধিতা দোষের নিমিত্ত হয় না। কষ্টপাঠে ও দুর্ব্বাক্যাদিতে সন্ধি হীনতা দোষকরী নহে। অনুপ্রাসে পদাবৃত্তি এবং অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত সম্বন্ধতা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। প্রভৃতি শোভকরী হয় এবং অর্থসংগ্রহে ব্যুৎক্রম (ক্রমবিপর্য্যয়) দোষের নিমিত্ত হয় না। যেখানে ধীমানগণের, বিভক্তি, সংজ্ঞা ও লিঙ্গ জনিত উদ্বেগ জন্মে না, সেখানে উপমান উপমেয়ের সংখ্যার ভিন্নত্ব দোষাবহ নহে। অনেকের একদ্বারা এবং বহুর বহুদ্বারাই শোভাজনক হয়। কবিগণের সদাচার, সময় বলিয়া অভিহিত তাহা ধর্ম্মেরন্যায়, সামান্য ও বিশিষ্ট ভেদে দুইপ্রকার। সিদ্ধ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় কবিগণের যাহা প্রসিদ্ধ হয় তাহাই সামান্য সময়। যে হেতু সর্ব্ব সিদ্ধান্তক, অবিনষ্টরূপে সঞ্চরণ করে, অথবা কিয়ৎ পরিমাণ সঞ্চরণ করে সেই হেতু সামান্য দুইপ্রকার। কাহাদেরও ভ্রান্তিবশে যেরূপ, সেইরূপ ছেদ সিদ্ধান্ত হইতে অন্যপ্রকার হয়। কোন

মুনির তর্কজ্ঞান, কাহারও ক্ষণভঙ্গিকা মতি, কাহারও ভূতচৈতন্যতা, (ক্ষণে হয় ক্ষণে যায়) কাহারও বা জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা আছে। কাহারও স্থূলরূপে পদার্থজ্ঞান হইয়াছে, কাহারও বা অনেক শব্দের সংগ্রহ মাত্র হইয়াছে, আর অদ্বৈতমতাবলম্বির এবং শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর সিদ্ধান্তগণের মতি নানাপ্রকার। জগতের কারণ ব্রহ্ম, সাংখ্যগণের প্রধান সহিত পুরুষ। এইরূপ সরস্বতীলোকে (শাস্ত্রমধ্যে) পরস্পর ব্যবহার করিতেছে। তাহারা যে ভিন্ন ভিন্নভাবে দর্শন করিতেছে তাহাকেই বিশিষ্ট কহে। অসৎগণের পরিগ্রহ হেতু এবং সজ্জনগণের অপরিগ্রহ হেতুক ইহার প্রভেদ দুইপ্রকার। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যাহা বাধিত হয় তাহাকে অসৎ কহে। যাহা কবিগণের গ্রাহ্য, যাহা জ্ঞানের দ্যোতনস্বরূপ, যাহা অর্থক্রিয়াকারি, তাহাই যথার্থতঃ সৎ জানিবে। যাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানে এক সেই যথার্থতঃ সৎ; বিষ্ণু স্বপাদন হেতু, তিনিই শব্দালঙ্কার রূপবান্ জানিবে। পরা ও অপরা দ্বিবিধ বিদ্যা এই বিদ্যাকে জানিয়া মানবগণ, ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অলঙ্কারে কাব্য দোষ বিবেক নামক ষট্পঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একাক্ষর বিধান।

অগ্নি কহিলে, একাক্ষরাভিধান মাতৃকান্ত পর্য্যন্ত বলিব। অ শব্দে বিষ্ণু ও প্রতিষেধ বুঝায় আ ইহার অর্থ পিতামহে ও বাক্যে প্রবর্ত্তিত হয়। অব্যয় আ সীমা ক্রোধ ও পীড়া। ই, কাম, ঈ, রতি ও লক্ষ্মী, উ, শিব। ঊ, রক্ষকাদি। ঋ, শব্দ, ৠ, অদিতি। ঌ, ৡ, এই উভয় শব্দেই দিতি ও গুহ (কার্ত্তিকেয়) বুঝায়। এ, দেবী। ঐ, যোগিনী। ও, ব্রহ্মা। ঔ, মহেশ্বর। অং, কাম। অঃ প্রশস্ত। ক-ব্রহ্মাদি। কু, কুৎসিত। খ, শূন্য ও ইন্দ্রিয়। গ, গন্ধর্ব্বও গণেশ। গং গীত। গায়ন। ঘ, ঘণ্টা কিঙ্কিণীমুখ, ও তাড়ন। ঙ, বিষয়, স্পৃহা ও ভৈরব। চ, দুর্জ্জন ও নির্ম্মল। ছ, ছেদ। জি, জয়ে বুঝায়। জ, গীত। ঝ, প্রশস্ত ও দুর্ব্বল। ঞ, গায়ন। ট, গায়ন। ঠ, চন্দ্রমণ্ডল শূন্য, শিব, উদ্বন্ধন। ড, রুদ্র ধ্বনি, ত্রাস। ঢ, ঢক্কা ও ধ্বনি। ণ, নিষ্কর্ষ, নিশ্চয়। ত, চৌর, ক্রোড়, পুচ্ছ। থ, ভক্ষণ। দ, ছেদন, ধারণ, শোভন। ধ, ধাতা, ধুস্তূর। ন, বৃন্দ, সুগত। প, উপবন। ফ, ঝঞ্ঝা বায়ু। ফু, ফুৎকার, নিষ্ফল। বি, পক্ষ। ভ তারা। মা লক্ষ্মী, মান, মাতা, ত্যাগ। য যাতা (যা দেবরাদির স্ত্রী) ও বীরণ। র বহ্নি। ল, ইন্দ্র ও বিধাতা। ব-বরুণ, বিশ্লেষণ। শ শয়ন। শং সুখ। ষ শ্রেষ্ঠ। স পরোক্ষ। সা লক্ষ্মী। স (ক্লীবলিঙ্গ হইলে) কেশ। হ ধারণ, রুদ্র। ক্ষ ক্ষত্র, অক্ষর, নৃসিংহ, হরি, ক্ষেত্র, পালক।

একাক্ষর মন্ত্র দেবতাস্বরূপ ও ভোগ মোক্ষ প্রদায়ক।

হৈ হয় শির সে নমঃ এই মন্ত্র সর্ব্ববিদ্যা প্রদান করে। আকারাদি মন্ত্র সকল ও মাতৃকা মন্ত্র সকল উত্তম। এক পদ্মে ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা নব দুর্গার পূজা করিবে। ভগবতী, কাত্যায়নী, কৌশিকী, চণ্ডিকা, প্রচণ্ডা, সুর নায়িকা, উগ্রা পার্ব্বতী ও দুর্গা। এই সকল শক্তিকে নব দুর্গা কহে।

ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি, তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।

এই মন্ত্র এবং ক্রমাদি ষড়ঙ্গ মন্ত্রে গণ গুরু ও গুরুক্রমে ভদ্রিকা, অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া, কাত্যায়নী ভদ্রকালী, মঙ্গলা, সিদ্ধিরেবতী, সিদ্ধাদি বটুকগণ, হেতুক, কপালিক, একপাদ, ভীমরূপ এই নব দেবতার ও দিক্‌পালগণের পূজা করিবে।

হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা, এই মন্ত্র, মন্ত্রার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত হয়। এই মন্ত্র দ্বারা গৌরী, ধর্ম্মাদি শক্তি ও স্কন্দাদ্যা শক্তির এবং প্রজ্ঞা, জ্ঞানা, ক্রিয়া, বাক্, বাগীশী, জ্বালিনী, কামিনী, কামমালা ও ইন্দ্রাদি শক্তির পূজা করিবে।

ওঁ গং স্বাহা এই মূলমন্ত্র বা গং গণপতয়ে নমঃ, এই ষড়ঙ্গ মন্ত্র রক্ত শ্বেত বস্ত্র এবং দন্ত, অক্ষ ও পরশুদ্বারা উৎকট। গন্ধাদি গন্ধোল্কায় এই মন্ত্র দ্বারা ক্রমে সংমাদক, গজ, মহাগণ পতি, মহোল্ক এই সকল দেবগণের অর্চ্চনা করিবে।

কুষ্মাণ্ডকায় একদন্ত ত্রিপুরান্তকায় শ্যামদন্ত বিকট হর হাসায়। লম্বনাসাননায়, পদ্মদংষ্ট্রায়, মেঘোল্কায় ধূমোল্কায়। বক্রতুণ্ডায়, বিঘ্নেশ্বরায় বিকটোৎকটমে গজেন্দ্র গমনায়। ভুজগেন্দ্রহারায় শশাঙ্কধরায় গণাধিপতয়ে স্বাহা।

এই সকল স্বাহান্ত মন্ত্রে তিল হোমাদিদ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। অথবা বীজ সংযুক্ত ও নমোহন্তক সেই সকল কাদি আদ্য মন্ত্র মন্ত্রদ্বারা দ্বিরেফ, দ্বিমুখ, দ্বিনয়ন মন্ত্র সকল পৃথক্ পৃথক্ হয়।

স্কন্দ যাহা কাত্যায়নকে কহিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই ব্যাকরণ শাস্ত্র বর্ণন করিব।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে একাক্ষরা ভিধান নামক সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ব্যাকরণ।

স্কন্দ কহিলেন, কাত্যায়নের এবং বালকগণের বোধের নিমিত্ত সিদ্ধশব্দরূপ সার ব্যাকরণ বলিব।

প্রত্যাহারাদি সংজ্ঞা সকল শাস্ত্রে সম্যক্‌রূপে ব্যবহৃত হয়। তদ্ যথা—

অ ই উ ণ ঋ ৯ ক এ ও ঐ ঔ চ হ য ব র ট ল ন ঞ ম ঙ ণ ন ম ঝ ভ ঞ ঘ ঢ ধ ষ জ ব গ ড দ শ খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প য শ ষ স হ এই প্রত্যাহার।

উপদেশ বিষয়ে ইৎহলন্ত অচ্ ও অনুনাসিকা হয়।

আদি বর্ণ গ্রহণ করিয়া অন্ত্যবর্ণের যোগে, সেই দুই বর্ণের মধ্যগত সমস্ত বর্ণই বুঝাইবে। তাহাতে স্ববর্ণের গ্রহণ বুঝাইবে।

তদ্‌যথা—

অণ্ (১) এঙ অট্ যঙ ছব্ ঝম্ ভম্ অক্ ইক্ অণ্ ইণ্ যণ্ পরণকার দ্বারা বোদ্ধব্য। অম্ যম্ ঙম্ অচ্ ইচ্ ঐচ্ অয্ ময্ ঝয্ খয্ জব্ বাব্ খব্ চব্ শব্ অস্ হস্ বস্ ভস্ অল্ হল্ বল্ রল্ ঝল্ সল্ এই সকল প্রত্যাহার।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণ প্রত্যাহার নামক অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

---

(১) অণ্ বলিলে অইউ ণ বুঝাইবে, কিন্তু কাযো ণ এর গ্রহণ হইবে না, তাহাতে ণ কারের ইৎ হইবে। এইরূপ অট্ বলিলে অ অবধি ট পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণ গুলিই বুঝাইবে।

ঊনষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সন্ধি সিদ্ধরূপ।

স্কন্দ কহিলেন, স্বরসন্ধি আদি ক্রমে সন্ধি সিদ্ধ রূপ বলিব। (১) দণ্ডাগ্রে, সাগতা, নদীহতে, মধূদক পিতৃষভ, ৯ কার, তবেদং, সকলোদক, অর্দ্ধর্চ্চোহয়ং, তবল্কার, সৈষা, সৈন্দ্রী, অবৌদন, খট্টোঘ, ইত্যেবং, ব্যস্থধী, বস্বনংকৃত, পিত্রর্থোপন দাত্রী, নায়ক, লাবক, নয়, ত ইহ,তয়িহ ইত্যাদি। তেঽত্র যোঽত্র জলেহ কজ প্রকৃতিনো, অহো এহি, অ অবেহি, ই ইন্দ্রক, উ উত্তিষ্ঠ কবী এতো বায়ূ এতৌ বনে ইমে, অমী এতে, যজ্ঞভূতে এহি দেব ইমম্বয়।

ব্যঞ্জন সন্ধি বলিব। বাগ্যত, অজেক মাতৃক ষড়েতে, তদিমে, বাঙনীতি ও ষন্মুখাদি, বাঙমনস, বাগ্ভবাদি বাক্শ্লক্ষ। তচ্ছরীর তল্লুনাতি, তচ্চ রেচ্চ, তচ্চরণ, ক্রুঙঙাস্তে, ভুগন্নিহ, ভবাংশ্চরন, ভবাং শ্ছাত্র, ভবাংষ্টীকা, ভবাংঠক, ভবাংস্তীর্থ, ভবাংস্থেয়াৎ ভবাংল্লেখা, ভবাঞ্জয় ভবচ্ছেতে ভবা ঞ্শেতে ভবাঞ্ছশেতে ভবাণ্ডীন স্বম্বর্ত্ত,ত্বঙ্করিস্যাদি। তদনন্তর বিসর্গসন্ধি জানিবে। কশ্ছিন্দ্যাৎ কশ্চ কষ্ট কষ্ঠ কস্থও হয় কশ্চলেৎ ক খনেৎ ক করোতি স্ম ক পঠেৎ ক ফলেত (২) কশ্শ্বশুরঃ কঃ শ্বশুরঃ কস্সাবরঃ কঃ সাবংঃ। কঃ ফলেড কঃ শয়িতা কোঽত্র যোঽশ্বঃ ক উত্তমঃ। দেবা এতে ভো ইহ সোদরা যান্তি ভগোব্রজ। স্বদূরাত্রি রত্র বায়ুর্বাতি পুনর্নহি পুনরেত স যাতীহ এষ যাতি ক ঈশ্বরঃ জ্যোতীরূপ তবচ্ছত্র ম্লেচ্ছধী শ্ছিদ্র মচ্ছিদৎ।

(১) দণ্ড অগ্র দণ্ডাগ্র; সা আগতা —সাগতা, নদী ঈহতে, নদী হতে; মধু উদক.—মধূদক: এইরূপ বিগ্রহ বিশিষ্ট পদ, মূলে প্রদত্ত হয় নাই: সিদ্ধপদ প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব অনু বাদে সিদ্ধপদ প্রদত্ত হইল। আর 'সাগতা' ইত্যাদি পদের অর্থ করিয়া অনুবাদে প্রদান করিলে. পদ সেরূপ থাকে না সুতরাং সন্ধির উদাহরণে গ্রহণ করা যাইতে পারে না. অগত্যা ঐ স্থলে সংস্কৃত পদ প্রদত্ত হইবে। যে গুলির সম্ভব তাহাদি গকে বিভক্তি বর্জ্জিত করিয়া প্রদত্ত হইবে।

(২) বজ্র ও গজকুম্ভাকৃতি বর্ণদ্বয় বেদ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়, উহারা বিসর্গ সন্ধির মধ্যে সন্নিবিষ্ট।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণে সন্ধি সিদ্ধরূপ নামক ঊনষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সুবিভক্তি সিদ্ধরূপ।

স্কন্দ কহিলেন, হে কাত্যায়ন! আমি তোমাকে বিভক্তি সিদ্ধরূপ বলিব। বিভক্তি দুইপ্রকার সুপ্ ও তিঙ। সুপের সাত বিভক্তি যথা সু ঔ জস্ প্রথমা। অম্ ঔট্ শস্ দ্বিতীয়া টা ভ্যাম্ ভিস্ তৃতীয়া। ঙে ভ্যাম্ ভ্যস্ চতুর্থী ঙসি ভ্যাম্ ভ্যস্ পঞ্চম ঙস্ ওস্ আম ষষ্ঠী। ঙি ওস্ সুপ্ সপ্তমী। এইসাত বিভক্তি (১) প্রাতিপদিকের উত্তর প্রযুক্ত হয। প্রাতিপাদিক দুইপ্রকার অজন্ত ও হলন্ত। তাহাদের প্রত্যেক আবার পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। তাহাদের মধ্যে যাহারা নায়ক (প্রধান) অর্থাৎ ব্যাকরণে যাহাদের লক্ষণ করিয়া রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে; অন্যসকলকে তাহাদেরই তুলাদি কথিত হইয়াছে তাহাদের বিষয় উক্ত হইতেছে। অনুক্তসকল উক্ত সকলের মত, যেখানে প্রভেদ আছে তথায় সেই প্রভেদ উক্ত হইয়া থাকে। নায়কসকল যথা বৃক্ষ, সর্ব্ব, পূর্ব্ব, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, গুপা, বহ্নি, সখা, পতি, অহঃপতি, পটু, না, গ্রামনী, ইন্দ্র, খলপূ, মিত্রভূ, স্বভূ, সুশ্রী, সুধী, পিতা ভ্রাতা, না, কর্ত্তা,

(১) প্রাতিপাদিক—বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণ বাচক।

ক্রেষ্টা, নপ্তা, সুরা, রা, গো, দ্যৌ, ওগ্লৌ স্বরান্তের মধ্যে ইহারই নায়ক।

সুবাক্, ত্বক, পৃষৎ, সম্রাট্ জন্মভাক্, অবেড়্ অপ, মরুৎ, ভবন্, দীব্যন, ভবান্, মন্বান্, পিবন ভগবান্, অঘবান্, অর্ব্বান্, বহ্নিমান্, সর্ব্ববিৎ, সুপৃৎ, সুসীমা, কুণ্ডী, রাজা, শ্বা, যুবা, মঘবা, পূষা, সুকর্ম্মা, যজ্বা, সুবর্ম্মা, সুধর্ম্মা, অর্য্যমা, বৃত্রহা, পন্থাঃ সুককুদাদি পঞ্চ, প্রশান্, সুতান্ পঞ্চাদ্য, সুগী, সুরা, সুপূ চন্দ্রমা, সুবচা, শ্রেয়ান্, বিদ্বান, উশনাঃ, পেচিবান্, গৌরবা, অনড়ান, গোধুক, মিত্রধ্রক, শ্বলিট্। স্ত্রীলিঙ্গে, জায়া জরা, বালা, এড়কা, বৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়া, বহুরাজা, বহুদা, মা, বালিকা, মায়া, কৌমুদগন্ধা, সর্ব্বা, পূর্ব্বা, অন্যা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, বুদ্ধি, স্ত্রী, শ্রী, নদী, সুধী, ভবন্তী দীব্যন্তী, ভাতী, ভান্তী, যান্তী, শৃন্বতী, তুদতী, কর্ত্রী তুদন্তী, কুর্ব্বতী মহী, রুন্ধতী ক্রীড়তী দান্তী পালয়ন্তী সুবাণী গৌরী, পুত্রবতী নী বধূ দেবতা, ভূ, ত্রি, দ্বি, কতি বর্ষাভূ স্বসা মাতা ববা গো নৌ, বাক্ ত্বক প্রাচী অবাচী তিরশ্চী, উদীচী, শরৎ, বিদ্যুৎ সরিৎ যোষিৎ, অগ্নিবিৎ সম্পৎ দৃশৎ, যা, এষা সা বেদবিৎ সংবিৎ বহ্বী রাজ্ঞী যুষ্মৎ (তুমি) অস্মদ্ (আমি) সীমা পশ্চাদি রাজ্ঞী ধূঃ (ধুর্) পূঃ (পুর্) দিশা গিরা চতুর্ বিদুষা কা ইয়ৎ দিক্ দৃক্ তাদৃশী, অদস (ঐ) এইসকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের নায়ক। ক্লীবলিঙ্গের নায়ক যথা, কুণ্ড, সর্ব্ব, সোমপ দধি, বারি, খলপূ মধু ত্রপু কর্ত্তৃ, ভর্ত্তৃ, অতিবক্র, পয়ঃ, পুরঃ প্রাক, প্রত্যক তির্য্যক, উদক জগৎ জাগ্রৎ সকৃৎ সুসম্পৎ সুদন্ত অহঃ কিং ইদং ষট্ সার্প শ্রেয়ঃ চতুর অদস অন্য ও অপর সকল এইপ্রকার। এইসকলের উদ্ভব এবং অন্যান্য প্রাতিপাদিকের উত্তর প্রথমাদি বিভক্তি সকল প্রযুক্ত হয়। যাহা ধাতুপ্রত্যয় হীন তাহাই প্রাতিপদিক, প্রাতিপদিকের উত্তর স্বলিঙ্গার্থ বচনে প্রথমা বিভক্তি হয়। সম্বোধনে উক্তকর্ম্মে ও কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। যাহা কৃত হয়, তাহাই কর্ম্ম, কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, যাহারদ্বারা কৃত হয় তাহাকে করণ, যে করে তাহাকে কর্ত্তা কহে। অনুক্ত করণে, তিঙকৃৎ ও তদ্ধিতের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কর্ত্তৃকারকেও (কর্ম্মণিবাচ্যে) তৃতীয়া হয়। সম্প্রদানে চতুর্থী হয় যাহাকে দানেচ্ছা করা যায় তাহাকে সম্প্রদান বলে যাহা হইতে অপগমন গ্রহণ ও ভয় হয় তাহাই অপাদান, অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। স্ব স্বামি আদিতে (সম্বন্ধাদিতে) ষষ্ঠী বিভক্তি হয় যে আধার সেই অধিকরণ তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। এক অর্থে অর্থাৎ একবস্তু বুঝাইলে একবচন দুই অর্থে দ্বিবচন, বহু অর্থে বহুবচন হয়। অনন্তর সিদ্ধরূপ বলিব; বৃক্ষঃ সূর্য্যঃ অম্বুবাহঃ অর্কঃ হে রবে (সম্বোধন) হে দ্বিজাতয়ঃ (বহুবচনে সম্বোধন) বিপ্রৌ (দ্বিবচন) গজান্ (দ্বিতীয়ার বহু বচন) মহেন্দ্রেণ যমাভ্যাং কেভ্যঃ ধর্ম্মাৎ হরো রতিঃ। শরাভ্যাং পুস্তকেভ্যঃ অর্থস্য ঈশ্বরযোঃ গতিঃ। বালানাংসজ্জনে প্রীতিঃ (বালকগণের সজ্জনে প্রীতি হয়)। হংসযোঃ কমলেষু (কমল সকলে প্রীতি হয়)। এইরূপ কাম মহেশাদি শব্দ সকল বৃক্ষ শব্দের তুল্য। সর্ব্বে বিশ্বে সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বস্মাৎ কতরঃ সর্ব্বেষাং স্বং বিশ্বস্মিন্; অবশিষ্ট রূপ সমুদয় বৃক্ষ শব্দের তুল্য। উভয় কতর, কতম, অন্যতরাদি শব্দ সকল এইরূপ। পূর্ব্বে পূর্ব্বঃ পূর্ব্বস্মৈ পূর্ব্বস্মাৎ আগতঃ (পূর্ব্ব হইতে আগত) পূর্ব্বে বুদ্ধিঃ পূর্ব্বস্মিন অবশিষ্টরূপ সমুদয় সর্ব্ব শব্দের তুল্য। পর অবরাদি শব্দ সকল এবং

দক্ষিণ উত্তর অন্তবাদিশব্দ সমুদয় এইরূপ। অপর অধরঃ নেমাঃ প্রথমাঃ প্রথমে অবশিষ্ট সমুদয়রূপ অর্ক শব্দের তুল্য। চরমাদি অল্পাদি ও নেম আদি শব্দ সকল এইরূপ। দ্বিতীয়স্মৈ দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয়স্মাৎ দ্বিতীয়াৎ দ্বিতীয়স্মিন দ্বিতীয়ে তৃতীয়ঃ অপররূপ সমুদয় অর্ক তুল্য। সোমপঃ সোমপৌ সোমপাঃ সোমপাং কীলালাপৌ সে মপঃ সোমপা সোমপে দদ (সোমপায়িকে দানকর)। সোমপাভ্যাং সোমপাভ্যঃ সোমপঃ,সোমপোঃ, কুলং (সোমপায়ি দ্বয়ের কুল)। কীলালপাদি শব্দ এইরূপ।

কবিঃ, অগ্নিঃ অরয়ঃ হে কবে, কবিং অগ্নী, তান্ হরীন্ সাত্যকিনা হুতং (সাত্যকি কর্ত্তৃক হুত) রবিভ্যাং রবিভিঃ, দেহি বহ্নয়ে (অগ্নিকে দাও) যঃ সমাগতঃ (যে আগত হইয়াছে) অগ্নেঃ, অগ্নোঃ, অগ্নীনাং, কবৌ, কব্যোঃ, কবিষু। সুস্মৃতি, অভ্রান্তি, সুকীর্ত্তি সুধৃতি শব্দ এইরূপ। সখা, সখায়ৌ, সখীন্ সখ্যা সখ্যে, সখ্যুঃ সখ্যুঃ, সখ্যোঃ অবশিষ্টরূপ সমুদয় কবিশব্দের তুল্য। পত্যা, পত্যে, পত্যুঃ পত্যোঃ, অবশিষ্ট অগ্নিশব্দের তুল্য। দ্বৌ দ্বৌ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ, এই শব্দ দ্বিবচনে প্রযুক্ত হয়। ত্রয়ঃ ত্রীন্ ত্রিভিঃ, ত্রিভ্যঃ ত্রয়াণাং ত্রিষু। কতি কতি শব্দ কতিবৎ শেষ সমুদায় রূপ বহুবচনান্ত। নীঃ নিয়ৌ নিয়ঃ; হে নীঃ নিয়ং নিয়ৌ নিয়ঃ; নীভ্যাং নীভি; নিয়ে নীভ্যঃ নিয়াং নিয়ি নিয়োঃ। সুশ্রীঃ সুধীঃ প্রভৃতয়ঃ গ্রামনীঃ পূজয়েদ্ধরিং (গ্রামনায়ক হরিপূজা করিবে) গ্রামণ্যঃ গ্রামণ্যঃ গ্রামণ্যং গ্রামণ্যা গ্রামণীভিঃ গ্রামণ্যঃ গ্রামণ্যাং সে নানী আদি শব্দ এইরূপ। সুভূঃ সুভুবৌ; স্বয়ম্ভুবঃ স্বয়ম্ভুং স্বয়ম্ভুবঃ স্বয়ম্ভুবা স্বয়ম্ভুবি প্রতিভূ আদি শব্দের এইরূপ। খলপূঃ খলপ্বৌ শ্রেষ্ঠৌ খলপবং খলপিষ্ঠব; শরপূ-আদি শব এইরূপ। ক্রোষ্টা, ক্রোষ্টারৌ, ক্রোষ্টারঃ ক্রোষ্টূন্ ক্রোষ্টুনা, ক্রোষ্ট্রা, ক্রোষ্টূনাং ক্রোষ্টরি। পিতা, পিতরৌ পিতরঃ হে পিতঃ! পিতরৌ, পিতৄন্, পিতুঃ পিতুঃ পিত্রোঃ পিতৄণাং পিতরি ভ্রাতৃশব্দ ও জামাতৃ আদি শব্দের এইরূপ। নৃণাং নৃণাং কর্ত্তা কর্ত্তারৌ কর্ত্তৄন্ কর্ত্তৄণাং কর্ত্তরি ইত্যাদি। উদ্গাতা স্বসা, নপ্তা প্রভৃতিররূপ কর্ত্তৃ তুল্য। সুরাঃ সুরায়ো সুরায়ঃ সুরাযাং সুরায়ি। গৌঃ, গাবৌ গাং গাঃ গবা গোঃ গবোঃ গবাং গবি দ্যৌঃ দ্যৌঃ ইহাদেররূপ এইপ্রকার। ইহারা স্বরান্ত পুংলিঙ্গের নায়ক।

সুবাক্ সুবাচৌ সুবাচা সুবাগ্ভ্যাং সুবাক্ষু। দিক্ আদিররূপ এইরূপ প্রাঙ প্রাঞ্চৌ প্রাঞ্চং ভো ব্রজ(ওহে পূর্ব্বদিকে যাও) প্রাগ্ভ্যাং প্রাগ্ভিঃ প্রাচাং প্রাচি প্রাঙস্ত ও প্রাঙ্ক্ষু। এইরূপ উদঙ উদীচী বা সম্যঙ প্রত্যক্ সমীচী তির্য্যঙ তিরশ্চং, সধ্রঙ বিশ্বদ্রুঙ পূর্ব্বতুল্য। অদদ্রাঙ অদমুং ও অমু মুংও অদদ্র্যঞ্চঃ অমুদ্রীচঃ অদদ্র্যগ্ভ্যাং পূর্ব্বতুল্য। তত্ত্বভূট তত্ত্বহৃষৌ তত্ত্বভূঙভ্যাং সমাগতঃ (তত্ত্বভূঙ্ক্ষা-ভুব জনদ্বয়েব সহিত সমাগত হইয়াছে) তত্ত্বভূসি, তত্ত্বভূটস্ত কাষ্ঠতড়াদির এইরূপ। ভিষক, ভিষগ্ভ্যা ভিষজি জন্মভাক্ আদির এইরূপ। মরুৎ মরুদ্ভ্যাং মরুতি শক্রজিতাদির এইরূপ ভবান্ ভবন্তৌ ভবতাং ভবন ভবতি মহান্ মহান্তৌ মহতাং ভগবদাদির এই রূপ। মঘবান্ মঘবন্তৌ অগ্নিচিৎ এই এইপ্রকার বেদবিৎ ও তত্ত্ববিৎ বেদবিদাং অন্যান্যরূপ এইপ্রকার এইরূপ সর্ব্ববিৎ রাজা রাজানৌ রাজ্ঞঃ রাজ্ঞি রাজনি রাজন যজ্বা যজ্বানঃ সেইরূপ। করী, দণ্ডী দণ্ডিনৌ পন্থাঃ পন্থানৌ পথঃ পথিভ্যাং পথি মন্থাঃ ঋভুক্ষাঃ পথ্যাদিসকলের এইরূপ। পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চভিঃ প্রতান্ প্রতানৌ

প্রতানভ্যঃ হে প্রতান! সুশর্ম্মণঃ আপঃ অপঃ অদ্ভিঃ প্রশান প্রশামি কঃ কেন কেষু অন্যান্যরূপ সর্ব্ববৎ অয়ং ইমে ইমান অনেন আভ্যাং এভিঃ, অস্মৈ এভ্যঃ অস্য অনয়োঃ এষাম্ এষু চত্বারঃ চতুর চতুর্ণাং চতুর্ষু সুগীঃ সুগিরি সুদ্যোঃ সুদিবৌ সুদ্যুভ্যাং বিট বিশৌ বিটসু যাদৃপঃ যাদৃগভ্যাং বিড়ভ্যাং ষট ষট ষণ্ণাং ষটসু সুবচাঃ সুবচস সুবচোভ্যা হে সুবচঃ হে উশনন্ উশনাঃ উশনসি। পুরদংশা অনেহা হে বিদ্বন্ বিদ্বাংস বিদুষে নমঃ (বিদ্বানকে প্রণাম) বিদ্বদ্ভ্যাম্ বিদ্বৎসু বভূবিবান এইরূপ পেচিবান শ্রেয়ান শ্রেয়াংসৌ শ্রেয়াংসঃ অসৌ অমূ অমী অমুং অমূন অমুনা অমীভি অমুষ্মৈ অমুস্মাৎ অমুষ্য অমুয়োঃ অমীষাং অমুষ্মিন এইরূপ গোধুক গোধুগ্ভিঃ গোধুক্ষু এইরূপ মিত্রদ্রুহো মিত্রদ্রুহা মিত্রধ্রুগভ্যাং মিত্রধ্রুগভিঃ চিত্রদ্রুহাদির এইরূপ। খলিট খলিড়ভ্যাং খলিহি অনড়ান অনডুৎসু অজন্ত ও হলন্ত সকলেরূপ প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে স্ত্রীলিঙ্গেররূপ বলিব।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণে পুংলিঙ্গশব্দসিদ্ধরূপ নামক ষষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দসিদ্ধরূপ।

স্কন্দ কহিলেন, রমা শব্দেররূপ যথা—রমা, রমে রমাঃ রমাং রমে রমাঃ রময়া রমাভ্যাং রমাভি রমায়ৈ রমাভ্যাং রমায়াঃ রময়োঃ রমাণাং রমায়াং রমাসু কলাদির এইরূপ। জরা জরসৌ জরে জরসঃ জরঃ জরাং জরসং জরাসু সর্ব্বা সর্ব্বে, সর্ব্বয়া সর্ব্বস্যৈ দেহি (সকল স্ত্রীকে দাও) সর্ব্বস্যা সর্ব্বয়ো অবশিষ্ট সমস্তরূপ রমা শব্দের ন্যায়। যে যে তিসৃণাং বুদ্ধী বুদ্ধ্যা বুদ্ধয়ে বুদ্ধৌ বুদ্ধে হে মতে অবশিষ্টরূপ কবি বা মুনিশব্দের তুল্য। নদী নদ্যৌ নদীং নদী নদ্যা নদীভি নদ্যৈ নদ্যা নদীষু কুমারী জৃম্ভণী আদির এইরূপ। শ্রী শ্রিয়ৌ শ্রিয় শ্রিয়া শ্রিয়ৈ শ্রিয়ে শ্রীং স্ত্রিয়ং স্ত্রীঃ স্ত্রিয় স্ত্রিয়া স্ত্রিয়ৈ স্ত্রিয়া স্ত্রীণাং স্ত্রিয়াং গ্রামণ্যাং ধেন্বৈ ধেনবে জম্বু জম্বৌ জম্বু জম্বুনাং ফলংপিব (জম্বুসকলের ফলপান কর) বর্ষাভ্বৌ পুনর্ভ্বৌ মাতৃ গৌ নৌ বাগ্ বাচা বাগ্ভি বাক্ষু স্রগভ্যাং স্রজি স্রজো বিদ্বদ্ভ্যাং বিদ্বৎসু ভবতী এবং ভাবন্তীও হয়। দীব্যন্তী ভাতী ভান্তী তুদন্তী তুদতী রুদতী রুন্ধতী দেবী গৃহ্নতী চোরয়ন্তী দৃষদ দৃষদ্ভ্যাং দৃষদি বিশেষ বিদূষী কৃতি সমিৎ সমিদ্ভ্যাং সমিধি সীমা সাম্ন সীমনি দামনীভ্যাং ককুভ্যাং কা ইয়ং আভ্যাং আসু গীভ্যাং গিরা গীর্ষু সুহু সুপু পুরা পুরি দৌ দ্যুভ্যাং দিবি দ্যুষু তাদৃশ্যা তাদৃশী দৃশ যাদৃশ্যাং যাদৃশী সুবচোভ্যাং সুবচস্সু অসৌ অমূ অমূ অম অমূভি অমুয়া অমুয়োঃ।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গশব্দসিদ্ধরূপ নামক একষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নপুংসক সিদ্ধরূপ।

স্কন্দ কহিলেন, নপুংসকলিঙ্গে কিং কে কানি কিং কে কানি জলং সর্ব্বং সর্ব্বে পূর্ব্বাদির এইরূপ সোমপং সোমপানি গ্রামণি গ্রামণিনী গ্রামণি গ্রামণীনি বারি বারিণী বারীণি বারিণাং বারিণি। শুচয়ে শুচিনে মৃদুনে মৃদবে ত্রপু ত্রপুনি ত্রপুণাং খলপূনি খলপ্বি কর্ত্রা কর্ত্তৃণে কর্ত্রে, অতিরি অতিরিণাং অভিনী অভিনিনী সুবচাংসি সুবাঙ্গু

ইৎ যৎ হমে তৎ কর্ম্মাণি ইদং ইমে ইমাণি। ঈদৃক অদ অমূনী অমূনি অমুনা অমীষু অহং আবাং বয়ং মাং আবাম্ অস্মান্ ময়া আবাভ্যাং অস্মাভি মহ্যং অস্মভ্যম্ মৎ আবাভ্যাং মৎ অস্মৎ মম, আবয়োঃ অস্মাকং অস্মাসু ত্বং যুবাং যূয়ং ত্বাং যুবাং যুষ্মান্ ত্বয়া যুষ্মাভি তুভ্যং যুবাভ্যাং যুষ্মৎ তব, যুবয়ো যুষ্মাকং ত্বয়ি যুষ্মাসু এস্থলে এসকল উপ লক্ষ্যমাত্র উক্ত হইল। অজন্ত ও হলন্ত বহুতর প্রসিদ্ধ আছে।

ইত্যাগ্নেয় আদ্দেয় পুরাণে ব্যাকরণে নপুংসকলিঙ্গরূপ নামক দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

কারক।

স্কন্দ কহিলেন, বিভক্তি ও অর্থসহিত কারক কহিব শ্রবণ কর। হে মহর্ষি! এখানে গ্রাম আছে (শ্রিয়াসহ) শ্রীরসহিত বিষ্ণুকে প্রণাম করি, স্বতন্ত্র কর্ত্তা, বিদ্যান্ত কৃতিগণের উপাসনা করিতেছে। হেতুকর্ত্তা হিত পাওয়াইতেছে; কর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্যে প্রাকৃত বুদ্ধি স্বয়ং ভেদ করিতেছে, তৎকর্ত্তৃক ছিদ্যমান তরু স্বয়ং ভেদ হইতেছে। অভিহিত কর্ত্তা উত্তম অনুক্ত কর্ত্তা অধম, গুরু কর্ত্তৃক, অনুক্তধর্ম্ম শিষ্যে ব্যাখ্যাত হইতেছে। কর্ত্তা এইরূপে পাঁচপ্রকার কর্ম্ম সপ্তবিধ তাহা শ্রবণ কর, ঈপ্সিত কর্ম্ম যথা যতি হরিকে শ্রদ্ধা করিতেছে। অনীপ্সিত কর্ম্ম যথা অহিকে সবেগে লঙ্ঘন করিতেছে, ঈপ্সিত নয় অনীপ্সিতও নয়, এরূপ কর্ম্ম যথা দুগ্ধ রজঃ ভক্ষণ করিতেছে, অক থিত কর্ম্ম যথা গোপাল গো দোহন ও দুগ্ধ দোহন করিতেছে। কর্ত্তৃকর্ম্ম যথা গুরু শিষ্যকে গ্রাম পাঠাইতেছেন অভিহিত কর্ম্ম যথা শ্রীর নিমিত্ত হরির পূজা করিতেছে। অনভিহিত কর্ম্ম যথা হরির সর্ব্বকামদ স্তব করিবে। করণ দুইপ্রকার বাহ্য ও অভ্যন্তর, চক্ষুদ্বারা রূপ গ্রহণ করিতেছে ইহাই অভ্যন্তর করণ এবং দাত্রদ্বারা ধান্য ছেদন করিতেছে ইহাই বাহ্যকরণ। সম্প্রদান তিন-প্রকার, মানব বিপ্রকে গোদান করিতেছে ইহার প্রেরক, নৃপতির নিমিত্ত দাস ইহাই অনুমন্ত্রীক এবং সজ্জন প্রভুকে পুষ্পরাজী প্রদান করিতেছেন ইহাই অনিবা কর্ত্তৃক সম্প্রদান অপাদান দুই-প্রকার চল ও অচল। ধাবমান অশ্ব হইতে পতিত হইতেছে, ইহাই চল; সেই বৈষ্ণব গ্রাম হইতে আগমন করিতেছে ইহাই অচল অপাদান। অধি-করণ চারিপ্রকার, দধিতে ঘৃত আছে ও তিলে তৈল আছে ইহাই ব্যাপক, গৃহে থাকে, কপিবৃক্ষে থাকে ইহা ঔপশ্লেষিক, জলে মৎস্য ও বনে সিংহ থাকে ইহা বৈষয়িক, গঙ্গায় ঘোষ বাস করে ইহাই সামীপ্য, ঔপচারিক এইপ্রকার। অনুক্ত কর্ত্তায় তৃতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয় (লোকে বিষ্ণুঃ সম্পূ-জ্যতে) লোকসমূহ কর্ত্তৃক বিষ্ণু সম্পূজিত হন। (তেন) তৎকর্ত্তৃক বা (তস্য) তাহার গন্তব্য উক্ত কর্ত্তৃকর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয় যথা, নরগণ হরিকে প্রণাম করিবে। হেত্বর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, (অন্নেন বসেৎ) অন্নহেতু বাস করিতেছে তাদর্থে অর্থাৎ নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয় যথা (বৃক্ষায় জলম্) বৃক্ষের নিমিত্ত জল পরি উপ ও আঙ্ ইত্যাদির যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয় (পরিগ্রামদ বৃষ্টো দেবোহয়ং) এইদেব, পূর্ব্বে গ্রামের চতু দ্দিকে প্রবল বৃষ্টি করিয়াছেন (আবনাদ বৃষ্টোদেব)

দেব বনব্যাপিয়া বৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ উপ গ্রামাৎ (বিষ্ণোঋতে মুক্তির্ন) বিষ্ণুব্যতিরেকে মুক্তি নাই (হরেরিতর) হরির অন্যতর। পৃথক্ বিনাদির যোগে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয় (বিনা শ্রী, শ্রিয়া শ্রিয়) শ্রীবিনা কর্ম্মপ্রবচনীয়াখ্যের (অনু অভিত) যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। (অন্বর্জ্জুনঞ্চ যোদ্ধার) যোদ্ধৃগণ অর্জ্জুনের পশ্চাৎ (গ্রামমভিত ঈরিতং) গ্রামের অভিমুখে প্রেরিত। নমঃ স্বাহা, স্বধা, স্বস্তি, বষট আদির যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। দেবায় নমঃ, দেবতাকে প্রণাম, তে স্বস্তি তোমার মঙ্গল হউক। ভাববাচক তুমর্থে চতুর্থী হয়, পাকায় বা পক্তয়ে যাতি পাকের নিমিত্ত গমন করিতেছে। সহযোগে হেত্বর্থে কুৎসিৎ অঙ্গে ও বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "পিতামহগাৎ সহ পুত্রেণ" পিতা পুত্রের সহিত গমন করিয়াছেন অক্ষ্ণাকাণঃ, এক চক্ষুদ্বারা হীন, গদয়া হবি, গদা বিশিষ্ট হরি। অর্থহেতু ভৃত্য বাস করে কালে ও ভাবে সপ্তমী হয়। বিষ্ণৌনতে ভবেন্মুক্তিঃ, বিষ্ণুতে নত হইলে মুক্তি হয়। বসন্তে স গতো হরিম্, বসন্তকালে সে হরি শকাশে গমন করিয়াছে, সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়, নৃণাং স্বামী নৃষু স্বামী, নরগণের মধ্যে স্বামী; নৃণামীশঃ সতাং পতিঃ, নৃগণের ঈশ্বর ও সজ্জনগণের পতি। গোষু সৃতো গবাং সৃতঃ, গোগণের মধ্যে সৃতঃ, রাজ্ঞাং দায়দঃ রাজগণের দায়দ। অন্নস্য হেতোর্বসতি, অন্নের হেতু বাস করিতেছে। স্মরণার্থের কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় মাতুঃ স্মরতি, মাতাকে বা মাতার স্মরণ করিতেছেন। গোপ্তারং স্মরতি রক্ষা কর্ত্তাকে স্মরণ করিতেছে কর্ত্তা ও কর্ম্মে নিত্য হয় অপাং ভেত্তা, জলের ভেদ কর্ত্তা। তবকৃতির্ণ তোমার কৃতি নয়, এইরূপে নিষ্ঠাদিতে ক্তক্তি প্রভৃতিতে ষষ্ঠী হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণেব্যাকরণে কারকনামক ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সমাস।

স্কন্দ কহিলেন, ষট সমাস বলিব, তাহা আবার অষ্টাবিংশতি প্রকার। নিত্য ও অনিত্যভেদে এবং লুক ও অলুকভেদে আবার দুই দুই প্রকার হয়। কুম্ভকার হেমকারাদি নিত্য সমাস নিষ্পন্ন রাজার পুরুষ, রাজপুরুষ ইহাও নিত্য কণ্ঠশ্রিত ইহা লুক্ সমাস, কণ্ঠেকালাদি অলুক্ সমাস। প্রথমাদ সুপবিভক্তির সহিত তৎপুরুষ অষ্ট প্রকার। পূর্ব্বং কায়স্য এই বিগ্রহবাক্যে পূর্ব্ব কায়ঃ এইরূপ অপরকায়ঃ, অধরকায অর্দ্ধং কণায়া অর্দ্ধকণা তুর্য্যং ভিক্ষায়াং, ভিক্ষাতুর্য্যং আপন্ন জীবিকঃ এই সকলই প্রথমা তৎপুরুষ সমাস। অধরাশ্রিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বর্ষম্ভোগ্য বর্ষভোগ্য ও ধান্যার্থে তৃতীয়া বিষ্ণুলি চতুর্থী বৃকভীতি পঞ্চমী রাজ্ঞঃ পুমান্ রাজপুমান্ ও বৃক্ষের ফল বৃক্ষফল ষষ্ঠী। অক্ষশৌণ্ড সপ্তমীতৎপুরুষ অহিত নঞ সমাস নীলোৎপলাদি কর্ম্মধারয় সমাস সপ্তপ্রকার, বিশেষণ পূর্ব্বপদ, বিশেষণোত্তরপদ যথা বৈয়াকরণখসূচি, শীতোষ্ণ দ্বিপদ উপমান পূর্ব্বপদ শঙ্খপাণ্ডুর, উপমানোত্তরপদ যথা পুরুষব্যাঘ্র। সম্ভাবনা পূর্ব্বপদ যথা গুণবৃদ্ধি গুণ ইহাতে বৃদ্ধিবাচ্য সবন্ধুক সুহৃদ তুল্য, ইহা অবধারণ পূর্ব্বপদ।

বহুব্রীহি সপ্তপ্রকার; দ্বিপদ বহুব্রীহি যথা আরূঢ়ভবন নর। অর্চ্চিতাশেষ পূর্ব্ব মানব,

বহুব্রিহি উপদশ বিপ্র, ইহা সংখ্যেয়োত্তরপদ। সংখ্যোভয়পদ দ্বিত্রা দ্যেকত্রয় নর সমূলোদ্ধৃতক তরু, ইহা সহপূর্ব্বপদ বহুব্রীহি কেশাকেশি ও নখানখি ইহা ব্যতীহার লক্ষণার্থ বহুব্রীহি দক্ষিণ পূর্ব্বাদিগলক্ষ্যা বহুব্রীহি।

দ্বিগু দুইপ্রকার, একবদ্ভাবি যথা দ্বিশৃঙ্গ, পঞ্চ মূলী ইহা অনেকপ্রকার। দ্বন্দসমাস দুইপ্রকার, ইতরেরও সমাহার রুদ্র বিষ্ণু ইহা ইতরেতর, ভেরীপঠহশঙ্খং (ভেরীপটহশঙ্খ) ইহা সমাহার। অব্যয়ীভাব দ্বিবিধ নাম পূর্ব্বপদ, যথা শাকস্য মাত্রা, শাক প্রতি, অব্যয় পূর্ব্বপদ যথা উপকুম্ভং কুম্ভের সমীপ উপরথ্যং রথ্যার সমীপ। প্রধানতঃ চারিপ্রকার উত্তর পদার্থমুখ্য, দ্বন্দ, উভয়মুখ্য ও পূর্ব্বার্থেশ। অব্যয়ীভাব ও বহুব্রীহি এই দুই সমাস বাহ্যগামী।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণে সমাস নামক চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

তদ্ধিত।

স্কন্দ কহিলেন, তিনপ্রকার তদ্ধিত বলিব। সামান্য বৃত্তি এইপ্রকার লপ্রত্যয়ে ব্যংসল ও বৎসল পদ হয়। ইলিচ প্রত্যয়ে ফেনিল শস প্রত্যয়ে লোমশঃ ন প্রত্যয়ে পামন। ইলচ প্রত্যয়ে পিচ্ছিল অন্ প্রত্যয়ে প্রাজ্ঞ, আর্চ্চক। দন্ত শব্দের উত্তর উরচ প্রত্যয়ে দন্তুর পদ হয়। র প্রত্যয়দ্বারা মধুর, সুশির, কেশর এইরূপ পদ হয় যপ্রত্যয়ে হিরণ্য ব প্রত্যয়ে মালব বলচ প্রত্যয়ে রজস্বল ইনিপ্রত্যয়ে করী ও হস্তী ঠিকন্ প্রত্যয়ে ধনিক, বিন প্রত্যয়ে পয়স্বী ও মায়াবী পদ হয়। যুচ উর্ণায়ু, মিন বাগ্মী আলচ বালচ আটচ বাচট ইন কলিন ও বর্হিণ, কন কোকও বৃন্দারক শীত সহ্য করে না এই অর্থে আলুচ প্রত্যয়ে শীতালু। ঐ প্রত্যয়ে শয়ালু, স্বালুও হিমালু এই সকল পদ হয়। বাতন শব্দের উত্তর উলচ প্রত্যয়ে বাতুল। অপত্যার্থে প্রত্যয় করিয়া বাশিষ্ঠ, কৌরব বাস সোঽস্যবাসক অর্থাৎ সে ইহার অধিবাসী এই অর্থে প্রত্যয়ে পাঞ্চাল। তত্রবাস এই অর্থে মাথুর। জানে ও অধ্যয়ন করে এই অর্থে চান্দ্রক, বুৎক্রম জানে যে সে ক্রমক। কুশপুর যাইতেছে যে সে কৌশক। খঞ প্রত্যয়ে প্রিয়ঙ্গু সমূহের উৎপাদক ক্ষেত্র এই অর্থে প্রৈয়ঙ্গবীনক। এইরূপ মৌদ্গীন কৌদ্রবীন। অপত্যার্থে অন প্রত্যয় করিয়া বৈদেহ। ইঞ প্রত্যয়ে দাক্ষি দাশরথি। কচ প্রত্যয়ে নারায়ণাদি শব্দ সিদ্ধ হয়। ফঞ আশ্বায়ন, যচ গার্গ্য বাৎস্য ঢক বৈনতেয়াদি এরক্ আটকের ঢক গৌধেরক, আরক গৌধার ঘ ক্ষত্রিয়, খ কুলীন, ন্য প্রত্যয়ে কৌরব্যাদি পদ সিদ্ধ হয়। যৎ প্রত্যয়ে মূর্দ্ধন্য ও মুখ্যাদি শব্দ সিদ্ধ হয়। ইৎ প্রত্যয়ে সুগন্ধি ও তারকাদির উত্তর ইতচ প্রত্যয়ে তারকিতাদি এবং অনঙ প্রত্যয়ে কুণ্ডোঘ্নী পুষ্পধন্বা ও সুধন্বা পদ সিদ্ধ হয়। বিত্ত উহার আছে এই অর্থে চঞ্চুপ প্রত্যয়ে বিত্তচঞ্চু এবং কেশ উহার আছে এই অর্থে চন প্রত্যয়ে কেশচন, এবং রূপ প্রত্যয়ে পটরূপ শব্দ সিদ্ধ হয়। ঈয়স পটীয়স ইহার প্রথমার একবচনের রূপ পটীয়ান। তরপ অক্ষতরাদি। ক্রিয়ার উত্তরও তরপ তমপ হয় যথা—পচতিতরাং পচতিতমাং মৃদ্বীতমা। কল্পপ যথা ইন্দুকল্প অর্ককল্প। তুল্যার্থে দেশীয় ও দেশ্য প্রত্যয়ে রাজ দেশীয় ও রাজদেশ্য জাতীয় প্রত্যয়ে পটুজাতীয়, মাত্রচ

প্রত্যয়ে জানুমাত্র শব্দ সিদ্ধ হয়। দ্বয়সচ উরুদ্বয়স। দঘ্নচ উরুদঘ্ন। তয়ট পঞ্চতয়। টক দ্বৌবারিক। সামান্য বৃত্তি উক্ত হইল। এক্ষণে অব্যাখ্য তদ্ধিত কথিত হইতেছে। যাহা হইতে এই অর্থে তসিল প্রত্যয়েযতঃ, যেখানে সেখানে এই অর্থে ত্রল প্রত্যয়ে যত্র তত্র এইকালে অধুনা। দানীং ইদানীং। কালার্থে দাপ্রত্যয় হয় যথা সর্ব্বদা যদা তদা। সেইকালে হিল প্রত্যয় হয় যথা তহি। এইকালে হপ্রত্যয়ে ইহ। কোন কালে কহি। থালপ্রত্যয়ে যথা। থম্ প্রত্যয়ে কথং পদনিষ্পন্ন হয়। পূর্ব্বদিকে সঞ্চয় করিবে এই অর্থে অস্তাৎ প্রত্যয়ে পূর্ব্বস্তাৎ। পুরস অধস শব্দের উত্তর তাৎ প্রত্যয় করিয়া পুরস্তাৎ ও অধস্তাৎ এই দুই পদ সিদ্ধ হয়। সমানে দিন সদ্যঃ। পূর্ব্বাহ্ণে অর্থে উৎপ্রত্যয়ে পরুৎ পূর্ব্বতরে পরারি। এই সম্বৎসরে এই অর্থে সমস প্রত্যয়ে ঐসম। পরদিবসার্থে ত্রদ্যবি প্রত্যয় পরেদ্যবি। এই দিনে এই অর্থে দ্য প্রত্যয়ে অদ্য। এদ্যুস পূর্ব্বেদ্যুঃ। দক্ষিণদিকে বাস করে এই অর্থে দক্ষিণাৎ দক্ষিণাৎ উত্তরদিকে দেকে বাস করে এই অর্থে উত্তরাৎ উত্তরাৎ এই দুই দুই পদ হয়। উপরিবাস করে এই অর্থে রিষ্টাৎ প্রত্যয়ে উপরিষ্টাৎ উদ্ধকাৎ, উত্তরেণ আচ প্রত্যয়ে দক্ষিণা, আহি প্রত্যয়ে দক্ষিণাহি দুইপ্রকার দ্বিধা। ধ্যমুঞ ঐকধ্যং ধমঞ দ্বৈধ। নিপাতন সিদ্ধ তদ্ধিত সকল উক্ত হইল, এক্ষণে ভাববাচক তদ্ধিত উক্ত হইতেছে। ভাবে ত্ব ও তল প্রত্যয় হয়, পটুর ভাব পটুত্ব, পটুতা। পৃথুশব্দের উত্তর ইমন প্রথিমা। সুখের উত্তর ষ্যঞ সৌখ্য। স্তেনের উত্তর যাৎ প্রত্যয়ে স্তেয়। সখি শব্দের উত্তর য প্রত্যয়ে সখ্য পদ হয় যক্ প্রত্যয়ে কপির ভাব কাপেয়। সৈন্য পথ্য। অণ প্রত্যয়ে আশ্ব কৌমারক ও যৌবন। কন্ প্রত্যয়ে আচার্য্যক। এইরূপ অন্য প্রকার তদ্ধিত ও আছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণে তদ্ধিত সিদ্ধরূপ নামক পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

উণাদি সিদ্ধরূপ।

কুমার কহিলেন, ধাতুর পরে যে সকল উণাদি প্রত্যয় হয়, তাহা কহিব। উণ প্রত্যয়ে কারু পদ নিষ্পন্ন হয়, কারু অর্থে শিল্পী বুঝায়। এইরূপ জায়ু ঔষধ মায়ু পিত্ত, গোমায়ু শৃগাল, বায়ু দেবতা উণাদি বহুল হয়। আয়ু স্বাদু হেতু আদি উণ প্রত্যয় সিদ্ধ কিংশারু ধান্যশুক কৃকবাকু কুক্কুট, গুরু ভর্ত্তা বুঝায় মরু শশ অজাগর ও হরায়ুধ স্বরু বজ্র ত্রপু বঙ্গ ফল্গু সমাক্ তসার ক্রন প্রত্যয়ে গৃধ্র। কিরচ মন্দির, তিমির তিমিরঅর্থে তম বুঝায় ইলচ সলিল বারি ভণ্ডিলকল্যাণ। ক্বসু প্রত্যয়ে বিদ্বান (বিদ্বস) শিবির গুপ্তসংস্থিতি (সৈন্যাদি রক্ষণার্থ রাজাদিগের সুরক্ষিত স্থান) তুন ওতু বিড়াল। অভিধানে উণাদি উক্ত হয় কর্ণ, কামী বাস্তু গৃহভূমি জৈবাতৃক। বহধাতুর উত্তর বিন প্রত্যয় করিয়া অনড্বান (ষাঁড়) সিদ্ধ হয় জাতি জীবার্ণব ঔষধ। নি বহ্লি ইনন হরিণ (মৃগ) কামী, ভাজন, কম্বোজ এইসকল পদ উণাদি সিদ্ধ। ভাণ্ডভাজন, সরণ্ড চতুষ্পাদ এরণ্ড তরু বরূড় সংঘাত সাম নির্ভর। স্ফার প্রভৃত অন্ত প্রত্যয়ে চীব বল্কল কাতর ভীরু উগ্র প্রচণ্ড, জবন তৃণ জগৎ ভূলোক কৃশানু জ্যোতিঃ ও অর্ক। বর্ব্বর কুটিল ও ধূর্ত্ত চত্বর চতুষ্পথ চীবর ভিক্ষুকের বস্ত্র চিত্র

আদিত্য সুনু পুত্র তাত পিতা পৃদাকু ব্যাঘ্র ও বৃশ্চিক অবট গর্ত্ত ভরত নট অন্যান্য অনেকপ্রকার উণাদিও আছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণে উণাদিসিদ্ধরূপ নামক ষট্‌ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

তিঙবিভক্তি সিদ্ধরূপ।

কুমার কহিলেন, তিঙবিভক্তি ও আদেশ একবারে কহিব। ভাববাচ্য কর্ম্মবাচ্য ও কর্ত্তৃবাচ্য এই তিনবাচ্যেই তিঙ হয়। অকর্ম্মক ও সকর্ম্মকের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে দ্বিবিধ পদ হয়। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মকে সেই সেই আদেশ হয় বর্ত্তমানে লট, বিধি আদি অর্থে লিঙ বিধি আশিতে ও আশীর্ব্বাদে লোট, ভূত ও অনদ্যতনে লঙ, ভূতকালে লুঙ পরোক্ষে লিট আদ্যতন ভবিষ্যতে লুট, আশীর্ব্বাদে ও প্রেষার্থে লিঙ ভবিষ্যৎকালে লৃট, নিমিত্তে ও ক্রিয়া বিপত্তিতে লৃঙ হয়। পূর্ব্বের নয়টী পরস্মৈপদ ও পরের নয়টী আত্মনে পদ। তিপ্ তস্ অন্তি এই তিনটী প্রথম পুরুষ, সিপ থস থ মধ্যম পুরুষ, মিপ বস মস উত্তম পুরুষ। ত আতাং অন্ত আত্মনে পদে প্রথম পুরুষ; থাস আথাং ধ্বং মধ্যম, ই বহি মহি উত্তম পুরুষ। ভূ স্থা, প্রভৃতি ধাতু প্রসিদ্ধ আছে ভূবি, এধি, পচি, নন্দি, ধ্বংসি শ্রংসি পদি আদি শীঙ ক্রীড়া জুহোতি হু ধাতু জহাতি হা ধাতু দধাতি ধা দিব্যতি দিব স্বপিতি স্বপ নহি সুনোতি সু বাস তুদি, মৃশতি মৃশ মুঞ্চতি মুচ রুধি, ভুজি, তাজি তনি মনি করোতি কৃধাতু ক্রীড়তি ক্রীড় বৃঙ গ্রহি চোরি পা নী অর্চ্চি এইসকল ধাতু নায়ক। ভূ ধাতুর উত্তর তিঙ প্রত্যয় করিয়া ভবতি পদ হয় স ভবতি সে হইতেছে। তস ভবতঃ, তৌ ভবতঃ তাহারা দুজন হইতেছে, অন্তি ভবন্তি তাহারা বহুজন হইতেছে। ত্বং ভবসি তুমি হইতেছ, যুবাং ভবথঃ তোমরা দুজন হইতেছ, যূয়ং ভবথ তোমরা বহুজন হইতেছ। অহং ভবামি, আমি হইতেছি, আবাং ভবাবঃ, আমরা দুজন হইতেছি, বয়ং ভবামঃ আমরা হইতেছি। কুলং এধতে কুল বর্দ্ধিত হইতেছে দ্বে কুলে এধেতে দুইকুল বাড়িতেছে, কুলানি এধন্তে, বহুকুল বাড়িতেছে। ত্বং মেধয়া এধসে তুমি মেধাদ্বারা বাড়িতেছ, অর্থাৎ তোমার মেধা বাড়িতেছে। এধেথে এধন্তে এধে এধাবহে এধামহে বয়ং হরিভক্ত্যা, আমরা হরিভক্তিদ্বারা বর্দ্ধিত হইতেছি। পচতি, পচতঃ পচন্তি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ভাববাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে যক্ প্রত্যয় করিয়া তেন ভূয়তে অনুভূয়তে অসৌ সে হইতেছে, ঐব্যক্তি লোককর্ত্তৃক অনুভূত হইতেছে। সন প্রত্যয়ে বুভূষতি ণিচ প্রত্যয় করিয়া ভাবয়তি ঈশ্বর ঈশ্বরকে ভাবনা করিতেছে যঙ প্রত্যয়ে বোভূয়তে বাদ্যং পুনঃ পুনঃ বাদ্য হইতেছে। যঙ লুগন্ত করিয়া বোভোতি পদসিদ্ধ হয়। পুত্রীয়তি পুত্রকাম্যতি পুত্রকামনা করিতেছে এইরূপ পট পটায়তে পট পট শব্দ করিতেছে। ঘটয়তি ঘটাইতেছে সন প্রত্যয়ে বুভূষয়তি হইবার ইচ্ছা করিতেছে। লিঙ ইহার রূপ যথা ভবেৎ ভবেতাং ভবেয়ুঃ ভবে ভবেতম্ ভবেত ভবেয়ং ভবেব ভবেম এধেত, এধেয়াতং এধেরন মনসা শ্রিয়া মন ও শ্রীদ্বারা বাড়িবে। এধেয়া এধেয়াথাম এধেধ্বং এধেয় এধেবহি এধেমহি। লোট ভবতু ভবতাং ভবন্তু ভব ভবতাৎ ভবতম্ ভবত ভবানি ভবাব ভবাম। এধতাং এধেতাং

এধস্তাং এধে, এধাবহৈ এধমহৈ। অভাপচন, অপচতাং, অপচন অপচঃ। অভবৎ অভবতাং, অভবন্। অপচম অপচাব অপচাম। ঐধত, ঐধতাং ঐধন্তং ঐধে ঐধামহি। লুঙ অভূৎ অভূতাং অভূবন অভূঃ অভূম এই সকল রূপ হয়। এধ ধাতুর লুঙে ঐধিষ্ট ঐধিষাতাং ঐধিষ্ঠা ঐধিষি। ইত্যাদি রূপ হয়। ভূধাতুর লিটে বভূব বভূবতুঃ বভূবুঃ বভূবিথ বভূবথুঃ বভূব বভূবিব, বভূবিম। পচধাতুর লিটে রূপ যথা, এধাঞ্চক্রে এধাঞ্চক্রাথে। পেচ ধব পেচে পেচিমহে। ভূধাতুলুট ভবিতা, ভবিতারৌ ভবিতারঃ হরাদয়ঃ হরাদি সকলে হইবেন। ভবিতাসি, ভবিতাস্থঃ, ভবিতাস্থ, ভবিতাস্মঃ বয়ং আমরা হইব। পক্তা পক্তারৌ, পক্তারঃ পক্তাসে ত্বং শুভৌদনং তুমি উত্তম অন্ন পাক করিবে। পক্তাধ্বে পক্তাহে অহং আমি পাক করিব। পক্তাস্মহে হবেশ্চরুং, আমরা হবিরচরু পাক করিব। আশীলিঙ্ যথা—ভূয়াৎ, সুখ হউক। ভূয়াস্তাং, হরিশঙ্করৌ, হরি ও শঙ্কর তোমার হউক। ভূয়াসুস্তে, তাহারা হউক। ত্বং ভূয়াঃ তুমি হও; যুবাং ভূয়াস্তং ঈশ্বরৌ, তোমার দুজন প্রভূ হও। ভূয়াস্ত যূয়ং তোমরা বহুজন হও। অহং ভূয়াসং আমি হই। বয়ং সর্ব্বদা ভূয়াস, আমরা সর্ব্বদা হই। লিঙে যক্ষ্ট এধিষীাস্তাং যজ্ঞীবন্। এধিষীয়, যক্ষীবহি, এধিসমহি, এই সকল লিঙেবরূপ। লঙ্ অযক্ষ্যত অযক্ষ্যেতাং অযক্ষ্যন্ত অযক্ষ্যে, অযক্ষেথাং যুবাং, তোমরা দুজন যদি যাগ কর। অযক্ষ্যকং। ঐধিষ্যাবহি, ঐধিষ্যামহি অরের্বয়ং অরি হইতে আমরা যদি বদ্ধিত হই। লৃট যথা—ভবিষ্যতি ভবিষতঃ ইত্যাদি প্রকার। এধিষ্যামহে এই প্রকার। এইরূপ—বিভাবয়িষ্যন্তি, বোভবিষ্যতি ইত্যাদি প্রকার রূপ হয়। সেইরূপ ঘটয়েৎ, পটয়েৎ, পুত্রীয়তি, পুত্রকাম্যতি ইত্যাদি।*

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণের তিঙবিভক্তি সিদ্ধরূপ নামক সপ্তষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

কৃৎসিদ্ধরূপ।

কুমার কহিলেন, ভাববাচ্যে কর্ম্মবাচ্যে ও কর্ত্তৃবাচ্যে এই তিন বাচ্যেই কৃৎ প্রত্যয় সকল প্রযুক্ত হয় জানিবে। ভাববাচ্যে অচ ল্যুট ক্তিন ঘঞ ও অকারের উত্তর ঘুচ প্রত্যয়। বিনয় উৎকর প্রকর দেব ভদ্র শ্রীকর এইসকল শব্দ অচ প্রত্যয়দ্বারা সিদ্ধ। লুট প্রত্যয়ে শোভন পদ হয় ক্তিন বুদ্ধি মতি স্তুতি ঘঞ ভাব যুচ কারণ ভাবনা ইত্যাদি। অকারে চিকিৎসা তব্য অনীয় কর্ত্তব্য করণীয় যৎ প্রত্যয়ে দেয় ধেয় ণ্যৎ প্রত্যয় কার্য্য কৃণ্যক কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তাদি প্রত্যয় হয় কোন কোন স্থলে ভাববাচ্যে কর্ম্মবাচ্য ও ভাবে প্রযুক্ত হয়। গ্রামে গত, গ্রাম গত তোমা কর্ত্তৃক গুরু আশ্লিষ্ট হইয়াছেন। শতৃ প্রত্যয়ে ভবন ভবন্তী শানচ প্রত্যয়ে এধমান সকল ধাতুর উত্তর, বুণ ও তৃচ প্রত্যয় হয় যথা ভাবক ভবিতা ক্বিপ প্রত্যয়ে স্বয়ম্ভু আদি শব্দ নিষ্পন্ন হয় অতীত কালে লিট অর্থে ক্বসু ও কানচ প্রত্যয় হয় যথা বভূবিবান্ পেচিবান্ পেচান শ্রদ্দধান অণ প্রত্যয় কুম্ভকারাদি শব্দ সিদ্ধ হয় ভূতকালেও উণাদি প্রত্যয় হয় যথা বায়ু পায়ু কারু ছন্দে বহুল হয়। বহুল গঙ্গাস্রোত প্রবাহ ন্যায়ে চলিয়া থাকে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্যাকরণে কৃৎসিদ্ধরূপ নামক অষ্টষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ঊনসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

কোষ।

স্বর্গপাতালাদি বর্গ।

অগ্নি কহিলেন, স্বর্গাদিনামলিঙ্গ হরির স্বরূপ তাহা আমি তোমাকে বলিব। স্বর্গ পর্য্যায় যথা স্বঃ স্বর্গ নাক ত্রিদিব দ্যো, দিব ত্রিপিষ্টপ (১) দেব বৃন্দারক লেখ। রুদ্রাদিসকল গণ দেবতা বিদ্যাধর অপ্সরা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর পিশাচ গুহ্যক সিদ্ধ ও ভূত এই সকলেই দেবযোনি। দেবদ্বিট্ অসুর দৈত্য সুগত আগত (বুদ্ধের নাম) ব্রহ্মা আত্মভূ সুরজ্যেষ্ঠ বিষ্ণু নারায়ণ হরি রেবতীশ হলী রাম। কাম পঞ্চশর স্মর লক্ষ্মী পদ্মালয়া পদ্মা সর্ব সর্ব্বেশ্বর শিব শিবের জটাজুটের নাম কপর্দ্দ শিবের ধনুর নাম অজগব। শিবের পারিষদের নাম প্রমথগণ মৃড়ানী চণ্ডিকা অম্বিকা। দ্বৈমাতুর গজাস্য সেনানী অগ্নিভূ গুহ আখণ্ডল, সুনাসীর। সুত্রামা দিবস্পতি পুলোমজা শচী ইন্দ্রাণী দেব তাহার (ইন্দ্রের) বল্লভা তাহার প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত, তাহার পুত্রের নাম জয়ন্ত ও পাকশাসন। ঐরাবত অভ্রমাতঙ্গ ঐরাবণ অভ্রমুবল্লভ হ্রাদিনী বজ্র (ক্লীব ও পুংলিঙ্গ হয়) কুলিশ ভিদুর পবি ব্যোমযান বিমান (ক্লীব ও পুংলিঙ্গ) পীয়ূষ, অমৃত সুধা দেবসভার নাম সুধর্ম্মা স্বর্গঙ্গা, সুরদীর্ঘিকা অপ্সরস্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ও বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। উর্ব্বশী আদিরা স্বর্গবেশ্যা হাহা হুহু আদি গন্ধর্ব্বসকল অগ্নি বহ্নি ধনঞ্জয় জাতবেদা কৃষ্ণবর্ত্মা আশ্রয়াশ পাবক হিরণ্যরেতা সপ্তার্চ্চি শুক্র আশুশুক্ষণি শুচি অপ্পিত্ত। ঔর্ব্ব বাড়ব বড়বানল জ্বাল ও জ্বালা কীল ও কীলা এই তিনটি শব্দ স্ত্রীপুংলিঙ্গে অগ্নির জ্বালার বাচক এবং অর্চ্চিঃ হেতি ও শিখা (স্ত্রী) অগ্নির শিখাবাচক শব্দ। স্ফুলিঙ্গ শব্দ ত্রিলিঙ্গ হয় এবং অগ্নিকণার বাচক। ধর্ম্মরাজ, পরেতরাট কাল, অন্তক, দণ্ডধর, শ্রাদ্ধদেব। রাক্ষস, কৌণপ, অস্রপ, ক্রব্যাদ, যাতুধান, নৈর্ঋত প্রচেতা, বরুণ, পাশী শ্বসন, স্পর্শন, অনিল, সদাগতি, মাতরিশ্বা, প্রাণ মরুৎ সমীরণ জব রংহ, ত্বরঃ। লঘু ক্ষিপ্র, অর, দ্রুত সত্বর, চপল তূর্ণ, অবিলম্বিত, আশু সতত, অনারত, অশ্রান্ত, সন্তত অবিরত অনিশ, নিত্য অনবরত অজস্র। অতিশয় ভর অতিবেল ভৃশ, অত্যর্থ অতিমাত্র উদ্গাঢ়, নির্ভর। তীব্র একান্ত, নিতান্ত গাঢ় বাঢ় দৃঢ় গুহ্যকেশ যক্ষরাজ রাজরাজ ধনাধিপ কিন্নর কিম্পুরুষ তুরঙ্গবদন ময়ু নিধি (পুংলিঙ্গ) সেবধি ব্যোম অভ্র পুষ্কর অম্বর দ্যো, দিব অন্তরীক্ষ, খ। কাষ্ঠা, আশা ককুভ দিক্ অভ্যন্তর অন্তরাল চক্রবাল মণ্ডল তড়িত্বান বারিদ, মেঘ স্তনয়িত্নু বলাহক কাদম্বিনী মেঘমালা স্তনিত গর্জ্জিত শম্পা শতহ্রদা হ্রাদিনী ঐরাবতী ক্ষণপ্রভা তড়িৎ সৌদামনী, বিদ্যুৎ চঞ্চলা চপলা, স্ফুর্জ্জথু বজ্রনির্ঘোষ বৃষ্টিঘাত অবগ্রহ ধারাসম্পাত আসার। শীকর অম্বুকণা বর্ষোপল করকা মেঘাচ্ছন্নদিবসই দুর্দ্দিন অন্তর্ধা। ব্যবধা অন্তর্দ্ধি (পুং) অপবারণ অপিধান তিরোধান পিধান ছদন অজ জৈবাতৃক সোম গ্লৌ মৃগাঙ্ক কলানিধি। বিধু, কুমুদবন্ধু বিম্ব (ক্লীবপুংলিঙ্গে) মণ্ডল ত্রিলিঙ্গে ষোড়শভাগ কলা, ভিন্ন, শকল খণ্ড চন্দ্রিকা কৌমুদী জ্যোৎস্না প্রসাদ প্রসন্নতা লক্ষণ লক্ষ্মক চিহ্ন। শোভা কান্তি দ্যুতি ছবি সুষমা পরমাশোভা তুষার তুহিন হিম অবশ্যায়,

(১) এইরূপ অন্যান্য পর্য্যায় জানিবে। এক পর্য্যায়ে এক পদার্থের ভিন্ননাম উক্ত হইয়াছে।

নীহার প্রালেয় শিশির হিম। নক্ষত্র ঋক্ষ, ভ, তারা তারকা উড়ু (পুংস্ত্রী) গুরু জীব আঙ্গিরস। উশনাঃ ভার্গব, কবি বিধুন্তুদ, তম, রাহু রাগুদয় লগ্ন মরীচি আদি সপ্তর্ষিগণ ইহাদের একবারে সকলেরই নাম চিত্রশিখণ্ডিগণ। হরিদশ্ব, ব্রধ্ন, পূষা দ্যুমণি মিহির, রবি। উপসূর্য্যক মণ্ডলের পরিবেশের নাম পরিধি। কিরণ অস্র ময়ূখ, অংশু, গভস্তি,ঘৃণি ধৃষ্ণি ভানু কর মরীচি (স্ত্রীপুংলিঙ্গ) দিদীতি স্ত্রীলিঙ্গ প্রভা রুক্ রুচ রুচি ত্বিট্ ত্বিষ ভা ভাস ছবি, দ্যুতি দীপ্তি, রোচি ও শোচি এই দুইটী ক্লীবলিঙ্গ। প্রকাশ দ্যোত আতপ কোষ্ণ, কবোষ্ণ মন্দোষ্ণ, কদুষ্ণ, এই কয়েকটি তিনলিঙ্গে তদ্বিশিষ্টে বুঝায়। তিগ্ম তীক্ষ্ণ, খর দিষ্ট অনেহা কালক ঘস্র দিন অহ সায়ং সন্ধ্যা পিতৃপ্রসূ প্রত্যূষ অহর্মুখ কল্য উষ প্রাত্যূষ প্রাহ্ন, অপরাহ্ন মধ্যাহ্ন এই তিনসন্ধ্যা। শর্ব্বরী যামী তমা তমিস্রা জ্যোৎস্নী কন্দ্রিকান্বিতা আগামী ও বর্ত্তমানদিনসযুক্ত রাত্রিকে পক্ষিণী কহে অর্দ্ধরাত্র নিশীথ প্রদোষ রজনী মুখ পঞ্চদশীদ্বয়ের অন্তর্ধ যে পর্ব্বসন্ধি তাহার নাম প্রতিপৎ পক্ষান্ত পঞ্চদশী দুই তন্মধ্যে পূর্ণিমার নাম পৌর্ণমাসী। নিশাকর কলাহীন হইলে সেই রাত্রিকে সানুমতি এবং নিশাকর পূর্ণহইলে তাহাকে রাকা কহে। অমাবাস্যা দর্শ সূর্য্যেন্দু সঙ্গম, তাহাতে ইন্দুদৃষ্ট হইলে সিনীবালী এবং ইন্দু কলানষ্ট হইলে কুহু কহে। সংবর্ত্ত, প্রলয়, কল্প ক্ষয় কয় কল্পান্ত। কলুষ, বৃজিন, এনঃ, অঘ, অংহঃ, দুরিত, দুষ্কৃত। ধর্ম্ম (পুংন পুংসক)। পুণ্য, শ্রেয়ঃ, সুকৃত, বৃষ। মুৎ, প্রীতি, প্রমদ হর্ষ; প্রমোদ আমোদ সম্মদ। আনন্দথু, আনন্দ। শর্ম্ম, শাত, সুখ। শ্বঃ, শ্রেয়স, শিব, ভদ্র কল্যাণ মঙ্গল শুভ ভাবুক ভবিক ভব্য কুশল ক্ষেম (পুংন পুংসক)। দৈব, দিষ্ট, ভাগধেয়, ভাগ্য নিয়তি (স্ত্রী); বিধি। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, পুরুষ প্রধান (ক্লীব) প্রকৃতি (স্ত্রী)। হেতু (পুং), কারণ বীজ; নিদান আদি কারণ। চিত্ত চেতঃ হৃদয় স্বান্ত, হৃৎ, মানস, মনঃ। বুদ্ধি, মনীষা ধিষণা, ধী প্রজ্ঞা শেমুষী মতি। প্রেক্ষা উপলব্ধি চিৎ সম্বিৎ প্রতিপৎ জ্ঞপ্তি চেতনা। ধারণাবতী ধীকে মেধা কহে। সংকল্প কর্ম্মমানস (কর্ম্মের নিমিত্ত মানস) সংখ্যা বিচারণা চর্চ্চা। বিচিকিৎসা সংশয়। অধ্যাহার তর্ক উহ। নির্ণয় ও নিশ্চয় উভয়ে সমান। মিথ্যাদৃষ্টিকে নাস্তিকতা কহে। ভ্রান্তি মিথ্যামতি ভ্রম। অঙ্গীকার অভ্যুপগম প্রতিশ্রব সমাধি। মোক্ষে বুদ্ধির নাম জ্ঞান। শিল্প ও শাস্ত্রে বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান। মুক্তি কৈবল্য নির্ব্বাণ শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়স অমৃত মোক্ষ অপবর্গ। অজ্ঞান অবিদ্যা অহম্মতি (স্ত্রী)। বিমর্দোত্থ জন মনোহর গন্ধের নাম পরিমল। অতিনির্হারী আমোদ। সুরভিঃ ঘ্রাণ তর্পণ (ঘ্রাণের তৃপ্তিকর)। শুক্ল শুভ্র শুচি শ্বেত বিশদ শ্বেতপাণ্ডর অবদাত সিত গৌর বলক্ষ ধবল অর্জ্জুন। হরিণ পাণ্ডুর পাণ্ডু। ঈষৎ পাণ্ডুই ধূসর। কৃষ্ণ নীল অসিত শ্যাম কাল শ্যামল মেচক। পীত গৌর হরিদ্রাভ। পালাশ হরিত হরিৎ। রোহিত লোহিত রক্ত; কোকনদচ্ছবিই শোণ। যাহার রাগ অব্যক্ত তাহা অরুণ বর্ণ। শ্বেতরক্তই পাটল বর্ণ। শ্যাব কপিশ। কৃষ্ণলোহিত বর্ণই ধূম্র ও ধূমল। কড়ার কপিল পিঙ্গ পিশঙ্গ কদ্রু পিঙ্গল। চিত্র কিম্মীর কল্মাষ শবল কর্ব্বুর। ব্যাহার উক্তি লপিত। অপভ্রংশ অপশব্দ তিঙন্ত ও সুবন্ত সমূহই বাক্য। কারকের সহিত যাহারা অন্বয় হয় তাহাকে ক্রিয়া কহে। ইতিহাস পুরাবৃত্ত। পুরাণ পঞ্চলক্ষণ উপলব্ধার্থ

কথাই আখ্যায়িকা।(১)প্রবন্ধ কল্পনা কথা। সমাহার সংগ্রহ প্রবহ্লিকা প্রহেলিকা। সমাসার্থই সমস্যা। স্মৃতি ধর্ম্মসংহিতা। আখ্যা আহ্বা অভিধান। বার্ত্তা বৃত্তান্ত। হুতি আকারণা আহ্বান। উপন্যাস বাঙ্মুখ। বিবাদ ব্যবহার। প্রতিবাক্য উত্তর উপোদ্ঘাত উদাহার অভিশাপ অনিষ্টাভিশংসন যশ কীর্ত্তি প্রশ্ন পৃচ্ছা অনুযোগ দ্বিত্রিবার উক্তই আম্রেড়িত কুৎসা নিন্দা গর্হণ আভাষণ আলাপ। অনর্থকবাক্য প্রলাপ বিপ্রলাপ পরস্পর ভাষণ সংলাপ সুবচন সুপ্রলাপ। অপলাপ নিহ্নব (বাক্যে উড়াইয়া দেওয়া) অকল্যাণী বাক্ উষর্তী সঙ্গত হৃদয়ঙ্গম অত্যন্ত মধুর সান্ত্ব অবদ্ধ অনর্থক নিষ্ঠুর অশ্লীল পরুষ গ্রাম্য সূনৃত প্রিয় সত্য তথ্য, ঋত, সম্যক্। নাদ নিস্বান নিস্বন আরব আরাব সংরাব বিরাব। বস্ত্র ও পত্রাদির শব্দের নাম মর্ম্মর। ভূষণ সকলের শব্দের নাম শিঞ্জিত। বীণার ধ্বনির নাম নিক্বণ, ক্বাণ। তিযগ্জাতির শব্দের নাম বাসিত ও রুত। কোলাহল, কলকল গীত, গান। প্রতি শ্রুৎ (স্ত্রী) প্রতিধ্বান। তন্ত্রী কণ্ঠ হইতে উত্থিত স্বরের নাম নিঃসাদক। কাকলী সূক্ষ্ম কলধ্বান। কল মধুরাস্ফুট শব্দ। মন্দ্র গম্ভীর শব্দ। তার উচ্চৈঃ শব্দ। এই তিনটি ত্রিলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়। একতান, সমন্বিতলয়। বীণা, বল্লকী বিপঞ্চী। এই বীণা সপ্ততন্ত্রী সমন্বিতা হইলে তাহাকে পরিবাদিনী কহে। বীণাদির বাদ্যের নাম তত মুরজাদিবাদ্যের নাম আনদ্ধ বংশাদিবাদ্যের নাম শুষির, কাংস্য, তালাদি বাদ্যের নাম ঘন। এই চতুর্ব্বিধ বাদ্যের নাম বাদিত্র বা আতোদ্য। মৃদঙ্গ, মুরজ; অঙ্ক্য আলিঙ্গ্য ও অর্দ্ধক এই তিন প্রকার ভেদে মৃদঙ্গ বা মুরজ তিন প্রকার। যশঃপটহ ঢক্কা। ভেরী, আনক দুন্দুভি আনক পটহ; ঝর্ঝরী ডিণ্ডিমাদি তাহার প্রভেদ মাত্র। মর্দ্দল ও পণব তুল্য। ক্রিয়ার মানকে তাল কহে। লয় সাম্য। তাণ্ডব, নাট্য লাস্য নর্ত্তন; তৌর্য্যত্রিক নৃত্যগীতবাদ্য এই তিন এবং নাট্য এই চারিটীর নাম তৌর্য্যত্রিক। নাট্যে রাজা, ভট্টারক, দেব। অভিষেক সম্পন্না দেবী। শৃঙ্গার, বীর, করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র এই সকল রস। শৃঙ্গার শুচি, উজ্জ্বল; উৎসাহ বর্দ্ধন বীর। কারুণ্য করুণা ঘৃণা; কৃপা, দয়া, অনুকম্পা অনুক্রোশঃ। হস, হাস হাস্য বীভৎস, বিকৃত এই দুইটি তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয়। বিস্ময় অদ্ভুত আশ্চর্য্য চিত্র; ভৈরব দারুণ ভীষণ ভীষ্ম ঘোর ভীম ভয়ানক, ভয়ঙ্কর প্রতিভয়। রৌদ্র ও উগ্র দুইটী ত্রিলিঙ্গ। চতুর্দ্দশ দর ত্রাস ভীতি ভী সাধ্বস ভয়। মানসিক ভাবই বিকার। অনুভাব ভাববোধক। গর্ব্ব অভিমান অহঙ্কারমান চিত্ত সমুন্নতি। অনাদর পরিভব পরিভাব, তিরস্ক্রিয়া; ব্রীড়া, লজ্জা, ত্রপা, হ্রী। ধনেস্পৃহার নাম অভীধান; কৌতূহল, কৌতুক, কুতুক কুতূহল। বিলাস, বিব্বোক, বিভ্রম ললিত, হেলা, লীলা, হাব এই সকল স্ত্রীগণের শৃঙ্গার ভাব জাত ক্রিয়া। দ্রব, কেলি পরীহাস ক্রীড়া লীলা কূর্দ্দন। ছুরিতক হাস। সোৎপ্রাস, ঈষৎ হাস্য।

অধোভুবন, পাতাল। ছিদ্র শ্বভ্র বপা শুষি, গর্ত্ত অবট তমিস্র তিমির তম সর্প, পৃদাকু, ভুজগ, দন্দশূক বিলেশয়। বিষ ক্ষেড়, গরল নিরয় দুর্গতি (স্ত্রী) পয় কীলাল অমৃত উদক ভুবন বন ভঙ্গ তরঙ্গ উর্ম্মি কল্লোল উল্লোলক। পৃষন্তি বিন্দু পৃষত

(১) সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানু চরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণং॥
সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ বিধ লক্ষণ সম্পন্নই পুরাণ।

কূল, রোধ, তীর জলমধ্য হইতে উত্থিত ভূভাগই পুলিন। জম্বাল পঙ্ক কর্দ্দম জলোচ্ছাস পরীবাহ কূপক বিদারক আতর তরপণ্য দ্রোণী, কাষ্ঠাম্বুবাহিনী। কলুষ, আবিল অস্বচ্ছ অপ্রসন্ন। গভীর অগাধ; দাস কৈবর্ত্ত। শম্বূক জলশুক্ত; সৌগন্ধিক কহ্লার নীল, ইন্দীবর কজ। উৎপল কুবলয়; শুভ্র উৎপলকে কুমুদ ও কৈরব কহে। ইহাদের কন্দকে শালূক কহে; পদ্ম তামরস কজ। কুবলয় নীলোৎপল; কোকনদ রক্তোৎপল করহাট শিফা, কন্দ। কিঞ্জল্ক কেশর (অস্ত্রী অর্থাৎ পুংনপুংসক লিঙ্গ) খনি (স্ত্রী), আকর প্রত্যন্ত পর্ব্বতের নাম পাদ; পর্ব্বতের আসন্নাভূমির নাম উপত্যকা। পর্ব্বতের উর্দ্ধভূমির নাম অধিত্যকা স্বর্গ পাতালবর্গাদি উক্ত হইল এক্ষণে নানার্থ বর্গ শ্রবণ কর।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে স্বর্গপাতালাদিবর্গ নামক ঊনসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অব্যয় বর্গ।

অগ্নি কহিলেন, ঈষদর্থে অভিব্যাপ্তি অর্থে ও ধাতুযোগ সীমার্থে আঙ্ প্রযুক্ত হয়। আ, গ্রহণ পূর্ব্বক স্মৃতি, ও বাক্য বুঝাইয়া থাকে। আঃ কোপ ও পীড়ার্থ প্রকাশ করে। কু—পাপ, কুৎসা, ঈষৎ। ধিক্—জুগুপ্সা, নিন্দা। চ—অন্বাচয়, সমাহার, ইতরেতর, সমুচ্চয় (১)। স্বঃ আশীর্ব্বাদ, ক্ষেম, পুণ্যাদি। অতি প্রকর্ষ, লঙ্ঘন স্বিৎ প্রশ্ন বিতর্ক তু ভেদ অবধারণ সকৃৎ সহ একবার। আরাৎ দূর সমীপ পশ্চাৎ প্রতীচী চরম উত অর্থ বিকল্প পশ্চাৎ পুনঃ সদা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ তুল্য। বত খেদ অনুকম্পা সন্তোষ বিস্ময় আমন্ত্রণ হন্ত হর্ষ অনুকম্পা বাক্যারম্ভ বিষাদ প্রতি প্রতিনিধি অর্থে এবং প্রয়োগানুসারে বীপ্সা ও লক্ষণাদিতে বুঝায়। ইতি হেতু ও প্রকরণ অর্থে এবং প্রকাশাদি সমাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হয়। পুরস্তাৎ ও অগ্রতঃ এই দুই অব্যয়শব্দ প্রাচী ও প্রথমার্থে এবং পুরার্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে যাবৎ ও তাবৎশব্দ সাকল্য অবধি মান ও অবধারণ অর্থে বুঝাইয়া থাকে। অথো ও অথশব্দে মঙ্গল অনন্তর আরম্ভ প্রশ্ন কৃত্তে স্ন (সমস্ত) বুঝায়। বৃথা নিরথক অবাধ নানা অনেকার্থ ও উভয়ার্থ বুঝায় নু পৃচ্ছা বিকল্প অনু পশ্চাৎ সাদৃশ্য ননুশব্দে প্রশ্ন অবধারণ অনুজ্ঞা অনুনয় ও আমন্ত্রণ বুঝায় অপি গর্হা সমুচ্চয় প্রশ্ন শঙ্কা ও সম্ভাবনা বুঝায় বা উপমার্থে ও বিকল্পার্থে প্রযুক্ত হয়। সামি অর্দ্ধে ও জুগুপ্সিতে বুঝায় অমা সহার্থে ও সমীপার্থে। কং বারি ও মূর্দ্ধা এবং ইবার্থে ও ইত্থ্যমর্থে প্রযুক্ত হয় নূনং তর্কে ও নিশ্চয়ার্থে বুঝায়। জোষং তুষ্ণীমর্থে ও সুখে কিং পৃচ্ছার্থে ও জুগুপ্সার্থে নাম প্রকাশ্য সম্ভাবনা ক্রোধ উপগমন ও কুৎসার্থে প্রযুক্ত হয়। অলংশব্দ ভূষণ পর্য্যাপ্তি শক্তি ও বারণার্থ বাচক হুং বিতর্কে পারপ্রশ্নে এবং সময়া অন্তিকে ও মধ্যে বুঝায়। পুনঃ অপ্রথমে ভেদে এবং নির্ নিশ্চয় ও নিষেধে প্রযুক্ত হয়। পুরাপ্রবন্ধ চিরাতীত ও নিকটাগামী অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে উররী, উরী, উররী এই তিন শব্দ বিস্তার ও অঙ্গীকারার্থ প্রকাশ করে। স্বঃ স্বর্গ

(১) যেখানে একের প্রাধান্য সত্ত্বেও অন্যের গৌণাখ্যান তাহাকে অন্বাচয় কহে। ওহে বটু তুমি ভিক্ষাটন কর, গো আনয়ন ও করিবে। এখানে ভিক্ষাটনই প্রধান, তবে যদি গো দেখিতে পাও আনয়ন করিও নচেৎ ভিক্ষাটনই করিবে। সমাহার তিরোভিতাবয়ব ভেদ। ইতরেতর উদ্রিক্তাবয়ব ভেদ। সমুচ্চয় অনেকের একত্রী করণ।

পরলোক কিলশব্দে বার্তা ও সম্ভাবনা বুঝায়। খলু নিষেধ বাক্যালঙ্কার জিজ্ঞাসা ও অনুনয়ে প্রযুক্ত হয়। অভিতঃ সমীপ, উভয়তঃ, শীঘ্র, সাকল্য ও অভিমুখ্যার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাদুঃ নামার্থে ও প্রকাশার্থে প্রযুক্ত হয় মিথঃ, অন্যোন্য ও রহঃ অর্থ (নির্জ্জনার্থ) বুঝায়। তিরঃ অন্তর্ধান ও তির্য্যগর্থে প্রযুক্ত হয়। হা—বিষাদ শোক ও পীড়ার্থে এবং অহহ অদ্ভুতার্থে ও খেদে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হি হেত্বর্থে ও অবধারণার্থে চিরায়, চিররাত্রায় চিরাস্যাদি শব্দসকল চিরার্থ প্রকাশক। মুহুঃ পুনঃ পুনঃ, শশ্বৎ অভীক্ষ্ণ ও অসকৃৎ ইহারা সমানার্থক স্রাক্, ঝটিতি অঞ্জসা অহ্নায় সপদি দ্রাক্, মঙ্ক্ষু এইসকলই দ্রুতার্থে প্রযুক্ত হয়। বলবৎ সুষ্ঠু শোভনার্থক কিমুত কিং, কিমুত বিকল্পে তু, হি, চ, স্ম, হ, বৈ এইসকলশব্দ পাদপূরণে প্রযুক্ত হয়। আতি পূজনেও প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে দিবা দিন দোসা ও নক্তং রজনী। সাচ ও তিরঃ তির্য্যগর্থে পাট পাট্ অঙ্গ হে হৈ ভোঃ এই সকল শব্দ সম্বোধনার্থক সময়া নিকষা হিরুক্ এই শব্দত্রয় নিকটার্থ বোধক। সহসা অতর্কিত পুরঃ পুরত অগ্রত স্বাহা, শ্রৌসট্ বৌষট্ বষট্ স্বধা এইসকলশব্দ দেবাদির হবির্দ্দানে প্রযুক্ত হয়। কিঞ্চিৎ, ঈষৎ, মনাক্ অল্পার্থে প্রেত্য ও অমূত্রশব্দ জন্মান্তরে অর্থ প্রকাশ করে। যথা ও তথা শব্দ সাম্যার্থে অহো ও হো শব্দ বিস্ময়ার্থে প্রযুক্ত হয়। তুষ্ণী ও তুষ্ণীক মৌনার্থ বোধক সদা ও সপদি তৎক্ষণে বুঝায় দিষ্ট্যা সমুপযোষং আনন্দার্থ প্রকটিত করে। অন্তরে অন্তরা অন্তরেণ মধ্যার্থে প্রযুক্ত হয়। প্রসহ্য হঠার্থক সাম্প্রতং ও স্থানে এই শব্দদ্বয় যুক্তার্থে (যুক্তি যুক্তার্থে) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অভীক্ষ্ণ ও শশ্বৎ অনারত অর্থে; নহি, নো, ন অভাবে, মাস্ম ও মাল বারণে বুঝায় চেৎ ও যদি পক্ষান্তরার্থ বোধক। অদ্ধা ও অঞ্জসা এই অব্যয়দ্বয় তত্ত্বার্থ প্রকাশক প্রাদুঃ ও আবিঃ-শব্দ প্রকাশ্যে অর্থ প্রকাশ করে। ওম্ এবং পরমং এই তিন অব্যয় মতে (স্বীকারে) অর্থ বুঝায়। সমন্ততঃ পরিতঃ সর্ব্বতঃ ও বিশ্বক্ ইহারা একার্থ প্রকাশক কামম্ অকাম অনুমতি প্রকাশক। অস্তু অকাম উপগত (অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার) ননু বিরোধোক্তির এবং কচ্চিৎ কাম প্রবেদনের বোধক। নিঃষমং, দুঃষমং নিন্দার্থে যথাস্বং যথাযথ মৃষা, মিথ্যা, বিতথা যথার্থ যথাতথা এবং পুনঃ, বৈ, বা এই কয়েকটী অব্যয়শব্দ অবধারণবাচক। প্রাক্ অতীতার্থক এবং নূনম্ ও অবশ্য দুইটী নিশ্চয়ার্থক। সংবৎ বর্ষ অর্ব্বাক অবর। স্বয়ং আপনি নীচৈঃ অল্প। উচ্চৈঃ মহৎ। প্রায়ঃ বাহুল্য। শনৈঃ অদ্রুত। সনা নিত্য বহিঃ বাহ্য স্ম অতীত অস্ত অদর্শন। অস্তি স্বত্বে। উম্ রোষোক্তি। উ-প্রশ্ন ও অনুনয়ার্থে ও তোমাতে এই অর্থে প্রযুক্ত হয়। হুং তর্কে উষা রাত্রিতে ও অবসানে অর্থ প্রকাশ করে। নমঃ নতি; অঙ্গ পুনরর্থে দুষ্ট নিন্দায় এবং সুষ্ট প্রশংসায় প্রযুক্ত হয়। সায়ং সায়ে, প্রগে প্রাতঃ ও প্রভাতে। নিকষা অন্তিকে পরুৎপর বৎসর। সনঃ অব্দ; যতি পূর্ব্ব ও পূর্ব্বতর। অদ্য এইদিনে; পূর্ব্বদিনে ইত্যাদি অর্থে পূর্ব্বাৎ উত্তরাৎ পরাৎ অধরাৎ অন্যান্য তরেতরাৎ এ পূর্ব্বেদ্যু আদি শব্দ প্রযুক্ত হয়। উভয়দ্যুঃ ও উভয়দিনে। পরেদ্যবি পর দিনে। হো গতদিনে। শ্বঃ পরদিনে; পরশ্বঃ কল্যাদিনের পরদিনে। তদা, তদানীং তৎকালে যুগপৎ একবারে; একদা এক সময়ে; সর্ব্বদা ও সদা সর্ব্ব সময়ে; এতর্হি এই কারণে; সম্প্রতি,

ইদানীং অধুনা সাম্প্রতং এই কালার্থে প্রযুক্ত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অব্যয়বর্গ নামক সপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নানার্থ বর্গ।

একসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অগ্নি কহিলেন, নাক (১) আকাশ ও স্বর্গ লোক ভুবন জন। শ্লোক পদ্য, যশঃ; সায়ক শর, খড়্গ; আনক পটহ ভেরী; কলঙ্ক অঙ্ক, অপবাদ; ক (পুং) মারুত, ব্রহ্মা সূর্য্য। ক (ক্লীব) শিরঃ জল; পুলাক তুচ্ছধান্য সংক্ষেপ ভক্ত সিকথ কৌশিক মহেন্দ্র, গুগ্‌গুলু, উলূক, ব্যাল গ্রাহী শালাবৃক কপি শ্বা; মান পরিমাণ সাধন; সর্গ স্বভাব, নির্মোক্ষ নিশ্চয় অধ্যায় সৃষ্টি; যোগ-সন্নহন উপায় ধ্যান, সঙ্গতি যুক্তি; ভোগ সুখ স্ত্রী আদির সম্ভোগ; অব্জ শঙ্খ নিশা কর; কবট কাক করিগণ্ড; শিপিবিষ্ট দুশ্চর্ম্মা (টাক পড়া) মহেশ্বর; রিষ্ট হেম অশুভ অভাব; অরিষ্ট শুভ অশুভ; ব্যুষ্টি ফল সমৃদ্ধি। দৃষ্টিজ্ঞান চক্ষুঃ, দর্শন নিষ্ঠা নিষ্পত্তি নাশ অন্ত। কাষ্ঠা উৎকর্ষ স্থিতি দিক্‌; ইড়া ও ইলা শব্দে, ভূমি, গো এবং বাক্য বুঝায়; প্রগাঢ় ভৃশ কৃচ্ছ্র; ঋঢ় প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট (ত্রিলিঙ্গ) শক্ত স্থূল; ব্যূঢ় বিন্যস্ত, সংহত; কৃষ্ণ ব্যাস, অর্জ্জুন হরি; পণ দ্যূতক্রীড়া দিতে প্রদত্ত বস্তু ভৃতি মূল ধন। গুণ মৌর্ব্বী (ধনুগুণ), দ্রব্যা শ্রিত পদার্থ (দ্রব্যকে যে আশ্রয় করে), সত্ত্ব শুক্ল সন্ধ্যাদি। গ্রামণী শ্রেষ্ঠ অধিপ; ঘৃণা জুগুপ্সা, করুণ; তৃষ্ণা স্পৃহা পিপাসা; বিপণ আপন বণিক্‌ পথ। তীক্ষ্ণ বিষ অভিমরণ লৌহ খর; প্রমাণ হেতু মর্য্যাদা শাস্ত্র ইয়ত্তা প্রমাতা। কারণ ক্ষেত্র গাত্রাদি; ঈরিণ শূন্য মুষর। যন্তা হস্তিপক সূত; হেতি বাণ বহ্নিজ্বালা; শ্রুত শাস্ত্র অবধৃত কৃত যুগ পর্য্যাপ্ত। প্রতীত খ্যাত দৃষ্ট অভিজাত কুলজ বধ বিবিক্ত পূত বিজন; মূর্চ্ছিত মূঢ় উচ্ছ্রায় বিশিষ্ট। অর্থ অভিধেয় রৈ (ধন) বস্তু প্রয়োজন নিবৃত্তি; তীর্থ নিদান আগম ঋষি যুক্ট জল (ঋষি সেবিত জল) গুরু; ককুদ (পুনপুংসক) প্রাধান্য রাজ চিহ্ন, বৃষাঙ্গ। সম্বিৎ জ্ঞান সম্ভাষণ ক্রিয়াকার যুদ্ধ নাম। উপনিষৎ ধর্ম্ম রহঃ; শরৎ বৎসর ঋতু; পদ ব্যবসায় ত্রাণ স্থান চিহ্ন পাদ বস্তু। স্বাদু (ত্রিলিঙ্গ) ইষ্ট মধুর। মৃদু অতীক্ষ্ণ কোমল। সৎ সত্য সাধু বিদ্য (পুত্রের স্ত্রী), স্ত্রী। সুধা লেপ অমৃত স্নুহী (সীজুমনসা)। শ্রদ্ধা সম্প্রত্যয় স্পৃহা। ব্রহ্মবন্ধু পণ্ডিতম্মন্য, গর্ব্বিত। অধিক্ষেপ (নিন্দা)। ভানু রশ্মি দিবাকর। গ্রাবা শৈল পাষাণ। পৃথগ্‌জন মূর্খ নীচ; শিখরী তরু শৈল; তনুত্বক্‌ দেহ; আত্মা যত্ন ধৃতি বুদ্ধি স্বভাব ব্রহ্মবষ্ম (ব্রহ্মদেহ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ); উত্থান পৌরুষ তন্ত্র; ব্যুত্থান প্রতিরোধন; নির্য্যাতন বৈরশুদ্ধি দান ন্যাসার্পণ। ব্যসন বিপদ ভ্রংশ, কামজ ও কোপজ দোষ; মৃগয়া, অক্ষ দিবা স্বপ্ন পরিবাদ স্ত্রী মদ তৌর্য্যত্রিক বৃথাঢ্যা (বৃথা ভ্রমণ) কামজ এই দশগণ; পৈশুন্য, সাহস দ্রোহ ঈর্ষা, অসূয়া অর্থদূষণ, বাগ্‌দণ্ড পারুষ্য ক্রোধজাত এই অষ্টগণ; কৌপীন অকর্ম্ম গোপন; মৈথুন রতি সম্মেলন; প্রধান পরমার্থ বুদ্ধি প্রজ্ঞান বুদ্ধি চিহ্ন; ক্রন্দন রোদন আহ্বান; বর্ষ্ম দেহ প্রমাণ; আরাধন সাধন প্রাপ্তি তোষণ। রত্ন স্বজাতি শ্রেষ্ঠ

---

(১) নাক এই একটি শব্দের "আকাশ ও স্বর্গ" এই দুই অর্থ হয় এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

ও মণি মাণিক্যাদি; লক্ষ্ম চিহ্ন প্রধান; কলাপ ভূষণ বর্হ তূণীর সংহত; তল্প শয্যা অট্ট দার, ডিম্ভ শিশু বালিশ। স্তম্ভ স্থূণা জড়ীভাব। সভা সভ্য সংসৎ; রশ্মি কিরণ প্রগ্রহ (লাগাম) ধর্ম্ম পুণ্য, যমাদি। ললাম পুচ্ছ পুণ্ড্র অশ্ব ভূষা প্রাধান্য কেতু; প্রত্যয় অধীন শপথ জ্ঞান বিশ্বাস হেতু। সময় শপথ আচার, কাল সিদ্ধান্ত সংবিৎ। অত্যয় অতিক্রম কৃচ্ছ সত্য শপথ তথ্য। বীর্য্য বল প্রভাব রূপ্য প্রশস্ত; দুরোদর (পুং) দ্যূতকার। দুরোদর (ক্লীব) পণ দ্যূত। কান্তার (পুং নপুংসক) মহারণ্য দুর্গপথ। হরি যম অনিল, ইন্দ্র চন্দ্র, অর্ক বিষ্ণু সিংহাদি। দর (পুংন পুংসক) ভয় শ্বভ্র (ছিদ্র) জঠর উদর কঠিন; উদার দাতা মহান্; ইতর অন্য নীচ। মৌলি চূড়া কিরীট সংযতকেশ। বলি কর উপহারাদি। বল সৈন্য স্থৈর্য্যাদি। নীবী স্ত্রীদিগের কটিবন্ধন বস্ত্র পবিপণ; বৃষ শুক্রল মূষিক শ্রেষ্ঠ সুকৃত বৃষভ। আকর্ষ দ্যূতাক্ষ সারিফলক। অক্ষ (ক্লীবলিঙ্গ) ইন্দ্রিয়। অক্ষ (পুং) দ্যূতাঙ্গ কর্ষ ব্যবহার কলিদ্রুম। উষ্ণীষ কিরীটাদি। কর্ষূ কুল্যাণ অভিধায়ী। অধ্যক্ষ প্রত্যক্ষ অধিকৃত। বিভাবসু সূর্য্য অগ্নি। রস শৃঙ্গারাদি বিষ বীর্য্য, গুণ বাগ দ্রব। বর্চ্চঃ তেজঃ পুরীষ। আগঃ পাপ, অপরাধ। ছন্দঃ পদ্য অভিলাষ। সাধীয়ান্ সাধু বাঢ় (স্বীকার) ব্যূহ বৃন্দ ও সৈন্য রচনা; অহি বৃত্রাসুর, অগ্নি, খন্দু, অর্কাদি, তমোনুদ্গণকে বুঝায়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নানার্থবর্গ নামক একসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দ্বিসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ভূমিবনৌষধ্যাদি বর্গ।

অগ্নি কহিলেন, ভূমি পুর অদ্রি বনৌষধি সিংহাদিবর্গ বলিব। ভূ, অনন্তা, ক্ষমা, ধাত্রী, ক্ষ্মা, কু, ধরিত্রী মৃৎ মৃত্তিকা; প্রশস্তা মৃত্তিকার নাম মৃৎসা, মৃৎস্না মৃত্তিকা। জগৎ ত্রিপিষ্টপ, লোক, ভুবন, জগতী অয়ন, বর্ত্ম, মার্গ, অধ্ব, পন্থা পদবী, সৃতি, সরণি, পদ্ধতি, পদ্যা বর্ত্তনী একপদী। পূঃ (স্ত্রী) পুরী, নগরী, পত্তন, পুটভেদন, স্থানীয়, নিগম। মূলনগর হইতে অন্যপুর নির্গত হইলে তাহাকে শাখানগর কহে। যেখানে বেশ্যাগণ বাস করে তাহার নাম বেশ। আপণ, নিষদ্যা বিপণি পণ্যবীথিকা রথ্যা, প্রতোলী বিশিখা। চয়, বপ্র প্রাকার বরণ শাল প্রান্তভাগে বৃতিব নাম প্রাচীর। ভিত্তি (স্ত্রী) কুড্য অন্তর্ণ্যস্ত কীকসেব (কীকস অস্থিবৎ কাষ্ঠউপলক্ষিত হয়) নাম এড়ূক। বাস কূট (পুংক্লীব) শালা সভা সঞ্জবন ইহাই চতুঃশাল মুনিগণের পর্ণশালার নাম উটজ (পুংক্লীব) চৈত্য ও আয়তন তুল্য। মন্দুরা অশ্বশালা ধনিগণেরআবাসের নাম হর্ম্ম্যাদি। দেব ও রাজগণের আবাসের নাম প্রাসাদ। দ্বাঃ (দ্বার শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ) দ্বার, প্রতীহার বিতর্দ্দি বেদিকা বিটঙ্ক (পুংনপুং) কপোতপালিকা। কবাট, অবর নিঃশ্রেণি, অধিরোহিণী সিড়ি সম্মার্জ্জনী, শোধনী। সঙ্কর, অবকর। অদ্রি, গোত্র, গিরি, গ্রাবা; গহন কানন, বন, আরাম উপবন বা কৃত্রিমবন। এই বন, অন্তঃপুরোচিত হইলেই প্রমোদ বন হয়। বীথি আলি, আবলী পংক্তি শ্রেণি, লেখা, বাজি ফলপুষ্প সমন্বিত হইলে বানস্পত্য, উহা পুষ্পহীন হইলেই বনস্পতি এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ফল

পাকিলেই যাহারা বিনষ্ট হয়, তাহারা ওষধি। পলাশী দ্রু, দ্রুম, অগম স্থাণু (বিকল্পেপুং) ধ্রুব, শঙ্কু। প্রফুল্ল উৎফুল্ল সংস্ফুট পলাশ, ছদন, পর্ণ, ইধ্ম এবং সমিৎ স্ত্রীলিঙ্গ বোধিদ্রুম চলদল অশ্বত্থ দধিথ গ্রাহী মন্মথ দধিফল পুষ্পদল দন্তশঠ। উডুম্বর হেমদুগ্ধ কোবিদার দ্বিপত্রক সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্ কৃতমাল সুবর্ণক। আরেবত ব্যাধি-পাক ব্যাধিঘাত সঙ্কাক ছত্তুরঙ্গল জম্বীর দন্তশঠ বরুণ তিক্তশাবক পুন্নাগ পুরুষ তুঙ্গ কেশর দেব-বল্লভ পারিভদ্র নিম্বতরু মন্দার পারিজাতক বঞ্জুল চিত্রকৃৎ। পীতনক পীতন পুং আম্রাতক মধুক, গুড়পুষ্প মধুদ্রুম পীলু গুড়ফল স্রংসী কোঙ্কণাদি দেশজ বৃক্ষ বিশেষ নাদেয়ী অম্বুবেতস শোভাঞ্জন শিগ্রু তীক্ষ্ণগন্ধ কাক্ষীর মোচক রক্ত প্রভাঞ্জন, মধু শিগ্রু। অরিষ্ট ফেনিল রিঠাকরঞ্জা গালব, শাবর, লোধ্র তিরীট তিল্ব মাজ্জন শেলু শ্লেষ্মাতক শীত উদ্দাল বহুবারক বৈকঙ্কত শ্রুবাবৃক্ষ গ্রন্থিল, ব্যাঘ্রপা। তিন্দুক স্ফূর্জ্জক কাল নাদেয়া ভূমি-জম্বুক কাকতিন্দু পীলুক। পাটলি, মোক্ষ মুষ্কক। ক্রমুক পট্টি কাথ্য। কুম্ভী কৈটর্য্য কট্‌ফল। বীরবৃক্ষ অরুষ্কর অগ্নিমুখী ভল্লাতকী (ত্রিলিঙ্গ)। সর্জ্জক, আসন জীব পীতসাল মালক সর্জ্জ অশ্বকর্ণ। ইন্দ্রদ্রু, ককুভ অর্জ্জুন। ইঙ্গুদীতাপসতরু। মোচা শাল্মলি। চিরবিল্ব নক্ত মাল করজ, করঞ্জক। প্রকীর্য্য, পূতিকরজঃ মার্কটী অঙ্গার বল্লরী। রোহী রোহিতক, প্লীহ শত্রু দাড়িম পুষ্পক। গায়ত্রী বালতনয় খদির দন্তধাবন। বিট্‌খদির অরিমেদ। কদর শ্বেত খদির। পঞ্চাঙ্গুল বর্দ্ধমান চঞ্চু গন্ধর্ব্ব হস্তক। পিণ্ডীতক মরুবকে পীতদারু দারু দেব-দারু পূতিকাষ্ঠ। শ্যামা মহিলাহ্বয়া লতা গোব ন্দনী গুন্দা প্রিয়ঙ্গু ফলিনী ফলী। মণ্ডূকপর্ণ পত্রোর্ণ নট কট্বঙ্গ টুণ্টুকা। শোনাক, শুকনাস ঋক্ষ দীর্ঘবৃন্ত কুটন্নট। পীতদ্রু সরল। নিচুল অম্বুজ ইজ্জল। কাকোডুম্বরিকা ফল্গু। অরিষ্ট পিচুমর্দ্দক সর্ব্বতো ভদ্রক নিম্ব; শিরীষ কপীতন; বকুল বঞ্জুল; পিচ্ছিলা অগুরু শিংশপা; জয়া, জয়ন্তী তর্কারী; কণিকা গণিকারিকা, শ্রীপর্ণ, অগ্নিমন্থ; তণ্ডুলীয় অল্পমারিষ; সিন্ধুবার নির্গুণ্ডী আস্ফোতা বনোস্তবা; গণিকা যূথিকা অম্বষ্ঠা সপ্তলা, নবমালিকা; অতিমুক্ত, পুণ্ড্রক; কুমারী, তরুণী সহা; তাহারা রক্তবর্ণ হইলে কুরুবক ও তাহা পীতবর্ণ হইলে কুরুণ্টক কহে; নীলাঝিণ্টী (স্ত্রী পুং লিঙ্গ) ঝিণ্টী; সৈরিয়ক; তাহা রক্ত হইলে কুরুবক পীত হইলে সহচরী (স্ত্রী পুং) কহে; ধুস্তুর, কিতব ধূর্ত্ত; রুচক, মাতুলঙ্গক; সমীরণ প্রস্থপুষ্প ফণিজ্ঝক; পর্ণাস কুঠেরক; আস্ফোত বসুকার্কক; শিবমল্লী, পাশুপত, বৃন্দা, বৃক্ষাদণী; জীবন্তিকা, বৃক্ষরুহা, গুড়ূচী, তন্ত্রিকা মৃত, সোম বল্লী, মধুপর্ণী; মূর্ব্বা মোরটী মধূলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণী; পাঠা অম্বষ্ঠা বিদ্ধ-কর্ণী প্রাচীনা, বনতিক্তিকা; কটু কটু স্তরা; চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী আত্মগুপ্তা প্রাবৃষায়ী কপিকচ্ছু মর্কটী; অপামার্গ, শৈখরিক প্রত্যক্‌পর্ণী ময়ূরক; ফঞ্জিকা, ব্রাহ্মণী, ভার্গী; দ্রবন্তী শম্বরী, বৃষা মণ্ডূকপর্ণী; ভণ্ডীরী, সমঙ্গা, কালমেষিকা; রোদনা কচ্ছুরা, অনন্তা, সমুদ্রান্তা, দুরালভা; পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, কলসি, ধাবনি গুহা; নিদিগ্ধিকা, স্পৃশী ব্যাঘ্রী ক্ষুদ্রা দুস্পর্শা। অবল্‌গুজ সোমরাজী, সুবল্লি সোমবল্লিকা, কালমেষী, কৃষ্ণফলা বাকুচী, পূতিফলী। কণা, উষণ, উপকুল্যা শ্রেয়সী, গজ-পিপ্‌পলী। চব্য, চবিকা, কাকচিঞ্চী গুঞ্জা কৃষ্ণলা বিশ্বা বিষা প্রতিবিষা; বনশৃঙ্গাট, গোক্ষুর; নারা-

য়ণী শতমূলী ; কালেযক, হরিদ্রব ; দার্বী পচম্পচা দারু ; শুক্লা বচা হৈমবতী, বচা, উগ্র গন্ধা ষড়্‌গ্রন্থা ; গোলোমী শতপর্ব্বিকা ; আস্ফীতা, গিরিকর্ণী ; সিংহাস্য বাসক, বৃষ ; মিশী মধুরিকা, ছত্রা ; কোকিলাক্ষ ইক্ষুর ক্ষুরা ; বিড়ঙ্গ, কৃমিঘ্ন বজ্রদ্রু স্রুক্, স্নুহী, সুধা ; মৃদ্বীকা, গোস্তনী, দ্রাক্ষা বলা বাট্যালক ; কাল্য, মসূর বিদলা ; ত্রিপুটা, ত্রিবৃতা ত্রিবৃৎ ; মধুক ক্লীতক যষ্টি মধুকা, মধু যষ্টিকা ; বিদারী, ক্ষীর শুক্লা ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা ; গোপী শ্যামা, শারিবা। অনন্তা উৎপন্ন শারিবা ; মোচা, রম্ভা কদলী ভণ্টাকী দুষ্পধর্ষিণী স্থিরা ধ্রুবা সালপর্ণী ; শৃঙ্গী, ঋষভ বৃষ ; গাঙ্গেরুকী, নাগবলা ; মুষলী, তাল মূলিকা, জ্যোৎস্নী পটোলিকা, জালী ; অজশৃঙ্গী, বিষাণিকা, লাঙ্গলিকী অগ্নিশিখা ; তাম্বূলী, নাগবল্লী ; হরেণু রেণুকা কৌন্তী হ্রাবের, দিব্যনাগর। কালা অনুসারা অরুন্ধা, অশ্মপুষ্প শীত শিব, শৈলেয়। তাল পর্ণী দৈত্যা গন্ধকুটী, মুরা ; গ্রন্থিপর্ণ শুক বর্হি ; বলা ত্রিপুটা ত্রুটি ; শিবা, তামলকী ; হনু হট্টবিলাসিনা ; কুট, নট, দশপুর, বানেয় পরিপেলব, তপস্বিনী, জটামাংসী ; পৃক্কা, দেবী, লঘু ; কর্চ্চূরক, দ্রাবিড়ক ; গন্ধমূলা, শঠী। ঋক্ষগন্ধা, ছগলান্ত্রা ; বেগী বৃদ্ধদারক ; তুণ্ডিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলুপর্ণী। চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, অম্বষ্ঠা ; স্বর্ণক্ষীরী হিমাবতী ; সহস্রবেধী, চুক্র, অম্লবেতস, শতবেধী ; জীবন্তী, জীবনী, জীবা, ভূমিনিম্ব, কিরাতক। কূর্চ্চশীর্ষ, মধুরক, চন্দ্র, কপিবৃক্ষক। দদ্রুঘ্ন, এড়জাত ; বর্ষাভূ, শোথহারিণী। কনদস্ত্রী, নিকুম্ভদন্তা, যমানী, বার্ষিকা ; লশুন, গৃঞ্জন, অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক। বারাহী, বদরা, গৃষ্টি। কাকমাচী, বায়সী। শতপুষ্পা, সিতচ্ছত্রা, অতিচ্ছত্রা, মধুরা, মিসিঃ। অবাক্‌পুষ্পী, কারবী ; সরণা, প্রসারিণী ; কটম্ভরা, ভদ্রফলা ; কর্ব্বূর, শটী ; পটোল, কুলক, তিক্ত ; কারবেল্ল, কটিল্লক কুষ্মাণ্ডক, কর্কারু ; ইর্ব্বারু (স্ত্রী) কর্কটী (স্ত্রী)। ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী ; বিশালা, ইন্দ্রবারুনী ; অর্শঘ্ন, শূরণ, কন্দ ; মুস্তক, কুরুবিন্দক ; বংশ, ত্বক্‌সার, কর্ম্মার, বেণু, মস্কর, তেজন ; ছত্র অতিছত্রা, পালঘ্ন, মালাতৃণক ভূস্তৃণ। তৃণবাজাহ্বয়, তাল, ঘোণ্টা, ক্রমুক, পূগক।

শার্দ্দূল, দ্বীপী, ব্যাঘ্র। হর্য্যক্ষ, কেশরী, হরি। কোল, পোত্রী, বরাহ। কোক, ঈহামৃগ, বৃক। লূতা, ঊর্ণনাভ, তন্তুবায়, মকট। বৃশ্চিক, শূককীট। সারঙ্গী, স্তোকক ; কৃকবাকু, তাম্রচূড়। পিক, কোকিল ; কাক, কোকিল, অরিষ্ট ; বক, কহ্ব ; কোক, চক্র, চক্রবাক ; কাদম্ব, কলহংস ; পতঙ্গিকা, পুত্তিকা ; সরঘা ; সবঘা, মধুমক্ষিকা ; দ্বিরেফ, পুষ্পলিট, ভৃঙ্গ, ষট্‌পদ, ভ্রমর, অলি ; কেকী, শিখী ; উহার বাক্যের নাম কেকা ; শকুন্তি, শকুনি, দ্বিজ ; পক্ষতি, (স্ত্র) পক্ষমূল ; চঞ্চু, (স্ত্রী) ত্রোটি ; পক্ষিগণের গতির নাম উড্ডান, সংডীন ; কুলায় (পু) নীড়, (পুং নপুং) পেশী ও কোষহীন হইলে অণ্ড বলা যায়। পৃথুক, শাবক, শিশু, পোত, পাক, অর্ভক, ডিম্ভ ; সন্দোহ, ব্যূহ, গণ, স্তোম, ওঘ, নিকর, ব্রাত, নিকুরম্ব, কদম্বক, সংখাত, সঞ্চয়, বৃন্দ ; পুঞ্জ, রাশি, কূটক।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ভূমিবনৌষধ্যাদিবর্গ নামক দ্বিসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্রিসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নৃব্রহ্মক্ষত্রবিট্ শূদ্রবর্গ।*

অগ্নি কহিলেন, এক্ষণে নৃ ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বিট ও শূদ্রবর্গের নাম বলিব। নর, পঞ্চজন, মর্ত্ত্য; যোষিৎ, যোষা, অবলা, বধূ; যে নারী কান্তার্থিনী হইয়া সংকেতস্থানে গমন করে তাহাকে অভিসারিকা কহে। কুলটা, পুংশ্চলী, অসতী নগ্নিকা, কোটরী। যে নারী অদ্ধবৃদ্ধা তাহাকে কাত্যায়নী এবং যে পরগৃহে বাস করে তাহাকে সৈরিন্ধ্রি কহে। অসিক্নী, অবৃদ্ধা; মলিনী, রজস্বলা; বারস্ত্রী, গণিকা, বেশ্যা; ভ্রাতৃজায়াকে যাতা কহে। স্বামির ভগিনী, ননান্দা; সপিণ্ড, সনাভি; সমানোদর্য্য, সোদর্য্য, সগর্ভ্য, সহজ। সগোত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি, বন্ধু, স্ব, স্বজন; দম্পতী, জম্পতী জায়াপতী; গর্ভাশয়, জরায়ু উল্ব কলল (অস্ত্রী); গর্ভ ভ্রূণ; ক্লীব শণ্ড নপুংসক; উত্তানশায়া (চিৎ হইয়া যে শয়ন করে) ডিম্ভ বালক মাণবক। পিচিণ্ডিল বৃহৎ কুক্ষি; অবভ্রট নত নাসিক; বিকলাঙ্গ পোগণ্ড; আরোগ্য অনাময়। এড় বধির; কুব্জ গড়ুল; কুণি কুকর; ক্ষয় শোষ যক্ষ্মা; প্রতিশ্যায় পীনস; ক্ষুৎ (স্ত্রী) ক্ষুত ক্ষয়; কাশ ক্ষবথু (পুং); শোথ শ্বযথু শোফ; পাদ স্ফোট বিপাদিবা কিলাস সিধ্মকচ্ছু; পাম পামা বিচর্চ্চিকা; কোঠ মণ্ডলক কুষ্ঠ। শ্বিত্র দুশ্চর্ম্ম কার্শঃ; অনাহ বিবন্ধ গ্রহণী রুক্ প্রবাহিকা; বীজ বীর্য্য ইন্দ্রিয় শুক্র; পলল ক্রব্য আমিষ; বুক্ক অগ্রমাংস হৃদয় হৃৎ; বপা বসা মেদঃ; পশ্চাদ্গ্রীবার শিরার নাম মন্যা; নাড়ী ধমনি শিরা; তিলক ক্লোম মস্তিষ্ক; দূষিকা নেত্রমল; অন্ত্র পুরী তাহার গুল্মের নাম প্লীহা; বস্নসা স্নায়ু কালখণ্ড যকৃৎ কর্পূর কপাল (অস্ত্রী) কীকস কুল্য অস্থি কঙ্কাল শরীরাস্থি; কশেরুকা পৃষ্ঠাস্থি; করোটি (স্ত্রী) মস্তকাস্থি। পর্শুকা পার্শ্বাস্থি; অঙ্গ প্রতীক অবয়ব; শরীর বর্ষ্ম বিগ্রহ; কট (পুং) শ্রোণিফলক; কটি শ্রোণি ককুদ্মতী; ত্রিক টির পশ্চাদ্ভাগের নাম নিতম্ব এবং তাহার পুরোভাগের নাম জঘন (নপুং); ককুন্দর নিতম্বস্থ কূপকদ্বয়। স্ফিক্ (স্ত্রী) কটিপ্রোথদ্বয়; উপস্থ যোনি ও শিশ্ন; ভগ যোনি; শিশ্ন মেঢ্র মোহন শেফস্; পিচিণ্ড কুক্ষি; উদর পুন্দ; কুচ স্তন; চুচুক কুচাগ্র; ক্রোড় (ক্লীব স্ত্রীলিঙ্গ) ভুজান্তর; স্কন্ধ ভুজশিরঃ অংশ (অস্ত্রী); তাহার সন্ধিদ্বয়ের নাম জত্রু; পুনর্ভব কররুহ নখ (অস্ত্রী) নখর (অস্ত্রী) প্রাদেশ তাল গোকর্ণ ক্রমে তর্জ্জনী আদি বিশিষ্ট বিস্তারে বুঝায়; কনিষ্ঠ বিশিষ্ট অঙ্গুষ্ঠের নাম বিতস্তি তাহা দ্বাদশাঙ্গুল; বিস্তৃতাঙ্গুল পাণিকে চপেট প্রতল ও প্রহস্ত কহে। বদ্ধমুষ্টি করকে রত্নি এবং কনিষ্ঠামুক্ত তদ্রূপ করকে অরত্নি কহে। অবটু ঘাটা কৃকাটিকা তাহা ত্রিরেখা বিশিষ্ট হইলে কম্বুগ্রীবা কহে; ওষ্ঠের অধোভাগের নাম চিবুক; গণ্ডস্থল হনু; নেত্রদ্বয়ের অন্তভাগের নাম অপাঙ্গ; কটাক্ষ অপাঙ্গদ্বারা দর্শন; চিকুর কুন্তল বাল; প্রতিকর্ম্ম প্রসাধন; আকল্প বেশ নেপথ্য; প্রত্যক খেল যোগজ; চূড়ামণি শিরোরত্ন; তরল হার মধ্যগ। কর্ণিকা তালপত্র। লম্বন ললন্তিকা। মঞ্জীর নূপুর পাদে। কিঙ্কিণী ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। দৈর্ঘ্য আয়াম আরোহ। পরিণাহ বিশালতা। পটচ্চর জীর্ণবস্ত্র সংব্যান্ত উত্তরীয়ক রচনা পরিস্পন্দ। আভোগ পরিপূর্ণতা। সমুদ্গক সম্পুটক। প্রতিগ্রাহ পতদ্গ্রহ;

চতুঃসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মবর্গ।

অগ্নি কহিলেন, বংশ, অন্ববায়, গোত্র, কুল, অভিজন, অন্বয়। মন্ত্রবাখ্যাকৃৎ, আচার্য্য; আদেষ্টা অধ্বরে ব্রতী; যষ্টা, যজমান; জ্ঞাত্বারম্ভ, উপক্রম; যাহাদিগের গুরু এক, তাহাদের নাম সতীর্থ; সভ্য, সামাজিক সভাসদ, সভাস্তার; ঋত্বিক, যাজক; অধ্বর্য্যু, গাতা, হোতা, এই উভয় নাম ক্রমে যযুর্ব্বেদে ও সামবেদে উক্ত হয়। চষাল, যূপকটক; স্থণ্ডিল, চত্বর; ক্ষীর, দধিযোগে উষ্ণ করিয়া ঘ্নত করিলে তাহাকে আমিক্ষা (ছানা) কহে। দধিযুক্ত ঘৃতের নাম পৃষদাজ্য। পরমান্ন, পায়স; যে পশু যজ্ঞে অভিমন্ত্রিত হইয়া হত হয়, তাহাকে উপাকৃত পশু কহে। পরম্পরাক, সমান, বধার্থপ্রেক্ষণ অর্থাৎ বধের নিমিত্ত অভিষেক। পূজা, নমস্যা, অপচিতি, সপর্য্যা, অর্হণা; বরিবস্যা, শুশ্রূষা; পরিচর্য্যা, উপাসনা; নিয়ম ব্রত (অস্ত্রী) তাহা উপবাসাদি পুণ্যকর; মুখ্য প্রথম কল্প, তাহার অধম অনুকল্প; কল্প, বিধিক্রম; বিবেক, বিবেক, পৃথগাত্মতা; সংস্কার পূর্ব্বক শ্রুতির গ্রহণকে উপাকরণ কহে; ভিক্ষু, পরিব্রাট, কর্ম্মন্দী, পারাশরী, মস্করী; ঋষি, সত্যবাক; স্নাতক, আপ্লুতব্রতী; যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়াছেন, তাহাদিগকে যতি ও যতী কহে। শরীরসাধনাপেক্ষ যে নিত্যকর্ম্ম, তাহার নাম যম। অনিত্য আগন্তুসাধন যে কর্ম্ম, তাহাকে নিয়ম কহে। ব্রহ্মভূয়, ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মসাযুজ্য।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্রহ্মবর্গ নামক চতুঃসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ক্ষত্রবিট্শূদ্রবর্গ।

অগ্নি কহিলেন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজন্য, বাহুজ, ক্ষত্রিয়, বিরাট। যাঁহার বলবীর্য্যে অশেষ সামন্ত বশীভূত হয়, তাহাকে রাজা ও অধীশ্বর কহে। যিনি চক্রবর্ত্তী ও সার্ব্বভৌম, তিনিই মণ্ডলেশ্বর নৃপতি। মন্ত্রী, ধীসচীব, অমাত্য, মহামাত্র, প্রধানক। ব্যবহার সমূহের দর্শককে প্রাড়্‌বিবাক ও অক্ষদর্শক কহে। কনকাধ্যক্ষ, ভৌরিক; অধ্যক্ষ, অধিকৃত; অন্তঃপুরে অধিকৃত ব্যক্তিকে অন্তর্বংশিক কহে। সৌবিদল্ল, কঞ্চুকী, স্থাপত্য, সৌবিদ। ষণ্ড, বর্ষবর; সেবক, অনুজীবী; দেশের প্রতিকূল রাজা শত্রু; তদ্ভিন্ন মিত্র। উদাসীন, পরতর; পৃষ্ঠস্থায়ী, পার্ষ্ণিগ্রহ; চর, স্পশ, প্রণিধি; আয়ত, উত্তরকাল; তৎকাল, তদাত্ব; উদক, উত্তরফল; অদৃষ্ট, বহ্নিতোয়াদি; দৃষ্ট, স্বপরচক্রজ। ভদ্রকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভ; ভৃঙ্গার, কনকালুকা; গর্জ্জিত ও মত্ত হইলে প্রভিন্ন কহে। বমথুঃ কর-শীকর; শৃণি (স্ত্রী) অঙ্কুশ (অস্ত্র); পরিস্তোমঃ কথ; (ন পুং) কর্ণীরথ, প্রবহণ; দোলা ও প্রেঙ্খাদিকা স্ত্রীলিঙ্গ; আধোরণ, হস্তিপক। নিষাদী, গজারোহী। ভট, যোধ, যোদ্ধা। কঞ্চুক, বারণ অস্ত্রী; শীর্ষণ্য, শিরস্ত্র। তনুত্র, বর্ম্ম, দংশন। আমুক্ত, প্রতিমুক্ত, পিনদ্ধ, অপিনদ্ধ, তুল্য। ব্যূহ, বলবিন্যাস। চক্র, অনীক, অস্ত্রী; এক গজ, এক রথ, তিন অশ্ব ও পঞ্চ পদাতিক এই সকলের নাম। পত্তির অঙ্গ সকলকে তিন গুণ করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমে আখ্যা অর্থাৎ নাম হইবে। যথা, সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃথনা, চমূ, অনীকিনী; দশ অনীকীনীতে এক অক্ষৌহিনী। ঐ সকলে গজাদি সকল অঙ্গই থাকিবে। ধনুঃ,

কোদণ্ড, ইম্বাস। ধনুষ্কোটীর নাম অটনি; নস্তক, ধনুমধ্য; মৌর্ব্বী, জ্যা; শিঞ্জিনী, গুণ; পৃষৎক, বাণ; বিশিখ, অজিহ্মগ, খগ, আশু; তূণ, নিষঙ্গ, ইষুধি (স্ত্রীতুং); অসি, ঋষ্টি, নিস্ত্রিংশ, করবাল, কৃপাণ তুল্য; ৎসরু, খড়্গমুষ্টি; ঈলী, করপালিকা; কুঠার, সুধিতি; ছুরিকা, অসিপুত্রিকা; প্রাস, কুন্ত; সর্ব্বলা, তোমর, অস্ত্রীলিঙ্গ,; বৈতালিক, বোধকর; বাগধ, বন্দী, স্তুতিপাঠক; প্রতিজ্ঞাহেতুক সংগ্রাম হইতে অনিবৃত্ত সৈন্যই সংসপ্তক; পতাকা, বৈজয়ন্তী, কেতন, ধ্বজ, (অস্ত্রী) আমি পূর্ব্বে, আমি পূর্ব্বে এইরূপ উক্তির নাম অহম্পূর্ব্বিকা; পরস্পর অহংকার করণই অহমহমিকা; শক্তি, পরাক্রম, প্রাণ, শৌর্য্য, স্থানসহ, বল। মূর্চ্ছা, কশ্মল, মোহ অবমর্দ্দ পীড়ন; অভ্যবস্কন্দন অভ্যাসাদন; বিজয়, জয় নির্ব্বাসন, সংজ্ঞপন, সারণ প্রতিঘাতন; পঞ্চতা কালধর্ম্ম, দিষ্টান্ত, প্রলয়, অত্যয়, বিট ভূমিস্পৃক্ বৈশ্য; বৃত্তি, বর্ত্তস, জীবন; কৃষ্যাদিও বৃত্তি কুসীদ বৃদ্ধি জীবিকা উদ্ধার অর্থপ্রয়োগ, কনিশ, শস্যমঞ্জরী; কিংশার, শস্যশূক স্তম্ব তৃণাদির গুৎস; ধান্য, ব্রীহি, স্তম্বকরি কড়ঙ্গর বুষ তুষ মাষাদি শমীধান্য যবাদি শুকধান্য; নীবার তৃণধান্য শূর্প প্রস্ফোটন স্যূত, প্রসেব কণ্ডোল পিট কট কিনিঞ্জক; রসবতী পাকস্থান মহানস; পৌরগব পৌরাধ্যক্ষ; সূপকার বল্লব আরালিক আন্ধসিক, সূদ, ঔদনিক গুণ; অম্বরীষ নপুংসক ভ্রাষ্ট পুং কর্করী, আলু, গলন্তিকা; আলিঞ্জর, মণিক; সুষবী কৃষ্ণজীবক আরনাল কুল্মাষ বাহ্লীক, হিঙ্গুরামঠ মিশা, হরিদ্রা পীতা স্ত্রী খণ্ড, মৎসণ্ডি, ফাণিত; কূর্চ্চিকা, ক্ষীরবিকৃতি স্নিগ্ধ, মসৃণ, চিক্কণ; পৃথুক, চিপিটক ধানা স্ত্রী, ভ্রষ্টযব জেমন, লেপ, আহার মাহেয়ী, সৌরভী গো, যুগাদির বহনকারী বৃষাদিকে যুগ্য, প্রাসঙ্গ্য ও শাটক কহে; চিরসূতা গাভীর নাম বষ্কয়ণী, নব প্রসূতিকার নাম ধেনু; বৃষভাক্রান্তা গাভীর নাম সন্ধিনী গর্ভোপঘাতিনী গাভীকে বেহৎ কহে; পণ্যাজীব আপণিক ন্যাস উপনিধি পুং বিপণ বিক্রয়; সংখ্যা ও সংখেয়ে দশাবধি ত্রিলিঙ্গ; বিংশত্যাদি সংখ্যা ও সংখ্যেয়ের সকলই নিয়তই একবচনান্ত প্রযুক্ত হয়; সংখ্যার্থে দ্বিবহুবচনান্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে নবতি পর্য্যন্ত সমস্তই স্ত্রীলিঙ্গ; পংক্তির শতসহস্রাদি ক্রমে দশগুণ হইয়া থাকে; লাঙ্গলি প্রস্থদ্বারা মান হয়; পঞ্চগুঞ্জায় আদ্যমাষক ষোড়শ, আদ্যমাষকে এক অক্ষ বা কর্ষ; কর্ষচতুষ্টয়ে একপল অক্ষপরিমিত হেমের নাম সুবর্ণবিস্ত, পলমিতি হেমের নাম কুরুবিস্ত; তুলা স্ত্রী পলশত বিংশতি-তুলায় একভার; কার্ষাপণ, কার্ষিক কার্ষিক, তাম্রিক পণ; দ্রব্য, বিত্ত' স্বাপতেয়, শিক্‌থ, ঋকথ, ধন, বসু; রীতি স্ত্রী আরকূট তাম্রক পুংক্লীব শুল্ব, ঔডুম্বর লৌহ, তীক্ষ্ণ, কালায়স, অয়ঃ, ক্ষায়, কাচ, চপল; রস, সূত, পারদ; গরল, মাহিষ শৃঙ্গ; ত্রপু সীসক, পিচ্চট; হিণ্ডীর, অব্ধিকফ, ফেণ মধূচ্ছিষ্ট, সিক্‌থক; রঙ্গ, বঙ্গ, পিচুস্থূল কূলটী, মনঃশীলা; যবক্ষার, পাক্য, ত্বক্ক্ষীর, বংশলোচন; বৃষল, জঘন্যজ, শূদ্র, চাণ্ডাল অন্ত্যজ, শঙ্কর, কারু, শিল্পী; সজাতির সহিত সংহত হইলে তাহাকে শ্রেণি (পুংস্ত্রী) বলাযায়। রঙ্গাতীর চিত্রকর; ত্বষ্টা, তক্ষা, বর্দ্ধকি। নাড়িন্ধম, স্বর্ণকার নাপিত অন্ত্যাবসায়ী, জাবাল, অজাজীব। দেবাজীব দেবল। জায়াজীব শৈলূষ। ভৃতক, ভৃতিভুক। বিবর্ণ পামর নীচ প্রাকৃত, পৃথগ্‌জন। বিহীন অপসদ জাল্ম। ভৃত্য, দাসের

চেটক। পটু, পেশল, দক্ষ। মৃগয়ু, লুব্ধক। চাণ্ডাল দিবাকীর্ত্তি। পুস্ত, লেখ্যাদি কর্ম্ম। পঞ্চালিকা, পুত্রিকা। বর্কর, তরুণ পশু। মঞ্জুষা, পেটক, পেড়া। প্রতিমা, প্রতিকৃতি। এই ব্রহ্মাদি বর্গ কথিত হইল।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ক্ষত্রবিট্ শূদ্রবর্গ নামক পঞ্চসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষট্‌সপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সামান্য নামলিঙ্গ।

অগ্নি কহিলেন, সামান্য নাম লিঙ্গ সকল বলিব শ্রবণ কর। সুকৃতী পুণ্যবান্ ধন্য। মহেচ্ছ মহাশয়। প্রবীণ নিপুণ অভিজ্ঞ বিজ্ঞ নিষ্ণাত শিক্ষিত। বদান্য স্থূল লক্ষ। দানশৌণ্ড বহুপ্রদ। কৃতী কৃতজ্ঞ কুশল। আসক্ত ও উদ্যুক্ত ই উৎসুক। ইভ্য আঢ্য পরিবৃঢ় অধিভূ নায়ক অধিপ। লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ শ্রীল। স্বতন্ত্র স্বৈরী, অপাবৃত। খলপূ বহুকর। দীর্ঘসূত্র চিরক্রিয়। জাল্ম অসমীক্ষ্য কারী। ক্রিয়ায় যেমন্দ তাহাকে কুণ্ঠ কহে। কর্ম্ম শূর কর্ম্মঠ। ভক্ষক ঘস্মর লোলুপ গর্ধন গৃধ্নু। বিনীত প্রশ্রিত, ধৃষ্ট, ধৃষ্ণু, বিযাত নিভৃত। প্রতিভান্বিত প্রগল্‌ভ। ভীরুক ভীরু। বন্দারু, অভিবাদক। ভূষ্ণু ভবিষ্ণু ভবিতা জ্ঞাত বিদুর বিন্দুক। মত্ত শৌণ্ড উৎকট ক্ষীব চণ্ড অত্যন্ত কোপন। দেবান্ অঞ্চাত অর্থাৎ দেব তাদিগের নিকট যে গমন করিতেছে, সে দেবদ্র্যঙ এইরূপ বিশ্বক অঞ্চতি বিশ্বদ্র্যঙ। যে সহ গমন করিতেছে সে সধ্রঙ। তিরোহঞ্চতি, ইতি তির্য্যঙ বাচোযুক্তি পটু বাগ্মী বাবদূক বক্তা। জল্পক, বাচাল। বাচাট, বহুগর্হ্যবাক্। অপধ্বস্ত ধিক্কৃত বদ্ধ কালিত সংযত। বরণ শব্দনো নান্দীবাদী, নান্দীকর। ব্যসনার্ত্ত উপরক্ত। বিহস্ত ব্যাকুল নৃশংস ক্রূর ঘাতুক। পাপ ধূর্ত্ত বঞ্চক। মূর্খ, বৈদেহ বালিশ কদর্য্য কৃপণ ক্ষুদ্র মার্গণ যাচক, অর্থী। অহংযু, অহঙ্কার বচন্। শুভ যু শুভান্বিত কান্ত মনোরম রুচ্য হৃদ্য অভীষ্ট অভীপ্সিত। অসার ফল্গু শূন্য। মুখ্য বর্য্য বরেণ্য। শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠ পুষ্কল প্রাগ্র্য অগ্র অগ্রীয় অগ্রিম। বড় উরু বিপুল। পীন পিবনি স্থূল পীবর। স্তোক অল্প ক্ষুল্লক। সূক্ষ্ম শ্লক্ষ দভ্র কৃশ তনু। মাত্রা ক্রুটী লব কণা ভূয়িষ্ঠ পুরুহ পুরু। অখণ্ড পূর্ণ সকল। উপকণ্ঠ অন্তিক অভিতঃ। সমীপ সন্নিধ অভ্যাস। নেদিষ্ঠ সুসমীপ দবিষ্ঠ সুদূর। বৃত্ত নিস্তল বর্ত্তুল উচ্চ প্রাংশু। উন্নত উদগ্র। ধ্রুব নিত্য সনাতন। আবিদ্ধ কুটিল ভুগ্ন বেল্লিত বক্র। অঞ্চল তরল। কঠোর জরঠ দৃঢ়। প্রত্যগ্র অভিনব নব্য নবীন নূতন নব। একতান অনন্য বৃত্তি। উচ্চণ্ড অবিলম্বিত। উচ্চাবচ নৈকভেদ (অনেক প্রকার) সম্বাধ কলিল। তিমিত স্তিমিত ক্লিন্ন। অভিযোগ অভিগ্রহ। স্ফাতি, বৃদ্ধি। প্রথা খ্যাতি। সমাহার সমুচ্চয়। অপহার অপচয়, বিহার পরিক্রম, প্রত্যাহার উপাদান, নিহার অভ্যব কর্ষণ, বিঘ্ন, অন্তরায় প্রত্যূহ। আস্যা, আসনা, স্থিতি সন্নিধি সন্নিকর্ষ। সংক্রম, দুর্গ সঞ্চর, উপলম্ভ অনুভব। প্রত্যাদেশ, নিরাকৃতি। পরিষঙ্গ, সংশ্লেষ উপগূহন। পক্ষহেত্বাদি দ্বারা পদার্থ বোধের নাম অনুমান, ডিম্ব ভ্রমর বিপ্লব। শব্দ হইতে যে অসন্নিকৃষ্টার্থ জ্ঞান তাহাকে শব্দ প্রমাণ কহে। তুল্য সাদৃশ্য দর্শন হেতু যে বুদ্ধি তাহার নাম উপমান কার্য্য দর্শন ব্যতিরেকে পরার্থধী অর্থাপত্তি হয় না, প্রতিযোগী গৃহীত না হইলে ভূতলে অভাব হয় না।

নরগণের বুদ্ধির নিমিত্ত নাম লিঙ্গরূপ হরি উক্ত হইয়াছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সামান্ত নাম লিঙ্গনামক ষট্‌সপ্ত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নিত্যনৈমিত্তিক প্রাকৃত প্রলয়।

॥ অগ্নি কহিলেন, প্রলয় চতুর্বিধ, প্রাণিগণের যে লয়, তাহার নাম নিত্যপ্রলয়। জাত জীবাদিগণের যে বিনাশ তাহার নাম নৈমিত্তিক ব্রাহ্ম প্রলয়। চতুর্যুগ সহস্রান্তে প্রকৃতি সম্বন্ধি প্রলয়ের নাম প্রাকৃত। জ্ঞানহেতু পরমাত্মাতে যে আত্মার লয় তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় কহে। নৈমিত্তিক কল্পান্তে প্রলয়ের যেপ্রকার, তাহা আমি তোমাকে কহিব। চারি সহস্র যুগান্তে মহীতল ক্ষীণপ্রায় হইলে অত্যুগ্রা শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে সত্ত্বসংক্ষয় উপস্থিত হয়; তদনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু অবস্থিত হইয়া ভাস্কর সপ্তরশ্মিদ্বারা জলপান করিয়া ভূপাতাল সমুদ্রাদির তোয় পান করেন। তদনন্তর তাঁহার প্রভাবে জল পানদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া সেই সপ্তরশ্মি, সপ্তভাস্কররূপে প্রকাশ মান হইয়া পাতালতল সহিত অশেষ ত্রৈলোক্যমণ্ডল দহন করিতে থাকে। পরে অবনীমণ্ডল কূর্ম্মপৃষ্ঠ সম হইলে, রুদ্ররূপী কালাগ্নি, শেষাহির নিঃশ্বাস সম্পাতে অধোভাগে পাতাল মণ্ডল দহন করিতে থাকে। তখন অখিল ত্রৈলোক্যমণ্ডল অম্বরীষের (ভর্জ্জন পাত্র) ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। তদনন্তর, ভূর্লোক স্বর্লোকবাসি জীবগণ, তাপপরীতাঙ্গ হইয়া মহর্লোকে এবং মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করে। রুদ্ররূপী অনল হরির নিশ্বাসদ্বারা জগদ্দহন করিলে তদনন্তর নানারূপীর সবিদ্যুৎ জলধর মণ্ডল উত্থিত হইয়া শতবৎসর ব্যাপিয়া বর্ষণপূর্ব্বক সমস্ত উত্থিত অগ্নি প্রশমিত করিয়া থাকে। বারিরাশি সপ্তর্ষিমণ্ডল আক্রমণ করিয়া অবস্থান, বিষ্ণুর নিশ্বাসজাত শতমরুৎ সেই ঘন গণকে বিনাশ করে। অবশেষে প্রভুহরি, বায়ুপান করিয়া ব্রহ্মরূপ ধারণপূর্ব্বক জলগামি সিদ্ধ মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আত্মমায়াময়ী দিব্য যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক বাসুদেবাখ্য আত্মাকে চিন্তা করিয়া সেই মধুসূদন কল্পকাল শয়নান্তে জাগরিত হইয়া, তিনিই ব্রহ্মরূপে সৃজন করেন। হে দ্বিজ! তদনন্তর দ্বিপরার্দ্ধকাল ব্যক্ত, প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। একস্থান হইতে দশগুণ গুণিত হয়, তদনন্তর অষ্টাদশ ভাগে উপনীত হইলে তাহাকে পরার্দ্ধ কহে। যাহা পরার্দ্ধের দ্বিগুণ, তাহাই প্রাকৃত প্রলয় নামে উক্ত হয়। হে দ্বিজ! অনাবৃষ্টি ও অগ্নিসম্পর্কদ্বারা সংজ্বলন সঞ্জাত হইলে তদ্দ্বারা মহদাদি বিশেষান্ত বিকারের সংক্ষয়ান্তে কৃষ্ণেচ্ছাকারিত সেই প্রতিসঞ্চর (প্রলয়) উপস্থিত হইলে প্রথমে জল, ভূমির গন্ধাদিগুণ গ্রাস করে। তদনন্তর ভূমি আত্মগন্ধ হইতে প্রলয়ত্বের নিমিত্ত কল্পিত হয়। রসাত্মক-বারি অবস্থান করে তাহার গুণ রস, তাহা জ্যোতিদ্দ্বারা পীত হইয়া বিনষ্ট হইলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। জ্যোতির গুণরূপ তদাধার ভাস্করকে বায়ু গ্রাস করে। জ্যোতির্বিনষ্ট হইলে বলবান মহান বায়ু পুনঃ পুনঃ বেগে কম্পিত হইতে থাকে। তদনন্তর বায়ুর গুণস্পর্শ আকাশ তাহা গ্রাস করিয়া বিনষ্ট করিলে আকাশ নীরবে অবস্থান করে। তদনন্তর ভূতাদি, আকাশেরগুণ

শব্দ ও আকাশকে গ্রাস করে। তৎপরে মহান্, অভিমানাত্মক আকাশ ও ভূতাদিকে গ্রাস করে। ভূমি, জলে লয়, জল, জ্যোতিতে লয়, জ্যোতি, বায়ুতে। বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কারমাহাত্ম্যে লয় হইলে,প্রকৃতি মহান্‌কে গ্রাস করে। ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে প্রকৃতি দুইপ্রকার ব্যক্ত, অব্যক্তে লয় হয়। একাক্ষর শুদ্ধপুরুষ, তিনি পরমাত্মার অংশ। এই প্রকৃতিপুরুষ পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বেশ্বর, জ্ঞানরূপ, জ্ঞেয় সত্তামাত্রাত্মক পরমাত্মায় নাম জাত্যাদির কল্পনা বিদ্যমান নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নিত্যনৈমিত্তিক প্রাকৃত লয় নামক সপ্তসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

আত্যন্তিক লয়গর্ভোৎপত্তিনিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, আত্যন্তিক লয় বলিব। আধ্যাত্মিকাদি সন্তাপ জানিয়া আপনার বিরাগ জাত জ্ঞান হইতেই আত্যন্তিক লয় হয়। হে দ্বিজ! আধ্যাত্মিক সন্তাপ, শারীর ও মানসভেদে তিন প্রকার। বহুবিধ ভেদ দ্বারা শারীর সন্তাপ সঞ্জাত হয়; তাহা তুমি শ্রবণ কর। জীব, ভোগ দেহ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মদ্বারা গর্ভপ্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজ! মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কেবল মনুষ্য গণেরই আতিবাহিক নামক দেহ হয়। হে দ্বিজোত্তম মুনে! মনুষ্যগণের সেই শরীর যমের পুরুষগণ কর্ত্তৃক যমমার্গে নীত হয়; অন্য প্রাণীগণের তাহা নীত হয় না। তদনন্তর সে স্বর্গ বা নরকে গমন করে। তৎপরে চক্রবৎ সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। হে ব্রহ্মন্! এই পৃথিবী কর্ম্মভূমি, ঐ স্বর্লোক ফলভূমি জানিও। যমরাজ কর্ম্ম দ্বারা যোনি ও নরক নিরূপণ করেন। সেই জীব ঐ সকল পূরণ করে, যম তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। সেই প্রাণীগণ বায়ুভূত হইয়া গর্ভপ্রাপ্ত হয়। যমদূতগণকর্ত্তৃক মনুষ্য নীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করে। ধর্ম্মরাজ নিজগৃহে ধর্ম্মিগণের পূজা ও পাপীষ্ঠগণের তাড়না করেন। চিত্রগুপ্ত তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম নিরূপণ করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! বান্ধবগণের অশৌচকালে আতিবাহিক দেহে অবস্থিত হইয়া প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন করে। তদনন্তর সেই প্রেত দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য প্রেতলৌকিক দেহ প্রাপ্ত ও ক্ষুধা তৃষ্ণা বিশিষ্ট হইয়া আম শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে। নরগণ, প্রেতপিণ্ড ব্যতিরেকে আতিবাহিক দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। প্রেত সেই স্থানেই পিণ্ড ভোজন করে। সংবৎসরের পর সপিণ্ডীকরণ কৃত হইলে নরগণ প্রেত দেহ পরিহার পূর্ব্বক ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয়। অশুভ ও শুভ নামে ভোগ দেহ দুই প্রকার। ভোগ দেহে ভোগানন্তর কর্ম্ম বন্ধন হইতে নিপাতিত হয়। তৎপরে তাহার সেই দেহ নিশাচরে ভক্ষণ করে। হে দ্বিজ! যদি পাপে অবস্থান করে, তবে তখন সে স্বর্গভোগ করে; তখন পাপীদিগের দ্বিতীয় ভোগ দেহ গ্রহণ করে। যে মানব প্রথমে পাপ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বর্গভোগ করে,সে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া শুচি ও শ্রীমান্‌গণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। যদি পুণ্যে অবস্থিত হয়, তখন সে পাপ ভোগ করে। সেই দেহ ভক্ষিত হইলে শুভদেহ ধারণ করে। কর্ম্ম অল্পাবশিষ্ট হইলে নরক হইতে মুক্ত হয়। নরক হইতে মুক্ত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। জীব গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া কললে (জরায়ুজে) অব-

স্থিতি করে। দ্বিতীয় মাসে ঘনীভূত, তৃতীয় মাসে তাহার অবয়ব সকল উৎপন্ন হয়। চতুর্থে অস্থি, ত্বক্, মাংস, পঞ্চমে রোম, ষষ্ঠে মন হয়, সপ্তমে দুঃখ জানিতে পারে। জীবদেহ জরায়ু বেষ্টিত এবং মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হয়। ক্লীবের মধ্যে, স্ত্রীর বামে, পুরুষের দক্ষিণে অবস্থিতি জানবে। উদরভাগে পৃষ্ঠাভিমুখ হইয়া অবস্থিত হয়। জীব যে যোনিতে অবস্থিতি করে, তাহা সে জানিতে পারে সংশয় নাই। নবজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারে। মানবগণ গর্ভাবাসে অন্ধকার ও মহতী পীড়া জানিয়া থাকে। সপ্তম মাসে আহার পান ভোজন করে। অষ্টম ও নবম মাসে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়। মাতার পুরুষ সঙ্গমে ও ব্যায়ামে পীড়া প্রাপ্ত হয়। মাতা পীড়িতা হইলে পীড়িত হইয়া মুহূর্ত্তকাল শতবর্ষ বোধ করিয়া সন্তাপিত হয় এবং কর্ম্ম দ্বারা মনোরথ করে যে, গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া মোক্ষজ্ঞান করব। করস্পর্শে দুঃখিত ও মাসমাত্র পীড়্যমান হইয়া প্রসবকালে অধোগত হইয়া যোনিযন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয়। তদীয় দেহে আকাশ, শব্দ, ক্ষুদ্র শিরা সকল কর্ণ নাসিকা শ্বাস উচ্ছাস বায়ুর গতি, স্পর্শাদি উৎপন্ন হয়। অগ্নিরূপ দর্শন উষ্মা পাক পিত্ত মেধা বর্ণ বল ছায়া তেজঃ শৌর্য্যাদি সকল এবং জল হইতে স্বেদ রসনাদি ও ক্লেদ বসা, রস রক্ত শুক্র মূত্র কফাদি দেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি হইতে ঘ্রাণ, কেশ, নখ, গৌরব স্থিরতা ও স্থিতি জন্মিয়া থাকে। ত্বক্ মাংস হৃদয় নাভি, মজ্জা শকৃৎ (বিষ্ঠা) মেদ ক্লেদ ও আমাশয়াদি মাতৃবস্তু। শিরা স্নায়ু, শুক্রাদি পিতৃজাত বস্তু। কাম, ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, অভিমান, আকৃতি স্বর বর্ণ মেহনাদি যাহা কিছু আত্মজ বস্তু অজ্ঞান প্রমাদ আলস্য তৃষ্ণা, ক্ষুধা মোহ মাৎসর্য্য বৈগুণ্য শোক আয়াস, ভয় এই সকল তামস পদার্থ এবং কাম ক্রোধ শৌর্য্য যজ্ঞেপ্সা বহুভাষিতা, অহঙ্কার পরাবজ্ঞা, এই সকল রাজস পদার্থ এবং ধর্ম্মেপ্সা, মোক্ষ, কামিত্ব, কেশবে পরমাভক্তি দাক্ষিণ্য, ব্যবসায়িত্ব এই সাত্ত্বিক পদার্থ কার্ত্তিত হয়। হে মহামুনে। বহুবাত নর চপল ক্রোধন, ভীরু কলহপ্রিয় ও স্বপ্নে গমনশালী এবং বহুপিত্ত মানব অকাল পলিত (অকাল পক্বকেশ) ক্রোধী মহাপ্রাজ্ঞ বর্ণপ্রিয় ও স্বপ্নে দীপ্তিমৎ প্রেক্ষী এবং বহু শ্লেষ্মা নর স্থির চিত্ত স্থিরোৎসাহ স্থিরাঙ্গ দ্রবিণান্বিত ও স্বপ্নে জলসিতালোকী হয়। প্রাণিদেহে রস বারি রুধির লেপন এই সকল মাংস মেহ ও স্নেহ উৎপাদন করে। অস্থি ও মজ্জা দেহের ধারক বীর্য্য বর্দ্ধন পূরক ওজঃ শুক্র বীর্য্যকর এবং জীব সংস্থিতি প্রাণকরী জানিবে। শুক্র হইতে হৃদয়গত ঈষৎ পীতবর্ণ সারতর ওজঃ ষড়ঙ্গ শক্তি বাহু মূর্দ্ধা ও জঠর উৎপন্ন হয়। বাহ্যদেশ ছয় প্রকার ত্বক্, অন্য প্রকার ত্বক্ রুধির ধারিণী অন্যবিধা বিলাস ধারিণী ও চতুর্থী কুষ্ঠ ধারিণী হয়। পঞ্চমী ত্বক্ বিদ্রধি স্থান ষষ্ঠী প্রাণ ধারা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সপ্তমী কলা মাংস ধরা দ্বিতীয়া রক্ত ধারিণী। অন্যবিধা যকৃৎ প্লীহা প্রয়া অন্য এক প্রকার ত্বক্ মেদ ও অস্থি ধারণ করে। পক্বাশয় স্থিতা অন্যবিধা মজ্জা শ্লেষ্ম পুরীষ ধারিণী শুক্রাশ্রয়া অপরা ষষ্ঠী ত্বক্ পিত্তধরা ও শুক্রধরা হয়।

ইতি আগ্নেয়ে মহাপুরাণে আত্যন্তিক লয়গর্ভোৎপত্তি নিরূপণ নামক অষ্টসপ্তত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ঊনাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

শরীবাবয়ব।

অগ্নি কহিলেন, শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুর্দ্বয়, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বুদ্ধি, ভূতগত আকাশ শব্দ স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ, আকাশাদিতে তদগুণ সকল পায়ু, উপস্থ, করদ্বয়, পাদদ্বয় ও কর্ম্মাকাশবাক্ উৎসর্গ আনন্দ, আদানগতি বাগাদি তৎকর্ম্মসকল পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চইন্দ্রিয়ার্থ পঞ্চমহাভূত মন আত্মা, অব্যক্ত ও পরপুরুষ এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। যেমন মৎস্য ও বারি পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়, সেইরূপ ঐ সকল পরস্পার সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ অব্যক্তাশ্রিত। যিনি পুরুষ তন্মধ্যস্থ সেই কার্য্যরূপ পর ব্রহ্ম। যে পরম পুরুষ'কে জানিতে পারে সে পরম স্থান প্রাপ্ত হয়।

দেহে সপ্তবিধ আশয় উক্ত হয়, তন্মধ্যে রুধির এক আশয়; শ্লেষ্ম, আম, পিত্ত এবং পক্কাশয় পঞ্চম বায়ুাশয় ও মূত্রাশয় সপ্তম। স্ত্রীগণের গর্ভাশয় অষ্টম অগ্নি হইতে পিত্ত, পিত্ত হইতে পক্কাশয় এবং অগ্নির দ্যুতিতে যোনি বিকাসিতা হয়। গর্ভাশয় পদ্মবৎ তাহাতে সরক্তক শুক্র ধারণ করে, সেই শুক্র হইতে অঙ্গ এবং কালক্রমে তাহাতে কেশ উদ্ভূত হয়। হে মুনে! এই যোনিতে শুক্র বিন্যস্ত হইলে তাহা গর্ভাশয়ে নীত হয়। ঋতুতে যদি যোনি বাতপিত্ত কফাবৃতা থাকে এবং তখন যদি যোনি বিনাশ হয়, তবে তখন তাহাতে প্রজা জন্মে না। বৃক্ক হইতে ফপ্‌ফুস প্লীহা কোষ্ঠ, অঙ্গ হৃদয় ও ব্রণ হয়; হে মহাভাগ! অন্য আশয়ে তণ্ডক (রক্ত ও পিত্ত) নিবদ্ধ আছে। দেহিগণের পচ্যমান রসের সার হইতে প্লীহা ও যকৃৎ রক্ত ও ফেন হইতে ফুস্‌ফুস্ উৎপন্ন হয়। রক্ত ও পিত্ত তণ্ডক নামে অভিহিত হয়; মেদ ও রক্তের প্রসাব হইতে বৃক্কার উৎপত্তি হয়। রক্ত ও মাংসের প্রসারে দেহিগণের অন্ত্র হয়। বেদবিদ্‌গণ পুরুষগণের তাহা সাড়েতিন ব্যাম ও স্ত্রীগণের তিনব্যাম পরিমাণ কহেন। রক্ত ও বায়ুর সংযোগে কামের উদ্ভব হয়। কফ প্রসার হেতু পদ্মসন্নিভ হৃদয়ের উৎপত্তি হয়, তাহার বিবর অধোমুখ জীবাত্মা ও চৈতন্যানুগত ভাব সকল তাহাতে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। তাহার বামে প্লীহা দক্ষিণে যকৃৎ ও ক্লোম; পদ্ম এইরূপ কীর্ত্তিত হয়। এই দেহে যে সকল কফ রক্তবহ স্রোত (শিরা) আছে তাহাদের ভূতানুমান হইতে ইন্দ্রিয়ের সম্ভব হয়। নেত্রের শুক্র মণ্ডল উৎপন্ন হয় তাহা মাতৃক। পিত্ত হইতে পিতৃ মাতৃ সমুদ্ভূত তন্মণ্ডল জানিও জিহ্বা রক্ত মাংস কফজা; বৃষণদ্বয় (অণ্ডদ্বয়) মেদ-রক্ত-কফ মাংসজ। মস্তক, হৃদয়, নাভি, কণ্ঠ, জিহ্বা, শুক্র, শোণিত, গুদ, বস্তি ও গুল্ফ ও দশ প্রাণস্থান। ঐ দশ এবং করদ্বয় পদদ্বয় পৃষ্ঠ গল এই ষোড়শ কণ্ডুর নামে কথিত হয়। পাদাদি শীর্ষ পর্য্যন্ত দেহে ষোড়শজাল বিদ্যমান আছে। মণিবন্ধ ও গুল্ফে মাংস স্নায়ু শিরা ও অস্থি এই চারিটী পৃথক্ পৃথক্ পরস্পর নিবদ্ধ; মনীষিগণ কহেন যে পাদদ্বয়ে ও করদ্বয়ে গ্রীবায় ও মেঢ়ে ছয় কূর্চ্চ (কেশাদি মুষ্টিবৎ পদার্থ) বিদ্যমান রহিয়াছে, পৃষ্ঠবংশে চারি মাংস রজ্জু উপগত হইয়াছে; নবতিসংখ্যক পেশী ঐ রজ্জুকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে; সাবণী সপ্ত তন্মধ্যে পাঁচটি মূর্দ্ধায় একটি মেঢ়ে ও একটি জিহ্বায় গমন করিয়াছে। অস্থি অষ্টাদশ সহস্র ও স্থূল দশন চতুঃষষ্টি নখ বিংশতি। পাণি ও পাদ শলাকা

বিংশতি তাহাদের স্থান চারি অঙ্গুলি সকলের শলাকা ষষ্টি (১) পাঞ্চিতে দুই ও গুল্ফে চারি অস্থি শলাকা বিদ্যমান আছে। অরত্নি ও জঙ্ঘার অস্থি চারি চারি জানু কপাল উরু ফল কাংশে দুই দুই অস্থি এবং অক্ষি স্থান স্কন্দ ও শ্রোণি ফলকে ঐ রূপ দুই দুই অস্থি বিদ্যমান। ভাগে তিন অস্থি পৃষ্ঠে ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ গ্রীবায় জত্রুকে ও হনুতে পাঁচ পাঁচ অস্থি অবস্থিত। হনু মূলে দুই ললাট অক্ষি গণ্ড নাসা অজ্ঘ্রি পার্শুকা তালু ও অর্ব্বুদ এই সকলে ৭২ দ্বিসপ্ততি অস্থি বিদ্যমান থাকে। শঙ্খে দুই ও মস্তকে চারি কপাল। উরঃ স্থলে সপ্তদশ ও সন্ধিস্থলে দুইশত দশ অস্থি আছে। শাখা সকলে ৬৮ অষ্টষষ্টি ও ঊনষষ্টি অন্তরে ৮৩ তিরাশী ও নবশত স্নায়ু সস্তত আছে। অন্তরাদিতে ৩২ বত্রিশশত স্নায়ু বিদ্যমান সপ্ততি স্নায়ু ঊর্দ্ধগ শাখা দুইশত কথিত হয়। পেশী পঞ্চশত তন্মধ্যে চত্বারিংশৎ ঊর্দ্ধগামিনী। শাখায় চারি শত অন্তরাদিতে ষষ্টি এবং স্ত্রীগণের এক অধিক চতুর্বিংশতি ব্যবস্থিত আছে। স্তন-দ্বয়ে ও যোনিতে দশ আশয়ে ত্রয়োদশ ও গর্ভে চারি বিদ্যমান রহিয়াছে। শরীরিগণের শিরা ত্রিংশৎ সহস্র অন্য শিরা নব। দেহে ষট্‌পঞ্চাশৎ প্রকার রস কেদারে কুল্যার (কৃত্রিমাসরিৎ) ন্যায় বহিয়া থাকে যথা ক্লেদ লেপাদি। হে মহামুনে! এই দেহে ৭২ বায়াত্তর কোটি প্রকার আকাশ আছে। মজ্জা মেদঃ বসা মূত্র পিত্ত শ্লেষ্মা বিষ্ঠা সরস রক্ত এই সকলের ক্রমে অঞ্জলি কথিত হয়। সকলই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঞ্জলির অর্দ্ধ অর্দ্ধ পরিমাণে অধিক হয়। দেহে শুক্রের অর্দ্ধাঞ্জলি ও তদর্দ্ধভাগ ওজঃ বিদ্যমান আছে। বুধগণ কহেন স্ত্রীগণের রসচারি অঞ্জলি। শরীরকে মলাদির পিণ্ড জানিয়া পরমাত্মার নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে।

(১) প্রতি অঙ্গুলির পার্শ্বে পার্শ্বে একশলাকা, অতএব প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিন, কুড়ি অঙ্গুলিতে ষষ্টি শলাকা বিদ্যমান আছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে শরীরাবয়ব নামক ঊনাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নরক নিরূপণ।

অগ্নি কহিলেন, যমমার্গ উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে নরগণের মরণ বলিব; শরীরে তীব্র বায়ু দ্বারা প্রেরিত, অতএব প্রকুপিত উষ্মা শরীর উপরোধ করিয়া সমস্ত উৎপাদন করিয়া প্রাণস্থান ও মর্ম্ম স্থান ছিন্ন করে; তদনন্তর বায়ু শৈত্য হইতে প্রকুপিত হইয়া ছিদ্র অন্বেষণ করে; নেত্রদ্বয়, কর্ণ দ্বয় ও নাসাপুটযুগল ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই সাতটি ঊর্দ্ধ ছিদ্র, বদন অষ্টম, শুভকর্ম্মিগণের প্রাণবায়ু প্রায়ই এই সকল ছিদ্র দ্বারা এবং অশুভকারীগণের প্রাণ পায়ু, উপস্থ, এই অধশ্ছিদ্র দিয়া বহির্গত হয়; জীবাত্মা যোগীগণের মস্তকভেদ করিয়া স্বেচ্ছায় গমন করিয়া থাকে; অন্তকাল উপস্থিত হইলে অপান বায়ু প্রাণ বায়ুতে উপনীত হইলে এবং তমো দ্বারা জ্ঞান ও মর্ম্মস্থান আবৃত হইলে সেই জীবাত্মা বায়ু দ্বারা চালিত ও বাধ্যমান হইয়া অপাঙ্গ প্রাণবৃত্তি বিদূরিত করে; দেহ হইতে প্রচ্যুত অথবা যোনিপ্রবেশনশীল বা জায়মান জীবাত্মাকে সিদ্ধগণ দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন; জীবাত্মা বহির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোগের নিমিত্ত আতিবাহিক শরীর ধারণ করে; বিগ্রহ হইতে

আকাশ, বায়ু ও তেজ উর্দ্ধগামী হয়; জল ও পৃথিবী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করে; যমদূতগণ আতিবাহিক দেহ লইয়া গমন করে; ষড়শীতি সহস্র যমমার্গ অতিশয় ঘোরতর; যমদূতগণ কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া জীব বান্ধবদত্ত অন্নাদ ভোজন করে; যমকে দর্শন করিয়া যম কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত চিত্রগুপ্তের প্রেরিত ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়; পুণ্যবান্ জন শুভপথে স্বর্গে নীত হয়; পাপিগণ যে সকল নরক ও যাতনা ভোগ করে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

ক্ষিতির অধোভাগে অষ্টাবিংশতি নরককোটি সপ্তমতলান্তে ঘোরতর তমস্তোমে সংস্থিত আছে; প্রথমা কোটির নাম ঘোরা তাহার অধোভাগে সুঘোরা অতিঘোরা মহাঘোরা ঘোররূপা তরলতারা ভয়ানকা ভয়োৎকটা কালরাত্রী চণ্ডা মহা চণ্ডা কোলাহলা প্রচণ্ডা পদ্মা নর নায়িকা পদ্মবতী ভীষণা ভামা করালিকা বিকরালা মহাবজ্রা ত্রিকোণা পঞ্চকোণিকা সুদীর্ঘা, বর্ত্তুলা সপ্তভূমা, সুভূমিকা দীপ্তমায়া এই অষ্টাবিংশতি নরক কোটি পাপীগণকে দুঃখ দান করে। অষ্টাবিংতি কোটির প্রত্যেক কোটিতে পঞ্চ পঞ্চ নরক নায়ক বলিয়া উক্ত হয়। রৌরবাদি নরক এক শত এক ও চত্বারিংশৎ চতুষ্টয় অর্থাৎ এক শত ষাটি। তামিস্র অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্র, বন, লৌহভাব, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, মহাবীচি, তপন, সম্প্রতাপন, সজ্ঘাত, সকাকোল, কুদ্মল, পূতিমৃত্তিক, লোহশঙ্কু, ঋজীষ, প্রধান শাল্মলী নদী, এই সকল কোটীশ্বর ঘোরদর্শন নরকগণকে অব গতি কবিবে। পাপিগণ এক এক বা বহু নরকে নিপাতিত হইলে তাহাদের বদন মার্জ্জার উলূক, গোমায়ু, গধাদির ন্যায় হইয়া যায়। তৈলদ্রোণিতে মানবকে নিক্ষেপ করিয়া হুতাশন জ্বালিয়া দেয়। কাহাকেও অন্যপাত্রে, অপরকে তাম্রপাত্রে, অপরকে অয়ঃপাত্রে, কাহাকে বা বহুবহ্নিকণায় সন্তাপিত করে। কাহাকেও শূলাগ্রে আরোপিত করিয়া ছিন্ন করে। কাহাকেও কশাঘাতে তাড়িত করে। কাহাকেও বা উত্তপ্ত লৌহ গোলক এবং কাহাকেও বা পাংশু, বিষ্ঠা, রক্ত, কফাদি ভোজন করায়; যম দূতগণ নরগণকে তপ্ত মদ্যপান করায়। কাহাকেও চিরিতে থাকে, কাহাকেও যন্ত্রে নিপীড়িত করে। কেহ কেহ বা বায়সাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত উষ্ণ তৈলে সিক্ত হয়। কাহারও বা একাঘাতে শিরশ্ছেদন করে। পাপিগণ মহাপাতকজাত ঘোরতর অতি গর্হিত নরক প্রাপ্ত হইয়া "হা তাত!" বলিয়া হাহাকারে ক্রন্দন করিতে করিতে আপন আপন কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। কর্ম্ম ক্ষয় হইলে মহাপাতকীগণ এই অবনিতলে জন্ম গ্রহণ করে। ব্রহ্মঘাতা, মৃগ, কুক্কুর, শূকর ও উষ্ট্রের যোনি প্রাপ্ত হয়। মদ্যপায়ী, খর পুক্কশ ম্লেচ্ছ যোনি এবং স্বর্ণহারী, কৃমি-কীট পতঙ্গত্ব এবং গুরুপত্নীগামী তৃণ গুল্মত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মঘাতী ক্ষয়রোগী, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত, স্বর্ণহারী কুনখী ও গুরুতল্পগামী দুশ্চর্ম্মা হয়। যে যদ্দারা ইহাদিগকে স্পর্শ করে সে তচ্চিহ্ন বিশিষ্ট হয়। অন্নহারী মায়াবী এবং বাক্যাপহারক মূক হয়। ধান্যহারী অধিকাঙ্গ এবং খল পূতিগন্ধ নাসিক হয় তৈলহারী তৈলপায়ী এবং সূচক (কর্ণেজপ) পূতিবদন (দুর্গন্ধবিশিষ্ট বদন) হইয়া থাকে। পরযোষৎ ও ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া অরণ্যে নির্জ্জন প্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। রত্নহারী হীনজাতি শুভ গন্ধহারী ছুছুন্দরী শাক হরণ করিয়া [illegible] এবং ধান্যহারক [illegible]

(কাক) হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পশু হরিয়া অজ দুগ্ধ হরিয়া কাক যান হরিয়া উষ্ট্র ফল হরিয়া বানর, মধু হরিয়া দংশ, মাংস হরিয়া গৃধ্র এবং উপস্কর (ব্যঞ্জনাদি সংস্কারার্থ ধন্যাক সর্ষপ পিষ্টাদি) হরিয়া গৃহকাক হয়। বস্ত্র হরিয়া শ্বিত্রী (শ্বেত-কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত) ও সারস, লবণ হরিয়া ঝিল্লা হইয়া থাকে। ঐ সকল তাপকে আধ্যাত্মিক, শস্ত্রাদি-দ্বারা যে তাপ, তাহাকে আধিভৌতিক গ্রহ অগ্নি দেব পীড়াদিদ্বারা যে তাপ তাহাকে আধিদৈবিক কহে। সংসার এই ত্রিবিধ তাপময়, মানবগণ কৃচ্ছ্রব্রত দানাদি ও বিষ্ণুপূজাদিদ্বারা জ্ঞানযোগে এতাপ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে নরকনিরূপণ নামক অশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যমনিয়ম।

অগ্নি কহিলেন, সংসারের তাপ মোচনার্থ অষ্টাঙ্গ যোগ কহিতেছি শ্রবণ কর। জ্ঞান ব্রহ্ম প্রকাশক সেই ব্রহ্মে এক চিত্ততা এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মায় চিত্ত বৃত্তির উত্তমরূপ যে নিরোধ তাহার নাম যোগ, অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরি গ্রহ এই পঞ্চবিধ যম নিয়ম যোগে ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, (অধ্যয়ন) ও ঈশ্বরপূজা এই পঞ্চ প্রকার নিয়ম। ভূতগণের পীড়া নাশ করার নাম অহিংসা পরম ধর্ম্ম। যেমন পথগামিগণের গজ পদে * গমন করিলে হিংসা হয় না; সেই-রূপে অহিংসা পরায়ণের সকল কার্য্যই ধর্ম্মের নিমিত্ত হয়। উদ্বেগ জনন, সন্তাপকরণ, পীড়াকরণ, শোণিত নিঃস্রাব, খলতা করণ, হিতের অতি-নিষেধ মর্ম্মোদ্‌ঘাটন সুখাপহরণ সংরোধ ও বধ এই দশ প্রকার হিংসা জানিবে। যে বচন ভূতের অত্যন্ত হিতকর তাহাই সত্যের লক্ষণ; সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, সত্য অথচ অপ্রিয় বলিবে না এবং প্রিয় অথচ মিথ্যাও বলিবে না ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। মৈথুন পরিত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য কহে তাহা অষ্ট প্রকার মনীষিগণ স্মরণ কীর্ত্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সংকল্প অধ্যবসায় ও ক্রিয়া নিষ্পত্তি এই অষ্ট বিধ মৈথুন কহিয়া থাকেন ব্রহ্মচর্য্যই ক্রিয়ার মূল নচেৎ সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হয়। বশিষ্ঠ চন্দ্রমাঃ শুক্র দেবাচার্য্য পিতামহ ইহারা তপোবৃদ্ধ হইলেও স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছিলেন। গৌড়ী পৈষ্টী ও মাধ্বী এই তিন প্রকার সুরা চতুর্থী সুরা, স্ত্রী; যেহেতু স্ত্রীগণ জগৎ বিমোহিত করিতে পারে। প্রমদা দর্শনে মত্ত হয় এবং সুরাপানেও মত্ত হইয়া থাকে। রমণীগণকে দর্শন করিলেই মত্ততা উপস্থিত হয় অতএব তাহাদিগকে দর্শন না করাই উত্তম কল্প। সে যাহা হউক নরগণ বল পূর্ব্বক পরদ্রব্য অপহ-রণ এবং আহুত হবিঃ ভোজন করিয়া তির্য্যগযোনি প্রাপ্ত হয়। কৌপীন আচ্ছাদন বাস শীত নিবা-রিণী কন্থা পাদুকা যুগল গ্রহণ করিয়া অন্য কোন ও দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না। দেহ স্থিতির নিমিত্তই বস্ত্রাদির সংগ্রহ বিধেয়। ধর্ম্মসংযুক্ত শরীর যত্ন-পূর্ব্বক নিয়তই রক্ষা করিবে। বাহ্য ও আভ্যন্তর-ভেদে শৌচ দুইপ্রকার। মৃজ্জল দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধিদ্বারা অভ্যন্তরশুদ্ধি হয়। এই উভয়-দ্বারা যে শুচি, তাহাকেই শুচি বলা যায়, অন্যকে

* হস্তিগণ যেমন অগ্রবর্ত্তি পদ নিক্ষেপ স্থলে পশ্চাৎপদ নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ অহিংসাপরায়ণ সাধুজনও অগ্রবর্ত্তী পদ নিক্ষেপ স্থলে পশ্চাৎ পদ নিক্ষেপ করিলে কোনরূপ হিংসার সম্ভব থাকে না।

বলা যায় না। যে কোনও রূপে প্রাপ্তিদ্বারা সন্তোষ জন্মে তাহার অপর নাম তুষ্টি। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই তপ বলিয়া উক্ত হয়। সেই তপ সর্ব্বধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। মন্ত্রজপাদি বাচিক, রাগবর্জ্জন মানসিক, দেবপূজাদি শারীরিক এই ত্রিবিধ তপঃ সর্ব্বপ্রদ। তদনন্তর প্রণবাদি, প্রণবে বেদসকল পর্য্যবস্থিত র'হয়াছে প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়, তদ্ধেতু প্রণব অভ্যাস করিবে। অকার, উকার ও অর্দ্ধমাত্রা সহিত মকার ওঁকারে অবস্থিত। তিন মাত্রাক্রমে সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিনবেদ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক; সত্ত্ব রজ স্তম এই তিন গুণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্ত এই তিন অবস্থা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং প্রদ্যুম্ন, শ্রী, বাসুদেব ক্রমানুসারে এইসকলই ওঁকার। অমাত্র বা নষ্টমাত্র হইলে দ্বৈতের অপগম হইয়া শিব ব্রহ্মস্বরূপ হয়। যিনি ওঁকার অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুনি, অন্যব্যক্তি মুনি নহেন। চতুর্থী মাত্রার নাম গান্ধারী, তাহা প্রযুক্ত হইয়া মূর্দ্ধায় লক্ষিত হয়। তাহাই তুরীয় পরব্রহ্ম, ঘটে যেরূপ জ্যোতির্দীপ প্রকাশ পায় সেইরূপে তথায় তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নরগণ, সেইরূপে হৃৎপদ্ম নিলয়ে তাঁহাকে নিরন্তর ধ্যান করিবে। প্রণব ধনুঃস্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বপ এবং সেই ব্রহ্মলক্ষ্যস্বরূপ। অপ্রমত্ত হইয়া বেধন করিলে শরতুল্য তন্ময় হইয়া থাকে। ইহাই একাক্ষর ব্রহ্ম ইহাই একাক্ষর পরম পদার্থ, ইহাই একমাত্র অক্ষর, ইহাঁকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। দেবীগায়ত্রী উহার ছন্দঃ, অন্তর্যামী উহার ঋষি, পরমাত্মা উহার দেবতা, উহার নিযোগ ভুক্তি ও মুক্তির নিমিত্ত জানিবে।

ভুরগ্ন্যাত্মনে হৃদয়, ভুবঃ, প্রাজাপত্যাত্মনে শিরঃ, মন্ত্র স্বঃ সূর্য্যাত্মনে চ শিখা কবচমন্ত্র ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ কবচ মন্ত্র সত্যাত্মনে অস্ত্রক মন্ত্র বিন্যাস করিয়া ভুক্তি মুক্তির নিমিত্ত বিষ্ণু পূজা করিয়া জপ করিবে এবং তিলাজ্যাদিদ্বারা হোম করিবে। তাহা হইলে সর্ব্ববিধ বাঞ্ছাফল লাভ হইতে পারে যে নর প্রতিদিন দশসহস্র জপ করে, অনিমাদির কোটিজপে এবং সারস্বতাদির লক্ষজপে দ্বাদশ মাসে পরব্রহ্ম তাহার প্রতি প্রকাশিত হন। বিষ্ণুর জপ, বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই তিন প্রকার। এই তিন প্রকারের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিলাষ, সে তদ্দ্বারাই হরির অর্চ্চনা করিবে। যে নর ভূমিতলে দণ্ডবৎ নমস্কারদ্বারা হরির অর্চ্চনা করে, তাহার যে ফললাভ হয়, শত শত যজ্ঞ করিয়াও তদ্রূপ ফল পাওয়া যায় না। যাহার দেব ও গুরুপ্রতি ভক্তি সমান, উক্ত সমস্ত অর্থই সেই মহাত্মার অন্তরে প্রকাশিত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যমনিয়ম নামক একাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দ্ব্যশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার।

অগ্নি কহিলেন, পদ্মাদি আসন উক্ত হইয়াছে, সেই আসন বন্ধন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর্ত্তব্য। শুদ্ধদেশে আপনার স্থির আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া চেল অজিন ও কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক চিত্ত ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নিযমন পুরঃসর একাগ্র মানস হইয়া সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ প্রয়োগ করিবে। কায়শিরঃ ও গ্রীবা সমভাবে অবস্থাপিত করিয়া অচলভাবে ধারণ পূর্ব্বক

স্থির থাকিয়া নিজ নাসিকাগ্র দর্শন পূর্ব্বক দিগবলোকন না করিয়া পদ পার্ষ্ণিযুগলে অণ্ডযুগল ও লিঙ্গ সংস্থাপন পুরঃসর সর, বাহুযুগল তির্য্যগ ভাবে উরুদ্বয়োপরি যত্ন পূর্ব্বক সংস্থাপন করিয়া বাম করতলোপরি দক্ষিণ কর পৃষ্ঠ বিন্যাস করিবে। বক্ত্র ক্রমশঃ উন্নমিত এবং মুখ অগ্রদিকে বিষ্টম্ভিত করিয়া স্বদেহজ প্রাণ বায়ুর আয়াম অর্থাৎ নিরোধন করাকে প্রাণায়াম কহে। অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা পুট নিপীড়িত করিয়া উদরস্থ বায়ু রেচন অর্থাৎ নির্গমিত করিবে। রেচন হেতুক ইহার নাম রেচক। দেহকে বাহ্যবায়ু দ্বারা দৃতিবৎ (চর্ম্মপুটবৎ) পূরিত করিয়া, তদ্রূপে বায়ু পূর্ণ হইয়া অবস্থিত করিবে। পূরণ হেতু ইহার নাম পূরক বলিয়া উক্ত হয়। অন্তঃস্থিত বায়ু মোচনও করে না এবং বহিঃস্থিত বায়ু গ্রহণও করে না সম্পূর্ণ কুম্ভবৎ অচল হইয়া অবস্থান করিতে হয়; অতএব ইহাকে কুম্ভক কহে। দ্বাদশ মাত্র একোদ্‌ঘাত কনিষ্ঠ। দ্বিরুদ্‌ঘাত চতুর্বিংশতিমাত্রিক মধ্যম; ত্রিরুদ্‌ঘাত ষট্‌ত্রিংশৎ তালমাত্রিব প্রাণায়াম উত্তম। যদ্দ্বারা স্বেদ, কম্প ও অভিঘাত জন্মে তাহাই উত্তম। হিক্কা শ্বাসাদি জয় না করিয়া এবং ভূমি (ধারণাদির স্থান) জয় না করিয়া তাহাতে আরোহণ (ধারণা) করিবে না। প্রাণ জয় করিলে দোষরূপ বিন্মূত্র স্বল্প হয়। আরোগ্য, শীঘ্র গামিত্ব, উৎসাহ, স্বর সৌষ্ঠব, বল, বর্ণ, প্রসন্নতা ও সর্ব্ব দোষ ক্ষয় প্রাণামের ফল। জপধ্যান হীন যে গর্ভ তাহা বৃথা ধ্যান সমন্বিত গর্ভই (ধ্যানাদির স্থান) উত্তম ইন্দ্রিয়গণের জয়ের নিমিত্ত সেই উত্তম গর্ভে ধারণা করিবে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য যোগে এবং প্রাণায়াম বশে ইন্দ্রিয়গণের জয় করিলে সকলই জয় করা হয়। যত প্রকার স্বর্গ ও নরক আছে ইন্দ্রিয় সকলকে তৎসর্ব্ব বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করিলেই স্বর্গ এবং ছাড়িয়া দিলেই নরক লাভ হয়। শরীর রথ, ইন্দ্রিয়গণ উহার অশ্ব, মন সারথি, প্রাণায়াম কশা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরশ্মিদ্বয় দ্বারা বিধৃত মন, প্রাণায়াম দ্বারা সংযত হইয়া ক্রমশঃ নিশ্চলত্ব প্রাপ্ত হয়। যে নর, মাসে মাসে সাগ্র শত সম্বৎসর কুশাগ্র দ্বারা জল বিন্দু পান করে, তাহার যে ফল, প্রাণায়ামেরও তৎসমান ফল লাভ হয়। বিষয়সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া প্রসক্ত ইন্দ্রিয়গণকে আহরণ করিয়া নিগ্রহ করাকে প্রত্যাহার কহে। জলে মজ্জমানের ন্যায় আত্ম দ্বারা আত্মার উদ্ধার কর্ত্তব্য। ভোগ নদীর অতিবেগে জ্ঞান বৃক্ষের আশ্রয় করিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার নামক দ্ব্যশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ত্র্যশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ধ্যান।

অগ্নি কহিলেন, ধ্যৈধাতুর অর্থ চিন্তা করা অনাক্ষিপ্ত মানসে মুহুর্মুহু বিষ্ণু চিন্তার নাম ধ্যান। বিমুক্তা শেষোপাধিক, সমনস্ক আত্মার ব্রহ্মচিন্তাসমা শক্তিকে ধ্যান কহে। ধ্যেয় বস্তুর (ব্রহ্মের) অবলম্বনে স্থিত, সদৃশ প্রত্যয়ান্বিত যোগির প্রত্যয়ান্তর নির্ম্মুক্ত যে প্রত্যয় তাহাকে ধ্যান কহে। যে কোনও প্রদেশে ধ্যেয়াবস্থিত চিত্তের প্রত্যয়ের যে এক ভাবনা, ইহারই উদ্দেশে ধ্যানশব্দ উক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ধ্যানাসক্ত হইয়া যে মানব নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করে, সে কুল, স্বজন ও মিত্রদিগের উদ্ধার করিয়া স্বয়ং হরির সহিত অভিন্ন হয়। যে নর, এই রূপে

মুহূর্ত্ত বা অর্দ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরির ধ্যান করে, সে যে গতি প্রাপ্ত হয়, সর্ব্ববিধ মহাযজ্ঞদ্বারাও সেরূপ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধ্যাতা ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যান প্রয়োজন এই চারিটি অবগত হইয়া তত্ত্ববিদ্গণ যোগ প্রয়োগ করিবেন। যোগাভ্যাস হেতু মুক্তি ও অষ্টবিধ মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। জ্ঞান বৈরাগ্যসম্পন্ন, শ্রদ্ধান্বিত, ক্ষমাযুক্ত সর্ব্বদা উৎসাহশীল মানব এইরূপ ধ্যান করিয়াই বিষ্ণুভক্ত পুরুষ বলিয়া উক্ত হয়। হরির ধ্যান ও চিন্তনই মূর্ত্তামূর্ত্ত পরব্রহ্ম। হরি, সকল ও নিষ্কলজ্ঞেয়, সর্ব্বজ্ঞ ও পরম পদার্থ। বিষ্ণুই, অনিমাদি গুণৈশ্বর্য্য, মুক্তি ও ধ্যান প্রয়োজন এবং ফলদ্বারা যাজক; অতএব পরমেশ্বর হরিকে নিয়ত ধ্যান করিবে। চলিতে চলিতে, অবস্থিতি করিতে করিতে, নিদ্রা যাইতে যাইতে, চক্ষুর উন্মেষণ বা নিমেষণ করিতে করিতে, শুচি বা অশুচিই হউক নিয়তই ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে। নিজ দেহায়তন মধ্যে, মানসে হৃৎপদ্ম পীঠিকামধ্যে কেশবকে সংস্থাপিত করিয়া ধ্যানযোগে পূজা করিবে; ধ্যান যজ্ঞ, সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, শুদ্ধ ও পরম ধ্যান দ্বারা যাগ করিয়া মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু বাহ্যশুদ্ধ যজ্ঞদ্বারা তাহা সম্পন্ন হয় না; অহিংসাদি দোষ রাহিত্য হেতু চিত্তসাধন বিশুদ্ধ, সেই হেতু অপবর্গপ্রদ ধ্যান যজ্ঞ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবে; সেই হেতু অশুদ্ধ ও অনিত্য বাহ্যসাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞাদিকর্ম্ম পরিহার করিয়া যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য; প্রথমে ভোগ্য ভোগসমন্বিত, বিকারযুক্ত অব্যক্ত গুণত্রয় হৃদয়ে চিন্তা করিবে; রজোগুণ দ্বারা তম ও সত্ত্বদ্বারা রজোগুণ আচ্ছাদন করিয়া প্রথমে ক্রমে কৃষ্ণ, রক্ত ও শ্বেত এই মণ্ডলত্রয় ধ্যান করিবে; ইহা অশুদ্ধ, ইহার ধ্যান করিয়া ত্যাগানন্তর শুদ্ধ চিন্তা কর্ত্তব্য; সত্ত্বোপাধি গুণাতীত পঞ্চবিংশপুরুষ (চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতাত) শুদ্ধ পুরুষো পরিসংস্থিত দিব্য ঐশ্বরীয় পঙ্কজ দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তীর্ণ, শুদ্ধ, বিকসিত ও শ্বেতবর্ণ; তাহার নাল নাভিস্কন্দ হইতে সমুদ্ভূত ও অষ্টাঙ্গুল; অণিমাদি গুণময় অষ্ট পত্র ঐ পদ্মে বিদ্যমান আছে; উত্তম জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাহার কর্ণিকা, কেশর ও নাল বিষ্ণুধর্ম্ম তাহার কন্দ, এইরূপ চিন্তা করিবে; সেই ধর্ম্মই জ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং শিবৈশ্বর্য্যময় ও উৎকৃষ্ট; নরগণ, সেই পদ্মাসন জানিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হয়; সেই পদ্ম কর্ণিকারমধ্যে শুদ্ধদীপশিখাকার, অঙ্গুষ্ঠমাত্র অমল, ওঁকাররূপ, কদম্ব গোলকাকার, তাররূপ অর্থাৎ স্ফুরিত কিরণরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে। অথবা রশ্মিজালে চারিকে দিপ্যমান প্রধান পুরুষাতীত, স্থিত পদ্মস্থ ওঁকার স্বরূপ, পর, অক্ষর ঈশ্বরকে নিয়তই ধ্যান ও জপ করিবে। কেহ কেহ মনের সুস্থিতির নিমিত্ত অনুক্রমে স্থূল ধ্যানের ইচ্ছা করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম সংস্থিত হইলেও নিশ্চলীভূত সেই ভূতকে ও লাভ করিতে পারা যায়। নাভিকন্দে অবস্থিত সেই নাল, দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তৃত জানিবে। নাল সহিত অষ্টা দশ দল পদ্ম দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তৃত হয়। সকর্ণিক, কেশরান্তরে সূর্য্য সোমাগ্নি মণ্ডল অবস্থিত। অগ্নি মণ্ডলের মধ্যস্থলে শঙ্খচক্র গদা পদ্মধর চতুর্ভুজ বিষ্ণু; তৎপরে শার্ঙ্গ-অক্ষ বলয়ধারী পাশাঙ্কুশধর পরম স্বর্ণ বর্ণ শ্বেতবর্ণ শ্রীবৎস কৌস্তুভধারী বনমালী স্বর্ণ বক্ষ নোহারী প্রস্ফুরিত মকর কুণ্ডল রত্নোজ্জ্বল কিরীট, মহান্, পীতাম্বর ধর, সর্ব্বাভরণ ভূষিত হরি অবস্থিত আছেন, তিনি বিতস্তি প্রমাণ আমি সেই জ্যোতিঃ ও আত্মা বাসুদেব ব্রহ্ম অত-

এবং বিমুক্ত ওঁ এইরূপ ধ্যান করিয়া শ্রান্ত হইলে মন্ত্র জপ করিবে। জপ করিয়া শ্রান্ত হইলে চিন্তা কর্ত্তব্য। জপ ধ্যানাদি যুক্ত হইলে বিষ্ণু শীঘ্রই প্রসন্ন হয়। যজ্ঞ, জপ যজ্ঞের ষোড়শাংশ সমানও হইতে পারে না। আধি ব্যাধি গ্রহগণ জপ কারির নিকটে ও গমন করিতে পারে না। মানবগণ জপ করিয়া ভুক্তি, মুক্তি মৃত্যুজয় এই সকল জপ ফল প্রাপ্ত হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ধ্যান নামক ত্র্যশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

চতুরশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ধারণা।

অগ্নি কহিলেন, ধ্যেয় পদার্থে মানসের সংস্থিতির নাম ধারধা তাহা ধ্যানের ন্যায় দুই প্রকার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ধারণা। এই ধারণা দ্বারা হরিকে প্রাপ্ত হওয় যায়। বাহ্যাবস্থিত যে লক্ষ্য তাহা হইতে যাবৎ মন বিচলিত না হয়, তাবৎ কাল কোনও প্রদেশে মনের যে সংস্থিতি,তাহাকে ধারণ কহে। পরিচ্ছিন্ন কালাবধি দেহে সংস্থাপিত মন লক্ষ্য হইতে প্রচ্যুত না হইলে তাহাই ধারণা বলিয়া অভিহিত হয়। দ্বাদশ আযামে ধারণা, দ্বাদশ ধারণায় ধ্যান এবং দ্বাদশ ধ্যানে সমাধি হয। ধারণা ভ্যাস যুক্ত ব্যক্তি যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে সে একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যোগীদিগের যে যে অঙ্গে ব্যাধির উদ্ভব হয়, বুদ্ধি দ্বারা সেই সেই অঙ্গে গমন করিয়া তৎ স্থলে ধারণা করিবে। হে দ্বিজোত্তম। বিষ্ণুর সাগ্নি ও ফড়ন্ত শিখা মন্ত্র সম্বলিত আগ্নেয়ী বারুণী ঐশানী ও অমৃতাত্মিকা এই চতুর্বিধা ধারণা কর্ত্তব্য জানিবে। নাড়ীনিকর দ্বারা বিকট দিব্য ও শুভ শূলাগ্রে বেধন করিবে। পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে তির্য্যক্‌ অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগে অত্যন্ত তেজে গমন করে। হে মহামুনে যাবৎ সর্ব্বব্যাপী না হয়. তাবৎ সাধকেন্দ্র সেই রশ্মি মণ্ডল চিন্তা করিবেন। তদনন্তর নিজদেহ ভস্মীভূত হইলে তৎপরে তাহার উপসংহার কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা শীত শ্লেষ্মাদি পাপ বিনষ্ট হইযা যায়। শিরঃ বলিও কণ্ঠ অধোমুখে ধীরভাবে স্মরণ করিবে। অচ্ছিন্ন চিত্ত হইয়া আত্মভূত দ্বারা পুনর্ব্বার ধ্যান কর্ত্তব্য। প্রস্ফুরিত প্রভূত শীকর সংস্পর্শ হইলে হিমগামি ধারাবলিদ্বারা বলি দ্বারা বিশ্বমণ্ডল আপুরিত করিয়া পৃথিবীতে তাহা চিন্তা করিবে। সংক্ষোভ হেতু ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আধার মণ্ডল পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত হইয়া পূর্ণেন্দু কৃত আলয় পর্য্যন্ত অমৃত মূর্ত্তি হিম সংস্পর্শ তোয় দ্বাবা করিযা বারুণী ধারণা ধারণ করিবে। ক্ষুধা পিপাসা সন্তাপাদি দ্বারা পীড়িত হইলে অতন্দ্রিত হইয়া তুষ্টির নিমিত্ত উক্ত বারুণী প্রয়োগ করিবে। বারুণী ধাবণা উক্ত হইল এক্ষণে ঐশানী ধারণা শ্রবণ কর। ব্রহ্মময় পদ্মাকাশে প্রাণ ও অপান বায়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যে পর্য্যন্ত চিন্তা ক্ষয় পায়, তাবৎ বিষ্ণুর প্রসাদ চিন্তা করিবে। তৎপরে ব্যাপক ঈশ্বর স্বরূপ হইয়া অর্দ্ধেন্দুরূপ পরম শান্ত নিরাভাস নিরঞ্জন মহাভাব সকল জপ করিবে। যে পর্য্যন্ত গুরু বক্ত্র হইতে স্বস্যন্দরূপ (জীবাত্মা নির্ম্মুক্ত) রূপ ব্রহ্মের বোধ না হয় তাবৎ অসত্য সত্যবৎ প্রতীয়মান এবং এই চরাচর সমন্বিত অখিল, সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে। সেই পরম তত্ত্ব দৃষ্ট হইলে ব্রহ্ম হইতে চরাচর প্রমাতৃ মান ও মেয় ধ্যান হৃৎপদ্ম কল্পন হয়। তৎপরে

মাতৃ মোদক বৎ জপ হোমার্চ্চনাদি সকল বিষ্ণু মন্ত্রে নির্ব্বাহ করিবে। অতঃপর অমৃতাধারণা কীর্ত্তন করিব। শিরা মুষ্টির উপরিস্থিত পূর্ণেন্দু সন্নিভ কমল ধ্যান করিলে তদনন্তর আকাশে শিরঃ স্থিত অযুত শশাঙ্কবৎ প্রদীপ্ত শিবকল্লোল পূরিত সম্পূর্ণ মণ্ডল যত্ন পূর্ব্বক চিন্তা করিবে। হৃদকমলে ও সেইরূপ চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে নিজ-তনু স্মরণ করিবে। ধারণাদি দ্বারা সাধকগণের ক্লেশের দূরীকরণ হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ধারণা নামক চতুরশীত্য ধিকত্রিশততম অধ্যায়।

পঞ্চাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সমাধি।

অগ্নি কহিলেন, আত্মস্বরূপ, দীপ্তিশীতল, স্তিমিত সমুদ্র বৎ স্থিত চৈতন্য রূপ বৎ যে ধ্যান, তাহাকে সমাধি কহে। মনোনিবেশ করিয়া ধ্যান করিতে করিতে যে যোগী নির্ব্বাতা-নলাৎ অচল হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে সমা-ধিস্থ বলা যায়। যিনি শ্রবণ করেন না, আঘ্রাণ করেন না, দর্শন করেন না, রসাস্বাদন করেন না এবং স্পর্শও জানেন না এবং যাঁহার মন সঙ্কল্প করে না, কিছুই অভিমনন করে না, কাষ্ঠবৎ বোধ করে না, এই রূপে যিনি ঈশ্বরে সংলীন হন, তিনিই সমাধিস্থ বলিয়া অভিগীত হইয়া থাকেন। যেরূপ নির্ব্বাতস্থ দীপ, নিশ্চল ভাবে অবস্থিত হয়, ইহাও তদ্রূপ এবং ইহাই তাহার উপমা জানিবে; সমাধিতে আত্ম রূপ ধ্যানকারী যোগীর সিদ্ধি সূচক পাতিত, শ্রাবণ, ধাতুদর্শন, স্বাঙ্গবেদনাদি দিব্য উপসর্গ সকল প্রবর্ত্তিত হয়; দেবগণ দিব্য ভোগ সকল দ্বারা, নৃপগণ পৃথিবী দান দ্বারা এবং সুবর্ণাধিপগণ ধন দ্বারা সেই যোগীকে প্রার্থনা করেন; বেদাদি শাস্ত্র সকল স্বয়ং তাহার প্রতি প্রবৃত্ত হয়; অভীষ্ট ছন্দোবিষয়, কাব্য, দিব্য রসায়ন সকল এবং দিব্য ওষধি সকল, সমস্ত শিল্প এবং সর্ব্ববিধ কলা জানিতে পারে; সুরেন্দ্র কন্যা ইত্যাদি সকল এবং প্রতিভাবি গুণ সকল প্রবৃত্ত হইতে থাকে; কিন্তু সে সমস্তকে যিনি তৃণ-বৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন, বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন; অণিমাদি গুণৈশ্বর্য্যবান্ যোগী শিষ্যে জ্ঞান প্রকাশ করিয়া যথেচ্ছ ভোগ্য সম্ভোগপূর্ব্বক লয়াবলম্বনে তনুত্যাগানন্তর ঈশ্বর বিজ্ঞানান্দস্বরূপ ব্রহ্মাত্মায় অবস্থান করিবে; মলিন ব্যক্তি আদর্শ-বৎ আত্মজ্ঞানে সমর্থ হয় না, দেহী সর্ব্বাশ্রয়হেতু নিজদেহে বেদনা অনুভব করে; যোগযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বযোগহেতু বেদনা প্রাপ্ত হয় না; এক মহাকাশ যেমন ঘটাদিতে পৃথক হয়, বহুজলাধারে যেমন এক সূর্য্যই প্রতিবিম্বিত, সেই রূপ এক আত্মাই সর্ব্ব গত; এই আত্মাই ব্রহ্ম, আকাশ, সলিল, তেজঃ, জল, ক্ষিতি ও ধাতু; সেই হেতু এই আত্মাই সচবাচর অখিল স্বরূপ; যেমন কুম্ভকার, মৃত্তিকা ও চক্রযোগে ঘট প্রস্তুত করে, যেমন গৃহকার তৃণ, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ করণ সকল গ্রহণ করিয়া সেই সেই যোনিতে ইন্দ্রিয়যোগে আত্মাই আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকে; সেই জীব কর্ম্ম ও দোষমোহ দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বদ্ধ হয়; জীব জ্ঞানহেতুক মুক্তি লাভ করে; ধর্ম্মহেতুক যোগী রোগভোগী হয় না; বর্ত্তি, আধার ও স্নেহযোগে যেমন দীপের সংস্থিতি এবং বিক্রিয়াও হয়, সেই রূপ অকালেও প্রাণ ক্ষয় হইয়া হইয়া থাকে; যিনি হৃদয়ে দীপবৎ অবস্থিত করি-

তেছেন, তাঁহার সিত, অসিত, কদ্রু,(পিঙ্গল) নীল, কপিল, পীতলোহিত বর্ণ রশ্মিজাল বিদ্যমান, তাহাদের এক ঊর্দ্ধগামী, তাহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছে, তদ্দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যেহেতু উহাঁর অন্যান্য শত শত রশ্মি ঊর্দ্ধভাগে ব্যবস্থিত আছে, সেই হেতু দেব সমূহ তেজ স্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন; বিবিধরূপ মৃদুপ্রভাবশালী, যে সকল রশ্মি অধোভাগে বিদ্যমান আছে, তৎ সকল দ্বারা সঞ্চালিত জীব কর্ম্মভোগের নিমিত্ত এই সংসারে সঞ্চরণ করিয়া থাকে; সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও অব্যক্ত ইহারা ঐ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা বলিয়া উক্ত হয়; সর্ব্বভূতের ঈশ্বর তিনি সৎ অসৎ, নিত্য ও অনিত্য; অব্যক্ত হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি, তাহা হইতে অহঙ্কার উদ্ভূত হয়, সেই হেতু আকাশাদি গুণ সকলে এক এক গুণ উত্তরোত্তর অধিক থাকে; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও তদ্গুণ সকল যে যাহাতে আশ্রিত, সে তাহাতেই বিলীন হয়; সেই ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরেরই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ; জীব রজ ও তমোগুণে আবিষ্ট থাকিয়া চক্রবদ্ভ্রামিত হইতে থাকে; যে অনাদি ও আদিমান্ সেই পরমপুরুষ; যে লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপগ্রাহ্য,তাহাই বিকার; যাঁহা হইতে বেদ ও পুরাণ সকল, বিদ্যোপনিষদ্ সকল, শ্লোক, সূত্র, ভাষ্য ও অন্য যে কোনও বাঙ্ময় (শাস্ত্র) উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর; পিতৃযানের উপবীথী সকল এবং অগস্তের অন্তর পথ, বিস্তৃত রহিয়াছে; প্রজাকাম অগ্নিহোত্রিগণ, যাঁহারা দানপর ও অষ্টগুণবিশিষ্ট, সেই প্রজাকাম গৃহমেধিগণ তদ্দ্বারা স্বর্গোদ্দেশে গমন করিয়া থাকেন; অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধি মুনিগণ পুনরাবর্ত্তনে বীজভূত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; সপ্তর্ষি নাগবর্ত্ত সকল দেবলোক আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে, তৎসংখ্যক মুনিগণ সর্ব্বারম্ভ বিবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও বুদ্ধি পূর্ব্বক সঙ্গত্যাগ ও তপস্যাবলম্বনে সেই সেই স্থানে প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিত আছেন; বেদানুবচন, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস, সত্য এই সকল আত্মার জ্ঞানের কারণ জানিবেন; সেই ঈশ্বর সর্ব্ববিধ আশ্রমী ও দ্বিজগণ কর্তৃক নিদিধ্যাসিতব্য দ্রষ্টব্য, মন্তব্য ও শ্রোতব্য জানিবে; এই রূপে যে দ্বিজ অরণ্য আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকে অবগতি করে এবং পরম শ্রদ্ধাসহকারে সত্যস্বরূপ তাঁহার উপাসনা করে, সে ক্রমে অর্চ্চিঃ, অহঃ তদনন্তর শুক্ল উত্তরায়ন দেবলোক সবিতা ও বিদ্যুৎলোক ক্রমে প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই পুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা যজ্ঞ তপ ও দান দ্বারা স্বর্গ জয় করে, তাঁহারা পুনরাবৃত্তি করে ব্রহ্মজ্ঞদিগের ন্যায় তাঁহাদের সংসার বিনাশ হয় না। তাঁহারা ধূম, নিশা কৃষ্ণ পক্ষ দক্ষিণায়ন পিতৃলোক চন্দ্রমা নভঃ বায়ু জল মহী ক্রমে প্রাপ্ত হয় এবং পুনর্গমন করে। এইরূপে যে আত্মার দুই মার্গ না জানে সে রাক্ষস, পতঙ্গ কীট বা কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। জীবগণ, হৃদয়ে দীপবদ ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া অমর হয়। যিনি ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠ অতিথি প্রিয় ও সত্যবাদী ও শ্রাদ্ধ করে সেই গৃহস্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সমাধি নামক
পঞ্চাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ষড়শীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান।

অগ্নি কহিলেন, সংসারের অজ্ঞান মোচনের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান কীর্ত্তন করিব। এই পর ব্রহ্ম আত্মাই আমি এইরূপ জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। ঘটাদিবৎ দৃশ্যত্ব হেতু দেহ আত্মা নয়। দেহ, যদি অবিকারি আদির ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তবে সুষুপ্তি ও মরণ হইলে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান হয় কেন? অতএব দেহ আত্মা নয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে, ইহারা কর্ত্তা নহে করণ। মন ও বুদ্ধি আত্মা নহে, দীপবৎ করণ অর্থাৎ দীপ যোগে যেমন অন্ধকারে কোনও বস্তুর দর্শন হয় সেইরূপ মনও বুদ্ধি যোগে আত্মা কোন বস্তুর বোধ অনুভব করে। সুষুপ্তি কালে চৈতন্যের প্রভাব বিদ্যমান থাকে এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সঙ্কীর্ণত্ব হেতু চৈতন্যের অবরোধ হয় না। সুষুপ্তি অবস্থার বিজ্ঞানবিরহিত প্রাণ অবগত হওয়া যায়, অতএব প্রাণ ও আত্মা হইতে পারেনা অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নয় ইন্দ্রিয়াদি সকলই আত্মার দেহবৎ ব্যভিচার হেতু অহঙ্কার ও আত্মা নহে। উক্ত সকল হইতে বিভিন্ন সেই আত্মা সকলের হৃদয়ে রজনীযোগে দীপবৎ অবস্থিত থাকিয়া সকলই দর্শন ও ভোগ করিতেছেন। ধ্যানারম্ভ কালে মুনিগণ এইরূপ চিন্তা করিবেন। সেই ব্রহ্ম হইতে আকাশ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অনল, অনল হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে সূক্ষ্মশরীর এবং ঐ অপঞ্চীকৃত ভূত সকল হইতে পঞ্চীকৃত অন্য সকল উৎপন্ন হইয়াছে। স্থূল শরীর ধ্যান করিয়া তাহা হইতে ব্রহ্মে লয় চিন্তা করিবে। পঞ্চীকৃত ভূত সমূহের কার্য্য বিরাট, ইহাই আত্মার জ্ঞান কল্পিত স্থূল শরীর। ধীরগণ ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগরিত বিজ্ঞান বুঝিয়া থাকেন। বিশ্ব তদভিমান এই তিনটী অকারণ অর্থাৎ কাহার ও কারণ হয় না। অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য লিঙ্গ তাহা সপ্তদশের (১) সহিত সংযুক্তা হইয়া হিরণ্য-গর্ভ নামে অভিহিত হয়। আত্মার যে সূক্ষ্ম শরীর তাহাকে লিঙ্গ কহে। জাগ্রৎ সংস্কার জাত স্বপ্ন বিষয়াত্মক প্রত্যয় আত্মা তদ্রূপমানী। অপ্রপঞ্চ হইতে তৈজস হয়। তাহা স্থূল সূক্ষ্ম শরীর দ্বয়ের এক কারণ আত্মা ও সাভাস জ্ঞানকে অধ্যাহৃত কহে। সেই ব্রহ্ম সৎ ও নয় ও অসৎ ও নয়, সাবয়ব ও নয় নিরবয়ব ও নয়, অভিন্নও নয়, ভিন্নও নয়। তিনি ভিন্নাভিন্ন, অনির্ব্বাচ্য, বন্ধ সংসার হারক। সেই একমাত্র ব্রহ্ম, বিজ্ঞানদ্বারা লব্ধ হয়। কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণাত্মক ইন্দ্রিয় সকলের সর্ব্বতোভাবে সংহার, এবং বুদ্ধির স্থান সুষুপ্ত এই দুয়ের অভিমানবান্ প্রাজ্ঞ আত্মা এই তিনকে মকার ও প্রণব কহে। উহাই অকার এবং উকার এবং এই দুইটিই মকার স্বরূপ। চিন্মাত্র আমি জাগ্রৎ স্বপ্নাদির সাক্ষী। অজ্ঞান ও সংসারাদি বন্ধন তাঁহার কার্য্য নয়। ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ, বদ্ধ মুক্ত, সত্য অদ্বয় আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মাই আমি, আমিই পরজ্যোতিঃ বিমুক্ত ব্রহ্ম ওঁ। আমি, পরব্রহ্ম, পরমজ্ঞান, সমাধি ও বন্ধ ঘাতক; ব্রহ্ম, চিদানন্দ, সত, জ্ঞান ও অনন্ত; এই পরব্রহ্ম আত্মা, তুমিও সেই ব্রহ্ম, এইরূপ গুরু কর্ত্তৃক অববোধিত জীব, আমি ব্রহ্ম হই এইরূপ জ্ঞান করিবে। সেই ঐ আদিত্য পুরুষ, সেই ঐ আমি

(১) পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ।

অখণ্ড ওঁ। এইরূপ জ্ঞানে সংসার হইতে মুক্ত হয় ব্রহ্মজ্ঞ সেই ব্রহ্মই হয়।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে ব্রহ্মজ্ঞান নামক ষড়শীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

সপ্তাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান।

অগ্নি কহিলেন, আমি অষ্টাদশাক্ষরা ব্রহ্মপরজ্যোতি, অনল, অবনী বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, সমীর, আকাশ বিরহিত; আমি ব্রহ্মপরজ্যোতি, আদি কার্য্যকলাপ বিরহিত। আমি ব্রহ্মজ্যোতি, বিরাট, আত্মায় বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, জাগ্রতের স্থান বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, বিশ্বভাবে একান্ত রহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ,আকার বিকার পরিত্যক্ত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, বাক্য পাণিপাদ বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, পায়ু আর উপস্থ বর্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, রূপ আর রস বিবর্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, সর্ব্ববিধ গন্ধ বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ,রসনা নাসিকা বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, সদা শব্দ স্পর্শ বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতি, বুদ্ধি ও মানস বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ চিত্ত অহঙ্কার বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ অপান ও প্রাণ বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতি, ব্যান ও উদান বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ সমান সমীর বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ জন্মজরামরণ রহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ শোক মোহ মাৎসর্য্য বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ সদা ক্ষুধাতৃষ্ণা বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ শব্দাদি উদ্ভূত বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতি, হিরণ্যগর্ভাদি বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ সদা স্বপ্নাবস্থা বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ তৈজস প্রভৃতি বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ অপকার আদি বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতি অজ্ঞান প্রভৃতি বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতি সদা অধ্যাহার বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতি সত্ত্ব রজ তমো বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ সদ সদ্ভাব বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, সর্ব্ব অন্বয় বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ সদা ভেদাভেদ বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ সুষুপ্তির স্থান বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, সদা প্রজ্ঞা ভাব বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ মকার প্রভৃতি বিবর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, নিত্য মানমেয় বিরহিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, পরিমিতি মাপক বর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, সাক্ষিত্বাদিসকল বর্জ্জিত। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ সদা কার্য্যকারণ বর্জ্জিত। দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রাণ অহঙ্কার বিরহিত। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি মুক্ত ব্রহ্মতুর্য্য পদগত। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আনন্দ অদ্বয় সত্যময়। আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আমি,বিমুক্ত বিজ্ঞান আনন্দময়। আমি ব্রহ্মপরজ্যোতিঃ, সমাধি মোক্ষদ পরাৎপর। ব্রহ্মআমি, আমিব্রহ্ম, নিরঞ্জন, নিষ্কল অক্ষর।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে সমাধি ব্রহ্মজ্ঞান নামক সপ্তাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অষ্টাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান।

অগ্নি কহিলেন, যজ্ঞ দ্বারা দেবলোক, তপস্যা দ্বারা বৈরাজ পদ, কর্ম্মসংত্যাগ দ্বারা ব্রহ্মপদ,

বৈরাগ্যদ্বারা প্রকৃতিতে লয় এবং জ্ঞানদ্বারা কৈবল্য প্রাপ্ত হয়,. জীবের এই পঞ্চবিধ গতি উক্ত হইয়াছে। প্রীতি, তাপ ও বিষাদাদি হইতে নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য। কৃতাকৃত কর্ম্মসমূহের পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। অব্যক্তাদি বিশেষ পর্য্যন্তে যে বিকার নিবর্ত্তন, তাহার নাম প্রকৃতিলয়। চেতন ও চেতনের অভিন্নত্ব জ্ঞান হইলে, তাহাকে জ্ঞান কহে। বেদান্তে সর্ব্বাধার পরমেশ্বর পরমাত্মা বলিয়াও দেবমধ্যে বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত হন। ঐ বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর ও যজ্ঞপুরুষ বলিয়া প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। নিবৃত্তি পথাবলম্বীগণ জ্ঞান যোগ দ্বারা জ্ঞান মূর্ত্তি পরমাত্মাকে অবলোকন করেন। হে মহামুনে! সেই পুরুষোত্তম হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতাদি বাক্য স্বরূপ। জ্ঞান ও কর্ম্ম তাঁহার প্রাপ্তির হেতু। আগমে উক্ত হইয়াছে যে, বিবেকজ জ্ঞান দুই প্রকার, শব্দ ব্রহ্ম আগমময় এক ও বিবেকজ পরব্রহ্ম অপর। দুইব্রহ্ম বেদিতব্য, ব্রহ্মশব্দ পর এক বেদাদিবিদ্যা, অক্ষর, সৎ পরব্রহ্ম অপর। সেই এই ভগবদ্বাচ্য ব্রহ্ম অর্চ্চনার নিমিত্ত উপচারদ্বারা অন্যান্য প্রকার কথিত হয। ভগবৎ পদের ভকারার্থ সম্ভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এই দুইপ্রকার। হে মহামুনে! ঐ গকার, নেতা গময়িতা ও স্রষ্টা জানিবেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির সমষ্টিকে ভগ কহে বিষ্ণুতে ভূতগণ বাস করে, তিনি ধাতার ত্রিবিধ আত্মা। এইরূপে হরিতেই ভগবান্ শব্দ প্রযুক্ত হয়, অন্য উপচারদ্বারা প্রযুক্ত হয। যিনি, উৎপত্তি প্রলয়, ভূতগণের অগতি ও গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা অবগত আছেন, তিনিই ভগবান্ পদবাচ্য হয়েন। পরমৈশ্বর্য্যই জ্ঞানশক্তি, অশেষ তেজই বীর্য্য। হেয় গুণাদি ব্যতিরেকে ঐ সকল ভগবৎ শব্দ বাচ্য হয়। সেই কপিধ্বজ পুরাকালে, খাণ্ডিক্য জনককে যোগ কহিয়াছিলেন অনাত্মায় যে আত্ম বুদ্ধি, স্বয়ং আত্মা আমি এই যে অবিদ্যাজাত মতি, এই দুইটিই বীজভূত হইয়া অবস্থান করে। কুমতি দেহী, মোহতম আশ্রয় করিয়া "আমি" এই প্রকারে দৃঢ়তর মতি করে। এই প্রকারে তদ্দেহোৎপাদিত পুত্র পৌত্রাদিতে, অনাত্মা কলেবরে, পণ্ডিতগণ সমতা নিরূপণ করেন। মানব দেহের উপকারের নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে। পুরুষের দেহ যখন আত্মা নয়, তখন তাহার নিমিত্ত যে কর্ম্ম তাহা বন্ধনের নিমিত্তই হয়। আত্মা, নির্ম্মল, নির্ব্বাণময় ও জ্ঞানময়। অধর্ম্ম দুঃখময় ও অজ্ঞানময়; অধর্ম্ম, প্রকৃতির, আত্মার নহে। অগ্নির সহিত জলের সঙ্গ হয় না, কিন্তু স্থালীযোগে তাহাও এক প্রকার সঙ্গতি হয়; হে মহামুনে! কাদিশব্দ সকল, তৎপ্রকৃতি কৃত। পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মার সহিত অহংমানাদিযোগে প্রকৃতির মিলন হয়। এবং তৎপরে ঐ আত্মা প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল ভজনা করিয়া থাকে তাহাদের হইতে যে অন্য তাহাই অব্যয়াত্মা। মন, বন্ধনের নিমিত্ত বিষয়াসঙ্গ প্রাপ্ত হয়, এবং সদ্বুদ্ধি প্রাপ্তির নিমিত্তই নির্ব্বিষয় হইয়া থাকে। সেই হেতু মানসকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ হরিকে চিন্তা করিবে। হে মুনে! মানস, সেই ব্রহ্মধ্যায়ি মানবকে, আত্মশক্তির বিচার দ্বারা আকর্ষক প্রস্তর লৌহের ন্যায় আত্মভাব পাওয়াইয়া থাকে। আত্মপ্রযত্ন সাপেক্ষা যে বিশিষ্টা মনোগতি ব্রহ্মপদার্থে তাহার যে সংযোগ তাহাকেই যোগ কহে। মানব, বিনিস্পন্দ হইয়া সমাধিস্থ হইলে ব্রহ্ম বস্তু প্রাপ্ত হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, মরুদ্ বিজয় পবনদ্বারা প্রাণা-

য়াম, ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, এই সমস্ত বশীভূত করিয়া মঙ্গলালয় ব্রহ্মে মনস্থির করিবে। মূর্ত্তক ও অমূর্ত্তক ভেদে চিত্তের আশ্রয় দুইপ্রকার। ব্রহ্ম ভাব ভাবনাযুক্ত, আনন্দ প্রভৃতির বিশিষ্ট এক প্রকার, কর্ম্ম ভাবনাযুক্ত দেবাদি স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত অপর প্রকার আশ্রয় জানিবে। হিরণ্য গর্ভাদিতে জ্ঞানাত্মিকা ও কর্ম্মাত্মিকাভেদে দুইপ্রকার এবং বিশ্বব্রহ্মের ভাবনা, সমুদায়ে ভাবনা ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে। প্রত্যস্তমিত ভেদ, যাহা সত্তামাত্র ও বাক্যের অগোচর, আত্মসংবেদ্য, সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান; তাহাই অরূপ, অজ, অক্ষর বিষ্ণুর পরমরূপ প্রথমে সেইরূপ ধ্যান, শক্তির অবিষয়, সেই হেতু মূর্ত্তাদি চিন্তা করিবে। তদনন্তর ঐ মানব পরমাত্মার সহিত, তদ্ভাবাভাব প্রাপ্ত হইয়া অভেদ হয়; তাহার ভেদ অজ্ঞানকৃত জানিবে।

ইত্যাগ্নেয়ে আ দমহাপুরাণে ব্রহ্মজ্ঞান নামক অষ্টাশীত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ঊননবত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান।

অগ্নি কহিলেন, ভরত যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান বলিব। ভরত বাসুদেবের অর্চ্চনাদি করিয়া শালগ্রামে তপস্যা করিয়াছিলেন।

মৃগসঙ্গহেতু তিনি অন্তকালে মৃগ স্মরণ পূর্ব্বক প্রাণ পরিহার করিয়া জাতিস্মর মৃগ হইয়াছিলেন। তদনন্তর তদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বযোগবলে পুনর্ব্বার মানবযোনি প্রাপ্ত হন এবং অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া লোক মধ্যে জড়বৎ আচরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। একদা বীররাজের বিষ্টিযোগে (বেগারে) ধৃত হইয়া বাহক পঙ্ক্তির বচনানুসারে উহার শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। ঐ জ্ঞানী বিষ্টি দ্বারা গৃহীত হইয়া তাহাকে বহন করিতে জড়গতিতে চলিতে লাগিল। অন্যান্য বাহকেরা সত্বর গমন করিতে লাগিল। অন্য বাহকগণ শীঘ্র যাইতেছে এবং সে অশীঘ্র গমন করিতেছে, দেখিয়া রাজা তাহাকে কহিতে লাগিলেন, তুমি ত অল্প পথই আমার শিবিকা বহন করিয়াছ, ইহার মধ্যেই তুমি শ্রান্ত হইলে? তুমি কি কষ্টসহ পুরুষ নও; তোমাকে বিলক্ষণ স্থূল ত নিরীক্ষণ করিতেছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি স্থূল নহি; তোমার শিবিকা আমার দ্বারা বাহিত হইতেছে না; আমি শ্রান্তও নহি, আয়াসবিশিষ্টও নহি। হে মহীপতে! তুমি আমার আত্মার বোঢ়ব্য (বহনযোগ্য) নও; দেখ, ভূমিতলে পাদযুগল অবস্থিত, পাদদ্বয়ে জঙ্ঘা, জঙ্ঘাদ্বয়ে ঊরুদ্বয়, তদাধারে উদর, তদুপরি বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধদ্বয় অবস্থিত আছে; ঐ স্কন্ধোপরি তোমার শিবিকা অবস্থিত, ইহাতে আমার কোনও ভার বিদ্যমান নাই। এই ত্বদুপলক্ষিত দেহ অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি সেখানে আমি এখানে এরূপ উক্তি ভ্রমমাত্র। হে পার্থিব! তুমি আমি আমি এবং অন্যান্য জীবগণ ভূতগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইতেছে; গুণপ্রবাহ পতিত এই গুণবর্গ গমন করিতেছে। হে পৃথিবীপতে! এই সত্ত্বাদি গুণগণ কর্ম্মের বশ্য; কর্ম্ম, অবিদ্যা কর্ত্তৃক সঞ্চিত, অশেষ জন্তুগণেই বিদ্যমান আছে। আত্মা, শুদ্ধ, অক্ষর, শান্ত, নির্গুণ ও প্রকৃতির পরপারে ব্যবস্থিত, উহার ক্ষয় ও বৃদ্ধি নাই; তবে আপনি কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া কহিলেন যে, তোমাকে অতি স্থূল নিরীক্ষণ করিতেছি। ভূমিপাদ,

জঙ্ঘা, কটি, উরু জঠরাদিতে সংস্থিত স্কন্ধে যেমন শিবিকা সংস্থিত আছে, সেইরূপ আপনিও শিবিকার ন্যায় ভূত পদার্থ অবস্থিত রহিয়াছেন সুতরাং শিবিকোত্থান কর্ম্মের সহিত ও অন্য জন্তুগণের সহিত আপনার সমভাব অবগত হইবেন। শৈলদ্রব্যই হউক বা গৃহস্থ অথবা পৃথিবী সম্ভূত দ্রব্যই হউক, সমস্ত প্রাকৃত পদার্থের সহিত পুরুষের পৃথগ্‌ভাব। আমি সেই মহাভার কিরূপে সহিব; এই শিবিকায় যে যে দ্রব্য আছে, তাহা ভূতপদার্থ হইতে সংগৃহীত; আপনার, আমার, এই অখিলের ও ভূতসমূহও সেইরূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

রাজা তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং এই শিবিকা সত্বর পরিত্যাগ করিয়া, আপনি কে? কি নিমিত্তই বা এখানে বিচরণ করিতেছিলেন তাহা প্রকাশ করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, শ্রবণ করুন; আমি কে? এরূপ বলিতে পারা যায় না। উপভোগের নিমিত্তই সর্ব্বত্র আগমনক্রিয়া হয়; সুখ দুঃখোপভোগ, দেহাদির উপপাদক। জন্তুগণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম জাত সুখ দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই দেহাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যাহা আছে সেই আমি, কি হেতু এরূপ বলা যাইতে পারিবে না? হে দ্বিজ! আত্মাতে যে "আমি" শব্দ প্রযুক্ত হয় তাহা দোষের নিমিত্ত হয় না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি" শব্দ আত্মায় প্রযুক্ত হইলে দোষের নিমিত্ত হয় না, তাহা যথার্থই সেইরূপ। অনাত্মায় আত্মবিজ্ঞান বা আত্মশব্দ ভ্রান্তির লক্ষণ জানিবে। সমস্ত দেহেই যখন এক পুরুষ ব্যবস্থিত, তখন আপনি কে? আমি কে? এবাক্য বিফল, হে নৃপ! তুমি রাজা, এই শিবিকা আমরা অগ্রগামী বাহক, এই আপনার লোক (জন্মভূমি) এই সমস্তই অসৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৃক্ষ হইতে দারু দারু হইতে এই শিবিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে আপনি আরোহণ করিয়া আছেন। উহার বৃক্ষ সংজ্ঞা বা দারুসংজ্ঞা কিরূপে হইবে? আপনি শিবিকারূঢ় হইলে মানবগণ আপনাকে বৃক্ষারূঢ় বা কাষ্ঠারূঢ় বলে না। হে নৃপ শ্রেষ্ঠ! ইহার অর্থ অন্বেষণ করিলে শিবিকার দারু সম্মিলনে যে রচনা সংস্থান, বিশেষ আপনি তাহাতে আরূঢ় এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরুষ, স্ত্রী, এই গো, বাজী, কুঞ্জর, বিহগ, তরু, এইরূপ সংজ্ঞা, দেহে কর্ম্মহেতু লোক কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে জানিবেন। হে নৃপ! জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ ও তালু অহং (আমি) আদিশব্দ উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু ইহারা "আমি" নহে, ইহারা সকলে বাক্য নিষ্পাদনের হেতু। এই বাক্ কি হেতু "আমি" এইশব্দ স্বয়ং উচ্চারণ করিতেছে, তাহাতে হেতু দৃষ্ট হয় না, তথাপি "আমি নই" বাক্য, এইরূপ উচ্চারণ করিলে তাহা মিথ্যা প্রযুক্ত হইতেছে না। হে রাজন্! শিরঃ পায়ু আদি সকল পুরুষের আত্মা হইতে পৃথক্ পিণ্ড, তবে কোথা হইতে আমি, এই নাম উচ্চারণ করিতে পারি? হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! আমা হইতে ভিন্ন যদি অন্য কেহ থাকেন, তবে "এই আমি" এই অন্য এরূপ বলা যাইতে পারে। নগ, পশু ও পাদপে পরমার্থতঃ ভেদ নাই, এই শরীর প্রভেদ দেখিতেছ, তাহা কেবল কর্ম্মহেতু পৃথক্ যোনি

মাত্র জানিবেন। লোকে যে রাজা ও রাজভট আদি ও অন্য যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তাহা অসৎ ও সম্যক্ বিশুদ্ধ নহে। একমাত্র তুমি, সকল লোকের রাজা, তোমার পিতার পুত্র, রিপুর রিপু, পত্নীর পতি, পুত্রের পিতা, হে ভুপ! তোমাকে এখানে কি বলা যাইতে পারে? তুমি শিরঃ, কি তোমার শির বা উদর, কিম্বা তোমার আপাদ মস্তক সমস্তই তুমি? হে মহীপতে! সমস্ত অবয়ব হইতে তুমি পৃথগ্‌ভূত ব্যবস্থিত আছ। হে পার্থিব! আমি কে? এ বিষয়ে নিপুণতম চিন্তা কর। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সেই অবধূত দ্বিজরূপি হরিকে কহিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি শ্রেয়স্কর অর্থ সাধনার্থ, কপিল মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছি। আপনি সেই কপিল ঋষির অংশ, আমার নিমিত্ত জ্ঞানদ হইয়া অবনিতলে অবস্থিতি করিতেছেন। যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা জ্ঞানতরঙ্গ সাগর হইতে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, পুনর্ব্বার শ্রেয়ো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিন্তু পরমার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। হে ভূপ! শ্রেয়ো বিষয়ে অশেষবিধ পরমার্থ বিদ্যমান আছে। হে নৃপ। যে মানব, দেবতারাধনা করিয়া ধনসম্পত্তি, পুত্র ও রাজ্য কামনা করে, তাহার শ্রেয়ঃ কিছুই নাই। পরমাত্মার সহিত যে সংযোগ তাহাই বিবেকিগণের শ্রেয়ঃ জানিবেন। যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও দ্রব্য সম্পৎ পরমার্থ নহে, জীব ও পরমাত্মারযোগ তাহাই পরমার্থ বলিয়া উক্ত হয়। অদ্বিতীয়, ব্যাপী, সম, শুদ্ধ, নির্গুণ, প্রকৃতির পরস্থ, জন্মবৃদ্ধ্যাদি রহিত, অব্যয়, পরম, জ্ঞানময়, বিভু, গুণজাত্যাদির অসঙ্গী আত্মাই সর্ব্বগত জানিবেন। আমি, এ বিষয়ে তোমার নিকট, নিদাঘ ঋতুসংবাদ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ঋতু, ব্রহ্মার পুত্র জ্ঞানী ছিলেন, পৌলস্ত্য নিদাঘ তাঁহার শিষ্য তিনি তাঁহার নিকট বিদ্যালাভ করিয়া, পুরে ও নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঋতু তাহাকে দেবিকা তটে অবস্থিত বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। দিব্য সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে ঋতু তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। নিদাঘ, বৈশ্বদেব বলি প্রদানান্তে গুরুকে অন্ন প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ভোজন করিলেন ইহাতে ত আপনার তুষ্টি হইল, যেহেতু তুষ্টি অক্ষয়া।

ঋতু কহিলেন, যাহার ক্ষুধা হয়, সে ভোজন করিলে তৃপ্তিলাভ করে। আমার ক্ষুধাতৃপ্তি হয় নাই, তুমি ইহা কেম জিজ্ঞাসা করিলে? তবে তুমি জিজ্ঞাসিলে বলিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার তৃপ্তি সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। এই পুরুষ আকাশ বদ্‌ব্যাপী ও সর্ব্বগত এই হেতু আমি প্রত্যগাত্মস্বরূপ, তবে তোমার এই বাক্য কিরূপে সঙ্গত হয়? সেই আমি গন্তা বা অগন্তা একদেশে আমার বাস স্থান নহে। তুমি অন্য নহ এবং তোমা হইতে আমিও অন্য নহি, উভয়েই এক-আত্মা জানিও। মৃণ্ময় গৃহ যেরূপ মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত হইলে স্থির থাকে, সেইরূপ এই পার্থিবদেহ, পার্থিব পরমাণুদ্বারা স্থির থাকে। হে দ্বিজ! আমি, তোমার আচার্য্য ঋতু, তোমাকে জ্ঞান দান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া ছিলাম। এক্ষণে আমি গমন করিব, তোমার পরমার্থ উদিত হইয়াছে। তুমি এই একমাত্র স্থির জানিও যে

অখিল জগতে ভেদ নাই, সকলই বাসুদেবাখ্য পরমাত্মারস্বরূপ। সহস্র বর্ষেরপর, ঋতু পুনর্ব্বার সেই নগরে গমন করিয়া, নিদাঘকে নগরের একান্তে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন হে নিদাঘ! তুমি এখন নগরের প্রান্তভাগে অবস্থিতি করিতেছ কেন? নিদাঘ কহিলেন, ভো বিপ্র! এই এক মহান্ জনসংবাদ আছে যে, হে নরেশ্বর! রম্যপুরী প্রবেশ কর, তাহাতেই আমি এখানে অবস্থিতি করিতেছি। ঋতু কহিলেন, এস্থলে ইহাদের মধ্যে নরাধিপ কে? ইতর জনই বা কে? হে দ্বিজোত্তম! তুমি অভিজ্ঞ, এবিষয়ে আমার নিকট প্রকাশ কর। নিদাঘ কহিলেন, যে এই অদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত, উন্মত্ত গজে আরোহণ করিয়া আছে, সেই নরেন্দ্র, তাহার পরিবারগণই ইতর। হে ব্রহ্মণ! যে নিম্নে অবস্থান করিতেছে সেই গজ; যে উপরিভাগে রহিয়াছে সেই ভূপতি ঋতু কহিলেন, এখানে গজ ও রাজা কে? নিদাঘ কহিলেন, ঋতু নিদাঘে আরূঢ় হইয়াছে, বাহনকে দৃষ্টান্তস্বরূপ অবলোকন কর। উপরে আমি, তুমি নিম্নভাগে কুঞ্জরের ন্যায় অবস্থান করিতেছ। ঋতু নিদাঘকে কহিলেন, আমি ইহাদের মধ্যে কে? তোমার সহিত এইরূপে কথা কহিতেছি, অর্থাৎ জীবভেদে কাহাকে তুমি ভিন্ন করিতে চাও।

নিদাঘ, এইরূপে উক্ত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আপনি নিশ্চিতই আমার গুরু, আপনি ব্যতিরেকে এরূপ অদ্বৈত সংস্কার সংস্কৃত মানস, অন্যের নহে। ঋতু কহিলেন, আমি তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; সারভূত অদ্বৈত পরমার্থ আমি তোমাকে দর্শন করাইলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তাহার উপদেশে নিদাঘ, অদ্বৈত পরায়ণ হইল। তদবধি সে সর্ব্ববিধ ভূতবর্গকে অভেদে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে জ্ঞানযোগে মুক্তিলাভ করিল, তুমিও সেইরূপে মুক্তিলাভ করিবে। যে হেতু বিষ্ণু সর্ব্বগত, অতএব তুমি, আমিও সমস্তই এক; যেরূপ এক নভস্তল, নীল পীতাদিভেদে দৃষ্ট হয়, ভ্রান্তি দৃষ্টি মানবগণ, সেই এক বিষ্ণুকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করে।

অগ্নি কহিলেন, ভূপতিভরত জ্ঞানসারদ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া ছিলেন, অতএব হে দ্বিজ! সংসারের অজ্ঞানরূপ বৃক্ষের অরি সেই ব্রহ্মকে চিন্তা কর।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান নামক উননবত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নবত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

গীতাসার।

অগ্নি কহিলেন, পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যাহা অর্জ্জুনকে কহিয়া ছিলেন, সেই ভোগমোক্ষ প্রদ, সর্ব্বগীতার উত্তম হইতেও উত্তম গীতাসার আমি তোমাকে বলিব।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, গতাসু বা অগতাসুই হউক, দেহবান অজ আত্মা শোচনীয় নহে। আত্মা অজর, অমর ও অভেদ্য অতএব তাহার নিমিত্ত শোকাদি পরিত্যাগ করিবে। ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় চিন্তা করিলে, পুরুষগণের বিষয়াসঙ্গ সঞ্জাত হয় এবং তদনন্তর সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রংশ, স্মৃতিবিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। সৎসঙ্গ

হইতে দুঃসঙ্গ হানি এবং মোক্ষ কাম হইতে কামাপনোদন, কামত্যাগ হইতে আত্মনিষ্ঠা এবং তাহা হইতে মানবগণ স্থির প্রজ্ঞ হয়। অন্য সর্ব্বভূতগণের যাহা নিশা, সংযমিগণ তাহাতে জাগরিত থাকেন। যাহাতে ভূতগণ, জাগিয়া থাকে, তত্ত্বদর্শি মুনিগণের তাহাই নিশা; যে মানব আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাহার অন্যকার্য্য কিছুই নাই এবং তাহার অর্থ ও অনর্থও কিছুই নাই। হে মহাবাহো! তত্ত্ববিদ্গণ, গুণকর্ম্ম বিভাগে, গুণসকল গুণেই বর্ত্তমান থাকে এই ভাবিয়া বিষয়ে আসক্ত হয়েন না; জ্ঞানরূপ প্লবদ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হন। হে অর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নি, সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, যে মানব সঙ্গপরিহার করিয়া পরব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্ম বিন্যাস করে, সে সলিল দ্বারা পদ্ম পত্রেরন্যায় পাপে লিপ্ত হয় না। যোগে নিযুক্তাত্মা ব্যক্তি, সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন হন। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, শুচি ও শ্রীমান্‌গণের গেহে জন্মলাভ করিয়া থাকেন, হে বৎস! কোনও কল্যাণকারি ব্যক্তি, দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এই গুণময়ী, দুর্ম্মোচ্যা দেবী আমার মায়া, আমাকেই যে প্রাপ্ত হয়, সে মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকে। হে ভরতর্ষভ! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিবিধ মানব আমাকে ভজনা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে জ্ঞানীই একমাত্রে অবস্থিত ব্রহ্ম, অক্ষর ও পরম। স্বভাব অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়, ভূতভাবের উদ্ভবকর কর্ম্ম সংজ্ঞক যে বিসর্গ (সৃষ্টি) তাহাই অধিভূত, ক্ষরভাব যে পুরুষ তাহাই অধি দৈবত। হে দেহি প্রবর! আমিই এই দেহ অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করি; যে অন্তকালে আমাকে স্মরণ করে সে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তকালে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করে সে সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। অন্তকালে যে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণ বিন্যাস করিয়া ওঁ এই একাক্ষর পরব্রহ্ম বলিতে বলিতে দেহ বিসর্জ্জন করে, সে আমার পরমভাব প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই, ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই আমার বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য জানিবে। জগতীতলে যে যে প্রাণী শ্রীমান্ ও তেজস্বী তাহারা আমার অংশ জানিবে। একমাত্র আমিই বিশ্বরূপ ইহা জানিয়া জীবগণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। যে শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া জানে, সে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহা আমার অভিমত জানিও। মহাভূত সকল, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, একাদশ ইন্দ্রিয়; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সুখ, দুঃখ-সঞ্জাত চেতনা, ধৃতি, এইসকল সংক্ষিপ্ত ও সবিকার ক্ষেত্র অবগত হইবে। অমানিত্ব, অদাম্ভিকত্ব, অহিংসা, ক্ষম, ঋজুতা, আচার্য্যসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি দুঃখদোষ দর্শন, পুত্রদার গৃহাদিতে অনাসক্তি ও অনভিষঙ্গ, ইষ্ট ও অনিষ্টের উপস্থিতিতে নিয়তই সমচিত্ততা, অনন্য যোগদ্বারা আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জন দেশসেবা, জনসমাজে অরতি, অধ্যাত্ম জ্ঞাননিষ্ঠত্ব, তত্ত্বজ্ঞানুদর্শন, এই সকলই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহা হইতে যাহা ভিন্ন তাহাই অজ্ঞান। যাহা জানিয়া অমৃত (মুক্তি) লাভ হয়, সেই জ্ঞেয় পদার্থ বলিব, অনাদি পরমব্রহ্ম সত্ত্ব বলিয়া উক্ত হয়। সর্ব্বস্থলেই তাঁহার পাণিপাদ, সর্ব্বস্থলেই তাহার অক্ষি, শিরঃ ও আনন; সর্ব্বস্থল হইতেই শ্রবণ-

শীল, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাস যাহাতে বিদ্যমান এবং যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, যিনি অসঙ্গী অথচ সকলি ধারণ করিতেছেন, যিনি নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা. যিনি বিজ্ঞেয়, যিনি বিনাশ ও প্রসব করেন, যিনি জ্যোতিরও জ্যোতি যিনি তমের পারে অবস্থিত, যিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, তিনিই জ্ঞেয় পদার্থ। কেহ তাঁহাকে ধ্যানদ্বারা আত্মায়, কেহ বা আত্মাদ্বারা অবলোকন করে। কেহ বা সাংখ্যযোগে কেহ বা কর্ম্মযোগে তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। কেহ বা তাঁহাকে না জানিয়া অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া উপাসনা করে। সেই শ্রুতিপরায়ণ উপাসকগণ, শীঘ্রই মৃত্যুজয় করিতে সমর্থ হয়। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ, তমো হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

গুণসকল বর্ত্তমান আছে এই ভাবিয়া যে ব্যক্তি স্থির থাকে, বিচলিত না হয়, মান অপমান শত্রু ও মিত্র যাহার তুল্য এবং যে সঙ্গবর্জ্জন করে সেই নির্গুণ। ঊর্দ্ধভাগে যাহার মূল এবং অধোভাগে যাহার শাখা অবস্থিত আছে, ছন্দসকল যাহার পর্ণ, সেই অব্যয় অশ্বত্থকে যে জানিতে পারে সেই বেদবিৎ। এই লোকে দৈব ও অসুর ভেদে দ্বিবিধা ভূত সৃষ্টি বিদ্যমান আছে। দৈবীসম্পত্তি হইতে নরগণের ক্ষমা ও অহিংসাদি উৎপন্ন হয়। অশৌচ ও অনাচার আসুরী সম্পত্তি হইতে সঞ্জাত হইয়া থাকে। ক্রোধ, লোভ ও হইতে নরক হয়, অতএব এই তিনই বর্জ্জনীয়। সত্ত্ব হইতে যজ্ঞ, তপঃ ও দান উৎপন্ন হয়। সত্ত্বসম্বন্ধীয় অন্ন আয়ু, সত্ত্ব, বল ও আরোগ্য সুখের নিমিত্ত হয়। রাজস অন্ন তীক্ষ্ণ রুক্ষ এবং দুঃখ শোকময়; নীরস, অমেধ্য, উচ্ছিষ্ট ও পূতিগন্ধ অন্ন তামস। সাত্ত্বিক ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া বিধিপূর্ব্বক যাগ করিয়া থাকেন। দাম্ভিকগণ, ফলের নিমিত্ত রাজস ও তামস যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকে। বিধি উক্ত শ্রাদ্ধমন্ত্রাদি শারীরিক, এবং দেবপূজা ও অহিংসাদি বাঙ্ময় তপঃ বলিয়া উক্ত হয়। অনুদ্বেগকর বাক্যই সত্য এবং স্বাধ্যায়ই মানস জপ। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যে মৌন তাহাই আত্মবিনিগ্রহ। অকাম তপঃ সাত্ত্বিক, ফল প্রয়োজন তপঃ রাজস, পরপীড়ার্থ যে তপঃ তাহাই তামস, দান, সাত্ত্বিককর্ম্ম, উপকারার্থ পাত্রে দানই রাজস, অপাত্রে অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে দান তাহাই তামস বলিয়া জানিবে। ওঁ তৎসৎ এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ ব্রহ্মের অবগতি কর, যজ্ঞ দানাদিকর্ম্ম, নরগণের ভোগমোক্ষপ্রদ হয়। অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র, কর্ম্মের ফল এই তিন প্রকার। অত্যাগিগণের পরলোকে ঐ সকল ফল হয়, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের কোথাও হয় না। কর্ম্মযোগে তামস মোহ, ক্লেশ ও ভয় হইতে রাজস; অকাম হইতে সাত্ত্বিক, এই পঞ্চবিধ কর্ম্মেরহেতু। অধিষ্ঠান, কর্ত্তা ও করণ ইহারা পৃথগ্‌বিধ; এই তিনপ্রকার এবং চেষ্টা ও দৈব চেষ্টা এই পাঁচপ্রকার। এক জ্ঞান সাত্ত্বিক পৃথক্‌জ্ঞান রাজস এবং অতত্ত্বার্থজ্ঞান তামস। অকাম কর্ম্ম সাত্ত্বিক কাম্যকর্ম্ম রাজস, মোহ হেতুক যে কর্ম্ম তাহাই তামস বলিয়া উক্ত হয়। সিদ্ধিকর্ত্তা সাত্ত্বিক, অসিদ্ধিকর্ত্তা রাজস, শঠ ও অলস তামস, কর্ত্তব্যাদিতে প্রযুক্ত বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী, কার্য্যফলার্থিণী বুদ্ধি রাজসী, তদ্বিপরীতা বুদ্ধি তামসী। মনোধৃতি সাত্ত্বিকী, প্রীতিকামা রাজসী প্রশোকাদিতে তামসী জানিবে। অন্তে

উদ্ভূত সুখই সাত্ত্বিক, অগ্রে যে সুখ তাহাই রাজস অন্তে যে দুঃখ তাহাই তামসসুখ। ইহাতেই ভূতগণের প্রবৃত্তি হয়।

যাহা কর্ত্তৃক এই অখিল ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বিষ্ণুকে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে মানব ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎকে বিষ্ণু বলিয়া অবগত হইতে পারে সেই ভগবদ্ভক্ত ভাগবত মানব নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করে সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে গীতাসারনামক নবত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

একনবত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

যমগীতা।

অগ্নি কহিলেন, যাহা নাচিকেতকে যম কহিয়াছিলেন, পাঠক ও শ্রবণকারিগণের ভোগ এবং সজ্জন মোক্ষার্থিগণের মুক্তিপ্রদ সেই যমগীতা কীর্ত্তন করিব।

যম কহিলেন, স্বয়ং অস্থির মানবগণ, অতিশয় মোহবশে সুস্থির আসন, শয়ন, যান, পরিধান ও গৃহাদি কামনা করে, ইহা অতি আশ্চর্য্য। ভোগে অনাসক্তি এবং সততই আত্মদর্শন, মনুষ্যগণের পরম কল্যাণকর, ইহা কপিল মহর্ষি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বত্র সমদর্শিত্ব, নির্ম্মমত্ব, নিঃসঙ্গতা এই সকল মানবগণের পরম মঙ্গলকর, পঞ্চশিখী ইহা ভূয়ো ভূয়ো গান করিয়াছেন। গর্ভ হইতে জন্ম বাল্যাদি বয়সের অবস্থাজ্ঞান, মানবগণের পরম শ্রেয়স্কর, ইহা গঙ্গাবিষ্ণু গান করিয়াছেন। আধ্যাত্মিকাদি দুঃখসমূহের আদ্যন্ত প্রতিক্রিয়া মনুষ্যগণের পরম শ্রেয়স্করী হয়, জনকঋষি ইহা গান করিয়াছিলেন। উপাধিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে, পরমাত্মসম্বন্ধীয় যে অভেদ প্রত্যয় তাহাই শান্তি পরমশ্রেয়ঃ ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঋক্ যজুঃ সামসংজ্ঞক যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা সঙ্গের নিমিত্তই করে, জৈগীষব্য ইহা গান করিয়াছেন। আপনার সুখ নিমিত্তক প্রতিবিধানেচ্ছার হানি, মানবগণের পরম শ্রেয়স্করী হয়, দেবলঋষি ইহা গান করিয়াছেন। কামত্যাগ হেতুক বিজ্ঞান, সুখ এবং পরমপদ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, কামিগণের বিজ্ঞান লাভ হয় না, ইহা সনকমহর্ষি গান করিয়াছেন। কর্ম্মপর মানবেই প্রবৃত্তিজনক ও নিবৃত্তিজনক কার্য্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু নৈষ্কর্ম্ম, কল্যাণেরও কল্যাণ এবং তাহাই হরিব্রহ্মস্বরূপ। অধিগত জ্ঞান সত্তম মানব, বিষ্ণুসংজ্ঞক, পরম ও অব্যয় ব্রহ্মের সহিত ভেদ প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, সৌভাগ্য, উত্তমরূপ ইত্যাদি যাহা যাহা মানসে বাসনা করা যায়, তৎসমুদায় তপস্যাদ্বারা লাভ করিতে পারা যায়। বিষ্ণুর সমান ধ্যেয়পদার্থ নাই, অনশনের পর তপ নাই, আরোগ্যের সমান পুণ্য নাই, গঙ্গার সমান সরিৎ নাই। জগদ্গুরু বিষ্ণুকে যে পরিত্যাগ করিয়াছে, এমন কোনও ব্যক্তি আমার বান্ধব নাই। অধোভাগে, উর্দ্ধভাগে, অগ্রভাগে ; দেহ ইন্দ্রিয়, মন ও মুখে হরিকে স্মরণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সে হরিস্বরূপ হয়। যাঁহাতে সকলি বিদ্যমান আছে ও যাঁহাতে তাঁহারই সকলি সংস্থিত আছে, যিনি অগ্রাহ্য, অনির্দ্দেশ্য সুপ্রতিষ্ঠ ও পরম তিনিই ব্রহ্ম। বিষ্ণু পরাৎপরস্বরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। ঈশ্বরকে কেহ যজ্ঞেশ্বর, কেহ যজ্ঞপুরুষ, কেহ যজ্ঞস্বরূপ, কেহ বিষ্ণু, কেহ হর, কেহ ব্রহ্মা কহিয়া থাকেন। কেহ বা বিষ্ণুকে ইন্দ্রাদি

কেহ সূর্য্য কেহ সোম, কেহ কাল, কেহ ব্রহ্মাদি-স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎস্বরূপ কহিয়া থাকেন। যাঁহা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না সেই বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম। সুবর্ণাদি মহাদান, পুণ্যকর্ম্ম, তীর্থাবগাহন, ধ্যান, ব্রত, পূজা, ধর্ম্মশ্রবণ, ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়, আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ববর্গ এবং বিষয়গণকে শরলক্ষ্য বলিয়া অবগতি কর। মনীষিগণ, মনোযুক্ত আত্মা ও ইন্দ্রিয়কে ভোক্তা কহিয়া থাকেন। যে অবিজ্ঞানবান্ নিয়ত অযুক্ত (যোগবিরহিত) মনে অবস্থান করে, সে সৎপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসার প্রাপ্ত হয়। যে বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিয়ত যোগযুক্তমনে অবস্থান করে, সে তৎপদ প্রাপ্ত হয়, যাহা হইতে পুনর্ব্বার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহার সারথি বিজ্ঞান এবং যাহার মন প্রগ্রহ (লাগাম) সে পরম পন্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিষ্ণুর পদ। ইন্দ্রিয়গণ হইতে অর্থ সকল শ্রেষ্ঠ, অর্থ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা, আত্মা হইতে মহান্, মহৎ হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষের পর আর কিছুই নাই; তিনিই শেষসীমা তিনিই পরমাগতি। তিনি এইসকল প্রকার ভূতে গূঢ়াত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রকাশিত হন না। সূক্ষ্মদর্শিগণ, সূক্ষ্মাগ্র বুদ্ধিদ্বারা দেখিতে পান, প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্য ও মন সংযমিত করিবেন এবং জীবাত্মাতে জ্ঞান সংযমিত এবং জ্ঞান, মহৎ আত্মায়ও তৎপরে শান্ত আত্মায় নিয়মিত করিবেন। তাহা হইলে, যমাদিদ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মাবযোগ জানিয়া, সৎব্রহ্মস্বরূপ হইবেন। অহিংসা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, যম, নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপূজা, পদ্মাদি-আসন, প্রাণায়াম অর্থাৎ বায়ুবিজয়, প্রত্যাহার অর্থাৎ স্বনিগ্রহ। শুভকর এক বিষয়ে চিত্তধারণ, নিশ্চলত্বহেতু ধীমান্‌গণ তাহাকে ধারণা কহেন। সেই সেই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ যে ধারণা তাহাকে ধ্যান এবং আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞানে পরমাত্মায় যে সংস্থিতি তাহাকে সমাধি কহে। এই সকলদ্বারা মুক্তিলাভ হয়, আকাশ যেমন নভোমণ্ডলের সহিত অভিন্ন সেইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মায় সংঘটনকর। মুক্ত জীব, ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। জীব জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনন করে, সন্দেহ নাই। জীব, অজ্ঞান ও তৎকার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অজর ও অমর হইয়া থাকে।

অগ্নি কহিলেন, পাঠকারী দিগের এই ভোগমোক্ষপ্রদ এই যমগীতা পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব কহিয়াছেন। বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম বুদ্ধিময় মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক আত্যন্তিক লয় উক্ত হইয়াছে।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে যমগীতা নামক
একনবত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

দ্বিনবত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

আগ্নেয়পুরাণের মাহাত্ম্য।*

অগ্নি কহিলেন, ব্রহ্মরূপ আগ্নেয় পুরাণ, আমি তোমাকে কহিলাম। এই পুরাণ সপ্রপঞ্চ ও নিষ্প্রপঞ্চ, বিদ্যাদ্বয় ময় ও মহৎ, ইহাতে ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বাখ্যা বিদ্যা, জগদ্‌যোনি বিষ্ণু, ছন্দঃ, শিক্ষা, ব্যাকরণ, নির্ঘণ্ট (নামসংগ্রহ) জ্যোতি, নিরুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি, মীমাংসা, ন্যায়, অর্থশাস্ত্রাখ্যা বিদ্যা, বেদান্ত, মহান্ হরি এই সকল অপরাবিদ্যা

অক্ষর ও পরবিষয়ক যাহা, তাহাই পরবিদ্যা বর্ণিত আছে। যাহার অখিলভাব বিষ্ণু, পাপ তাহাকে পীড়া দিতে পারে না। মহাযজ্ঞ সকল না করিয়া এবং পিতৃস্বধা করিয়াও ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণার্চ্চনা করিলে সে পাপভাজন হয় না। সকলের অত্যন্ত কারণ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে, সে কখন পাপ-সংস্পর্শে বিনষ্ট হয় না। বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট মানস এবং অন্য নানাপ্রকার দোষযুক্ত হইয়াও যদি গোবিন্দকে ধ্যান করে, তবে সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অন্য বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, যেখানে গোবিন্দ তাহাই ধ্যান, যেখানে কেশব তাহাই কথা, যেখানে কৃষ্ণ সম্পর্ক তাহাই কর্ম্ম; আমি যাহা তোমাকে কহিলাম, যে পিতা পুত্রকে বা যে গুরু শিষ্যকে তাহা না বলে সে পিতা বা গুরু পদবাচ্য হইতে পারে না। সংসারে ভ্রমণ-শীল মানবকর্ত্তৃক পুত্রদারধন, বন্ধু সুহৃৎ ও অন্যান্য বস্তুই লভ্য, হে দ্বিজ! উপদেশরূপ অমূল্যবস্তু কি লাভযোগ্য নহে? পুত্র, দার, মিত্র, ক্ষেত্র, ও বান্ধবে প্রয়োজন কি? মুক্তির উপযুক্ত এইরূপ উপদেশই পরম বন্ধু। দৈব ও আসুর এই দুই-প্রকার, ভূতগণের পন্থা, বিষ্ণুভক্তি পরই দৈব ও তদ্বিপরীতই আসুর; যাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, সেই অগ্নিপুরাণ পবিত্র, আরোগ্য স্বরূপ, ধন্য ও দুঃস্বপ্ননাশন এবং নরগণের সুখকর ও প্রীতিকর। যাহাদের গৃহে লিখিত আগ্নেয়-পুরাণ পুস্তক নিয়ত বিদ্যমান থাকে, তাহাদের গৃহে উপদ্রব সকল বিনষ্ট হয়। যে মানবগণ, দিন দিন আগ্নেয়পুরাণ শ্রবণ করে, তাহাদের তীর্থ, গোদান, যজ্ঞ ও উপোষে প্রয়োজন কি? আগ্নেয় পুরাণের একমাত্র শ্লোক শ্রবণ করিলে, নরগণ তিলপ্রস্থ ও সুবর্ণমাষক দানের ফল প্রাপ্ত হয়। উহার এক অধ্যায় পাঠ করিলে, গো প্রদান অপেক্ষা অধিকতর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নি-পুরাণ শ্রবণের ইচ্ছামাত্রেই অহোরাত্র কৃতপাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্যেষ্ঠ পুষ্করে শত কপিলা গোদান করিয়া যে ফল, অগ্নিপুরাণ পাঠ করিয়া সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত বিদ্যাদ্বয়াত্মক (১) ধর্ম্ম আগ্নেয়পুরাণ শাস্ত্রের সমান হয় না, হে বশিষ্ঠ! ভক্তব্যক্তি নিত্যই আগ্নেয় পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। যে গৃহে আগ্নেয়-পুরাণের পুস্তক বিদ্যমান থাকে তথায় উপসর্গ, অনর্থ, চৌরভয় ও অরিভয় হয় না। যে গৃহে অগ্নিপুরাণ থাকে, তথায় গর্ভবিনাশের ভয় বা বালগ্রহের (বালকের ভূতাদি গ্রহের) ভয় বা পিশাচাদির ভয় থাকে না। অগ্নিপুরাণ শ্রবণ করিয়া বিপ্রগণ বেদবিৎ ক্ষত্রিয় পৃথিবীপতি হয় এবং বৈশ্য সমৃদ্ধি ও শূদ্র আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণু প্রসক্ত মানস সমদৃষ্টি মানব, প্রতিদিন সৎ-ব্রহ্মস্বরূপ আগ্নেয়পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার দিব্য আন্তরীক্ষ ও ভৌম এবং দুঃস্বপ্নাদি অভিচারিক উপদ্রব সকল বিনষ্ট হয়; আগ্নেয় পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ ও পূজা করিলে কেশব, তাহার অন্য যে কিছু দুরিত, তৎসমুদায়ই বিনাশ করেন। যে নর, হেমন্তকালে শ্রীআগ্নেয়পুরাণ, গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা পূজাপূর্ব্বক পাঠ করে, তাহার অগ্নিষ্টোম যাগের ফললাভ হয়। শিশির ঋতুতে পুণ্ডরীক যজ্ঞের, বসন্তে অশ্বমেধ যজ্ঞের, গ্রীষ্মে বাজপেয়ের, বর্ষায় রাজসূয়যজ্ঞের, শরৎকালে তাহা পাঠ করিয়া গো সহস্র দানের ফললাভ করে; যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক কেশবের অগ্রে

(১) পরা ও অপরা এই দুইপ্রকার বিদ্যা।

আগ্নেয়পুরাণ পাঠ করে, সে জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। হে বশিষ্ঠ! যাহার আগ্নেয়-পুরাণ পুস্তক, তাহারই জয় জানিবে; যাহার গৃহে লিখিত পুস্তক আছে, তাহার করেই ভোগ ও মোক্ষ অবস্থিত রহিয়াছে। পুরাকালে হরি, ব্রহ্মবিদ্যাদ্বয়ের আস্পদ আগ্নেয়পুরাণ, কালাগ্নি-রূপে আমার নিকট গান করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে ব্যাস! বিদ্যাদ্বয়াত্মক অগ্নি কথিত আগ্নেয়পুরাণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরস্বরূপ; অগ্নিদেব সর্ব্বার্থ প্রদর্শক ব্রহ্ম নামক এই অগ্নি-পুরাণ, দেবতা ও মুনিগণের সন্নিধানে আমাকে কহিয়াছেন। হে ব্যাস! যে নর, আগ্নেয়পুরাণ, পাঠ বা শ্রবণ করে, লিখে বা লেখায় শ্রবণ বা পাঠ করায়, পূজা বা ধারণ করে সে সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। যে এই পুরাণ লেখাইয়া বিপ্রবর্গকে দান করে, সে শতকুল উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। যে ইহার একমাত্র শ্লোক পাঠ করে সে পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হয়; হে ব্যাস! সেই হেতু সর্ব্বদর্শন শাস্ত্রসম্পন্ন এই পুরাণ শ্রবণ শ্রবণাভিলাষি শুক প্রভৃতি মুনিগণের সহিত শিষ্যগণের শ্রবণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভুক্তিমুক্তি-প্রদ আগ্নেয়পুরাণ পঠিত বা ধ্যাত হইলে কল্যাণ প্রদান করে, যিনি এই পুরাণ গান করিয়াছেন, সেই অগ্নিদেবকে প্রণাম করি।

ব্যাস বলিলেন, বশিষ্ঠদেব ইহা পূর্ব্বে গান করিয়াছিলেন, হে সূত! এক্ষণে তুমি আমার নিকট পরা ও অপরা বিদ্যানামক পরম পদরূপ অগ্নিপুরাণ আমার নিকট শ্রবণ করিলে, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ এই পুরাণ ধ্যান করিয়া দুর্লভ আগ্নেয়রূপ প্রাপ্ত হয়। আগ্নেয়পুরাণ ব্রহ্ম ধ্যান করিলে, হরিকে লাভ করিতে পারে। এই পুরাণসেবায় বিদ্যার্থিগণ বিদ্যা, রাজ্যার্থিগণ রাজ্য, অপুত্রকগণ পুত্র, অনাশ্রয়িগণ আশ্রয়, সৌভাগ্যার্থী সৌভাগ্য, মোক্ষার্থী মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে নর, এই পুরাণ লিখে বা লিখায়, সে নিষ্পাপ হইয়া লক্ষ্মীলাভ করিতে পারে। হে সূত। শুক ও পৈলমুখে আগ্নেয়পুরাণ শ্রবণ করিয়া তাঁহারস্বরূপ চিন্তা কর তাহা হইলে ভোগমোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। তুমিও ভক্ত ও শিষ্যদিগকে এই পুরাণ শ্রবণ করা-ইবে।

সূত কহিলেন, ব্যাসের প্রসাদে শৌনকাদি মুনিগণ, আগ্নেয় পুরাণ আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করি-লেন। আগ্নেয়পুরাণ ব্রহ্মস্বরূপ আপনারা নৈমি-ষারণ্যে হরির আরাধনা করিতে করিতে শ্রদ্ধাযুক্ত থাকিয়া অগ্নিকর্ত্তৃক উক্ত বেদতুল্য ব্রহ্ম বিদ্যাদ্বয় যুত ভুক্তিদ মুক্তিদ ও মহৎ আগ্নেয়পুরাণ শ্রবণ করিলেন; ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর সারবস্তু আর কিছুই নাই, ইহা হইতে সুহৃদ্ আর কেহই নাই, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গাঢ় আর কিছুই নাই, ইহা হইতে পরতর জ্ঞান আর কিছুই নাই, ইহা হইতে পরতরা স্মৃতি আর কিছুই নাই, ইহা অপেক্ষা পরতর আগম আর কিছুই নাই, ইহা অপেক্ষা পরতরা বিদ্যা আর কিছুই নাই, ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্ত আর কিছুই নাই, ইহা অপেক্ষা পরতর মঙ্গল আর কিছুই নাই, ইহা হইতে পরতর বেদান্ত আর কিছুই নাই। এই পুরাণ পরমবস্তু, অবনিতলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বড় দুর্লভ। এই আগ্নেয় পুরাণে সকল প্রদর্শিত ও মৎস্যাদি অবতার পরম্পরা অবগীত এবং রামায়ণ, হরিবংশ, ভারত ও নবসৃষ্টি প্রদর্শিত এবং বৈষ্ণব আগম সংগীত হইয়াছে। পূজা দীক্ষা ও

প্রতিষ্ঠার সহিত পবিত্রারোহণাদি, প্রতিমালক্ষণাদি, প্রাসাদ লক্ষণাদি, ভোগমোক্ষপ্রদ মন্ত্রসকল শৈবাগম ও তাহার অর্থ, শাক্ত, সৌর, মণ্ডলসকল, বাস্তু, বিবিধমন্ত্র, প্রতিসর্গ, ব্রহ্মাণ্ড পরিমণ্ডল, ভুবনকোষ, দ্বীপ, বর্ষাদি, নদী, গয়া গঙ্গা প্রয়াগাদি তীর্থ মাহাত্ম্য, জ্যোতিশ্চক্র, জ্যোতিষাদি, যুদ্ধ জয়ার্ণব মন্বন্তরাদি, বর্ণাদির ধর্ম্ম অশৌচ দ্রব্যশুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত রাজধর্ম্ম ও দানধর্ম্ম সকল বিবিধ ব্রত ব্যবহার, শান্তি, ঋগবেদাদির বিধান সূর্য্যবংশ সোমবংশ, ধনুর্ব্বেদ, বৈদক, গান্ধর্ব্ববেদ অর্থশাস্ত্র মীমাংসা ন্যায় পুরাণ ও সাংখ্যমাহাত্ম্য ছন্দঃ, ব্যাকরণ অলঙ্কার নির্ঘণ্ট (শব্দসংগ্রহ) শিক্ষা কল্প নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক প্রলয় বেদান্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, স্তোত্র, পুরাণ মাহাত্ম্য অষ্টাদশবিদ্যা, এই সকল ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋগবেদাদি অপরা ও অক্ষর পরব্রহ্ম বিষয়ক পরা বিদ্যা এবং ব্রহ্মের সপ্রপঞ্চ ও নিষ্প্রপঞ্চ রূপও উক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশসহস্র শ্লোকাত্মক এই পুরাণ শতকোটি শ্লোকে বিস্তারিত হইয়া দেবলোকে দেবগণকর্ত্তৃক গীত হয়। লোকগণের হিতকামনায় অগ্নিদেব ইহা সংক্ষিপ্তরূপে মর্ত্তলোকে গান করিয়াছেন।

হে শৌনকপ্রমুখ মুনিগণ! আপনারা 'সকলই ব্রহ্ম' এই বাক্য বিশেষ রূপে জানিবেন। যে মানব এই পুরাণ শ্রবণ করে বা করায়, পাঠ করে বা করায়, লিখে বা লেখায়, পূজা বা কীর্ত্তন করে, সে স্বর্গ লাভ করে, সন্দেহ নাই। নৃপতি সংযতচিত্তে পুরাণপাঠকের পূজা করিয়া তাঁহাকে গো, ভূমি, হিরণ্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবেন; তাহা হইলেই পুরাণ শ্রবণের ফল লাভ করিতে পারিবেন। পুরাণান্তে অবশ্যই ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, তাহা হইলে নির্ম্মল ও সর্ব্বার্থ প্রাপ্ত হইয়া নিজকুলগণের সহিত স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। পুস্তকের নিমিত্ত শরযন্ত্র, সূত্র, পত্র সঞ্চয় পট্টবন্ধ ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলে স্বর্গলাভ হয়। যে পুস্তক দান করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করে; যাহার গৃহে পুস্তক থাকে, তাহার কোনও ভয় থাকে না এবং সে ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তোমরা ঈশ্বরের স্বরূপ এই আগ্নেয় পুরাণ স্মরণ কর। এই বলিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত সূত যথাস্থানে গমন করিলেন এবং শৌনকাদি ঋষিগণ হরির উদ্দেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে আগ্নেয়পুরাণমাহাত্ম্যনামক দ্বিনবত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

অগ্নিপুরাণ সম্পূর্ণ।

অগ্নিপুরাণের পরিশিষ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ভরদ্বাজ ! নরসিংহ নারায়ণ ব্রহ্মা হইয়া যেরূপে জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। নারায়ণাখ্য ভগবান্ লোক পিতামহ ব্রহ্মা, উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের পরিমাণে তাঁহার আয়ু শত বৎসর। কালরূপ বিষ্ণুই তাঁহার অন্য চরাচর ভূতগণের এবং অশেষ পর্ব্বত সাগর নদীগণের আয়ু বলিয়া পরিগণিত হয়। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকলায় এক মুহূর্ত্ত এবং তাবৎ সংখ্যক মুহূর্ত্তে মনুষ্যের এক অহোরাত্র। ত্রিংশৎ অহোরাত্রে বা পক্ষদ্বয়ে একমাস। ছয়মাসে এক অয়ন দ্বিবিধ উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন। দক্ষিণ অয়ন দেবতা গণেররাত্রি এবং উত্তরায়ন দিন। দুই অয়নে মানবগণের একবর্ষ। মানুষগণের একমাসে পিতৃগণের এক দিন হয়। মনুষ্যগণের এক বৎসরে বসু আদিগণের এক অহোরাত্র। দিব্যদশ সহস্র বর্ষে সত্য ত্রেতাদি এক এক যুগের চারিটি হয়; তাহার বিভাগ শ্রবণ কর। দিব্য চারি সহস্র বর্ষে এক সত্যযুগ, তিন সহস্র বর্ষে ত্রেতা, দ্বিসহস্র বর্ষে দ্বাপর এক সহস্র বর্ষে এক কলিযুগ হয়। পুরাবিদগণ কহেন যে সহস্রযুগে এক দিব্যাব্দ হয়। তাহার শত প্রমাণ অব্দে পূর্ব্বাসন্ধ্যা এবং যুগের পর তত্তুল্য সন্ধ্যাংশ হয়। হে দ্বিজ ! সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যে যে কাল তাহাই সত্য ত্রেতাদি যুগ বলিয়া জানিবে। সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ। সহস্র সংখ্যায় ব্রহ্মার এক দিন। হে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মনু হয়। তাহাদের শুভকর প্রতিমান কাল কর্ত্তৃক কৃত হয়। সপ্তর্ষিগণ, সুরগণ, শুক্র, মনু ও তৎপুত্র নৃপগণ এককালে সৃষ্ট ও পূর্ব্ববৎ কৃত হয়। চারিযুগের বাযাত্তর সংখ্যায় মন্বন্তর মনুর এবং শক্রাদির কাল। হে দ্বিজ ! অষ্টশত সহস্র দিবসংখ্যায় সংখ্যাত এবং অন্যপ্রকার একপঞ্চাশৎ সংখ্যক ও সপ্তসংখ্যক ও বিংশতি সহস্রকাল সাধিক বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে ব্রাহ্মদিবস অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে। এইকালে তিনি মনোদ্বারা দেবতা, পিতৃ, গন্ধর্ব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, ঋষি, বিদ্যাধর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা ও ভুজঙ্গমগণে এবং চাতুর্বর্ণ্য সৃজন করিয়া, নিজ-কর্ম্মে নিয়োজনপূর্ব্বক দিনান্তে পুনর্ব্বার ত্রৈলোক্যের উপসংহার করিয়া অনন্তশয়নে তাবৎ রাত্রি-কাল শয়ন করিয়া থাকেন। তৎপরে পদ্মনাভে

বিখ্যাত মহাকল্প হয; সেই মহাকল্পে মহোদধির মন্থনার্থ মৎস্যাবতার হয়েন, তৎপরে তৃতীয় বরাহকল্প পরিকল্পিত হয়, তাহাতে স্বয়ং বিষ্ণু, প্রীতিপূর্ব্বক বারাহবপুঃ ধারণ করেন। সেই দেবাদিদেব ঈশ্বর হরি, জগৎ আকাশ, ধরা, তোয় ও সকলাপ্রজা সৃজন করিয়া নৈমিত্তিকাখ্য প্রলয়ে সমস্ত হনন করিয়া শয়ন করেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পরিশিষ্টে সৃষ্টি প্রকরণ নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, প্রলয় সাগরে প্রসুপ্ত নারায়ণের নাভিদেশে পদ্ম উৎপন্ন হইল, সেই পদ্মে বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু কর্ত্তৃক উক্ত হইলেন, হে মহামতে! তুমি প্রজা সৃজন কর, এই বলিয়া প্রভু নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। বিষ্ণু, তিরোভূত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা কিছু জগতের হেতু আছে, তিনি তাহা জানিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার অঙ্গ হইতে সেই ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইল। সে জন্মিযাই আমার নাম প্রদান করুন বলিযা রোদন করিতে লাগিল; ব্রহ্মা কহিলেন তোমার নাম "রুদ্র" হইল। ব্রহ্মা রুদ্রকেও কহিলেন যে প্রজা সৃজন কর, রুদ্র তপস্যা অবলম্বন করিযা শান্ত সলিলে বারম্বার সৃষ্টি করিতে করিতে নিমগ্ন হইল। ভূতেশ্বর ব্রহ্মা, তাঁহাকে সলিলমগ্ন হইতে দেখিয়া, আপনার দক্ষিণাঙ্গ হইতে পুনর্ব্বার অন্য প্রজাপতি দক্ষের এবং বামাঙ্গ হইতে তৎপত্নীর সৃষ্টি করিলেন, দক্ষ সেই পত্নীর গর্ভে স্বায়ম্ভুবমনুর উৎপত্তি করিলেন। ব্রহ্মা, সেই মনু হইতে সৃষ্টির সম্ভাবনা করিলেন; হে মুনিসত্তম! তাহাই আমি তোমার নিকট সৃষ্টির বিবরণ বর্ণন করিলাম, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের আর কি অধিক শুনিতে বাসনা কর।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে মহামতে লোমহর্ষণ! আপনি ইহা সংক্ষেপে কহিলেন, পুনর্ব্বার সবিস্তার আদি সৃষ্টি বর্ণন করুন।

সূত কহিলেন, প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ডের অবসানে, প্রভু নিশানিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক উত্থিত হইলে, সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত ব্রহ্মা শূন্যলোক অবলোকন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, পূর্ব্বসকলেরও পূর্ব্বজ, সর্ব্বসম্ভব, অনাদি নারায়ণের অর্চনা ও স্তুতি করিযা এই শ্লোক পাঠ করিলেন। নরপ্রসূত অপ (জল) নারশব্দে উক্ত হয়, পূর্ব্বে তাহাই তাহার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়ছিল বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। কল্পের আদিকালে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার মহামোহের আবির্ভাব হইল, তমঃ, মোহ ও মহামোহ ও তামিস্রাদি তাহার নাম জানিবেন। সেই মহাত্মা হইতে পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা ও প্রাদুর্ভূত হইল; ধ্যানানন্তর প্রতিবোধ জন্মিলে, সৃষ্টি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইল। স্বর্গাবিদ্ বিচক্ষণগণ, তাহাকে মুখ্য সৃষ্টি বলিযা জানেন। ব্রহ্মা, পুনর্ব্বার ধ্যান করিলে, অন্য এক সর্গ উৎপন্ন হইল, তাহার নাম তির্য্যক স্রোতঃ। তাহারা উৎপথগ্রাহী এবং পশুপক্ষ্যাদি নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মা তাহাদিগকে অসাধক দেখিয়া পুনর্ব্বার তৃতীয় স্রোতের সৃষ্টি করিলেন, তাহাকে ঊর্দ্ধস্রোত বহে। তদনন্তর ঊর্দ্ধচারী দেবগণের উৎপত্তি হইল। মুখ্যসর্গ সমুদ্ভব সক

লকেই অসাধক দেখিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে করিতে অর্ব্বাক্ স্রোতের সৃষ্টি করিলেন, অর্ব্বাক্ স্রোতঃ সমুৎপন্নগণ মনুষ্য, তাহারা সাধক হইল। তাহারা তমোযুক্ত ও রজোধিক এবং প্রকাশিত হইয়া গমনাগমন করে। সেই হেতু দুঃখবহন করিয়া ভূয়োভূয়ো জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, হে মুনিসত্তম! এই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহৎসর্গ প্রথম, তন্মাত্রসর্গ দ্বিতীয়, বৈকারিকসর্গ তৃতীয় তাহাই ঐন্দ্রিয়কসর্গ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক মুখ্যসর্গ চতুর্থ তির্য্যক্‌স্রোত বা তির্য্যগ্‌যোনি পঞ্চম, উর্দ্ধস্রোতঃ ষষ্ঠ, তাহাই দেবসর্গ। তদনন্তর অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ সপ্তম, তাহাই মনুষ্যসর্গ। সাত্ত্বিক ও তামসিক অনুগ্রহ সর্গ অষ্টম, প্রজাপতির রুদ্রসর্গ নবম; বৈকৃত সর্গ পঞ্চ, প্রাকৃত সর্গ চারি, প্রাকৃত ও বৈকৃত সর্গই জগতের মূল হেতু। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার, যেরূপ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আমি কীর্ত্তন করিলাম। তদনন্তর সর্ব্বগত একরূপ, পরাপরেশ, জগদেকনাথ নারায়ণ, নিজশক্তি প্রভাবে বৈকারিকে প্রবেশ করিয়া অখিলের সৃষ্টি করিলেন।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পরিশিষ্টে সৃষ্টিপ্রকরণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টিপ্রকরণ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নববিধ সৃষ্টি উৎপন্ন হইল, হে সূত! কিরূপে সেই সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সূত কহিলেন, রুদ্রসর্গের পরব্রহ্মা, সনকাদি ও মরীচিআদি তপোধন গণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদের নাম যথা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলহ, ক্রতু, মহাতেজাঃ, পুলস্ত্য, প্রচেতাঃ, ভৃগু, নারদ ও মহাদ্যুতি বশিষ্ঠ দশম, সনকাদি ঋষিগণ নিবৃত্তাখ্যধর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, মরীচি আদি মুনিগণ প্রবৃত্তাখ্য ধর্ম্মে এবং নারদ মোক্ষধর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রজাপতির অঙ্গসম্ভব দক্ষনামে যে মুনি, তাঁহারই দৌহিত্র বংশ হইতে এই চরাচর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষীসকলেই দক্ষকন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ ভূত, স্থাবর ও চর এই সকল মনু সর্গোদ্ভূত হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। মরীচিআদি মহর্ষিগণ, মনুসর্গের কর্ত্তা। বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মার মানস পুত্র।

সেই অনন্ত পরাত্মা পরমপুরুষ, মুনিস্বরূপ ধারণ করিয়া কালসহকারে আকাশাদি ভূত সমূহের সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা চরাচর জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইত্যাগ্নেয়ে পুরাণপরিশিষ্টে সৃষ্টিপ্রকরণ নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

সৃষ্টিপ্রকরণ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে মহামতে! বিস্তারপূর্ব্বক রুদ্রসর্গ আমাকে বলুন. মরীচিআদি মহর্ষিগণ কিরূপেই বা অনুসৃষ্টি করিয়াছিল? বশিষ্ঠ পূর্ব্বে ব্রহ্মার মানসপুত্র হইয়া কিরূপেই বা মিত্রাবরুণের পুত্র হইয়াছিল?

সূত কহিলেন, হে সত্তম! আমি তোমাকে রুদ্রসর্গ ও মুনিগণের প্রতিসর্গ বিস্তারিতরূপে বলিব শ্রবণ কর। কল্পের আদিকালে ভগবান্

আত্মতুল্য সুতের নিমিত্ত ধ্যান করিলে তাঁহার ক্রোড়ে কুমার নীললোহিত আবির্ভূত হইলেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর বপুঃ, প্রচণ্ড ও অতি প্রকাণ্ড শরীরবান্ হইয়া দিগ্বিদিগ্ তেজোদ্বারা বিভাসিত করিতে লাগিলেন দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, হে মহামতে! তুমি আমার বাক্যে আপন শরীর বিভাজিত কর। প্রতাপবান্ রুদ্র, ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজদেহে নারী ও পুরুষরূপে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করিলেন। সেই পুরুষকে আর একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজসত্তম! তাঁহাদের নাম বলিব শ্রবণ কর, অজৈকপাদ, অহি, ব্রধ্ন, কপালী, রুদ্র, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, বৈরত এই একাদশ রুদ্র ভুবনেশ্বর বলিয়া উক্ত হয়। সেই বহুরূপী রুদ্র সেই স্ত্রীকেও একাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর প্রতাপবান্ রুদ্র জলে উত্তানরূপে শয়নপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! তিনি তপোবলে বিবিধ ভূত, পাপপিশাচ, সিংহ, উষ্ট্র, মকর ও বেতালাদি সহস্র সহস্র অন্যান্য ভূতগণের সৃষ্টি করিলেন, তাহারা ব্রহ্মভূত হইয়া কৈলাসে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তিনি, বিনায়ক রুদ্রের পঞ্চদশ কোটি সৃষ্টি করিয়া 'তারকাসুর বিনাশের নিমিত্ত স্কন্দকে সৃষ্টি করিলেন। রুদ্র এই প্রকার অবগতি করিও এক্ষণে মরীচিআদির অনুসর্গ কীর্ত্তন করিব শ্রবণ কর। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, দেবাদি স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত প্রজা সৃষ্টি করিলেন। যখন দেখিলেন যে তাহারা আর বর্দ্ধিত হইতেছে না, তখন আত্মসদৃশ মানসপুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ ও মহামতি নারদ পুরাণে এই নয়জন মানসপুত্র নিশ্চিত হইয়াছেন। অগ্নি ও পিতৃগণ, ব্রহ্মার মানসপুত্র; হে মহাভাগ! ব্রহ্মা, স্বায়ম্ভুব মনুকে এবং শতরূপাকে সৃষ্টি করিয়া মনুকে ঐ কন্যা প্রদান করিলেন। মনু হইতে দেবী শতরূপা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র ও প্রসূতি নামে এক কন্যা প্রসব করিলেন। মনু, দক্ষকে প্রসূতিকন্যা সমর্পণ করিলে দক্ষের ঔরসে প্রসূতি চতুর্ব্বিংশতি কন্যা প্রসব করিলেন, এক্ষণে তাহাদের নাম শ্রবণ কর। শ্রদ্ধা, ভূতি, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে ধর্ম্ম, পরিগ্রহ করিলেন। শ্রদ্ধাদি পত্নীগর্ভে কামাদি পুত্র উৎপন্ন হইল, ধর্ম্মের পুত্র পৌত্রাদিদ্বারা ধর্ম্মবংশ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহাদের কনিষ্ঠাগণের নাম কীর্ত্তন করিব। সম্ভূতি অনসূয়া, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, সত্যা, উর্জ্জা খ্যাতি, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ। দক্ষ এই কন্যাসকল মহাত্মা মরীচি আদি ঋষিগণকে প্রদান করিলেন, তাহাদের পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। মরীচির সম্ভূতি পত্নীর গর্ভে কশ্যপমুনি জন্মগ্রহণ করেন। স্মৃতি অঙ্গিরার পত্নী তিনি, সিনীবালী, কুহু, রাকা, অনুমতি, এইসকল কন্যা প্রসব করেন। এইরূপে অত্রির অনসূয়া গর্ভে সোম, দুর্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয় এইসকল নিষ্পাপ পুত্র উৎপন্ন হইল। পুলস্ত্যের, প্রীতিভার্য্যায়, দাদানি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহার পুত্র বিশ্রবাঃ, লঙ্কাপুর নিবাসি রাক্ষসগণ তাহার পুত্র, উহাদিগেরই বধের নিমিত্ত ভগবান্ ক্ষীরোদ সমুদ্রে ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অবনীতলে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পুলহ প্রজাপতির ভার্য্যা ক্ষমা, কর্দ্দম অম্বরীষ, সহিষ্ণু এই তিন পুত্র প্রসব করেন।

ক্রতুর সম্ভুতি নামক ভার্য্যা, অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বপরিমিত প্রজ্জ্বলিত ভাস্করতুল্য ষষ্টিসহস্র বালখিল্য ঋষিদিগকে প্রসব করেন। প্রচেতার সত্যাভার্য্যায় সত্য সন্ধ্যা তিন পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের শত-সহস্র পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। বশিষ্ঠের উর্জ্জা ভার্য্যায় রাজা ঊর্দ্ধবাহু, শুক্র প্রভৃতি সপ্তজন পুত্র উৎপন্ন হয়। ভৃগুর খ্যাতিপত্নীতে লক্ষ্মী উৎপন্ন হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা নামক পুত্রদ্বয়ও জন্মগ্রহণ করে, আয়তি ও নিয়তি নাম্নী সুশোভনা কন্যাদ্বয় ধাতা ও বিধাতার ভার্য্যা হয়, ধাতার আয়তিতে প্রাণ এবং বিধাতার নিয়তিতে মৃকণ্ডু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হে বিপ্র! তাহা হইতে মৃত্যুঞ্জয়া মার্কণ্ডেয় জন্মলাভ করিলেন। প্রাণের পুত্র দেবশিরা দ্যুতিমান নামে বিখ্যাত সঞ্জয় তাঁহার পুত্র। হে মহাভাগ! তাহা হইতে ভাগববংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মার, অগ্নিনামক অগ্রজ তনয় হইতে স্বাহাদেবী প্রদীপ্ত তেজাঃ পাবক, পাবমান ও জলাশী শুচি এই তিন পুত্র প্রসব করেন। ইহাদের ষট্‌চত্বারিংশৎ পুত্র ও তিন পৌত্র, এইরূপে ইহাদের ঊনপঞ্চাশৎ বংশ কীর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বে কহিয়াছি যে ব্রহ্মা পিতৃগণের সৃষ্টি করেন, সেই পিতৃগণ হইতে স্বধা ও মেনা উৎপন্ন হয়। মেনা হইতে ভূধর সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ব্রহ্মা, "প্রজা সৃষ্টি কর" এই বলিয়া দক্ষকে আদেশ করিলে, তিনি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন হে সত্তম! তুমি তাহা শ্রবণ কর। হে মুনে! দক্ষ প্রথমে মানসে ভূতসমূহের সৃষ্টি করিয়া, দেবগণে, ঋষিগণে, গন্ধর্ব্বগণে, অসুরগণে ও পন্নগগণে সৃজন করিলেন, এইরূপে সৃষ্ট হইয়া প্রজা সকল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে সেই প্রজাপতি মুনি সৃষ্টি হেতু চিন্তা করিয়া মৈথুন ধর্ম্মদ্বারা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বীরণ প্রজাপতির অসিক্লী নামে এক কন্যা হয়। শুনিয়াছি দক্ষ তাহাতে ষষ্টি কন্যা সৃজন করিয়া ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, বিষ্ণু নেমিকে চারি, বুদ্ধ পুত্রকে দুই, অঙ্গিরাকে দুই, কৃশাশ্বকে দুই কন্যা প্রদান করেন, তাহাদিগের অপত্য সকল শ্রবণ কর। বিশ্বে দেবগণ বিশ্বায় সাধ্য ও অসাধ্যগণকে মরুতীতে মরুত্বান্‌গণকে উৎপাদন করেন। বসু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে ভানুগণ, মুহূর্ত্তায় মুহূর্ত্তজ দেবগণ, নদ্যাতে ঘোষগণ, নাগবাথায় জানিজগণ উৎপন্ন হয়। প্রথমে পৃথিবী বিষয় সমস্তই অরুন্ধতীতে জন্মলাভ করিয়াছে। হে মহামতে! সংকল্পায় সংকল্প নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। দেবজ্যোতিঃ প্রমুখ তাহারা অনেক, বসু অষ্টজন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। তাহাদের শত শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র, সাধ্যগণ বহুতর, তাহাদের সহস্র সহস্র পুত্র। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধা, স্বসা, ইরা, কদ্রু, ও মুনি। ইহাদের অপত্যগণের নাম শ্রবণ কর, অদিতি গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সুশোভন দ্বাদশ পুত্র উৎপন্ন হয়, যথা ভর্গ, অংশ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্‌, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। কশ্যপ হইতে দিতির দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে, একের নাম হিরণ্যাক্ষ, সেই মহাকায় দৈত্য বরাহরূপি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হয়। দিতির অন্যান্য বহুতর মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; গন্ধর্ব্ব হইতে অরিষ্টা গর্ভে

কিন্নরগণ, সুরসায় বহুতর বিদ্যাধরগণ উৎপন্ন হয়, কশ্যপমুনি, সুরভিতে গোগণের এবং বিনতায় গরুড় ও অরুণ নামে বিখ্যাত দুই পুত্রের উৎপত্তি করেন। গরুড় প্রীতিপূর্ব্বক অমিত তেজাঃ দেবদেব বিষ্ণুর বাহন এবং অরুণ সূর্য্যের সারথি হয়েন। কশ্যপ হইতে তাম্রা গর্ভে অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, হস্তী, গবয় ও মৃগ এই ছয় পুত্র এবং ক্রোধা গর্ভে দুষ্টজাতি পশুগণ জন্মগ্রহণ করে। ইরা, বৃক্ষ, লতা, বল্লী, তৃণজাতি ও অশ্বপুত্রিকা এবং খসা, যক্ষ, রক্ষ ও অপ্সরাগণকে প্রসব করেন। বিষোলবণ দন্দশূক মহানাগ সকল কদ্রু পুত্র; যে সপ্তবিংশতি সুব্রতা সোমের উক্ত হইয়াছে, হে দ্বিজ! বুধাদি মহাসত্ত্বগণ তাঁহাদের পুত্রগণ। অরিষ্ট নেমির পত্নীগণ ষোড়শপুত্র প্রসব করেন। বহুপুত্র বিদুষের তাম্রায় বিদ্যুদাদি উৎপত্তি হইয়াছে। ঋষি সৎকৃত ঋষিগণ প্রত্যাঙ্গিরার পুত্র; দেব প্রহরণগণ, দেবর্ষি কৃশাশ্বের সুত। ইহারা সহস্রযুগান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। এই স্থাবর জঙ্গম সকল কশ্যপের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের পুত্র পৌত্রাদিদ্বারা প্রজাপতির সৃজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে বিপ্র! নিজমর্য্যাদায় অবস্থিত ধীমান নারসিংহ দেবের এই সকল ঐশ্বর্য্য এবং দক্ষ কন্যাগণের অপত্যসমূহ আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব শ্রদ্ধাবান্ হইয়া স্মরণ করে সে যশস্বান্ ও সন্তানবান্ হয়।

হে বিপ্র! এই আমি সৃজন বৃদ্ধির হেতু সর্গ ও অনুসর্গ তোমার নিকট সংক্ষেপে কহিলাম। যে বিষ্ণু পরায়ণ মানব নিরন্তর ইহা পাঠ করে সে নির্ধৌত কল্মষ হইয়া নির্ম্মল হয় সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে পরিশিষ্টে সৃষ্টিপ্রকরণ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বশিষ্ঠের মিত্রাবরুণ পুত্রত্বকথন।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজ! মহাত্মা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যেরূপে দেব দানব যক্ষাদি উৎপন্ন হইল, বিষ্ণুর সেই সৃজন আমি তোমাকে কহিলাম। তুমি পূর্ব্বে ঋষিগণের সন্নিধানে আমাকে কহিয়াছিলে যে বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের পুত্র কিরূপে হইল? এক্ষণে সেই পুরাতন পবিত্র আখ্যান কহিব, ভরদ্বাজ! তুমি একমনা হইয়া মদুক্ত সেই সকল শ্রবণ কর। সর্ব্ব বেদবিদগ্রগণ, সর্ব্ব ধর্ম্মার্থ তত্ত্ববিৎ, সর্ব্ববিদ্যার পারগ দক্ষ নামক প্রজাপতি, কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বলিব শ্রবণ কর, অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্তা, সিংহিকা, শ্রুতা, ক্রোষ্টা সুরভি, বিনতা, কদ্রু, যাতুদেবী ও শুনী এই ত্রয়োদশ দক্ষ দুহিতা কশ্যপকে প্রদত্ত হয়। তাঁহাদের মধ্যে অদিতি জ্যেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা ঐ অদিতি অগ্নি সমপ্রভ দ্বাদশ পুত্র প্রসব করেন, তাহাদের কর্ত্তৃক দিবারাত্রি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাদের নাম বলিব শ্রবণ কর। ভর্গ, অংশু, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু দ্বাদশ; এই দ্বাদশাদিত্য বর্দ্ধণ ও পালন করেন। অদিতির মধ্যমপুত্র বরুণ, বারুণী অর্থাৎ পশ্চিমদিকে লোকপাল বলিয়া প্রখ্যাত ও শব্দিত হয়। পশ্চিম সমুদ্রের পশ্চিম ভাগে স্বর্ণময়, শ্রীমান্ অস্ত নামক পর্ব্বত বিরাজ করে। উহা ধাতু প্রস্রবণান্বিত সর্ব্বরত্নময় সকলে সংযুক্ত ও নানারত্নময় সুশোভন হইয়া প্রতিভাত এবং মহাগুহা ও দরীবিশিষ্ট ও সিংহ শার্দ্দূলনাদে নিনাদিত ইহার নির্জ্জন ভূমিখণ্ড সকলে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ

ক্রীড়া করিয়া থাকে। সূর্য্যদেব ঐ স্থানে গমন করিলে জগৎ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়, উহার শৃঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক নানামণিময় স্তম্ভদ্বারা নির্ম্মিতা, জাম্বুনদময়ী, দিব্যা সুশোভনা, নানা ভোগসাধন সম্পন্না সুধাবতীনামে মনোহরপুরী বিদ্যমান আছে। সেই পুরীতে স্বয়ংব্রহ্মাকর্তৃক নিযুক্ত বরুণ ও আদিত্য নিজতেজে দীপ্যমান হইয়া এই সমস্ত লোক পালন করিয়া থাকে।

কোনও সময়ে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণে উপাস্যমান এবং দিব্য গন্ধানুদীপ্তাঙ্গ ও দিব্যাভরণ ভূষিত হইয়া বরুণ মিত্রের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন, তথায় কুরুক্ষেত্রে নিরন্তর ব্রহ্মর্ষি সেবিত নানা-পুষ্প ফল সমন্বিত সুশোভন অরণ্যে উদ্ধরেতা মুনিগণের আশ্রম সকল দর্শন করিলেন। বহুপুষ্প-ফলোদক সেই তীর্থ আশ্রয় করিয়া উভয়ে চীর ও ও কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্ব্বক উত্তমরূপে তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। তাহার এক বনপ্রদেশে পুণ্ডরীক নামে সুশোভন এক বিমল হ্রদ অবস্থিত, উহার তীরপ্রদেশে বহুতর গুল্ম লতাদ্বারা আকীর্ণ নানাবিধ বিহঙ্গম নাদেনিনাদিত, নানাবিধ তরুবনে আচ্ছন্ন। উহার বিমলজলে নলিনীকুল প্রস্ফুটিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহাতে মীন, কচ্ছপ প্রভৃতি বহুতর জলজীব সুখে নিরন্তর বাস করিতেছে। তথায় ব্রহ্মচারী মিত্র ও বরুণ ভ্রাতৃদ্বয় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হই-লেন। অপ্সরা বরা বরাননা উর্ব্বশী অন্যান্য সখী গণের সহিত তথায় স্নানার্থ উপনীতা হইয়া হাস্য কৌতুক ও সঙ্গীত আরম্ভ করিল, উর্ব্বশী, মনোহর রূপলাবণ্যসম্পান্না, মনোজ্ঞা, মধুরকণ্ঠী, গৌরী, কমলগর্ভাভা, স্নিগ্ধা, কৃষ্ণশিরোরুহা, পদ্মপত্রায়-তাক্ষী, রক্তোষ্ঠী, মৃদুভাষিণী, শঙ্খকুন্দ ইন্দুসন্নিভ অবিরল সমদন্ত পংক্তি শোভিতাননা, সুভ্রূ, সুনাসা সুনখা, মনস্বিনী, করসম্মিত মধ্যাঙ্গী, পীনোরুজ-ঘনস্তনী, তম্বঙ্গী মধুরালাপা, সুমধ্যা, চারুহাসিনী রক্তোৎপল সন্নিভ করচরণা, সুপদী, বিয়াস্থিতা, পূর্ণচন্দ্রনিভা, বালা সুললাটা ও মত্ত কুঞ্জর গামিনী মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয় সেই তম্বঙ্গীর রূপ দর্শন করিয়া কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত হইলেন। উর্ব্বশীর হাস্য, লাস্য, ললিতস্মিত, মৃদুবচন ও মধুরসঙ্গীত ও কটাক্ষ এবং পুংস্কোকিল ও মত্তভ্রমর গুঞ্জন, এই সকল দর্শন করিয়া তাঁহাদের উভয়েরই রেতঃ স্খলন হইল। ঐ রেতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ কমলে একভাগ জলে ও একভাগ অবনী তলে পতিত হইল। হে মুনিসত্তম! কমলে বশিষ্ঠ স্থলে কুম্ভমধ্যে পতিত হওয়াতে অগস্ত্য এবং জলে মীনগণের উৎপত্তি হইল। অনন্তর উর্ব্বশী নিজস্থানে গমন করিল; সেই মহান্ বশিষ্ঠ তাহাতে জন্মগ্রহণ করিলেন, কুম্ভমধ্যে অগস্ত্য ও জলে মৎস্যের উৎপত্তি হইল। অনন্তর মিত্র ও বরুণ উভয়ে আশ্রমে গমনপূর্ব্বক পরজ্যোতি, সনাতন ব্রহ্মের লাভাশয়ে উগ্রতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা আগমন করিয়া পুত্রবান্ মহাদ্যুতি মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়কে কহিলেন, তোমাদের বৈষ্ণবীসিদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তোমরা নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান করিয়া লোক রক্ষা কর। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারে নিযুক্ত হইলেন।

হে বিপ্র! এই আমি মহাত্মা বশিষ্ঠ ও ধীমান অগস্ত্য যেরূপে মিত্রাবরুণের পুত্র হইয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এই পুরা

ধর্ম্ম, পুণ্য, পাপনাশন উপাখ্যান, নৃপ, অমাত্য সহিত শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে প্রমুক্ত হইতে পারেন। যে কেহ পুত্রকামী শুচি ও ব্রতপরায়ণ হইয়া শ্রবণ করে সে অচির কালমধ্যেই পুত্রলাভ করে সন্দেহ নাই। হে দ্বিজোত্তম! যে মানব হব্যকব্যে ইহা পাঠ করে, দেবগণ পিতৃগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন; যে নর, প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহা পাঠ করে, সে উত্তম পুত্রলাভ করিয়া স্বর্গগামী হয়। পূর্ব্বে ইহা বেদজ্ঞগণ কীর্ত্তন করিযাছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে শুদ্ধ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে সন্দেহ নাই।

ইত্যাগ্নেয়ে আদিমহাপুরাণে পরিশিষ্টে বশিষ্ঠের মিত্রাবরুণের পুত্রকথননামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয়োপাখ্যান।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে সূত! মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কিরূপে মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিব, পূর্ব্বে আপনি আমার নিকট এইরূপ কহিয়াছেন এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুণ।

সূত কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! আমি এই পুরাবৃত্ত বর্ণন করিতেছি, তুমি এবং ঋষিগণ সকলেই শ্রবণ কর। মহাপুণ্য কুরুক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট আশ্রমে ব্যাসপীঠে আসীন, কৃতস্নান ও কৃতজপ, মুনি শিষ্যগণে পরিবৃত, বেদ বেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, মুনি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মুনিকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া পরমধার্ম্মিক শুকদেব কৃতাঞ্জলি হইয়া এই উদ্দেশেই জিজ্ঞাসা করিলেন, যে হে পিতঃ! মুনিবর মার্কণ্ডেয় কিরূপে মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন, শুনিতে একান্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি বর্ণন করিয়া চরিতার্থ করুণ। ব্যাস কহিলেন, হে বৎস! আমি এই পুরাবৃত্ত বর্ণন করিতেছি তুমি এবং মুনিগণ সমাহিত চিত্তে ইহা শ্রবণ কর। ভৃগুর, খ্যাতি নাম্নী পত্নী গর্ভে মৃকণ্ডু নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। মহাত্মা মৃকণ্ডুর ধর্ম্ম নিরতা এবং পতি শুশ্রূষণ তৎপরা সুমিত্রা নাম্নী পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে মহামতি মার্কণ্ডেয় উৎপত্তি লাভ করেন। ভৃগুর পৌত্র মহামতি পিতৃবল্লভ বালক মার্কণ্ডেয়, পিতা কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই বালক জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্রেই এই দৈববাণী হইল যে "দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইলেই ইহার মৃত্যু হইবে"। এই দৈববাণী শ্রবণ এবং বালকের মুখ কমল দর্শন করিয়া জনক জননী সাতিশয় দুঃখিত ও অত্যন্ত সন্তপ্ত হৃদয় হইলেন। তথাপি ধীমান্ পিতা, তাঁহার কালিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিলেন, এবং পুত্র মার্কণ্ডেয়কে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তিনি গুরু সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বেদাদি শাস্ত্র সমুদায় পাঠ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিনয়ান্বিত হইয়া পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। তদনন্তর, মহাদ্যুতি মার্কণ্ডেয় গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মাকে এবং তাঁহার বিলক্ষণ প্রজ্ঞা নিরীক্ষণ করিয়া মাতা পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। হে শুক! মহামতি মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, কি নিমিত্ত আপনাদের ঈদৃশ দুঃখ। হে মাতঃ! আপনি আমার মতিমান্ পিতার সহিত সতত দুঃখ করেন, জননি। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি দুঃখের

কারণ প্রকাশিত করুন। সেই মহাত্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় মাতা, পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি মাতা পিতাকে কহিলেন মাতঃ আপনি পিতার সহিত কিছুমাত্র দুঃখ করিবেন না, আমি তপস্যা দ্বারা আমার মৃত্যু অপনয়ন করিব সন্দেহ নাই। আমি যাহাতে চিরায়ু হইতে পারি, সেইরূপে মহাতপের আচরণ করিব। জনক জননীকে এইরূপে প্রবোধ প্রদান করিয়া মহামতি মার্কণ্ডেয় নানাঋষিসমাকুল তপোবনে গমন করিলেন। মুনিবর মার্কণ্ডেয়, তথায় মুনিগণের সহিত সুখোপবিষ্ট নিজ পিতামহ ধর্ম্মজ্ঞ ভৃগুমুনিকে দর্শন করিলেন। ভৃগু, মহাভাগ বালক মার্কণ্ডেয়কে উপস্থিত দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা মাতার ও বন্ধুগণের কুশল ত? তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? মহাত্মা মুনি কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মুনিবর মার্কণ্ডেয় ভবিষ্যদ্‌বাণী আমূলতঃ কীর্ত্তন করিলেন। পৌত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভৃগু পৌত্রকে কহিলেন হে মহামতে! এ বিষয়ে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ। মার্কণ্ডেয় কহিলেন হে গুরো! আমি তপোবলে জীবগণের বিনাশ কারী মৃত্যুকে জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছি; আপনি এ বিষয়ে উপায় বলিয়া দিউন। গুরু কহিলেন হে বৎস! কায়মনোবাক্যে ও তপস্যাদ্বারা নারায়ণের অর্চ্চনা ব্যতিরেকে অন্য প্রকারে মৃত্যুকে জয় করিতে কেহই সমর্থ হয় না। তুমি সেই অনন্ত, জিষ্ণু, অচ্যুত, পুরুষোত্তম ভক্তপ্রিয়, সুর শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে ভক্তি পূর্ব্বক [illegible] হে বৎস! [illegible] ঋষি, পূর্ব্বে [illegible] তপস্যা দ্বারা সেই সনাতন নারায়ণের [illegible] তাঁহার প্রসাদে তিনি

জরা মৃত্যু জয় করিয়া দীর্ঘায়ুঃ হইয়া [illegible] স্থান করিতেছেন। সেই ভক্ত বৎসল [illegible] নারায়ণ জনার্দ্দন নারসিংহ ব্যতিরেকে মৃত্যু [illegible] নিবারণ করিতে কাহারও সামর্থ নাই। তুমি, লোক, কর্ত্তা, বিধু, জিষ্ণু, গোপতি, [illegible] গোবিন্দদেবকে সততই আশ্রয় গ্রহণ [illegible] বৎস! যদি তুমি অজদেব নারসিংহকে [illegible] কর, তাহা হইলেই সসৈন্য মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

ব্যাস কহিলেন, মহাতেজা মার্কণ্ডেয়, পিতামহের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া [illegible] পূর্ব্বক বলিলেন, হে তাত! বিষ্ণুই আরাধ্য [illegible] ইহা নিশ্চয় করিয়া কহিলেন; [illegible] হইয়া মৃত্যু হরণ করিবেন। [illegible] কিরূপে তাঁহার আরাধনা করিব, [illegible] সন্তুষ্ট হইয়া সদ্যই আমার মৃত্যু হরণ [illegible]।

ভৃগু কহিলেন, তুঙ্গা ও ভদ্রানা [illegible] সহ্য পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে [illegible] তুমি ঐ ভদ্রাতটে কেশব মূর্ত্তি সংস্থাপন [illegible] গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনান্তে ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া শঙ্খচক্র গদাধর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে তাহা [illegible] প্রীত হইয়া তোমার মৃত্যু দুরীভূত [illegible] সন্দেহ নাই।

ব্যাস কহিলেন, ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি মার্কণ্ডেয় সহ্য পর্ব্বতাভিমুখে [illegible] নারায়ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা [illegible] লেন। [illegible] ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া তপস্যা [illegible] তাঁহা [illegible] মন্ত্রজপে [illegible]